তাফসীরে ইবনে কাছীর

আল্লামা ইবনে কাছীর (রহ.)

তাফসীরে ইব্ন কাছীর

চতুর্থ খন্ড

(৮ম, ৯ম ও১০ পারা)

সূরা আন'আম (১১১-১৬৫ আ), সূরা আ'রাফ সূরা আনফাল ও সূরা তাওবা (১-৯৩ আ.)

মূল ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইব্ন কাছীর (র.)

অনুবাদ ঃ অধ্যাপক আখতার ফারূক

সম্পাদক ঃ মাওলানা ইমদাদুল হক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর (চতুর্থ খণ্ড)
উন্নয়ন প্রকল্প
মূল ঃ ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইব্‌ন কাছীর (র.)
অনুবাদ ঃ অধ্যাপক আখতার ফারূক

প্রকাশকাল
চৈত্র ঃ ১৪০৫
যিলহাজ্জ ঃ ১৪১৯
মার্চ ঃ ১৯৯৯

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা ঃ ১৫৮
ইফাবা প্রকাশনা ঃ ১৯৪৩
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.১২২৭
ISBN ঃ 984-06-0486-4

প্রকাশক
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৯৫৫১৩৯৬

কম্পিউটার কম্পোজ ও মুদ্রণ
তাওয়াক্কাল প্রেস
৯/১০ নন্দলাল দত্ত লেন,
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা-১১০০

বাঁধাই
আল-আমীন বুক বাইন্ডিং ওয়ার্কর্স
৮৫ শরৎ গুপ্ত রোড, নারিন্দা, ঢাকা

মূল্য: ৩২০.০০ (তিনশত বিশ) টাকা মাত্র

TAFSIRE IBN KASIR (4th Volume) (Commentary on the Holy Quran) : Written by Imam Abul Fida Ismail Ibne kasir (Rh.) in Arabic, translated by Prof Akhter Farooq into Bengali and published by Director, Translation and compilation Dept. Islamic Foundation Bangladesh, Baitul Mukarram Dhaka—1000.

March 1999

Price : 320.00

মহাপরিচালকের কথা

আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র কালাম-কুরআন মজীদ নাযিল হয়েছে আরবী ভাষায়। কেবল আরবী ভাষায় দক্ষ হলেই কুরআনের মর্মার্থ বুঝতে সক্ষম হওয়া যায় না। সাহাবা কিরাম বিশুদ্ধ আরবীভাষী হওয়া সত্ত্বেও কুরআন মজীদের ভাব, ভাষা, ও মর্মার্থ বুঝার জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের শরণাপন্ন হতেন। তিনি তাঁর উপর নাযিলকৃত আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও মর্ম বলে দিতেন। এখান থেকেই তাফসীর শাস্ত্রের সূত্রপাত। বস্তুত কুরআন মজীদ পৃথিবীর সবচেয়ে বহুল ব্যাখ্যাত একটি গ্রন্থ, প্রতিটি যুগেই যার মর্মার্থ উপলব্ধির প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

ইসলামী জগতে, বিশেষ করে এই উপ-মহাদেশে আরবী ভাষায় অধিকাংশ তাফসীর প্রণীত হয়েছে। তাদের সাধনার এ ফসল আরবী ভাষীগণ এবং বাংলা ভাষী মুষ্টিমেয় আলিম-উলামা ছাড়া বাংলাদেশের সাধারণ পাঠক এসব তাফসীর দ্বারা উপকৃত হয়নি। এভাবে যুগ যুগ ধরে বাংলাভাষী পাঠকবৃন্দ পবিত্র কালাম মজীদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ মাতৃভাষায় বুঝার সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল। আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ মেহেরবানীতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় প্রণীত ইসলামী পুস্তক মাতৃভাষায় প্রকাশ করে এক গুরুদায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে।

ইতিপূর্বে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, তাফসীরে উসমানী, তাফসীরে মাজেদী, তাফসীরে তাবারী, তাফসীরে মাযহারী, তাফসীরে জালালাইন প্রভৃতি তাফসীর গ্রন্থ পূর্ণ কিংবা আংশিক প্রকাশিত হয়েছে এবং তাফসীরে ইবনে কাছীর-এর ৩টি খণ্ডও প্রকাশিত হয়েছে। এখন তার ৪র্থ খণ্ডটি পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত। এ তাফসীরখানির সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে হাদীসের সহায়তায় কুরআন মজীদের আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

এই তাফসীর গ্রন্থের সহায়তায় আল্লাহ্ পাক তাঁর বান্দাগণকে সৎপথে পরিচালিত করুন। আমীন!

মওলানা আবদুল আউয়াল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সর্বশেষ আসমানী কিতাব। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর নাযিলকৃত এই গ্রন্থে মানুষের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সমাজ জীবন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি বিধৃত হয়েছে। এর অন্তর্নিহিত ভাব ও ব্যঞ্জন অসাধারণ, অতুলনীয় ও অপার্থিব। তবে প্রতিটি মানুষের পক্ষেই এই গ্রন্থের মর্ম ও অন্তর্নিহিত ভাব যথাযথভাবে অনুধাবন ও উপলব্ধি করা সম্ভবপর নয়; এই জন্য যুগে যুগে মনীষিগণ রচনা করেছেন পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থ, যাতে সাধারণ মানুষ সহজে বুঝতে পারে পবিত্র কুরআনের মর্ম, উপলব্ধি করতে পারে এর অন্তর্নিহিত ভাব, হৃদয়ংগম করতে পারে এর শাশ্বত আবেদন। এ সমস্ত তাফসীরের মধ্যে তাফসীরে তাবারী, তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর, তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, তাফসীরে মাজেদী, তাফসীরে উসমানী এবং তাফসীরে জালালাইনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উল্লেখিত তাফসীর সমূহ রচিত হয়েছে আরবী ও উর্দু ভাষায়। তাই বাংলা ভাষী সাধারণ পাঠক পাঠিকাবৃন্দের জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ বাংলা ভাষায় এই সমস্ত তাফসীর অনুবাদের মহতী কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করে। মহান আল্লাহ্ তা'আলার অপার অনুগ্রহে এই প্রতিষ্ঠানের অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ এ যাবত উল্লিখিত তাফসীরসমূহের কোনটি পূর্ণাকারে আবার কোনটি আংশিকভাবে অনুবাদ করে পাঠক পাঠিকার হাতে তুলে দিতে সক্ষম হয়েছে। জগদ্বিখ্যাত তাফসীরকার আল্লামা ইসমাঈল ইব্‌ন উমর ইব্‌ন কাছীর (র.) রচিত তাফসীরে ইব্‌ন কাছীরের তিনটি খণ্ড ইতিপূর্বে আমরা প্রকাশ করেছি। এবার এর চতুর্থ খণ্ড প্রকাশ করতে পেরে পরম করুণাময়ের দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

ইমাম ইসমাঈল ইব্‌ন উমর ইব্‌ন কাছীর (র.)-এর শ্রেষ্ঠতম কীর্তি তাফসীরুল কুরআনিল করীম। এই তাফসীরখানিই পরবর্তীতে তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর নামে জগতজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছে। এই তাফসীরখানি সম্পর্কে আল্লামা সূয়ূতী বলেন- এ ধরনের তাফসীর ইতিপূর্বে কেউ রচনা করেন নি। আল্লামা শাওকানী এটাকে সর্বোত্তম তাফসীর সমূহের মধ্যে অন্যতম বলে মন্তব্য করেছেন। অসাধারণ প্রতিভাধর এই তাফসীরকার তাঁর তাফসীর গ্রন্থে অনেক ক্ষেত্রে কুরআনুল করীমের তাফসীর কুরআনের আয়াত দ্বারাই করেছেন; আর অধিকাংশ স্থানেই উপস্থাপন করেছেন স্বয়ং রাসূল (সা.) কৃত তাফসীর। তাফসীর জগতে এত অধিক পরিমাণ হাদীস অন্য কোন তাফসীর গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়নি। অনুরূপভাবে তিনি যে সমস্ত সাহাবা কিরাম কুরআন নাযিলের প্রেক্ষাপট, পরিস্থিতি ও ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন তাঁদের উক্তি সন্নিবেশিত করে তাফসীরখানিকে অধিক নির্ভরযোগ্য করে তুলেছেন। কুরআন পাকের জটিল অংশগুলির বিশদ ব্যাখ্যা ও বিভিন্নার্থক শব্দ-সমষ্টির আভিধানিক ও

পারিভাষিক বিশ্লেষণ তাফসীরখানিকে সুসমৃদ্ধ করেছে। অপূর্ব রচনাশৈলী, রচনার লালিত্য, ভাষার স্বচ্ছতা ও সাবলীলতায় তাফসীরখানি সুসমামণ্ডিত এবং প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। এই অনন্য সাধারণ তাফসীর রচনা করে লেখক গোটা মুসলিম উম্মাহর নিকট অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। এই তাফসীরখানি অনুবাদ করতে গিয়ে বিজ্ঞ অনুবাদক তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য, মেধা ও শ্রম দিয়ে বাংলা ভাষায় বিশ্লেষণ নৈপুণ্যের যে পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যিই প্রশংসারযোগ্য। আমরা এই তাফসীর রচয়িতা এবং অনুবাদক উভয়ের নিকটই সমানভাবে ঋণী। অভিজ্ঞ সম্পাদক মহোদয় গ্রন্থখানি নিখুঁতভাবে সম্পাদনা করে দিয়ে আমাদিগকে গভীরভাবে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের আমার সহকর্মীবৃন্দ এবং গ্রন্থখানি মুদ্রণ ও প্রকাশনার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রচেষ্টাই প্রশংসাই। আমি সবাইকে জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ, আর আল্লাহ্‌র দরবারে কামনা করি এদের ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক কল্যাণ।

সবশেষে পাঠকবর্গের নিকট আমার আবেদন, আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও গ্রন্থখানিতে অসতর্কতাজনিত এবং অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা অস্বাভাবিক নয়। বিজ্ঞ পাঠক পাঠিকার দৃষ্টিতে কোন প্রকার ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে এবং অনুগ্রহ পূর্বক তা আমাদেরকে অবহিত করলে আমরা আনন্দিত হবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের সার্বিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করবো ইনশাআল্লাহ্।

আবদুল জলিল জমাদার
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ।

সূচীপত্র

শিরোনাম — পৃষ্ঠা

অষ্টম পারা

সূরা আন'আম (১১১-১৬৫ আ.)

শিরোনাম		পৃষ্ঠা
১১১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৯
	বেঈমানদের ঈমানের দাবী	১৯
১১২-১১৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২১
	মানব শয়তান ও জিন শয়তান সংক্রান্ত	২২
১১৪-১১৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৭
	আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে বিচারক মানা সংক্রান্ত	২৮
১১৬-১১৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৯
	যাহারা অনুমান ভিত্তিক কথা বলে তাহাদের সক্রান্ত	২৯
১১৮-১১৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩০
	আল্লাহ্‌র নামে যবাহ্ করা হয় নাই উহা সংক্রান্ত আলোচনা	৩০
১২০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩২
	প্রকাশ্য ও গোপনীয় পাপ কাজ সংক্রান্ত	৩২
১২১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৩
	মুসলমান আল্লাহ্‌র নাম ব্যতীত যবাহ্ করলে	৩৩
১২২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৪
	যাহার অন্তঃকরণ ঈমানের জ্যোতি দ্বারা আলোকিত হইয়াছে সে হিদায়েত প্রাপ্ত	৪৫
১২৩-১২৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৭
	অপরাধীরা প্রত্যেক নবীর শত্রু সংক্রান্ত আলোচনা	৪৭
	মহনবী (সা.)-এর সততা সম্পর্কে হাদীছ	৫২
১২৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৫
	বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ঈমানদারদের আলোচনা	৫৫

১২৬-১২৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৮
	সরল-সহজ পথ প্রসঙ্গে আলোচনা	৬০
১২৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬১
১২৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৪
১৩০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৬
১৩১-১৩২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৯
১৩৩-১৩৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭২
১৩৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭৭
১৩৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭৯
১৩৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৮০
১৩৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৮২
১৪০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৮৪
১৪১-১৪২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৮৫
১৪৩-১৪৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৯৩
১৪৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৯৫
১৪৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৯৮
১৪৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১০৩
১৪৮-১৫০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১০৫
১৫১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১০৮
১৫২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১১৭
১৫৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১২০
১৫৪-১৫৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১২৪
১৫৬-১৫৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১২৮
১৫৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৩১
১৫৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৩৯
১৬০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৪১
১৬১-১৬৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৪৫
১৬৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৫২
১৬৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৫৫

সূরা আ'রাফ

১-৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৫৯
৪-৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৬১
৮-৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৬৫
১০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৬৭
১১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৬৯
১২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৭১
১৩-১৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৭৩
১৬-১৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৭৪
১৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৭৯
১৯-২১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৮০
২২-২৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৮৩
২৪-২৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৮৪
২৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৮৬
২৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৮৯
২৮-৩০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৯০
৩১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৯৬
৩২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৯৯
৩৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২০০
৩৪-৩৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২০২
৩৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২০৩
৩৮-৩৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২০৫
৪০-৪১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২০৭
৪২-৪৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২১৩
৪৪-৪৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২১৫
৪৬-৪৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২১৭
৪৮-৪৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২২৩
৫০-৫১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২২৫
৫২-৫৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২২৮
৫৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৩০

৫৫-৫৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৩৩
৫৭-৫৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৩৬
৫৯-৬[illegible] আয়াতের তরজমা ও তাফসীর .... [illegible]
৬৩-৬৪ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৪১
৬৫-৬৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৪৩
৭০-৭২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৪৬
৭৩-৭৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর .... [illegible]
৭৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৬১
৮০-৮১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৬২
৮২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৬৩
৮৩-৮৪ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৬৪
৮৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৬৫
৮৬-৮৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৬৭

নবম পারা

৮৮-৮৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৬৮
৯০-৯২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৬৯
৯৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৭১
৯৪-৯৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৭২
৯৬-৯৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৭৩
১০০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৭৫
১০১-১০২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৭৮
১০৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৮১
১০৪-১০৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৮১
১০৭-১০৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৮২
১০৯-১১০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৮৪
১১১-১১২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৮৫
১১৩-১১৪ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৮৫
১১৫-১১৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৮৬
১১৭-১২২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৮৮
১২৩-১২৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর .... ২[illegible]

১২৭-১২৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৯৩
১৩০-১৩১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৯৫
১৩২-১৩৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৯৬
১৩৬-১৩৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩০৩
১৩৮-১৩৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩০৫
১৪০-১৪২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩০৭
১৪৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩০৯
১৪৪-১৪৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩১৬
১৪৬-১৪৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩১৮
১৪৮-১৪৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩২০
১৫০-১৫১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩২২
১৫২-১৫৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩২৪
১৫৪ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩২৬
১৫৫-১৫৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩২৮
১৫৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৩৪
১৫৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৪৫
১৫৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৪৯
১৬০-১৬৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৫২
১৬৪-১৬৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৫৪
১৬৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৬০
১৬৮-১৭০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৬২
১৭১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৬৫
১৭২-১৭৪ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৬৭
১৭৫-১৭৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৭৭
১৭৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৮৬
১৭৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৮৭
১৮০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৯০
১৮১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৯২
১৮২-১৮৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৯৩
৮৪ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৯৪

১৮৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৯৫
১৮৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৯৬
১৮৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৯৭
১৮৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪০৫
১৮৯-১৯০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪০৬
১৯১-১৯৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪১৩
১৯৯-২০০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪১৮
২০১-২০২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪২৪
২০৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪২৭
২০৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪২৮
২০৫-২০৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৩২

সূরা আনফাল

১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৩৫
২-৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৪৫
৫-৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৫১
৯-১০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৫৯
১১-১৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৬৮
১৫-১৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৭৬
১৭-১৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৮১
১৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৮৪
২০-২৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৮৬
২৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৮৮
২৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৯২
২৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৯৭
২৭-২৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৯৯
২৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫০২
৩০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫০৩
৩১-৩৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫০৯
৩৪-৩৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫১৭
৩৬-৩৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর................................	৫২২
৩৮-৪০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর................................	৫২৩

দশম পারা

৪১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর................................	৫৩৫
৪২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর................................	৫৪৫
৪৩-৪৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর................................	৫৫০
৪৫-৪৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর................................	৫৫৩
৪৭-৪৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর................................	৫৫৬
৫০-৫১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর................................	৫৬৩
৫২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর................................	৫৬৫
৫৩-৫৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর................................	৫৬৬
৫৫-৫৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর................................	৫৬৭
৫৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর................................	৫৬৮
৫৯-৬০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর................................	৫৭০
৬১-৬৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর................................	৫৭৫
৬৪-৬৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর................................	৫৮০
৬৭-৬৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর................................	৫৮৩
৭০-৭১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর................................	৫৮৮
৭২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর................................	৫৯৪
৭৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর................................	৫৯৮
৭৪-৭৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর................................	৬০০

সূরা তাওবা
(১-৯৩ আ.)

১-২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর................................	৬০৪
৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর................................	৬০৭
৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর................................	৬১৭
৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর................................	৬১৮
৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর................................	৬২৪
৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর................................	৬২৬
৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর................................	৬২৮
৯-১১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর................................	৬২৯
১২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর................................	৬৩১

১৩-১৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৩২
১৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৩৫
১৭-১৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৩৭
১৯-২২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৪২
২৩-২৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৪৬
২৫-২৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৪৮
২৮-২৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৬০
৩০-৩১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৬৭
৩২-৩৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৭১
৩৪-৩৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৭৪
৩৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৮৬
৩৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭০০
৩৮-৩৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭০৬
৪০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭০৯
৪১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭১২
৪২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭১৬
৪৩-৪৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭১৭
৪৬-৪৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭২০
৪৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭২৪
৪৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭২৫
৫০-৫১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭২৬
৫২-৫৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭২৭
৫৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭২৮
৫৬-৫৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭৩০
৫৮-৫৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭৩১
৬০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭৩৩
৬১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭৪৩
৬২-৬৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭৪৪
৬৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭৪৫
৬৫-৬৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	০৬

৬৭-৬৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭৪৯
৬৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭৫১
৭০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭৫৩
৭১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭৫৪
৭২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭৫৫
৭৩-৭৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭৬০
৭৫-৭৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭৭২
৭৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭৭৭
৮০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭৮২
৮১-৮২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭৮৪
৮৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭৯০
৮৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭৯২
৮৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭৯৮
৮৬-৮৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭৯৯
৮৮-৮৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৮০১
৯০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৮০১
৯১-৯৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৮০৩

তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর

চতুর্থ খণ্ড

অষ্টম পারা

সূরা আন‘আম

(১১১–১৬৫ আ.)

(١١١) وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَآ إِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَحَشَرْنَا
عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوٓا إِلَّآ أَنْ يَشَآءَ اللّٰهُ وَلٰكِنَّ
أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ○

১১১. আমি তাহাদিগের নিকট ফেরেশতা প্রেরণ করিলেও এবং মৃতেরা তাহাদিগের সহিত কথা বলিলেও আর সকল বস্তুকে তাহাদিগের সামনে হাযির করিলেও যদি না আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন তাহারা বিশ্বাস করিবে না; কিন্তু তাহাদিগের অধিকাংশই অজ্ঞ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ পাক বলেন– যাহারা আল্লাহ্র নামে কঠিন শপথ করিয়া বলে যে, আমাদের নিকট কোন নিদর্শন আসিলে আমরা অবশ্যই ঈমান আনিতাম, তাহাদের এই আবদার পূরণের নিমিত্ত আমি যদি তাহাদের নিকট কোন ফেরেশেতা অবতীর্ণ করি এবং তাহারা আমার প্রিয় রাসূলকে সত্যায়িত করে, তথাপি তাহারা ঈমান আনিবে না এবং তারপরও তাহারা অনুরূপ দাবী করিতে থাকিবে। যেমন

কালামে পাকের অন্যত্র বলা হইয়াছে :

أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا অর্থাৎ অন্যথায় তোমরা আল্লাহ ও তাহার ফেরেশতাগণকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত কর (১৭ : ৯২)।

কালামে পাকে আরও বর্ণিত হইয়াছে : قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ অর্থাৎ তাহারা বলে, আমরা ততক্ষণ ঈমান আনিব না যতক্ষণ না আমাদিগকে তাহাই দেওয়া হইবে যাহা রাসূলকে দেওয়া হইয়াছে (৬ : ১২৪)।

অন্যত্র বলা হইয়াছে :

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا۔

অর্থাৎ আমার সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার আশা যাহারা রাখে না তাহারা বলে, আমাদের নিকট কেন ফেরেশতা পাঠানো হইল না কিংবা যদি আমরা আমাদের প্রতিপালককে দেখিতাম। এই লোকেরা অবশ্যই অহংকারী মনোভাব পোষণকারী এবং মস্তবড় দাম্ভিক ও নাফরমান হইল (২৫ : ২১)।

وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى, আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল এই, মৃতেরা আসিয়াও যদি তাহাদের সাথে কথা বলে এবং রাসূল ও তাহার নিকট প্রেরিত বিধানকে সত্যায়িত করে।

وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا এর অর্থ হইল যে, অতঃপর আমি যদি বস্তুজগতের প্রতিটি বস্তু তাহাদের সম্মুখে একত্রিতও করি।

قُبُلًا শব্দটিকে কেহ কেহ قِبَلًا পড়েন, উহার অর্থ হইবে সামনা-সামনি দেখা। কেহ কেহ قُبُلًا পাঠ করেন, যাহার অর্থও অনুরূপ। যেমন আলী ইব্‌ন আবূ তালহা আওফ, ইব্‌ন আব্বাস, কাতাদা, আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ও ইব্‌ন আসলাম প্রমুখ তাফসীরকার এই অভিমত পোষণ করেন।

মুজাহিদের মতে قُبُلًا এর অর্থ দলে দলে ও ঝাঁকে ঝাঁকে। এই অবস্থায় আয়াতের অর্থ হইবে তাহাদের নিকট রাসূল এবং তাহার আনীত বিষয়বস্তু সম্পর্ককে যদি দলে দলে লোক আসিয়াও সত্যায়িত করে তবুও ইহারা ঈমান গ্রহণ করিবে না।

مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ এই আয়াতের তাৎপর্য হইল, তাহারা কোনক্রমেই ঈমান গ্রহণ করিবে না। তবে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হইলে অন্য কথা। অর্থাৎ সৎপথ প্রদর্শন ও মনের তাগিদে সেই পথ অনুসরণ করাইবার কাজটির একচ্ছত্র অধিকর্তা হইলেন আল্লাহ্ তা'আলা। তিনি যাহাকে ইচ্ছা পথ দেখান এবং যাহাদেরকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট রাখেন। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করেন। তাহার কোন জবাবদিহিতা নাই।

সুতরাং এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাকে দায়ী করার কোন অবকাশ নাই। যেমন অন্য আয়াতে উল্লেখ রহিয়াছে :

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ অর্থাৎ তাঁহার কাজকর্ম সম্পর্কে তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করা যাইবে না (২১ : ২৩)। তাহারাই তাহাদের কাজকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হইবে। কারণ তাহার জ্ঞান-প্রজ্ঞা, সূক্ষ্মদর্শিতা, শাসন-ক্ষমতা, প্রভাব প্রতিপত্তি সীমাহীন। তিনি সবকিছুর ঊর্ধ্বে।

এই আয়াতটির মর্মই প্রকাশ করা হইয়াছে নিম্নলিখিত এই আয়াতে। আল্লাহ্ পাক বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔

অর্থাৎ : যাহাদের বেলায় তোমার প্রভুর কথা সত্য প্রামাণিত হইয়াছে তাহাদের সম্মুখে প্রত্যেকটি নিদর্শন উপস্থাপন করা হউক না কেন, তাহারা ঈমান আনিবে না। শেষ পর্যন্ত কষ্টদায়ক আযাবই তাহাদের দর্শন করিতে হইবে (১০ : ৯৬ - ৯৭)।

(١١٢) وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ۚ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ○

(١١٣) وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ ○

১১২. এইরূপে আমি প্রত্যেক নবীর জন্য মানব ও জিনের মধ্য হইতে শয়তানদিগকে শত্রু করিয়াছি, প্রতারণার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে একে অপরকে মিথ্যা ও চমকপ্রদ বাক্য দ্বারা প্ররোচিত করে; যদি তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করিতেন তবে তাহারা ইহা করিত না; সুতরাং তুমি তাহাদিগকে এবং তাহাদিগের মিথ্যা রচনাকে বর্জন কর।

১১৩. এবং তাহারা প্ররোচিত করে এই উদ্দেশ্যে যে, যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাহাদিগের মন যেন উহার প্রতি অনুরাগী হয় এবং উহাতে তাহারা যেন তাহারা পরিতুষ্ট হয়। আর তাহারা যে অপকর্ম করে তাহারা যেন তাহাই করতে থাকে।

তাফসীর : আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : হে মুহাম্মদ! তোমার সেরূপ শত্রু বানাইয়াছি যাহারা তোমার প্রতি সর্বদা হিংসা বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করে এবং তোমার বিরুদ্ধাচরণ করে, তদ্রূপ তোমার পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের প্রত্যেকের জন্যই

তদ্রূপ শত্রু বানাইয়া ছিলাম। সুতরাং তুমি চিন্তিত ও বেদনাক্লিষ্ট হইও না। অ...
আল্লাহ্ পাক অন্য আয়াতে বলেন ঃ

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا -

অর্থাৎ তোমার পূর্বেও নবী-রাসূলদিগকে অস্বীকার করা হইয়াছে। সুতরাং তাহা... মিথ্যা অপবাদও নানাবিধ দুঃখকষ্টের ক্ষেত্রে ধৈর্য অবলম্বন করিয়াছে (৬ ঃ ৩৪)।

আল্লাহ্ পাক অন্য আয়াতে বলেন ঃ

...ا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ
...وْ عِقَابٍ أَلِيمٍ -

অর্থাৎ ইহারা তোমাকে যাহা কিছু বলিতেছে ঠিক এইরূপ কথাই তাহারা তোমা... পূর্ববর্তী রাসূলদিগের সাথে বলিত। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক মহাক্ষমাশীল ও কঠি... শাস্তিদাতা (৪১ ঃ ৪৩)।

অপর এক স্থানে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ -

অর্থাৎ আল্লাহ্ বলেন, "এমনিভাবে আমি অপরাধীদের মধ্য হইতে প্রত্যেক নবী... শত্রু বানাইয়াছি "(২৫ ঃ ৩১)।

ওয়ারাকা ইব্‌ন নাওফিল মহানবী (সা.)-কে বলিয়াছেন ঃ হে মুহাম্মদ! তুমি যা... কিছু নিয়া আসিয়াছ তদ্রূপ দায়িত্ব নিয়া যেসব নবী রাসূল নিজ উম্মতের নিকট আসিয়াছিল, তাহাদের সহিতও শত্রুতা পোষণ করা হইয়াছে।

شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ আয়াতাংশটি আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী বদলে... স্থানে সমাসীন। তখন ইহার মুবাদ্দাল মিনহু হইতেছে । عدوا শব্দটি। সুতরাং ইহা... অর্থ দাঁড়ায় উহাদের শত্রু হইল মানব ও জিন শয়তান। প্রত্যেক জাতির শয়তান হই... উহারাই যাহাদের দুষ্টামীর কোন উপমা ও নজীর নাই। এই সব রাসূলদিগের সাথে... সেইসব দুষ্ট দুরাচার শয়তান ছাড়া কাহারাই বা শত্রুতা করিতে পারে ? ইহাদের উপ... আল্লাহ্র লানত ও অভিশাপ পতিত হউক।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদা (র.) হইতে পর্যায়ক্রমে মুআম্মার ও আবদুর রায্যাক হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে বলা হইয়াছে, জিনের মধ্যেও শয়তান রহিয়াছে এবং মানুষের মধ্যেও রহিয়াছে। ইহারা একে অপরের কাছে মিথ্যা ও কল্পি... কথা প্রচার করে। কাতাদা (র.) আরও বলেন ঃ আমি জানিতে পারিয়াছি যে, আবূ যার (রা.) একদিন নামায পড়িতেছিলেন। তখন নবী করীম (সা.) আবূ যার (রা.)-কে বলিলেন, হে আবূ যার! মানব শয়তান ও জিন শয়তানের প্রবঞ্চনা হইতে

আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। আবূ যার (রা.) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্র নবী! মানুষের মধ্যেও কি শয়তান হইতে পারে ? মহানবী (সা.) উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ, হইয়া থাকে।

এই হাদীছটি আবূ যার (রা.) ও কাতাদা (র.)-এর মধ্যভাগে বিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণিত। অবশ্য হাদীছটি অন্য এক সনদেও বর্ণিত হইয়াছে। বহু বর্ণনাকারীর সূত্রে আবূ যার (রা.) হইতে ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ যার (রা.) বলেন ঃ আমি একদা মহানবী (সা.)-এর নিকট একটি মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। মজলিসটি দীর্ঘ সময় ছিল। মহানবী (সা.) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবূ যার, তুমি কি নামায পড়িয়াছ ? আমি বলিলাম – না, হে আল্লাহ্র নবী, আমি নামায পড়ি নাই। মহানবী (সা.) বলিলেন ঃ ওঠ, দুই রাকাআত নামায পড়। আমি উঠিয়া গিয়া নামায পড়িলাম, অতঃপর মহানবী (সা.)-এর নিকটে বসিলাম। মহানবী (সা.) বলিলেন, হে আবূ যার! তুমি কি মানুষ ও জিন শয়তান হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছ ? আমি বলিলাম– হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি নাই। মানুষের মধ্যেও কি শয়তান হইতে পারে ? মহানবী (সা.) উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, "মানুষ শয়তান জিন শয়তানের তুলনায় অধিক দুষ্টপরায়ণ।" এই বর্ণনাটিও বিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণিত হইয়াছে।

তবে এই বর্ণনাটি এমনিভাবে অবিচ্ছিন্ন সনদেও বর্ণিত রহিয়াছে। যেমন ইমাম আহমদ (র.) – ... — - আবূ যার (রা.) হইতে বর্ণনা করেন ঃ মহানবী (সা.) মসজিদে থাকাকালে আমি তাঁহার নিকট আসিয়া বসিলাম। মহানবী (সা.) আমাকে বলিলেন, হে আবূ যার! তুমি কি নামায পড়িয়াছ ? আমি বলিলাম– না, নামায পড়ি নাই। মহানবী (সা.) বলিলেন ওঠ, নামায পড়। আমি উঠিয়া নামায পড়িলাম। অতঃপর তাঁহার কাছে আবার বসিলে মহানবী (সা.) বলিলেন, হে আবূ যার! মানব ও জিন শয়তান হইতে আশ্রয় প্রার্থনা কর। আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! মানুষের মধ্যেও কি শয়তান হয় ? মহানবী (সা.) বলিলেন, হ্যাঁ হইয়া থাকে।

হাদীছটির অবশিষ্ট অংশ খুবই দীর্ঘ। এই আয়াতের তাফসীরে হাফিজ আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়া এই হাদীছটি জা'ফর ইব্‌ন আওন, ইয়ালী ইব্‌ন উবাইদ ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মূসা (র.) প্রমুখ বর্ণনাকারিগণ মাসউদী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

হাদীছটি অন্য এক সনদেও বর্ণিত হইয়াছে ।

উহা ইব্‌ন জারীর (র.) - — — - আবূ যার (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে বলা হইয়াছে ঃ আবূ যার (রা.)-কে সম্বোধন করিয়া মহানবী (সা.) বলেন, হে আবূ যার! তুমি কি মানব ও জিন শয়তানের অনিষ্ট হইতে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছ ? আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা.)! মানুষের মধ্যেও কি শয়তান হয় ? রাসূলুল্লাহ্ (সা.) উত্তর করিলেন, হ্যাঁ, হইয়া থাকে।

এই হাদীছটি আরও এক সনদে বর্ণিত হইয়াছে। তাহা এই ঃ

ইব্ন আবূ হাতিম (র.) – — — –আবূ উসামা (রা.) হইতে বর্ণনা করেন । রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আবূ যার (রা.)-কে বলিলেন, হে আবূ যার! তুমি কি জিন শয়ত ও মানব শয়তান হইতে আশ্রয় চাহিয়াছ ? আবূ যার বলিলেন– হে আল্লাহ্র রাসূ মানুষও কি শয়তান হয় ? রাসূলুল্লাহ্ (সা.) উত্তর করিলেন, হ্যাঁ। উল্লেখিত সনদস এবং সমুদয় বিবরণ দ্বারা বর্ণনাটি অধিকমাত্রায় শক্তিশালী ও সন্দেহাতীতভাবে বি হওয়া প্রমাণিত হয়।

ইব্ন জারীর (র.) বিভিন্ন বর্ণনাকারীর সূত্রে شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَ الْجِنِّ -আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ঃ মানুষের মধ্যে কোন শয়তান নাই। কিন্তু জি শয়তানেরা মানুষ শয়তানের কাছে এবং মানব শয়তানেরা জিন শয়তানের নি আদেশ পাঠাইয়া থাকে।

يُوْحِىْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا এই আয়াতের ব্যাখ ইব্ন জারীর (র.) বলেন ঃ হারিস (র.) ইকরামা (র.) হইতে বর্ণনা করেন– শয়ত মানুষও হয় এবং জিনও হয়। সুতরাং মানুষ শয়তান জিন শয়তানের সাথে যোগাযো রাখে ও পরস্পর মিলে মানবকে প্রতারণার উদ্দেশ্যে মিথ্যা ও চমকপ্রদ কথার দ্বা প্ররোচিত করে।

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় সুদ্দী (র.) ইকরামা (র.) হইতে আসবাত (র.)-এ সূত্রে বলিয়াছেন– 'মানুষ শয়তান হইল তাহারা যাহারা মানুষকে পথভ্রষ্ট করে এ জিন শয়তান উহারা যাহারা জিনদিগকে পথভ্রষ্ট করে। ইহারা পরস্পর মিলিত হ প্রত্যেকে নিজ নিজ সাথীকে বলে, আমি আমার সাথীকে এই পথে এই ভাবে প্রব দিয়া পথভ্রষ্ট করিয়াছ। সুতরাং তুমিও তোমার সাথীকে অনুরূপভাবে পথভ্রষ্ট ক এমনিভাবেও তাহারা একে অপরকে গুনাহ্র কাজ শিক্ষা দেয়।'

ইহা দ্বারা ইব্ন জারীর (র.) এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ইকরামা সুদ্দী (র.)-এর মতে মানব শয়তান দ্বারা সেই জিন শয়তানকে বুঝান হইয়া যাহারা মানুষকে পথভ্রষ্ট করে। মানুষ শয়তান হওয়ার অর্থ বুঝান হয় নাই। ইক (র.)-এর ব্যাখ্যা দ্বারা ইহাই যে প্রতিভাত হয় তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। সুদ্দীর ব্যাখ্যা দ্বারা উহা না বুঝাইলেও উহার আভাস মিলে।

ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে যাহ্হাকের সূত্রে ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ জিনের মধ্যেও যেমন শয়তান রহিয়াছে যাহারা জিনদিগকে পথ করে, তেমনি পথভ্রষ্ট করে মানুষ শয়তান মানবদিগকে। সুতরাং মানুষ-শয়তান জি শয়তানের সাথে মিলিত হইয়া বলে, উহাকে এমনিভাবে এই নিয়মে পথভ্রষ্ট ক আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে উহাই বর্ণনা করিয়াছেন।

মোটকথা আবূ যার (রা.) বর্ণিত হাদীছের বিবরণই আমাদের মতে বিশুদ্ধ। সে হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে যে, মানুষ শয়তান মানুষের মধ্য হইতেই হয়। আর প্রত্যেক জাতির শয়তান হইতেছে তাহার স্বজাতীয় খোদাদ্রোহিগণ। ইহারই সমর্থনে আমরা মুসলিম শরীফে আবূ যার (রা.) হইতে একটি হাদীছ দেখিতে পাই। উক্ত হাদীছে মহানবী (সা.) বলিয়াছেন ঃ الكلب الاسود شيطان। –অর্থাৎ কুকুর জাতির মধ্যে কাল রং-এর কুকুর হইল শয়তান।

ইব্ন জুরাইজ (র.) বলেন যে,এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র.) বলিয়াছেন ঃ "কাফির জিনেরাই শয়তান হয় এবং মানুষ শয়তানও হয় কাফিরদিগের মধ্য হইতে। অতএব কাফির জিন শয়তান কাফির মানুষ শয়তানদিগকে প্রতারণার উদ্দেশ্যে মিথ্যা ও চমকপ্রদ কথা দ্বারা প্ররোচিত করে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র.) ইকরামা (র.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি কোন এক সময় মুখতারের নিকট গিয়াছিলাম। আমাকে তিনি যথেষ্ট আদর-যত্ন করিলেন এবং রাত্রি যাপনও তাহার কাছে করিলাম। আমাকে লোকদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করার পরামর্শ দিলে আমি লোকদের নিকট গেলাম। এক লোক আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে ইকরামা! ওয়াহী সম্পর্কে আপনি কি মতামত পোষণ করেন ? আমি জবাব দিলাম, ওয়াহী দুই প্রকারের হইয়া থাকে। এক প্রকার আল্লাহ্র পক্ষ হইতে হয়। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ بِمَا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ আমি তোমার নিকট এই কুরআন ওয়াহী দ্বারা অবতীর্ণ করিয়াছি)। দ্বিতীয় প্রকার ওয়াহী শয়তানের পক্ষ হইতে হয়। যেমন আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেন ঃ

شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَ الْجِنِّ يُوْحِىْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ("মানব শয়তান ও জিন শয়তান নিজ নিজ লোকদের নিকট অর্থহীন ও চমকপ্রদ কথা প্রতারণার উদ্দেশ্যে ওয়াহী প্রেরণ করিয়া থাকে।")

ইকরামা (র.) বলেন, এই কথা শুনিয়া লোকটি খুব রাগান্বিত হইয়া আমাকে আক্রমণ করার জন্য উদ্যত হইল। আমি বলিলাম, ওহে, তোমার হইল কি ? আমি তোমাকে তো দীনের কথা শুনাইতেছি। আমিতো তোমার মেহমান। সে এই কথার পর নিবৃত হইল। বস্তুত তিনি মুখতারের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া উহা বলিয়াছিলেন তাহার আসল নাম ইব্ন আবূ উবায়েদ। আল্লাহ্ তাহার অমঙ্গল করুন। কেননা তাহার নিকটও ওয়াহী আসে বলিয়া তাহার ধারণা ছিল। এই লোকের ভগ্নি পুণ্যবতী মহিলা সুফিয়া ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমরের স্ত্রী। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.)-কে জানানো হইল যে, মুখতার এই ধারণায় লিপ্ত যে তাহার নিকটও ওয়াহী আসে, তখন তিনি বলিলেন- আল্লাহ্ পাক সত্য কথাই বলিয়াছেন। তিনি ইরশাদ করিয়াছেন– وَاِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰى اَوْلِيٰئِهِمْ। "অর্থাৎ শয়তান তাহার বন্ধু-বান্ধবদের কাছে ওয়াহী পাঠাইয়া থাকে (৬ ঃ ১২১)।"

আল্লাহ্ পাক আরও বলেন ঃ

يُوْحِىْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا "শয়তান একে অপরকে মিথ্যা ও চমকপ্রদ কথা দ্বারা প্ররোচিত করে। অর্থাৎ উহারা পরস্পর পরস্পরের কাছে বানোয়াট কথা এমন চমকপ্রদ ও মোহনীয় করিয়া পেশ করে যে, শ্রোতাগণ ইহা দ্বারা প্রভাবিত হয়। কারণ তাহারা ইহার মূল তত্ত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ আয়াতাংশের মর্ম হইতেছে এই যে, প্রত্যেক নবী-রাসূলের জন্য ইহাদের মধ্যে হইতে শত্রু হওয়াটা আল্লাহ্ পাকের আদি ফায়সালা ও ইচ্ছার ভিত্তিতেই হয়। আল্লাহ্র এরূপ মর্যী না থাকিলে উহারা তাহাদের শত্রু হইতে পারিত না। অতএব তুমি উহাদিগকে বর্জন কর। উহারা যাহা কিছু মিথ্যা রচনা করিতেছে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করিতেন। সর্ব ব্যাপারেই আল্লাহ্র প্রতি ভরসা রাখ, আল্লাহ্ তা'আলাই তোমার জন্য যথেষ্ট। তিনি তোমাকে উহাদের উপর বিজয়ী করিবেন।

وَلِتَصْغٰى اِلَيْهِ اَفْئِدَةُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ আয়াতের মর্ম হইতেছে যাহারা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান রাখে না তাহাদের অন্তঃকরণ এইসব শয়তানদের প্রতি অনুরাগী হয়।

আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা.) বলিয়াছেন ঃ উহাদের অন্তঃকরণ, জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি ও উহাদের শ্রবণেন্দ্রিয় সবকিছুই এইসব শয়তানের প্রতি অনুরাগী হয়।

সুদ্দী (র.) বলিয়াছেন ঃ কাফিরদের অন্তঃকরণই উহাতে অনুরাগী হয়।

উল্লেখিত আয়াতের وَلِيَرْضَوْهُ -শব্দের মর্ম হইল এই যে, সব মিথ্যাচার ও অলীক কথাকে উহাদের মনঃপূত ও পসন্দনীয় করার জন্যই এইরূপ করা হয়। যাহারা পরকালে ঈমান রাখে না, তাহারাই এই সব কথা গ্রহণ করে এবং ইহার খপ্পরে পড়ে। যেমন কালামে পাকে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

فَاِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِيْنَ اِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيْمِ -

"নিশ্চয় তোমরা এবং যাহাদিগের তোমরা ইবাদত কর তাহারা সবাই মিলিত হইয়াও আল্লাহ্ সম্পর্কে কাহাকেও বিভ্রান্ত করিতে পারিবে না তাহাদিগকে ছাড়া যাহারা জাহান্নামে পৌঁছিবে (৩৭ ঃ ১৬১ - ১৬৩)।

আল্লাহ্ পাক আরও বলিয়াছেন ঃ

اِنَّكُمْ لَفِىْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ يُّؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكَ "নিশ্চয় তোমরা নানাবিধ কথার মধ্যে রহিয়াছ (৫১ ঃ ৮)। অর্থাৎ তোমাদের সম্পর্কে বিভিন্ন অলীক কথা বলা হইতেছে, যে কথাগুলি দ্বারা তোমাদের নামে মিথ্যা অপবাদ প্রচার করা হইতেছে।

وَلِيَقْتَرِفُوْا مَا هُمْ مُّقْتَرِفُوْنَ আয়াতাংশের মর্ম হইতেছে এই যে, উহারা যাহা কিছু করিতেছে উহা কেন করিতে থাকে এই উদ্দেশ্যে মানব ও জিন শয়তানগণ একে অপরের নিকট চমকপ্রদ ও মিথ্যা কথার ওয়াহী পাঠায়।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র.) ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতিতে ইহার ব্যাখ্যায় বলেন ঃ উহারা যাহা কিছু অর্জন করিতেছে তাহা যেন অর্জন করিতে সক্ষম হয় এই কারণেই এইরূপ করা হইতেছে।

সুদ্দী ও ইব্ন রোয়ায়েদ বলেন ঃ এইরূপ ওয়াহী করার উদ্দেশ্য হইল তাহারা যাহা কিছু করিতেছে তাহা করিবার সুযোগ করিয়া দেওয়া।

(١١٤) اَفَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِىْ حَكَمًا وَّهُوَ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا ۗ وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ○

(١١٥) وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا ۗ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

১১৪. বল, তবে কি আমি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে বিচারক মানিব ? যদিও তিনিই তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন। যাহাদিগকে আমি কিতাব দিয়াছি তাহারা জানে যে, উহা তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে সঠিক ও সত্যসহ অবতীর্ণ হইয়াছে। সুতরাং তুমি সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

১১৫. সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়া তোমার প্রতিপালকের বাণী সম্পূর্ণ এবং তাঁহার বাণী পরিবর্তন করিবার কেহ নাই ; তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ পাক তাঁহার নবীকে সম্বোধন করিয়া বলেন ঃ হে নবী! যাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারো ইবাদত করে এবং আল্লাহ্র সহিত অন্য কাহাকে অংশীদার করে তাহাদিগকে বল, আমি কি আমার ও তোমাদের জায়গায় কাহাকেও বিচারক মানিব? অথচ তিনিই তোমাদের প্রতি তাঁহার কিতাবকে সুস্পষ্ট ও সবিস্তার রূপে অবতীর্ণ করিয়াছেন।

وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ আয়াতাংশ দ্বারা সেই সময়ের ইয়াহূদী ও নাসারাদিগের কথা বলা হইয়াছে যাহারা পূর্বেই জানিত যে, এই কিতাব আল্লাহ্র নিকট হইতে সঠিক সত্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছে। কেননা পূর্বকালের নবী-রাসূলগণকে এই কিতাব ও শেষ নবী প্রেরণের সুসংবাদ প্রদান করা হইয়াছিল। সুতরাং উহারা নিজ নিজ নবীদের মাধ্যমেই এই কিতাব অর্থাৎ কুরআন যে সঠিক ও সত্য কিতাব তাহা অবগত হইয়াছিল।

فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ আয়াতাংশে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া বলা হইয়াছে, (যে যাহাই বলুক এবং যতই সন্দেহপোষণ করুক না কেন, এই কিতাব নিশ্চিতরূপে সত্য কিতাব।) তুমি সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র ঘোষণা করেন ঃ

فَإِنْ كُنْتَ فِيْ شَكٍّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِيْنَ يَقْرَؤُوْنَ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ -

অর্থাৎ তোমার নিকট আমি যে কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি সে কিতাব সম্পর্কে যদি তোমার মনে কোনরূপ সন্দেহ হয় তাহা হইলে তোমার পূর্বে যাহারা আমার কিতাব (তাওরাত, যাবুর, ইনজীল) পাঠ করিয়াছে, তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা কর। নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে (এই কিতাব) মহা সত্য রূপে তোমাকে দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং তুমি সন্দেহবাদীগণের মধ্যে শামিল হইও না (১০ ঃ ৯৪)।

এই আয়াত যদিও ব্যাকরণের বিধিমতে শর্তমূলক আয়াতরূপে অবতীর্ণ হইয়াছে, তথাপি শর্ত বাস্তবায়িত হওয়া অপরিহার্য নয়। এই কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলিয়াছেন ঃ আমি কোন কিছুতে সন্দেহপোষণ করি না এবং কোন ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসা করারও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি না।

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا -এর ব্যাখ্যায় কাতাদা (র.) বলেন ঃ ইহাতে যাহা কিছু বলা হইয়াছে উহা সম্পূর্ণ সত্য। তেমনি ইহাতে যাহা কিছু নির্দেশ, বিধান বা ফায়সালা দেওয়া হইয়াছে, তাহা সুবিচারমূলক, নিরপেক্ষ ও নিঃশর্ত। অর্থাৎ তোমার প্রভুর বাণী সত্য ও ন্যায়গতরূপে সম্পূর্ণ হইয়াছে। তিনি যাহাকিছু বলেন তাহা সত্য এবং এই সত্যে কোনই সন্দেহের অবকাশ নাই। তেমনি তিনি যাহা কিছু নির্দেশ করেন, তাহা ন্যায়ানুগ বৈ কিছুই নয়। এখানে বলা হইয়াছে যে, এই গ্রন্থের সংবাদ সম্পূর্ণ সত্য এবং ইহার দাবী সম্পূর্ণ ন্যায়ানুগ। অতএব যাহা কিছু সংবাদ দেওয়া হয় তাহা নির্দ্বিধায় অনুসরণ কর। কারণ, যাহাকিছু নির্দেশ দেওয়া হয় তাহা ন্যায়সংগত ও অন্যায় অবিচার হইতে মুক্ত। আর যাহা করিতে নিষেধ করা হয় তাহা বাতিল ও পরিত্যাজ্য। কেননা অন্যায়, অবিচার ও অনাচার করিতেই নিষেধ করা হয়। যেমন কালামে মজীদে আল্লাহ্ পাক বলিয়াছেন ঃ

يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ -

অর্থাৎ উহাদিগকে সত্য ও ভাল কাজের নির্দেশ দেওয়া হয় এবং অন্যায় অসৎ ও অবিচারমূলক কাজ করিতে নিষেধ করা হয় (৭ ঃ ১৫৭)।

لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهِ আয়াতাংশে বলা হইয়াছে যে আল্লাহ্র বাণীকে ইহকাল ও

পরকালে কেহ পরিবর্তন করিতে পারিবে না। (যে যতই ষড়যন্ত্র ও কানাঘুষা করুক না কেন, আল্লাহ্র বাণী চিরন্তন ও শাশ্বত বাণী।) ইহকাল ও পরকালে সর্বত্র একই অবস্থায় থাকিবে। কেহই বিন্দুমাত্র পরিবর্তন করিতে পারিবে না।

আলোচ্য আয়াতের وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ -এর তাৎপর্য হইতেছে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাগণের স্পষ্ট অস্পষ্ট সকল কথা ও বাক্যালাপ শুনিয়া থাকেন। প্রত্যেকটি লোকের কাজ-কর্ম, চাল-চলন, উঠা-বসা ইত্যাদি সবকিছু সম্পর্কে তিনি পূর্ণরূপে জ্ঞাত। কোন কিছু তাঁহার জ্ঞান সীমার বহির্ভূত নয়। তিনি প্রত্যেক কর্মীকে তাহার কর্মমাফিক প্রতিদান দিয়া থাকেন।

(১১৬) وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ إِنْ يَّتَّبِعُوْنَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُوْنَ ○

(১১৭) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَّضِلُّ عَنْ سَبِيْلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ○

১১৬. যদি তুমি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথামত চল তবে তাহারা তোমাকে আল্লাহ্র পথ হইতে বিচ্যুত করিবে; তাহারা তো অনুমানের অনুসরণ করে; আর তাহারা শুধু অনুমানভিত্তিক কথা বলে।

১১৭. তাঁহার পথ ছাড়িয়া কে বিপথগামী হয় তোমার প্রতিপালক সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত এবং কে সৎ পথে আছে তাহাও তিনি সবিশেষ অবহিত।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষের অবস্থার বিবরণ দিয়া বলিয়াছেন যে, উহারা অধিকাংশই পথভ্রষ্ট। যেমন কালামে মজীদে অন্যত্র আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِيْنَ "উহাদিগের পূর্বেও পূর্ববর্তীদিগের অধিকাংশ লোক পথভ্রষ্ট হইয়াছিল" (৩৭ ঃ ৭১)।

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ "তুমি যতই আশা পোষণ কর না কেন অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করিবার নহে" (১২ ঃ ১০৩)।

অর্থাৎ উহারা পথভ্রষ্টতার শিকার হইয়াছে। মজার কথা এই যে, উহারা নিজেরাই নিজেদের কাজকর্ম ও আমলের প্রতি আস্থাশীল ও বিশ্বাসী নয়। উহারা শুধু বাতিল ধারণা ও মিথ্যা অনুমানের মধ্যে লিপ্ত।

আলোচ্য আয়াতাংশের ঃ إِنْ يَّتَّبِعُوْنَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُوْنَ -এর

তাৎপর্য হইল, তাহারা শুধু অনুমানের অনুগত হইয়া চলে এবং অনুমানের ভিত্তিতেই কথা বলে। এখানে خرص শব্দের আভিধানিক অর্থ হইতেছে আন্দায ও অনুমান করা। যেমন আরবী পরিভাষায় বলা হয় ঃ خرص النخل অর্থাৎ বৃক্ষের খেজুর অনুমান করা। মূলত সবকিছুই আল্লাহ্ তা'আলার আদি ইচ্ছা ও ফায়সালার ভিত্তিতে হয়। তিনি স্বীয় ভবিষ্যত জ্ঞান দ্বারা অবহিত হইবার ফলেই তাঁহার আদি ইচ্ছা ও ফায়সালা এইরূপ হইয়াছে।

هُوَ اَعْلَمُ مَنْ يَّضِلُّ عَنْ سَبِيْلِهٖ আয়াতাংশের মর্ম হইল, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় ভবিষ্যত জ্ঞান দ্বারা পূর্বেই সম্যক অবহিত থাকেন যে, তাঁহার পথ হইতে কাহারা বিপথগামী হইবে। সুতরাং তিনি বিপথগামী ও পথভ্রষ্ট হওয়ার কাজটি তাহাদের অনুকূলে সহজসাধ্য করিয়া দেন।

وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ-এর তাৎপর্য হইল যে, তিনি সত্য পথের পথিক এবং হিদায়েতপ্রাপ্ত লোক কাহারা বা কাহারা তাঁহার পথের পথিক হইবে, সে সম্পর্কেও তিনি স্বীয় ভবিষ্যত জ্ঞান দ্বারা সম্যক অবহিত থাকেন। সুতরাং তিনি ইহাদের জন্য সত্য ও হিদায়েতকে সহজ লভ্য করিয়া দেন। মোট কথা যাহার জন্য যে বস্তু সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহাই তাহার জন্য সহজসাধ্য ও সহজলভ্য করিয়া দেওয়া হয়।

(১১৮) فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ ○

(১১৯) وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَاْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا لَّيُضِلُّوْنَ بِاَهْوَآئِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ ○

১১৮. তোমরা আল্লাহ্‌র নিদর্শনে (আয়াতে) বিশ্বাসী হইলে যাহাতে আল্লাহ্‌র নাম লওয়া হইয়াছে তাহা আহার কর।

১১৯. তোমাদের কী হইয়াছে যে, যাহাতে আল্লাহ্‌র নাম লওয়া হইয়াছে তোমরা তাহা আহার করিবে না ? অবশ্য তোমাদিগের জন্য যাহা নিষিদ্ধ তাহা তোমাদিগের নিকট সবিস্তারে বর্ণনা করা হইয়াছে। তবে নিরুপায় হইলে নিষিদ্ধ বস্তু ও আহার করিতে পার। অনেকে অজ্ঞানতাবশত নিজদিগের ইচ্ছা ও খেয়াল-খুশী মাফিক চলিয়া অবশ্যই অন্যকে পথভ্রষ্ট করিতেছে। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সীমা লঙ্ঘনকারীদিগের সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ পাক তাহার মু'মিন বান্দাগণের জন্য যে জীব-জন্তু আল্লাহ্‌র নামে যবাহ্ করা হইয়াছে উহা আহার করা বৈধ করিয়া দিয়াছেন। পক্ষান্তরে এই আয়াত দ্বারা এ কথাও বুঝায়, সেই জীবজন্তু আল্লাহ্‌র নামে যবাহ্ করা

হয় নাই উহা আহার করা বৈধ নয়। যেমন কুরায়েশ সম্প্রদায়ের কাফির লোকেরা মৃত জীব-জন্তু এবং তাহাদের দেবদেবী ও প্রতিমার নামে যবাহ্‌কৃত জীব-জন্তুর মাংস আহার করা বৈধ মনে করিত। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন পাকের অন্য এক আয়াতের মাধ্যমেও আল্লাহ্‌র নামে যবাহ্‌কৃত জীব-জন্তুর মাংস আহার করা বৈধ করিয়াছেন। তাই ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَاْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ - "তোমাদের [illegible] আহার [illegible] না ? অথচ তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ বস্তু তোমাদের নিকট সবিস্তারে বিবৃত করা হইয়াছে।" অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য যাহা কিছু নিষিদ্ধ করিয়াছেন তাহা পরিষ্কার রূপে তিনি বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছেন।

এই আয়াতের فَصَّلَ শব্দটিকে কতকে তাশদীদ [illegible] কতকে বিনা তাশদীদে পাঠ করেন। যেমন فَصَلَ এবং উভয় অবস্থায়ই ইহার অর্থ হয় সবিস্তারে বিশদ করে বর্ণনা।

আলোচ্য আয়াতে اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ -এর তাৎপর্য হইল তোমরা আহার করিবার মত যখন কোন হালাল বস্তু না পাও, তখন নিরুপায় অবস্থায় যাহা কিছু পাও, উহা [illegible] তোমাদের জন্য আহার করা বৈধ। অতঃপর আল্লাহ্ পাক মুশরিকদের অজ্ঞতা ও মূর্খতার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, উহারা মৃত জীব-জন্তু এবং যাহা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও নামে যবাহ্ করা হইয়াছে উহাকে বৈধ ও হালাল বলিয়া আহার করিয়া থাকে। ইহা তাহাদের অজ্ঞতা ও মূর্খতার ফলশ্রুতি ছাড়া কিছু নয়। এইভাবে তাহারা নিজেদের খেয়ালখুশী মাফিক বহু লোককে পথভ্রষ্ট করিয়াছে।

وَاِنَّ كَثِيْرًا لَّيُضِلُّوْنَ بِاَهْوَآئِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ -

আয়াতের মর্ম হইল, যাহারা স্বীয় অজ্ঞতা ও মূর্খতাবশত আল্লাহ্‌র নির্দিষ্ট সীমারেখাকে লঙ্ঘন করে অর্থাৎ তাহারা নিষিদ্ধ ও হারামকৃত বস্তুকে বৈধ ও হালাল মনে করে এবং আল্লাহ্‌র ঘোষণাকে মিথ্যা মনে করে, এমন কি আল্লাহ্‌র নামে ও রাসূলের নামে মিথ্যা কথা রচনা করিয়া প্রচার করে। আল্লাহ্ তাহাদিগকে খুব ভালভাবেই জানেন। তাহাদের সম্পর্কে তিনি পুরাপুরি ওয়াকিফহাল।

(১২০) وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ ○

১২০. তোমরা প্রকাশ্য ও গোপনীয় পাপ কাজ বর্জন কর; যাহারা পাপ করে তাহাদিগকে কৃত পাপের সমুচিত শাস্তি দেওয়া হইবে।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করিয়াছেন।

وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ-এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ বলিয়াছেন ঃ ইহা দ্বারা প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য উভয় প্রকার পাপের কথা বলা হইয়াছে। তাহার নিকট হইতে আর এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, কোন লোক পাপের কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করিলেই উহা পাপের কাজ বলিয়া গণ্য হইবে। কাতাদা (র.) মতে গোপন ও প্রকাশ্য পাপ কম হউক বা বেশী হউক সবই এই আয়াতের মর্মভুক্ত।

সুদ্দী (র.)-এর মতে নির্লজ্জ ও অশালীন মহিলাদের সহিত প্রকাশ্যে সম্পর্ক স্থাপন ও ব্যভিচার করা প্রকাশ্য পাপ। পক্ষান্তরে কোন মহিলার সহিত গোপন প্রণয়ও সম্পর্কের মাধ্যমে অপকর্মে লিপ্ত থাকা হইতেছে অপ্রকাশ্য পাপ। ইকরামা (র.)-এর মতে মোহাররাম (নিষিদ্ধ) মহিলাদিগকে বিবাহ করা হইল প্রকাশ্য পাপের কাজ।

মোটকথা উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যা বিশেষ কোন পাপের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। ইহা দ্বারা সব ধরনের পাপের কাজই বুঝায়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছে ঃ

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ـ

"হে নবী! তুমি বলিয়া দাও যে আমার প্রতিপালক প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল প্রকার অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজকে নিষিদ্ধ করিয়াছেন" (৭ ঃ ৩৩)।

এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন, যাহারা পাপ কাজ করিবে তাহাদিগকে অতি শীঘ্রই তাহাদের কৃতকর্মের সমুচিত শাস্তি প্রদান করা হইবে। অর্থাৎ সেই পাপের কাজ গোপনে করা হউক বা প্রকাশ্যে করা হউক, উভয় অবস্থায়ই তাহাদের শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। (এমন নয় যে গোপনে করিলে শাস্তি পাইতে হইবে না বা শাস্তি কম দেওয়া হইবে। আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই ইহার প্রতিফল তাহাদিগকে প্রদান করিবেন।)

ইছ্ম বা পাপের ব্যাখ্যায় নিম্নের হাদীছটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ঃ

ইব্ন আবূ হাতিম (র.) ······ নাওয়াস ইব্ন সামআন (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি মহানবী (সা.)-এর নিকট ইছ্ম (গুনাহ্) কাহাকে বলে জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দিলেন ঃ

الاثم ما حاك فى صدرك وكرهت ان يطلع الناس عليه ـ

অর্থাৎ যে কাজ তোমার অন্তরে সন্দেহ ও খট্কা সৃষ্টি করে এবং যে কাজ সম্পর্কে অন্য লোকের অবহিত হওয়া তোমার নিকট খারাপ লাগে উহাই পাপের কাজ।

(١٢١) وَلَا تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهٗ لَفِسْقٌ ۗ وَاِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰٓى اَوْلِيٰٓـئِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ ۚ وَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ ۝

১২১. যাহাতে আল্লাহ্র নাম লওয়া হয় নাই তাহার কিছু আহার করিও না; উহা অবশ্যই পাপ। শয়তান তোমাদের সহিত ঝগড়া বিবাদ করার জন্য তাহার বন্ধুদিগকে প্ররোচনা দেয়; যদি তোমরা তাহাদের অনুগত হইয়া চল তবে তোমরা অবশ্যই মুশরিক হইবে।

তাফসীর ঃ যে জীব-জন্তু যবাহ্ করিবার সময় আল্লাহ্র নাম লওয়া হয় নাই; উহার যবাহ্কারী মুসলমান হইলেও উহা আহার করা বৈধ নয় বলিয়া যাহারা মত পোষণ করেন তাহারা নিজেদের অভিমতের সমর্থনে এই আয়াত প্রমাণ স্বরূপ পেশ করিয়া থাকেন। অবশ্য এই বিষয় হাদীছ-শাস্ত্রবিদ, ফিকাহ্-শাস্ত্রবিদ ও ইসলামী চিন্তাবিদগণের মধ্যে ব্যাপক মতবিরোধ বিদ্যমান। এই ব্যাপারে মোটামুটি তিনটি অভিমত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

একদল পূর্বসূরীর মতে এই ধরনের যবাহ্কৃত জীব-জন্তুর মাংশ আহার করা বৈধ নয় – চাই আল্লাহ্র নাম ইচ্ছাপূর্বক বর্জন করা হউক বা ভুলবশত বর্জন করা হউক। এই অভিমতের প্রবক্তা হইলেন ইব্ন উমর, নাফি, আ'মের, শা'বী, মুহাম্মদ ইব্ন সিরীন প্রমুখ সাহাবা ও তাবিঈন। তাহা ছাড়া ইমাম মালিক ও আহমদ ইব্ন হাম্বল (র.)ও এইমত অভিমত পোষণ করেন বলিয়া একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়। পরবর্তীকালের একজন আলিম ও চিন্তাবিদও এই অভিমত সমর্থন করিয়াছেন। আবূ ছাওর ও দাউদ জাহেরীও এই মাযহাবের প্রবক্তা। তেমনি শাফিঈ মাযহাবের 'কিতাবুল আরবাঈন এর বর্ণনা মতে দেখা যায় যে, শাফিঈ মাযহাবের পরবর্তীকালের মনীষী আবুল ফাতাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আলী আত্তাঈও এই মাযহাব গ্রহণ করিয়াছেন। এই সব চিন্তাবিদগণ নিজেদের মাযহাবের সমর্থনে উপরোক্ত আয়াতের সহিত নিম্নের আয়াত প্রমাণস্বরূপ যোগ করেন ঃ

فَكُلُوْا مِمَّا اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ ـ

অর্থাৎ তোমাদের নিকট আল্লাহ্র নামে নিয়োজিত শিকারী জানোয়ার যাহা নিয়া আসে তাহা তোমরা আহার কর (৫ ঃ ৪)।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা انّه لفسق (নিশ্চয় উহা পাপ) বলিয়া আল্লাহ্র নাম বিবর্জিত যবাহ্কৃত জন্তু না খাওয়ার জন্য বলিয়া বিশেষ তাকিদ করিয়াছেন। বলা হয় যে انّه এর সর্বনামটি اكل শব্দের দিকে প্রত্যাবর্তিত হইয়াছে। অর্থাৎ এইরূপ যবাহ্কৃত জন্তুর মাংস আহার করা পাপ। তবে ইহাও বলা হয় যে, সর্বনামটি যে জন্তুটি আল্লাহ্র নাম ব্যতীত অন্য কাহারও নামে যবাহ্ করা হইয়াছে সেই দিকে সংশ্লিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এইরূপ যবাহ্ করা পাপ। যে হাদীছটি যবাহ্ করা ও শিকারী জীব প্রেরণের সময় আল্লাহ্র নাম স্মরণ করার বিষয়বস্তু বর্ণিত হইয়াছে সেই হাদীছটি আদী ইব্ন হাতিম ও আবূ সালাবা বর্ণিত হাদীছের ন্যায়। তাহাদের বর্ণিত হাদীছটির ভাষা নিম্নরূপ ঃ

اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما امسك عليك ـ

অর্থাৎ যখন তোমরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরকে শিকার ধরার জন্য প্রেরণ কর ও প্রেরণের সময় আল্লাহ্র নাম স্মরণ কর, সেই কুকুর তোমাদের জন্য যাহা শি করিয়া আনে, তোমরা তাহা আহার কর। এই হাদীছ দুইটি বুখারী ও মুসলিমে উ রহিয়াছে। রাফি' ইব্ন খাদীজের বর্ণিত নিম্ন লিখিত হাদীছটিও বুখারী ও মুসলি রহিয়াছে।

হাদীছটি এই ঃ

ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا অর্থাৎ যে জন্তু হইতে রক্ত প্রবা করা হয় এবং আল্লাহ্র নাম স্মরণ করা হয় সে জন্তুর গোশত আহার কর।

ইব্ন মাসউদ (রা.)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে যে, রাসূল করীম (সা.) জিন বলিয়াছেন ঃ لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه ـ অর্থাৎ যে জন্তু আল্লাহ্র নাম ল যবাহ্ করা হয়, উহার প্রতিটি হাড় তোমাদের জন্য বৈধ (মুসলিম)।

জুনদুব ইব্ন সুফিয়ান আল্-বাজালীর বর্ণিত হাদীছে আছে যে, মহানবী (বলিয়াছেনঃ

من ذبح قبل ان يصلى فليذبح مكانها اخرى ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله ـ

অর্থাৎ ঈদুল আযহার দিন নামাযের পূর্বে যে লোক যবাহ্ করে তাহার নামা পর আবার (নূতন একজন্তু) যবাহ্ করা উচিত। নামায পড়ার পূর্বে যে লোক য করে নাই, তাহার আল্লাহ্র নাম স্মরণ করিয়া যবাহ্ করা উচিত।

আয়িশা (রা.) বর্ণনা করেন– লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহ্র রা অনেকে আমাদিগকে গোশত দেয়। কিন্তু আমরা জানি না এই গোশতের আল্লাহ্র নাম লইয়া যবাহ্ করা হইয়াছে কিনা ? মহানবী (সা.) জবাব দিলে তোমাদের সন্দেহ হইলে তোমরা নিজেরা আল্লাহ্র নাম স্মরণ করিয়া খাও। আ (রা.) বলেন, সেই সব লোক হইল নও-মুসলিম (বুখারী)।

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হইল যে, ইহারা সকলেই যবাহ্ করার সময় আল্লাহ্র স্মরণ করাকে অপরিহার্য বুঝিয়াছেন। উপঢৌকন দাতাগণ নও-মুসলিম হওয়ার এবং মাসআলা না জানার কারণে যবাহ্ করার সময় আল্লাহ্র নাম হয়ত বা স্মরণ নাই। এই কারণেই মহানবী (সা.) আহারের সময় সতর্কতার জন্য আল্লাহ্র স্মরণ করার নির্দেশ দিয়াছেন। অতএব জানা গেল যে, আহারের সময় আল্লাহ্র করাই যবাহ্কালীন আল্লাহ্র নাম বর্জনের স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে। তাহা ছাড়া দ্বারা এই সব লোকদিগকে যে কোন অবস্থায় ইসলামের বিধান প্রচলিত রাখার দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

২. দ্বিতীয় মাযহাব হইল এই যে, যবাহ্কালীন সময় আল্লাহ্র নাম স্মরণ করা শর্ত নয়, বরং মুস্তাহাব,। তাই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আল্লাহ্র নাম বর্জন হইলে কোনই ক্ষতি নাই। এই মাযহাবের প্রবক্তা হইলেন ইমাম শাফিঈ ও তাঁহার সহচরগণ। হাম্বলদের বর্ণনা মতে জানা যায় যে, ইমাম আহমদও এই অভিমত পোষণ করেন। তিনি ইমাম মালিক হইতেও অনুরূপ অভিমতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই মাযহাবের সমর্থনে ইমাম মালিকের সহচরদের অন্যতম আশ্হাব ইব্ন আবদুল আযীয ইব্ন আব্বাস, আবূ হুরায়রা ও আতা ইব্ন আবূ রিবাহ্র সূত্রে হাদীছও বর্ণনা করিয়াছেন।

وَلَا تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ اِنَّهٗ لَفِسْقٌ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইমাম শাফিঈ বলেন ঃ যে জন্তু আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও নামে যবাহ্ করা হইয়াছে তাহার ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য।

যেমন আল্লাহ্ পাক অন্য এক আয়াতে বলিয়াছেন ঃ

اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ "অথবা যাহা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও নামে যবাহ্ হইয়াছে তাহাও অপবিত্র (৬ ঃ ১৪৫)।

وَلَا تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ اِنَّهٗ لَفِسْقٌ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্ন জুরাইজ আতার উদ্ধৃতি দিয়া বলেন যে, আতা বলিয়াছেন ঃ এখানে সেই সব জীবজন্তুর গোশত আহার করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, যাহা কুরায়েশ সম্প্রদায় তাহাদের প্রতিমার নামে যবাহ্ করিত। তেমনিভাবে অগ্নি-পূজকদিগের যবাহ্কৃত জন্তুর গোশতও আহার করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। এইসব অভিমত ইমাম শাফিঈর এবং ইহা শক্তিশালীও বটে। পরবর্তিগণের কতিপয় চিন্তাবিদ এই মাযহাবের সমর্থনে দলীল পেশ করেন যে, وَاِنَّهٗ لَفِسْقٌ আয়াতাংশের و অক্ষরটি ব্যাকরণের বিধিমতে حال হইয়াছে। সুতরাং অর্থ এই দাঁড়ায় যে, যে সব জন্তু আল্লাহ্র নাম স্মরণ না করিয়া যবাহ্ করা হইয়াছে তাহা আহার করিও না। কেননা এই অবস্থায় ইহা করা পাপ। আর পাপ উহাই যাহা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও নামে যবাহ্ হয়। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

অতঃপর তাহারা দাবী করেন– এই বাক্যটি সুনির্দিষ্ট ও স্বয়ং সম্পূর্ণ। তাই এক্ষেত্রে واو শব্দটি حال বা অবস্থা প্রকাশের জন্য আসিয়াছে এবং সংযোজক শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয় নাই। উহা ব্যাকরণ শাস্ত্র মতে বৈধও নহে। কারণ, সেক্ষেত্রে 'ইসমিয়ায়ে খবরিয়া' বাক্যের সাথে 'ফেলিয়ায়ে তলবিয়া' বাক্যের সংযোজন অপরিহার্য হয়। অথচ উহা অবৈধ।

অবশ্য তাহাদের এই দলীলের বিপরীত সাক্ষ্য দেয় পরবর্তী আয়াতটি। যথা – وَاِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰى اَوْلِيٰٓـئِهِمْ এই আয়াতে واو সংযোজক অব্যয়

হিসাবে আসিয়াছে। যদি তাহাদের দাবী অনুযায়ী এখানে واو শব্দটি حال হিসাবে ব্যবহৃত হইত তাহা হইলে তাহারা যাহা বলিয়াছে তাহা বৈধ হইত। অথচ এখানে واو কে সংযোজক মানা হইতেছে। তাই তাহাদের দাবী গ্রহণযোগ্য নহে। ইহা গ্রহণ করিলে তাহাদের ব্যাকরণগত অভিযোগে তাহারাই অভিযুক্ত হইবে।

وَلَا تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলিয়াছেন– এই আয়াতাংশ দ্বারা মৃত জীব-জন্তুর কথা বুঝান হইয়াছে। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র.) ...... ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাহা হইল মৃতজন্তু। এতদ্ব্যতীত আতা ইব্‌ন সায়েব হইতেও একদল বর্ণনাকারী উহা বর্ণনা করেন। এই মাযহাবের সমর্থন আবূ দাউদের একটি মুরসাল হাদীছ উদ্ধৃত করা হয়। হাদীছটি অন্যতম তাবিঈ সুয়াইদ ইব্‌ন মায়মূনের গোলাম সিল্‌ত আস্‌সদূমী হইতে ছাওর ইব্‌ন ইয়াযীদের সূত্রে বর্ণিত হইয়ছে। আবূ হাতিম ইব্‌ন হিব্বান তাহার কিতাবুছ মিকাত' এ তাহাদের উল্লেখ করিয়াছেন। হাদীছটি এই ঃ "রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন– মুসলমানের যবাহ্‌কৃত জীব বিসমিল্লাহ্ বলুক বা না বলুক, বৈধ। কারণ, তাহার স্মরণ থাকিলে সে বিসমিল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছু বলিত না।"

ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে দারে কুতনী একটি মুরসাল হাদীছ উদ্ধৃত করেন। উহাতে বলা হইয়াছে ঃ

"রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন– যখন কোন মুসলমান কোন জীব যবাহ্ করে, তখন সে বিসমিল্লাহ্ না বলিলেও উহা খাও। কারণ, মুসলমানের অন্তরে আল্লাহ্‌র কোন না কোন নাম থাকেই।"

ইমাম বায়হাকী পূর্বে উল্লেখিত হযরত আয়িশা (রা.) বর্ণিত সেই হাদীছ হইতেও দলীল গ্রহণ করেন, যে হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে যে, লোকেরা আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিল– হে আল্লাহ্‌র রাসূল! নও মুসলিমরা আমাদেরকে গোশত উপঢৌকন দেয়, কিন্তু এই গোশতের জন্তুটি যবাহ্ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করিয়াছে কি করে নাই তাহা আমরা কিছুই অবহিত নহি। মহানবী (সা.) উত্তর দিলেন, তোমরা আল্লাহ্‌র নাম লও এবং আহার কর। বায়হাকী বলেন, আল্লাহ্ নাম উচ্চারণ করা ফরয হইলে মহানবী (সা.) অনুসন্ধান করা ব্যাতিরেকে আহারের অনুমতি দিতেন না।

৩. তৃতীয় মাযহাব হইল এই যে, যবাহ্‌কালীন সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ অনিচ্ছাকৃত ও ভুলবশত বর্জন করা হইলে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু ইচ্ছাপূর্বক বর্জন করা হইলে এই জন্তুর গোশত আহার করা হালাল নয়; বরং অবৈধ। ইহাই ইমাম মালিক ও আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র.)-এর বিখ্যাত অভিমত। ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও তাহার সাথিগণ এবং ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়াহও এই অভিমতের প্রবক্তা বলিয়া

উল্লেখ করা হইয়াছে। এই অভিমত বর্ণিত হইয়াছে আলী (রা.), ইব্‌ন আব্বাস, সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব, আতা, তাউস, হাসান বসরী, আবূ মালিক, আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ লায়লা, জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মদ, রবীআ ইব্‌ন আবূ আবদুর রহমান (র.) প্রমুখ মনীষীবৃন্দ হইতে।

হিদায়া প্রণেতা ইমাম আবুল হাসান আল্-মুরগীনানী (র.) স্বীয় হিদায়া কিতাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, যবাহ্‌কালে আল্লাহ্‌র নাম ইচ্ছাপূর্বক বর্জন হইলে সে জন্তু হারাম ও নিষিদ্ধ হওয়াটা ইমাম শাফিঈ (র.)-এর বহুপূর্বেই সর্ববাদী সম্মতভাবে স্থির হইয়াছে। অর্থাৎ– এই ব্যাপারে উম্মতের ইজমা বা মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই কারণেই ইমাম আবূ ইউসুফ ও বহু মাশায়েখ এই রায় দিয়াছেন যে, কোন বিচারক এই ধরনের গোশত বিক্রয় করার নির্দেশ দিলে তাহার নির্দেশ ঐকমত্যের (ইজমার) পরিপন্থী হওয়ার দরুন কার্যকারী হইবে না। কিন্তু হিদায়া কিতাবের প্রণেতার এই বক্তব্য অত্যন্ত আশ্চর্যজনক বটে। কেননা ইমাম শাফিঈ (র.)-এর পূর্বেও এই বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ বিদ্যমান ছিল। সুতরাং ইজমা হওয়ার দাবী উদ্ভট বৈ কি ?

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্‌ন জারীর (র.) বলেন ঃ যে লোক ভুলবশত আল্লাহ্‌র নাম ব্যতীত যবাহ্‌কৃত জন্তুকে হারাম বলে, সে সমুদয় দলীল প্রমাণের বিরোধিতা করিতেছে এবং মহানবী (সা.) হইতে বর্ণিত নিম্নলিখিত হাদীছেরও বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। হাদীছটি এই ঃ

হাফিজ আবূ বকর বায়হাকী (র.) বিভিন্ন রাবীর সূত্রে আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা.) বলিয়াছেন ঃ

المسلم يكفيه اسمه ان نسى ان يسمى حين يذبح فليذكر اسم الله وليأكل -

অর্থাৎ মুসলমানের জন্য তাহার মুসলমান হওয়াই যথেষ্ট, চাই সে যবাহ্ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করিতে ভুল করুক না কেন। তোমরা আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ কর এবং উহার গোশত আহার কর।

এই হাদীছটিকে ভুলবশত মারফূ সনদের হাদীছ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই ভুল করিয়াছেন মা'কাল ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্। কেননা এই হাদীছের সনদে সাঈদ ইব্‌ন মানসূর ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়ের আল-হুমায়দীর নামও উল্লেখ রহিয়াছে। ইহারা সুফিয়ান ইব্‌ন উআইনা, আমর, আবূ শা'ছা, ইকরামা ও ইব্‌ন আব্বাস হইতে উহা বর্ণনা করিয়াছেন। এখানে আবূ শা'ছার নামই অতিরিক্ত উল্লেখ করিয়াছে। তবে এই সনদকে অন্যান্য লোকেরা বিশ্বস্ত সনদ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, আর ইহাই বিশুদ্ধ মত। যথা বায়হাকী ও অন্যান্য হাদীছশাস্ত্রবিদগণ এই হাদীছের সপক্ষে প্রমাণও পেশ করিয়াছেন। ইব্‌ন জারীর প্রমুখ শা'বী এবং ইব্‌ন সীরীন হইতে বর্ণনা করেন যে,

তাহারা ভুলবশত আল্লাহ্র নাম বর্জিত যবাহ্কৃত জন্তুর গোশত আহার করাকে মাকরূহ্ বলিয়াছেন। সনদে সাহাবীদের অনেকেই এই মাকরূহ শব্দকে হারামের পর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। ইব্ন জারীরের নিয়ম হইল, তিনি এক বা দুইজনের অভিমত যদি অধিকাংশ শাস্ত্রবিদগণের অভিমতের পরিপন্থী হয়, তখন উহা গ্রহণযোগ্য মনে করেন না। বরং তিনি অধিকাংশের মতকেই ইজমা বা সম্মিলিত অভিমত বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন।

ইব্ন জারীর (র.) ইব্ন ওয়াকীরা সূত্রে হাসান বসরী হইতে বর্ণনা করেন যে, তাহার নিকট এক লোক জিজ্ঞাসা করিল, কোন এক লোক অনেকগুলি পাখী যবাহ্ করিয়া নিয়া আসিয়াছে। ইহার মধ্যে এমন কতকগুলি পাখি রহিয়াছে যাহা যবাহ্ করিবার সময় আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করা হইয়াছে এবং কতগুলি যবাহ্ করিবার সময় আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করিতে ভুল করা হইয়াছে। এখন সবগুলি মিলাইয়া ফেলা হইয়াছে, বাছাই করিবার কোন উপায় নাই। উহা আহার করা বৈধ কিনা? হাসান বসরী জবাব দিলেন, তোমরা সবই আহার করিতে পার। এই একই প্রশ্ন ইব্ন সীরীনের নিকট করা হইলে তিনি বলিলেন– যাহা যবাহ্ করার সময় আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করা হয় নাই; উহা আহার করিও না। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করিয়াছেন ঃ

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ অর্থাৎ যাহা যবাহ্ করিবার সময় আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করা হয় নাই, উহা আহার করিও না। এই তৃতীয় মতবাদটির সমর্থনে নিম্নলিখিত হাদীছটি প্রমাণ রূপে উপস্থাপন করা হয়।

ইব্ন মাজা বলেন ঃ ইব্ন আব্বাস, আবূ হুরায়রা, আবূ যার, উকবা ইব্ন আমির, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) প্রমুখ সাহাবীগণ হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, নবী করীম (সা.) বলিয়াছেন ঃ

ان الله وضع عن امتى الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه -

–অর্থাৎ আমার উম্মতের ছোটখাট ত্রুটি ও ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করা হইয়াছে। এমন কি জবরদস্তি অবস্থায় করা অপরাধ ও ক্ষমা করা হইয়াছে। তবে এই হাদীছটি বিতর্কিত। আল্লাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞাত।

হাফিজ আবূ আহমদ ইব্ন আদী (র.) ...... আবূ হুরায়রা (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা.)-এর নিকট এক লোক আসিয়া বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের মধ্যে এক লোক যবাহ্ করিবার সময় আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করিতে ভুলিয়া গিয়াছে। এই সম্পর্কে আপনার অভিমত কি ? মহানবী (সা.) উত্তর করিলেন ঃ اسم الله على كل مسلم "অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলিমের মধ্যেই আল্লাহ্র নাম রহিয়াছে।

অবশ্য এই হাদীছের সনদ অত্যন্ত দুর্বল। কেননা ইহার বর্ণনাকারী মারওয়ান ইব্ন সালীম আল কুরকসানী যিনি আবূ আবদুল্লাহ্ শামী হিসাবে পরিচিত, তিনি দুর্বল বর্ণনাকারী। বহু হাদীছ বিশারদ তাহাকে দুর্বল বর্ণনাকারী বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাহার বিরূপ সমালোচনা করিয়াছেন। আমি এই বিষয় স্বতন্ত্রভাবে একখানা পুস্তিকা লিখিয়াছি এবং তাহাতে সকল ইমামগণের অভিমত ও দলীল প্রমাণাদী এবং তাহাদের মতবিরোধ ও দলীল প্রমাণের উৎসসমূহ সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

ইব্ন জারীর (র.) বলেন ঃ উল্লেখিত আয়াতের নির্দেশ ও কার্যকারিতার বিধান রহিত হওয়া না হওয়া সম্পর্কে আলিমগণের মধ্যে মতবিরোধ বিদ্যমান। কতকের মতে এই আয়াতের নির্দেশ ও কার্যকারিতার বিধান রহিত হয় নাই। বরং মুহকাম আয়াতের ন্যায় ইহার নির্দেশ ও কার্যকারিতার বিধান যথাযথভাবেই বিদ্যমান। মুজাহিদ ও সকল আলিমগণের অভিমতও ইহাই। কিন্তু হাসান বসরী ও ইকরামা ভিন্নরূপ অভিমত পোষণ করেন। ইব্ন হুমাইদ (র.) ইকরামা ও হাসান বসরী হইতে বর্ণনা করেন যে, তাহাদের উভয়েই অভিমত হইল নিম্নলিখিত আয়াত দুইটির বিধান রহিত হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ -

অর্থাৎ অতএব যাহা আল্লাহ্র নাম লওয়া হইয়াছে তাহা খাও, যদি তোমরা তাঁহার আয়াতে বিশ্বাসী হও (৬ ঃ ১১৮) وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ - এবং যাহাতে আল্লাহ্র নাম লওয়া হয় নাই তাহার কিছুই আহার করিও না এবং অবশ্যই তাহা পাপাচার।

তাহাদের মতে নিম্নলিখিত আয়াতের বিধান মানসূখ হয় নাই। অর্থাৎ উহার বিধান ও কার্যকারিতার নির্দেশ বহাল রহিয়াছে। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ -

অর্থাৎ যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদের আহার্য তোমাদিগের জন্য হালাল এবং তোমাদিগের আহার্য তাহাদের জন্য হালাল (৫ ঃ ৫)।

ইব্ন আবূ হাতিম (র.) মাকহুল (র.) প্রমুখ হইতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন পাকে এই আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছেন ঃ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ এবং ইহার বিধান কার্যকারিতার নির্দেশ রহিত করিয়া মুসলমানদিগের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। আর নিম্নলিখিত আয়াত দ্বারা উল্লেখিত আয়াতের বিধান কার্যকারিতার নির্দেশকে বাতিল করিয়াছেন এবং আহলে কিতাবদিগের আহার্যও হালাল করিয়াছেন।

যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ -

(সমস্ত পবিত্র বস্তু আজ হইতে তোমাদের জন্য আমি হালাল করা হইল, আর আহলে কিতাবদিগের আহার্য দ্রব্যও তোমাদের জন্য হালাল করিয়া দেওয়া হইল (৫ ঃ ৫)।)

ইব্ন জারীর (র.) আরও বলিয়াছেন ঃ এই অভিমতই সঠিক। কেননা আহলে কিতাবদিগের আহার্য দ্রব্য হালাল হওয়া এবং যে জন্তু যবাহ্ করার সময় আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ হয় নাই, উহার হারাম হওয়ার মধ্যে কোনই মতবিরোধ নাই। আর এই মতবাদই বিশুদ্ধ ও সঠিক হওয়ার যোগ্য। পূর্ববর্তী আলিমদের মধ্যে যাহারা উক্ত আয়াতের বিধান কার্যকারিতার নির্দেশ রহিত হইয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারা ইহা দ্বারা বিশেষ অবস্থা ও ক্ষেত্রের কথা বুঝাইয়াছেন। অর্থাৎ বিশেষ অবস্থা ও ক্ষেত্রে এই আয়াতের বিধান কার্যকারিতার নির্দেশ বহাল থাকিবে।

وَاِنَّ الشَّيَاطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰى اَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ -

ইব্ন আবূ হাতিম (র.) ······ আবূ ইস্হাক হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ ইস্হাক বলিয়াছেন ঃ এক ব্যক্তি ইব্ন উমরের নিকট আসিয়া বলিল, মুখতার ধারণা করে যে, তাঁহার নিকট ওয়াহী আসে। এ ব্যাপারে আপনি কি বলেন? ইব্ন উমর (রা.) জবাব দিলেন, সে সত্যই বলিয়াছে। অতঃপর ইব্ন উমর (রা.) এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ

وَاِنَّ الشَّيَاطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰى اَوْلِيَائِهِمْ

ইব্ন আবূ হাতিম (র.) আবূ যামীল হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ যামীল বলেন ঃ আমি ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর নিকট বসা ছিলাম। তখন মুখতার হজ্জ করিতে আসিয়াছিল। এক লোক ইব্ন আব্বাসের নিকট আসিয়া বলিল – হে ইব্ন আব্বাস! মুখতার দাবী করে যে, তাহার নিকট আজ রাত্রেই ওয়াহী আসিয়াছে। আপনি এই সম্পর্কে কি বলেন ? ইব্ন আব্বাস (রা.) জবাব দিলেন– হ্যাঁ, সে সত্যই বলিয়াছে। আমি ইহা শুনিয়া বিব্রত হইয়া পড়িলাম এবং বলিলাম, ইব্ন আব্বাস ইহাকে কি সত্যায়িত করিতেছে ? অতঃপর ইব্ন আব্বাস বলিলেন ঃ ওয়াহী দুই প্রকার। এক প্রকার ওয়াহী হয় আল্লাহ্র তরফ হইতে ও এক প্রকার হয় শয়তানের নিকট হইতে। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নিকট ওয়াহী পাঠাইয়াছেন। আর শয়তান তাহার আপনজন ও বন্ধুদিগের নিকট ওয়াহী পাঠাইয়া থাকে। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ

وَاِنَّ الشَّيَاطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰى اَوْلِيَائِهِمْ -

এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইকরামা হইতেও এইরূপ বর্ণনা ইতিপূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে।

আলোচ্য আয়াতাংশ لِيُجَادِلُوْكُمْ এর ব্যাখ্যায় ইব্ন আবূ হাতিম (র.) .... সাঈদ ইব্ন যুবায়ের হইতে ধারাবাহিক সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন যুবায়ের (র.) বলিয়াছেন ঃ ইয়াহূদীগণ আসিয়া মহানবী (সা.)-এর সাথে এই বলিয়া বিতর্ক করিত যে, কি আশ্চর্য। আমরা যে জন্তু হত্যা করি তোমরা উহা আহার কর। কিন্তু স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা যাহা হত্যা করেন তাহা তোমরা আহার কর না; বরং হারাম মনে কর। তখন আল্লাহ্ পাক এই আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ

وَلَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهٗ لَفِسْقٌ -

অর্থাৎ যাহা আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করিয়া যবাহ্ করা হয় নাই উহা আহার করিও না, উহা পাপ।

এই হাদীছটি মুরসাল সনদে বর্ণিত হইয়াছে। তবে ইমাম আবূ দাউদ উহা বর্ণনা করিয়াছেন মুত্তাসিল সনদে। তিনি বলেন ঃ উছমান ইব্ন আবূ শায়বা (র.) উআইনা, আতা ও সাঈদ ইব্ন যুবায়ের ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা.) বলিয়াছেন– ইয়াহূদীরা নবী করীম (সা.)-এর নিকট আসিয়া বলিল– আমাদের হত্যা করা জন্তুর গোশত তোমরা আহার কর, কিন্তু আল্লাহ্ কর্তৃক হত্যাকৃত জন্তুর গোশত তোমরা আহার কর না! এই সময় আল্লাহ্ পাক এই আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ وَلَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ

এই হাদীছ ইব্ন জারীর (র.) ইমরান ইব্ন উআইনা প্রমুখ হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। বায্যার (র.) বলেন, এই হাদীছটিতে তিনটি প্রশ্ন রহিয়াছে।

১. ইয়াহূদীরা মৃত জীবজন্তু আহার করাকে আদৌ বৈধ মনে করে না। সুতরাং তাহারা এ ব্যাপারে বিতর্কে আসিবে কেন ?

২. এই আয়াতটি হইল মক্কায় অবতীর্ণ সূরা আন'আমের আয়াত। কিন্তু ইয়াহূদীগণ বসবাস করিত মদীনায়।

৩. এই হাদীছটি ইমাম তিরমিযী যথাক্রমে আল জরসী, যিয়াদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল বাকাঈ, আতা ইব্ন সায়েব ও সাঈদ ইব্ন যুবায়েরের সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, কতিপয় লোক আসিয়া ঐরূপ প্রশ্ন করিয়াছিল। অতঃপর তিনি হাদীছটি উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন– এই হাদীছটি হাসান ও গরীব সনদে বর্ণিত। এই হাদীছটি সাঈদ ইব্ন যুবায়ের (র.) হইতে মুরসাল সনদেও বর্ণিত রহিয়াছে।

ইমাম তাবারানী (র.) বলেন ঃ আমাকে আলী ইবনুল মুবারক বিভিন্ন রাবীর সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ যখন আল্লাহ্ তা'আলা وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ আয়াত অবতীর্ণ করিলেন, তখন পারস্যবাসীরা কুরায়েশদের নিকট মুহাম্মদের সাথে এই বিষয় বিতর্ক করার জন্য লোক পাঠাইল। তাহারা বলিল, তোমরা নিজ হাতের ছুরি দ্বারা যাহা যবাহ্ কর, উহা তোমাদের জন্য হালাল হয়, আর আল্লাহ্ তা'আলা তাহার নিজস্ব ছুরি দ্বারা যাহা যবাহ্ করেন অর্থাৎ মৃত জন্তু, উহা তোমাদের জন্য হারাম হয় কেন ? তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ

وَاِنَّ الشَّيَاطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰى اَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ وَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ۔

"শয়তান তোমাদের সহিত ঝগড়া বিবাদ করার জন্য তাহার বন্ধুদিগকে প্ররোচিত করে। যদি তুমি তাহাদের কথা মত চল, তবে নিশ্চয় তুমি মুশরিক হইবে।"

অর্থাৎ পারস্যের শয়তানেরা তাহাদিগের বন্ধু কুরায়েশদিগকে তোমার সাথে বিতর্ক করার জন্য প্ররোচিত করে। সুতরাং উহাদের কথা যদি মানিয়া লও এবং মৃত জন্তুকে হালাল মনে কর, তবে তোমার মুশরিক হওয়া নিশ্চিত।

ইমাম আবূ দাউদ (র.) ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে বিভিন্ন বর্ণনাকারীর সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তাহারা اِنَّ الشَّيَاطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰى اَوْلِيَائِهِمْ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন– আল্লাহ্ কর্তৃক যবাহ্‌কৃত অর্থাৎ মৃত জীব-জন্তুর গোশত আহার করিও না। আর তোমরা যাহা যবাহ্ কর তাহা খাও। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ আয়াত নাযিল করেন।

এই হাদীছটি ইব্‌ন মাজা ও ইব্‌ন আবূ হাতিম (র.)-ও ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। এই সনদটি বিশুদ্ধ। আর এই হাদীছটিই ইব্‌ন জারীর (র.) বিভিন্ন সনদে ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে ইয়াহূদীদের উল্লেখ নাই। এই বর্ণনাটি অভিযোগমুক্ত ও নির্ভরযোগ্য। কেননা এই আয়াত হইল মক্কী আয়াত এবং মক্কায় ইয়াহূদী ছিল না। পরন্তু ইয়াহূদীগণ মৃত জীব আহার করা পসন্দ করে না।

ইব্‌ন জারীর (র.) . . . . . . ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে ধারাবাহিক সনদে وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ...... لِيُجَادِلُوْكُمْ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন ঃ শয়তানেরা তাহাদের বন্ধুদিগকে এই বলিয়া প্ররোচিত করে যে, তোমরা তোমাদের হত্যা করা জন্তু আহার করিয়া থাক! অথচ

আল্লাহ্ কর্তৃক হত্যাকৃত অর্থাৎ মৃত জীব-জন্তু তোমরা আহার কর না কেন ? ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা পাওয়া যায়। উহাতে তিনি বলেন ঃ

ان الذى قتلتم ذكر اسم الله عليه وان الذى قد مات لم يذكر اسم الله عليه ۔

অর্থাৎ তোমরা যাহা হত্যা কর তাহতে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করিয়া থাক। আর যাহা আপন হইতে মরিয়া যায় তাহাতে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারিত হয় না।

ইব্‌ন জুরাইজ (র.) ইকরামা (র.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ কুরায়েশের পৌত্তলিকগণ ও পারসিয়ানদের মধ্যে এ বিষয় পত্রের আদান প্রদান হইয়াছিল। পারসিয়ানরা কুরায়েশ পৌত্তলিকদের নিকট এই বলিয়া পত্র দিল যে, মুহাম্মদ ও তাহার সংগিগণ দাবী করিয়া থাকে যে, তাহারা আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা প্রাকৃতিক অস্ত্র দ্বারা যে জন্তু যবাহ্ করেন উহা তাহারা আহার করে না। অতঃপর এই পৌত্তলিকেরা মহানবী (সা.)-এর সংগিগণের নিকট এইরূপ লিখিলে মুসলমানদের মনে এ বিষয় নানবিধ জিজ্ঞাসা সৃষ্টি হইল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন ঃ

وَاِنَّهٗ لَفِسْقٌ وَاِنَّ الشَّيَاطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰى اَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ وَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ۔

"নিশ্চয় উহা পাপের কাজ। আর শয়তানগণ তাহাদের বন্ধুদিগকে তোমাদের সাথে ঝগড়া বিবাদ করার উদ্দেশ্যে প্ররোচনা দেয়। যদি তোমরা তাহাদের কথা মানিয়া চল, তবে তোমরা নিশ্চিতরূপে মুশরিক হইবে"।

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র এই আয়াত নাযিল করেন ঃ

يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا۔

শয়তানেরা একে অপরকে প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা ও চমকপ্রদ কথা দ্বারা প্ররোচিত করে (৬ ঃ ১১২)।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় সুদ্দী (র.) বলেন ঃ মুশরিকগণ মুসলমানদিগকে এই বলিয়া প্রশ্ন করিত যে, তোমরা কিরূপে একথা দাবী কর যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও সন্তুষ্টির অনুগত হইয়া চলিতেছ ? অথচ আল্লাহ্ তা'আলা যে জীব হত্যা করেন উহা তোমরা আহার কর না এবং তোমরা নিজেরা যাহা যবাহ্ কর, তাহা আহার করিয়া থাক। মূলত তোমাদের আল্লাহ্‌র অনুগত হওয়ার দাবী ভিত্তিহীন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ

وَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ "অর্থাৎ তোমরা যদি মৃত জীব আহারে উহাদের কথা মানিয়া চল, তবে নিশ্চয় তোমরা মুশরিক হইবে।"

মুজাহিদ ও যাহ্হাক (র.) সহ পূর্বসূরী বহু জ্ঞানীগুণী ও শাস্ত্রবিদ এই আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

উল্লেখিত وَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ আয়াতাংশের মূল তাৎপর্য হইল এই যে, যখন তোমরা আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমারেখা ও তাহার দেওয়া শরীআত অগ্রাহ্য করিয়া অন্যের মতপথ ও পরামর্শকে প্রাধান্য দিবে, তখনই ইহা শুশরিকে পরিণত হইবে। যেমন কালামে পাকে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۔

"আহলে কিতাবগণ আল্লাহ্কে বাদ দিয়া তাহাদের নেতৃবর্গ, পাদরী ও পুরোহিতগণকে নিজেদের বিধান দাতা বানাইয়া নিয়াছে" (৯ ঃ ৩১)।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তিরমিযী শরীফে আদী ইব্ন হাতিম (রা.) হইতে একটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। আদী ইব্ন হাতিম (রা.) জিজ্ঞাসা করিলেন– হে আল্লাহ্র রাসূল! আহলে কিতাবগণ কি পাদরী-পুরোহিতগণের ইবাদত করে ? তিনি জবাব দিলেন ঃ উহারা হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম করিয়া দেয় এবং অনুসারীরা (আহলে কিতাবগণ) ইহা মানিয়া চলে। ইহাই হইতেছে উহাদের ইবাদত। অর্থাৎ আল্লাহ্র শরীআতকে অগ্রাহ্য করিয়া অন্যের রচিত নির্দেশিত পথ অনুসরণ করাই ইবাদতের নামান্তর।

(١٢٢) اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِيْ بِهٖ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهٗ فِي الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۚ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكٰفِرِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

১২২. যে ব্যক্তি মৃত ছিল, পরে আমি তাহাকে জীবিত করিয়াছি এবং যাহাকে মানুষের মধ্যে চলিবার জন্য আলোক দিয়াছি, সেই ব্যক্তি কি ঐ লোকের ন্যায় যে অন্ধকারে রহিয়াছে এবং সেখান হইতে বাহির হইবার নহে। এইরূপ কাফিরদিগের দৃষ্টিতে তাহাদের কাজকর্ম সুন্দর ও শোভনীয় করিয়া রাখা হইয়াছে।

তাফসীর ঃ এই আয়াতে আল্লাহ্ পাক সেই সব মু'মিনদের জন্য উদাহরণ বর্ণনা করিয়াছেন, যাহারা মৃত ছিল। অর্থাৎ পথভ্রষ্টতা ও গুমরাহীর মধ্যে নিপতিত হইয়া ধ্বংস হইতেছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে নূতন জীবন দান করিয়াছেন। অর্থাৎ তাহাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন অন্তরকে ঈমানের নূরানী জ্যোতি দ্বারা আলোকিত করিয়া পথের সন্ধান দিয়াছেন, আল্লাহ্র পথের পথিক করিয়াছেন এবং তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করিবার তাওফীক দিয়াছেন।

وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِيْ بِهٖ فِي النَّاسِ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল, এখানে আল্লাহ্ পাক তাহাদিগের জন্য এমন জ্যোতি দান করিয়াছেন যাহা দ্বারা মানুষের মধ্যে

তাহারা চলে। অর্থাৎ তাহারা এই দুনিয়ায় কিভাবে জীবন-যাপন করিবে তিনি তাহার পথ নির্দেশ করিয়াছেন। অত্র আয়াতে نور শব্দের ব্যাখ্যায় কতক ব্যাখ্যাকার বলিয়াছেন যে, উহা দ্বারা আল-কুরআনকে বুঝান হইয়াছে। যেমন আওফা ও ইব্ন আবূ তালহা (র.)-এর সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। সুদ্দী (র.) বলিয়াছেন যে, نور শব্দ দ্বারা ইসলামকে বুঝান হইয়াছে। উভয় ব্যাখ্যাই যথাস্থানে সঠিক ও বিশুদ্ধ।

كَمَنْ مَّثَلُهٗ فِي الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا আয়াতাংশের মর্ম হইল, যাহার অন্তঃকরণ ঈমানের জ্যোতি দ্বারা আলোকিত হইয়াছে এবং সে আল্লাহ্র পথের দিশা পাইয়াছে। সে কি কখনো সেই লোকের ন্যায় হইতে পারে, যে বিভিন্ন প্রকার জাহেলিয়াত ও পথভ্রষ্টতার অন্ধকারে নিমজ্জিত রহিয়া হাবুডুবু খাইতেছে ? পরন্তু এই বেঈমানীর অন্ধকার হইতে কখনো সে মুক্তি পাইবে না ও আলোর সাথে তাহার পরিচয় হইবে না। কখনই এই দুই দল এক হইতে পারে না। মুসনাদে ইমাম আহমদে বর্ণিত হইয়াছে যে মহানবী (সা.) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

ان الله خلق خلقه فى ظلمة ثم رش عليهم نوره فمن اصابه ذالك النور اهتدى ومن اخطاء ضل ـ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাহার সৃষ্টিকে ঘোর অন্ধকারের মধ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর তিনি তাহাদের প্রতি স্বীয় নূরের জ্যোতি বর্ষণ করিয়াছেন। যাহারা এই নূরের নাগাল পাইয়াছে অর্থাৎ এই নূর যাহাদের নিকট পৌঁছিয়াছে তাহারাই হিদায়েত প্রাপ্ত হইয়া আল্লাহ্র পথের দিশা পাইয়াছে। পক্ষান্তরে যাহারা তখন ভুল করিয়াছে এবং এই নূরের নাগাল পায় নাই তাহারা পথভ্রষ্ট হইয়া আল্লাহ্র বিপথে চলিয়া গিয়াছে। যেমন আল্লাহ্ পাক আল-কুরআনে বলিয়াছেন ঃ

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْلِيٰٓئُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۔

"আল্লাহ্ পাক মু'মিনদের বন্ধু। তিনি তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া আলোর পথের দিশা দিয়াছেন। আর যাহারা কাফির তাহাদের বন্ধু হইল তাগূত। সে তাহাদিগকে আলোর পথ হইতে বাহির করিয়া অন্ধকারময় পথে নিয়া যায়। উহারাই দোযখের অধিবাসী, সেখানে তাহারা চিরস্থায়ীরূপে থাকিবে" (২ ঃ ২৫৭)।

আল্লাহ্ পাক অন্যত্র ঘোষণা করিয়াছেন ঃ

اَفَمَنْ يَّمْشِيْ مُكِبًّا عَلٰى وَجْهِهٖٓ اَهْدٰٓى اَمَّنْ يَّمْشِيْ سَوِيًّا عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۔

"যে লোক মাথা ঝুঁকাইয়া মুখে ভর দিয়া চলে সে কি অধিক হিদায়েত প্রাপ্ত, না যে লোক সোজা হইয়া সরল সহজ পথে চলে সেই অধিক হিদায়েত প্রাপ্ত?" (৬৭ ঃ ২২)

আল্লাহ্ পাক আল-কুরআনের অপর এক স্থানে ঘোষণা করিয়াছেন ঃ

مَثَلُ الْفَرِيْقَيْنِ كَالْاَعْمٰى وَالْاَصَمِّ وَالْبَصِيْرِ وَالسَّمِيْعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً اَفَلاَ تَذَكَّرُوْنَ -

"দুই শ্রেণী লোকের উদাহরণ, এক হইল অন্ধ ও বধির আর দ্বিতীয় হইল চক্ষুষ্মান ও শ্রবণশক্তির অধিকারী। উভয় শ্রেণী কি সমমানের হইতে পারে ?

তবুও কি তোমরা শিক্ষা কর না ? (১১ ঃ ২৪) আল্লাহ্ পাকের নিম্ন লিখিত ঘোষণাটিও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ঃ

وَمَا يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ، وَلاَ الظُّلُمَاتُ وَلاَ النُّوْرُ ، وَلاَ الظِّلُّ وَلاَ الْحَرُوْرُ ، وَمَا يَسْتَوِى الْاَحْيَاءُ وَلاَ الْاَمْوَاتُ اِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ مَنْ يَّشَاءُ وَمَا اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِى الْقُبُوْرِ ، اِنْ اَنْتَ اِلاَّ نَذِيْرٌ -

"অন্ধ ও চক্ষুষ্মান, অন্ধকার ও আলো, ছায়া ও রৌদ্র কখনো সমান নয়। আর সমান নয় জীবিত ও মৃত। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা শোনার তাওফীক দেন। তুমি কবরে যাহারা রহিয়াছে তাহাদিগকে শুনাইতে পারিবে না।"(৩৫ ঃ ১৯-২৩)

এই বিষয়ে আল-কুরআনে বহু আয়াত বিদ্যমান। এখানে উদাহরণ দুইটির মধ্যে আলো ও অন্ধকার এই দুইটি শব্দই হইতেছে পারস্পরিক তুলনার বস্তু। এই সূরার সূচনাও এই দুইটি শব্দ দ্বারা হইয়াছে। অর্থাৎ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّوْرَ দ্বারা সূরা আরম্ভ করা হইয়াছে।

কতক ব্যাখ্যাকারের ধারণা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্ত উদাহরণটিতে বিশেষভাবে দুই দুইজন লোকের কথা বুঝাইয়াছেন। তাই বলেন যে, তাহাদের একজন হইলেন উমর (রা.)। তিনি প্রথমত জাহিলিয়াতের অন্ধকারে নিমজ্জিত রহিয়া মৃতবৎ পথভ্রষ্ট ছিলেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে ঈমানের জ্যোতি দান করিয়া অন্ধকার হইতে উদ্ধার করত নূতন জীবনে উপনীত করিলেন। আর তিনি সেই ঈমানের জ্যোতির নির্দেশনায় মানুষের মধ্যে চলিতে লাগিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি হইলেন আম্মার ইব্‌ন ইয়াসার। তিনিও আঁধার জীবন হইতে আলোর জীবনে প্রবেশ করেন। পক্ষান্তরে যাহারা পথভ্রষ্টতার অন্ধকারে নিমজ্জিত রহিয়াছে; কোন কালেই সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া আলোর মুখ দেখিবার নহে, তাহারা দুইজন হইল অভিশপ্ত আবূ জাহিল ও উমর ইব্‌ন হিশাম। এক্ষেত্রে সঠিক ও বিশুদ্ধ অভিমত হইল এই যে, আয়াতটি সাধারণ। প্রত্যেক মু'মিন ও কাফিরের বেলায়ই এই আয়াত প্রযোজ্য হইতে

পারে। আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ কোন লোকের কথা বুঝাইবার জন্য ইহা অবতীর্ণ করেন নাই।

আল্লাহ্ পাকের কালাম ঃ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ এভাবেই কাফিরদের জন্যে তাহাদের কাজগুলিকে আকর্ষণীয় করিয়া দেখানো হয় আর তাহা তাহাদের অজ্ঞতা ও মূর্খতার ফলশ্রুতি মাত্র। সকল প্রজ্ঞা ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্‌র এবং তিনি একক ও অংশীহীন।

(١٢٣) وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا فِىْ كُلِّ قَرْيَةٍ اَكٰبِرَ مُجْرِمِيْهَا لِيَمْكُرُوْا فِيْهَا ؕ وَمَا يَمْكُرُوْنَ اِلَّا بِاَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ○

(١٢٤) وَاِذَا جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَآ اُوْتِىَ رُسُلُ اللّٰهِ ؕۘ اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ ؕ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا صَغَارٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا كَانُوْا يَمْكُرُوْنَ ○

১২৩. এইরূপে আমি প্রত্যেক জনপদে অপরাধিগণকে প্রধান করিয়াছি যেন তাহারা সেখানে চক্রান্ত করিতে পারে। তাহাদের চক্রান্ত কাহারও বিরুদ্ধে হয় না; বরং নিজদের বিরুদ্ধেই হয়। কিন্তু তাহারা উপলব্ধি করে না।

১২৪. আর যখন তাহাদের নিকট আমার আয়াত আসে, তখন তাহারা বলে, আল্লাহ্‌র রাসূলগণকে যাহা দেওয়া হইয়াছে তদ্রূপ আমাদিগকে তাহা না দেওয়া পর্যন্ত আমরা কখনও ঈমান আনিব না। আল্লাহ্ রিসালাতের পদ ও দায়িত্ব কাহার উপর অর্পণ করিবেন তাহা তিনিই ভাল জানেন। অতি সত্বর অপরাধিগণ আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছিয়া অপদস্ত হইবে। আর তাহাদের চক্রান্তের দরুন কঠোর শাস্তি ভোগ করিবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ হে মুহাম্মদ! তোমার বস্তিতে যেরূপ বড় বড় অপরাধী নেতৃবর্গ বিদ্যমান থাকিয়া মানুষকে কুফরীর দিকে আহবান জানায় ও আল্লাহ্‌র পথের বাধা হইয়া দাঁড়ায়, পরন্তু তোমার সহিত শত্রুতা ও বিরোধিতায় লিপ্ত হয়, তদ্রূপ তোমার পূর্বে রাসূলগণের সংগেও এই ধরনের ধনাঢ্য ও সমাজ প্রধান লোকেরাই শত্রুতার কাজে লিপ্ত থাকিত। ফলে ইহার প্রতিদানে তাহারা যে সব শাস্তি পাইত উহা সর্বজনবিদিত। যেন আল্লাহ্ পাক আল-কুরআনের অন্যত্র বর্ণনা করিয়াছেনঃ- وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ -

"এমনিভাবে আমি এই ধরনের অপরাধিগণকে প্রত্যেক নবীর শত্রু বানাইয়াছি" (২৫ ঃ ৩১)।

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَاِذَا اَرَدْنَا اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا

"আমি যখন কোন জনপদ ধ্বংস করার ইচ্ছা করি, তখন তথাকার ধনাঢ্য ও সমাজ প্রধানদিগকে আমার আনুগত্য করিবার নির্দেশ দেই। কিন্তু সে নির্দেশের বিরোধিতা করিয়া তাহারা সেখানে পাপে লিপ্ত হয়" (১৭ ঃ ১৬)।

একদল বলেন ঃ ইহার মর্ম হইল আমি উহাদিগকে আমার আনুগত্যের নির্দেশ দেই, কিন্তু তাহারা আমার নির্দের্শের বিরোধিতা করিয়া পাপাচারে লিপ্ত হয়। যাহার কারণে আমি উহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দেই।

কেহ কেহ বলেন ঃ ইহার অর্থ এই যে, আমি উহাদের ভাগ্য লিপিতে যাহা কিছু রহিয়াছে উহা করিবার নির্দেশ করি। ফলে উহারা শয়তানী কার্যকলাপে লিপ্ত হয় এবং তখন তাহাদিগকে আমি ধ্বংস করি। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা لِيَمْكُرُوْا فِيْهَا আয়াতাংশে উহাই বলিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতাংশ اَكٰبِرَ مُجْرِمِيْهَا لِيَمْكُرُوْا فِيْهَا এর ব্যাখ্যায় ইবন আবূ তালহা ইব্ন আব্বাসের উদ্ধৃতি দিয়া বলিয়াছেন ঃ এখানে জনপদের পাপাচারী শাসক ও রাজা বাদশাহদিগের কথা বলা হইয়াছে। সুতরাং এই আয়াতের অর্থ হইল – আমি প্রত্যেক জনপদে পাপিষ্ঠদিগকে শাসক ও সমাজ প্রধান করি যেন উহারা অনাচার, অবিচার ও পাপাচারে লিপ্ত হয়। যখন উহারা ইহাতে লিপ্ত হইয়া পড়ে তখন আমি আমার গযব নাযিল করিয়া উহাদিগকে ধ্বংস করিয়া থাকি।

মুজাহিদ ও কাতাদা বলিয়াছেন ঃ اَكٰبِرَ مُجْرِمِيْهَا দ্বারা পাপিষ্ঠ সমাজ প্রধান ও নেতৃবর্গের কথা বুঝান হইয়াছে।

আল্লাহ্ পাক আল-কুরআনের অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوْهَا اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ، وَقَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالاً وَّاَوْلاَدًا وَّمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ -

(٣٤ :٣٤-٣٥)

তিনি আরো বলেন ঃ

وَكَذٰلِكَ مَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوْهَا اِنَّا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا عَلٰى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰى اٰثَارِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ -

"আমি যে সব জনপদেই সতর্ককারী প্রেরণ করিয়াছি, সেখানকার ধনাঢ্য ও নেতৃত্বদানকারীরা বলিত, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষগণকে প্রচলিত মতাদর্শে পাইয়াছি, তাই আমরা তাহাদের পদাংক অনুসরণ করিয়া চলিব" (৪৩ ঃ ২৩)।

আলোচ্য আয়াতে مكر শব্দ দ্বারা সুন্দর ও চমকপ্রদ কথা ও কাজ দ্বারা–পথভ্রষ্টতার দিকে আকৃষ্ট করার কথা বুঝান হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের বিবরণ দিতে গিয়া বলিয়াছেন ঃ وَمَكَرُوْا مَكْرًا كُبَّارًا "উহারা চক্রান্ত করে বিরাট বিরাট চক্রান্ত।"

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র আরও বলিয়াছেন ঃ

وَلَوْ تَرٰى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضِ الْقَوْلَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لَوْلاَ اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ ، قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا اَنَحْنُ صَدَدْنٰكُمْ عَنِ الْهُدٰى بَعْدَ اِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِيْنَ ، وَقَالَ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِذْ تَاْمُرُوْنَنَا اَنْ نَّكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهٗ اَنْدَادًا -

(তুমি যদি সেই সব অত্যাচারীদিগকে দেখিতে পাইতে যাহারা নিজেদের প্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান এবং তাহারা পরস্পর নিজ সাথীদের সাথে কথা বলিতেছে। তখন দুর্বলরা সবল নেতৃবর্গকে বলিবে, তোমাদের কথা না মানিলে এবং তোমাদের অধীনস্থ না হইলে আমরা অবশ্যই ঈমানদার হইতাম। তখন সবল নেতৃবর্গ অধীনস্থ দুর্বল-দিগকে উত্তর দিবে, আমরা কি তোমাদের নিকট সত্য আগমনের পর তোমাদিগকে হিদায়েত ও সত্য হইতে বিরত রাখিয়াছি ? এমন নহে; বরং তোমরা পাপিষ্ঠ ও অপরাধী ছিলে। অতঃপর দুর্বল অধীনস্থরা সবল নেতৃবর্গকে বলিবে, আমরা তো পাপী ও অপরাধী ছিলাম না, বরং তোমরা দিবারাত্র চক্রান্ত করিতে আর আমাদিগকে আল্লাহ্র সাথে কুফরী করার জন্য নির্দেশ দিতে। সুতরাং তোমাদের কথামত আমরা আল্লাহ্র সঙ্গে অংশীদার করিয়া দেব-দেবীর পূজা করিয়াছি (৩৪ ঃ ৩১-৩৩)।

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন ঃ সুফিয়ান হইতে পর্যায়ক্রমে ইব্ন আবূ উমর ও আমার পিতা আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, কুরআন পাকে যেসব স্থানে مَكَرَ শব্দ উল্লেখ রহিয়াছে, উহা দ্বারা আমল ও কৃতকর্মের কথা বুঝান হইয়াছে।

আয়াতাংশ وَمَا يَمْكُرُوْنَ اِلاَّ بِاَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ এর তাৎপর্য হইল এই যে, উহাদের ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত ও অন্যকে পথভ্রষ্ট করার সমুদয় কলাকৌশলের প্রতিফল ও শাস্তি উহাদের নিজেদের উপরই অর্পিত হইবে। কিন্তু উহারা তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না। যেমন আল্লাহ্ পাক আল-কুরআনের অন্যত্র বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ -

"কারণ এইসব নেতৃবর্গ নিজেদের পাপের বোঝার সাথে অপরের পাপের বোঝাও বহন করিতেছে" (২৯ ঃ ১৩)। তিনি আরো বলেন ঃ

وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُوْنَ -

"যাহারা অজ্ঞতাবশত উহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে, তাহারা কতই না খারাপ বোঝা বহন করিতেছে" (১৬ ঃ ২৫)। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَإِذَا جَاءَتْهُمْ اٰيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَا أُوْتِيَ رُسُلُ اللّٰهِ -

– আয়াতের তাৎপর্য হইল এই যে, উহাদের নিকট যখন আল্লাহ্র পক্ষ হইতে নিদর্শন দলীল প্রমাণ ও অকাট্য যুক্তি উপস্থাপন করিয়া আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনার এবং তাঁহার পথ অনুসরণের আহ্বান জানান হয়, তখন উহারা বলে, অতীতের নবী রাসূলদিগের নিকট যেরূপ আল্লাহ্র পক্ষ হইতে ফেরেশতাগণ ওয়াহী নিয়া আসিত, তদ্রূপ আমাদের নিকট আল্লাহ্র ওয়াহী নিয়া না আসা পর্যন্ত আমরা তাঁহার প্রতি ঈমান আনিব না। যেমন কালামে পাকের অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلٰئِكَةُ أَوْ نَرٰى رَبَّنَا -

"যাহারা আমার সাক্ষাত কামনা করে না, তাহারা বলে, আমাদের নিকট কোন ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় না ? অথবা আমরা আমাদের প্রতিপালককে প্রত্যক্ষ করি না কেন ?" (২৫ ঃ ২১)।

اَللّٰهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ –আয়াতাংশের সারমর্ম হইতেছে এই যে, নবূওয়াতের পদ ও দায়িত্ব কাহার প্রতি অর্পণ করিতে হইবে এবং কোন লোক নবূওয়াতীর দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত তাহা আল্লাহ্ তা'আলা খুব ভালভাবেই অবহিত। তিনি যথোপযুক্ত পাত্রেই এই মহান দায়িত্ব অর্পণ করিয়া থাকেন। তাঁহার সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ও সক্ষম লোককেই তিনি এই কাজের জন্য দায়িত্বশীল করেন। কাফিরদের হটকারী উক্তির কথা আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের অন্যত্রও বর্ণনা করিয়াছেন। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ ، أَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ -

"উহারা বলে, এই কুরআন উভয় জনপদের কোন বড় ব্যক্তির কাছে কেন অবতীর্ণ করা হয় নাই ? তাহারা কি স্বীয় প্রতিপালকের রহমতকে নিজ ইচ্ছামত বণ্টন করিতেছে ? (৪৩ ঃ ৩১-৩২)

এখানে قَرْيَتَيْنِ অর্থাৎ উভয় জনপদ দ্বারা মক্কা ও তায়েফের কথা বুঝান হইয়াছে। মক্কা ও তায়েফের মধ্যে উহাদের দৃষ্টিতে যে লোক খুব সম্মানিত ও বড় তাহার নিকট কুরআন কেন নাযিল করা হইল না ? মহানবী (সা.)-এর প্রতি উহাদের হিংসা, বিদ্বেষ ও শত্রুতার কারণেই এইরূপ কথা উহাদের মুখ হইতে প্রকাশ পাইত। যেমন কালামে পাকে আল্লাহ্ তা'আলা ইহাদের অনুরূপ আচরণের বর্ণনা দিতেছেন ঃ

وَإِذَا رَاٰكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ إِلَّا هُزُوًا ، أَهٰذَا الَّذِيْ يَذْكُرُ اٰلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ هُمْ كَافِرُوْنَ -

"এই কাফিরগণ যখন তোমাকে দেখে, তখন তোমাকে ইহারা ঠাট্টা বিদ্রূপ ও কৌতুকের পাত্রে পরিণত করে। আর বলে, এই নাকি সেই লোক যে তোমাদের প্রভু সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনা করে। অথচ ইহারা 'রহমানের' স্মরণকে ভুলিয়া তাঁহাকে অস্বীকার করিতেছে" (২১ ঃ ৩৬)।

আল্লাহ্ পাক আরও বলেন ঃ

وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهٰذَا الَّذِيْ بَعَثَ اللّٰهُ رَسُوْلًا -

"ইহারা যখন তোমাকে দেখে, তখন তোমাকে নানাবিধ ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও কৌতুক করার পাত্র বানাইয়া নেয় আর বলে এই না-কি সেই লোক যাহাকে আল্লাহ্ রাসূল করিয়া পাঠাইয়াছেন" (২৫ ঃ ৪১)!

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِئُوْنَ -

"আর তোমার পূর্বেও রাসূলগণের সহিত এইরূপ ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও কৌতুকসুলভ আচরণ করা হইত। সুতরাং তাহাদের সহিত যাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত, তাহাদিগকে এই ঠাট্টা-বিদ্রূপই ধ্বংস করিয়াছে" (৬ ঃ ১০)।

এইসব পাপিষ্ঠগণ মহানবী (সা.)-এর প্রতি দুর্ব্যবহার করিলেও তাহারা পূর্বে হইতেই তাঁহার চরিত্র মাধুর্য, মহত্ত্ব ও বংশীয় মর্যাদা ইত্যাদি স্বীকার করিত। এমন কি নবূওয়াতীর দায়িত্ব লাভ করার পূর্বেই তাঁহার সাধুতা, সততা ন্যায়পরায়ণতা, মহানুভবতা ইত্যাদির কারণে পৌত্তলিক আরবগণ তাঁহাকে আল-আমীন খিতাবে

ভূষিত করিয়াছিল। তাই কাফির সরদার আবূ সুফিয়ানকে যখন রোমের বাদশাহ হেরাক্লিয়াস মহানবী (সা.)-এর বংশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তখন সে একবাক্যে স্বীকার করিয়াছিল যে, সে আমাদের মধ্যে উত্তম, সম্মানিত ও অভিজাত বংশের লোক। হেরাক্লিয়াস একথাও জিজ্ঞাসা করিল যে, তাহার নবূওয়াতীর দাবী করার পূর্বে কখনও তোমরা কি তাহার নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়াছ ? আবূ সুফিয়ান উত্তর দিল– কখনই নয়। আবূ সুফিয়ানের দীর্ঘ বক্তব্য হইতে রোমের বাদশাহ তাহার পবিত্র গুণাবলী চরিত্র মাধুর্য ও সততার কথা শুনিয়া তাঁহার আনীত জীবন বিধান সত্য হওয়ার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল।

মহানবী (সা.)-এর সততা সম্পর্কে বহু হাদীছ বিদ্যমান। ইমাম আহমদ ওয়াসিলা ইব্ন আসকা (রা.) হইতে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন রাবীর বর্ণনা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা.) বলেন ঃ

"আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর বংশ হইতে ইসমাঈল (আ.)-কে নির্বাচন করিয়া ছিলেন। ইসমাঈলের বংশ হইতে বনী কিনানাকে নির্বাচন করেন। অতঃপর বনী কিনানা হইতে কুরায়েশ বংশকে নির্বাচন করেন। আর কুরায়েশ বংশ হইতে নির্বাচিত করিয়া নেন হাশিমী বংশকে এবং হাশিমী বংশ হইতে আমাকে নির্বাচন করেন।"

এই হাদীছটি ইমাম মুসলিম শুধু আওযাঈ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। বুখারী শরীফে আবূ হুরায়রা (রা.) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, মহানবী (সা.) বলেন ঃ

"বনী আদমের ভাল যুগগুলি একের পর এক আসিতে লাগল। পরিশেষে আমাকে সেই ভাল যুগে প্রেরণ করা হইল, যে যুগে আমি অবস্থান করিতেছি।"

ইমাম আহমদ (র.) মুত্তালিব ইব্ন আবূ ওদাআ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আব্বাস (রা.) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে লোকদের কথিত কিছু কথা জানান হইল। অতঃপর তিনি মিম্বরের উপর দণ্ডায়মান হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন– আমি কে? সকলে উত্তর করিল– আপনি আল্লাহ্র রাসূল। অতঃপর মহানবী বলিলেন ঃ

'আমি আবদুল্লাহ্র পুত্র মুহাম্মদ এবং আমার দাদা আবদুল মুত্তালিব। আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টিকুল সৃষ্টি করিলে তিনি আমাকে তাঁহার উত্তম সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত করিলেন। তিনি মানুষকে দুইটি সম্প্রদায়ে বণ্টন করিয়া আমাকে উত্তম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করিলেন। তিনি বংশ সৃষ্টি করিয়া আমাকে উত্তম বংশের অন্তর্ভুক্ত করিলেন। তিনি মানুষের জন্য পরিবার সৃষ্টি করিয়া আমাকে উত্তম পরিবারভুক্ত করিলেন। সুতরাং আমি তোমাদের মধ্যে ব্যক্তিত্ব, বংশ ও পরিবারের দিক দিয়া সর্বোত্তম।"

নিঃসন্দেহ রাসূল (সা.) যথাথই বলিয়াছেন। আয়িশা (রা.) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন ঃ

"আমার নিকট জিবরীল বলিয়াছেন যে, হে মুহাম্মদ! আমি সমগ্র দুনিয়া এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সর্বত্র বাছাই করিয়া মুহাম্মদের চাইতে উত্তম কোন লোক পাই নাই। আর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সর্বত্র অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু হাশিমী বংশের তুলনায় কোন বংশকেই কুলীন ও সম্মানিত পাই নাই। হাকাম ও বায়হাকী এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেন।

ইমাম আহমদ (র.) আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ হইতে বিভিন্ন রাবীর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন মাসউদ (রা.) বলেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাগণের অন্তরের প্রতি দৃষ্টি দান করিয়া সকল বান্দাদের মধ্যে মুহাম্মদের অন্তরকে উত্তম পাইলেন। সুতরাং তিনি তাঁহাকে একান্তভাবে নিজের আপনজনরূপে নির্বাচিত করিলেন এবং তাহাকে নবূওয়াতের দায়িত্ব প্রদান করিলেন। মুহাম্মদের পর তাঁহার অন্যান্য বান্দাগণের অন্তরের প্রতি দৃষ্টি প্রদান করিয়া মুহাম্মদের সাহাবাদিগের অন্তরকে সকলের মধ্যে উত্তম পাইলেন। সুতরাং তাহাদিগকে তিনি নবীর সহচর ও পরামর্শদাতারূপে নিয়োজিত করিলেন। তাহারা দীনের জন্য লড়াই করিয়া থাকেন। অতএব তাহারা যাহা কিছু সুন্দর দেখেন উহাই আল্লাহ্র দরবারে সুন্দর এবং যাহা কিছু খারাপ দেখেন, উহাই আল্লাহ্র নিকট খারাপ।"

ইমাম আহমদ (র.) ধারাবাহিকভাবে সনদে সালমান (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ "আমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলিলেন– হে সালমান! আমার প্রতি ঈর্ষা-বিদ্বেষ রাখিও না এবং আমার উপর অসন্তুষ্টও হইও না। তাহা হইলে তুমি ধর্মচ্যুত হইয়া পড়িবে।" আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার প্রতি কেমন করিয়া ঈর্ষা ও ঘৃণা পোষণ করিতে পারি? আপনার দ্বারাই আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে সুপথ দেখাইয়াছেন। মহানবী জবাব দিলেন– আরব সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ রাখা যেন আমার প্রতি বিদ্বেষ রাখা।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আবূ হাতিম বিভিন্ন রাবীর বরাতে আবূ হুসাইন হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ হুসাইন বলেন ঃ একদা ইব্ন আব্বাস (রা.) যখন মসজিদের দরজা দিয়া প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন এক লোক তাহার প্রতি তাকাইয়া দেখিতেছিল। অতঃপর সে খুব ভীত হইয়া পড়িল এবং জিজ্ঞাসা করিল, এই লোকটি কে ? লোকেরা জবাব দিল, ইহার নাম ইব্ন আব্বাস, ইনি রাসূলুল্লাহ্র চাচাতো ভাই। লোকটি ইহা শুনিয়া আলোচ্য আয়াতটি পাঠ করিল এবং বলিল, রিসালাত ও নবূওয়াতীর দায়িত্ব কাহাকে দান করিবেন এবং কে ইহার উপযুক্ত তাহা আল্লাহ্ তা'আলা খুব ভালভাবেই অবহিত।

سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا صَغَارٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعَذَابٌ شَدِيْدٌ

আয়াতাংশের সার কথা হইল এই যে, যাহারা রাসূলের আনুগত্যকে হিংসা করিয়া উপেক্ষা করে এবং তাঁহার আনীত জীবন বিধানকে দাম্ভিকতার সাথে পরিহার করে, তাহাদের জন্য চরম লাঞ্ছনা ও কঠিন শাস্তি নির্ধারিত রহিয়াছে। তাহারা বিচারের দিন

আল্লাহ্র সম্মুখে চরম অবমাননাকর অবস্থায় দণ্ডায়মান হইবে। তাহারা এই জগতে যেমন গর্ব অহংকার করিয়া দাম্ভিকতার সাথে আল্লাহ্র দীন ও রাসূলের আনুগত্যকে পরিহার করিয়াছে, তেমনি উহার প্রতিদান হইল চিরন্তন অপমান ও লাঞ্ছনা। ইহা তাহাদের কৃতকর্মেরই ফল। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্য আয়াতে ঘোষণা করিয়াছেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ـ

"যাহারা অহংকার করিয়া আমার ইবাদত হইতে ফিরিয়া থাকে আমি অতি সত্বর তাহাদিগকে চরম অপমান ও লাঞ্ছনা সহকারে দোযখে প্রবেশ করাইব" (৪০ ঃ ৬০)।

وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ আয়াতাংশের তাৎপর্য এই যে, ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত সাধারণত গোপনেই হইয়া থাকে। চক্রান্ত ও প্রতারণা হয় খুব গোপন ও সূক্ষ্মভাবে। সুতরাং বিচারের দিন এই চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের প্রতিদানে উহাদিগকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হইবে। চক্রান্তের তুলনায় শাস্তি কোন দিক দিয়া কম হইবে না। যথাযথ প্রাপ্যানুযায়ী উহা দেওয়া হইবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা অত্যাচারী নহেন। কাহারেও প্রতি তিনি জুলুম করেন না। যেমন আল্লাহ্ পাক নিজেই বলেন ঃ

وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا অর্থাৎ তোমার প্রতিপালক কাহারও উপর অত্যাচার করেন না।

যেমন আল্লাহ্ পাক অন্য আয়াতে বলেন ঃ

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সমস্ত গোপন কথা এবং গুপ্ত-ভাণ্ডার প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

বুখারী শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, মহানবী (সা.) বলিয়াছেন ঃ "প্রত্যেক প্রতারক ও খোদাদ্রোহীর জন্য কিয়ামতের দিন তাহার পশ্চাদ্দিকে একটি ঝাণ্ডা থাকিবে। উহাতে লেখা থাকিবে অমুকের পুত্র অমুক খোদাদ্রোহী ও প্রতারক। ইহার কারণ হইল এই ষড়যন্ত্রকারী ও প্রতারককে সাধারণ মানুষ চিনে না ও জানে না। তাই কিয়ামতের দিন প্রত্যেক খোদাদ্রোহী, ষড়যন্ত্রকারী ও প্রতারককে হাশরের মাঠে পরিচয় করাইবার জন্য এবং তাহাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করিবার নিমিত্ত উক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। ফলে সকলেই তাহাদিগকে চিনিতে ও জানিতে পারিবে।

(١٢٥) فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ۖ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ ۚ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ○

১২৫. আল্লাহ্ কাহাকেও সৎপথে পরিচালিত করিতে চাইলে তিনি তাহার **অন্তঃকরণ ইসলামের** জন্য প্রশস্ত করিয়া দেন এবং কাহাকেও পথভ্রষ্ট করিতে **চাইলে তাহার অন্তঃকরণ** অতিশয় সংকীর্ণ করিয়া দেন। ইসলাম অনুসরণ তাহার **কাছে আকাশে** আরোহণের ন্যায় দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। যাহারা অবিশ্বাসী **তাহাদিগকে আল্লাহ্** এইরূপ অপমানিত করেন।

তাফসীর ঃ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ আয়াতাংশে **আল্লাহ্** পাক বলেন ঃ আল্লাহ্ কাহাকেও সৎপথে পরিচালিত করিতে ইচ্ছা করিলে **ইসলামের** জন্য তিনি তাহার হৃদয় প্রশস্ত করিয়া দেন। অর্থাৎ তাহার অন্তঃকরণের **অন্ধকার** ঈমানের নূর দ্বারা আলোকিত করিয়া দেন, ইসলামের কাজ তাহার পক্ষে **সহজ** ও আরামদায়ক করিয়া দেন। ইহা তাহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হওয়ারই নির্দেশন। যেমন **আল্লাহ্** পাক অন্য আয়াতে ঘোষণা করিয়াছেন ঃ

أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ

"ইসলামের জন্য যাহার অন্তঃকরণ খুলিয়া যায় তাহার জন্য তাহার প্রতিপালকের **পক্ষ হইতে** নূর নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হয়" (৩৯ ঃ ২২)।

অন্যত্র আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ـ

"আর আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের নিকট ঈমানকে পসন্দনীয় করিয়া দিয়াছেন **এবং** ঈমানকে তোমাদের অন্তরে শোভামণ্ডিত করিয়াছেন আর কুফর, পাপ ও **নাফরমানীকে** করিয়া দিয়াছেন তোমাদের নিকট অপসন্দনীয় ও ঘৃণিত। এইসব **লোকেরাই** হইল সত্য পথের পথিক ও হিদায়েত প্রাপ্ত" (৪৯ ঃ ৭)।

فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় **ইব্ন আব্বাস** (রা.) বলিয়াছেন ঃ ইহার অর্থ হইতেছে তাওহীদ ও ঈমানের জন্য **তাহাদের** হৃদয়কে প্রশস্ত করিয়া দেওয়া। আবূ মালিকসহ বহু ব্যাখ্যাকারই উহার **এইরূপ** ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহাই সুপ্রসিদ্ধ ও যথার্থ।

আবদুর রায্যাক (র.) বিভিন্ন রাবীর ধারাবাহিক সনদে আবূ জা'ফর হইতে বর্ণনা **করেন** ঃ মহানবী (সা.)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল যে, বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী **ঈমানদার** কাহারা ? মহানবী (সা.) জবাব দিলেন– "যে লোক অধিকাংশ সময় মৃত্যুর **কথা** চিন্তা করে এবং যে লোক মৃত্যুর পরের সময়ের জন্য নিজকে সবচাইতে বেশী **প্রস্তুত** করিতে থাকে। মহানবী (সা.)-এর নিকট فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ

يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ আয়াতাংশ সর্ম্পকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! কিভাবে হৃদয় প্রশস্ত করা হয় ? মহানবী (সা.) জবাব দিলেন– "অন্তরে নূর প্রজ্বলিত করা হয় যাহার ফলে অন্তর খুলিয়া যায় ও প্রশস্ত হয়। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন– কাহার অন্তর প্রশস্ত হইয়াছে এবং খুলিয়া গিয়াছে তাহা বুঝিবার কোন চিহ্ন ও নিদর্শন আছে কি ? মহানবী (সা.) জবাব দিলেন 'ইহার চিহ্ন হইল চিরস্থায়ী বাসস্থান পরকালের প্রতি অতিশয় অনুরাগী হওয়া, পার্থিব জগত হইতে বিমুখ হওয়া, উহার আনন্দ উপভোগ হইতে দূরে থাকা এবং মৃত্যুর সাথে সাক্ষাৎ হইবার পূর্বেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা।'

ইব্ন জরীর (র.) فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বিভিন্ন রাবীর ধারাবাহিক সনদে আবূ জা'ফর মাদায়েনী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ জা'ফর বলেন– মহানবী (সা.)-এর নিকট فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ -এই আয়াত সর্ম্পকে জিজ্ঞাসা করা হইলে উপরোল্লোখিত ভাবেই তিনি জবাব দিয়া ছিলেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র.) বিভিন্ন রাবীর পর্যায়ক্রমিক সনদে আবূ জা'ফর হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ জা'ফর বলেন ঃ মহনবী (সা.) فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ আয়াতাংশ সর্ম্পকে বলিয়াছেন– "অন্তঃকরণে ঈমান প্রবেশ করিলে তখন অন্তঃকরণ প্রশস্ত হয় ও খুলিয়া যায়। সাহাবীগণ মহানবী (সা.)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার পরিচয় লাভ করার কোন আলামত বা চিহ্ন আছে কি? জবাবে তিনি বলিলেন– ইহার চিহ্ন হইল চিরস্থায়ী বাসস্থান পরকালের প্রতি অতিশয় অনুরাগী হওয়া, এই প্রতারণাময় জগত হইতে বিমুখ হওয়া এবং মৃত্যুর পূর্বেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা।'

আবূ জা'ফর হইতে ইব্ন জারীর উপরোক্ত হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র.) আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ হইতে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন রাবীর বর্ণনা সূত্রে সাঈদ আল-আশাজ আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন মাসউদ (রা.) বলেন ঃ মহানবী (সা.) কুরআন পাকের এই আয়াত فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ পাঠ করিলে সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন– হে আল্লাহ্র রাসূল! এখানে প্রশস্ত (শরহ) দ্বারা কি বুঝান হইয়াছে ? মহানবী জবাব দিলেন– নির্দিষ্ট একটি নূর তাহার অন্তরে ঢালিয়া দেওয়া হয়। সাহাবীগণ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন– ইহা জানার কি কোন নিদর্শন থাকে ? মহানবী উত্তর দিলেন– হ্যাঁ, নিদর্শন রহিয়াছে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই নির্দশনসমূহ কি ? তিনি জবাব দিলেন– মানুষের চিরস্থায়ী বাসস্থান পরকালের দিকে অতিশয় অনুরাগী ও

আকৃষ্ট হওয়া। এই মায়াময় জগত হইতে দূরে থাকা এবং মৃত্যুর পূর্বেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়া। ইব্ন জরীর (র.) বিভিন্ন রাবীর বরাত দিয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মাসউদ (রা.) বলেন ঃ মহানবী (সা.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন اذا دخل النور القلب انفسح وانشرح -অর্থাৎ হৃদয় নূর প্রবেশ করিলে উহা প্রশস্ত হয় ও খুলিয়া যায়। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার নির্দেশন কি? তিনি উত্তর দিলেন– চিরস্থায়ী বাসস্থান পরকালের দিকে অতিশয় আকৃষ্ট ও অনুরাগী হওয়া, মায়াময় দুনিয়া হইতে দূরে থাকা এবং মৃত্যুর সহিত সাক্ষাতের পূর্বেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়া।'

এই হাদীছটি ইব্ন মাসউদ (রা.) হইতে মারফূ ও মুত্তাসিল সনদেও বর্ণিত হইয়াছে। ইব্ন জরীর (র.) অনুরূপ সূত্রে ইব্ন মাসউদ (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন– রাসূলুল্লাহ্ (সা.) فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ আয়াতাংশে পাঠ করিলে সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন– হে আল্লাহ্র রাসূল! কিরূপে হৃদয় প্রশস্ত হয়? তিনি জবাব দিলেন– তাহার অন্তরে একটি নূর প্রবশে করান হয়। উহার ফলে তাহার অন্তর খুলিয়া যায় ও প্রশস্ত হয়। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন– হে আল্লাহ্ রাসূল! ইহার কোন নির্দেশন আছে কি? তিনি জবাব দিলেন– এই মায়াময় জগত হইতে বিমুখ হওয়া, চিরস্থায়ী বাসস্থান পরকালের দিকে অতিশয় আকৃষ্ট ও অনুরাগী হওয়া এবং মৃত্যু উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই নিজকে প্রস্তুত রাখা।"

এই সকল হইল উক্ত হাদীছের মুরসাল ও মুত্তাসিল সনদ যাহা পরস্পর বিজড়িত ও সহায়তাকারী।

আলোচ্য আয়াতাংশ وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا এর অর্থ হইল, কাহাকেও আল্লাহ্ তা'আলা বিপথগামী করিতে ইচ্ছা করিলে তিনি তাহার হৃদয়কে অতিশয় সংকীর্ণ করিয়া দেন। কেউ কেউ ضَيْقًا শব্দকে ض -এর উপর যবর এবং ى এর উপর জযম দিয়া ضيق পাঠ করিয়া থাকেন। তবে অধিকাংশ লোক পাঠ করেন ى এর উপর তাশদীদ এবং নীচে যের দিয়া অর্থাৎ ضَيِّقًا। এই শব্দ দুইটি هَيْنٍ ও هَيِّنٍ শব্দদ্বয়ের ন্যায়।

তেমনি কেহ কেহ حَرَجًا শব্দকে ح এর উপর যবর এবং ر এর নীচে যের দিয়া حَرِجًا - পড়িয়া থাকেন। কেহ কেহ এই শব্দের দ্বারা পাপ ও গুনাহের কথা বুঝান হইয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। সুদ্দী (র.)ও এইরূপ অভিমত পোষণ করেন। অপর একদল বলেন– حَرَجًا শব্দকে حَرِجًا পাঠ করা হইলে তাহার অর্থ হইবে, এই পথভ্রষ্টের অন্তঃকরণ এমন সংকীর্ণ হইবে যে হিদায়েতের জন্য বিন্দু-বিসর্গ পরিমাণও প্রশস্ত হইবে না এবং ইহা হইতে কোন বস্তু তাহকে মুক্তি দিবে না। এমনকি তাহার ঈমানও তাহাকে উপকৃত করিবে না। এক কথায় ঈমানের নূর তাহার হৃদয় প্রবেশ করিবে না।

উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) এক বেদুঈনের الحرجة শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে সে জবাব দিল– الحرجة। বলা হয় এমন এক বৃক্ষকে যাহা অতিশয় ঘন বনানীর মধ্যে অবস্থিত ও কোন পশু পালক তেমন বৃক্ষে উঠিতে পারে না, তেমনি কোন পশুও এই বৃক্ষের পাতার নাগাল পায় না। উমর (রা.) তখন বলেন– মুনাফিকদের অন্তঃকরণের অবস্থাও এইরূপ হয়। সে অন্তঃকরণে কোন কল্যাণ কখন ও উপনীত হইতে পারে না।

এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়া আওফী বলেন– ইহার অর্থ হইল এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা উহার অন্তরে ইসলামকে সংকীর্ণ করিয়া দেন। কেননা ইসলাম হ ইল উদার ও প্রশস্ত, কি করিয়া উহা সংকীর্ণ অন্তরে স্থান পায় ? প্রসংগত তিনি এই আয়াত পাঠ করেন– وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ (তোমাদের জন্য দীনের মধ্যে কোন সংকীর্ণতা রাখা হয় নাই (২২:৭৮)) অতঃপর তিনি বলিলেন– ইহার অর্থ হইল, আল্লাহ্র দীনে কোনরূপ সংকীর্ণতা থাকিতে পারে না। তিনি তোমাদের জন্য ইসলামে কোন অসাধ্যতা রাখেন নাই।

মুজাহিদ ও সুদ্দী বলিয়াছে حرجا ضيقا -এর অর্থ হইল সংকীর্ণতা ও সন্দেহবাদীতা।

আতা আল-খুরাসানী বলিয়াছেন– ضَيِّقًا وَحَرَجًا এর অর্থ হইতেছে অন্তর এমন কঠিন ও সংকীর্ণ হওয়া যাহাতে পুণ্য প্রবেশ করিতে পারে না।

জুরাইজ (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়া ইব্ন মুবারক বলিয়াছেন : ضَيِّقًا حَرَجًا -এর দ্বারা এই কথা বুঝান হইয়াছে যে, উহাদের অন্তঃকরণ এমন কঠিন ও সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছে যাহার কারণে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ কালেমায় বিশ্বাসী হওয়ার ক্ষমতাই তাহাদের নাই। আকাশে আরোহণ করা যেমন দুঃসাধ্য ও কষ্টকর, তেমনি ইহাও তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত সুকঠিন ও দুঃসাধ্য কাজ।

সাঈদ ইব্ন যুবায়ের يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا এর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন : উহাদের অন্তঃকরণ এমন কঠিন ও সংকীর্ণ হয় যে ঈমানের নূর প্রবেশ করার কোন পথই খুঁজিয়া পায় না।

আলোচ্য আয়াতাংশ كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى السَّمَاءِ -এর তাৎপর্য হইল, আকাশে আরোহণ করা যেমন অসম্ভব ব্যাপার ঠিক তেমনি উহাদের অন্তঃকরণও আলোচ্য আয়াতাংশ كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى السَّمَاءِ -এর তাৎপর্য হইল, আকাশে আরোহণ করা যেমন অসম্ভব ব্যাপার ঠিক তেমনি উহাদের অন্তঃকরণ এমন শক্ত ও সংকীর্ণ হইয়া যায় যে, ঈমানের নূর উহাতে প্রবেশ করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়।

সুদ্দী (র.) বলেন : আকাশে আরোহণ করা যেমন অসম্ভব তেমনি উহাদের অন্তরে সংকীর্ণতা ও কাঠিন্য বিদূরীত হওয়াও অসম্ভব।

আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আতা আল-খুরাসানী বলিয়াছেন : উহাদের কঠিন ও সংকীর্ণ অন্তরের উদাহরণ এইরূপ যেমন কোন লোকের আকাশে আরোহণ করিবার আদৌ কোন ক্ষমতা নাই।

ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন : আদম সন্তানগণ যেরূপ আকাশে পৌছার ক্ষমতা রাখে না, তেমনি উহাদের অন্তরে তাওহীদ ও ঈমান প্রবেশ করিবারও কোন ক্ষমতা রাখে না, যতক্ষণে না আল্লাহ্ তা'আলা প্রবেশ করান।

كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى السَّمَاءِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইমাম আওযাঈ বলিয়াছেন : যাহার অন্তঃকরণকে আল্লাহ্ তা'আলা সংকীর্ণ ও কঠিন করিয়া দিয়াছেন সে কিরূপে মুসলমান হইতে পারে ? কস্মিনকালেও পারে না। ইহা আকাশে আরোহণ করার মতই অসম্ভব ব্যাপার।

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর (র.) বলিয়াছেন : كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى السَّمَاءِ। আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা সেই সব কাফির লোকদের অন্তঃকরণের উদাহরণ পেশ করিয়াছেন, যাহাদের অন্তঃকরণ অতিশয় কঠিন ও সংকীর্ণ হওয়ার দরুন তাহাতে ঈমানের নূর প্রবেশ করিতে পারে না। ইহা অন্তর সংকীর্ণ ও কঠিন হওয়ায় ঈমান গ্রহণ হইতে বিরত থাকার উদাহরণ। আকাশে আরোহণ হইতে মানুষ বিরত থাকার কারণ হইল তাহাদের অক্ষমতা ও শক্তির অসাধ্য হওয়া, তদ্রূপ ঈমানের অনুপ্রবেশ সম্ভব না হওয়ার কারণ হইল অন্তরের কাঠিন্য ও সংকীর্ণতা। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা আকাশে আরোহণ করার অক্ষমতার উদাহরণ দ্বারা উহাদের অন্তরের সংকীর্ণতা ও কাঠিন্যের দরুন ঈমান প্রবেশ অসম্ভব হওয়ার কথা বুঝাইয়াছেন।

كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা যেরূপ উহাদের অন্তঃকরণকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছায় সংকীর্ণ ও কঠিন করিয়া দিয়াছেন, তদ্রূপ শয়তানকে তাহাদের উপর প্রভাবশালী করিয়া দিয়াছেন। এই কারণেই অবিশ্বাসীরা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনিতে অস্বীকার করে। শয়তানই তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করে এবং আল্লাহ্র পথের বাধা হইয়া দাঁড়ায়।

ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়া ইব্ন আবূ তালহা (র.) বলেন : এখানে رجس শব্দ দ্বারা শয়তানকে বুঝান হইয়াছে।

মুজাহিদ (র.) বলেন : ঐ সকল বস্তুকেই رجس বলা হয় যাহার মধ্যে কল্যাণকর কিছুই থাকে না।

আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন আসলাম (র.) বলেন ঃ এখানে رجس শব্দ দ্বারা আল্লাহ্‌র গযব ও শাস্তির কথা বুঝান হইয়াছে।

(١٢٦) وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ۝

(١٢٧) لَهُمْ دَارُ السَّلٰمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

১২৬. ইহাই তোমার প্রতিপালক নির্দেশিত সরল-সহজ পথ। নিশ্চয় আমি উপদেশ গ্রহণকারীদিগের জন্য আয়াত ও নির্দশন বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি।

১২৭. তাহাদের প্রতিপালকের নিকট শান্তিময় গৃহ রহিয়াছে। আর তাহাদের কৃতকর্মের জন্য তিনিই তাহাদের অভিভাবক বা বন্ধু।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার পথ হইতে বিপথগামী হওয়ার এবং তাঁহার পথ হইতে বিরত রাখার পদ্ধতি উল্লেখ করিবার পর, তাঁহার রাসূলের মাধ্যমে প্রেরিত পথের ও সত্য দীনের পরিচয় ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

هٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا অর্থাৎ ইহাই তোমার প্রতিপালকের নির্দেশিত ও নবীর মাধ্যমে প্রেরিত সত্য দীনে স্থির থাকার পথ। আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী এই বাক্যটি বর্তমান কালের অবস্থায় প্রকাশ করায় মানসুব রূপে রহিয়াছে। অর্থাৎ অবস্থা প্রকাশসূচক নসব প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং ইহার অর্থ হইতেছে- "হে মুহাম্মদ! এই সরল পথটিই হইল জীবন বিধান, যাহা আমি তোমার নিকট দুনিয়ার সকল মানুষের জন্য রচনা করিয়া ওয়াহীর মাধ্যমে পাঠাইয়াছি। আর ইহার নামই আল-কুরআন এবং ইহাই সরল সহজ পথ।

কুরআনের প্রশংসা সম্বলিত আলী (রা.) হইতে হারিছের বর্ণিত হাদীছটিতে ইতিপূর্বে ইহার আলোচনা উল্লেখ হইয়াছে। সেই হাদীছে কুরআনের পরিচিতি সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, ইহাই সরল সহজ পথ, ইহাই আল্লাহ্‌র সুদৃঢ় রশি এবং ইহাই মহাজ্ঞানীর উপদেশ। এই হাদীছটিকে আহমদ ও তিরমিযী (র.) খুব দীর্ঘাকারে নিজ নিজ কিতাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল, আমি কুরআনের আয়াতসমূহ অতি সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা সহ বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি। ইহা সেই সকল লোকদের জন্য করিয়াছি যাহাদের মধ্যে জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও বুদ্ধি বিবেচনা রহিয়াছে এবং আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁহার রাসূলের আদেশ-নিষেধ ও উপদেশ নিয়া খুব গভীরভাবে যাহারা চিন্তা ভাবনা করে। সুতরাং এমন গুণ বিশিষ্ট লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকে। মূলত উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য আমার এই বিশদ আলোচনা।

لَهُمْ دَارُ السَّلٰمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ আয়াতাংশের মর্ম হইল, এই যে, এই সব গুণবিশিষ্ট লোকেরা তাহাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে কিয়ামতের দিন শান্তির আলয় লাভ করিবে। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা শান্তির আলয় বলিয়া জান্নাতকে বুঝাইয়াছেন। অর্থাৎ জান্নাতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল উহা হইবে দারুস্‌সালাম বা শান্তির আলয়। নবী রাসূলগণের পদাংক ও কর্মধারা অনুসরণ করাই হইতেছে সরল সহজ পথ। এই পথের সর্বশেষ মনযিল হইল জান্নাত বা শান্তির ধাম। সুতরাং এই সরল সহজ পথে যাহারা চলে তাহারা সর্বপ্রকার পথভ্রষ্টতা ও গুমরাহী হইতে নিরাপদ ও মুক্ত থাকিয়া চির শান্তির জান্নাতে প্রবেশ করে।

وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ আয়াতাংশের মর্ম হইল এই যে, গুণবিশিষ্ট সরল সহজ পথের পথিকদিগের রক্ষক, সহায়ক ও অভিভাবক হইলেন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা। কারণ তাহারা এই পার্থিব জগতে একমাত্র আল্লাহ্‌র নির্দেশিত মত পথ এবং তাহার মনোনীত জীবন বিধানকে গ্রহণ করিয়া সৎ কাজ করিয়া থাকে। তাহাদের সৎ কাজের প্রতিদান স্বরূপই আল্লাহ্ তাহাদের বন্ধু, অভিভাবক ও সহায়ক হন। পরিশেষে তাহাদের সম্মানে দান করেন তিনি চির শান্তির নিকেতন জান্নাত।

(١٢٨) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ۚ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ الْاِنْسِ ۚ وَقَالَ اَوْلِيٰٓؤُهُمْ مِّنَ الْاِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَّ بَلَغْنَآ اَجَلَنَا الَّذِيْٓ اَجَّلْتَ لَنَا ۗ قَالَ النَّارُ مَثْوٰىكُمْ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ۗ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ۝

১২৮. যেদিন তিনি তাহাদের সকলকে একত্র করিবেন এবং বলিবেন- হে জিন সম্প্রদায়! তোমরা অনেক মানুষকে তোমাদের অনুগত করিয়াছিলে; আর মানব সমাজের মধ্যে তাহাদের বন্ধুগণ বলিবে- হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের মধ্যে কতক অপরের দ্বারা লাভবান হইয়াছি এবং তুমি আমাদের জন্য যে সময় নির্ধারিত করিয়াছিলে আমরা এখন তাহাতে পৌঁছিয়াছি। সেই দিন আল্লাহ্ বলিবেন,দোযখের আগুনই তোমাদিগের বাসস্থান। তোমরা চিরস্থায়ীভাবে তথায় থাক, যদি না আল্লাহ্ অন্য রকম ইচ্ছা করেন। তোমার প্রতিপালক অবশ্যই প্রজ্ঞাময় ও সবিশেষ অবহিত।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতের সূচনায় و অক্ষরটির পরে اُذْكُرْ শব্দ উহ্য রহিয়াছে। সুতরাং وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا আয়াতাংশের অর্থ হইল- হে মুহাম্মদ! যে দিন উহাদের প্রতি নানাবিধ অভিযোগ উত্থাপন করা হইবে, সেই দিনের কথা স্মরণ

কর। সে দিন জিনদেরকে এবং তাহাদের সেই সব মানব বন্ধুগণকে একত্রিত করা হইবে যাহারা এই দুনিয়ায় তাহাদের ইবাদত করিত, তাহাদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিত এবং তাহাদের কথা মানিয়া চলিত। আর একে অপরকে প্রতারণার উদ্দেশ্যে চমকপ্রদ কথা দ্বারা প্ররোচিত করিত এবং একে অপরের নিকট নানাবিধ মিথ্যা ও অলীক কথার ওয়াহী পাঠাইত। সেদিনটি খুবই ভয়াবহ ও অনুশোচনার দিন।

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ الْإِنْسِ আয়াতাংশের অর্থ হইল সেই দিন আল্লাহ্ বলিবেন– হে জিন সম্প্রদায়! তোমরা বহু মানুষকে পথভ্রষ্ট করিয়া তোমাদের অনুগত করিয়াছ এবং তাহাদিগকে আমার পথ হইতে দূরে সরাইয়া নিয়াছ। এই আয়াতের শুরু দ্বারা পূর্ববর্তী আয়াতের সহিত ইহার সংযোগ প্রমাণিত হয়। তাই এখানে অনেক কথা উহ্য রহিয়াছে। তদনুযায়ী আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা জিন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নানাবিধ অভিযোগ উত্থাপন করিয়া বলিবেন– হে জিন সম্প্রদায়! তোমরা মানব সমাজের বহু লোককে পথভ্রষ্ট করিয়াছ। যাহার ফলে তাহারা তোমাদের অনুগত হইয়া তোমাদের ইবাদত করিয়াছে, তোমাদের নিকট আশ্রয় ও সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছে এবং একে অপরের নিকট নানাবিধ অলীক ও মিথ্যা কথার বেতার পাঠাইয়াছে। এইভাবে বিভিন্নরূপ পথভ্রষ্টতার উল্লেখ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন বেঈমানদিগকে লা-জওয়াব করিবেন। যেমন আল-কুরআনে অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে ঃ

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ـ

"হে আদম সন্তানগণ! আমি কি তোমাদের নিকট হইতে এই অঙ্গীকার লই নাই যে, তোমরা শয়তানের ইবাদত করিবে না ? কেননা শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। আর এক মাত্র আমারই ইবাদত করিবে, ইহাই সরল পথ। নিশ্চয় শয়তান তোমাদের বহু সম্প্রদায়কে পথভ্রষ্ট করিয়াছে। এখনও কি তোমরা ইহা বুঝিতে পারিতেছ না (৩৬ ঃ ৬০-৬২)?"

এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আলী ইব্‌ন আবূ তাল্‌হা (র.) ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ الْإِنْسِ আয়াতাংশের অর্থ হইল তোমরা বহু মানুষকে পথভ্রষ্ট করিয়া আল্লাহ্‌র নির্দেশিত সরল সহজ পথ হইতে দূরে সরাইয়া নিয়াছ। মুজাহিদ, হাসান ও কাতাদা (র.)ও এই আয়াতাংশের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِّنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ

আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল, কিয়ামতের দিন উহাদের সকলকে একত্রিত করা হইলে মানব সমাজের মধ্যে যাহারা জিন শয়তানদের বন্ধু, তাহারা বলিবে – হে আমাদের প্রতিপালক আমরা একে অপর দ্বারা লাভবান ও উপকৃত হইয়াছি। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের নিকট নানাবিধ অপকর্ম ও পথভ্রষ্টের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তখন তাহারা এই জবাব দিবে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র.) বিভিন্ন বর্ণনাকারীর সূত্রে হাসান হইতে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন– কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ দোযখীদেরকে লক্ষ্য করিয়া বলিবেন, তোমরা বহু মানুষকে তোমাদের অনুগত করিয়াছ। তখন মানব সমাজের মধ্যে উহাদের বন্ধুগণ বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের একদল দ্বারা অন্যদল লাভবান হইয়াছে।

হাসান (র.) বলেন ঃ এই আয়াতে একদল অপর দল দ্বারা লাভবান ও উপকৃত হওয়ার অর্থ হইল জিন নির্দেশ দিত, আর মানুষ সেই নির্দেশ পালন করিত।

رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব বলিয়াছেন ঃ এখানে একদল অপর দল দ্বারা দুনিয়ার বন্ধু-বান্ধব ও সাথীগণের কথা বুঝান হইয়াছে।

ইব্‌ন জুরাইজ (র.) বলেন ঃ জাহিলী যুগে মানুষ সফরে পথ ভুলিয়া গেলে বলিত, আমি এই জনপদের সর্বাপেক্ষা বড় জিনের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। আর ইহাই হইতেছে উহাদের লাভবান হওয়া। সুতরাং কিয়ামতের দিন উহারা এই ওজর পেশ করিবেন। মানুষের দ্বারা জিনগণ এইভাবে লাভবান ও উপকৃত হইত যে, মানুষদিগের হইতে তাহারা সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করিত এবং মানুষেরা তাহাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিত। সুতরাং জিনগণ দাবী করিত যে, আমরা জিন ও মানুষের সরদার।

وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا আয়াতাংশের দ্বারা এই কথা বুঝান হইয়াছে যে, উহারা কিয়ামতের দিন বলিবে– হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের জন্য যে দিনটি নির্ধারণ করিয়া দিয়াছিলে সে দিনের নাগাল আমরা পাইয়াছি। অর্থাৎ মৃত্যুর সাথে আমাদের পরিচয় হইয়াছে, মৃত্যুর স্বাদ আমরা উপভোগ করিয়াছি এবং এই কিয়ামতের মাঠে তোমার ডাকে একত্রিত হইয়াছি।

ইমাম সুদ্দী (র.) এখানে أجل শব্দের অর্থ মৃত্যু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ – আয়াতাংশে বর্ণিত হইয়াছে যে, এই সব জিজ্ঞাসাবাদের পর আল্লাহ্ তা'আলা পরিশেষে ঘোষণা করিবেন, দোযখই হইল তোমাদের এবং তোমাদের বন্ধু ও সাথীদের বাসস্থান ও স্থায়ী ঠিকানা। তোমরা সকলে স্থায়ীভাবেই উহাতে থাকিবে। অর্থাৎ দোযখই হইল তোমাদের চিরন্তন বাসস্থান। আল্লাহ্‌র অন্য কিছু ইচ্ছা না হইলে বা ব্যতিক্রম কিছু না করা পর্যন্ত সর্বদা উহাতেই তোমরা থাকিবে।

এক দল বলেন ঃ এখানে আল্লাহ্‌র অন্য কিছু ইচ্ছা বা ব্যতিক্রম করার দ্বারা বারযাখের কথা বুঝায়।

অপর দল বলেন ঃ অন্য কিছু বা ব্যতিক্রম দ্বারা পার্থিব জীবনকালকে বুঝানো হইয়াছে। ইহা ব্যতীত বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আরও বহু কথা বলিয়াছেন যাহা সূরা হূদের প্রাসংগিক আয়াতের ব্যাখ্যায় ইন্‌শাআল্লাহ্ আলোচনা করা হইবে। আয়াতটি এই ঃ

خَالِدِيْنَ فِيْهَا مَادَامَتِ السَّمٰوَاتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَاشَاءَ رَبُّكَ اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ -

অর্থাৎ পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলী যতদিন বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত সর্বদা উহারা উহাতেই অবস্থান করিবে, যদি না তোমার প্রতিপালক ব্যতিক্রম কিছু না করেন। তোমার প্রতিপালক যাহা ইচ্ছা তাহা করিয়া থাকেন (১১ ঃ ১০৭)।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবূ হাতিম (র.) বিভিন্ন বর্ণনাকারীর ধারাবাহিক সনদে ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন ঃ

اَلنَّارُ مَثْوَاكُمْ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اِلَّا مَاشَاءَ اللّٰهُ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ

ইহা হইল এমন একটি আয়াত যাহা বলিয়া দেয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার সৃষ্টির সাথে কিরূপ ব্যবহার প্রদর্শন করিবেন, তাহাদিগকে জান্নাতে ফেলিবেন, না জাহান্নামে ফেলিবেন সে সম্পর্কে কোন ব্যক্তিরই মত প্রকাশ করা উচিত নয়। আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ।

(١٢٩) وَكَذٰلِكَ نُوَلِّيْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝

১২৯. এমনিভাবে আমি জালিমদেরকে তাহাদের কৃতকর্মের জন্য একদলকে অন্যদলের বন্ধু বানাইয়া থাকি।

তাফসীর ঃ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদা হইতে সাঈদ বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে তাহাদের কৃতকর্মের জন্য পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করিয়া থাকেন। সুতরাং মু'মিনগণের বন্ধু মু'মিন লোকই হয়, তাহারা যে অবস্থায় ও যে স্থানেই অবস্থান করুক না কেন। তেমনি কাফিরগণের বন্ধু কাফির লোকই হয়, তাহারা যে অবস্থায় ও যে স্থানেই থাকুক না কেন। আর ঈমান আশা-আকাংক্ষা পোষণ করার এবং বাহ্যিক সাজ-সজ্জার নাম নহে। ইব্ন জারীর (র.) এই মতটি পসন্দ করেন।

কাতাদা (র.) হইতে মুআম্মার এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ঃ দোযখে

আল্লাহ্ তা'আলা কতক জালিমকে কতক জালিমের সাথে বন্ধুত্ব করিয়া দিবেন। ইহাদের একদল অন্য দলের অনুগত হইয়া চলিবে।

মালিক ইব্ন দীনার (র.) বলিয়াছেন ঃ আমি যাবুর কিতাবে অধ্যয়ন করিয়াছি যে, আল্লাহ্ বলেন, আমি প্রথমে মুনাফিক দ্বারাই মুনাফিকদের প্রতিশোধ নিব। অতঃপর সকল মুনাফিকের প্রতিশোধ নিব। وَكَذٰلِكَ نُوَلِّيْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًا আয়াতে এই কথাই বর্ণিত হইয়াছে।

আবদুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম (র.) وَكَذٰلِكَ نُوَلِّيْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًا। আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা জিন জালিমদিগকে মানুষ জালিমদিগের বন্ধু বানাইয়া দেন। প্রসংগত তিনি আল-কুরআনের এই আয়াত পাঠক করেন ঃ

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ -

(সেই লোক দয়াময় আল্লাহ্‌র স্মরণ হইতে অমনোযোগী হয় আমি তাহার উপর একটি শয়তানকে পরিচালক বানাইয়া দেই। সুতরাং শয়তান তাহার সাথী হইয়া যায় (৪৩ ঃ ৩৬)।

অতঃপর তিনি বলেন – আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইল, আমি জালিম জিনদিগকে জালিম মানুষের উপর প্রবল করিয়া দেই।

হাফিজ ইব্ন আসাকির (র.) ······· ইব্ন মাসউদ (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মাসউদ বলেন ঃ من اعان ظالما سلطه الله عليه অর্থাৎ যে লোক জালিমের সাহায্যকারী হয়, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার উপর ঐ জালিমকেই প্রবল করিয়া দেন। এই হাদীছটি গরীব হাদীছ। কোন কবি বলিয়াছেন ঃ

وما من يد الا يد الله فوقها * ولا ظالم الا سيبلى بظالم

"অর্থাৎ কোন হাতই এমন নয় যাহার চাইতে আল্লাহ্‌র হাত শক্তিশালী নয়। আর এমন কোন জালিম নাই যাহাকে অন্য জালিম দ্বারা অত্যাচারিত হইতে না হয়।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ যেরূপ আমি এই সব ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের অভিভাবক উহাদের পথভ্রষ্টকারী একদল জিনকে বানাইয়া দিয়াছি, জালিমদিগকেও আমি অদ্রূপ আরেক দল জালিমের অভিভাবক করিয়া থাকি। উহাদের একদলের উপর অন্য দলকে অধিষ্ঠিত করি এবং একদল দ্বারা অন্যদলকে আমি ধ্বংস করি। এইভাবে আমি একদল দ্বারা অন্যদলের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করি। ইহাই হইল উহাদের জুলুম অত্যাচারের ও পথভ্রষ্ট হওয়ার প্রতিদান।

(١٣٠) يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ؕ قَالُوْا شَهِدْنَا عَلٰٓى اَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَ شَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ○

১৩০. হে জিন ও মানব সম্প্রদায়! তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য হইতে রাসূলগণ আসে নাই ? যাহারা তোমাদের নিকট আমার নির্দশন বর্ণনা করিত এবং তোমাদের এই দিনের সাথে সাক্ষাত হওয়ার ভীতি প্রদর্শন করিত ? উহারা উত্তর দিবে– আমরা আমাদের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দিতেছি। বস্তুত,উহাদিগকে এই পার্থিব জগত প্রতারিত করিয়াছিল। অনন্তর উহারা যে আল্লাহ্‌র প্রেরিত দীনকে মানিত না তাহা স্বীকার করিয়া নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে।"

তাফসীর ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা কাফির জিন ও মানুষদিগকে বিভিন্ন প্রশ্নবানে জর্জরিত করিবেন। অথচ তাহাদের নিকট যে রাসূলগণ তাহার দীনকে পূর্ণরূপে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন তাহা আল্লাহ্ তা'আলা ভালভাবেই অবহিত। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কথাকে সুপ্রমাণিত করা এবং উহাদিগকে লা–জওয়াব করার উদ্দেশ্যেই বিভিন্ন প্রশ্ন করিবেন। কেননা এই সব প্রশ্নে তাহাদের উত্তর আল্লাহ্ পূর্ব হইতেই অবহিত। তথাপি কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা কাফির জিন ও ইনসানকে সম্বোধন করিয়া বলিবেন, يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ অর্থাৎ হে কাফির জিন ও মানুষ সম্প্রদায়! তোমাদের নিজ নিজ জাতির মধ্য হইতে কি তোমাদের নিকট রাসূলগণ আসেন নাই।

মূলত রাসূল শুধু মানব জাতির মধ্য হইতেই হইয়াছে, জিন জাতির মধ্য হইতে কোন রাসূলের আর্বিভাব হয় নাই। এই অভিমতের সমর্থনে মুজাহিদ, ইব্‌ন জুরাইজ এবং পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী বহু ইমাম হইতে বর্ণনা ও বক্তব্য পাওয়া যায়।

ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলিয়াছেন ঃ রাসূল শুধু মানব জাতির মধ্য হইতেই হয়। পক্ষান্তরে জিন জাতির মধ্য হইতে হয় শুধু সতর্ককারী, যাহারা আল্লাহ্‌র আযাব সম্পর্কে সর্তক করিয়া থাকেন।

যাহ্‌হাক ইব্‌ন মুজাহিম (র.) হইতে বিভিন্ন বর্ণনাকারীর সূত্রে ইব্‌ন জারীর (র.) বর্ণনা করেন যে, যাহ্‌হাক বলেন ঃ জিন জাতি হইতেও রাসূল হয়। তিনি তাহার মতের সমর্থনে উল্লেখিত আয়াতকে দলীল রূপে উপস্থাপন করিয়া থাকেন। এই অভিমতটি প্রশ্নসাপেক্ষ। কেননা ইহা কোন নিশ্চিত ও অবিসংবাদিত কথা নহে।

আল-কুরআনেও এই মতের সমর্থনে পরিষ্কার রূপে কিছু উল্লেখ নাই। বিষয়টির শুধু সম্ভাব্যতা বিদ্যমান। যেমন কালামে পাকে এই ধরনের কথা আরও বলা হইয়াছে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ، فَبِاَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ .

অর্থাৎ দুইটি নদীর মোহনা পরস্পর মিলিত হয়। উভয়ের মধ্যে এমন একটি আবরণ থাকে যাহার দরুন একে অপরকে অতিক্রম করে না। ইহার পরও কি কেহ আছে যে তোমাদের প্রতিপালকের অবদানকে মিথ্যা ভাবিতে পারে। উভয় (নদী) হইতেই লালমোতি ও মারজান মণি বাহির হইয়া থাকে। (৫৫ ঃ ১৯ – ২২)

এ কথা সকলেই অবহিত যে, লালমোতি ও মরজাম মণি লবণাক্ত পানি হইতেই আহরণ করা হয়, মিঠা পানি হইতে নয়।[১] অথচ এখানে লালমোতি ও মারজান মণিকে উভয় প্রকার নদী হইতে বাহির হয় বলিয়া বলা হইয়াছে। তদ্রূপ এই আয়াতেও উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে রাসূলগণকে গণ্য করা হইয়াছে। ইব্‌ন জারীর (র.) ও ঠিক অনুরূপ জবাবই দিয়াছেন। রাসূলগণ যে একমাত্র মানব জাতির মধ্য হইতেই হয়, আল্লাহ্ পাকের আল-কুরআনে বর্ণিত নিম্ন লিখিত আয়াতগুলি উহার উজ্জ্বল প্রমাণ। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْ بَعْدِهٖ ...... رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ـ

অর্থাৎ আমি তদ্রূপ তোমার নিকট ওয়াহী পাঠাইয়াছি, যেরূপ নূহ এবং অন্যান্য নবীদের নিকট ওয়াহী পাঠাইয়া ছিলাম। · · · · · · এইসব রাসূলগণ হইলেন সুসংবাদ দাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী। কারণ মানুষ যেন রাসূল পাঠাইবার পর আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে কোনরূপ অভিযোগ উত্থাপন করার সুযোগ না পায় (৪ ঃ ১৬৩-১৬৫)।

তদ্রূপ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কথা উল্লেখ করিয়া বলেন ঃ وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ অর্থাৎ আমি নবূওয়াত এবং কিতাবকে ইবরাহীমের বংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়াছি। এই আয়াতের বর্ণনা প্রকাশ পায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পর নবূওয়াত ও কিতাবকে তাহার আওলাদ এবং বংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য এই নয় যে, ইবরাহীম (আ.)-এর পূর্বে নবূওয়াত জিন জাতির মধ্যেও হইত এবং পরে তাহাদের মধ্যে হইতে নবী মনোনয়ন প্রদান বাতিল করা হইয়াছে। কেহই এই ধরনের অভিমত ব্যক্ত করেন নাই।

১. প্রাচীন যুগের ব্যাখ্যাকারগণ ইহাই বলিতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে বাস্তব অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, কতক মিঠা পানি বিশিষ্ট নদী হইতে লালমোতি বাহির হইয়া থাকে।

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلاَّ اِنَّهُمْ لَيَاكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِى الْاَسْوَاقِ -

"আমি তোমার পূর্বে যেসব রাসূল প্রেরণ করিয়াছি তাহারা সকলেই পানাহার করিত এবং হাটে বাজারে চলাফেরা করিত"(২৫ ঃ ২০)।

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلاَّ رِجَالاً نُّوْحِىْ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى

"তোমার পূর্বে যত লোককেই নবী করিয়া পাঠাইয়াছি, তাহাদের নিকট আমি ওয়াহী পাঠাইতাম, উহারা জনপদের লোকদের মধ্য হইতেই মনোনীত হইত" (১২ ঃ ১০৯)।

উল্লেখিত আয়াতসমূহ দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, নবূওয়াতির ব্যাপারে জিন জাতি মানুষেরই অনুবর্তী হইত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা উহাদের বিষয় আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন ঃ

وَاِذْ صَرَفْنَا اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْا اَنْصِتُوْا فَلَمَّا قُضِىَ وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ، قَالُوْا يَا قَوْمَنَا اِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا اُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِىْ اِلَى الْحَقِّ وَاِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ ، يَا قَوْمَنَا اَجِيْبُوْا دَاعِىَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْلَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ، وَمَنْ لاَّ يُجِبْ دَاعِىَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِى الْاَرْضِ وَلَيْسَ لَهٗ مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءُ ، اُولٰئِكَ فِىْ ضَلاَلٍ مُّبِيْنٍ-

"সেই কথা স্মরণ কর! যখন আমি জিনদের একটি দলকে তোমার দিকে ফিরাইয়া দিলাম। তাহারা কুরআন শুনিয়া থাকে। তাহারা যখন কুরআন শুনিতে উপস্থিত হয়, তখন তাহারা বলে, তোমরা চুপ হও। কুরআন শুনা শেষ হইলে উহা নিজ সম্প্রদায়ের নিকট গিয়া তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র আযাবের ভীতি প্রদর্শন করি থাকে। তাহারা বলে- হে আমাদের স্বজাতি! আমরা এমন এক কিতাবের বা শুনিয়াছি যাহা হযরত মূসা (আ.)-এর উপর অবতীর্ণ করা হইয়াছে এবং তাওরা কিতাবকে সত্যায়িত করে, সত্য ও সরল পথের দিশা দেয়। হে আমাদের জাতি তোমরা আল্লাহ্‌র আহবানের সাড়া দাও এবং তাহার প্রতি ঈমান লও। তি তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং মুক্তি দিবেন কষ্টদায়ক শাস্তি হইতে আর যে লোক আল্লাহ্‌র আহবানে সাড়া দিবে না এবং তাহার প্রতি ঈমান আনিবে তাহারা এই দুনিয়ায় যেমন আল্লাহ্‌কে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারিবে না, তেমনি আ

ব্যতীত পরকালে তাহার কোন বন্ধুও নাই। এসব লোকেরা প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতার মধ্যে রহিয়াছে" (৪৬ ঃ ২৯ – ৩২)।

তিরমিযী শরীফ সহ অন্যান্য হাদীছে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মহানবী (সা.) সূরা আর-রহমান তিলাওয়াত করিয়াছিলেন যাহার মধ্যে এই আয়াতটিও রহিয়াছে ঃ سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا الثَّقَلاَنِ অর্থাৎ হে জিন ও মানব জাতি! আমি অতিসত্বরই তোমাদের জন্য সময় নিতেছি। অর্থাৎ তোমাদের ব্যাপারে মনোনিবেশ করিতেছি।

আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত আল্লাহ্ তা'আলার প্রশ্নের জবাবে কাফির জিন ও মানুষগণ বলিবে– আমরা স্বীকার করিতেছি যে, রাসূলগণ আমাদের নিকট আপনার পয়গাম ও দীনের দাওয়াত পৌঁছাইয়াছেন এবং আমাদেরকে আপনার সাথে সাক্ষাত এবং এই দিনের আগমন সম্পর্কেও সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।

وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন যে, পার্থিব জগত উহাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে। অর্থাৎ উহারা পার্থিব জীবনে অনেক সীমা লংঘনের কাজ করিয়াছে এবং রাসূলগণও তাহাদের আনীত দীনকে মিথ্যা মনে করার দরুন এবং তাহাদের দ্বারা ঘটিত অলৌকিক ঘটনাবলীর বিরোধিতার কারণে উহারা ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। পার্থিব জীবনের চাকচিক্য, আড়ম্বর এবং যৌনস্পৃহার তাড়নায় পড়িয়া উহারা আল্লাহ্‌র কথা, রাসূলের কথা, এমন কি এই মহা সংকটময় দিনের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। ইহাই হইতেছে আল্লাহ্‌র ভাষায় দুনিয়া কর্তৃক প্রতারিত হওয়া।

وَشَهِدُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كَافِرِيْنَ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল এই ঃ উহারা কিয়ামতের দিন নিজেদের অপরাধ স্বীকার করিয়া বলিবে যে, আপনার রাসূলগণ যে জীবন-বিধান পেশ করিয়াছিলেন তাহা আমরা বিশ্বাস করি নাই; বরং অস্বীকারই করিয়াছি। অর্থাৎ উহারা যে নিশ্চিতরূপে পার্থিব জগতে কাফির ছিল এই সাক্ষী তাহারা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে প্রদান করিবে।

(١٣١) ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ ○

(١٣٢) وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ○

১৩১. ইহা এই কারণে যে, কোন জনপদের অধিবাসীবৃন্দ যতক্ষণ আল্লাহ্‌র দীন হইতে অনবহিত থাকে, ততক্ষণ তাহাদের অত্যাচারমূলক অন্যায়ের জন্য সেই জনপদকে ধ্বংস করা তোমার প্রতিপালকের নিয়ম নয়।

১৩২. আর প্রত্যেকে যাহা করে তদনুসারে তাহার স্থান রহিয়াছে এবং উহাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে তোমার প্রতিপালক অনবহিত নহেন।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ রাসূল পাঠাবার কারণ হই এই যে, তোমার প্রতিপালক কোন জনপদের অধিবাসী আল্লাহ্ তা'আলার প্রদ জীবন-বিধান সম্পর্কে অনবহিত থাকা অবস্থান সেই জনপদকে উহাদের অত্যাচারে জন্য ধ্বংস করেন না। তিনি জিন ও মানব জাতির নিকট তথা সেই জনপদে অধিবাসীদিগের নিকট তাহার রাসূল প্রেরণ ও কিতাব নাযিল করিয়া তাহাদে অভিযোগ উত্থাপন করিবার পথ বন্ধ করিয়া দেন।

আল্লাহ্ পাক অন্য আয়াতে বলিয়াছেন ঃ

وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلاَّ خَلاَ فِيْهَا نَذِيْرٌ

"এমন কোন সম্প্রদায় নাই যেখানে সতর্কবাণী প্রেরণ হওয়ায় না" (৩৫ ঃ ২৪)।

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

كُلَّمَا اُلْقِىَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ ـ قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَاءَنَا نَذِيْرٌ فَكَذَّبْنَا ـ

"জাহান্নামে যখন লোকদিগকে দলে দলে ফেলিয়া দেওয়া হইবে তখন উহাদে নিকট জাহান্নামের দারোগা প্রশ্ন করিবে- তোমাদের নিকট কি কোন ভী প্রদর্শনকারী আসে নাই ? উহারা উত্তরে বলিবে, হ্যাঁ, আমাদের নিকট ভী প্রদর্শনকারী আসিয়াছিল। কিন্তু আমরা তাহাকে বিশ্বাস করি নাই; বরং মিথ্যাব বলিয়াছি (৬৭ ঃ ৮-৯)।"

অন্য এক আয়াতে তিনি বলেন ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ـ

"আমি প্রত্যেকটি জাতি ও সম্প্রদায়ের নিকট আমার রাসূল প্রেরণ করিয়াছি তাহারা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলরই ইবাদত করে এবং তাগূতরূপী শয়তানকে ব করিয়া চলে" (১৬ ঃ ৩৬)।

আল্লাহ্ পাক অপর এক স্থানে বলেন ঃ

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلاً

"আমি কখনও কাহাকেও শাস্তি দেই না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তাহার নি রাসূল প্রেরণ না করি"(১৭ ঃ ১৫)।

কুরআনে পাকে এরূপ বহু আয়াত পাওয়া যায়।

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্‌ন জারীর (র.) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার ব মধ্যে بِظُلْمٍ শব্দটির দুইটি সম্ভাব্য তাৎপর্য রহিয়াছে।

১. আল্লাহ্ তা'আলার ইহা নীতি নহে যে, কোন বান্দাকে তাহার পাপ কার্যসমূহ **সম্পর্কে অনবহিত** রাখিয়া এবং তাহাকে রাসূল ও ওহীর মাধ্যমে তাহার ভাল, মন্দ, **ন্যায়, অন্যায়,** শিরক, কুফর, নিফাক, ঈমান, জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে দলীল **প্রমাণ সহকারে** না বুঝাইয়া তাহার অজ্ঞতার অপরাধের জন্য তাহাকে শাস্তিদান **করিবেন কিংবা** তাহাদের জন্য ধ্বংস করিবেন। কারণ দীন ও শির্ক অনাচার সম্পর্কে **অনবহিত থাকা** অবস্থায় তাহাদিগকে ধ্বংস করা হইলে তাহারা বলিবে, আমাদের **নিকট কোন সুসংবাদ** দাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারীর আগমন হয় নাই।

২. দ্বিতীয় তাৎপর্যটি হইল এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার এই উদ্দেশ্যে নবী-রাসূল ও **কিতাব পাঠান** যেন ধ্বংসপ্রাপ্ত আমার কোন বান্দা না বলিতে পারে যে, আল্লাহ্ **তা'আলা তাহাদের** উপর জুলুম করিয়াছেন। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার উপর **জুলুম করেন** না। ইমাম আবূ জা'ফর ইব্‌ন জারীর (র.) এক্ষেত্রে প্রথম কারণটিকেই **প্রধান্য দেন**। কেননা ইহা সকল দিক দিয়াই শক্তিশালী ও যুক্তিযুক্ত। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

لِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا আয়াতাংশের মর্ম হইল এই ঃ প্রত্যেক পাপী বা **পুণ্যবান কর্মীর** জন্যই তাহাদের কর্ম মাফিক পৃথক পৃথক স্তর ও প্রতিদান রহিয়াছে। **আল্লাহ্ তা'আলা** তাহা যথাযথভাবে তাহাদের নিকট পৌঁছাইবেন। তাহারা ভাল **করিলে ভাল** প্রতিদান পাইবে এবং খারাপ করিলে খারাপ প্রতিদান ভোগ করিবে।

আমার (গ্রন্থকার) মতে এখানে এই অর্থেরও সম্ভাবনা বিদ্যমান যে, এই আয়াতটি **কাফির জিন** ও ইনসানদের সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে। অর্থাৎ দোযখে কাফির জিন ও **ইনসানদের** প্রত্যেকের স্ব স্ব কর্ম মাফিক পৃথক পৃথক শাস্তি হইবে। যেমন আল্লাহ্ **তা'আলা** অন্য আয়াতে ঘোষণা করিয়াছেন ঃ

لِكُلٍّ ضِعْفٌ অর্থাৎ প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ শাস্তি।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলিয়াছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُوْنَ ـ

অর্থাৎ যাহারা কুফরী করিয়াছে এবং মানুষকে আল্লাহ্‌র পথ হইতে দূরে সরাইয়া **রাখিয়াছে** তাহাদিগকে আমি শাস্তির উপর শাস্তি বাড়াইয়া দিব। কেননা উহারা দুনিয়ায় **থাকাকালে** ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত থাকিত (১৬ ঃ ৮৮)।

وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন জারীর (র.) **বলিয়াছেন** ঃ ইহার তাৎপর্য হইল, হে মুহাম্মদ! তোমার প্রভু উহাদের প্রতিটি কাজ **সম্পর্কে জ্ঞাত**। তিনি তাহার ভবিষ্যত জ্ঞান দ্বারা নিজের কাছে উহা লিপিবদ্ধ করিয়া **রাখিয়াছেন** যেন পরকালে তাহার সাথে সাক্ষাতের সময় তিনি যথাযথভাবে উহার **প্রতিদান** দিতে পারেন।

(১৩৩) وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ۚ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ ○

(১৩৪) إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ ۖ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ○

(১৩৫) قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ○

১৩৩. আর তোমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, দয়াশীল। তিনি ইচ্ছা করি তোমাদিগকে অপসারণ করিয়া তোমাদের পরে যাহাকে ইচ্ছা তোমা স্থলাভিষিক্ত করিবেন, যেমন তিনি অন্য এক সম্প্রদায়ের বংশ হই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

১৩৪. তোমাদের নিকট যাহা কিছু হওয়ার অংগীকার করা হইয়াছে উ অবশ্যই হইবে। তোমরা এ ব্যপারে আল্লাহ্‌কে ব্যর্থ করিতে পারিবে না।

১৩৫. বল! হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের নিজ নিজ স্থানে কা করিতে থাক এবং আমিও আমার কাজ করিতে থাকি। পরকাল কাহার জ মঙ্গলময় হইবে, তাহা তোমরা অচিরেই জানিতে পারিবে। জালিমগণ কখ সফলকাম হইবে না।

তাফসীর ঃ আলোচ্য প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ পাক তাঁহার নবীকে সম্বোধন করি বলেন ঃ হে মুহাম্মদ! তোমার প্রতিপালক সমগ্র সৃষ্টিকুলের কাহারওই মুখাপে নহেন। তিনি চির অভাবমুক্ত। সৃষ্টিকুল সকলই সর্বাবস্থায় তাঁহার মুখাপেক্ষী অভাবী। তিনি তাঁহার বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহকারী ও দয়াশীল।

এভাবে আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

"আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের প্রতি অবশ্যই দয়াশীল ও অনুগ্রহকারী" (২২ ঃ ৬

অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র প্রেরিত বিধানকে অগ্রাহ্য করিলে এবং তাঁ বিরোধিতা করিলে আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে ধ্বংস করিয়া তোমাদের অন্য এমন এক সম্প্রদায়কে আনিয়া তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করিবেন যাহারা তাঁ আনুগত্য করিবে এবং তাঁহার প্রদত্ত জীবন বিধান অনুসরণ করিয়া চলিবে। ইহা তাঁ পক্ষে করা কোন কষ্টকর ব্যাপার নহে। তিনি ইহা করিতে পুরাপুরিই সক্ষম, করিলে অনায়াসে অতি সহজেই করিতে পারেন। যেমন তিনি প্রথম যুগে করিয়াছেন। একটি সম্প্রদায়কে নিশ্চিত করিয়া তাহাদের চাইতে উত্তম এবং তাঁ

প্রতি অনুগত্যশীল ও ধর্মপরায়ণ সম্প্রদায়কে আনিয়া বসাইয়াছেন। এমনি ভাবে একটি সম্প্রদায়কে অপসারণ করা এবং তদস্থলে অন্য একটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি ও উদ্ভব করার ব্যাপারে আল্লাহ্ পূর্ণ ক্ষমতাবান। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا -

"হে মানব সম্প্রদায়! আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে অপসারণ করিবেন এবং তোমাদের স্থানে অন্য জাতি আনিবেন। আর ইহা করিতে আল্লাহ্ পুরাপুরিই সক্ষম" (৪ ঃ ১৩৩)।

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ، إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ، وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ -

"হে মানব সম্প্রদায়! তোমরা দরিদ্র ও আল্লাহ্‌র নিকট মুখাপেক্ষী আর আল্লাহ্ হইলেন ধনী, অভাবমুক্ত ও প্রশংসার পাত্র। তাঁহার ইচ্ছা হইলে তিনি তোমাদিগকে অপসারণ করিয়া তদস্থলে নূতন সৃষ্টি স্থলাভিষিক্ত করিবেন। আর ইহা করিতে আল্লাহ্ অক্ষম ও অপারগ নহেন (৩৫ ঃ ১৫-১৭)। অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ -

"আল্লাহ্ তা'আলা ধনী ও অভাবমুক্ত, তোমরা দরিদ্র ও অভাবী। যদি তোমরা আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন বিধান হইতে বিমুখ হইয়া অন্যদিকে ধাবিত হও তবে তোমাদিগকে অন্য এক সম্প্রদায় দ্বারা পরিবর্তন করা হইবে। অতঃপর তাহারা তোমাদের মত হইবে না" (৪৭ ঃ ৩৮)।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র.) ইয়াকূব ইব্ন উতবা (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়া বলেন ঃ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আবান ইব্ন উছমান (র.) বলেন– ذُرِّيَّةِ শব্দটির অর্থ মূল ও শাখা দুই ধরনের হইতে পারে। এক, মানব জাতির বংশধর। দুই, মানব জাতির কোন বিশেষ গোষ্ঠীর বংশধর।

إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার নবীকে সম্বোধন করিয়া বলেন ঃ হে মুহাম্মদ! তুমি তাহাদিগকে জানাইয়া দাও যে, আল্লাহ্ তা'আলা পরকালে যাহা কিছু করার ও হওয়ার অংগীকার করিয়াছেন, উহা অবশ্যই হইবে এবং করিবেন। তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে বিষয় অপারগ বানাইতে পারিবে না। তিনি তোমাদিগকে পূর্ণ জীবিত করিতে

পুরাপুরিই সক্ষম। যদি তোমাদের দেহের অস্থি মাংশ মজ্জা মাটি হইয়াও যায়, তবুও তিনি তোমাদিগকে মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার পুর্নজীবিত করিবার ক্ষমতা রাখেন। কোন বস্তুই তাহাকে এ ব্যাপারে দুর্বল করিতে পারিবে না।

এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্‌ন আবূ হাতিম (র.) বলেন ঃ আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হইতে পর্যায়ক্রমে আতা ইব্‌ন আবূ রিবাহ, আবূ বকর ইব্‌ন আবূ মারয়াম, মুহাম্মদ ইব্‌ন সোয়েব, মুহাম্মদ ইবনুল মুসাফ্‌ফা ও আমার পিতা আমাদের বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন ঃ মহানবী (সা.) বলিয়াছেন ঃ

يا ابن ادم ان كنتم تعقلون فعدوا انفسكم من الموتى والذى نفسى بيده انما توعدون لات وما انتم بمعجزين-

"হে আদম সন্তানগণ! তোমাদের বিবেকবুদ্ধি থাকিলে তোমরা নিজদিগকে মৃতদের মধ্যে গণনা কর। যাহার হাতে আমার প্রাণ তাহার শপথ করিয়া বলিতেছি পরকাল ও পুনরুত্থান সম্পর্কে যাহা কিছু অঙ্গীকার করা হইয়াছে তাহা অবশ্যই বাস্তবায়িত হইবে। তোমরা কোনক্রমেই তাহাকে দুর্বল করিতে পারিবে না।"

قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ -এর তাৎপর্য হইল রাসূল (সা.) যেন সকলকে এই কথা জানাইয়া দেন, যদি তোমরা ভাবিয়া থাক যে, তোমরা সঠিক পথ ও আর্দশের উপর রহিয়াছ, তাহা হইলে তোমরা তোমাদের মত, পথ ও আদর্শ অনুযায়ী কাজ করিতে থাক। আর আমিও আমার মত, পথ ও আদর্শ অনুযায়ী কাজ করিতে থাকি। প্রত্যেকের কাজের পরিণতির দায়-দায়িত্ব তাহার নিজের উপরই বর্তাইবে। এইরূপ সতর্কবাণী আল্লাহ্ তা'আলা অন্যান্য আয়াতেও করিয়াছেন। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَقُلْ لِلَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ اعْمَلُوا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنَّا عَامِلُوْنَ ، اِنْتَظِرُوْا اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ-

"হে মুহাম্মদ! বেঈমানদিগকে তুমি সতর্ক করিয়া দাও যে, তোমরা তোমাদের আর্দশ অনুযায়ী কাজ করিতে থাক। আর আমরা আমাদের আর্দশ অনুযায়ী কাজ করিতে থাকি। তোমরাও (ফলাফলে) অপেক্ষা করিতে থাক আর আমিও অপেক্ষা করিতে থাকি" (১১ ঃ ১২১-১২২)।

ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়া আলী ইব্‌ন আবূ তালহা مَكَانَتِكُمْ শব্দের অর্থ বলিয়াছেন মত, পথ ও জীবন পদ্ধতি।

আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্ত সতর্কবাণী উচ্চারণ করার পর উপসংহারে বলিতেছেন ঃ

فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ مَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ

অর্থাৎ অতিশীঘ্রই তোমরা পরিণাম ফল সম্পর্কে অবহিত হইতে পারিবে। জালিমগণের ব্যর্থতা নিশ্চিত। অর্থাৎ পরকালে শুভ পরিণতি লাভ কাহার হইবে তাহা সম্যক্ জ্ঞাত হইতে পারিবে। স্মরণ রাখিও জালিমগণ কখনো সফলকাম হইতে পারিবে না। নবীকে প্রদত্ত অঙ্গীকার আল্লাহ্ তা'আলা পূরণ করিয়াছেন। বহু দেশ ও শহর তাহার করতলগত করিয়া দিয়াছেন এবং তাহার বিরুদ্ধবাদিগণকে করিয়াছেন অধীনস্থ ও শাসিত। মক্কা শহরকে তাহার পদানত করিয়া দিয়াছেন। আর তাহার সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহারা তাহার কথা শুনে নাই, বরং তাহাকে মিথ্যা জানিয়াছে, তাহাদের উপর আল্লাহ্ তাহার নবীকে সহায়তা প্রদান করিয়া বিজয়ী করিয়াছেন। মোট কথা তিনি তাঁহার নবীকে আশ্রয় দিয়াছেন, প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং সমগ্র আরব উপদ্বীপের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছেন। তেমনি ইয়ামন বাহরাইনসহ অনেক দেশই তাঁহার জীবদ্দশায় বিজিত হইয়া তাহার শাসনাধীনে আসিয়া ছিল। আর তাহার ইন্তিকালের পর খুলাফায়ে রাশিদার আমলে বহু দেশ, অঞ্চল, ভূখণ্ড ও শহর বিজিত হইয়াছিল। যেমন কালামে পাকে অন্যান্য স্থানে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করিয়াছেন ঃ

كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِىْ اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ عَزِيْزٌ-

"আল্লাহ্ লিখিয়া রাখিয়াছেন যে, আমি এবং আমার রাসূলই বিজয়ী হইব। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ মহা শক্তিশালী ও পরাক্রমশালী"(৫৮ ঃ ২১)।

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ ، يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظّٰلِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ-

"আমি আমার রাসূল এবং ঈমানদারগণকে এই পার্থিব জগতেই সাহায্য সহনুভূতি প্রদান করি। আর সেই পরকালের বিচারের দিনও সাহায্য করিব, যে দিন জালিমগণের কোন ওজর-আপত্তি ফলদায়ক হইবে না। উহাদের উপর অভিশাপ বর্ষিত হইবে এবং উহাদের বাসস্থান হইবে অত্যন্ত খারাপ (দোযখ)" (৪০ ঃ ৫১-৫২)।

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى الزَّبُوْرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ الصَّالِحُوْنَ-

"আমি যাবূর কিতাবে উপদেশ দানের পর লিখিয়া দিয়াছি যে, আমার পুণ্যবান বান্দাগণই পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হইবে (২১ ঃ ১০৫)।

আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলগণ সম্পর্কে আলোচনা প্রসংগে বলিতেছেন ঃ

فَاَوْحٰى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظّٰالِمِيْنَ ، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِىْ وَخَافَ وَعِيْدِ ـ

"তোমার প্রতিপালক অতীতের রাসূলগণের কাছে এই বলিয়া বাণী পাঠাইলেন যে, আমি জালিমগণকে অবশ্য ধ্বংস করি। আর উহাদের পর ভূপৃষ্ঠে তোমাদের বসতি স্থাপন করিব। আমার এই অনুগ্রহ সেই সকল লোকদের জন্য যাহারা আমার সম্মুখে উপস্থিত হওয়া এবং আমার শাস্তি পাওয়াকে ভয় করিয়া চলে" (১৪ : ১৩-১৪)।

আল্লাহ্ তা'আলা আরও ঘোষণা করিয়াছেন ঃ

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اٰمْنًا يَعْبُدُوْنَنِىْ لاَ يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا ـ

অর্থাৎ তোমাদের ঈমানদার ও পুণ্যবানদের সাথে আল্লাহ্ তা'আলা অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, তিনি তাহাদিগকে এই ভূপৃষ্ঠে খিলাফতের মসনদ দান করিবেন, যেরূপ উহাদের পূর্ববর্তিগণকে দান করা হইয়াছিল। আর তাহাদের জন্য তিনি যে জীবন-বিধান মনোনীত করিয়াছেন, তাহা প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবেন। আর তাহাদের ভীতিজনক অবস্থার পর শান্তিময় অবস্থা দ্বারা উহাদের জীবনধারা পরিবর্তন করিয়া দিবেন। কেননা তাহারা আমার ইবাদত করিয়া থাকে, আমার সাথে কাহাকেও অংশীদার করে না (২৪ ঃ ৫৫)।

আল্লাহ্ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মদীর সাথে এইরূপ ব্যবহারই করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও করিবেন যদি তাহারা সত্যিকার অর্থে মু'মিন হয়। আদি-অন্তে প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে সকল সময় সকল অবস্থায়ই আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা।

(١٣٦) وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِشُرَكَآئِنَا ۚ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلَا يَصِلُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ اِلٰى شُرَكَآئِهِمْ ۗ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ○

১৩৬. আল্লাহ্ যে শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করিয়াছেন তন্মধ্য হইতে তাহারা আল্লাহ্র জন্য একটি অংশ নির্ধারণ করিয়াছে। আর নিজেদের ধারণা মাফিক বলে যে, এই অংশ আল্লাহ্র জন্য এবং এই অংশ আমাদের প্রতিমার জন্য। সুতরাং উহাদের প্রতিমাগণের জন্য যে অংশ নির্ধারণ করা হয়, তাহা আল্লাহ্র নিকট পৌঁছায় না। আর যাহা আল্লাহ্র জন্য অংশ হয়, তাহা উহাদের প্রতিমাগণের নিকট পৌঁছায় থাকে। উহারা যাহা ফায়সালা করে তাহা নিকৃষ্ট।

তাফসীর ঃ যে সব লোক আল্লাহ্র সহিত কুফরী ও শির্ক করিয়া নূতন নূতন মতপথ সৃষ্টি করে, মনগড়া নিয়ম মাফিক চলে এবং আল্লাহ্র সৃষ্টিকুলের কোন অংশকে আল্লাহ্র সাথে অংশীদার বানায়, আল্লাহ্র পক্ষ হইতে তাহাদিগকে উল্লেখিত আয়াতে ভর্ৎসনা করা হইয়াছে। আর তাহাদের কুকীর্তির বর্ণনা দিয়া অশুভ পরিণামের ধমক প্রদান করা হইয়াছে। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِشُرَكَائِنَا ـ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যেসব ক্ষেত-খামার, ফসল, ফলফলাদী ও পশু পক্ষী সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইতে এই সব কাফির মুশরিকগণ একটি অংশ ভাগ করিয়া আল্লাহ্র জন্য রাখিয়া দেয় আর একটি রাখিয়া দেয় তাহাদের দেব-দেবীগণের জন্য। আর নিজেদের ধারণা মাফিক বলে যে, এই অংশ আল্লাহ্র জন্য এবং এই অংশ আমাদের দেব-দেবী ও প্রতিমাগণের জন্য।

فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ اِلَى اللّٰهِ وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ اِلٰى شُرَكَائِهِمْ

অর্থাৎ উহাদের দেব-দেবিগণের জন্য নির্ধারিত অংশ আল্লাহ্র নিকট পৌঁছে না। কিন্তু যে অংশটি আল্লাহ্র জন্য হয় তাহা উহাদের দেবদেবিগণের কাছে পৌঁছিয়া থাকে।

এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে আলী ইব্ন আবূ তালহা ও আওফী (র.) ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে নিম্নরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন ঃ

আল্লাহ্র এই সব শত্রুগণ যখন কোন ক্ষেত-খামার চাষাবাদ করে এবং তাহাদের কোন বাগ-বাগিচা ও শস্য ক্ষেতে ফল ফসল দেখা দেয়, তখন একটি অংশ আল্লাহ্র জন্য নির্ধারণ করে এবং আর একটি অংশ নির্ধারণ করে উহাদের দেবদেবী ও প্রতিমার জন্য। অতএব দেব-দেবিগণের অংশের ক্ষেত-খামার ফসল ফল-ফলাদি বা অন্য কোন জিনিস হইলে উহা সযত্নে গুণিয়া গুণিয়া সংরক্ষণ করে। উহা হইতে কোন বস্তু ঝরিয়া পড়িলে উহা যথাযথভাবেই দেব-দেবিগণের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করে। অথচ আল্লাহ্র জন্য নির্ধারিত অংশের পানি গড়াইয়াই অন্যদিকে গেলে তাহা ফিরাইয়া দেব-দেবিগণের জন্য নির্ধারিত অংশে দেয়। আর আল্লাহ্র জন্য নির্ধারিত ক্ষেত-খামারের ফসল ও ফল-ফলাদি হইতে কোন কিছু ঝরিয়া পড়িলে তাহা দেব-দেবিগণের জন্য নির্ধারিত অংশের সাথে মিলাইয়া ফেলে। আর বলে ইহারা গরীব ও অভাবী। আল্লাহ্ জন্য নির্ধারিত অংশে উহা রাখিও না। কেননা আল্লাহ্ ধনী ও অভাবমুক্ত। আর আল্লাহ্র জন্য নির্ধারিত অংশের পানি উপচাইয়া পড়িয়া যাইতে থাকিলে উহা সংরক্ষণ করিয়া দেব-দেবিগণের নির্ধারিত অংশের সেচকার্য করে। আর

উহারা নিজেদের বাহীরা সাইবা, ওয়াসীলা ও হাম পশুগুলির মাংশ ভক্ষণ করা হারাম মনে করিয়া উহা দেব-দেবিগণের জন্য নির্ধারণ করিয়া রাখিয়া দেয়। তাহাদের ধারণা হইল যে, দেব-দেবীর নৈকট্য লাভের জন্য এইগুলি নিজেদের পক্ষে হারাম করা অপরিহার্য।

মুজাহিদ, কাতাদা সুদ্দী (র.) প্রমুখ ব্যাখ্যাকার সহ অনেকেই অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন আসলাম (র.) এই আয়াত প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, উহারা যে সব পশু আল্লাহ্‌র জন্য যবাহ্ করার উদ্দেশ্যে নির্ধারণ করিত, উহা আল্লাহ্‌র জন্য যবাহ করার পর উহার মাংস ভক্ষণ করিত না। তবে যবাহ্ করার সময় আল্লাহ্‌র নামের পাশে দেব-দেবিগণের নাম উচ্চারণ করা হইলে ভক্ষণ করিত। পক্ষান্তরে যে সব পশু দেব-দেবীর নামে উৎসর্গ হইত, উহা যবাহ্ করার সময় ভুলেও একবার আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করিত না। এই প্রসংগে তিনি আলোচ্য আয়াত পাঠ করেন।

سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ -এর তাৎপর্য হইল এই যে, উহারা যাহা কিছু বন্টন করিতেছে তাহা খুবই নিকৃষ্ট এবং গর্হিত বটে। বন্টনের সূচনায়ই উহারা ইচ্ছা করিয়া অন্যায় করিয়াছে। কারণ প্রত্যেকটি বস্তুর স্রষ্টা ও প্রতিপালক হইলেন আল্লাহ্ তা'আলা। তাই উহাদের সৃষ্টিকর্তাও হইলেন তিনি এবং সার্বভৌম মালিকানাও হইল তাঁহার। প্রত্যেকটি বস্তু তাঁহার কুদরত, ক্ষমতা, ইচ্ছা ও নির্দেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তিনি ব্যতীত যেমন কোন মাবূদ নাই, তেমনি নাই কোন প্রতিপালকও। সুতরাং উহাদের ধারণা মাফিক যে গর্হিত বন্টন কার্য করিয়াছে, তাহাও উহারা ঠিক রাখে নাই। বরং উহার বেলায়ও উহারা সীমা লঙ্ঘন করিয়া অন্যায় অবিচার করিয়াছে। অতএব উহাদের এই মীমাংসা ও বন্টন ব্যবস্থা নিকৃষ্ট পর্যায়ের অধিকার বৈ কিছুই নয়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা উহাদের এইরূপ গর্হিত ও শির্‌ক জনিত কাজের বিবরণ দিয়া কালাম পাকের অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

يَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ الْبَنَاتِ سُبْحٰنَهٗ وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُوْنَ -

"আল্লাহ্‌র জন্য উহারা কন্যা সাব্যস্ত করে, আর নিজেদের জন্য ইচ্ছামাফিক পুত্র সাব্যস্ত করিয়া নেয়" (১৬ ঃ ৫৭)।

وَجَعَلُوْا لَهٗ مِنْ عِبَادِهٖ جُزْءًا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ مُّبِيْنٌ -

"উহারা আল্লাহ্‌র জন্য তাহার বান্দাগণের মধ্য হইতে আল্লাহ্‌র অংশ নির্ধারণ করিয়াছে। মানুষ অবশ্যই অকৃতজ্ঞ" (৪৩ ঃ ১৫)।

اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْثٰى ، تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِيْزٰى

"তোমাদের জন্য পুত্র, আর তাহার জন্য কন্যা ? ইহা তোমাদের ভ্রান্ত অবিচারমূলক বন্টন" (৫৩ ঃ ২১-২২)।

(১৩৭) وَكَذٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ شُرَكَاۤؤُهُمْ لِيُرْدُوْهُمْ وَلِيَلْبِسُوْا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ ، وَلَوْ شَاۤءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ○

১৩৭. এইরূপে তাহাদের দেবতাগণ বহু মুশরিকের দৃষ্টিতে সন্তান হত্যাকে শোভন করিয়াছে তাহাদের ধ্বংস সাধনের জন্য এবং তাহাদের ধর্ম সম্বন্ধে তাহাদের বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য; আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তাহারা ইহা করিত না। সুতরাং তাহাদিগকে তাহাদের মিথ্যা লইয়া থাকিতে দাও।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলিতেছেন ঃ শয়তান যেভাবে উহাদের দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট শস্য ক্ষেত-খামার ফল-ফলাদি ও গবাদি পশু হইতে তাহার জন্য একটি অংশ নিরূপণ করাকে শোভাময় করিয়াছিল, তদ্রূপ রিযিকের ভয়ে সন্তান হত্যা কর। এবং লজ্জা ঢাকার জন্যে কন্যাগণেকে জীবিত সমাহিত করাকেও শয়তান উহাদের দৃষ্টিতে সুন্দর ও শোভাময় করিয়া দিয়াছিল।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা (র.) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ ইহার অর্থ হইল, আল্লাহ্‌র সাথে নির্ধারিত মুশরিকদের অংশীদারগণ সন্তান হত্যাকে তাহাদের অনেকের দৃষ্টিতে শোভাময় করিয়া দিয়াছে।

মুজাহিদ (র.) বলেন ঃ ইহার অর্থ হইল, মুশরিকরা যাহাদিগকে আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদার করিয়াছে সেই সব শয়তান দরিদ্র হইবার ভীতি প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকে নিজ সন্তান জীবন্ত দাফন করার নির্দেশ দিয়া থাকে।

সুদ্দী (র.) বলেন ঃ শয়তান উহাদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য সন্তান হত্যা করার পরামর্শ দেয়। তেমনি ধর্ম সম্বন্ধে উহাদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অর্থ হইল, উহাদিগকে নানাবিধ কুপরামর্শ দিয়া ধর্মের সরল ও স্বচ্ছ রূপটিকে অপরিচ্ছন্ন ও ঘোলাটে করিয়া ফেলা। (ফলে উহারা ধর্মের আসল নীতি আদর্শ উদ্ধার করিতে সমর্থ হয় না।)

আবদুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম এবং কাতাদা (র.)ও এইরূপ বিশ্লেষণ প্রদান করিয়াছেন। উল্লেখিত আয়াতটির ন্যায় নিম্নলিখিত আয়াতেও উহাদের এই ধরনের অপকর্মের কথা বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ ، يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْۤءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ -

অর্থাৎ যখন উহাদের কোন লোককে কন্যা জন্ম হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন উহাদের চেহারা বিবর্ণ হইয়া যায় এবং ক্ষোভ ও ক্রোধে ফাটিয়া পড়িতে চায়। আর সুসংবাদ প্রাপ্ত বস্তুর অনিষ্টতা ও কুলক্ষণের ধারণা করে লজ্জায় গোত্রীয় লোকজন হইতে লুকাইয়া থাকে" (১৬ ঃ ৫৮-৫৯)।

আল্লাহ্ তা'আলা অন্য এক আয়াতে তাহাদের অপকর্মের আলোচনা নিম্নরূপে করিয়াছেন ঃ

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

"জীবন্ত দাফনকৃত সন্তান সম্পর্কে আল্লাহ্ যখন প্রশ্ন করিবেন, তাহাদিগকে কোন্ অপরাধে হত্যা করা হইল? (৮১ ঃ ৮-৯)"

বস্তুত উহারা দরিদ্রতাকে এড়াইবার জন্য নিজ সন্তানগণকে এইভাবে হত্যা করিত। অথবা কন্যা সন্তান হইলে প্রাচুর্য থাকিবে না, কন্যার জন্যে ধন-সম্পদ ব্যয় করিতে হইবে, তাহারা এই ভয় অন্তরে পোষণ করিত এবং নিজ কন্যা সন্তানগণকে জীবন্ত দাফন করিত। অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলা উহাদিগকে হত্যা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এই ধরনের মানবতা বিরোধী সকল কাজই শয়তান উহাদের দৃষ্টিতে শোভাময় করিয়া দিত এবং উহার পরামর্শের ফলেই উহা করিত।

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ - আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল এই যে, সকল কাজ আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ও পূর্ব মীমাংসা অনুসারেই হইয়া থাকে। আল্লাহ্র পূর্ব সিদ্ধান্ত ও ইচ্ছা না থাকিলে উহারা ইহা করিতে পারিত না। ইহার মধ্যেও আল্লাহ্র হিকমাত ও তাৎপর্যময় রহস্য নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং আল্লাহ্র কৃতকর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করার কোন অবকাশ নাই। বরং তাঁহার সকলকেই প্রশ্ন করিবার অধিকার রহিয়াছে।

فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ - এর মর্ম হইল এই যে, হে নবী! আপনি উহাদের এই সব অপকর্মের সমালোচনায় ব্যস্ত থাকিয়া সময়ের অপচয় করিবেন না। বরং উহাদিগকে এবং উহাদের গর্হিত মিথ্যা কার্যাবলীকে বর্জন করিয়া চলুন। অতিসত্বর আল্লাহ্ তা'আলা আপনার এবং উহাদের মধ্যে চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়া দিবেন।

(১৩৮) وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ ۚ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ○

১৩৮. উহারা নিজেদিগের ধারণা অনুযায়ী বলে, এই সব গবাদি পশু ও শস্যক্ষেত্র নিষিদ্ধ; আমরা যাহাকে ইচ্ছা করি সে ব্যতীত কেহ ইহা ভক্ষণ করিতে পারিবে না; আর কতক গবাদি পশু রহিয়াছে যাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করা নিষিদ্ধ। আর কতক পশু রহিয়াছে যাহা যবাহ্ করিবার সময় উহারা আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে না। আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করিয়া এইরূপ কথা তাহারা বলে। এই মিথ্যা রচনার প্রতিফল অবশ্যই তিনি উহাদিগকে প্রদান করিবেন।

তাফসীর ঃ ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা (র.) বর্ণনা করেন ঃ উল্লেখিত আয়াতে حجر শব্দ দ্বারা উহাদের ওয়াসীলা নামক পশু হারাম বা নিষিদ্ধ করার কথা বুঝান হইয়াছে। حجر শব্দের আভিধানিক অর্থ নিষিদ্ধ। মুজাহিদ, যাহ্হাক, সুদ্দী, কাতাদা ও আবদুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম (র.) প্রমুখও এইরূপ অভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন।

وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় কাতাদা (র.) বলিয়াছেন ঃ উহাদের এই ধন-সম্পদ ও গবাদি পশুর ক্ষেত্রে এই নিষিদ্ধতা শয়তানের পক্ষ হইতে হইত এবং ইহা খুব কঠোরতার সাথে আরোপিত হইত। এই নিষিদ্ধতা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে ছিল না।

حِجْرٌ শব্দের ব্যাখ্যায় যায়েদ ইব্ন আসলাম (র.) এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, উহারা তাহাদের এই সব শস্যক্ষেত ও গবাদি পশুকে নিজেদের কল্পিত মাবূদ ও দেবদেবিগণের উদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ করিত।

لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আল্লামা সুদ্দী (র.) বলিয়াছেন ঃ উহারা বলিত যে, এই সব বস্তুগুলি আমরা যাহাদিগের জন্য ইচ্ছা করি তাহারা ব্যতীত সকলের জন্য আহার করা হারাম।

এই আয়াতটি আল্লাহ্ পাক ঘোষিত নিম্ন লিখিত আয়াতের ন্যায়। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ -

অর্থাৎ নবী আপনি জিজ্ঞাসা করুন যে, তোমাদের জন্য আল্লাহ্র প্রেরিত রিযিক সম্পর্কে তোমরা কি অভিমত পোষণ কর ? তোমরা উহা হইতে কতক নিষিদ্ধ ও কতক বৈধ নিরূপণ করিতেছ। আবার জিজ্ঞাসা কর, তোমাদিগকে ইহা করিতে কি আল্লাহ্ অনুমতি দিয়াছেন, না তোমরা আল্লাহ্র নামে মিথ্যা আরোপ করিতেছ ? (১০ ঃ ৫৯)

নিম্নলিখিত আয়াতটিও উল্লেখিত আয়াতের অনুরূপ। আল্লাহ্ বলেন ঃ

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ -

"আল্লাহ্ তা'আলা বাহীরা, সাইবা, ওয়াসীলা ও হাম পশুপালকে নিষিদ্ধ করেন নাই। কিন্তু কাফিরগণ আল্লাহ্র নামে মিথ্যা আরোপ করিতেছে। আর উহাদের অধিকাংশ লোক ইহা বুঝে না " (৫ ঃ ১০৩)।

সুদ্দী (র.) বলেন ঃ যে সব পশুর পৃষ্ঠে আরোহণ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে উহা হইতেছে বাহীরা, সাইবা, ওয়াসীলা ও হাম নামক পশুসমূহ। অথবা যেসব পশু যবাহ্ করার সময় বা বাচ্চা জন্ম হইবার সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হয় না, সেখানেও এই সব পশুর কথা বুঝানো হইয়াছে।

আবূ বকর ইব্ন আইয়াশ (র.) আসিম ইব্ন আবূ নজুদ হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমার নিকট আবূ ওয়ায়েল জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি আল্লাহ্ তা'আলার আয়াত—

وَاَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُوْرُهَا وَاَنْعَامٌ لاَّيَذْكُرُوْنَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا -

— এর অর্থ জান? আমি জওয়াব দিলাম, না জানি না। তিনি বলিলেন, ইহা দ্বারা সেই বাহীরা পশুর কথা বলা হইয়াছে, যাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া উহারা হজ্জে গমন করিত না।

মুজাহিদ (র.) বলেন ঃ উল্লেখিত আয়াতে এমন একপাল উটের কথা বলা হইয়াছে যাহা যবাহ্ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হইত না, উহার উপর আরোহণ করিত না এবং উহার দুগ্ধ পান করিত না। ইহাকে আল্লাহ্‌র দীনের কথা এবং তাহার রচিত বিধান বলিয়া আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা আরোপ করা হইত। অথচ এ বিষয় আল্লাহ্ কোনই অনুমতি দেন নাই এবং তাঁহার ইচ্ছা ও সম্মতিও ইহাতে ছিল না।

অতএব উহারা যে আল্লাহ্‌র নামে এইরূপ মিথ্যা রটনা করিতেছে এবং ইহাই আল্লাহ্‌র বিধান বলিয়া প্রচার করিতেছে, এই মিথ্যার প্রতিফল অতিসত্বরই উহাদিগকে প্রদান করা হইবে। سَيَجْزِيْهِمْ بِمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ আয়াতাংশ দ্বারা আল্লাহ্ পাক এই কথাই বুঝাইয়াছেন।

(১৩৯) وَقَالُوْا مَا فِىْ بُطُوْنِ هٰذِهِ الْاَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُوْرِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلٰٓى اَزْوَاجِنَا ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مَّيْتَةً فَهُمْ فِيْهِ شُرَكَآءُ ۚ سَيَجْزِيْهِمْ وَصْفَهُمْ ۚ اِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ○

১৩৯. তাহারা আরও বলে যে, এইসব গবাদি পশুর গর্ভে যাহা রহিয়াছে উহা আমাদের পুরুষদিগের জন্য নির্দিষ্ট এবং আমাদের স্ত্রীগণের জন্য নিষিদ্ধ। তার গর্ভের বাচ্চা মৃত হইলে নারী পুরুষ সকলে সম অংশীদার হইবে। এইরূপ গর্হিত কথা বলার প্রতিফল তিনি অতিসত্বরই উহাদিগকে প্রদান করিবেন। আল্লাহ্ মহা প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত وَقَالُوْا مَافِىْ بُطُوْنِ هٰذِهِ الْاَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُوْرِنَا আয়াতাংশ প্রসঙ্গে আবূ ইসহাক সুবাঈ (র.) ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ এখানে পশুর দুগ্ধের কথা বলা হইয়াছে।

ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে আওফী বর্ণনা করেন ঃ উহা দ্বারা পশুর দুগ্ধের কথা বুঝান হইয়াছে। এই দুগ্ধ তাহাদের নারীদের জন্য নিষিদ্ধ করিত এবং পুরুষদিগকে পান করাইত। তেমনি বকরীর কোন পাঠার বাচ্চা জন্ম হইলে তাহারা যবাহ্ করিয়া ফেলিত। তবে মেয়েদের জন্য ইহা আহার করা নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল। পাঠী বাচ্চা হইলে যবাহ্ করিত না, ছাড়িয়া দিত। বাচ্চা মৃত হইলে উহার আহারের বেলায় নারীগণকেও শামিল করিত। আল্লাহ্ তা'আলা উহাদিগকে এইসব গর্হিত কাজ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

কাতাদা, আবদুর রহমান ইব্ন যায়েদ ও ইব্ন আসলাম (র.)ও এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে মুজাহিদ (র.) বলিয়াছেন যে, উল্লেখিত আয়াতে সাইবা ও বাহীরা পশুর কথা বলা হইয়ছে।

سَيَجْزِيْهِمْ وَصْفَهُمْ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আবূ আলিয়া, মুজাহিদ ও কাতাদা (র.) বলিয়াছেন ঃ উহারা যাহা কিছু বর্ণনা করিতেছে উহা মিথ্যা ও ভ্রান্ত কথা। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতে উহাদের স্বকপোলকল্পিত কথাকে মিথ্যা বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেনঃ

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ وَّهٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ۚ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ -

অর্থাৎ তোমাদের যবান হইতে মিথ্যা কথা বর্ণনা করা হয় যে, ইহা হালাল ও ইহা হারাম। আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা রচনার উদ্দেশ্যে তোমরা এইরূপ বলিও না। যাহারা আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা রচনা করে তাহারা কস্মিনকালেও সফলকাম হইতে পারিবে না (১৬ ঃ ১১৬)।

اِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল, তিনি তাঁহার কাজে ও কথায়, নীতি ও আদর্শে মহা প্রজ্ঞাময় এবং তাঁহার বান্দাগণের ভাল-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায় সকল কাজ সর্ম্পকে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। ইহার প্রতিদান তিনি পুরাপুরিই প্রদান করিবেন। উহাতে বিন্দুমাত্র কমবেশী করিবেন না।

(১৪০) قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْٓا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًاۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّحَرَّمُوْا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ افْتِرَآءً عَلَى اللّٰهِ ۚ قَدْ ضَلُّوْا وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ○

১৪০. যাহারা নির্বুদ্ধিতার দরুন ও অজ্ঞানতাবশত নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করিয়াছে এবং আল্লাহ্র নামে মিথ্যা রচনার জন্য আল্লাহ্র দেওয়া রিযিককে হারাম করিয়াছে, তাহারা নিঃসন্দেহে পথভ্রষ্ট হইয়াছে এবং এমনকি তাহারা কখনও সৎপথপ্রাপ্ত ছিল না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ পাক বলেন, যাহারা অজ্ঞানতাবশত ও নির্বুদ্ধিতার দরুন নিজেদের সন্তানদের হত্যা করিয়াছে এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবিকাকে আল্লাহ্র নামে মিথ্যা কথা সৃষ্টি করিয়া নিষিদ্ধ করিয়াছে, তাহারা ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতেই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং নিজেদের ধ্বংস ডাকিয়া আনিয়াছে। উহাদের ইহকালের ক্ষতি হইল, উহারা নিজ সন্তান হত্যা করিয়া সন্তান হারাইয়াছে, ভাবী উপার্জনকারী হারাইয়া পরিণামে অভাবগ্রস্ত হইয়াছে। আর নিজেদের পরিকল্পিত বিধান মানিয়া ফলদায়ক ও লাভজনক বস্তু হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। তেমনি উহাদের পরকালের ক্ষতি হইল যে, আল্লাহ্র নামে মিথ্যা রচনা করার দরুন উহাদের পরকালে ভীষণ লাঞ্ছনা ও মহা শাস্তির সম্মুখীন হইতে হইবে। পরকালে উহাদের স্থান হইবে বেদনাদায়ক ও দুঃখজনক জাহান্নাম। আল্লাহ্ পাক উহাদের দুর্দশা প্রসংগে অন্যত্র বলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَايُفْلِحُوْنَ ، مَتَاعٌ فِى الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيْقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيْدَ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ -

"যাহারা আল্লাহ্র নামে মিথ্যা রচনা করে তাহারা কখনও সফলকাম হইবে না। ইহকালের ক্ষণিকের সম্পদ কয়েক দিন ভোগ করিবে। তারপর উহাদিগকে আমার নিকটই ফিরিয়া আসিতে হইবে। অতঃপর আমি উহাদিগকে কুফরী করার দরুন কঠোর শাস্তি উপভোগ করাইব " (১০ ঃ ৬৯-৭০)।

ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে পর্যায়ক্রমে সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের, আবূ বাশার, আবূ আওনা, আবদুর রহমান ইবনুল মুবারক, মুহাম্মদ ইব্‌ন আইয়ূব, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম ও হাফিজ আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন ঃ তোমরা প্রাচীন আরবের বর্বরতা ও অসভ্যতা সম্পর্কে জ্ঞাত হইতে চাহিলে সূরা আন'আমের একশত ত্রিশটি আয়াতের পরবর্তী আয়াতসমূহ অধ্যয়ন কর।

এই হাদীছটি ইমাম বুখারীও এককভাবে তাঁহার কিতাবে 'কুরায়েশগণের মর্যাদা' অধ্যায়ে বর্ণনা করেন। তিনি আইয়াশ হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ বাশার, আবূ আওয়ানা মুহাম্মদ ইব্‌ন ফযল আরিম ও আবূ নু'মানের সনদে ইহা বর্ণনা করেন। আবূ নু'মান (র.) আইয়াশ (রা.)-এর সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করিয়াছেন।

(١٤١) وَهُوَ الَّذِىٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ ۖ وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝

(١٤٢) وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُوْلَةً وَّفَرْشًا ۚ كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝

১৪১. আর তিনিই লতাপাতা ও বৃক্ষ উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং **খেজুর বৃক্ষসহ** বিভিন্ন স্বাদবিশিষ্ট খাদ্য-শস্যও সৃষ্টি করিয়াছেন। আর যায়তুন ও **দাড়িম্বও সৃষ্টি** করিয়াছেন। ইহারা পরস্পর সদৃশ ও বৈসদৃশ বিশিষ্ট বটে। উহা **ফলবান হইলে** উহার ফল ভক্ষণ করিবে। আর ফসল উঠাইবার দিন উহার প্রাপ্য **আদায় করিবে** এবং অপচয় করিবে না। কেননা আল্লাহ্ অপচয়কারিগণকে পসন্দ **করেন না।**

১৪২. গবাদি পশুর মধ্যে কতক রহিয়াছে ভারবাহী এবং কতক ক্ষুদ্রাকার। **তোমাদিগকে আল্লাহ্** যাহা জীবিকারূপে দিয়াছেন তাহা আহার কর। আর **শয়তানের পদাংক** অনুসরণ করিও না। কেননা সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ পাক তাহার সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা প্রসংগে বলিতেছেন যে, তিনিই **লতাপাতা,** বাগ-বাগিচা, ফল-ফলাদি, খেত-খামার, সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। যেসব **ফল-ফলাদি** ও পশু মুশরিকদের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহারাধীনে রহিয়াছে এবং যে সম্পর্কে **তাহারা নানাবিধ** গর্হিত মতামত পোষণ করিয়া ইচ্ছামত কতক হালাল ও কতককে **হারাম নিরূপণ** করে, উহা সবই আল্লাহ্র সৃষ্ট বস্তু। তাই আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشَاتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشَاتٍ অর্থাৎ তিনিই **লতাপাতা বৃক্ষ** ও বাগ-বাগিচা সৃষ্টি করিয়াছেন।

مَعْرُوْشَاتٍ - শব্দের ব্যাখ্যায় আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র.) ইব্‌ন আব্বাস **(রা.) হইতে** বর্ণনা করেন যে, ইহা দ্বারা সেইসব গাছকে বুঝান হইয়াছে যাহা লতার **ন্যায় মাটির** উপর দীর্ঘকায় হইয়া ছাইয়া যায়।

অপর এক বর্ণনায় পাওয়া যায় ঃ যাহা মানুষের বাড়ীতে হয় উহা হইল **مَعْرُوْشَاتٍ** আর غَيْرَ مَعْرُوْشَاتٍ বলা হয় সেইসব গাছপালাকে যাহা বনজঙ্গল ও **পাহাড়ে জন্মে।**

আতা খুরাসানী (র.) ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ **স্বাভাবিকভাবে** যাহা বাড়ীতে জন্মে উহাকে معروشات বলা হয় আর যাহা **স্বাভাবিকভাবে** জন্মায় না বরং উহার পিছনে মানুষের প্রচেষ্টা থাকে উহাকে **غير معروشات** বলা হয়। সুদ্দীও এইরূপ বলিয়াছেন।

ইব্‌ন জুরাইজ غَيْرَ مَعْرُوْشَاتٍ ও متشابها শব্দদ্বয়ের মর্মার্থে বলিয়াছেন ঃ যাহা **বাহ্যিক আকার** ও প্রকারে সাদৃশ্য বিশিষ্ট উহাকে مُتَشَابِهًا বলা হইয়াছে। আর যাহা **স্বাদে ভিন্ন উহাকে** غَيْرَ مُتَشَابِهٍ - বলা হইয়াছে।

كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব বলিয়াছেন ঃ ইহার অর্থ হইল গাছগুলি ফলবান হইলে উহার ফল কাঁচা পাকা ছোট বড় সবগুলিই ইচ্ছামত আহার কর।

وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্ন জারীর (র.) বলিয়াছেন ঃ কতক লোকের মতে এখানে ফরয যাকাত প্রদানের কথা বলা হইয়াছে। তিনি বলেন ঃ আনাস ইব্ন মালিক হইতে পর্যায়ক্রমে ইয়াযীদ ইব্ন দিরহাম, আবদুস সামাদ ও উমর আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন মালিক বলেন ঃ উল্লেখিত আয়াতে ফরয যাকাত প্রদানের কথা বলা হইয়াছে।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র.) ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়া বলিয়াছেন উল্লেখিত আয়াতাংশে ফসল পরিমাপ করিয়া ও উহার সংখ্যা জ্ঞাত হইয়া ফরয যাকাত প্রদানের কথা বলা হইয়াছে। সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াবও এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

আওফী (র.) ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ঃ একলোকের একটি শস্যক্ষেত ছিল। সে শস্য তুলিবার দিন উহা হইতে কোন কিছুই প্রদানের জন্য রাখে নাই। এই সময় আল্লাহ্ তা'আলা وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ আয়াত অবতীর্ণ করেন। অর্থাৎ পরিমাপ ও সংখ্যা জ্ঞাত হইবার দিন দরিদ্রগণকে এক-দশমাংশ প্রদান করিতে হইবে। আর ছড়া হইতে যাহা স্বতর্স্ফূর্তভাবে ঝরিয়া পড়ে উহাও হইবে মিসকীনদের প্রাপ্য।

ইমাম আহমদ ও আবূ দাঊদ (র.) বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা.) নির্দেশ দিয়াছেন, যাহাদের খেজুর দশ আওসাকের অধিক হইবে তাহারা প্রত্যেকেই একটি খেজুর ছড়া মিসকীনদের জন্য মসজিদে ঝুলাইয়া দিবে। এই হাদীছের সনদটি উত্তম ও শক্তিশালী সনদ।

তাউস, আবূ শা'ছা, কাতাদা, হাসান, যাহ্হাক ও ইব্ন জুরাইজ প্রমুখের মতে উল্লেখিত আয়াতাংশে যাকাতের কথা বলা হইয়াছে।

হাসান বসরী (র.) বলিয়াছেন ঃ উক্ত আয়াতাংশ তরি-তরকারী, ফলফলাদি ও শস্যের সাদকা প্রদানের কথা বলা হইয়াছে। যায়েদ ইব্ন আসলামও এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। অন্য একদল বলিয়াছেন ঃ এই আয়াতাংশে ফরয যাকাত ব্যতীত অন্য হকের কথা বলা হইয়াছে।

ইব্ন উমর (রা.) হইতে পর্যায়ক্রমে নাফি', মুহাম্মদ ইব্ন সিরীন ও আসআছ (র.) আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে বর্ণনা করেন ঃ তাহারা ফরয যাকাত ব্যতীতই বিভিন্ন বস্তু দান করিত। ইব্ন মারদুবিয়ার এই বর্ণনা উদ্ধৃত করেন।

এই আয়াতাংশ প্রসঙ্গে আতা ইব্ন আবূ রিবাহ হইতে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ ফসল তোলার দিন যেসব দরিদ্র লোক উপস্থিত হয় তাহাদিগকে উহা হইতে সম্ভাব্য পরিমাণে দান করা। ইহা ফসলের যাকাত নয়।

মুজাহিদ এই আয়াতাংশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন ঃ ফসল তোলার দিন তোমার নিকট কোন মিসকীন উপস্থিত হইলে উহা হইতে তাহাকে কিছু উঠাইয়া দাও। মুজাহিদ (র.) হইতে পর্যায়ক্রমে ইব্ন আবূ নাজীহ, ইব্ন উআইনা ও আবদুর রায্যাক (র.) বর্ণনা করেন ঃ ফসল তোলা ও কাটার সময় মুষ্টি ভরিয়া দরিদ্রগণকে কিছু দেওয়াই হইতেছে এই আয়াতাংশের বক্তব্য। তেমনি যাহা কিছু ঝরিয়া পড়িবে উহা হইবে দরিদ্রগণের হক।

ইবরাহীম নাখঈ হইতে ছাওরী (র.) ও হাম্মাদ (র.) বর্ণনা করেন ঃ ফসল তোলার দিন মিসকীনগণকে একমুষ্টি করিয়া দিতে হইবে।

সাঈদ ইব্ন যুবায়ের হইতে পর্যায়ক্রমে সালিম, শুরায়িক ও ইবনুল মুবারক বর্ণনা করেন ঃ এই নির্দেশ যাকাত ফরয হওয়ার পূর্বে ছিল। মিসকীনগণকে একমুষ্টি করিয়া এবং জীব-জানোয়ারকে একধামা পরিমাণ দেওয়া হইত।

এই আয়াতাংশ প্রসঙ্গে আবূ সাঈদ (রা.) হইতে মারফূ সূত্রে যথাক্রমে সাঈদ, আবুল হাইছাম ও দাররাজ বর্ণনা করেন ঃ উক্ত আয়াতাংশে ছড়া হইতে যাহা ঝরিয়া পড়ে, উহা দরিদ্রগণকে প্রদান করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এই হাদীছটিও ইব্ন মারদুবিয়া উদ্ধৃত করেন।

এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা সম্পর্কে একদল বলেন ঃ ইহা করা প্রথম দিকে ওয়াজিব ছিল। পরবর্তীকালে ওশর ও অর্ধ-ওশরের বিধান দ্বারা এই নির্দেশকে বাতিল করা হইয়াছে। এই মতবাদটি ইব্ন জারীর, ইব্ন আব্বাস, মুহাম্মদ ইব্ন হানফীয়া, ইবরাহীম নাখঈ, হাসান, সুদ্দী, আতীয়া আওফী প্রমুখ হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন জারীর এই মতটি গ্রহণ করিয়াছেন।

আমার (গ্রন্থকার) মতে এই আয়াতাংশের নির্দেশ বাতিল হওয়া সম্পর্কিত মতটি প্রশ্ন সাপেক্ষ। কেননা এই বিষয়টি মূলত ওয়াজিবই ছিল। অতঃপর সবিস্তার আলোচনা করিয়া কি হারে প্রদান করিতে হইবে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। এই যাকাতের বিধান দ্বিতীয় হিজরী সনে ফরয করা হইয়াছে বলিয়া ব্যাখ্যাকারগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন। যাহারা ফসল কাটিয়া নিয়া যায়, অথচ দীন দুঃখীদিগকে উহা হইতে সাদকা প্রদান করে না, এই আয়াতে তাহাদের বর্ণনা দিয়া তিরস্কার করা হইয়াছে। যেমন সূরা নূন এ বাগিচার মালিকদের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

اذْ اَقْسَمُوْا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ ، وَلاَ يَسْتَثْنُوْنَ ، فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ
مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُوْنَ ، فَاَصْبَحَتْ كَالصَّرِيْمِ ، فَتَنَادَوْا مُصْبِحِيْنَ ، اَنِ اغْدُوْا
عَلٰى حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَارِمِيْنَ ، فَانْطَلَقُوْا وَهُمْ يَتَخَافَتُوْنَ ، اَنْ لاَّ يَدْخُلَنَّهَا
الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسْكِيْنٌ ، وَّغَدَوْا عَلٰى حَرْدٍ قَادِرِيْنَ ، فَلَمَّا رَاَوْهَا قَالُوْا اِنَّ
لَضَالُّوْنَ ، بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ، قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُوْنَ ،
قَالُوْا سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِيْنَ ، فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَلاَوَمُوْنَ ،
قَالُوْا يَا وَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا طَاغِيْنَ ، عَسٰى رَبُّنَا اَنْ يُّبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا اِنَّا اِلٰى
رَبِّنَا رَاغِبُوْنَ ، كَذَالِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ـ

"উহারা যখন শপথ করিল যে, ভোর হইলেই ক্ষেতের ফসল কাটিয়া আসিবে।
কিন্তু উহারা ইন্‌শাআল্লাহ্ বলিল না। অতঃপর রাত্রিকালে সেই ক্ষেতের উপর দিয়া
ঝঞ্ঝা-বায়ু প্রবাহিত হইয়া সমস্ত ক্ষেত পয়মাল করিয়া দিল। উহারা ভোর পর্যন্ত
নিদ্রায়ই ছিল। ভোর বেলা নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিয়া বলিল, তোমাদের যখন ফসল
কাটিতেই হইবে, চলো আমরা ক্ষেতে যাই। সুতরাং উহারা চলিতে লাগিল এবং মৃদু
স্বরে বলিল, দেখ সাবধান! আজ যেন তোমাদের নিকট গরীব মিসকীনগণ ভীড়
জমাইতে না পারে। সুতরাং উহারা অতি প্রত্যুষেই ক্ষেতে গিয়া পৌঁছিল। ক্ষেতের
অবস্থা দেখিয়া উহারা বলিতে লাগিল, আমরা পথ ভুলিয়া অন্যের ক্ষেতে আসি নাই
তো! অতঃপর বলিল, ক্ষেত আমাদেরই, কিন্তু ফসল হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করা
হইয়াছে। উহাদের মধ্যে মধ্যম বয়সের এক সৎলোক বলিল– আমি কি তোমাদিগকে
বলিয়াছিলাম না, তোমরা আল্লাহ্‌র গুণগান কর না কেন ? অতঃপর উহারা বলিতে
লাগিল– হে আমাদের প্রতিপালক ! এই ব্যাপারে আমাদের পক্ষ হইতে অন্যায় করা
হইয়াছে, আমরা জালিম। অতঃপর একে অপরকে দোষারোপ ও ভর্ৎসনা করিতে
লাগিল আর বলিতে লাগিল– আফসোস! আমরা আল্লাহ্‌র সাথে বেঈমানী করিয়াছি
বিদ্রোহী হইয়াছি। হয়ত আল্লাহ্ তা'আলা ইহার চাইতে উত্তম ক্ষেত আমাদিগকে দান
করিবেন। আমরা আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছি। পার্থিব শাস্তি এইরূপে হইয়া
থাকে। পরকালের শাস্তি ইহার তুলনায় অনেক বিরাট ও কঠিন– যদি তোমরা অবগত
হইতে" (৬৮ : ১৭ – ৩৩)।

وَلاَ تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لاَيُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল : তোমরা
দান-দক্ষিণার বেলায় মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর, অপচয় করিও না। কেননা আল্লাহ্
অপচয়কারিগণকে পসন্দ করেন না।

একদল বলেন : এই আয়াতাংশের অর্থ হইতেছে, দান-দক্ষিণার বেলায় অপচয়
করিও না এবং সাধারণ ও সর্বজন গ্রাহ্য পন্থায় তোমরা দান কর।

আবুল আলিয়া বলেন : উহারা ফসল তোলার দিন এতবেশী পরিমাণে দান করিত
যে উহা অপচয়ের পর্যায়ে পৌঁছাত। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাযিল
করেন।

ইব্ন জুরাইজ বলেন : এই আয়াতটি ছাবিত ইব্ন কায়েস ইব্ন সাম্মাসকে কেন্দ্র
করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। সে স্বীয় বাগানের খেজুর পাড়িয়া ঘোষণা দিল যে, আমার
নিকট যাহারা আসিবে তাহাদের কাহাকেও বঞ্চিত করিব না, সকলকেই খাইতে দিব।
ফলে তাহার নিকট এত লোক আসিল যে, উহাদিগকে দেয়ার পর খেজুর আদৌ
অবশিষ্ট রহিল না। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়াই এই আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে। ইব্ন
জারীরও এই হাদীছটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জুরাইজ (র.) আতা (র.) হইতে বর্ণনা করেন যে, এই আয়াতাংশে
প্রত্যেকটি বস্তুর বেলায়ই অপচয় করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

আয়আশ ইব্ন মুআবিয়া বলেন : যাহা দ্বারা আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও হুকুমকে লঙ্ঘন
করা হয় উহাই অপচয়।

সুদ্দী এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন : তোমরা ধন-সম্পদ এমনভাবে দান
করিও না যে, উহা নিঃশেষ হইয়া যায় এবং তোমরা বসিয়া পড় ও দরিদ্রতার
অভিশাপে নিষ্পেষিত হও।

এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব ও মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব
বলিয়াছেনঃ : তোমরা দান খায়রাত হইতে বিরত থাকিয়া তোমাদের প্রতিপালকের
নাফরমানীতে লিপ্ত হইও না।

ইব্ন জারীর এক্ষেত্রে আতা (র.)-এর অভিমতটি গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাই সঠিক
ও বিশুদ্ধ কথা। আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক দ্বারা ইহাই প্রকাশ পায়। যেমন আল্লাহ্
বলিয়াছেন :

كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ اِذَا اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ وَلاَ تُسْرِفُوْا ـ

"গাছগুলি ফলবান হইলে উহার ফল খাও এবং ফসল তোলার দিন গরীবদিগের
হক দিয়া দাও এবং অপচয় করিও না।" এখানে হয়ত খাওয়া সম্পর্কে অতিরিক্ত কিছু
করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, অর্থাৎ খাওয়ার ব্যাপারে তোমরা অপচয় করিও না।
কারণ তাহাতে দেহ ও মস্তিষ্ক উভয়ের ক্ষতির সম্ভাবনা বিদ্যমান। যেমন আল্লাহ্ পাক
অন্য আয়াতে বলিয়াছেন :

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلاَ تُسْرِفُوْا অর্থাৎ পানাহার কর, অপচয় করিও না।

বুখারী শরীফে এই হাদীছটি উল্লেখ করা হইয়েছে : كلوا واشربوا والبسوا
من غير اسراف ولا مخيلة (অপচয় না করিয়া মধ্যম পন্থায় পানাহার কর ও
পরিধান কর। অহংকার ও দাম্ভিকতা প্রকাশ করিও না।)

وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُوْلَةً وَّفَرْشًا -আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল ঃ তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র সৃষ্ট পশুর মধ্যে কতিপয় রহিয়াছে ভারবাহী এবং কতিপয় হইল ক্ষুদ্রকায়। ভারবাহী ও ক্ষুদ্রকায় পশুর আলোচনায় ব্যাখ্যাকারগণ বিভিন্ন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

একদল বলেন ঃ উক্ত আয়াতে ভারবাহী পশু দ্বারা সেই সব উটকে বুঝান হইয়াছে যাহা পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত হয়। ছাওরী আবদুল্লাহ্ হইতে বর্ণনা করেন ঃ যে সব উট পরিবহনের কাজে তাহাই আয়াতাংশে ভারবাহী পশু বলিয়া আখ্যায়িত হইয়াছে। পক্ষান্তরে ছোট উটগুলিকে ক্ষুদ্রকায় পশু নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই হাদীছটি হাকাম বর্ণনা করিয়া উহার সনদকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলিয়াছেন ঃ উক্ত আয়াতাংশে বড় উটগুলিকে ভারবাহী এবং ছোট উটগুলিকে ক্ষুদ্রকায় বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে। মুজাহিদের অভিমতও এইরূপ।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করেনঃ ঃ উট, ঘোড়া, খচ্চর, গাধাসহ প্রত্যেকটি ভারবাহী পশুকেই উক্ত আয়াতে حمولة বলা হইয়াছে। পক্ষান্তরে ক্ষুদ্রকায় পশু দ্বারা ছাগল বকরীর কথা বুঝান হইয়াছে। ইব্‌ন জারীর এই অভিমতটি গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন, ছাগল বকরীকে فرشا বলিবার কারণ হইল যে, উহা প্রায় ভূমির সাথে মিশিয়া চলে।

রাবী ইব্‌ন আনাস, হাসান, ইসহাক, কাতাদা (র.) প্রমুখ বলিয়াছেন যে, উট ও গরু হইল ভারবাহী পশু এবং ছাগল, ভেড়া হইল ক্ষুদ্রাকায় পশু। ইহাই উক্ত আয়াতের বক্তব্য।

সুদ্দী বলিয়াছেন ঃ উক্ত আয়াতে ভারবাহী পশু উটকে বলা হইয়াছে। তবে ক্ষুদ্রকায় পশু দ্বারা দুই শ্রেণীর পশুকে বুঝান হইয়াছে। প্রথম শ্রেণী উটের ছোট বাচ্চা এবং দ্বিতীয় শ্রেণী হইল ছাগল ও ভেড়া। উহার গোশত খাওয়া হয় ও পশম দ্বারা পোশাক বানানো হয়, উহাতে কিছু বহন করা হয় না।

আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন আসলাম তাঁহার তাফসীরে বলেন ঃ এখানে ভারবাহী পশু দ্বারা যাত্রীবাহী সওয়ারী পশুর কথা বলা হইয়াছে। আর ক্ষুদ্রকায় পশু দ্বারা সেই সব পশুর কথা বুঝান হইয়াছে যাহার গোশত ও দুগ্ধ পানাহার করা হয়। যেমন ছাগল বকরী পরিবহনের কাজে ব্যবহার হয় না; বরং উহার গোশত আহার করা হয় এবং উহার পশম দ্বারা কম্বল ও চাঁদর তৈয়ার করা হয়। ইহাই সঠিকও সুন্দর ব্যাখ্যা। আল-কুরআনের অন্যান্য আয়াত হইতেও এই অভিমত সত্যায়িত হয়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَا اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُوْنَ وَذَلَّلْنٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَاْكُلُوْنَ -

"তোমরা কি দেখ না যে, আমি উহাদের জন্য স্বহস্তে পশু সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপর উহারা উহার মালিক হইয়া যায়। আর উহাদের জন্য উহা অনুগত করিয়াছি। সুতরাং উহার কতকের উপর উঁহারা চড়িয়া বেড়ায় এবং কতককে আহার করে" (৩৬ ঃ ৭১)।

আল্লাহ্ পাক আরও বলেন ঃ

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِيْنَ.

এই পশুগুলির মধ্যে উপদেশ রহিয়াছে। উহার উদরের গোবর ও রক্ত হইতে আমি নির্ভেজাল দুগ্ধ তৈয়ার করিয়া তোমাদিগকে পান করাই। পানকারীদের জন্যে উহা নির্ভেজাল ও তৃপ্তিকর (১৬ ঃ ৬৬)।

وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَا اَثَاثًا وَّمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ -

উহার পশম দ্বারা তোমাদের পরিচ্ছদ তৈয়ার হয় এবং আরও বহু কাজে উহা ব্যবহৃত হয়। (১৬ ঃ ৮০)

আল্লাহ্‌পাক আরও বলেন ঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَنْعَامَ لِتَرْكَبُوْا مِنْهَا وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ، وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوْا عَلَيْهَا حَاجَةً فِىْ صُدُوْرِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ، وَيُرِيْكُمْ اٰيَاتِهٖ فَاَىَّ اٰيَاتِ اللّٰهِ تُنْكِرُوْنَ -

"তোমাদের আরোহণের জন্য এবং আহারের জন্য আল্লাহ্ বহু পশু সৃষ্টি করিয়াছেন। আর উহা তোমরা খাইয়া থাক। তোমরা উহার উপর মালামাল বহন করিয়া যথাস্থানে পৌঁছাইয়া উদ্দেশ্য হাসিল কর। তেমনি নৌকায়ও বহন করা হয়। আল্লাহ্ তোমাদের নিকট কতই না নিদর্শন উপস্থাপন করিতেছেন। তোমরা আল্লাহ্‌র কোন নিদর্শনকে অস্বীকার করিবে?" (৪০ ঃ ৭৯-৮১)।

كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ -

– আয়াতাংশের তাৎপর্য হইতেছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ফল-ফলাদি, শস্য ফসল, জীব-জন্তু সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহা তোমাদের জীবিকা করিয়া দিয়াছেন। অতএব তোমরা উহা আল্লাহ্‌র নির্দেশ মাফিক পানাহার কর। আল্লাহ্‌র নীতি নির্দেশ পরিহার করিয়া শয়তানের নীতি নির্দেশ অনুসরণ করিও না। যেমন মুশরিকগণ শয়তানের নিয়ম নির্দেশ মানিয়া আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবিকাকে নিজেদের জন্য হারাম করিয়া নিয়াছে। অর্থাৎ উহারা ফলফলাদি, শস্য, জীব-জন্তু ইত্যাদির ব্যাপারে আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা রচনার মাধ্যমে মনগড়া নিয়মনীতি সৃষ্টি করিয়া নিয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ শয়তানী কাজ ও শয়তানের পরামর্শ। সুতরাং তোমরা শয়তানের

অনুসরণ করিও না, তাহার নির্দেশ মানিও না। কেননা সে তোমাদের পরম শত্রু ও প্রকাশ্য দুশমন। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্যান্য আয়াতে বলেন ঃ

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ -

"শয়তান নিশ্চয় তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। তোমরাও উহার সাথে চরম শত্রুতা পোষণ কর। সে তাহার দলবল ডাকিয়া একযোগে তোমাদের শত্রুতা করে যাহাতে তোমরা দোযখী হইয়া যাও" (৩৫ ঃ ৬)।

অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন ঃ

يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا -

"হে আদম সন্তানগণ! তোমাদিগকে যেন শয়তান বিপদে নিপতিত করিতে না পারে। যেমন সে তোমাদের আদি পিতামাতাকে বেহেশত হইতে বাহির করিয়াছে এবং তাহাদের পোশাক অপসারিত করিয়াছে যেন তাহাদিগকে আবরণমুক্ত অবস্থায় দেখা যায় " (৭ ঃ ২৭)।

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا -

"তোমরা কি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া শয়তান এবং তাহার সন্তানদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিবে ? সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। জালিমদের জন্য ইহা খুবই খারাপ ও অশুভ প্রতিদান" (১৮ ঃ ৫০)।

কুরআন পাকে এ বিষয়ের উপর বহু আয়াত বিদ্যমান।

(١٤٣) ثَمَٰنِيَةَ أَزْوَٰجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ
آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ
نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَٰدِقِينَ ۝

(١٤٤) وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ
أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ
شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّٰكُمُ اللَّهُ بِهَٰذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ
كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّٰلِمِينَ ۝

১৪৩. এই পশুপাখি আট প্রকার। মেষ হইতে দুইটি ছাগল হইতে দুইটি। হে নবী! জিজ্ঞাসা কর, নর দুইটি কিংবা মাদি দুইটি কি তিনি হারাম করিয়াছেন ? অথবা দুইটির গর্ভে যাহা আছে তাহা কি তিনি হারাম করিয়াছেন ? যদি তোমাদের দাবী সত্য হয় তবে যুক্তি-জ্ঞানসহ আমাকে জানাও।

১৪৪. আর উট হইতে দুইটি এবং গরু হইতে দুইটি। হে নবী জিজ্ঞাসা কর! তিনি কি নর দুইটি অথবা মাদি দুইটি কি হারাম করিয়াছেন ? অথবা মাদি দুইটির গর্ভে যাহা আছে, তাহা কি হারাম করিয়াছেন ? আল্লাহ্ যখন এই নির্দেশজারি করেন তখন কি তোমরা উপস্থিত ছিলে ? সুতরাং যে লোক অজ্ঞানতাবশত মানুষকে পথভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা রচনা করে তাহার চাইতে বড় জালিম কে হইতে পারে ? আল্লাহ্ সীমালংঘনকারী জাতিকে সৎ পথে পরিচালিত করেন না।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ পাক প্রাক-ইসলামী যুগে আরব সমাজের জাহিলিয়াত ও বর্বরতার কিয়দাংশের বর্ণনা দিয়াছেন। তৎকালে আরবগণ নিজেদের জন্য বিভিন্ন জীব-জন্তু হারাম করিয়া নিয়াছিল, উহাদিগকে বাহীরা, সাইবা, ওয়াসীলা, হাম ইত্যাদি শ্রেণীতে বণ্টন করিয়াছিল। ফসল, শস্য ও ফল-ফলাদির ক্ষেত্রেও বিভিন্ন মনগড়া সামাজিক কুপ্রথা রচনা করিয়াছিল। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা দিয়াছেন, লতা জাতীয় ও বৃক্ষ জাতীয়, এক কথায় সর্বপ্রকার উদ্ভিদের সৃষ্টিকর্তা আমি। আর ভারবাহী ও ক্ষুদ্রকায় বিভিন্ন শ্রেণীর জীব-জন্তুর স্রষ্টাও আমি। অতঃপর আল্লাহ্ পাক জীব-জন্তুর শ্রেণী বর্ণনা করিয়া বলিলেন, ছাগল, ভেড়া, উট, বকরী, গরু ইত্যাদি জীব-জন্তুর সৃষ্টিকর্তাও আমি। উহাদিগকে আমি সাদা কাল বিভিন্ন রঙের সৃষ্টি করিয়াছি। যথা সাদা বকরী ও কাল মেষ। আবার সেইগুলিকে নর ও মাদি শ্রেণী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি। আল্লাহ্ তা'আলা ইহার কোন শ্রেণীকে যেমন হারাম করেন নাই, তেমনি উহার বংশকেও হারাম করেন নাই। বরং উহার প্রত্যেকটিই আদম সন্তানের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। তাহাদিগের আহার, বিহার, সওয়ার, পরিবহন, দুগ্ধ পান ইত্যাদি উপকারজনিত কাজের জন্যই ইহার সৃষ্টি। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ -

"আমি আট প্রকার জীব-জন্তু তোমাদের জন্য অবতীর্ণ (সৃষ্টি) করিয়াছি"(৩৯ঃ৬)।

উল্লেখিত আয়াতে أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ (অথবা উহার গর্ভে

যাহা আছে উহা) আয়াতাংশটি দ্বারা নিম্নলিখিত আয়াত হিতকর এবং কাফিরদের মনগড়া নীতির প্রতিবাদ জানান হইয়াছে। কাফিরগণের মনগড়া নীতির বিবরণে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

مَافِىْ بُطُوْنِ هٰذِهِ الْاَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُوْرِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلٰى اَزْوَاجِنَا ـ

"এই সব পশুর গর্ভে যাহা কিছু রহিয়াছে উহা একমাত্র আমাদের পুরুষগণের জন্য এবং আমাদের স্ত্রীগণের জন্য উহা নিষিদ্ধ " (৬ ঃ ১৩৯)।

আর উল্লেখিত نَبِّئُوْنِىْ بِعِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল তোমাদের ধারণা মতে বাহীরা, সাইবা, ওয়াসীলা হাম ইত্যাদি পশু আহার করা যে হারাম তাহা তোমরা কোথায় পাইলে ? আল্লাহ্ কোনদিন কোথাও ইহা হারাম করেন নাই। যদি আল্লাহ্ করিয়া থাকেন তো দলীল পেশ করিয়া নিশ্চিতরূপে আমাকে অবহিত কর।

উপরোক্ত ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ مِنَ الضَّاْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আওফী ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করেন ঃ এই পশুগুলি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত।

অতএব উল্লেখিত قُلْ ءٰالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ نَبِّئُوْنِىْ بِعِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ আয়াতাংশের মোদ্দা কথা হইল এই ঃ হে নবী! আপনি জিজ্ঞাসা করুন যে আল্লাহ্ তা'আলা কি নর দুইটি অথবা মাদি দুইটি হারাম করিয়াছেন অথবা উহার গর্ভে যাহা আছে তাহা হারাম করিয়াছেন ? অর্থাৎ গর্ভে যে নর অথবা মাদি বাচ্চা রহিয়াছে উহাও কি আল্লাহ্ হারাম করিয়াছেন ? আল্লাহ্ কোনটিকেই হারাম করেন নাই। সুতরাং তোমরা কেন কতককে হারাম এবং কতককে হালাল বলিতেছ ? তোমাদের দাবীর অনুকূলে নিশ্চিত কোন দলীল প্রমাণ থাকিলে আমাকে জানাও। তোমরা কিছুই পারিবেন না। সুতরাং উহার প্রত্যেকটিই হালাল।

اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ وَصّٰكُمُ اللّٰهُ بِهٰذَا ..... بِغَيْرِ عِلْمٍ আয়াতাংশের সার কথা হইল ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা এই বলিয়া ভর্ৎসনা করিতেছেন যে তোমরা নিত্যনূতন মনগড়া কথা রচনা করিতেছ এবং ইহা হারাম ইহা হালাল ইত্যাদি অহেতুক কথা বলিয়া উহা আল্লাহ্‌র নামে চালাইয়া দিতেছ। ইহা অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ। নিজদিগের মনগড়া কথাকে আল্লাহ্‌র নামে চালাইয়া মানুষকে বিভ্রান্ত করা মারাত্মক পাপের কাজ। তাই আল্লাহ্ প্রশ্ন করেন, এই হুকুম যখন দেওয়া হইয়াছে তখন কি তোমরা উপস্থিত ছিলে ? এ কথার অর্থ হইল আল্লাহ্ যখন কোন সময়ই

এইরূপ হুকুম দেন নাই তখন উপস্থিত থাকা না থাকার কোন কথাই হইতে পারে না।

আর اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ আয়াতাংশের অর্থ হইতেছে, যাহারা মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য আল্লাহ্‌র নামে এইভাবে জঘন্য মিথ্যা রচনা করে; তাহাদের চাইতে বড় অত্যাচারী ও জালিম এই ধরাধামে কেহই থাকিতে পারে না। আল্লাহ্ এহেন জালিম সম্প্রদায়কে কখনোই সৎপথে পরিচালিত করেন না। কতকে এই আয়াতাংশের মর্মানুসারে আমর ইব্‌ন লুহাই কুসয়ার নাম উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, সে-ই সর্বপ্রথম নবীদের আনীত ধর্মে বিকৃতি সৃষ্টি করিয়াছিল এবং সাইবা, ওয়াসীলা ও হাম ইত্যাদি পশু হারাম হওয়ার ধারণা সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহা বিশুদ্ধ হাদীছ দ্বারাই প্রমাণিত।

(١٤٥) قُلْ لَّآ اَجِدُ فِىْ مَآ اُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১৪৫. হে নবী! তুমি জানাইয়া দাও যে, আমার নিকট যে ওয়াহী পাঠান হইয়াছে, তাহাতে মানুষের আহার্য কোন বস্তুর নিষিদ্ধতা আমি পাই নাই, মৃতদেহ, প্রবহমান রক্ত ও শূকরের মাংশ ব্যতীত। কারণ এইসব অপবিত্র ও পঙ্কিল। অথবা যাহা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নামে যবাহ্ করা হইয়াছে উহাও অবৈধ। তবে কেহ বিদ্রোহী না হইয়া ও সীমালংঘন না করিয়া নিরুপায় অবস্থায় আহার করিলে কোন দোষ নাই। কেননা তোমার প্রতিপালক মহা ক্ষমাশীল ও মহা দয়ালু।

তাফসীর ঃ قُلْ لَّا اَجِدُ فِىْ مَا اُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗ উল্লেখিত আয়াতের তাৎপর্য হইল, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার বান্দা এবং রাসূলকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, এইসব লোকেরা আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবিকাকে আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়া হারাম বলিয়া মানুষকে যে বিভ্রান্ত করিতেছে সে সম্পর্কে তুমি উহাদিগকে জানাইয়া দাও যে, আমার নিকট যে প্রত্যাদেশ পাঠান হইয়াছে তাহাতে মানুষের আহার্য কোনবস্তু হারাম হওয়া সম্পর্কে কিছুই পাই নাই। আর কতক ব্যাখ্যাকারের মতে ইহার অর্থ হইল তোমরা যাহা হারাম করিয়াছ, সেই বস্তুগুলি হারাম বলিয়া প্রত্যাদেশে আমি কিছুই পাই নাই। আর কতক লোকের মতে ইহার অর্থ হইল এইগুলি ব্যতীত আমার নিকট কোন পশু হারাম নহে।

এই আয়াতাংশের মর্ম ও তাৎপর্য পরবর্তী সূরা মায়িদায় অবতীর্ণ আয়াত ও সংশ্লিষ্ট দ্বারা রহিত হইয়াছে। কতক ব্যাখ্যাকার এই আয়াত মনসুখ অর্থাৎ ইহার

নির্দেশ ও হুকুম রহিত হইয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্তীকালের (মুতাআখ্‌খেরীন) অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারগণের মতে এই আয়াত রহিত হয় নাই। কারণ এই আয়াত বিশেষ কারণে স্বাভাবিক বৈধ বস্তুর বৈধতা রহিত করে।

উল্লেখিত আয়াতের أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا শব্দের আলোচনায় ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে আওফী (র.) বর্ণনা করেন ঃ ইহার অর্থ হইল প্রবাহিত হওয়া রক্ত। ইকরামা (র.) বলিয়াছেন– এই আয়াত সমুপস্থিত না থাকিলে মানুষ ইয়াহূদীগণের ন্যায় শিরা-উপশিরায় প্রবহমান রক্তকেও হারাম মনে করিত।

ইমরান ইব্‌ন জারীর হইতে হাম্মাদ বর্ণনা করেন ঃ আমি আমাদের পিতাকে জমাট রক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। প্রশ্ন করিলাম, যে যবাহ্‌কৃত জন্তুর মাথা এবং গলদেশের রক্ত আর রান্না করার পাতিলে লাল বর্ণের যে রক্ত ভাসিয়া উঠে উহাও কি হারামের অন্তর্ভুক্ত। তিনি জওয়াব দিলেন, প্রবহমান রক্তকে হারাম করা হইয়াছে, মাংশের সাথে রক্ত থাকিলে তাহাতে কোন দোষ নাই। কাতাদা বলিয়াছেন, প্রবাহমান রক্ত আহার করা হারাম করা হইয়াছে। সুতরাং মাংসের সাথে যে রক্ত মিশ্রিত থাকে তাহাতে কোন দোষ নাই।

ইব্‌ন জারীর (র.) – — — – হযরত আয়িশা (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আয়িশা (রা.) বন-জঙ্গলের পশুর গোশত রান্নার পাতিলে ভাসমান লালবর্ণের রক্ত সম্পর্কে কোন দোষ মনে করেন নাই এবং এই আয়াত তিনি পাঠ করিয়াছেন। হাদীছটি সহীহ্ ও গরীব।

হুমায়দী বলেন ঃ আমার নিকট সুফিয়ান আমর ইব্‌ন দীনার হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন– আমি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌র নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, মানুষ মনে করিতেছে যে, মহানবী (সা.) খায়বরের যুদ্ধের সময় গৃহপালিত গাধার গোশত আহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এই বিষয় আপনি কি বলেন ? তিনি উত্তর করিলেন, হাকাম ইব্‌ন আমর (রা.) এইরূপ কথাই রাসূলুল্লাহ্ হইতে বর্ণনা করেন। কিন্তু জ্ঞান সমুদ্র ইব্‌ন আব্বাস (রা.) ইহার বিরোধিতা করেন এবং قُلْ لَّا أَجِدُ فِيْ مَا أُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗ আয়াত পাঠ করিয়া শুনান। এই হাদীছটিকে ইমাম বুখারীও আলী ইব্‌ন আল মাদীনীর সূত্রে সুফিয়ান হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন জুরাইজের সূত্রে আমর ইব্‌ন দীনার হইতে ইমাম আবূ দাউদও এই হাদীছটি বর্ণনা করিয়াছেন। হাকিম (র.) তাহার মুস্তাদরাক কিতাবে এই হাদীছটি উল্লেখ করিয়াছেন।

আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়া এবং হাকিম তাহার মুস্তাদরাক কিতাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন দুহাইম (র.) বিভিন্ন রাবীর বরাতে ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন ঃ প্রাক-ইসলামের

বর্বর যুগের মানুষ কতক বস্তু আহার করিত এবং কতক পরিহার করিয়া চলিত। অতঃপর আল্লাহ্ পাক তাঁহার নবীকে প্রেরণ করেন এবং তাঁহার কিতাব অবতীর্ণ করিয়া হালাল হারাম সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেন। সুতরাং যাহা হালাল করা হইয়াছে উহাই হালাল এবং যাহা হারাম করা হইয়াছে উহাই হারাম। আর যে সম্পর্কে কোন কিছু বলা হয় নাই, বরং নিরবতা অবলম্বন করা হইয়াছে উহা মার্জনীয়। অতঃপর তিনি قُلْ لَّا أَجِدُ فِيْ مَا أُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗ আয়াতটি পাঠ করিলেন।

ইব্‌ন মারদুবিয়ার ভাষা এইরূপ। ইমাম আবূ দাউদ এই হাদীছকে মুহাম্মদ ইব্‌ন দাউদ ইব্‌ন সাবীহর সূত্রে আবূ নাঈম হইতে এককভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। হাকিম (র.) বলেন– এই হাদীছের সনদ বিশুদ্ধ। ইমাম বুখারী ও মুসলিম এই হাদীছটি স্ব-স্ব কিতাবে লিপিবদ্ধ করেন নাই।

ইমাম আহমদ (র.) বিভিন্ন রাবীর বরাতে ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন ঃ সাওদা বিনতে যামআ (রা.)-এর একটি বকরী মরিয়া গেলে তিনি মহানবী (সা.)-এর নিকট বলিলেন– হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার অমুক বকরীটি মরিয়া গিয়াছে। মহানবী (সা.) বলিলেন– فلم اخذتم مسكها অর্থাৎ উহার চামড়া কেন উঠাও নাই ? সাওদা (রা.) বলিলেন– মৃত বকরীর চামড়া উঠাইব ? অতঃপর নবী করীম (সা.) তাহাকে বলিলেন, আমার নিকট প্রেরিত ওয়াহীর মধ্যে মৃত জন্তু, প্রবাহিত রক্ত এবং শূকরের মাংশ ব্যতীত আর কোন আহার্য বস্তু হারাম হওয়ার কথা পাই নাই। সুতরাং তোমরা মৃত জন্তুর মাংশ আহার করিও না। উহার চামড়া পাকা করিয়া বিভিন্ন উপকারী কাজে ব্যবহার কর। অতঃপর তিনি লোক পাঠাইয়া উহার চামড়া খসাইয়া আনিয়া পাকা করত উহা দ্বারা মোশক তৈয়ার করিলেন। সেই মোশক তাহার নিকট অনেক দিন থাকিবার পর ফাটিয়া নষ্ট হইল।

ইমাম আহমদ, ইমাম বুখারী, ইমাম নাসাঈ (র.), প্রমুখও শা'বী (র.)-এর সূত্রে সাওদা (রা.) হইতে ইহা বা এইরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

সাঈদ ইব্‌ন মানসূর (র.) ইব্‌ন উমর (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাহার নিকট এক লোক ইঁদুর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। জওয়াবে তিনি قُلْ لَّا أَجِدُ فِيْ مَا أُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗ পাঠ করিয়া বলিলেন ঃ এই আয়াতে উহা হারাম হওয়া সম্পর্কে কোন নির্দেশ পাওয়া যায় না। তাহার নিকট এক বৃদ্ধ লোক বসা ছিল। সে বলিল যে, আমি আবূ হুরায়রা (রা.)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, রাসূল (সা.)-এর কাছে ইঁদুর সম্পর্কে আলোচনা হইলে তিনি উহাকে خَبِيثٌ مِنَ الْخَبَائِثِ অর্থাৎ এক প্রকার খবীছ ও অপবিত্র জীব বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তখন ইব্‌ন উমর বলিলেন– মহানবী (সা.) এইরূপ বলিয়া থাকিলে তাহাই ঠিক। অর্থাৎ উহা

আহার করা হারাম।

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ আয়াতাংশের মর্ম হইল ঃ কোন লোক আল্লাহ্‌র নাফরমানী ও বিরোধিতার উদ্দেশ্যে নয়; বরং জীবন রক্ষা ও ক্ষুধার অগ্নিজ্বালা নিবারণার্থে নিরুপায় হইয়া উক্ত আয়াতে বর্ণিত আল্লাহ্ কর্তৃক হারামকৃত বস্তু আহার করিলে কোন ক্ষতি নাই। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা হইলেন মহাক্ষমাশীল ও অতিশয় দয়ালু। সূরা বাকারায় এই বিষয় যে বিশদ আলোচনা ও সবিস্তার ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট।

মোদ্দাকথা হইল এই, আয়াতের বর্ণনাভংগী দ্বারা বুঝা যায় যে, যে সকল মুশরিকগণ আল্লাহ্‌র বিধানের কোন তোয়াক্কা না করিয়া ইচ্ছা ও খেয়াল খুশীমত নিজদিগের জন্য বিভিন্নবস্তু ও জীব-জন্তু হালাল-হারাম করিয়া নিত, যেমন উহারা বাহীরা, সাইবা, ওয়াসীলা ও হাম পশুগুলিকে হারাম করিয়াছিল এই আয়াতে তাহাদের এহেন মনগড়া কাজ-কর্মেরই কঠোর প্রতিবাদ জানান হইয়াছে। উহা বলা হইয়াছে যে, মৃত জীব, প্রবহমান রক্ত শূকরের মাংশ ও আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও নামে য ত জন্তুর মাংশ এবং এই ধরনের অন্যান্য বস্তু ব্যতীত আল্লাহ্ কোন কিছুই হারাম করেন নাই। আল্লাহ্ যাহা হারাম করিয়াছেন মূলত তাহাই হারাম। তিনি যে বিষয় নীরব ভূমিকা পালন করিয়াছেন তাহা মার্জনীয়। সুতরাং তোমরা কিরূপে ধারণা করিলে যে, ইহা হারাম ? কোথায় ইহা হারাম করা হইয়াছে ? আল্লাহ্ কখনই ইহা হারাম করেন নাই। সুতরাং এই নির্দেশ মাফিক বলা যায় যে, পরবর্তীকালে গৃহপালিত গাধা; জংলী জীব-জন্তু, দুনখরযুক্ত পশুপাখী হারাম হওয়া সম্পর্কে যে নিষিদ্ধতা পাওয়া যায়; তাহা বহাল নাই। বরং বাতিল হইয়াছে। আলিমগণের প্রসিদ্ধ অভিমত এই যে, এইসবের নিষিদ্ধতার নির্দেশ বহাল নাই। সুতরাং এইগুলিকে বৈধ আহার্য বস্তু বলা যাইতে পারে।

(١٤٦) وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ۚ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۚ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ ۖ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ○

১৪৬. আমি ইয়াহূদীদিগের জন্য নখরযুক্ত সমস্ত পশু হারাম করিয়াছিলাম। আর গরু ও ছাগলের চর্বিও তাহাদের জন্য হারাম করিয়াছিলাম। কিন্তু উহাদের পৃষ্ঠের বা নাড়িভুঁড়ি ও অস্ত্রের কিংবা অস্থি-সংলগ্ন চর্বি ব্যতীত; উহাদের অবাধ্যতা ও নাফরমানীর জন্যই এই শাস্তি দিয়াছিলাম। আমি নিঃসন্দেহে সত্যবাদী।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত ঃ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্‌ন জারীর (র.) বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা ইয়াহূদীদিগের প্রতি প্রত্যেকটি নখরযুক্ত পশু হারাম করিয়াছেন। এই আয়াতে নখরযুক্ত পশু দ্বারা সেই সব জীবজন্তু ও পক্ষীর কথা বুঝানো হইয়াছে যাহাদের নখ বা পায়ের অঙ্গুলীসমূহ সংযুক্ত। যেমন উট, ঈগল (সী-মোরগ), রাজহংস ও হাঁস।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় নখরযুক্ত পশুর পরিচয়দানে আবূ তালহা ইব্‌ন আব্বাসের উদ্ধৃতি দিয়া বলিয়াছেন যে, উহা দ্বারা উট, গাঁধা ও ঈগল পাখীকে বুঝান হইয়াছে।

মুজাহিদ ও সুদ্দীও একটি বর্ণনায় এইরূপ কথা বলিয়াছেন। সাঈদ ইব্‌ন জুবায়ের বলিয়াছেন যে, উহা এমন পশুপক্ষী যাহাদের নখ বা পায়ের আঙ্গুলী পরস্পর মিলিত। তাহার আর এক বর্ণনায় এইরূপ পাওয়া যায় যে, ইহা দ্বারা নখ বা পায়ের আঙ্গুলী পরস্পর বিচ্ছিন্ন প্রত্যেটি পশুপাখীর কথা বুঝান হইয়াছে। যেমন মোরগ, মুরগী।

কাতাদা (রা.) এই আয়াতের বিশ্লেষণ প্রসংগে বলিয়াছেন ঃ উট, গাধা, ঈগলসহ পাখী ও মৎস্যকুলের মধ্যে কোন কোন জীবের কথা ذِي ظُفُرٍ (নখরযুক্ত পশু) শব্দ দ্বারা বুঝান হইয়াছে। তাহার আর এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, উক্ত শব্দ দ্বারা উট, গাধা, ঈগল কতক পাখী, হাঁসসহ পরস্পর সংযুক্ত আঙ্গুল বিশিষ্ট প্রত্যেকটি বস্তু উহাদের জন্য হারাম করা হইয়াছে।

ইব্‌ন জুরাইজ মুজাহিদ (র.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন كُلَّ ذِي ظُفُرٍ শব্দসমূহ দ্বারা উট ও উট পাখী, ইত্যাকার যে সব জন্তুর অঙ্গুলী পৃথক পৃথক সেইগুলিকে বুঝান হইয়াছে। আমি (ইব্‌ন জুরাইজ) এই বিষয়ের হাদীছ বর্ণনাকারী কাসিম ইব্‌ন আবূ বাযযার নিকট পৃথক পৃথক (شَقًّا شَقًّا) এর অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিলেন– উহা দ্বারা সেইসব চতুষ্পদ জন্তুর কথা বলা হইয়াছে, যেই গুলির পায়ের নখ ও আঙ্গুলীসমূহ পরস্পর সংযুক্ত, বিচ্ছিন্ন নহে। আমি তাহার নিকট সংযুক্ত নখের তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করিলে তিনি জওয়াব দিলেন চতুষ্পদ উট ও হাঁসের নখ বা পাঞ্জা সংযুক্ত হয়। যে সব জন্তুর পাঞ্জা ও নখ সংযুক্ত নয়, ইয়াহূদীগণ ইহা আহার করে। আর চতুষ্পদ উটের পাঞ্জা, ঈগলের পাঞ্জা, হাঁসের ও চড়ুই-এর পাঞ্জাও পরস্পর বিজড়িত হয়। এই ধরনের পাঞ্জা সংযুক্ত প্রত্যেকটি বস্তু হইতে দূরে থাকে, আহার করে না। তাহারা জঙ্গলী গাধাও আহার করে না।

আলোচ্য وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا আয়াতাংশের তাৎপর্য এই যে, আমি উহাদিগের জন্য গরু ও ছাগলের চর্বিও নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছি। এই আয়াতে شحومهما (চর্বি) শব্দের বিশ্লেষণে সুদ্দী বলেন ঃ ইহা দ্বারা পশুর নিতম্বে ও অস্থি স্থূল আকারে যে তৈলাক্ত বস্তু থাকে উহাকে বুঝান হইয়াছে। ইয়াহূদীরা বলিত যে, হযরত ইয়াকূব (আ.) উহা হারাম করিয়াছেন, যাহার দরুন আমরাও উহা হারাম মানিয়া থাকি। ইব্‌ন যায়েদ (রা.)ও ইহার ব্যাখ্যায় এইরূপ কথা বলিয়াছেন।

কাতাদা বলিয়াছেন ঃ ইহা দ্বারা নাড়ীভুঁড়ি ও অন্ত্রের চর্বির কথা বলা হইয়াছে। এইরূপে হাড্ডি সংলগ্ন।

উল্লেখিত إلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمَا আয়াতাংশের আলোচনায় আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র.) বলেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলিয়াছেন ঃ পৃষ্ঠের হাড়ের সাথে যে চর্বি সংযুক্ত থাকে এখানে তাহা বুঝান হইয়াছে।

সুদ্দী ও আবূ সালিহ্ (র.) বলিয়াছেন যে ইহা দ্বারা নিতম্বের আলোচ্য চর্বির কথা বলা হইয়াছে।

আলোচ্য أَوِ الْحَوَايَا শব্দের ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর ইব্‌ন জারীর (র.) বলিয়াছেন ঃ এখানে الحوايا শব্দটি বহুবচন এবং حويه - حاوية - حاوياء হইল ইহার একবচন। ইহা দ্বারা পেটের আভ্যন্তরীণ নাড়ীভুঁড়ি ও অন্ত্রের কথা বলা হইয়াছে, যাহা একত্রিত হইয়া উলট-পালট অবস্থায় আবর্তিত হইতে থাকে। উহাকেই দুগ্ধনালী ও মলাশয় নামকরণ করা হয়। ইহার মধ্যেই থাকে পাকস্থলী।

তিনি আরও বলিয়াছেন যে, এই শব্দের অর্থ দাঁড়ায়, গরু ও মেষের চর্বি তাহাদের জন্যে হারাম করিয়াছি, সেগুলোর পৃষ্ঠদেশ ও নাড়ীভুঁড়ি চর্বি ছাড়া।

উল্লেখিত وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَا إلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْمَا সম্পর্কে আবূ তালহা বলেন যে ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলিয়াছেন ঃ উল্লেখিত আয়াতাংশের الحوايا শব্দ দ্বারা মলাশয়কে বুঝান হইয়াছে।

মুজাহিদ (র.) বলেন ঃ গুহ্যদ্বারকেই الحوايا বলা হয়। এই অভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর, যাহ্‌হাক, কাতাদা, আবূ মালিক ও সুদ্দী (র.) প্রমুখ মনীষীবৃন্দ।

আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র.)সহ অনেকের মতে الحوايا সেই নাড়ীভুঁড়িকে বলা হয় যাহার মধ্যে অন্ত্রনালীসমূহের অবস্থান। উহার অবস্থানের হয় ঠিক মাধ্যখানে। উহাকে দুগ্ধনালীও বলে। আরবীতে উহাকেই বলা হয় المرايض।

আলোচ্য أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল হাড়ের সাথে সংযুক্ত চর্বি যাহা উহাদিগের জন্য হালাল করা হইয়াছে।

ইব্‌ন জুরাইজ (র.) বলিয়াছেন যে, পশুর লেজের উদগম দেশের যে চর্বি নিতম্বের সাথে মিশ্রিত পাওয়া যায় উহা হালাল। এমনিভাবে পায়ের নালা, বক্ষ, মাথা, চক্ষু ইত্যাদিতে যে চর্বি পাওয়া যায় এবং অস্থির সাথে যে চর্বি মিশ্রিত রহিয়াছে উহা আহার করাও হালাল। সুদ্দীর ও অনুরূপ অভিমত।

আলোচ্য ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ আয়াতাংশের মর্ম হইল এই যে, উহাদের অবাধ্যকতা ও নাফরমানীর কারণেই উহাদের প্রতি এই সংকীর্ণতা ও কঠোরতা। আল্লাহ্ বলেন, নিঃসন্দেহে আমিই উহা করিয়াছি এবং আমার নির্দেশের বিরোধিতা ও অবাধ্যতার প্রতিফল রূপেই উহাদিগের জন্য এই বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হইল। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্য আয়াতে ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا ـ

"সুতরাং ইয়াহূদীদের জুলুমের কারণেই উহাদের জন্যে হালাল বস্তু হারাম করিয়া দিয়াছি। পরন্তু এই কারণে উহা করিয়াছি যে, তাহারা আল্লাহ্র পক্ষে প্রভূত বাধা সৃষ্টি করিত" (৪ ঃ ১৬০)।

وَإِنَّا لَصَادِقُوْنَ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল, আমি উহাদিগকে প্রতিফল প্রদানের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সত্যানুগ। প্রতিফল প্রদানের ক্ষেত্রে কোনরূপই অবিচার আমি করি নাই।

ইব্‌ন জারীর (র.) ইহার ব্যাখ্যায় হে মুহাম্মদ! আমি উহাদের প্রতি বিচিত্র বস্তু হারাম করা সম্পর্কে যে বিবরণ বিবৃত করিয়াছি তাহাতে মিথ্যার বিন্দুমাত্র লেশ নাই, ইহা সম্পূর্ণ সত্য। যেমন ইয়াহূদীগণ ধারণা করে যে, এই বস্তুগুলি হযরত ইয়াকূব (আ.) নিজের প্রতি হারাম করিয়া নিয়াছিলেন। মূলত তাহাদের এই ধারণা সম্পূর্ণ অলীক ও সত্যের পরিপন্থী। বস্তুত এই নিষেধাজ্ঞার কর্তা হইলাম আমি স্বয়ং আল্লাহ্ এবং এ ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ সত্যবাদী।

ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন ঃ সামুরা (রা.)-এর মদ্য বিক্রি করার কথা উমর (রা.) জানিতে পারিয়া বলিলেন– সমুরাকে আল্লাহ্ বরবাদ করুন। সে কি জানে না যে মহানবী (সা.) বলিয়াছেন ঃ

لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها ـ

('আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদীদিগের জন্য চর্বি হারাম করিয়াছিলেন। উহারা চর্বিকে সুন্দরভাবে রিফাইন করিয়া তাহা বাজারে বিক্রয় করিত। যাহার ফলে তাহাদের প্রতি আল্লাহ্ অভিশাপ দিয়াছেন।) এই হাদীছটি সুফিয়ান (র.) উমর (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

লাইছ (র.) বলেন ঃ ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ হাবীব (র.) জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্কে বলিতে শুনিয়াছেন যে, তিনি মহানবী (সা.)-কে মক্কা বিজয়ের দিন বলিতে শুনিয়াছেন–

ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام ـ

("আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূল মদ্য, মৃতজীব, শূকর এবং মূর্তি বিক্রয় করা নিষিদ্ধ ঘোষণা দিয়াছেন।") মহানবী (সা.)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মৃত জীবের চর্বি সম্পর্কে আপনার অভিমত কি ? এই চর্বি দ্বারা চামড়া মসৃণ করা হয় এবং উহা নৌকায় ব্যবহার করা হয় এবং মানুষ উহা বাতি জ্বালাইবার কাজেও ব্যবহার করে। তদুত্তরে তিনি বলিলেন– না, তাহা হারাম। এই প্রসঙ্গে মহানবী (সা.) আরও বলেন ঃ

قاتل اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا ثمنها ـ

("আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদীদিগকে ধ্বংস করুন। উহাদিগের জন্য তিনি চর্বি নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। অতঃপর উহারা চর্বি বিক্রয় করিয়া উহার লব্ধমূল্য ভোগ করিত।") এই হাদীছটি সিহাহ্ সিত্তাহ্‌র সংকলনকারিগণ ইয়াযীদ ইব্ন আবূ হাবীব হইতে বিভিন্ন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

যুহরী (র.) সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যিবের সূত্রে বলেন ঃ আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলিয়াছেন– আল্লাহ্ পাক ইয়াহূদীগণকে ধ্বংস করুন। তিনি যখন উহাদের জন্য চর্বি নিষিদ্ধ করিলেন তখন উহারা চর্বি বিক্রয় করিয়া উহার লব্ধমূল্য ভোগ করিত।

এই হাদীছটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) উভয়ই আবদান ইবনুল মুবারক (র.)-এর সূত্রে যুহরী (র.) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন মারদুবিয়া বলেন ঃ

মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইবরাহীম (র.) ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ মহানবী (সা.) একদিন মাকামে ইব্রাহীমের পেছনে বসা ছিলেন। তিনি আসমানের দিকে তাকাইয়া বলিলেন– আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদীদিগকে ধ্বংস করুন। এমনি তিনবার বলিবার পর বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা উহাদিগের জন্য চর্বি হারাম করিয়া দিলেন। কিন্তু উহারা তাহা বিক্রয় করিয়া উহার লব্ধ মূল্য ভক্ষণ করিত। আল্লাহ্ তা'আলা কোনবস্তু হারাম করিলে উহার বিক্রয় মূল্যসহ হারাম করিয়া থাকেন।

ইমাম আহমদ (র.) বলেন ঃ আলী ইব্ন আদম (র.) বিভিন্ন রাবীর সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা.) মাসজিদুল হারামে হাজরে আসওয়াদ সম্মুখে রাখিয়া বসা ছিলেন। তিনি আকাশের দিকে তাকাইয়া সহাস্য বদনে বলিলেন– আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদীদিগকে বরবাদ করুন। কেননা আল্লাহ্ উহাদিগের জন্যে চর্বি হারাম করিলেন বটে, কিন্তু উহারা চর্বি বিক্রয় করিয়া উহার লব্ধ মূল্য ভোগ করিত। আল্লাহ্ তা'আলা কোন আহার্য বস্তু হারাম করিলে উহার মূল্যসহই

আমরা তাঁহাকে গিয়া আদন দেশের তৈরী চাদর জড়ান অবস্থায় ঘুমন্ত পাইলাম। হুযূর (সা.) চেহারার উপর হইতে চাঁদর উঠাইয়া বলিলেন– আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদীগণকে লা'নত করুন। কেননা উহাদিগের প্রতি বকরীর চর্বি হারাম করা হইয়াছিল। কিন্তু উহারা উহাদের বিক্রয়মূল্য ভক্ষণ করিয়া থাকে।

অন্য এক বর্ণনায় কিঞ্চিত ভাষার পরিবর্তন সহ হাদীছটি নিম্নরূপ বর্ণিত পাওয়া যায়।

حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانها

অর্থাৎ উহাদিগের জন্য চর্বি হারাম করা হইয়াছিল বটে। কিন্তু উহারা উহা বিক্রয় করিয়া উহার মূল্য ভক্ষণ করিত।

ইমাম আবূ দাউদ (র.) ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে "মারফূ" সনদে নিম্নরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

ان الله اذا حرم اكل شى حرم عليهم ثمنه অর্থাৎ আল্লাহ্ যখন কোন আহার্য বস্তু হারাম করেন তখন উহার মূল্যসহই হারাম করেন।

(١٤٧) فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَّاسِعَةٍ ۚ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ○

১৪৭. অতঃপর যদি তাহারা আপনাকে মিথ্যা মনে করিয়া প্রত্যাখ্যান করে, তবে আপনি বলিয়া দিন যে তোমার প্রতিপালক সর্বব্যাপী দয়ার মালিক। আর অপরাধী সম্প্রদায় হইতে তাহার দণ্ড প্রত্যাহার হয় না।

তাফসীর ঃ আলোচ্য فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ رَّبُّكُمْ ذُوْرَحْمَةٍ وَّاسِعَةٍ আয়াতাংশে আল্লাহ্ বলেন ঃ হে মুহাম্মদ! তোমার বিরুদ্ধবাদী মুশরিক ও ইয়াহূদী এবং যাহারা তাহাদের মত আছে তাহারা যদি তোমাকে অস্বীকার করে, তাহা হইলে উহাদিগকে জানাইয়া দাও যে, তোমার রব সর্বময় অনুগ্রহের অধিকারী। এই আয়াতটি দ্বারা আল্লাহ্‌র দয়া ও অনুগ্রহ লাভের এবং তাহার রাসূলের আনুগত্য করার প্রতি উৎসাহিত করা হইয়াছে।

আলোচ্য وَلَا يُرَدُّ بَاْسُهٗ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ আয়াতাংশের মর্ম হইল এই তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার দণ্ডকে অপরাধী সম্প্রদায় হইতে কখনো প্রত্যাহার করেন না। এই আয়াতে রাসূলের বিরুদ্ধবাদিগণের প্রতি কঠোর হুশিয়ারী ও ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে। কুরআন পাকের বহু স্থানে আল্লাহ্ তা'আলা এই ভাবে উৎসাহ-ব্যাঞ্জক ও কঠোর ভীতি-প্রদর্শক আয়াত একত্রিত করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা এই সূরার শেষে বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক শাস্তিদানে তৎপর। আর নিশ্চয় তিনি মহা ক্ষমাশী ও দয়ালু" (৬ ঃ ১৬৫)।

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ وَاِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ ـ

"মানুষের পাপের বেলায় তোমার প্রতিপালক নিশ্চয় মহা ক্ষমার অধিকারী। আর তোমার প্রতিপালক নিঃসন্দেহে কঠোর শাস্তি দাতাও" (১৩ ঃ ৬)।

আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

نَبِّئْ عِبَادِيْ اَنِّيْ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ـ وَاَنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ ـ

"আমার বান্দাগণকে জানাইয়া দাও যে, নিশ্চয় আমি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। আর আমার শাস্তিও নিঃসন্দেহে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি"(১৫ ঃ ৫০)।

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

غَافِرُ الذَّنْبِ وَقَابِلُ التَّوْبِ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

"তোমার প্রতিপালক পাপ ক্ষমাকারী, তাওবা কবূলকারী ও কঠোর শাস্তিদাতা" (৪০ ঃ ৩)।

اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ ـ اِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ـ

"আপনার প্রতিপালকের পাকড়াও অত্যন্ত কঠোর। তিনি সকলের অস্তিত্বদানকারী এবং তিনিই পুনরাবর্তন ঘটান। আর তিনি ক্ষমাশীল, অত্যন্ত মায়াময়" (৮৫ ঃ ১২-১৪)।

কুরআন পাকে এ ধরনের বহু আয়াতই বিদ্যমান।

(١٤٨) سَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَآ اَشْرَكْنَا وَلَآ اٰبَآؤُنَا
وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ ۚ كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتّٰى
ذَاقُوْا بَأْسَنَا ۚ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوْهُ لَنَا ۚ اِنْ
تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَخْرُصُوْنَ ○
(١٤٩) قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۚ فَلَوْ شَآءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ ○
(١٥٠) قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ الَّذِيْنَ يَشْهَدُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ هٰذَا ۚ فَاِنْ
شَهِدُوْا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا
وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ○

১৪৮. মুশরিকগণ বলিবে, যদি আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা থাকিত তবে আমরা এবং আমাদের পূর্ব পূরুষগণ শির্ক করিতাম না আর কোন বস্তু হারামও করিতাম না। এইরূপ উহাদের পূর্ববর্তিগণও মিথ্যা মনে করিয়া দীনকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। পরিশেষে তাহারা আমার শাস্তি ভোগ করিয়াছিল। হে নবী! জিজ্ঞাসা কর যে, তোমাদের নিকট কোন যুক্তি প্রমাণ আছে কি ? থাকিলে তাহা পেশ কর। তোমরা কল্পনা ও ধারণার অনুসরণ ব্যতীত কিছুই কর না। আর তোমরা মিথ্যা ব্যতীত কিছুই বল না।

১৪৯. হে নবী! বল যে, চূড়ান্ত ও সর্বশেষ যুক্তি প্রমাণ একমাত্র আল্লাহ্র যুক্তি-প্রমাণ। অতএব তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদের সকলকে সৎ ও হিদায়েতের পথে পরিচালিত করিতেন।

১৫০. হে নবী! বল যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইহা যে হারাম করিয়াছেন সে সম্পর্কে যাহারা সাক্ষ্য দিবে তাহাদিগকে উপস্থিত কর। তাহারা সাক্ষ্য দিলেও তুমি উহাদের সাথে ইহা স্বীকার করিও না। তুমি ঐ সকল লোকদিগের মনগড়া মত পথের অনুসরণ করিও না যাহারা আমার আয়াতকে মিথ্যা ভাবিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং পরকালে বিশ্বাস রাখে না। আর তাহারা অন্যকে তাহার প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায়।"

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতগুলিতে আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের শির্কী করা ও কতিপয় বস্তু হারাম করা সম্বন্ধে তাহাদের মনের সংশয় ও সন্দেহের কথা বিবৃত করিয়াছেন এবং একটি বিতর্ক তুলিয়া ধরিয়া উহাদিগের কৃত শির্ক ও হারাম সম্পর্কে অবহিত করিয়াছেন। উহাদিগের মনের সন্দেহ হইল যে, আল্লাহ্ তাআলা তাহাদিগকে ঈমানের তাওফীক দান করিয়া পরিবর্তন করিয়া দিতে পূর্ণ সক্ষম। আর কুফর ও ঈমানের মধ্যে তিনি বাধা হইয়াও পরিবর্তন করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু তিনি সে পরিবর্তন করিতেছেন না। সুতরাং ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে তাহাদের কৃত শির্ক ও অন্যান্য কার্যকলাপের প্রতি আল্লাহ্র ইচ্ছা ও সন্তুষ্টি কার্যকর রহিয়াছে। অতএব আমরা অন্যায় করিতেছি না, সঠিক পথেই আছি। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের বক্তব্য উদ্ধৃত করিতেছেন। তাহারা বলে ঃ

لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اَشْرَكْنَا وَلَا اٰبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ অর্থাৎ যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করিতেন, তবে আমরা এবং আমাদের পূর্ব পূরুষগণ শির্ক করিতাম না এবং কোন বস্তুও হারাম করিতাম না। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্য আয়াতে বলিয়াছেন ঃ

وَقَالُوْا لَوْ شَاءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ

"আর উহারা বলিত যে, যদি রহমান ইচ্ছা করিতেন, তবে আমরা দেব-দেবীর উপাসনা করিতাম না" (৪৩ ঃ ২০)।

এমনিভাবে সূরা নাহলেও আয়াত বর্ণিত রহিয়াছে, যাহা ঠিক অনুরূপ আয়াতের ন্যায়ই।

আলোচ্য كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتّٰى ذَاقُوْا بَأْسَنَا –আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল এই ঃ এহেন সংশয় সন্দেহের কারণেই আল্লাহ্‌র দীন ও তাঁহার রাসূলকে মিথ্যা ভাবিয়া উহাদের পূর্বে বহুলোক পথ ভ্রষ্ট হইয়াছে। উহাদিগের এই যুক্তি অত্যন্ত খোঁড়াযুক্তি ও বাতিল যুক্তি। উহাদিগের বক্তব্য ও যুক্তি সঠিক ও শক্তিশালী হইলে আল্লাহ্ তা'আলা উহাদিগকে কঠোর শাস্তি দিতেন না এবং ভূপৃষ্ঠ হইতে ধূলিসাৎ করিতেন না। পরন্তু মহান সম্মানিত রাসূলগণকে তাহাদের পথ প্রদর্শনের জন্য ক্রমাগত পাঠাইতেন না এবং মুশরিকদিগকে শাস্তি ভোগাইয়া প্রতিশোধ নিতেন না। সুতরাং বুঝা গেল উহাদের বক্তব্য ও যুক্তি বাস্তবতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং সত্যের অপলাপ বৈ কিছু নয়।

আল্লাহ্ তা'আলা قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوْهُ لَنَا اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلاَّ الظَّنَّ وَاِنْ اَنْتُمْ اِلاَّ تَخْرُصُوْنَ আয়াতে তাঁহার নবীর মাধ্যমে প্রশ্ন করিয়া স্বয়ং নিজেই সমাধান দিতেছেন। তিনি বলিতেছেন– হে নবী! উহাদের বক্তব্য ও সংশয়ের সমর্থনে সরল বা দুর্বল কোন যুক্তি প্রমাণ ও দলীলাদি থাকিয়া থাকিলে উহা আমাদের কাছে প্রকাশ ও বিবৃত করার জন্য বলে দাও। উহারা শুধু অলীক ধারণা ও ভিত্তিহীন কল্পনার মায়া-মরিচিকার পিছনে দৌড়াইতেছে। উহাদিগের এই সব কীর্তিকলাপ সেই ধারণা ও কল্পনারই ফসল। উহাদের বক্তব্য সম্পূর্ণ মিথ্যা। মিথ্যা ব্যতীত উহারা কিছুই বলে না।

উক্ত আয়াতে (ظن) ধারণা ও কল্পনা দ্বারা উহাদের গর্হিত ও ভ্রান্ত আকীদা বিশ্বাসের কথা বুঝান হইয়াছে এবং اِنْ اَنْتُمْ اِلاَّ تَخْرُصُوْنَ দ্বারা উহাদিগের দাবী ও বিশ্বাসসমূহ আল্লাহ্‌র নামে চাপাইয়া দিয়া তাঁহার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আনয়নের কথা বুঝান হইয়াছে।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র.) ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি لَوْ شَاءَ اللّٰهُ আর كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ এবং وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اَشْرَكْنَا مَا اَشْرَكُوْا আয়াতাংশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন– উহারা বলিত যে আমরা আমাদের দেব-দেবী পূজা ও উপাসনা করি শুধু আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের জন্য। তাহারা আমাদিগকে আল্লাহ্‌র নিকটে পৌঁছাইয়া দিবে। সুতরাং আল্লাহ্ সংবাদ দিতেছেন যে, তাহারা উহাদিগকে আল্লাহ্‌র নিকটে পৌঁছাইতে পারিবে না। আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করিতেন তবে উহাদিগের সকলকেই সৎপথে পরিচালিত করিতেন।

আলোচ্য قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ اَجْمَعِيْنَ আয়াতের তাৎপর্য এই যে, তোমরা যাহাকিছু বলিতেছ, উহা অমূলক কথা। তোমাদের জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও যুক্তি-প্রমাণ কিছুই নাই। হে নবী! তুমি বলিয়া দাও যে, আল্লাহ্‌র যুক্তি প্রমাণই সঠিক ও পূর্ণাংগ যুক্তি প্রমাণ। সৎপথের পথিক হওয়া এবং পথভ্রষ্ট হওয়ার মধ্যে আল্লাহ্‌র এক নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে এবং এই তত্ত্বই পূর্ণাংগ ও সঠিক তত্ত্ব। আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তোমাদের সকলকেই সৎপথে পরিচালিত করিতেন। সুতরাং সবকিছুই তাহার স্বাধীন ইচ্ছা ও ক্ষমতা দ্বারাই হইয়া থাকে। তিনি এই গুণাবলীসহই তাঁহার মু'মিন বান্দাগণের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন এবং কাফির বেঈমানদের প্রতি থাকেন অসন্তুষ্ট। যেমন আল্লাহ্ পাক আল-কুরআনের অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন ঃ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى।

"আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করিতেন, তবে অবশ্যই উহাদিগের সকলকে হিদায়েতের পথে পরিচালিত করিতেন।"

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلاَ يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ ، اِلاَّ مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ

"আল্লাহ্ তা'আলা যদি ইচ্ছা করিতেন তবে সমগ্র মানবকুলকে এক জাতিভুক্ত করিতেন। কিন্তু তাহারা সর্বদা মতভেদ করিতে থাকিবে। তবে যাহাদের প্রতি তোমার প্রতিপালক দয়া করেন তাহাদের ব্যতীত। আর এই কারণেই উহাদিগকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। তোমার প্রতিপালকের কথা পূর্ণ হইয়া থাকিবে। আমি জিন ও মানুষ দ্বারাই জাহান্নাম ভর্তি করিব" (১১ : ১১৮-১১৯)।

যাহ্হাক (র.) বলেন ঃ আল্লাহ্‌র অবাধ্যগত হওয়া পক্ষে এবং দীনের পরিপন্থী কাজ কাহারও জন্য কোন যুক্তি বা দলীল থাকিতে পারে না। বরং বান্দার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র যুক্তি প্রমাণই সঠিক ও পূর্ণাংগ হয়।

আলোচ্য ঃ

قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِيْنَ يَشْهَدُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ هٰذَا فَاِنْ شَهِدُوْا فَلاَ تَشْهَدْ مَعَهُمْ۔

– আয়াতের তাৎপর্য এই যে, হে নবী, বলিয়া দাও, তোমরা যদি সত্যবাদী হইয়া থাক, তবে আল্লাহ্ তা'আলা ইহা যখন হারাম করিয়াছেন তখন যাহারা উপস্থিত ছিল, সেই সকল সাক্ষিগণকে উপস্থিত কর। হে নবী! এই মিথ্যাবাদী পাপিষ্ঠরা তদ্রূপ সাক্ষী দিলেও তুমি উহা মান্য করিও না। কেননা উহাদের সাক্ষী জালিয়াতীপূর্ণ বৈ কিছুই নয়।

وَلَاتَتَّبِعْ اَهْوَاءَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيَاتِنَا وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ আলোচ্য আয়াতাংশের তাৎপর্য এই যে, হে নবী! যাহারা আমার আয়াতকে মিথ্যা মনে করে এবং পরকালে ঈমান রাখে না এবং অন্যান্যকে তাহাদের প্রতিপালকের সাথে অংশীদার করে ও তাহার সমকক্ষ বানায়, এহেন প্রকৃতির লোকদিগের মনগড়া মতবাদ ও আর্দশের অনুগামী হইও না।

(১৫১) قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ج وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ط نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ ج وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ج وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ط ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

১৫১. হে নবী! বল, আইস তোমরা, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য যাহা নিষিদ্ধ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া শুনাই। উহা এই ঃ তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে কোন শরীক করিবে না, পিতামাতার প্রতি সদাচরণ করিবে ও দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা তোমাদিগের সন্তনগণকে হত্যা করিবে না। কেননা তোমাদিগকে ও তাহাদিগকে আমিই জীবিকা দিয়া থাকি। প্রকাশ্য বা গোপনীয় পাপ ও অশ্লীল আচরণ হইতে তোমরা দূরে থাকিবে। যথার্থ কারণ ব্যতীত আল্লাহ্ যাহার হত্যা নিষিদ্ধ করিয়াছেন, তাহাকে হত্যা করিবে না। তিনি তোমাদিগকে এই নির্দেশ দিতেছেন যেন তোমরা অনুধাবন করিতে পার।

তাফসীর ঃ দাউদুল আউদী (র.) ইব্ন মাসউদ (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মাসউদ (রা.) বলিয়াছেন ঃ কোন লোক মহানবী (সা.)-এর সর্বশেষ উপদেশসমূহ দেখিতে চাহিলে তাহার উল্লেখিত আয়াতটির প্রতি লক্ষ্য দেওয়া উচিত।

হাকিম (র.) তাহার মুস্তাদরাক গ্রন্থে বর্ণনা করেন ঃ আমাদের নিকট বকর ইব্ন মুহাম্মদ সায়রাফী বিভিন্ন রাবীর সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সূরা আন'আমে কতকগুলি মুহকামাত আয়াত রহিয়াছে। উহাই কিতাবের মূল। অতঃপর তিনি উল্লেখিত আয়াত পাঠ করিলেন। হাকিম (র.) বলেন ঃ এই হাদীছের সনদ বিশুদ্ধ। তবে ইমাম বুখারী ও মুসলিম এই হাদীছ বর্ণনা করেন নাই। আমি বলিতেছি এই হাদীছটি যুহাইর ও কায়েস ইব্ন রবী .... ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

হাকিম (র.) তাহার মুসনাদ কিতাবে এই হাদীছকেই নিম্নরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইয়াযীদ ইব্ন হারূন (র.) ...... উবাদা ইব্ন সামিত (রা.) হইতে বর্ণনা

করিয়াছেন যে, উবাদা ইব্ন সামিত (রা.) বলেন ঃ মহানবী (সা.) বলিয়াছেন— তোমরা কি তিনটি বিষয়ে আমার হাতে বায়আত গ্রহণ করিবে, অতঃপর তিনি উল্লেখিত আয়াতটি শেষ পর্যন্ত পাঠ করিলেন। পরিশেষে বলেন ঃ

فمن وفى فأجره على الله ومن انتقص منهن شياء فادركه الله به فى الدنيا كانت عقوبته . ومن اخر الى الاخرة فأمره الى الله ان شاء عذبه وان شاء عفا عنه . .

যে লোক এই অঙ্গীকার পূর্ণ করিবে তাহার প্রতিদান আল্লাহ্‌র নিকট গচ্ছিত। পক্ষান্তরে যে ইহার কোন কিছু কম করিবে, আল্লাহ্ তাহাকে যদি শাস্তি প্রদান করেন তবে তাহা হইবে ইহার প্রতিফল ও প্রতিশোধমূলক শাস্তি। তবে পরকালের জন্যে বিলম্ব করা হইলে, তখন আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে। তাহার ইচ্ছা হইলে শাস্তি দিতেও পারেন অথবা ইচ্ছা হইলে ক্ষমাও করিতে পারেন।

অতঃপর হাকিম বলেন ঃ এই হাদীছের সনদ বিশুদ্ধ। ইমাম বুখারী ও মুসলিম এই হাদীছ তাহাদের কিতাবে লিপিবদ্ধ করেন নাই। কিন্তু তাহারা যুহরী (র.)-এর সূত্রে উবাদা (রা.) হইতে হাদীছটি এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

ياعونى على ان لا تشركوا بالله شياءً – الحديث

"তোমরা আমার হাতে এই বিষয়ে বায়আত গ্রহণ কর যে আল্লাহ্‌র সহিত তোমরা কোন আংশীদার করিবে না। (শেষ পর্যন্ত ....।)

সুফিয়ান ইব্ন হুসাইন (র.) উভয় হাদীছকেই বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং উহার মধ্যে কোন একটি বিষয় তাহার ভ্রান্তি হইয়াছে এরূপ বলা ঠিক হইবে না। বস্তুত উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা হইল, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার নবী ও রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-কে সম্বোধন করিয়া বলেন— হে মুহাম্মদ! যে সকল মুশরিক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও ইবাদত করে, আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবিকাকে হারাম করে এবং নিজদিগের সন্তানকে হত্যা করে, এমনিভাবে উহাদের প্রত্যেকটি কাজই নিজেদের খেয়াল-খুশি ও শয়তানের প্ররোচনায় করিয়া থাকে, উহাদিগকে তুমি বল যে, তোমরা আমার কাছে আস। তোমাদের প্রতিপালক যে সকল বস্তু হারাম করিয়াছেন তাহা বর্ণনা করিব। কোন খোশ-খেয়াল ও ধারণার বশবর্তী হইয়া নহে বরং তাহার প্রত্যাদেশের মাধ্যমে তাহার নিকট হইতে সত্যসত্যরূপে বর্ণনা করিব। তিনি নির্দেশ দিয়াছেন যে তোমরা আল্লাহ্‌র সহিত কোন কিছু শরীক করিও না।

উল্লেখিত আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক দ্বারা প্রমাণিত হয় যে لَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا এর পূর্বে اَوْصَاكُمْ শব্দটি উহ্য রহিয়াছে। আর এই কারণেই আয়াতের শেষে ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ বলা হইয়াছে।

حج واوصى بسليمى الاعبدا

ان لا ترى ولا تكلم احدا

ولايزل شرابها مبردا

(অর্থাৎ হজ্জ কর। উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে আমার বান্দা ব্যতীত কেহ বন্ধুত্ব পায় না। কাহাকেও দেখিতে পারিবে না এবং কাহারও সাথে কথা বলিতে পারিবে না। পানীয় সর্বদাই শীতল হয়।) আরবগণ বলিয়া থাকে যে مرتك ان لاتقوم (তোমাকে দণ্ডায়মান না হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে আবূ যার (রা.) হইতে বর্ণিত এক হাদীছে মহানবী (সা.) ঘোষণা করিয়াছেন ঃ

اتانى جبريل فبشرنى انه من مات لايشرك بالله شياء من امتك دخل الجنة قلت وان زنى وان سرق قال وان زنى وان سرق قلت وان زنى وان سرق قلا وان زنى وان سرق قلت ان زنى وان سرق قال وان زنى وان سرق وان شرب الخمر -

"জিবরাঈল (আ.) আসিয়া আমাকে সুসংবাদ শুনাইয়াছেন যে, আপনার উম্মতের মধ্যে কোন লোক যদি শির্ক না করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তবে সে জান্নাতী হইবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, যদি সে ব্যভিচারী হয় ও চুরি করে ? জবাব দিলেন হ্যাঁ, ব্যভিচারী হইলে এবং চুরি করিলেও। আমি আবার বলিলাম, যদি সে ব্যভিচারী হয় ও চুরি করে ? জবাব দিলেন– হ্যাঁ, ব্যভিচারী হইলে এবং চুরি করিলেও। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, যদি সে ব্যাভিচারী হয় ও চুরি করে ? জবাব দিলেন– হ্যাঁ, সে ব্যাভিচার ও চুরি করিলে, মদ্যপান করিলেও জান্নাতী হইবে।"

কোন কোন রিওয়ায়েতে উল্লেখ রহিয়াছে যে, প্রশ্নকারী ছিলেন আবূ যার (রা.)। তিনি তিনবার মহানবী (সা.)-এর নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তৃতীয়বারে মহানবী (সা.) বলিয়া ছিলেন– আবূ যারের নাকে ধূলা পড়ুক। যদি ব্যাভিচারীও হয় এবং চুরিও করে। আবূ যার এই হাদীছ শুনবার পর সবসময়ই আবূ যারের নাকে ধূলা পড়ুক (رغم انف ابى ذر) কথাটি বলিতেন।

কতক মুসনাদ ও সুনানের কিতাবে আবূ যার (রা.) হইতে এইভাবে হাদীছটি উল্লেখ রহিয়াছে। মহানবী (সা.) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন– হে আদম সন্তান! যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আমার প্রতি আশা রাখিবে এবং প্রার্থনা করিতে থাকিবে ততক্ষণ আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিতে থাকিব। তোমাদের গুনাহ্ ও অপরাধের কোন পরোয়াই করিব না। যদি তোমরা দুনিয়াভর গুনাহ্ করিয়াও আমার নিকট উপস্থিত হও, তবে আমি তোমাদের নিকট দুনিয়াভর ক্ষমাসহ উপস্থিত হইব।

কিন্তু শর্ত হইল আমার সাথে কাহাকেও শরীক করিতে পারিবে না। তোমাদের গুনাহ্ যদি আকাশের মেঘমালা পরিমাণও হয় এবং তোমরা আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তবুও আমি ক্ষমা করিয়া দিব।

কুরআন পাকের নিম্নলিখিত আয়াতে ইহার প্রমাণ বিদ্যমান। আল্লাহ্ বলেন --

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ

"আল্লাহ্ তা'আলা তাহার সহিত শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করিবেন না। ইহা ব্যতীত যে কোন লোকের যাবতীয় অপরাধ আল্লাহ্র ইচ্ছা হইলে ক্ষমা করিতে পারেন (৪ ঃ ১১৬)।

মুসলিম শরীফে ইব্ন মাসউদ (রা.) হইতে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সা.) বলিয়াছেন ঃ যে লোক আল্লাহ্ সহিত অংশীদার না করিয়া মৃত্যুবরণ করে, সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে।

এ বিষয় আল-কুরআনে বহু আয়াত এবং বহু হাদীছ বিদ্যমান রহিয়াছে।

ইব্ন মারদুবিয়া (র.) ······ উবাদা (রা.) ও আবূ দারদা (রা.) হইতে যে, হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। মহানবী বলেন– যদি তোমাকে হত্যা করা হয় বা শূলদণ্ডে চড়ান হয় বা আগুনে জ্বালান হয়, তবুও আল্লাহ্র সাথে শরীক করিও না।

ইব্ন আবূ হাতিম (র.) বলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্ন আউফ হিমসী (র.) উবাদা ইব্ন সামিত (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, উবাদা ইব্ন সামিত (রা.) বলেন ঃ আমাকে মহানবী (সা.) সাতটি চরিত্র সম্পর্কে উপদেশ দিয়াছেন। উহার প্রথমটি হইল, সাবধান! আল্লাহ্র সহিত কাহাকে শরীক করিবে না– যদিও তোমাকে আগুনে জ্বালান হয় বা হত্যা করা হয় বা শূলদণ্ডে দেওয়া হয়।

আলোচ্য وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا এর মর্ম হইল, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে পিতামাতার সাথে সদাচরণ ও সৌজন্যমূলক ব্যবহার প্রদর্শনের উপদেশ ও নির্দেশ দিতেছেন। যেমন তিনি অন্যত্র ইরশাদ করেন ঃ

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا -

"তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়াছেন যে, তোমরা একমাত্র তাঁহারই ইবাদাত করিবে। আর পিতামাতার প্রতি সদাচরণ প্রর্দশন করিবে" (১৭ ঃ ২৩)।

কেহ কেহ এই আয়াতটিকে নিম্নরূপে পাঠ করেন ঃ

وَوَصّٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانٌ -

বস্তুত আল্লাহ্ পাক আল-কুরআনের বহু স্থানে তাঁহার আনুগত্য ও পিতামাতার প্রতি সদাচরণ এই দুইটিকে একত্রিত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যেমন তিনি অন্যত্র

বলেন ঃ

أَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ اِلَىَّ الْمَصِيْرُ ، وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِى مَالَيْسَ لَكَ بِه عِلم فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَىَّ ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُم فَاُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُم تَعْمَلُوْنَ ـ

"আমার এবং তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। আমার কাছেই তোমাদের আসিতে হইবে। তোমাকে যদি পিতামাতা আমার সহিত এমন শরীক স্থির করিবার জন্য বাধ্য করে যে বিষয় তোমার কোন জ্ঞান নাই, তবে এ ব্যাপারে উহাদিগের আনুগত্য করিবে না। তবে এই পার্থিব জগতে তাহাদের সহিত বসবাস করিবে সদভাবে। আমার প্রতি যাহারা অনুরাগী ও আকৃষ্ট, তাহাদিগের পথ অনুসরণ কর। অতঃপর তোমাদের সকলেরই আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। তখন আমি তোমাদিগকে তোমাদের কৃত কর্ম সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবহিত করিব" (৩১ ঃ ১৪-১৫)।

তিনি আরও বলেন ঃ

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ لاَ تَعْبُدُوْنَ اِلاَّ اللّٰهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ـ

"সেই সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন আমি বনী ইসরাঈলগণ হইতে এই অঙ্গীকার নিয়াছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারও ইবাদত করিবে না এবং পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ প্রর্দশন করিবে" (২ ঃ ৮৩)।

এ বিষয়ে কালামপাকে বহু আয়াত বিদ্যামান। বুখারী ও মুসলিম শরীফে ইব্ন মাসউদ (রা.) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, তিনি বলেন ঃ আমি মহানবী (সা.)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! কোন আমলটি সবচেয়ে উত্তম? মহানবী (সা.) উত্তর করিলেন, সময় মত নামায পড়া সবচেয়ে উত্তম কাজ। আবার জিজ্ঞাসা করিলাম– ইহার পর কোন কাজটি উত্তম.? তিনি জওয়াব দিলেন– পিতামাতার প্রতি সদাচরণ প্রর্দশন করা। আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহার পর কোন কাজটি উত্তম? তখন জওয়াব দিলেন– আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা উত্তম। ইব্ন মাসউদ (রা.) বলেন– আমি উত্তম আমল সম্পর্কে যতই প্রশ্ন করিতাম মহানবী (সা.)-ও ততই জওয়াব দিতে থাকিতেন।

এই হাদীছটি হাফিজ আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া (র.) - — — - আবূ দারদা ও উবাদা ইব্ন সামিত (রা.) হইতে এবং অপর একটি সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহারা প্রত্যেকেই এইরূপ বলিয়াছেন ঃ আমার বন্ধু আল্লাহ্র রাসূল আমাকে উপদেশ দিয়াছেন যে, তোমার পিতামাতার আনুগত্য করিয়া যাও। যদিও তাহারা তোমার পার্থিব সমস্ত ধন-সম্পদ তাহাদের জন্য ব্যয় করিয়া দিতে বলে তবুও তাহা কর। অবশ্য উক্ত হাদীছের সনদ দুর্বল। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

আলোচ্য وَلاَ تَقْتُلُوْا اَوْلاَدَكُمْ مِنْ اِمْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল যে, উহারা নিজদিগের সন্তানদিগকে দরিদ্রতার ভয়ে হত্যা করিত। উহারা শয়তানের প্ররোচনায় নিজদিগের কন্যাগণকে সামাজিক লজ্জার কারণে সমাহিত করিত এবং কোন কোন সময় দরিদ্রতার ভয়েও ছেলে সন্তানদিগকে হত্যা করিত। এই সবকিছু উহারা শয়তানের প্ররোচনায় করিত। এই আয়াতকে ইহার পূর্বাংশ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا এর সাথে ব্যাকরণের নিয়ম মাফিক সংযোগ (আত্ফ) করা হইয়াছে। সুতরাং আয়াতের অর্থ হইল, তোমরা যেমন পিতামাতার প্রতি সদাচরণ করিবে, তেমনি দরিদ্রতার ভয়ে সন্তানদিগকে হত্যা করা হইতে বিরত থাকিবে। কেননা তোমাদিগকে এবং উহাদিগকে আমিই জীবিকা দিয়া থাকি।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) হইতে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সা.)-এর নিকট সবচাইতে বড় পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল তিনি জবাব দিলেন– আল্লাহ্র সহিত কাহাকেও শরীক করা অথচ যাহাকে শরীক করা হয় সেও আল্লাহ্র সৃষ্টি। অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহার পর কোনটি বড় পাপ ? মহানবী (সা.) জবাব দিলেন– তোমার সাথে জীবিকায় অংশী হইবার ভয়ে তোমার সন্তানকে হত্যা করা। অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলাম– ইহার পর কোনটি বড় পাপ ? মহানবী (সা.) জবাব দিলেন– তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা।

অতঃপর মহানবী (সা.) এই আয়াতটি পাঠ করিলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُوْنَ ـ

"যাহারা আল্লাহ্র সহিত অপর কাহাকেও শরীক করে না এবং অনুমোদিত কারণ ব্যতীত আল্লাহ্ কর্তৃক নিষিদ্ধকৃত জীবনকে হত্যা করে না আর ব্যভিচারীতেও লিপ্ত হয় না ....." (২৫ ঃ ৬৮)।

উপরোক্ত আয়াতাংশের املاق শব্দের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা.) সুদ্দী প্রমুখ ব্যাখ্যাকার বলিয়াছেন যে, ইহার অর্থ হইল দারিদ্র। অর্থাৎ তোমাদের দারিদ্র্যের ভয়ে তোমাদের সন্তান-সন্ততিকে হত্যা করিও না।

আল্লাহ্ পাক সূরা বনী ইসরাঈলে ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَلاَ تَقْتُلُوْا اَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلاَقٍ

"তোমাদের সন্তানদিগকে দরিদ্রতার আশংকায় তোমরা হত্যা করিও না (১৭ ঃ ৩১)।"

এই কারণেই আল্লাহ্ পাক এখানে উহাদিগের জীবিকার দায়িত্ব গ্রহণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ উহাদের জীবিকার কারণে তোমরা দরিদ্রতাকে ভয় করিও

না। যেখানে দারিদ্র্যর আশংকা বর্তমান, সেখানে উহাদের জীবিকার দায়-দায়িত্বও আল্লাহ্‌র উপর ন্যস্ত। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল যে, তোমাদের জীবিকাও আমার প্রদত্ত। সুতরাং আমিই যখন সকলের জীবিকার জন্য দায়িত্বশীল তখন ভয়ের কোনই কারণ নাই। তাই সন্তানদিগকে তোমরা হত্যা করিও না।

আলোচ্য وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ আয়াতাংশের মর্ম হইল, তোমরা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সর্বপ্রকার অশ্লীলতা ও লজ্জাহীন কাজ হইতে বিরত থাক। উহার ধারে কাছেও যাইও না। যেমন আল্লাহ্ পাক আল-কুরআনের অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطَانًا وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَالَا تَعْلَمُوْنَ -

"হে নবী! তুমি বলিয়া দাও যে, আমার প্রতিপালক প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল অশ্লীলতাকে নিষিদ্ধ করিয়াছেন। তেমনি সত্যের পরিপন্থী সর্বপ্রকার পাপ, অবাধ্যতা ও বিদ্রোহীতাকেও নিষিদ্ধ করিয়াছেন। পরন্তু তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে এমন কোন বস্তুকে শরীক করিবে না যে সর্ম্পকে আল্লাহ্ কোন দলীল প্রমাণ অবতীর্ণ করেন নাই। তিনি আরও নিষিদ্ধ করিয়াছেন আল্লাহ্ সম্পর্কে এমন উক্তি করা যে সম্পর্কে তোমরা কোন জ্ঞান নাই (৭ ঃ ৩৩)।

এই আয়াতের বিশদ ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ আয়াতের তাফসীরে করা হইয়াছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে ইব্‌ন মাসউদ (রা.) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, মহানবী (সা.) বলিয়াছেন ঃ

"আল্লাহ্‌র চাইতে সর্বাধিক লজ্জাশীল কেহই নয়। এ কারণেই তিনি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সর্ব প্রকার অশ্লীলতাকে নিষিদ্ধ করিয়াছেন। আবদুল মালিক ইব্‌ন উমাইর (র.) সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ "আমি যদি আমার স্ত্রীর সাথে কাহাকেও দেখি তবে তাহাকে তরবারি দ্বারা হত্যা করিয়া ফেলিব।" এ কথাটি মহানবী (সা.) জানিতে পারিয়া বলিলেন– "তোমরা কি সা'দের লজ্জানুভূতির কথা শুনিয়া বিস্মিত হইতেছ? আল্লাহ্‌র শপথ! আমি সা'দের তুলনায় অনেক বেশী লজ্জাশীল এবং আমার তুলনায় আল্লাহ্ হইলেন বেশী লজ্জাশীল। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সর্বপ্রকার অশ্লীলতাকে নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

কামিল আবুল আলা (র.) আবূ সালিহ্ (র.)-এর সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.)-এর নিকট বলা হইল– হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা

কি লজ্জাশীল হইব ? মহানবী (সা.) জওয়াব দিলেন– আল্লাহ্‌র শপথ! আমি সব চাইতে বড় লজ্জাশীল। এবং আমার চাইতে বড় লজ্জাশীল হইলেন আল্লাহ্। তিনি তাহার লজ্জানুভূতির কারণেই সর্বপ্রকার অশ্লীলতাকে নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

এই হাদীছটি ইব্‌ন মারদুবিয়াও ইমাম তিরমিযী (রা.)-এর শর্ত মাফিক বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু সিহাহ্ সিত্তাহ্‌র কোন কিতাবে এই হাদীছটি বর্ণনা করা হয় নাই। আলোচ্য এই একই সনদে বর্ণিত হইয়াছে যে, মহানবী (সা.) বলিয়াছেন ঃ

"আমার উম্মতের বয়স হইবে ষাট ও সত্তরের মাঝামাঝী।"

আলোচ্য وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ আয়াতের মর্ম হইল এই ঃ যথার্থ কারণ ব্যতীত আল্লাহ্ যে জীবন হত্যা করিতে নিষেধ করিয়াছেন উহা তোমরা হত্যা করিও না। এই কথা অধিক ভীতি প্রদর্শন ও তাকিদ করণের নিমিত্ত বলা হইয়াছে। নতুবা ইহার পূর্বাংশ আয়াতের নিষিদ্ধতার মধ্যেই ইহার নিষিদ্ধতা শামিল রহিয়াছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে ইব্‌ন মাসউদ (রা.) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, মহা নবী (সা.) বলিয়াছেন ঃ

"কোন মুসলমান যতক্ষণ আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয় এবং আমি তাহার রাসূল বলিয়া সাক্ষ্য দেয়, তাহাকে হত্যা করা বৈধ নয়। তবে তিনটি কারণে বৈধ হইতে পারে। (১) যে বিবাহিত হইয়া ব্যাভিচার করে। (২) কোন লোককে যে অন্যায়ভাবে হত্যা করে। (৩) এবং যে ইসলাম ধর্মকে অস্বীকার করিয়া মুসলিম জামাআত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। মুসলিম শরীফে এই হাদীছটি নিম্নরূপ বর্ণিত পাওয়া যায়।

والذى لا اله غير لايحل دم رجل مسلم -

"সেই আল্লাহ্‌র শপথ। যিনি ব্যতীত আর কোন মাবূদ নাই। কোন মুসলিমকে হত্যা করা বৈধ নয় .....)

আ'মাশ (র.) ইবরাহীমেরও তিনি আসওয়াদের সূত্রে আয়িশা (রা.) হইতে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়ছেন।

আবূ দাউদ ও নাসাঈ আয়িশা (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যে মহানবী (সা.) বলিয়াছেন–

"তিনটি কারণ ব্যতীত কোন মুসলমানকে হত্যা করা বৈধ নয়। (১) বিবাহিত লোক ব্যাভিচার করিলে রজম (পাথর নিক্ষেপ) করিতে হইবে। (২) কোন লোক ইচ্ছা পূর্বক কাহাকেও হত্যা করিলে তাহাকেও হত্যা করিতে হইবে। (৩) কোন লোক ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করিলে এবং আল্লাহ্ তা'আলা ও তাহার রাসূলের সাথে যুদ্ধ করিলে তাহাকে হত্যা বা শূলদণ্ড অথবা দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে হইবে।"

হাদীছের এই ভাষা নাসাঈ হইতে গৃহীত।

আমীরুল মু'মিনীন উছমান (রা.) বিদ্রোহিগণ কর্তৃক গৃহে অবরুদ্ধ থাকাকালে বলিয়াছেন ঃ "আমি মহানবী (সা.)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনটি কারণ বতিরেকে কোন মুসলমানকে হত্যা করা বৈধ নয়। সেই কারণ হইল (১) ইসলাম গ্রহণ করার পর কোন লোক কাফির হইলে; (২) বিবাহিত হওয়ার পর ব্যাভিচার করিলে এবং (৩) কিসাস ব্যতীত কোন লোককে হত্য করিলে। অতএব আমি আল্লাহ্র নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে, জাহিলী যুগ এবং ইসলামী যুগের কোন কালেই আমি ব্যভিচার করি নাই। তেমনি আল্লাহ্ তা'আলার হিদায়েত লাভ করার পর তাঁহার দীন হইতে নিচ্ছিন্ন হওয়ার কখনও আশা করি নাই। তাহা ছাড়া কোন লোককেও হত্যা করি নাই। সুতরাং তোমরা আমাকে কি অপরাধে হত্যা করিবে" ?

এই হাদীছটিকে ইমাম আহমদ, ইমাম তিরমিযী, নাসাঈ ও ইব্ন মাজা (র.) বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী ইহাকে "হাসান" বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

হাদীছ শরীফে জিম্মী ও আমান গ্রহণকারীকে হত্যা সম্পর্কে কঠোর নিষেধাজ্ঞা ও ভীতি প্রদর্শন রহিয়াছে। বুখারী শরীফে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) হইতে মারফূ সনদে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সা.) বলিয়াছেন ঃ

من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وان ريمها ليوجد من مسيرة اربعين عاماً ـ

"যে লোক চুক্তিবদ্ধ কোন জিম্মী নাগরিককে হত্যা করিবে সে জান্নাত তো দূরের কথা, উহার ঘ্রাণও পাইবে না। অথচ উহার ঘ্রাণ চল্লিশ বৎসর ব্যবধানের দূরত্বে থাকিয়াও পাওয়া যাইবে।"

আবূ হুরায়রা (রা.) হইতে বর্ণিত, আছে যে, মহানবী (সা.) বলিয়াছেন ঃ

"যে লোকের নিরাপত্তার দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাহার রাসূল গ্রহণ করিয়াছেন এহেন চুক্তিবদ্ধ জিম্মী নাগরিককে যে লোক হত্যা করিবে, সে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাইবে না। অথচ সত্তর বৎসর ব্যবধানের পথের দূরত্বে থাকিয়াও উহার ঘ্রাণ পাওয়া যাইবে।"

এই হাদীছটি ইব্ন মাজা ও তিরমিযীতে উল্লেখ রহিয়ছে এবং ইমাম তিরমিযী হাদীছটিকে হাসান ও সহীহ্রূপে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

আলোচ্য ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ আয়াতাংশের তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে যেসব আদেশ নিষেধ পালনের উপদেশ দিয়াছেন তাহা তোমাদের উপলব্ধি ও চিন্তা ভাবনার জন্যই করা হইয়াছে। তোমরা ইহা নিয়া চিন্তা গবেষণা করিলেই উহার যথার্থতা ও বাস্তবানুগতা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবে।

(১৫২) وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ
اَشُدَّهٗ ۚ وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا
وُسْعَهَا ۚ وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۚ وَبِعَهْدِ اللّٰهِ
اَوْفُوْا ۭ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝

১৫২. ইয়াতীম বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্যে ব্যতীত তাহার ধন-সম্পদের নিকটবর্তী হইও না। আর পরিমাণ ও ওজন ঠিক ঠিকভাবে করিবে। আমি কাহারও উপর তাহার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করি না। আর যখন তোমরা কথা বলিবে তখন ন্যায্য বলিবে যদি স্বজনের বিরোধীও হয়। আর আল্লাহ্র সাথে কৃত অংগীকার পূরণ করিবে। আল্লাহ্ এইভাবে তোমাদিগকে নির্দেশ দিতেছেন যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিতে পার।

তাফসীর ঃ আতা ইব্ন সায়িব (র.) সাঈদ ইব্ন যুবায়েরের সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ

আল্লাহ্ পাক যখন وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ (ইয়াতীমদের ধন-সম্পদের নিকটবর্তী সদুদ্দেশ্যে ব্যতীত হইও না) এবং اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا (যাহারা ইয়াতীমদিগের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে) আয়াতদ্বয়, তখন যাহাদের নিকট ইয়াতীমগণ থাকিত;তাহাদের ধন-সম্পদ, খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় সামগ্রী এই ভয়ে নিজেদের খাদ্যদ্রব ও পানীয় বস্তু হইতে পৃথক করিয়া নিল যেন উহা তাহাদের খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় বস্তুর সাথে মিশিয়া না যায়। উহাদের পানাহারের পর কোন বস্তু উদ্বৃত্ত থাকিলে উহারা যাহাতে আবার পানাহার করিতে পারে সেজন্য রাখিয়া দিত। অথবা উহা অযত্নে থাকিয়া নষ্ট হইয়া যাইত। এই অবস্থা ইয়াতীমদের অভিভাবকদিগের পক্ষে খুব কষ্টকর হইল এবং নবী করীম (সা.)-এর নিকট বিষয়টি উথাপন করা হইল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ ـ

"হে নবী! ইয়াতীমদিগের সর্ম্পকে তোমার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছে? তুমি বলিয়া দাও যে, উহাদের কল্যাণমূলক যাহা করা যায় তাহা উহাদিগের জন্য ভাল। যদি তোমরা উহাদিগের খাদ্যদ্রব তোমাদের খাদ্যদ্রবের সাথে একত্রে করিয়া রান্না কর ও একাত্রে পানাহার কর, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। উহারা তোমাদেরই ভাই" (২ ঃ ২২০)।

অতঃপর তাহারা নিজেদের খাদ্যদ্রব ও পানীয় বস্তুর সাথে উহাদের খাদ্যদ্রব ও পানীয় বস্তু মিলাইয়া একত্রে পানাহার করিত।

হাদীছটি ইমাম আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়ছেন।

আলোচ্য حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় শা'বী ও মালিক (র.) সহ পরবর্তী অনেকেই এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ইহার অর্থ হইতেছে বালিগ হওয়ার সময় পর্যন্ত উপনীত হওয়া।

সুদ্দী (র.) বলিয়াছেন, ইহার অর্থ ত্রিশ বৎসর বয়সে উপনীত হওয়া।

কোন কোন লোক যথাক্রমে চল্লিশ বৎসর ও ষাট বৎসর সময় সীমাও উল্লেখ করিয়াছেন। এসব সময় সীমা অবাস্তব কথা।

আলোচ্য وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল এই ঃ অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আদান-প্রদান ও বেচা-কেনার ক্ষেত্রে ইনসাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়াছেন। যেমন তিনি এক্ষেত্রে সুবিচার পরিহারকারীদের জন্য কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ، أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ ، لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ، يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ -

"সেইসব পরিমাপকারীর জন্য ধ্বংস অনিবার্য যাহারা পরিমাপ করিয়া নেওয়ার সময় পুরাপুরিভাবে পরিমাপ করিয়া নেয় আর ওজন করিয়া বা মাপিয়া দেওয়ার সময় সঠিকভাবে দেয় না; বরং কম কম দেয়। উহারা কি একথা ভাবে না মহান কিয়ামতের দিন উহাদিগের পুনরুত্থান ঘটানো হইবে ? আর সেই সর্বজগতের প্রতিপালকের সম্মুখে সমস্ত মানবকুলকে দণ্ডায়মান হইতে হইবে" ? (৮৩ ঃ ১-৬)

এক্ষেত্রে সেকালের একটি সম্প্রদায়কে ওজন ও মাপের সুবিচার ও ন্যায়ানুগ পন্থা গ্রহণ না করার দরুন ধ্বংস করা হইয়াছে। ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী স্বীয় জামে কিতাবে হুসাইন ইব্ন কায়েস (র.) . . . . . . ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন ঃ মহানবী (সা.) পরিমাপকারী ও ওজনকারীদের উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন– নিশ্চয় তোমরা এমন এক বিষয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত হইয়াছ, যে বিষয়ে তোমাদের পূর্বে অনেক সম্প্রদায় ধ্বংস হইয়াছে।

অতঃপর ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ হুসাইন (র.) বর্ণিত এই হাদীছ ব্যতীত এ বিষয় আর কোন 'মারফূ' সনদে বর্ণিত হাদীছের কথা আমার জানা নাই। অথচ হুসাইন (র.) হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে দুর্বল বর্ণনাকারী বলিয়া গণ্য।

অবশ্য বিশুদ্ধ 'মওকূফ" সনদে ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে, আমি (গ্রন্থকার) বলিতেছি, এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন মারদুবিয়া

(র.) . . . . . . ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন যে, মহানবী (সা.) বলিয়াছেন ঃ "তোমরা আযাদকৃত দাস সম্প্রদায়। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে এমন দুইটি চরিত্রের সুসংবাদ দিয়াছেন। যে ব্যাপারে পরবর্তী লোকেরা এমন ধ্বংস হইয়াছে। তাহা হইল দাড়িপাল্লা ও মাপ। আলোচ্য لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল এই ঃ যে লোক অপরের দায়-দায়িত্ব ও হক প্রত্যার্পণের নিমিত্ত প্রচেষ্টা চালায় এবং যত্নবান হয়, আর স্বীয় শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় করে, সে কোন ভুল করিলে তাহাতে কোন অসুবিধা নাই।

ইব্ন মারদুবিয়া (র.) . . . . . . সাঈদ ইব্ন মুসাইয়িব (র.) হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন মুসাইব (র.) বলেন ঃ মহানবী (সা.) وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا আয়াতাংশে প্রসঙ্গে বলিয়াছেন– যে লোক স্বীয় হাত দ্বারা পরিমাণ ও ওজন ঠিক রাখে, অর্থাৎ ওজন ও মাপে কোনরূপ কারচুপি করে না এবং আল্লাহ্ তা'আলাও তাহার সদিচ্ছা সম্পর্কে পুরাপুরি অবগত; তাহাকে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন না। ইহাই উল্লেখিত আয়াতের وُسْعَهَا শব্দের তাৎপর্য। এই হাদীছটি "মুরসাল" ও 'গরীব' সনদ বিশিষ্ট।

আলোচ্য وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল এই ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা আত্মীয়-অনাত্মীয় নিকটবর্তী-দূরবর্তী সকলের প্রতি কথায় ও কাজে সুবিচার ও ন্যায় পরায়ণতা প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়াছেন। এই আয়াতটি আল-কুরআনের নিম্ন বর্ণিত আয়াতের অনুরূপ। আল্লাহ্ বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ -

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্র জন্য সঠিকভাবে ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে সাক্ষ্য দানে সুদৃঢ় হইয়া যাও"(৪ ঃ ১৩৫)। সূরা নিসায়ও ইহার সাদৃশ্য আয়াত বিদ্যমান রহিয়াছে।

আলোচ্য وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্ন জারীর (র.) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে যেসব উপদেশ দিয়াছেন উহা পূর্ণ কর। অর্থাৎ তাঁহার আদেশ-নিষেধ মানিয়া চলা এবং তাহার কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ্ মাফিক কাজ করা। ইহাই হইতেছে আল্লাহ্র সাথে প্রদত্ত অংগীকার পূরণ করা।

আলোচ্য ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ আয়াতের মর্ম হইতেছে এই ঃ আল্লাহ্ বলিতেছেন, এই সব বাক্যই হইল আল্লাহ্র উপদেশ এবং তোমাদিগকে ইহা পালনের জন্যে তাকিদ করিতেছেন। সুতরাং তোমরা এই উপদেশ হইতে শিক্ষা গ্রহণ কর এবং ইতিপূর্বে যাহা কিছু করিতে তাহা হইতে বিরত হও।

কেহ কেহ تَذَكَّرُونَ শব্দকে ذ অক্ষরের উপর তাশদীদ দিয়া পাঠ করিয়া থাকেন। তবে অন্যান্য সকলেই বিনা তাশদীদে পাঠ করেন।

(١٥٣) وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۗ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ○

১৫৩. আর এই পথই আমার সরল পথ। অতএব ইহাই অনুসরণ কর এবং অন্যান্য পথের অনুসারী হইও না। অন্যান্য পথ তোমাদিগকে তাঁহার পথ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবে। আল্লাহ্ তোমাদিগকে এইরূপ নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা সতর্ক হও।

তাফসীর ঃ আলোচ্য وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ আয়াতাংশ এবং اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ আয়াতাংশসহ আল-কুরআনের এই ধরনের অন্যান্য আয়াত প্রসঙ্গে আলী ইব্ন আবূ তালহা (র.) ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনগণকে ঐক্যবদ্ধভাবে এক জামাআতে থাকার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন এবং তাহাদিগকে মতদ্বৈধতা, অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। পরন্তু তাহাদিগকে অবহিত করিয়াছেন যে, তাহাদের পূর্বেকার লোকেরা পরস্পর ঝগড়া বিবাদ এবং দীনের ব্যাপারে মতানৈক্য করার দরুন ধ্বংস হইয়াছে। মুজাহিদ প্রমুখ এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র.) বলেন ঃ

আসওয়াদ ইব্ন আমির (র.) . . . . . . আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) হইতে নিম্ন হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন মাসউদ (রা.) বলেন ঃ মহানবী (সা.) স্বীয় হস্ত দ্বারা একটি রেখা আঁকিলেন। অতঃপর বলিলেন– এই হইতেছে আল্লাহ্র সরল পথ। তারপর উক্ত রেখার ডানদিকে ও বামদিকে আরও রেখা আঁকিলেন। অতঃপর বলিলেন– "এই রেখাগুলি হইতেছে এমন যে, উহার প্রত্যেকটির অগ্রভাগে শয়তান বসিয়া রহিয়াছে এবং মানুষকে উহার দিকে আহ্বান জানাইতেছে। অতঃপর মহানবী (সা.) এই আয়াত পাঠ করিলেন–

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ -

এই হাদীছটি হাকিমও (র.) আবূ বকর ইব্ন আইয়াশ হইতে বর্ণনা করার পর বলিয়াছেন– হাদীছটি বিশুদ্ধ, কিন্তু ইমাম বুখারী ও মুসলিম ইহাকে বর্ণনা করেন নাই।

এমনিভাবে আবূ জা'ফর রাযী, ওরাকা ও আমর ইব্ন আবূ কায়েস (র.) আসেম ও আবূ ওয়ায়েলের সূত্রে ইব্ন মাসউদ হইতে মারফূ' সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

অনুরূপভাবে ইয়াযীদ ইব্ন হারূন, মুসাদ্দাদ, নাসাঈ (র.) ইব্ন মাসউদ (রা.) হইতে উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র.) – – – – –হাম্মাদ ইব্ন যায়েদ (র.) হইতে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। হাকিম (র.) আবূ বকর ইব্ন ইসহাকের সূত্রে হাম্মাদ ইব্ন যায়েদ (র.) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি হাদীছটিকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন। তবে ইমাম বুখারী ও মুসলিম উহা বর্ণনা করেন নাই।

এই হাদীছটিকে ইমাম নাসাঈ ও হাকিম (র.) মারফূ সনদে আহমদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউনুস (র.) – – – – –আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তেমনি আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া (র.) ইয়াহ্ইয়া হিম্মানীর (র.) সূত্রে ইব্ন মাসউদ হইতে মারফূ সনদে হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। এই হাদীছে দুইটি সনদের ব্যাপারে হাকিম বিশুদ্ধ বলিয়াছেন। সম্ভবত এই হাদীছটি আছিম ইব্ন আন নজুদ (র.) যির এবং আবূ ওয়ায়েল শকীক ইব্ন সালমা (র.) উভয় সূত্রে ইব্ন মাসউদ (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

হাকিম বলিয়াছেন যে শা'বী (র.) কর্তৃক জাবির (রা.) হইতে অনির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হাদীছটি ইহার অনুকূলে সাক্ষী বিশেষ। তেমনি ইমাম আহমদ ও আবদ ইব্ন হুমাইদ বর্ণিত হাদীছও ইহার প্রতি ইংগিত প্রদান করিতেছে। ইমাম আহমদ বর্ণিত হাদীছ নিম্নরূপ।

ইমাম আহমদ (র.) বলেন ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র.) যিনি আবূ বকর ইব্ন আবূ সায়বা (র.) – – – – –জাবির (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, জাবির (রা.) বলেন ঃ আমরা মহানবী (সা.)-এর নিকট বসা ছিলাম। তিনি মাটিতে তাহার সম্মুখ দিকে একটি রেখা আঁকিলেন। অতঃপর বলিলেন ইহা হইল আল্লাহ্র পথ। তারপর উহার ডানদিকে ও বামদিকে দুই দুইটি করিয়া রেখা অংকন করিলেন এবং বলিলেন, এই রেখাগুলি হইতেছে শয়তানের পথ। অবশেষে তিনি মধ্য রেখাটির উপর স্বীয় হস্ত রাখিলেন এবং এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ -

ইমাম আহমদ ও ইব্ন মাজা তাহাদের সুনানের কিতাবুস সুন্নাহ্ অধ্যায়ে এই হাদীছটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইমাম বায্যার (র.) অনুরূপভাবে আবূ সাঈদ আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ-এর (র.)-এর সূত্রে আবূ খালিদ আহমার (র.) হইতে হাদীছটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আমি (গ্রন্থকার) বলি যে, হাফিজ ইব্ন মারদুবিয়া দুইটি সূত্রে আবূ সাঈদ আল-কিন্দী (র.) – – – – – জাবির (রা.) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। জাবির (রা.) বলেন ঃ

“মহানবী (সা.) একটি রেখা আঁকিলেন। তাহার উহার ডানে ও বামে দুইটি রেখা অঙ্কন করিলেন। অতঃপর মধ্য রেখাটির প্রতি স্বীয় হস্ত মুবারক রাখিয়া إِنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ আয়াত পাঠ করিলেন”।

অবশ্য নির্ভরযোগ্য হইল ইব্‌ন মাসউদ বর্ণিত হাদীছটি, যদিও তাহার মধ্যে মতদ্বৈধতা রহিয়াছে। এই হাদীছটি ‘মওকুফ’ সনদেও বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্‌ন জারীর (র.) বলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আলা (র.) · · · · · · আবান
ইব্‌ন উছমান হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এক লোক ইব্‌ন মাসউদের নিকট সিরাতুল
মুস্তাকীম কি তাহা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি জবাব দিলেন ঃ মহানবী (সা.) আমাদিগকে
সেইপথের নিকটবর্তী স্থানে রাখিয়া গিয়াছেন যাহার শেষ মাথা ছিল জান্নাতে। তাহার
ডানদিকে ও বামদিকে অনেক রাস্তা রহিয়াছে এবং সেখানে লোক বসা রহিয়াছে।
ইহার নিকট হইতে যাহারা অতিক্রম করে তাহাদিগকে ঐ পথে চলার জন্য ডাকা হয়।
সুতরাং যে লোক ঐ পথ গ্রহণ করিয়াছে সে জাহান্নামে গিয়া পৌঁছিয়াছে। আর যে
লোক সরল পথ অনুসরণ করিয়াছে সে জান্নাতে গিয়া উপনীত হইয়াছে। অতঃপর
ইব্‌ন মাসউদ– وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ
بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ আয়াত পাঠ করিলেন।

ইব্‌ন মারদুবিয়া (র.) বলেন ঃ আবূ আমর (র.) · · · · · · আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর
হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবদুল্লাহ্ (রা.) সিরাতুল মুস্তাকীম কি তাহা জিজ্ঞাসা
করিলে ইব্‌ন মাসউদ (রা.) জবাব দিলেন– মহানবী (সা.) আমাদিগকে পথের
নিকটতম স্থানে রাখিয়া গিয়াছেন আর সেই পথের অপর মাথা ছিল জান্নাতে।
অতঃপর তিনি সম্পূর্ণ হাদীছটি উল্লেখ করিলেন। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

অনুরূপ নওয়াস ইব্‌ন সাময়ান হইতে হাদীছটি বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম আহমদ
(র.) বলেন ঃ হাসান ইব্‌ন সওয়ার আবুল আলা (র.) · · · · · · রাবী নওয়াস ইব্‌ন
সাময়ান (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা.) বলিয়াছেন– আল্লাহ্
তা'আলা সরল পথের উদাহরণ বর্ণনা করিয়াছেন। এই সরল পথের দুইদিকে দুইটি
প্রাচীর রহিয়াছে এবং তাহাতে উন্মুক্ত দ্বার রহিয়াছে। উক্ত দ্বারদেশে রহিয়াছে ঝুলন্ত
পর্দা। সরল পথের দ্বারাদেশে এক আহবানকারী মানুষকে এই বালিয়া আহবান জানায়
যে হে মানব সন্তানগণ! তোমরা আস ও সরল পথে একত্রে প্রবিষ্ট হও এবং তোমরা
পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না। আরো এক আহবানকারী এবং পথের উপর দণ্ডায়মান হইয়া
মানুষকে ডাকিতে থাকে। সুতরাং মানুষ যখন ঐসব দ্বারগুলির কোন একটি দ্বার
খুলিতে ইচ্ছা করে, তখন সে বলে তোমার জন্য আফসোস। তুমি এই দ্বার খুলিও না।
তুমি এই দ্বার খুলিলে উহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পড়িবে। অতএব সরল পথটি হইল
ইসলাম, প্রাচীরগুলি হইল আল্লাহ্ প্রদত্ত সীমারেখা আর উন্মুক্ত দ্বারগুলি হইল আল্লাহ্র
নিষিদ্ধ বস্তু। আর সরল পথের মাথায় দণ্ডায়মান আহবানকারী হইতেছে আল্লাহ্র

কিতাব। এবং পথের উপর দণ্ডায়মান আহ্বানকারী হইতেছে প্রত্যেকটি মুসলমানের বিবেক বা আল্লাহ্র নসিহত।

ইমাম তিরমিযী ও নাসাঈ (র.) আলী ইব্‌ন হুযর (রা.) হইতে এই হাদীছটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী হাদীছটিকে ‘হাসান’ ও ‘গরীব’ হিসাবে অভিহিত করিয়াছেন।

আলোচ্য فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ আয়াতে অনুসরণের ক্ষেত্রে একটি পথের কথাই বলা হইয়াছে। কেননা সত্য যখন একটি তখন সত্যের পথও এক। পক্ষান্তরে অসত্য একাধিক এবং উহার পথও বহু একারণেই বর্জনের ক্ষেত্রে বহুবচন বিশিষ্ট سُبُلَ শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـئُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ -

অর্থাৎ আল্লাহ্ মু'মিনদের বন্ধু। তাহাদিগকে তিনি অন্ধকার হইতে আলোর দিকে নিয়া আসেন। পক্ষান্তরে যাহারা কাফির তাহাদের বন্ধু হইল তাগূত। তাহারা তাহাদিগকে আলো হইতে অন্ধকারে ডাকিয়া নেয়। তাহারা আগুনের সহচর। আগুনের ভিতরেই উহারা চিরকাল থাকবে (২ ঃ ২৫৭)।

অর্থাৎ হিদায়েতের নূরকে একবচন ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহার বিপরীতে পথভ্রষ্টতাকে বহু বচনে ‘জুলমাত’ ব্যবহার করা হইয়াছে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র.) বলেন ঃ আহমদ ইব্‌ন সিনান ওয়াসিতী (র.) · · · · · উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা.) বলিয়াছেন– “তোমাদের মধ্যে এমন কে রহিয়াছে যে ঐ আয়াত তিনটির নির্দেশ মানিয়া চলার জন্য আমার হাতে বায়আত গ্রহণ করিবে ? অতঃপর মহানবী (সা.) قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ আয়াত পাঠ করিয়া আয়াত তিনটি পাঠ করা শেষ করিলেন। তারপর বলিলেন ঃ যে লোক এই বায়আতের উপর দৃঢ়ভাবে স্থির থাকিয়া উক্ত আয়াতের নির্দেশমালা মানিয়া চলিবে, আল্লাহ্র নিকট তাহার জন্য প্রতিদান রহিয়াছে। পক্ষান্তরে যে লোক এই বায়আত হইতে কোন কিছু কম করিবে, পরিণামে এই দুনিয়ায়ই আল্লাহ্ তাহাকে পাকড়াও করিবেন, ইহাই হইবে তাহার শাস্তি। তবে যদি তাহাকে পরকাল পর্যন্ত অবকাশ দেন, সে ব্যাপারটি আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন। ইচ্ছা করিলে তিনি তাহাকে পাকড়াও করিবেন অথবা ইচ্ছা হইলে তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন।”

(١٥٤) ثُمَّ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ تَمَامًا عَلَى الَّذِيْٓ اَحْسَنَ وَ تَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ ○

(١٥٥) وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ○

১৫৪. অতঃপর আমি মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম যাহা সৎকর্ম-পরায়ণদের জন্য পূর্ণাংগ এবং যাহাতে প্রত্যেকটি বস্তুর বিশদ বিবরণ রহিয়াছে। পরন্তু উহা পথের দিশা ও আল্লাহ্র দয়া স্বরূপ। হয়ত ইহার দরুন তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিশ্বাসী হইবে।

১৫৫. আর এই কিতাবকে আমি কল্যাণময় ও বরকতময় করিয়া অবতীর্ণ করিয়াছি। সুতরাং তোমরা ইহার অনুসরণ কর এবং আল্লাহ্ভীরু হও। হয়ত তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হইবে।

তাফসীর : ইব্ন জারীর (র.) বলিয়াছেন যে, উল্লেখিত আয়াতে ثُمَّ শব্দের পর قُلْ শব্দ উহ্য রহিয়াছে। অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! আমার পক্ষ হইতে এই সংবাদ দাও যে, আমি মূসাকেও কিতাব দান করিয়াছি। এখানে যে قُلْ শব্দ উহ্য রহিয়াছে, তাহা قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ আয়াত দ্বারাই প্রমাণিত হয়। তবে আমার মতে বিষয়টি প্রশ্ন সাপেক্ষ। কেননা এখানে ثم শব্দটি খবর এবং ইহার পরবর্তী খবরকে সংযুক্ত করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

যেমন কোন কবি লিখিয়াছেন :

قل لمن سعاد ثم ساد ابوه * ثم من قبل ذالك قدساد جده ـ

অর্থাৎ যে লোক নেতা এবং যাহার পিতা নেতা ছিলেন, এমন কি ইহার পূর্বে তাহার দাদা নেতা ছিলেন, তাহাকে বল।)

এ কবিতায়ও ثُمَّ শব্দ বাক্য সংযোজনের (আতফ) নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়াছে।

এখানেও আল্লাহ্ তা'আলা যখন اِنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ আয়াত দ্বারা আল-কুরআন সম্পর্কে সংবাদ দিয়াছেন, তখন তাওরাত কিতাব এবং উহার রাসূলের প্রশংসা সূচক আয়াতকে উহার সাথে সংযোজন করিয়াছেন। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন– আমি মূসাকেও কিতাব দান করিয়াছি। কুরআন পাকের বহু স্থানে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন ও তাওরাত কিতাবের কথা একত্রে উল্লেখ করিয়াছেন।

যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন :

وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰى اِمَامًا وَّرَحْمَةً وَهٰذَا كِتٰبٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا ـ

"ইহার পূর্বে মূসার কিতাব দিয়াছি পথ-প্রদর্শক ও দয়ার প্রতীক স্বরূপ, অতঃপর এই কিতাব আরবী ভাষায় পূর্বের কিতাবসমূহ সত্যায়িত করিতেছে (৪৬ : ১২)।"

এই সূরার প্রথম দিকে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন :

قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِىْ جَاءَ بِهٖ مُوْسٰى نُوْرًا وَّهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهٗ قَرَاطِيْسَ تُبْدُوْنَهَا وَتُخْفُوْنَ كَثِيْرًا ـ

"হে নবী! বলিয়া দাও। কে নাযিল করিয়াছিল সেই কিতাব যাহা মূসা নিয়া আসিয়াছিল মানুষের জন্য আলো ও পথ নির্দেশরূপে ? তোমরা তাহাকে বিভিন্ন কাগজে লিপিবদ্ধ করিয়া কিছু অংশ প্রকাশ কর এবং উহার অনেকাংশ গোপন কর" (৬ : ৯১)।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন :

هٰذَا كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ এই কিতাবকে আমি বরকতময় করিয়া অবতীর্ণ করিয়াছি।"

আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের সম্পর্কে সংবাদ দিয়া বলিতেছেন :

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا لَوْلَا اُوْتِىَ مِثْلَ مَا اُوْتِىَ مُوْسٰى

"আমার পক্ষ হইতে যখন সত্য (কুরআন) আসিয়াছিল, তখন মুশরিকরা বলিল– মূসাকে যাহা প্রদান করা হইয়াছে অনুরূপ তাহাকে কেন প্রদান করা হয় নাই" (২৮ : ৪৮)।

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন :

اَوَ لَمْ يَكْفُرُوْا بِمَا اُوْتِىَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ قَالُوْا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوْا اِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُوْنَ ـ

"ইহার পূর্বে মূসাকে যাহা কিছু দেওয়া হইয়াছে তাহা কি উহারা অস্বীকার করে নাই ? তাহারা কি ইহা বলে নাই যে, উভয়ই যাদুকর একে অপরের সাহায্যকারী। আমরা উহার সকলকেই অস্বীকার করিতেছি" (২৮ : ৪৮)।

আল্লাহ্ তা'আলা জিন সম্প্রদায়ের বক্তব্য তুলিয়া ধরিতেছেন :

يَاقَوْمَنَا اِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا اُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِىْ اِلَى الْحَقِّ ـ

"হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এমন এক কিতাব শুনিয়াছি যাহা হযরত মূসার পর অবতীর্ণ হইয়াছে। উহা পূর্বের তাওরাত কিতাবকে সমর্থন করে এবং সত্যের পথ প্রদর্শন করে" (৪৬ : ৩০)।

আলোচ্য تَمَامًا عَلَى الَّذِىْ اَحْسَنَ وَتَفْصِيْلًا আয়াতাংশের তাৎপর্য হইতেছে, আমি মূসাকে এমন কিতাব দান করিয়াছি যাহা সম্পূর্ণ এবং তাহার শরীআতের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের বর্ণনায় পরিপূর্ণ।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَكَتَبْنَا لَهٗ فِى الْاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ

"আমি তাহার জন্য তাওরাত কিতাবের প্রস্তুত খণ্ডসমূহে প্রত্যেকটি বস্তু সম্পর্কে লিখিয়া দিয়াছি" (৭ ঃ ১৪৫)।

আলোচ্য عَلَى الَّذِىْ اَحْسَنَ এর মর্ম হইল, আমার আদেশসমূহ বাস্তবায়ন ও উহার আনুগত্য করার নিমিত্ত আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিদান স্বরূপ এই কিতাব দান করিয়াছেন। এই আয়াতাংশটি هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ

"অনুগ্রহের প্রতিদান অনুগ্রহ ব্যতীত কিছু নয়।" আয়াতের ন্যায়। আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নলিখিত আয়াতসমূহও এইরূপ।

যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاِذِ ابْتَلٰى اِبْرَاهِيْمَ رَبُّهٗ بِكَلِمَاتٍ فَاَتَمَّهُنَّ قَالَ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ـ

"স্মরণ করুন ইবরাহীমকে, তাহার রব কয়েকটি বিষয়ে তাহাকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি সেগুলোকে পূর্ণভাবে সম্পন্ন করিয়া ছিলেন। তখন আল্লাহ্ বলিলেন, আমি তোমাকে সমগ্র মানবজাতির নেতা মনোনীত করিব" (২ ঃ ১২৪)।

وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ

"উহাদের হইতে আমি কতককে নেতা বানাইয়াছি যাহারা আমার নির্দেশমত মানুষকে পথপ্রদর্শন করে, তাহারা ধৈর্য ধারণ করিয়াছিল এবং আমার নির্দেশসমূহকে বিশ্বাস করিত" (৩২ ঃ ২৪)।

আবূ জা'ফর রাযী (র.) রবী ইব্ন আনাস (রা.) হইতে ثُمَّ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِىْ اَحْسَنَ আয়াত প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, আল্লাহ্র দানসমূহের মধ্যে ইহা অতিশয় উত্তম দান।

এই আয়াত প্রসঙ্গে কাতাদা (র.) বলিয়াছেন যে উত্তমরূপে সৎকর্ম করিলে আখিরাতে আল্লাহ্ তাহাকে পরিপূর্ণ নিয়ামত দিবেন।

ইব্ন জারীর (র.) বলেন ঃ এখানে على الذى احسن ইহার অর্থ على احانه অর্থাৎ الذى মাসদার হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্ বলেন– وخضتم كالذى خاضوا অর্থাৎ এখানেও الذى মাসদার হিসাবে ব্যবহৃত।

ইব্ন রাওয়াহা রচিত নিম্নলিখিত কবিতায় الذى মাসদাররূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। কবিতাটি এই ঃ

وثبت الله ما اتاك من حسن * فى المرسلين ونصرا كالذى نصروا ـ

"আল্লাহ্ তোমাকে যাহাকিছু দান করিয়াছেন তাহা নবীদের মধ্যে সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। আর উহাদিগকে সাহায্য করার ন্যায় তিনি তোমাকেও সাহায্য করিয়াছেন।"

অন্যান্যরা বলিয়াছেন যে, এই আয়াতে الذى শব্দটি الذين অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে। ইব্ন জারীর বলেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ এই আয়াতকে تَمَامًا عَلَى الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا রূপে পাঠ করিতেন।

ইব্ন আবূ নজীহ্ (র.) মুজাহিদের উদ্ধৃতি দিয়া বলিয়াছেন যে তিনি উক্ত আয়াতের احسن শব্দের অর্থ সৎকর্মপরায়ণ ও মু'মিন লোক বলিয়াছেন। আবূ উবায়দাও এইরূপ অভিমত পোষণ করিয়াছেন। সৎকর্মশীল হইলেন নবীগণ ও মু'মিনগণ। অর্থাৎ তাওরাতের মরতবা ও মাহাত্ম্য আমি মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ লোকদের নিকট প্রকাশ করিয়াছি।

আমার মতে এই আয়াতটি আল্লাহ্ পাকের নিম্নলিখিত আয়াতের ন্যায়।

قَالَ يَامُوْسٰى اِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِىْ وَبِكَلَامِىْ

"আল্লাহ্ বলিলেন, হে মূসা! আমি আমার প্রদত্ত রিসালাত ও কালাম দ্বারা তোমাকে সমগ্র মানুষের উপর মর্যাদা দান করিয়াছি" (৭ ঃ ১৪৪)।

অন্যান্য দলীল প্রমাণ হইতে জানা যায় যে, মূসা (আ.)-এর মর্যাদার এই শ্রেষ্ঠত্ব হযরত ইবরাহীম (আ.) ও শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে।

ইব্ন জারীর (র.) বলেন ঃ আবূ আমর ইব্ন আলা (র.) ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়ামুর হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি اَحْسَنَ শব্দকে যবরের পরিবর্তে পেশযুক্ত করিয়া اَحْسَنُ পাঠ করিতেন এবং এই অর্থ বলিতেন যে, তাহার জন্য যে উত্তম পূর্ণাংগ করা হইয়াছে। অতঃপর তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, আমি এইরূপ কিরাত পাঠ করা বৈধ মনে করি না– যদিও আরবী ভাষা অনুযায়ী এক দিক দিয়া ইহা বিশুদ্ধ। কতক লোকে ইহার অর্থ এই করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার বদান্যতা উহার জন্য পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছেন এবং এই অনুগ্রহ তাহাদিগকে কৃত অনুগ্রহের চাইতে অনেক বেশী। এই মতবাদটির বর্ণনাকারী হইলেন ইব্ন জারীর ও বাগাবী। এই মতবাদ এবং প্রথম মতবাদের মধ্যে তেমন কোন বিরোধ নাই। ইব্ন জারীর (র.) ইহার সমাধান করিয়াছেন এবং উহা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। সমগ্র প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য।

আর উপরোক্ত تَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً আয়াতাংশের মর্ম হইতেছে এই যে, মূসাকে প্রদত্ত তাওরাত কিতাব প্রত্যেকটি বস্তুর জন্য বিশদ বিবরণ সম্বলিত পুস্তক, পথের দিশা প্রদানকারী এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বিশেষ। এই আয়াত মূসা (আ.)-এর প্রতি অবতীর্ণকৃত কিতাবের প্রশংসাও গুণাগুণ বর্ণনা রহিয়াছে।

আলোচ্য وَهٰذَا كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ এই আয়াতে দুনিয়ার সকল মানুষকে আল-কুরআনের দিকে আহবান জানান হইয়াছে। আল্লাহ্ পাক তাঁহার বান্দাগণকে এই কিতাব অধ্যয়ন, উহার আদেশ পালন, উহা চিন্তা গবেষণা করা ইত্যাদির জন্য উৎসাহিত করিয়াছেন। কারণ, এই কিতাবের অনুসরণ যাহারা করিবে এবং কিতাবের বিধান মাফিক যাহারা কাজ করিবে, তাহাদের জন্য এই কিতাব ইহকালে ও পরকালে কল্যাণময় ও ফলপ্রসু হইবে বলিয়া তিনি ঘোষণা দিয়াছেন। তাই এই কুরআন হইল আল্লাহ্‌র বরকতময় কিতাব।

(١٥٦) اَنْ تَقُوْلُوْآ اِنَّمَآ اُنْزِلَ الْكِتٰبُ عَلٰى طَآئِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ص وَاِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغٰفِلِيْنَ ○

(١٥٧) اَوْ تَقُوْلُوْا لَوْ اَنَّآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتٰبُ لَكُنَّآ اَهْدٰى مِنْهُمْ ج فَقَدْ جَآءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ ج فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ط سَنَجْزِى الَّذِيْنَ يَصْدِفُوْنَ عَنْ اٰيٰتِنَا سُوْٓءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يَصْدِفُوْنَ ○

১৫৬. তোমরা যেন ইহা না বলিতে পার যে, কিতাব তো আমাদের পূর্বে দুইটি সম্প্রদায়ের প্রতি অবতীর্ণ করা হইয়াছিল। আর আমরা তাহাদের পঠন সম্পর্কে তো সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলাম।

১৫৭. অথবা তোমরা যেন ইহা না বলিতে পার যে, আমাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করা হইলে আমরা তাহাদের অপেক্ষা অনেক ভাল সৎপথ প্রাপ্ত হইতাম। সুতরাং এখন তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট দলীল হিদায়েত ও অনুগ্রহ আসিয়াছে। অতএব যে আল্লাহ্‌র আয়াতকে মিথ্যা মনে করে এবং তাহা হইতে মুখ ফিরাইয়া রাখে, তাহার চেয়ে বড় জালিম কে হইতে পারে ? যাহারা আমার আয়াত হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়, তাহাদের এই আচরণের জন্য আমি তাহাদিগকে অতিশয় নিকৃষ্ট শাস্তি দিব।

তাফসীর ঃ ইব্‌ন জারীর (র.) বলেন ঃ ইহার তাৎপর্য হইতেছে এই যে, এই কিতাব (কুরআন) আমি এইজন্য অবতীর্ণ করিয়াছি যাহাতে তোমরা এই কথা না

বলিতে পার যে, আমাদের পূর্বের দুইটি সম্প্রদায়ের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করা হইয়াছি, আমাদের প্রতি তো হয় নাই। তোমাদের ওজর আপত্তি খণ্ডন করিবার জন্যই ইহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্ অন্য আয়াতে বলিয়াছেন ঃ

لَوْ لَا اَنْ تُصِيْبَهُمْ مُّصِيْبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَيَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَوْ لَا اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ

"ইহা যদি না হইত যে উহাদের কর্মফলের দরুনই উহাদিগের প্রতি বিপদ আপতিত হইয়াছে, তবে উহারা বলিত, হে আমাদের প্রতিপালক! যদি তুমি আমাদের নিকট কোন রাসূল পাঠাইতে, তাহা হইলে আমরা তোমার নিদর্শনের আনুগত্য করিতাম" (২৮ ঃ ৪৭)।

আলোচ্য عَلٰى طَآئِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আলী ইব্‌ন তালহা (র.) ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ উক্ত আয়াতে ইয়াহূদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায়দ্বয়ের কথা বুঝান হইয়াছে। মুজাহিদ, সুদ্দী, কাতাদা (র.)সহ অনেকেই এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

আলোচ্য وَاِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِيْنَ আয়াতাংশের মর্ম হইতেছে যে, আমরা তাহাদের কথা বুঝিতাম না। কেননা তাহারা আমাদের ভাষাভাষী নহে। আমরা উহাদের ব্যাপারে অমনোযোগী হইয়াছি এবং উহাদিগের নিকট যাহা কিছু আসিয়াছে তাহা হইতে অন্য কাজে নিমগ্ন হইয়াছি। কারণ উহাদের পঠন পাঠন সম্বন্ধে আমরা কোন কিছুই অবহিত নহি।

আলোচ্য اَوْ تَقُوْلُوْا لَوْ اَنَّا اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا اَهْدٰى مِنْهُمْ -আয়াতের তাৎপর্য হইল এই যে, আমি তোমাদের বারংবারের এই হঠকারী উক্তি ও বাহানাকে খণ্ডন করিয়াছি যেন তোমরা ইহা না বলিতে পার যে, আমাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করা হইলে আমরা উহাদের এবং উহাদেরকে যাহা কিছু দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে অনেক বেশী হিদায়েতপ্রাপ্ত ও সৎপথের অনুসারী হইতাম। যেমন উহাদের এইরূপ আচরণের কথা আল্লাহ্ পাক অন্য এক আয়াতে বর্ণনা করিয়াছেন।

তিনি বলেন ঃ

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ لَّيَكُوْنُنَّ اَهْدٰى مِنْ اِحْدَى الْاُمَمِ -

"উহারা আল্লাহ্‌র নামে কঠিন শপথ করিয়া বলে যে, যদি তাহাদের নিকট কোন ভীতি প্রদর্শনকারী নবী রাসূল আসেন, তবে উহারা অন্যান্য যে কোন জাতি অপেক্ষা অনেক বেশী সৎপথের অনুসারী হইবে" (৩৫ ঃ ৪২)।

এখানেও ঠিক অনুরূপ কথা বলা হইয়াছে।

আলোচ্য فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইতেছে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে তোমাদের ভাষাভাষী আরবী নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর নিকট কুরআন আসিয়াছে। উহাতে বৈধ ও নিষিদ্ধ সকল বিষয়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। পরন্তু এই কুরআন অন্তরকে সৎপথ প্রদর্শন করে আর ইহার অনুসারী এবং ইহাতে স্থাপনকারী আল্লাহ্র বান্দাগণের জন্য এই কুরআন আল্লাহ্র রহমত ও দয়া বিশেষ।

আলোচ্য فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ আয়াতাংশের মর্ম হইতেছে এই যে, উহারা যেমন রাসূলের আনীত জীবন-বিধান দ্বারা উপকৃত হয় না, তেমনি রাসূলকে প্রদত্ত জীবন বিধানের অনুসরণও করে না। বরং উহা হইতে নিজেরা মুখ ফিরাইয়া থাকে এবং মানুষকেও ফিরাইয়া রাখে। মানুষ যাহাতে রাসূলের পথে আসিতে না পারে সেজন্য উহারা বাধা হইয়া দাঁড়ায়। সুদ্দী (র.) ইহা বলিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা.), মুজাহিদ ও কাতাদা (র.)-এর মতে وَصَدَفَ عَنْهَا অর্থ হইল আল্লাহ্র পথ হইতে বিমুখ হওয়া।

এখানে সুদ্দী (র.)-এর মতবাদটিই শক্তিশালী ও যুক্তিযুক্ত। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্র নিদর্শনকে যাহারা মিথ্যা ভাবে এবং তাহা হইতে ফিরিয়া থাকে, উহাদের চেয়ে বড় জালিম কেহই হইতে পারে না। যেমন এই সূরার প্রথম দিকে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْئَوْنَ عَنْهُ وَاِنْ يُّهْلِكُوْنَ اِلاَّ اَنْفُسَهُمْ

"উহারা নিজেরা ঈমান লওয়া হইতে নিবৃত্ত রহিতেছে এবং অন্যদিগকেও বিরত রাখিতেছে। উহারা নিজেরাই নিজদিগকে ধ্বংস করিতেছে" (৬ ঃ ২৬)।

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ -

"কাফিরগণ মানুষকে আল্লাহ্র পথ হইতে বিরত রাখে। আমি উহাদিগকে শাস্তির উপর অধিক মাত্রায় শাস্তি দিব" (১৬ ঃ ৮৮)।

আল্লাহ্ পাক নিম্নলিখিত আয়াতে বলেন ঃ

سَنَجْزِى الَّذِيْنَ يَصْدِفُوْنَ عَنْ اٰيٰتِنَا سُوْٓءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يَصْدِفُوْنَ

"যাহারা আমার নির্দশন হইতে ফিরিয়া থাকে, তাহাদের এই ফিরিয়া থাকার অপরাধের জন্য অতিসত্বর তাহাদিগকে অতি নিকৃষ্টতর শাস্তি দিব" (৬ ঃ ১৫৭)। এ ক্ষেত্রে ইব্ন আব্বাস (রা.) মুজাহিদ ও কাতাদা (র.) যে বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন

উক্ত আয়াতের মর্ম তাহাই প্রমাণিত হয়। সুতরাং فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ عَنْهَا আয়াতাংশের সারমর্ম হইল উহারা আল্লাহ্র আয়াতকে বিশ্বাস করে না এবং তদানুযায়ী কাজও করে না। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্য আয়াতে বলিয়াছেন ঃ

فَلاَصَدَّقَ وَلاَصَلّٰى ، وَلٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى

"উহারা বিশ্বাসস্থাপনও করে না এবং নামাযও পড়ে না। বরং মিথ্যা মনে করে এবং উহা হইতে ফিরিয়া থাকে" (৭৫ ঃ ৩১-৩২)।

ইহা ব্যতীত আল-কুরআনে আরও বহু আয়াত রহিয়াছে যাহা দ্বারা কাফিরগণ আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন-বিধান এবং তাহার রাসূলকে আন্তরিকভাবে মিথ্যা মনে করা এবং উহার অনুসরণ ও বাস্তবায়নকে পরিহার করার কথা প্রমাণিত হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সুদ্দী (র.)-এর উক্তিই শক্তিশালী ও দেদীপ্যমান। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ। উপরোক্ত আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যের সমর্থনে নিম্নলিখিত আয়াতও আল-কুরআনে বর্ণিত পাওয়া যায়। আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ عَنْهَا

অর্থাৎ তার চেয়ে বড় জালিম কে আছে যে লোক আল্লাহ্র আয়াতকে মিথ্যা বলে আর তাহা হইতে বিরত থাকে ও রাখে ?

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُوْنَ -

"যাহারা নিজেরা কাফির এবং আল্লাহ্র পথে অন্যকেও আসিতে বাধা দেয়, আমি উহাদিগের উপর শাস্তি বাড়াইয়া দিব; কারণ তাহারা অশান্তি সৃষ্টি করে"(১৬ ঃ ৮৮)।

(১৫৮) هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ اَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ ۗ يَوْمَ يَأْتِيْ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِيْٓ اِيْمَانِهَا خَيْرًا ۗ قُلِ انْتَظِرُوْٓا اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ○

১৫৮. তাহারা শুধু ইহারই না প্রতীক্ষা করে যে, তাহাদের নিকট ফেরেশতা আসিবে অথবা তোমার প্রতিপালক আসিবেন কিংবা তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন আসিবে? যেদিন তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন আসিবে, সেদিনের পূর্বে ঈমান না আনিয়া থাকিলে, সে ব্যক্তির তখন ঈমান আনায় কোন ফল হইবে না। অথবা ঈমান অনুযায়ী তখন সৎকর্ম করিলেও তাহাতে কোন কাজ হইবে না। হে নবী! বল যে, তোমরা প্রতীক্ষা কর, আর আমিও প্রতীক্ষা করিতেছি।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখিত আয়াতে কাফিরদিগকে এবং তাঁহার রাসূলের বিরোধিগণকে, যাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শন ও আয়াত মিথ্যা ভাবে ও মানুষকে আল্লাহ্‌র পথ হইতে ফিরাইয়া রাখে, তাহাদিগকে কঠোর ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন। আল্লাহ্ বলেন, উহারা এই প্রতীক্ষায় রহিয়াছে যে, উহাদের নিকট ফেরেশতা বা স্বয়ং তোমার প্রভু উপস্থিত হইবেন। ইহা কিয়ামতের দিন হইবে। অথবা তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন আসিবার প্রতীক্ষায় উহারা রহিয়াছে। যে দিন প্রতিপালকের কোন নিদর্শন আসিবে সেদিন কোন ব্যক্তির ঈমান ফলপ্রসূ হইবে না। আর ইহা কিয়ামতের পূর্ব নিদর্শনসমূহের অন্যতম কিছু হইবে।

ইমাম বুখারী এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন ঃ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র.) - - - - আবূ হুরায়রা (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলিয়াছেন ঃ দিবাচক্রবালের পশ্চিম প্রান্ত হইতে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হইবে না। মানুষ যখন ইহা অবলোকন করিবে, তখন কিয়ামতের প্রতি ঈমান আনিবে। কিন্তু তখন ঈমান গ্রহণে কোন ফল হইবে না, যদি পূর্বাহ্লে ঈমান না আনিয়া থাকে। ইসহাক (র.) বিভিন্ন রাবীর সনদে আবূ হুরায়রা (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলিয়াছেন ঃ

"দিবা চক্রবালের পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত অনুষ্ঠিত হইবে না। পশ্চিম দিক হইতে সূর্য উদয় হইলে লোকেরা উহা অবলোকন করিয়া সকলেই ঈমান আনিবে। কিন্তু পূর্বে ঈমান না আনিয়া থাকিলে এই সময় ঈমান আনায় কোন ফলোদয় হইবে না। অতঃপর তিনি উপরোক্ত আয়াত পাঠ করিলেন।"

এই হাদীছটি এককভাবেই দুইটি সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম সনদে বর্ণিত হাদীছটি ইমাম তিরমিযী ব্যতীত সিহাহ্ সিত্তাহ্‌র সকলেই বর্ণনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় সনদের হাদীছটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র.) বলেন ঃ আবূ কুরাইব (র.) বিভিন্ন রাবীর সনদে আবূ হুরায়রা (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলিয়াছেন ঃ তিনটি পূর্ব নিদর্শন যখন প্রকাশ পাইবে, তখন আগে ঈমান না আনিয়া থাকিলে তখনকার ঈমান আনায় কোন উপকার হইবে না। তেমনি ঈমানের ভিত্তিতে নেক আমল করাও ফলপ্রসূ হইবে না। সেই নিদর্শন তিনটি হইতেছে পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয় হওয়া; দাজ্জাল প্রকাশ হওয়া এবং দাব্বাতুল আরদ বাহির হওয়া। এই হাদীছকেই ইমাম আহমদ (র.) অন্যান্য রাবীর সনদে আবূ হুরায়রা (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার মতে তৃতীয় লক্ষণ হইল ধুয়া উদগীরণ হওয়া। ইমাম মুসলিম ও ইমাম তিরমিযী একাধিক সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র.) বলিয়াছেন ঃ রবী' ইব্‌ন সুলায়মান (র.) - - - - আবূ হুরায়রা (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী (সা.) বলিয়াছেন ঃ পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হইবে না। যখন পশ্চিম দিকে সূর্যোদয় হইবে তখন সকল মানুষই ঈমান আনিবে। কিন্তু পূর্বে ঈমান না আনিয়া থাকিলে

তখন ঈমান আনায় কোন ফলোদয় হইবে না।

এই হাদীছকে বিভিন্ন সনদে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং হাফিজ আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়া তাহার তাফসীরে উল্লেখিত সবগুলি সনদই প্রকাশ করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র.) বলিয়াছেন, হাসান ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র.) বিভিন্ন রাবীর সনদে আবূ হুরায়রা (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলিয়াছেন ঃ

"যে লোক পশ্চিম দিক হইকে সূর্যোদয় হইবার পূর্বে তাওবা করিবে তাহার তাওবা মঞ্জুর হইবে।"

তবে সিহাহ্ সিত্তাহ্‌র কেহই এ হাদীছটি বর্ণনা করেন নাই।

অন্য এক হাদীছ। বুখারী ও মুসলিম সহ অন্যান্য হাদীছ সংকলক ইবরাহীম ইব্‌ন ইয়াযীদ (র.) সহ অন্যান্য রাবীর সনদে আবূ যার (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলিয়াছেন ঃ সূর্য অস্তমিত হইলে কোথায় যায় তাহা কি তুমি জান ? আমি বলিলাম– না, আমি জানি না। মহানবী (সা.) বলিলেন– সে আরশের সম্মুখে গিয়া সিজদাবনত হইয়া পড়ে। যখন তাহাকে প্রত্যাবর্তন করার কথা বলা হয়, তখন সে সিজদা হইতে উঠে। হে আবূ যার। যে দিন সূর্যকে বলা হইবে, যেখানে অস্তমিত হইয়াছ তথা হইতে উদয় হও; সেই দিন পূর্বে ঈমান না আনিয়া থাকিলে ঈমান আনায় আর কোন উপকার হইবে না।

(আর এক হাদীছ) হুযায়ফা ইব্‌ন উসায়েদ ইব্‌ন আবূ শুরায়হা গিফারী (রা.) হইতে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র.) বলেন ঃ সুফিয়ান ফুরাত ও আবূ তুফায়েলের সূত্রে হুযায়ফা ইব্‌ন উসায়েদ গিফারী (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আমাদের নিকট আসিলেন। আমরা কিয়ামতের লক্ষণ সম্পর্কে পরস্পর আলোচনা করিতেছিলাম। মহানবী (সা.) আমাদের আলোচনা শুনিয়া বলিলেন– তোমরা দশটি লক্ষণ প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত কিয়ামত অনুষ্ঠিত হইবে না। সেই লক্ষণ হইল পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয় হওয়া, ধুয়ায় ভূপৃষ্ঠ আচ্ছন্ন হইয়া যাওয়া, এক ধরনের অদ্ভুত জীবের প্রকাশ হওয়া, ইয়াজুজ মাজুজের আবির্ভাব হওয়া, ঈসা ইব্‌ন মারয়ামের শুভাগমন হওয়া, দাজ্জাল বাহির হওয়া, তিনটি ভূমিধস হওয়া– একটি পূর্বদিকে, পশ্চিম দিক একটি একটি আরব উপদ্বীপে, এবং আদন (এডেন) ভূগর্ভ হইতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বাহির হইয়া সর্বত্র ছড়াইয়া পড়া। উহা সমস্ত মানুষকে হাঁকাইয়া নিবে অথবা একত্র করিবে। যেখানে তাহারা রাত্রি যাপন করিতে চাহিবে সেখানে আগুনও সমুপস্থিত এবং যেখানে তাহারা দুপুরে বিশ্রাম করিবে আগুনও তাহাদের সঙ্গে থাকিবে। ইমাম মুসলিম ও অনুরূপভাবে এই হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। চারিটি সুনান কিতাবের সংকলকগণও এই হাদীছকে ফুরাতুল কাজ্জাজের সূত্রে হুযায়ফা ইব্‌ন আসীদ (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী এই হাদীছকে "হাসান" ও "সহীহ্" বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

(আর একটি হাদীছ) ইহা হুযায়ফা ইব্নুল ইয়ামান (রা.) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। ছাওরী (র.) হুযায়ফা (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ মহানবী (সা.)-কে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয় হওয়ার লক্ষণ কি? মহানবী (সা.) জওয়াব দিলেন ঃ সেই রাত্রিটি পবিত্র। যাহারা রাত্রে তাহাজ্জুদ নামায পড়ে তাহারা জাগরিত হইয়া পূর্বের ন্যায় নামায ও অন্যান্য ইবাদত করিতে থাকিবে। আকাশের নক্ষত্র পরিদৃষ্ট হইবে না; ইতিপূর্বে উহা অস্তমিত হইয়াছে। অতঃপর নক্ষত্র উদয় হইলে তাহারা আবার জাগরিত হইয়া নামাযে দণ্ডায়মান হইবে। অতঃপর নিদ্রায় যাইয়া আবার জাগরিত হইয়া নামাযে দণ্ডায়মান হইবে। এমনিভাবে শয়ন করিতে করিতে উহাদের নিতম্ব ও পাজরদেশ অবশ হওয়া পড়িবে এবং রাত্রি খুব লম্বা ও দীর্ঘকায় হইবে। সমগ্র মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িবে কিন্তু রাত্রি প্রভাত হইবে না। সকল মানুষ পূর্ব দিক হইতে সূর্যোদয়ের জন্য অপেক্ষা করিতে থাকিবে। কিন্তু হঠাৎ সূর্য পশ্চিমদিক হইতে উদয় হইবে। সকল মানুষ পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয় অবলোকন করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁহার রাসূল ও দীনের প্রতি ঈমান আনিবে। কিন্তু তখনকার ঈমান আনায় উহাদের কোনই উপকার হইবে না। ইব্ন মারদুবিয়াও এই হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এই ধরনের হাদীছের সিহাহ্ সিত্তাহ্র কোন কিতাবে উল্লেখ নাই।

(আর এক হাদীছ) ইহা আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। তাহার পূর্ণ নাম হইল সা'দ ইব্ন মালিক ইব্ন সিনান (রা.)। ইমাম আহমদ (র.) বলেন ঃ ওয়াকী ইব্ন আবূ লামামা আতিয়াতুল আনবারি সূত্রে আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) উপরোক্ত بَعْضُ اٰيَاتِ رَبِّكَ لَايَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا আয়াতাংশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, ঐ দিনটি হইল সেই দিন, যে দিন পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয় হইবে।

ইমাম তিরমিযী (র.) এই হাদীছ বর্ণনা করিয়া উহাকে 'গরীব' হাদীছ নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। আরও এক লোকে এই হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন বটে কিন্তু 'মারফূ' সনদে নহে।

তালূত ইব্ন আব্বাদ (রা.) আবূ উমামা সুদাই ইব্ন আজলান (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলিয়াছেন ঃ কিয়ামতের লক্ষণ হইল পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয় হওয়া।

আদিম ইব্ন আবূ নাজুদ (র.) সাফ্ওয়ান ইব্ন আসাল (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন-- আমি মহানবী (সা.)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা

পশ্চিম দিকে বিরাট একটি দরজা তাওবার জন্য খুলিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। দরজাটি সত্তর বৎসরের দূরত্বের ব্যবধানের ন্যায় প্রশস্ত। সেই দরজাটি পশ্চিমদিক হইতে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত বন্ধ হইবে না। এই হাদীছটি ইমাম তিরমিযীও বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইমাম নাসাঈ ইহাকে সহীহ্ হাদীছ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। ইব্ন মাজা এই হাদীছকে দীর্ঘ হাদীছে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

(আর এক হাদীছ) ইহা আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফা (রা.) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। ইব্ন মারদুবিয়া (র.) বলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন দুহাইম (রা.) আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফা (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি মহানবী (সা.)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে মানুষের নিকট এমন একটি রাত্রির আগমন হইবে যাহা তোমাদের এই রাত্রিগুলির তিনটি রাত্রির সমান। এই রাত্রির আগমন হইলে তাহাজ্জুদ আদায়কারী লোকেরা উহা চিনিতে পারিবে। উহারা গাত্রোত্থান করিয়া নামায পড়িবে এবং ওযীফা আদায় করিবে। অতঃপর নিদ্রায় যাইবে। আবার জাগিয়া নামাযে দণ্ডায়মান হইবে এবং ওযীফা আদায় করিয়া নিদ্রায় যাইবে। এহেন মুহূর্তে চর্তুদিক হইতে চিৎকার শুরু হইবে এবং পরস্পর পরস্পরকে বলিবে, ইহা কি অবস্থা! অতঃপর উহারা ভীত হইয়া মসজিদে গিয়া আশ্রয় নিবে। তখন হঠাৎ করিয়া পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয় হইবে। সূর্য আকাশের মধ্যস্থান পর্যন্ত আসিয়া আবার পশ্চিমে অস্তমিত হইবে এবং তাহার উদয়স্থল পূর্বপ্রান্ত হইতে যথারীতি উদয় হইতে থাকিবে। মহানবী বলেন– এই সময় কোন ব্যক্তি ঈমান আনিলে কোন ফল হইবে না। এই হাদীছটি এই সনদ অনুযায়ী গরীব। সিহাহ্ সিত্তাহ্র কোন কিতাবে ইহার উল্লেখ নাই।

(আর এক হাদীছ) ইহা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম আহমদ (র.) বলেন ঃ ইসমাঈল ইব্ন ইবরাহীম (র.) আমর ইব্ন জাবীর হইতে বর্ণনা করেন ঃ যে, তিনি বলেন– তিনজন মুসলমান মদীনায় মারওয়ানের নিকট এমন সময় গিয়াছিল যখন সে কিয়ামতের লক্ষণ সম্পর্কে হাদীছ বর্ণনা করিতেছিলেন। তাহারা এই বলিতে শুনিল যে, কিয়ামতের পহেলা লক্ষণ হইল দাজ্জাল বাহির হওয়া। ইব্ন জারীর বলেন, উহারা তথা হইতে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমরের নিকট গিয়া মারওয়ানের নিকট কিয়ামতের লক্ষণ সম্পর্কে যাহা শুনিয়াছিলেন তাহা বর্ণনা করিলেন। তিনি ইহা শুনিয়া জওয়াব দিলেন- মারওয়ান কিয়ামতের লক্ষণের কিছুই বলে নাই। আমি মহানবী (সা.) হইতে ইহা শুনিয়া সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়াছি যে তিনি বলিয়াছেন, কিয়ামতের বড় লক্ষণসমূহের মধ্যে পহেলা লক্ষণ হইল পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয় হওয়া। অতঃপর দাব্বাতুল আরদের (একপ্রকার অদ্ভূদ জন্তু) প্রকাশ হওয়া। এই দুইটির একটি পূর্বে হইবে অপরটি তাহার পরপর হইবে।

অতঃপর ইব্ন উমর (রা.) বলেন ঃ আমি মনে করি কিয়ামতের বড় লক্ষণগুলির মধ্যে পহেলা লক্ষণ হইল পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয় হওয়া। অপর এই সূর্য যখনই অস্তমিত হয়, তখনই আরশের নিম্নদেশে উপস্থিত হইয়া সিজদাবনত হয়। অতঃপর পূর্ববৎ যথাস্থানে প্রত্যাবর্তন করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে। সুতরাং তাহাকে প্রত্যাবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হয়। এইভাবে পশ্চিম দিক হইতে উদয় না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা অনুমতি দিতে থাকেন। সুতরাং সে যেরূপ কাজ করিত সেইরূপ করিতে থাকে। এভাবে একদিন আসিয়া সিজদা করিয়া প্রত্যাবর্তনের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিবেন। কিন্তু তাহার উপর কোন হুকুম জারি হইবে না। আবার প্রত্যাবর্তনের অনুমতি প্রার্থনা করা হইবে, কিন্তু তাহার উপর কোন হুকুম জারি হইবে না। এমনিভাবে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় একটি রাত্রির অবসান হইলে সে বুঝিতে পারিবে যে যখন তাহাকে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেওয়া হইবে; তখন সে পূর্ব দিকে উপনীত হইতে পারিবে না। ফলে সূর্য তখন বলিবে হে আমার প্রতিপালক! আমার হইতে মানুষ পর্যন্ত পূর্বদিককে খুব বেশী দূরত্ব করিও না। এমনিভাবে শেষ পর্যন্ত আকাশের দিগন্ত উন্মুক্ত হইবে। মনে হইবে যেন উহার প্রত্যাবর্তনের অনুমতির আবেদনটি সেখানে ঝুলন্ত অবস্থায় রহিয়াছে। অতএব তাহাকে বলা হইবে তুমি তোমার স্থানে চলিয়া যাও এবং উদয় হও। সুতরাং সে পশ্চিম দিক হইতে উদয় হইয়া মানুষের নিকট আত্মপ্রকাশ করিবে। আবদুল্লাহ্ এই আয়াতটি পাঠ করিলেন ঃ

لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ

ইমাম মুসলিমও এই হাদীছ তদীয় কিতাবে উল্লেখ করিয়াছেন। আবূ দাউদ ও ইব্ন মাজা তাহাদের সুনান কিতাবদ্বয়ও এই হাদীছকে আবূ হাইয়ান তাইমী, যাহার পূর্ণ নাম হইল ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ ইব্ন হাইয়ান (র.) আবূ যার্‌রাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন জরীরের সূত্রে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

(আর একটি হাদীছ) ইহা আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইবনুল 'আস হইতে বর্ণিত হইয়াছে।

তাবারানী (র.) বলেন ঃ আহমদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খালিদ ইব্ন হাইয়ান আরবকী (র.) ...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন 'আস (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবদুল্লাহ্ বলেন ঃ

"মহানবী (সা.) বলিয়াছেন ঃ পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয় হইলে ইবলীস সিজদাবনত হইয়া প্রার্থনা করিতে থাকিবে, হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে যে কোন লোককে সিজদা করার জন্য নির্দেশ দাও। তখন তাহার প্রহরিগণ সমবেত হইয়া বলিবে, এই অনুনয়-বিনয় কেন? তখন ইবলীস বলিবে– আমি আমার প্রতিপালকের

নিকট একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সুযোগ দেওয়ার প্রার্থনা করিয়াছিলাম। সেই নির্দিষ্ট সময়টি এই। বর্ণনাকারী বলেন– অতঃপর দাব্বাতুল আরদ ছাফা পাহাড়ের বিদারণ হইতে বাহির হইবে। সর্বপ্রথম সে এন্টিয়কে পা রাখিবে। অতঃপর ইবলীস আসিয়া উহাকে চড় মারিবে। এই হাদীছটি গরীব। ইহার সনদ খুব দুর্বল। হয়ত ইবনুল 'আস এই হাদীছটি সেই সহচরদ্বয় হইতে গ্রহণ করিয়াছেন যাহাদিগকে ইয়ারমুকের যুদ্ধের দিন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর মাঠে নামাইয়া ছিলেন। তাই তাহাদের বরাতে বর্ণিত হাদীছটি মুনকার হাদীছ (আল্লাহই মহাজ্ঞানী)।

(আর এক হাদীছ) ইহা আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর, আবদুর রহমান ইব্ন আউফ এবং মুআবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান (রা.) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম আহমদ (র.) বলেন ঃ

হাকাম ইব্ন নাফি' (র.) অন্যান্য বর্ণনাকারীর সূত্রে ইব্ন সা'দী (র.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা.) বলিয়াছেন ঃ "শত্রু যতদিন যুদ্ধ অব্যাহত রাখে, ততদিন হিজরত বন্ধ হইবে না।" অতঃপর মুআবিয়া, আবদুর রহমান ইব্ন আউফ এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইবনুল 'আস (রা.) বলেন ঃ মহানবী (সা.) বলিয়াছেন ঃ হিজরত দুই প্রকার। পহেলা হিজরত হইল পাপের কাজ পরিত্যাগ করা। আর দ্বিতীয় হিজরত হইল আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাহার রাসূলের দিকে হিজরত করা। তওবা কবূল হওয়া পর্যন্ত হিজরত বন্ধ হইবে না। তবে পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত সর্বদা তওবা কবূল হইতে থাকিবে। তাই সেদিকে উদিত হইবে, তখন সমস্ত মানুষের যাহার মধ্যে কিছু ঈমান ও আমল রহিয়াছে তাহা মোহর করিয়া দেওয়া হইবে এবং উহাই তাহার জন্যে নির্দিষ্ট থাকিবে।

এই হাদীছটি 'হাসান' সনদে বর্ণিত বটে। কিন্তু সিহাহ্ সিত্তাহ্‌র কিতাবের কোন সংকলকই ইহাকে গ্রহণ করেন নাই।

(আর এক হাদীছ) ইহা ইব্ন মাসউদ (রা.) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। আল-আরাবী ইব্ন সিরীনের সূত্রে আবূ উবায়দা হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মাসউদ (রা.) বলিয়াছেন, কিয়ামতের যে সব লক্ষণের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে উহা প্রায়ই পাওয়া গিয়াছে। মাত্র চারিটি লক্ষণ এখনও অবশিষ্ট। উহা হইল পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয় হওয়া, দাজ্জালের আবির্ভাব হওয়া, দাব্বাতুল আরদ বাহির হওয়া এবং ইয়াজুজ মাজুজ বাহির হওয়া। অতঃপর তিনি বলেন–তবে যে লক্ষণটির দরুন আমলনামা মোহর করা হইবে, তাহা হইল পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয় হওয়া। তোমরা কি আল্লাহ্ তা'আলার এই আয়াতের প্রতি লক্ষ্য কর নাই যে, তিনি বলিয়াছেন– يَوْمَ يَأْتِىْ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ (যেদিন তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন আসিবে।) অর্থাৎ পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয় হইবে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-এর বর্ণিত একটি হাদীছকে হাফিজ আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়া তদীয় তাফসীরে মারফূ' সনদে বর্ণনা করিয়া দীর্ঘ বর্ণনার এ হাদীছকে গরীব ও মুনকার নামে অভিহিত করিয়াছেন! হাদীছের বিবরণ হইল এই ঃ সেই দিন চন্দ্র-সূর্য একত্রে পশ্চিম দিক হইতে উদয় হইবে। আকাশের মধ্যস্থানে আসিবার পর আবার পশ্চিম আকাশে অস্তমিত হইবে। অতঃপর পূর্ববৎ তাহার উদয়স্থল পূর্বাকাশ হইতে নিয়মিত উদয় হইতে থাকিবে।

এই হাদীছটি সনদের দিক দিয়া শুধু 'গরীবই' নয় বরং মুনকার ও মাওজু বটে। হাদীছটিকে মারফূ' দাবী করা হইলেও উহা ইব্‌ন আব্বাস (রা.) অথবা ওয়াহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ্‌র বক্তব্য। ফলে উহার মারফূ' রূপে পরিবর্তন করা হইয়াছে। আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।

সুফিয়ান (র.) মানসূর ও আমিরের সূত্রে আয়িশা (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ কিয়ামতের পহেলা লক্ষণ প্রকাশ হইলে আমলনামা বন্ধ হইবে এবং কিরামান ও কাতিবীন ফেরেশতাদ্বয়ের দায়িত্ব শেষ হইবে। এই হাদীছকে ইব্‌ন জারীরও বর্ণনা করিয়াছেন।

আর আলোচ্য لَايَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ আয়াতাংশের মর্ম হইল, সেদিন আল্লাহ্‌র কথার বাস্তব প্রমাণ পাইয়া কাফিরগণ তাহার প্রতি ঈমান আনিবে। কিন্তু তাহাদের ঈমান গ্রহণ করা হইবে না। পক্ষান্তরে ইহার পূর্বে যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকাজ করিয়াছে, তাহারা বিরাট কল্যাণ লাভ করিবে। তবে তাহারা যদি সৎকর্ম পরায়ণ না হইয়া থাকে এবং সেদিন নূতনভাবে তওবা করে তাহাদের তওবা গৃহীত হইবে না। উল্লেখিত হাদীছসমূহ এবং اَوْ كَسَبَتْ فِىْ اِيْمَانِهَا خَيْرًا আয়াত দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয়।

আলোচ্য قُلِ انْتَظِرُوْا اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ আয়াতাংশ দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরগণকে কঠোরভাবে ধমক দিতেছেন। ইহা সেইসব নূতন ঈমানদার ও নূতন তওবাকারীদের জন্য সর্তকবাণী যাহাদের শেষ মুহূর্তের ঈমান ও তওবা দ্বারা কোন উপকার হইবে না। এই বিধান কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার নিকটবর্তী সময় পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয় হওয়ার পরই প্রযোজ্য তাহার পূর্বে নহে। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্য এক আয়াতে বলিয়াছেন ঃ

فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلاَّ السَّاعَةَ اَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ اَشْرَاطُهَا فَاَنّٰى لَهُمْ اِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ -

"উহারা কি শুধু কিয়ামতের অপেক্ষা করিতেছে ? কিয়ামত হঠাৎ করিয়া ঘটিবে।

এখানে স্মরণ রাখা উচিত যে, পাপ কাজ করার ইচ্ছা করিয়াও উহা পরিহার করা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। (১) কখনো আল্লাহ্‌কে ভয় করিয়া তাহার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে পরিহার করা হয়। এহেন লোকের জন্য একটি নেকী লিখা হয়। ইহা আমল ও নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল। আর এই জন্যই তাহার আমলনামায় নেকী লিখা হয় যেমন কোন এক সহীহ্ হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ্ বলেন– এই পাপের কাজ একমাত্র আমাকে ভয় করিয়া বা আমার কারণেই পরিহার করা হইয়াছে। (২) কখনো এই রূপ হয় যে, পাপ করার ইচ্ছা করা সত্ত্বেও ভুলবশত উহা করা হয় না। এহেন ব্যক্তির জন্য নেকী বা গুনাহ্ কিছুই নাই। কেননা সে ভাল উদ্দেশ্যে যেমন তাহা পরিহার করে নাই, তেমনি সে খারাপ কাজও করে নাই। সুতরাং তাহার জন্য কিছুই নাই। (৩) কখনও এমনও হয় যে পাপকাজ কার্যকরী করার জন্য প্রচেষ্টা চালায় উহার কার্যকারণসমূহও সমুপস্থিত করে। কিন্তু উহা করিতে ব্যর্থ হয়। এলোক পাপ না করিলেও পাপকারীর স্থানে শামিল। যেমন হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, মহানবী (সা.) বলিয়াছেন ঃ দুইজন মুসলমান পরস্পর তরবারি দ্বারা লড়াই করিয়া একজনকে হত্যা করিলে উহারা উভয়ই দোযখী হইবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন– হে আল্লাহ্‌র রাসূল! হত্যাকারী দোযখী হওয়া যুক্তিযুক্ত। কিন্তু যাহাকে হত্যা করা হইয়াছে সে দোযখী হইবে কি কারণে? মহানবী (সা.) জবাব দিলেন– সে স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্য করার জন্য লালায়িত ছিল।

ইমাম আবূ ইয়ালা মুসিলী (র.) বলিয়াছেন ঃ

মুজাহিদ ইব্‌ন মূসা (র.) — — — —আনাস (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা.) বলিয়াছেন ঃ যে লোক নেক কাজ করার ইচ্ছা করে আল্লাহ্ তাহার জন্য নেকী লিখিয়া দেন। সে কাজ করা হইলে তাহার জন্য দশগুণ নেকী লিখিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে কোন লোক পাপ কাজ করার ইচ্ছা করিলে উহা না করা পর্যন্ত কিছুই লেখেন না। যদি কাজটি করা হয়, তবে একটি পাপ লিখেন। উহা না করিলে একটি নেকী তাহার আমল নামায় লিখেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, বান্দা আমার ভয়ে একাজ পরিহার করিয়াছে। ইহা হইতেছে মুজাহিদ ইব্‌ন মূসা (র.) বর্ণিত হাদীছ।

ইমাম আহমদ (র.) বলেন ঃ

আবদুর রহমান ইব্‌ন মাহদী (র.) — — — —খুরাইম ইব্‌ন ফাতেক আসাদী (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলিয়াছেন ঃ মানুষ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত এবং আমল বিভক্ত ছয় শ্রেণীতে। (১) প্রথম শ্রেণীর মানুষ ইহকাল ও পরকালে খুব ভাগ্যবান হইবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ ইহকালে খুব ভাগ্যবান হইবে কিন্তু পরকালে হইবে ভাগ্যহীন ও সম্বলহীন। তৃতীয় শ্রেণীর মানুষ ইহকালে হইবে ভাগ্যহীন ও সহায়সম্বলহীন, কিন্তু পরকালে তাহাদের ভাগ্য হইবে খুব প্রসন্ন ও সমৃদ্ধ। চুর্তথ শ্রেণীর লোকেরা ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতেই ভাগ্যহীন ও সহায়- সম্বলহীন হইবে। আমল ছয় প্রকার এই ঃ ওয়াজিবকারী দুই প্রকার। দুই প্রকার সমপরিমাণের

যোগ্য। এক প্রকার হইল প্রতিদান দশগুণ হইবে। এক প্রকারের প্রতিদিন সাতশতগুণ পর্যন্ত দেওয়া হইবে। ওয়াজিবকারী আমল দুইটি হইল এই যে, কোন লোক মুসলিম ও মু'মিন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিল, এবং সে আল্লাহ্‌র সহিত কাহাকেও শরীক করে নাই, তাহার জান্নাত ওয়াজিব (অনিবার্য) হইয়া যায়। যে লোক কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাহার জন্য ওয়াজিব হয় জাহান্নাম। তেমনি যে লোক ভাল কাজ করার ইচ্ছা করিয়াও উহা করিতে পারিল না এবং আল্লাহ্ তা'আলা খুব ভালই ওয়াকিফহাল যে, তাহার মন এই কাজ করার জন্য লালায়িত ছিল। সুতরাং তাহার জন্য একটি নেকী লিখা হয়। যে লোক পাপ কাজ করার ইচ্ছা করে, অথচ উহা করে না। তাহার জন্য কোন কিছু লিখা হয় না। তবে উক্ত পাপকাজ কিন্তু করিলে একটি পাপই তাহার আমলনামায় লিখা হয়, ইহার অধিক লিখা হয় না। কোন লোক নেক কাজ করিলে তাহাকে উহার দশগুণ নেকী দেওয়া হয়। আর যাহারা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে তাহাদিগকে (নিয়্যত মাফিক) সাতশতগুণ নেকী প্রদান করা হয়।

ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসাঈ (র.) এই হাদীছের কিছু অংশ রুকাইন ইব্ন রবী- — — -খুরাইম ইব্ন ফাতিক (র.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন ঃ

আবূ যুরআ বিভিন্ন বর্ণনাকারীর আমর ইব্ন শুয়াইবের দাদা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা.) বলিয়াছেন ঃ

"জুমুআর দিন তিন ধরনের লোক জুমুআর নামাযে উপস্থিত হয়। এক ধরনের লোক অমনোযোগী হইয়া উপস্থিত হয়, তাহার জন্য উহা নিরর্থক হয়। এক ধরনের লোক উপস্থিত হয় কিছু প্রার্থনা করার জন্য। সে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করিতে থাকে। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হইলে তাহার প্রার্থনা পূরণ করেন অথবা করেন না। অপর এক ধরনের লোক উপস্থিত হইয়া নিশ্চুপভাবে থাকে। সে মুসলমানের কাঁধে ভর দিয়া সম্মুখের কাতারে অগ্রসর হয় না এবং কাহাকেও কষ্ট দেয় না। তাহার জন্য এই জুমুআ আগত জুমুআ পর্যন্ত কাফ্ফারা হইয়া যায় এবং অধিক আরও তিন দিন কাফ্ফারা হিসাবে থাকে। অর্থাৎ মধ্যবর্তী সময়কার সকল পাপের জন্য কাফ্ফারা হয়। ইহার কারণ হইল, আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا যে লোক একটি ভাল কাজ করিবে প্রতিদানে সে দশটি নেক লাভ করিবে।"

অনুরূপ আবূ মালিক আশআরী (রা.) হইতে মারফূ হাদীছ বর্ণিত আছে।

আবূ যার (রা.) বলেন যে, "মহানবী (সা.) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেক মাসে তিনটি করিয়া রোযা রাখিবে সে যেন সমস্ত বৎসর রোযা রাখিল।"

ইমাম আহমদ (র.) এই হাদীছটি বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার বর্ণিত হাদীছের ভাষাও এমনি। ইমাম নাসাঈ, তিরমিযী ও ইব্ন মাজাও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের বর্ণনায় নিম্নরূপ কথাগুলি অধিক পাওয়া যায়।

"আল্লাহ্ তা'আলা ইহার সমর্থনে আল-কুরআনে এই আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছেন مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا এখানে একটি দিনকে দশদিনের সমতুল্য ধরা হইয়াছে।"

ইমাম তিরমিযী এই হাদীছকে 'হাসান' রূপে অভিহিত করিয়াছেন।

ইব্ন মাসউদ (রা.) বলেন ঃ আল-কুরআনের مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا আয়াতে হাসানা শব্দ দ্বারা কলেমায় তাওহীদের কথা বুঝান হইয়াছে। আর وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ আয়াতে سَيِّئَةٌ শব্দ দ্বারা শির্কের কথা বলা হইয়াছে। পরবর্তী কালের একদল তাফসীরকার ও হাদীছ শাস্ত্রাবিদ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন ঃ

এ বিষয় 'মারফূ' হাদীছও বর্ণিত রহিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলাই উহার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে ভাল জানেন। কিন্তু উহার বিশুদ্ধতা প্রমাণের জন্য কোন সনদ আমার পরিদৃষ্ট হয় নাই। এই বিষয় অনেক হাদীছই বর্ণিত পাওয়া যায়। এখানে যাহা কিছু উল্লেখ করিয়াছি আয়াতের ব্যাখ্যার জন্য তাহাই যথেষ্ট। তাহা ছাড়া এই গুলি নির্ভরযোগ্যও বটে।

(١٦١) قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۚ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ○

(١٦٢) قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

(١٦٣) لَا شَرِيكَ لَهُ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ○

১৬১. হে নবী! বল, আমার প্রতিপালক আমাকে সরল ও সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন। উহাই সুপ্রতিষ্ঠিত দীন এবং ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ। তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

১৬২. হে নবী! বল, আমার নামায, কুরবানী, আমার জীবন ও মরণ জগত সমূহের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে।

১৬৩. তাঁহার কোন শরীক নাই। আমি ইহাই আদিষ্ট হইয়াছি এবং আমিই মুসলমানদের মধ্যে প্রথম।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাহার নবীকে সরল সহজ ও সৎ পথে পরিচালিত করিয়া তাহার প্রতি যে দয়া প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তাহার জন্য যে ইহা এক বিরাট নিয়ামত বিশেষ তাহা জন-সম্মুখে প্রকাশ করিবার জন্য তিনি উপরোক্ত আয়াতে তাহার নবীকে নির্দেশ দিয়াছেন। তাহাকে যে পথে পরিচালিত করা হইতেছে সেপথ এমন এক মহা রাজপথ, যাহাতে সংকীর্ণতা ও বিভ্রান্তির লেশ মাত্র নাই। ইহা একটি সুপ্রতিষ্ঠিত জীবন-বিধান। হযরত ইবরাহীম একনিষ্ঠ ছিলেন, অংশীবাদী ছিলেন না, তাহারও মতাদর্শ ইহাই। যেমন আল্লাহ্ পাক আল-কুরআনে অন্যস্থানে বলিয়াছেন ঃ

وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرَاهِيْمَ اِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ـ

"নির্বোধ ও বোকা লোকেরাই ইবরাহীমের ধর্মাদশ হইতে ফিরিয়া থাকিতে পারে (২ ঃ ১৩০)।"

وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ ـ

"আল্লাহ্র পথে যেরূপ জিহাদ করা উচিত তদ্রূপ জিহাদ কর। তিনি তোমাদিগকে মনোনীত করিয়া নিয়াছেন। তিনি তোমাদের উপর জীবনাদর্শ গ্রহণের বেলায় কোন সংকীর্ণতা চাপাইয়া দেন নাই। ইহাই হইতেছে তোমাদের আদি পিতা হযরত ইবরাহীমের জীবনাদর্শ" (২২ ঃ ৭৮)।

অপর এক স্থানে তিনি বলেন ঃ

اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيْفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ، شَاكِرًا لِّاَنْعُمِهِ اِجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ، وَاٰتَيْنَاهُ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَاِنَّهُ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِيْنَ ، ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ـ

"ইবরাহীম উম্মত, এক ছিল আল্লাহ্র অনুগত একনিষ্ঠ। সে অংশীবাদিগণের অর্ন্তভুক্ত ছিল না। সর্বদা আল্লাহ্র প্রতি তাহার নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞ থাকত। আমি উহাকে মনোনীত করিয়া নিয়াছি এবং সরল পথে পরিচালিত করিয়াছি। এই পার্থিব জগতেও তাহাকে সুন্দর জীবন ও নেকী দান করিয়াছি। তেমনি পরকালে সে পুণ্যবান লোকদিগের মধ্যে অন্যতম। সুতরাং আমি তোমার নিকট একনিষ্ঠ ইবরাহীমের ধর্মাদশ অনুসরণ করার জন্য ওয়াহী পাঠাইয়াছি। সে অংশীবাদিগণের অর্ন্তভুক্ত ছিল না" (১৬ ঃ ১২০-১২২)।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে অনুসরণের ব্যাপারটি এ জন্য জরুরী করা হয় নাই যে, তিনি নবী করীম (সা.) হইতে অধিক পূর্ণতাপ্রাপ্ত নবী ছিলেন। মূলত ইবরাহীম

(আ.) আমাদের নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর তুলনায় পূর্ণাংগও ছিলেন না। কেননা মুহাম্মদ (সা.) হইলেন পূর্ণাংগ ও সর্বশেষ নবী। তিনি দীনকে ব্যাপক ও পূর্ণাংগভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং তাহাকে এমন পূর্ণাংগরূপ দান করিয়াছেন যাহা কোন কালেই কোন নবী দিতে সক্ষম হন নাই। একারণেই তিনি নবীগণের সর্বশেষ নবী এবং সাধারণভাবে বনী আদমের নেতা। পরন্তু তাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা 'মাকামে মাহমূদ'-এর অধিকারী বানাইয়া এমন মহত্ত্ব দান করিয়াছেন যে কিয়ামতের দিন সমগ্র সৃষ্টিকুল তাহার কাছে চলিয়া আসিবে। এমন কি হযরত ইবরাহীম (আ.)ও আসিবেন।

ইব্ন মারদুবিয়া বলিয়াছেন ঃ

মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাফ্স (র.)- — — —আব্বী (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) প্রভাতকালে এই দু'আ পাঠ করিতেন ঃ

اصبحنا على ملة الاسلام وكلمة الاخلاص ودين نبينامحمد وملة ابينا ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين ـ

আমাদের প্রভাত হইবে মিল্লাতে ইসলাম, কলেমায় তাওহীদ, আমাদের নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর দীন এবং আমাদের আদি পিতা একনিষ্ঠ ইবরাহীমের মিল্লাতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া অনন্তর ইবরাহীম (আ.) মুশরিকগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

ইমাম আহমদ (র.) বলেন ঃ ইয়াযীদ (র.) মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ও অন্যান্য বর্ণনাকারীর সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ মহানবী (সা.)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল, আল্লাহ্ তাআলার নিকট ধর্ম সমূহের মধ্যে মনপূত ধর্ম কোনটি? মহানবী (সা.) জবাব দিলেন الحنيفة السمحة অর্থাৎ সহজ সরল দ্বীনে হানীফ।

ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র.) আরও বলেন ঃ সুলায়মান ইব্ন দাউদ (র.)- — — —আয়িশা (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ মহানবী (সা.) আমার থুতনী তাঁহার কাঁধের উপর রাখিলেন যেন আমি হাবশীদের খেলাধুলা দেখিতে পাই। কিছুক্ষণ থাকার পর অবসন্নতা আসায় আমি থুতনী সরাইয়া নিলাম এবং সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলাম। অপর এক রিওয়ায়েতে আছে যে, আয়িশা (রা.) বলেন ঐ দিন মহানবী (সা.) বলিয়াছেনঃ ইয়াহূদীগণ উপলব্ধি করিতে পারে যে, আমাদের ধর্মের মধ্যে বিরাট প্রশস্ততা রহিয়াছে। আমি অনুপম সংকীর্ণহীন ধর্মসহ প্রেরিত হইয়াছি।

মূল হাদীছটি বুখারী ও মুসলিম শরীফে উল্লেখ রহিয়াছে। অধিক কথা যতখানি পাওয়া যায় তাহার অনুকূলেও বিভিন্ন হাদীছ বর্তমান। বুখারীর ব্যাখ্যা পুস্তকে ইহার সনদসমূহ সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র।

قُلْ اِنَّ صَلٰوتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ আলোচ্য আয়াতের মর্ম হইল, উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ পাক তাহার নবীকে অবহিত করান যে মুশরিকগণ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য যে সবের ইবাদত করে এবং আল্লাহ্‌র নাম ছাড়া যত জীবজন্তু যবাহ্ করে এই সব ক্ষেত্রে নবী (সা.) তাহাদের বিপরীত। কেননা নবী (সা.)-এর নামায হইল আল্লাহ্‌র জন্য এবং কুরবানীর পশুও একমাত্র আল্লাহ্‌র নামেই যবাহ্ করিয়া থাকেন। তাই আল্লাহ্ পাক বলেন– হে নবী! তুমি উহাদিগকে জানাইয়া দাও যে,আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও মরণ সবকিছু একমাত্র বিশ্বজগতের মালিক ও প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্য। যেমন নবীকে অন্য আয়াতে আল্লাহ্ হুকুম দিয়াছেন– فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ("তোমার প্রতিপালকের জন্য নামায পড় ও কুরবানী কর।) অর্থাৎ একনিষ্ঠ ভাবে একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই তোমার নামায ও কুরবানী হওয়া উচিত। কেননা মুশরিকগণ দেব-দেবীর ইবাদত করে এবং তাহাদের নামেই পশু যবাহ্ করে। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা তাহার নবীকে মুশরিকগণের আচরণের বিরোধিতা করা এবং উহাদের কাজকর্ম হইতে ফিরিয়া থাকা, আর একান্তভাবে তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত করার নির্দেশ দিয়াছেন।

মুজাহিদ (র.) বলিয়াছেন যে, উপরোক্ত আয়াতে صَلٰوتِىْ وَنُسُكِىْ শব্দ দ্বারা হজ্জ ও উমরার ইবাদতকালে পশু কুরবানীর কথা বুঝান হইয়াছে। সাওরী نُسُكِىْ শব্দের ব্যাখ্যায় সুদ্দী (র) সূত্রে সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র.) হইতে বর্ণনা করেন যে, উহার অর্থ হইল পশু যবাহ্ করা। সুদ্দী ও যাহ্‌হাক (র.) ও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম বলিয়াছেন ঃ

মুহাম্মদ ইব্‌ন আউফ জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ মহানবী (সা.) ঈদুল আযহার দিনে দুইটি ভেড়া কুরবানী করিয়াছিলেন। উহা তিনি যবাহ্‌কালে এই দু'আ পাঠ করিলেন ঃ

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ، اِنَّ صَلٰوتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ـ

(আমি আমার মুখমণ্ডলকে একনিষ্ঠভাবে তাহার দিকে ফিরাইতেছি যিনি আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। আমি মুশরিকগণের অন্তর্ভুক্ত নহি। আমার ইবাদত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও মরণ সবকিছু সেই বিশ্বপালকের জন্য যাহার কোন শরীক নাই। আমাকে এই রূপই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং আমিই প্রথম মুসলমান)।

কাতাদা বলিয়াছেন ঃ اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ দ্বারা এই উম্মতের পহেলা মুসলমান বলা হইয়াছে। সর্ব প্রথম মুসলমান তিনি নহেন। কেননা তাহার পূর্বের সকল নবীই ইসলামের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দিয়াছেন। আর ইসলামের মূল কথা হইল আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করা এবং তাঁহার সাথে কাহাকেও শরীক না করা। যেমন আল্লাহ্ পাক আল-কুরআনের অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِىْ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدُوْنِ

"আমি তোমার পূর্বে প্রেরিত রাসূলগণের নিকট এই ওয়াহী পাঠাইয়াছি যে, আমি ব্যতীত আর কোন মাবূদ নাই। সুতরাং একমাত্র আমারই ইবাদত কর" (২১ ঃ ২৫)।

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নূহ্ (আ.) ও তাহার সম্প্রদায় প্রসঙ্গে বলেন ঃ

فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ

"যদি তোমরা আমা হইতে মুখ ফিরাইয়া থাক, আমি কি তোমাদের নিকট দীনের তাবলীগ করার কোন পরিশ্রমিক দাবি করি। আমার পারিশ্রমিক দিবেন আল্লাহ্। আমি যেন মুসলমান হই এই নির্দেশ আমাকে দান করা হইয়াছে" (১০ ঃ ৭২)।

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهِيْمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ، اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗۤ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ، وَوَصّٰى بِهَاۤ اِبْرٰهِيْمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ يٰبَنِىَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ـ

"যে লোক ইবরাহীমের মিল্লাত হতে মুখ ফিরাইয়া থাকে সে বড়ই নির্বোধ ও কাণ্ডজ্ঞানহীন লোক। আমি তাহাকে এই জগতে মহান করিয়াছি, আর পরকালেও সে পুণ্যবানদের অন্যতম। যখন তাহাকে তাহার প্রভু বলিলেন, আত্মসমর্পণ কর। তখন সে বলিল– আমি বিশ্বপালকের কাছে আত্মসমর্পণ করিতেছি। ইবরাহীম এবং ইয়াকূব উভয়ই তাহাদের সন্তানদিগকে এই নসীহত করিয়াছিল যে, হে আমার সন্তানগণ! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এই দীনকে মনোনীত করিয়াছেন। সুতরাং তোমরা মুসলিম না হইয়া মরিও না" (২ ঃ ১৩০-১৩২)।

হযরত ইউসুফ (আ.) যাহা বলিয়াছিলেন, আল-কুরআনের ভাষায় তাহা নিম্নরূপ ঃ

رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِىْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِىْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِىّٖ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ ـ

"হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে রাজত্ব দান করিয়াছেন আর শিখাইয়াছেন আমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা। আপনি আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, আপনি ইহকাল ও পরকাল সকল স্থানেই আমার বন্ধু। আমাকে মুসলমান অবস্থায় মৃত্যু দিন এবং মৃত্যু পর পুণ্যবানগণের মধ্যে শামিল করুন" (১২ ঃ ১০১)।

হযরত মূসা (আ.) বলিয়াছিলেন ঃ

يَا قَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ . فَقَالُوْا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ -

"হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনিয়া থাক, তবে তাঁহার উপরই ভরসা রাখ, যদি তোমরা মুসলমান হইয়া থাক। তাহারা বলিল- আল্লাহ্‌র উপরই আমরা ভরসা করিতেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে জালিমগণের অত্যাচার ও ফিতনা-ফাসাদের শিকারে পরিণত করিবেন না। আপনার দয়া ও অনুগ্রহে আমাদিগকে কাফির সম্প্রদায় হইতে রক্ষা করুন" (১০ ঃ ৮৪-৮৫)।

اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبَّانِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارِ -

"আমি তাওরাত অবতীর্ণ করিয়াছি যাহাতে পথের দিশা ও নূর রহিয়াছে। উহা দ্বারা ইসলাম গ্রহণকারী নবীগণ ইয়াহূদী এবং তাহাদের পীর-পুরোহিতদিগের মধ্যে বিচার ফায়সালা করিতেন" (৫ ঃ ৪৪)।

আল্লাহ্ আরও বলেন ঃ

وَاِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيِّيْنَ اَنْ اٰمِنُوْا بِيْ وَبِرَسُوْلِيْ قَالُوْا اٰمَنَّا وَاشْهَدْ بِاَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ -

"আমি যখন ঈসার অনুসারীদের নিকট এই প্রত্যাদেশ পাঠাইলাম যে, আমার এবং আমার রাসূলের প্রতি ঈমান আন, তখন তাহারা একবাক্যে বলিল, আমরা ঈমান আনিলাম এবং তুমি সাক্ষী থাক যে আমরা মুসলমান" (৫ ঃ ১১১)।

বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা এই সংবাদ দিয়াছেন যে, সকল নবী রাসূলকেই তিনি ইসলাম দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহারা নিজস্ব শরীআত ও ইবাদাত পদ্ধতির দরুন পরস্পর পৃথক হইয়াছে। কতক নবী কতকের শরীআতকে রহিত করিয়া নূতন শরীআত চালু করিয়াছেন। ইহা তাহারা আল্লাহ্‌র হুকুমেই করিয়াছেন, নিজেদের ইচ্ছায় নহে। এমন কি তিনি শেষ পর্যন্ত শরীআতে মুহাম্মদী দ্বারা পূর্বের সমস্ত নবী

রাসূলদের শরীআতকে চিরতরে রহিত করিয়া দিয়াছেন। এই মুহাম্মদী শরীআতই চিরন্তন ও সর্বশেষ শরীআত। আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে আর কোন শরীআত অবতীর্ণ হইবে না। কিয়ামত পর্যন্ত এই শরীআতের ঝাণ্ডাই উড্ডীয়মান থাকিবে। এই জন্যই মহানবী (সা.) বলিয়াছেন – "আমরা নবী, পরস্পর বৈমাত্রিক ভাই, আমাদের মূল দীন এক। এক পিতার সন্তানগণের মাতা হয় বিভিন্ন। সুতরাং দীন একটিই। আর তাহা হইল আল্লাহ্‌র ইবাদত করা এবং তাহার সাথে কাহাকেও শরীক না করা। যদিও নিজস্ব শরীআত যাহা ইহাদের মায়ের সমতুল্য ভিন্ন ভিন্ন। যেহেতু তাহাদের শরীআত বিভিন্ন। যেমন বৈপিত্রেয় ভ্রাতাগণের মাতা হয় এক, কিন্তু পিতা হয় বিভিন্ন। আর সহোদর ভ্রাতাগণের পিতা মাতা একই। আল্লাহ্ সর্বময় জ্ঞানী।

ইমাম আহমদ (র.) বলেন ঃ আবূ সাঈদ (র.) ------ আলী (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা.) যখন নামাযের তাকবীর বলিতেন, তখন তিনি এই দু'আ পাঠ করিয়া শুরু করিতেন ঃ

وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّ مَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ، اِنَّ صَلَوَاتِى وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ....

এবং শেষ আয়াত পর্যন্ত পাঠ করিতেন। অতঃপর পাঠ করিতেন ঃ

اللهم انت الملك لا اله الا انت انت ربى وانا عبدك ظلمت نفسى واعترفت بذنبى - فاغفرلى ذنوبى جميعا - لايغفر الذنوب الا انت واهدنى لاحسن الاخلاق - لا يهدى لاحسنها الا انت - واصرف عنى سيئها لايصرف عنى سيئها الا انت - تباركت وتعاليت استغفرك واتوب اليك -

"হে আল্লাহ্! তুমিই রাজাধিরাজ তুমি ব্যতীত আর কেহ ইলাহ নাই। তুমি আমার প্রতিপালক, আমি তোমার দাসানুদাস। আমি আমার আত্মার প্রতি অত্যাচার করিয়াছি। আমি আমার গুনাহ্ স্বীকার করিতেছি। আমার সমস্ত পাপ তুমি ক্ষমা কর। তুমি ব্যতীত কেহ পাপ ক্ষমা করিতে পারে না। আর আমাকে সচ্চরিত্রের পথে পরিচালিত কর। তুমি ব্যতীত সচ্চরিত্রের পথে কেহই পরিচালনা করিতে পারে না। আর আমা হইতে পাপকে ফিরাইয়া রাখ, তুমি ব্যতীত কেহই পাপকে ফিরাইতে পারে না। তুমি মহান, তুমি বরকতময়, তোমার সমীপে ক্ষমা চাহিতেছি এবং তাওবা করিতেছি।"

অতঃপর আলী (রা.) সম্পূর্ণ হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন। যাহার মধ্যে নবী (সা.) রুকূ সিজদা ও তাশাহুদে কি কি দু'আ পাঠ করিতেন তাহা বলা হইয়াছে। ইমাম মুসলিমও তাহার কিতাবে এই হাদীছটি বর্ণনা করিয়াছেন।

(١٦٤) قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْ رَبًّا وَّهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۚ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ○

১৬৪. হে নবী! জিজ্ঞাসা কর যে, আমি কি আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া অন্য প্রতিপালক সন্ধান করিব ? অথচ তিনি প্রত্যেক বস্তুর প্রতিপালক। প্রত্যেক লোক নিজ কর্মের জন্য দায়ী হইবে। কেহ অপরের দায়িত্ব ও বোঝা বহন করিবে না। অতঃপর তোমাদের প্রতিপালকের নিকটই তোমাদের প্রত্যাবর্তনের স্থান। সুতরাং তোমাদের মতান্তরে বিষয় সম্পর্কে তোমাদিগকে অবহিত করা হইবে।

তাফসীর ঃ "হে মুহাম্মদ! মুশরিকগণকে আল্লাহ্‌র নিরঙ্কুশ ইবাদত ও তাহার প্রতি নির্ভরশীল হওয়া সম্পর্কে পরিষ্কার ভাবে জিজ্ঞাসা কর যে, আমি কি আল্লাহ্ তা'আলাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন প্রতিপালক চাহিব ? কোনক্রমেই ইহা হইতে পারে না। কেননা তিনিই প্রতিটি বস্তুর সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক। তিনি আমার প্রতিপালন, নিরাপত্তা, সাহায্য ও আমার যাবতীয় বিষয় ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। আমি তাহাকে ছাড়া আর কাহারও উপর নির্ভরশীল হইতে পারি না। একমাত্র তাহার দিকে আমার মনোনিবেশ করিতে হয়। কারণ প্রত্যেকটি বস্তুর প্রতিপালক তিনিই এবং মালিকানা স্বত্বও তাহার। সৃষ্টিকূল ও সমস্ত বিষয়ের সার্বভৌম মালিক মুখতার তিনিই।

বস্তুত এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা একনিষ্ঠ ভাবে তাহার প্রতি নির্ভরশীল হওয়ার নির্দেশ দিয়াছেন এবং একমাত্র তাহারই ইবাদত করার হুকুম করিয়াছেন। যেমন এই আয়াতের পূর্বের আয়াতে একনিষ্ঠ ও নিরঙ্কুশভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করা এবং তাহার সাথে কাহাকেও অংশী না করার বিষয়-বস্তু শামিল রহিয়াছে। আল-কুরআনের বহু স্থানেই এই একই মর্মের আয়াত বর্ণিত হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্ পাক তাহার বান্দাগণকে পথ প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন ঃ

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ "একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং তোমার নিকটই সাহায্য চাই।"

فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ "সুতরাং তাহারই ইবাদত কর এবং তাহার উপরই নির্ভরশীল হও।"

قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا "হে নবী! বল যে, সেই মহা দয়ালু সত্তায় আমি ঈমান আনিয়াছি এবং তাহার প্রতিই নির্ভরশীল হইয়াছি।"

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا "প্রাচ্য ও পশ্চাত্যের প্রতিপালক তিনিই। তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নাই। সুতরাং সর্বকাজে তাহাকেই অভিভাবক ধর।"

মোট কথা কুরআন পাকে এই আয়াতের সাথে সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্যশীল অনেক আয়াতই বর্তমান।

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى আলোচ্য আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিনে তাহার দান-প্রতিদান পুরস্কার-শাস্তি, কৌশল-হিকমত ও বিচার- ইনসাফের কথা বর্ণনা করিয়াছেন। সেই দিন মানুষকে তাহাদের কৃতকর্মেরই প্রতিদান দেওয়া হইবে। ভাল ও সৎকাজ করিয়া থাকিলে, ভাল ও সুখময় প্রতিদান দেওয়া হইবে। পক্ষান্তরে খারাপ ও পাপকাজ করিয়া থাকিলে দেওয়া হইবে মন্দ ও দুঃখময় প্রতিফল। তিনি কাহারও অপরাধ ও পাপকে অন্যের উপর চাপাইবেন না। কেননা একের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপান ইহা সুবিচারের পরিপন্থী কাজ। আল্লাহ্ ইহা করিয়া কাহারও প্রতি অত্যাচার করিতে পারেন না। তিনি নিজেকে মহা সুবিচারক বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। যেমন আল্লাহ্ পাক আল-কুরআনের অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى -

"যৎকিঞ্চিৎ পরিমাণ অপরাধ বহন করার জন্য যদি ডাকা হয় তথাপি উহা হইতে কিছুমাত্রও বহন করিবে না- যদি নিকট আত্মীয়ও হয়" (৩৫ ঃ ১৮)।

فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَّلَا هَضْمًا

"তাহাদের প্রতি অধিক চাপাইয়া জুলুম করার কোন ভয় থাকিবে না। আর নেকসমূহ কমানোও হইবে না।"

তাফসীরকারগণ বলিয়াছেন যে, অন্যের অপরাধ ও পাপ চাপাইয়া দিয়া জুলুম করা হইবে না এবং কাহারও বিন্দুমাত্র নেকী কমানো হইবে, না- ইহাই হইতেছে এই আয়াতের বক্তব্য।

আল্লাহ্ পাক আল-কুরআনের অন্য এক জায়গায় বলিয়াছেন ঃ

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ اِلَّا اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ -

"প্রত্যেকটি লোকই তাহাদের বদ আমল ও মন্দকাজের মূলবন্দী থাকিবে। কিন্তু ডান হাতে আমলনামা প্রাপ্তগণ থাকিবে মুক্ত ও আযাদ (৭৪ ঃ ৩৮-৩৯)। তাহাদের নেক আমলসমূহের বরকত ও কল্যাণ তাহাদের সন্তান-সন্ততি ও নিকটাত্মীয়গণের কাছেও পৌছিবে। যেমন আল্লাহ্ পাক সূরা আত্‌তুরে বলিয়াছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ـ

"যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং তাহাদের আনুগত্য করিয়া তাহাদের সন্তানগণও ঈমানদার হইয়াছে, তাহাদিগের সন্তানগণকে তাহাদের সাথে মিলিত করাইব। তাহাদের আমল হইতে কিছুমাত্র কমান হইবে না" (৫২ ঃ ২১)।

অর্থাৎ জান্নাতের মহান সুউচ্চ ও সম্মানিত স্থানে উহাদের সন্তানগণকে উহাদের সাথে মিলাইব। যদিও তাহারা সন্তানের আমল ও কাজ কর্মে অংশী ছিল না। বরং মূল ঈমানের ক্ষেত্রে তাহারা এক ছিল। উহাদের এই মহা সম্মানের দরুন সন্তানগণের সওয়াব ও প্রতিদান কমান হইবে না। বরং উভয়কেই আমি সম্মানিত করিব। সন্তানগণকে তাহাদের পূর্ব পুরুষগণের আমলের বরকত ও কল্যাণে আল্লাহ্ তাহাদের স্থানেই পৌঁছাইবেন।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ كُلُّ امْرِئٍۢ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ "প্রত্যেকটি বদকার ও পাপীলোক স্বীয় কর্মের বন্দী থাকিবে" (৫২ ঃ ২১)।

আলোচ্য ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল তোমরা যাহাকিছুই কর না কেন, আল্লাহ্ তা'আলার দরবার ব্যতীত তোমাদের প্রত্যাবর্তনের আর কোন স্থান নাই। তাহার নিকটই সকলের ফিরিয়া যাইতে হইবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তোমরা এই জগতে যে বিষয় নিয়া মতবিরোধ করিতে, তাহার সঠিক মীমাংসা ও সমাধান শুনাইয়া দিবেন। সুতরাং তোমরা তোমাদের ইচ্ছা মাফিক কাজ করিয়া যাও। আর আমিও আমার বিধান মাফিক কাজ করিব। মু'মিন কাফির সকলের কাজই কিয়ামতের দিন উপস্থাপন করা হইবে। আমাদের এবং তোমাদের আমল ও কাজ সম্পর্কে আল্লাহ্ অবশ্যই অবহিত করিবেন। বিশেষ করিয়া এই পার্থিব জগতে অবস্থানকালে আমার সহিত যে বিষয় তোমরা মতবিরোধ করিতে উহার মীমাংসাও তিনি প্রদান করিবেন। আল্লাহ্ পাক অন্য এক আয়াতে বলেন ঃ

قُلْ لَّا تُسْئَلُوْنَ عَمَّا اَجْرَمْنَا وَلَا نُسْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ـ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ ـ

"হে নবী! জানাইয়া দাও, তোমাদের অপরাধ সম্পর্কে আমাদের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে না। আর আমাদের অপরাধ সম্পর্কেও তোমাদের নিকট জিজ্ঞাসা করা হইবে না। আরও জানাইয়া দাও আমাদের প্রতিপালক আমাদের সকলকেই একত্র করিবেন। অতঃপর সত্য ও ন্যায়পন্থায় আমাদের মধ্যে মীমাংসা করিবেন। তিনি মহা সমাধানকারী ও মহাজ্ঞানী" (৩৪ ঃ ২৫-২৬)।

(١٦٥) وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ ۭ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ ۡ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

১৬৫. তিনিই তোমাদিগকে দুনিয়ার প্রতিনিধি বানাইয়াছেন। আর **তোমাদিগকে** প্রদত্ত দান সম্পর্কে পরীক্ষা করার জন্য কতককে কতকের উপর **মর্যাদায় ভূষিত** করিয়াছেন। তোমার প্রতিপালক দ্রুত শাস্তি প্রদানকারী। পরন্তু **তিনি ক্ষমাশীল** এবং দয়াময়ও।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْاَرْضِ আয়াতাংশের মর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে ভূপৃষ্ঠে তাহার প্রতিনিধি করিয়া পাঠাইয়াছেন। তোমরা এ পৃথিবীকে বংশ পরম্পরায় আবাদ করিয়া উহার সমৃদ্ধি ও কল্যাণ্যসাধন করিবে। যুগের পর যুগের লোকেরা এমনিভাবে যুগ ও বংশ পরম্পরা ধারায় একে অপরের স্থলাভিষিক্ত হইয়া পৃথিবীকে আবাদ ও উন্নয়ন সাধন করিয়া আল্লাহ্র বিধান প্রতিষ্ঠিত করাই হইতেছে প্রতিনিধিত্বের মূল উদ্দেশ্য। ইব্‌ন যায়েদ (র.) সহ আরও অনেক লোকে আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে এই বক্তব্য পেশ করিয়াছেন। এই একই বিষয় আল্লাহ্ পাক অন্য এক আয়াতে বলিয়াছেন ঃ

وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَّلٰٓئِكَةً فِى الْاَرْضِ يَخْلُفُوْنَ ـ

"আমি যদি ইচ্ছা করিতাম তবে তোমাদের মধ্যে এই ভূপৃষ্ঠে ফেরেশতাগণকে পাঠাইতাম যাহারা আমার প্রতিনিধিত্ব করিত" (৪৩ ঃ ৬০)।

আল-কুরআনে প্রতিনিধি সম্পর্কে বর্ণিত নিম্নলিখিত আয়াতগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় ঃ

يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ فِى الْاَرْضِ "ভূপৃষ্ঠে আল্লাহ্ তোমাদিগকে তাহার প্রতিনিধি বানাইবেন।"

اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً "নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি সৃষ্টি করিব।"

عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ـ

"আশা করা যায় যে তোমার প্রতিপালক তোমাদের শত্রুগণকে ধ্বংস করিবেন। অতঃপর তোমাদিগকে ভূপৃষ্ঠে প্রতিনিধি মনোনীত করিবেন। তখন তোমরা কিরূপ কাজ কর তাহা তিনি দেখিবেন (৭ ঃ ১২৯)।"

আলোচ্য وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ আয়াতাংশের মর্ম হইল, আমি তোমাদের মধ্যে জীবিকা, চরিত্র, সৌন্দর্য, মমতা, আকৃতি, প্রকৃতি ও রংয়ের দিকদিয়া

বিভিন্নতা ও পার্থক্য করিয়াছি। ইহার মধ্যে আল্লাহ্র বিশেষ রহস্য ও হিকমত নিহিত রহিয়াছে। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্য আয়াতে বলিয়াছেন ঃ

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ـ

"আমি এই পার্থিব জীবনে উহাদের জীবিকাকে উহাদের মধ্যে বন্টন করিয়াছি। আর কতককে কতকের উপর মর্যাদা দান করিয়াছি। ফলে একে অপরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্রে পরিণত করিবে" (৪৩ ঃ ৩২)।

اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَلَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَّاَكْبَرُ تَفْضِيْلاً ـ

"লক্ষ্য কর যে, আমি কিরূপ কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বদান করিয়াছি। পরকালের মর্যাদা ও মহত্ত্বই হইল সর্বোচ্চ ও মহান গৌরবের বিষয়" (১৭ ঃ ২১)।

আলোচ্য لِيَبْلُوَكُمْ فِىْ مَا اٰتَاكُمْ –আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল আল্লাহ্ তা'আলা কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দানের কারণ এই আয়াতাংশে উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লাহ্ বলেন, ইহার কারণ হইল, আমি উহাদিগকে যে নিয়ামত ও প্রাচুর্য দান করিয়াছি ইহা দ্বারা তাহাদিকে পরীক্ষা করিব। ধনীদিগকে ধনাঢ্যতার পরীক্ষা করিব। তাহারা ইহার শুকরিয়া আদায় করিয়াছে কিরূপে এবং আল্লাহ্র নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছে কিনা, তাহা তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করা হইবে। তেমনি দরিদ্রগণকে দরিদ্রতার পরীক্ষা করিব। তাহারা দরিদ্রকালে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়াছে কিনা সে সম্পর্কে তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করা হইবে।

মুসলিম শরীফে আবূ নাযরার সূত্রে আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, মহানবী (সা.) বলিয়াছেন ঃ এই পার্থিব জগত হইতেছে সুমিষ্ট স্বাদ ও সবুজ শ্যামল সজীবতায় ভরপুর। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে উহাতে প্রতিনিধি মনোনীত করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে উহা সদ্ব্যবহার করার সুযোগ দিয়াছেন। সুতরাং তোমরা কিরূপ কাজ কর তাহা তিনি দেখিবেন। অতএব দুনিয়াকেও ভয় কর এবং নারীগণকেও ভয় কর। কেননা বনী ইসরাঈলগণের মধ্যে সর্বপ্রথম যে ফিতনা সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা ছিল নারী ঘটিত ফিতনা।

আলোচ্য اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ –আয়াতাংশের মর্ম হইল, আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত দ্বারা পাপী লোকদিগকে একদিকে সর্তক করিয়াছেন, অপর দিকে এই বলিয়া কঠোর ধমক দিয়াছেন যে, যাহারা আল্লাহ্র নাফরমানী ও বিরোধিতা করিবে, তাহাদের হিসাব-নিকাশ ও শাস্তি প্রদানে আল্লাহ্ শিথিলতা প্রদর্শন করিবেন না; বরং দ্রুত হিসাব নিবেন এবং শাস্তি দিবেন।

আলোচ্য اِنَّهُ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ –আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল, যাহারা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছে এবং তাহার রাসূলের আনুগত্য করিয়া সৎ ও ভাল কাজ করিয়াছে, আল্লাহ্ তাহাদের প্রতিই ক্ষমাশীল ও দয়ালু হন।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র.) বলিয়াছেন; ইহার অর্থ হইল, আল্লাহ্ তাহার বান্দাগণের গুনাহ্ ও অপরাধের ব্যাপারে ক্ষমাশীল ও দয়ালু। ইহার বর্ণনাকারী হইলেন ইব্ন আবূ হাতিম (র.)। আল্লাহ্ তা'আলার এইগুণ দুইটি অর্থাৎ ক্ষমাশীলতা এবং শাস্তি প্রদান করার কথা কুরআন পাকে বহুস্থানে একত্রে বিবৃত হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেনঃ اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ ـ وَاِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ ـ

"নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক মানুষের জন্য তাহাদের জুলুমের (গুনাহের) ব্যাপারে ক্ষমাশীল। আর তোমার প্রতিপালক কঠোর শাস্তিদাতাও বটে (১৩ ঃ ৬)।

نَبِّئْ عِبَادِىْ اَنِّىْ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ، وَاَنَّ عَذَابِىْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ ـ

"হে নবী! আমার বান্দাগণকে বলিয়া দাও যে, আমি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। আর আমার শাস্তিও নিঃসন্দেহে কষ্টদায়ক শাস্তি (১৫ ঃ ৪৯)।

ইহা ছাড়া আল্লাহ্র ক্ষমা ও দয়ার প্রতি উৎসাহব্যঞ্জক এবং শাস্তির ভয়ভীতি ও কঠোর হুশিয়ারী সম্বলিত বহু ঘোষণাই কুরআন পাকে উল্লেখ রহিয়াছে। কখনো আল্লাহ্ পাক তাহার বান্দাগণকে ইবাদত করার আহ্বান জানাইয়া বেহেশেতের চির সুখময় জীবনের বিবরণ দিয়া তাহাদিগকে লালায়িত ও উৎসাহিত করিয়া থাকেন। আবার কখনো পাপ হইতে বিরত থাকার আহবান জানাইয়া দোযখ ও কিয়ামতের বিভীষিকাময় অবস্থার বিবরণ দিয়া কঠোর শাস্তি প্রদানের ধমক ও ভয় দেখাইয়া সতর্ক করিয়া থাকেন। আবার অবস্থা ভেদে উভয় দ্বিবিধ আহ্বান ও বিবরণ একই সময় একই আয়াতে তুলিয়া ধরেন। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে তাহার বিধানের আনুগত্য করার তাওফীক দিন এবং পাপ ও নিষিদ্ধ কাজ পরিহার করার ক্ষমতা দান করুন। পরন্তু তাহার দেওয়া সংবাদকে বিশ্বাস করার মত মন ও অন্তঃকরণ দান করুন। তিনি বান্দার প্রার্থনা কবূলকারী ও শ্রবণকারী এবং মহা দানশীল ও ক্ষমাশীল।

ইমাম আহমদ (র.) বলিয়াছেন ঃ আবদুর রহমান (র.) ...... মারফূ' সনদে আবূ হুরায়রা (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা.) বলিয়াছেন ঃ মু'মিন বান্দাগণ যদি আল্লাহ্র শাস্তির কঠোরতা অবহিত হইতে পারিত, তবে তাহাদের কেহই জান্নাতের আশা পোষণ করিত না এবং উহার জন্য লালায়িত হইত না। শাস্তি হইতে নিষ্কৃতি পাওয়াকেই যথেষ্ট ভাবিত। তেমনি কাফিরগণ যদি আল্লাহ্র রহমত ও পুরস্কারের কথা অবহিত হইত, তবে জান্নাতের ব্যাপারে নিরাশ হইতে না। আল্লাহ্ পাক তাহার রহমতকে একশতভাগে বিভক্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। উহার একটি ভাগকে তাহার সমস্ত সৃষ্টিকুলের মধ্যে বিতরণ করিয়াছেন।

এই কারণেই সৃষ্টিকুল একে অপরের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। অবশিষ্ট নিরানব্বই ভাগ তাহার নিজের কাছে রহিয়াছে।

ইমাম তিরমিযী এই হাদীছকে কুতায়বা (র.)-এর মাধ্যমে আবদুল আযীয দাওয়ারদীর (র.) সূত্রে আলা (র.) হইতে বর্ণনা করিয়া ইহাকে "হাসান" হাদীছ নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম (র.) ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া, কুতায়বা, আলী ইব্‌ন হুজর ইহারা সকলে ইসমাঈল ইব্‌ন জা'ফর সূত্রে আলা (র.) হইতে এই হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ হুরায়রা (রা.) হইতে বর্ণিত আর এক হাদীছে মহানবী (সা.) বলিয়াছেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা তাহার সৃষ্টিকুল সৃষ্টি করিবার সময় আরশের উপর সংরক্ষিত গ্রন্থে এই কথা লিখিয়া দিয়াছেন যে, আমার রহমত আমার গযব ও শাস্তির উপর প্রাধান্য লাভ করিবে।"

আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন ঃ আমি মহানবী (সা.)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার রহমতকে একশত অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। তিনি নিজের নিকট রাখিয়া দিয়াছেন নিরানব্বই অংশ এবং একাংশ অবতীর্ণ করিয়াছেন ভূপৃষ্ঠে এই একাংশের কল্যাণেই সৃষ্টিকুল একে অপরের প্রতি দয়াশীল হয় ও অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে। এমনকি জীবকুল তাহাদের শিশুদের দুঃখ-কষ্টের আশংকায় নিম্নদেশ হইতে কোনে তুলিয়া লয়।" এই হাদীছকেও ইমান মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন।

সূরা আন'আমের তাফসীর সমাপ্ত।
সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা
একমাত্র তাঁহার উদ্দেশ্যেই নিবেদিত।

সূরা আ'রাফ

২০৬ আয়াত, ২৪ রুকূ, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু) ।।

(১) الٓمّٓصٓ ○

(২) كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ
وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ○

(৩) اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ
اَوْلِيَآءَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ○

১. আলিফ - লাম - মীম - সোয়াদ

২. তোমার নিকট কিতাব অবতীর্ণ করা হইয়াছে, যেমন– তোমার মনে ইহার র্কে কোন সংকোচ না থাকে ইহার দ্বারা সতর্কীকরণের ব্যাপারে এবং মিনদিগের জন্য ইহা উপদেশ।

৩. তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদিগের নিকট যাহা অবতীর্ণ া হইয়াছে তোমরা তাহার অনুসরণ কর এবং তাঁহাকে ছাড়া অন্য অভিভাবকের নুসরণ করিও না। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর।

তাফসীর ঃ সূরা বাকারা প্রারম্ভে حروف مقطعاة (হরূফে মুকাত্তাআত)-এর খ্যা সম্পর্কে তাফসীরকারদের মতভেদ ও উহার ব্যাপ্তি সম্পর্কীয় বিস্তারিত লোচনা করা হইয়াছে। ইব্‌ন জারীর বিভিন্ন রাবীর সনদে ইব্‌ন আব্বাস (রা.) তে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ 'আলিফ-লাম-মীম সোয়াদ এর অর্থ হইতেছে– মি আল্লাহ্ বিশদভাবে বর্ণনা করিতেছি। সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (র.) অনুরূপ অর্থ য়াছেন।

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ অর্থাৎ ইহা সেই কিতাব যাহা তোমার প্রতিপালক হইতে তারিত।

মুজাহিদ, কাতাদা ও সুদ্দী (র.) فَلَا يَكُنْ فِىْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা করিয়াছেন– অতএব তোমার মনে যেন উহার সত্যতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ না থাকে। কেহ কেহ উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন– অতএব, মানব জাতির নিকট ইহা পৌঁছাইয়া দিতে এবং ইহার দ্বারা তাহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিতে তুমি সংকুচিত হইও না। অনুরূপ ভাবে অন্যত্র নির্দেশিত হইয়াছে فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ অর্থাৎ দৃঢ়চেতা রাসূলগণ যেমন (ঈমান ও উহার তাবলীগে) অবিচল রহিয়াছেন, তুমি সেইরূপ অবিচল থাক (৪৬ ঃ ৩৫)।

لِتُنْذِرَ بِهٖ অর্থাৎ আমি কিতাবকে তোমার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি যাহাতে তুমি ইহার দ্বারা কাফিরদিগকে ভয় প্রদর্শন করিতে পার।

ذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ তাহা মু'মিনদের জন্য উপদেশ। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা জ্ঞানীদেরকে সম্বোধন করিয়া বলেন ঃ

اِتَّبِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ

স্বীয় রাসূল (সা.)-এর প্রতি কুরআন করীম নাযিল করিবার উদ্দেশ্য বর্ণনা এবং এ সম্পর্কে তাঁহার কর্তৃক নির্দেশ করিবার পর সমগ্র মানব জাতিকে আল্লাহ্ তা'আলা এই বলিয়া আহবান জানাইতেছেন যে, সকল বস্তুর প্রতিপালক ও স্রষ্টা কর্তৃক অবতারিত যে কিতাব নিয়া উম্মী নবী তোমাদের নিকট আগমন করিয়াছেন, তাহার পদাংক অনুসরণ করিয়া চলো।

وَلَاتَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءَ অর্থাৎ রাসূল (সা.) আনীত জীবন-বিধান পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় প্রতিপালক ব্যতীত অন্য কাহারও অনুসরণ করিও না। যদি এরূপ কর তাহা হইলে তোমরা আল্লাহ্র নির্দেশকে অমান্য করিয়া অন্য কাহারও নির্দেশের প্রতি ফিরিয়া যাইবে, যাহা মারাত্মক অপরাধ।

قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ অর্থাৎ তোমরা অনেক কমই উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাক। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ وَمَا اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْحَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ তুমি মুহাম্মদ (সা.) মানুষের ঈমান গ্রহণের আকাংক্ষী হইলেও অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনিবার নহে (১২ ঃ ১০৩)।

অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ وَاِنْ تُطِعْ اَكْ... الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ অর্থাৎ যদি তুমি পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষকে অনুসরণ করিয়া ..., তবে তাহারা তোমাকে আল্লাহ্র পথ হইতে বিচ্যুত করিয়া ছাড়িবে (৬ ঃ ১১৬)।

তিনি আরও বলেন ঃ وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ অর্থাৎ তাহাদের অধিকাংশই আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস রাখে, কিন্তু তাহারা শিরক করে (১২ ঃ ১০৬)।

(٤) وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا فَجَآءَهَا بَاْسُنَا بَيَاتًا اَوْهُمْ قَآئِلُوْنَ ○
(٥) فَمَا كَانَ دَعْوٰىهُمْ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَآ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ○
(٦) فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ ○
(٧) فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَّمَا كُنَّا غَآئِبِيْنَ ○

৪. কত জনপদকে আমি ধ্বংস করিয়াছি। আমার শাস্তি তাহাদিগের উপর আপতিত হইয়াছিল রাত্রিতে অথবা দ্বিপ্রহরে যখন তাহারা বিশ্রামরত ছিল।

৫. যখন আমার শাস্তি তাহাদিগের উপর আপতিত হইয়াছিল, তখন তাহাদিগের কথা শুধু ইহাই ছিল যে, নিশ্চয় আমরা জালিম ছিলাম।

৬. অতঃপর যাহাদিগের নিকট রাসূল প্রেরণ করা হইাছিল তাহাদিগকে আমি জিজ্ঞাসা করিবই এবং রাসূলগণকেও জিজ্ঞাসা করিব।

৭. তৎপর তাহাদিগের নিকট পূর্ণ জ্ঞানের সহিত তাহাদিগের কার্যাবলী বিবৃত করিবই। আর আমি তো অনুপস্থিত ছিলাম না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন– وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا অর্থাৎ আমার রাসূলগণের বিরোধিতা ও তাহাদিগকে অবিশ্বাস করার কারণে আমি কতো জনপদ ও উহাদের অধিবাসিগণকে ধ্বংস করিয়াদিয়াছি। অতঃপর তাহাদের এই আচরণ তাহাদের জন্য আখিরাতের অপমানের সাথে দুনিয়ার লাঞ্ছনাকেও ডাকিয়া আনিয়াছে। যেমন অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ

لَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّاكَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِئُوْنَ۔

অর্থাৎ আর তোমার পূর্বেও রাসূলগণকে উপহাস করা হইয়াছে। অতঃপর উপহাস-কারিগণ যে আযাবের বিষয়ে রাসূলগণকে উপহাস করিয়াছে, উহা আসিয়া তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে (৬ ঃ ১০)।

আরো বিবৃত হইয়াছে ঃ

فَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ فَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَّقَصْرٍ مَّشِيْدٍ۔

অর্থাৎ কত জনপদকে আমি ধ্বংস করিয়াছি যাহার বাসিন্দারা ছিল জালিম। এই সব জনপদে তাহাদের ঘরের ছাদসমূহ ধংসস্তূপে পরিণত হইয়াছিল এবং কত কূপ পরিত্যক্ত হইয়াছিল ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদও ধ্বংস হইয়াছিল (২২ ঃ ৪৫)।

তিনি আরো বলেন ঃ

وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيْشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ اِلاَّ قَلِيْلاً وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِيْنَ ـ

অর্থাৎ আমি কত জনপদকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি, যাহার বাসিন্দারা নিজেদের ঐশ্বর্যের কারণে দম্ভ করিত। সেইগুলি ছিল তাহাদের আবাসভূমি। তাহাদের পর সেইগুলিতে সামান্যই বসবাস করা হইয়াছিল। আর আমিই (উহাদের) মালিক রহিয়া গিয়াছি (২৮ ঃ ৫৮)।

আল্লাহ্ বলেন ঃ فَجَاءَ هَا بَأْسُنَا بَيَاتًا اَوْهُمْ قَائِلُوْنَ অর্থাৎ তাহাদের উপর আমার শাস্তি অপতিত হইয়াছিল রাত্রিতে অথবা যখন দ্বিপ্রহরে তাহারা বিশ্রাম করিতেছিল। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আযাব ও শাস্তি তাহাদের উপর রাত্রিতে ও দ্বিপ্রহরে যখন তাহারা বিশ্রাম করিতেছিল তখন আপতিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য এই উভয় সময়ই হইতেছে গাফলত ও উদাসীনতার সময়। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰى اَنْ يَّأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَّهُمْ نَائِمُوْنَ ، اَوَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰى اَنْ يَّأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَّهُمْ يَلْعَبُوْنَ ـ

অর্থাৎ তবে কি জনপদের অধিবাসীরা যখন তাহারা বাড়ীতে নিদ্রায় থাকিবে আর তাহাদের উপর আমার শাস্তি আসিবে তাহা ভয় রাখে না অথবা জনপদের অধিবাসীরা যখন তাহারা খেলায় মত্ত থাকিবে তাহাদের উপর আমার শাস্তি আসিবে, তাহা কি ভয় রাখে না ? (৭ ঃ ৯৭-৯৮)। আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন ঃ

اَفَاَمِنَ الَّذِيْنَ مَكَرُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّخْسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْيَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُوْنَ ، اَوْ يَاْخُذَهُمْ فِى تَقَلُّبِهِمْ فَمَاهُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ، اَوْيَاْخُذَهُمْ عَلٰى تَخَوُّفٍ فَاِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ ـ

অর্থাৎ যাহারা নানারূপ হীন চক্রান্তে লিপ্ত থাকে, তাহারা কি এইরূপ আশংকা হইতে মুক্ত রহিয়াছে যে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে যমীনে ধসাইয়া দিবেন না? অথবা এমন দিক হইতে তাহাদের উপর আযাব নামিয়া আসিবে না যাহার সম্বন্ধে তাহাদের কোন ধারণা নাই ? অথবা তাহাদিগকে তাহাদের চলাফিরা করার সময় ধরিয়া ফেলিবে না ? ইহাতে তাহারা উহা ব্যর্থ করিতে পারিবে না। অথবা তাহাদিগকে তাহাদের ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় ধরিয়া ফেলিবে না ? তোমাদের প্রতিপালক অবশ্যই দয়াদ্র, পরম দয়ালু (১৬-৪৫-৪৭)।

আল্লাহ্ বলেন ঃ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ اِذْجَاءَهُمْ بَأْسُنَا اِلاَّ اَنْ قَالُوْا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِيْنَ অর্থাৎ আযাব নাযিল হইবার সময় তাহাদের একই কথা ছিল যে, তাহারা

নিজেদের পাপ ও অপরাধের বিষয় স্বীকার করিয়া নিল এবং নিজদিগকে উক্ত আযাবের উপযুক্ত বলিয়া মানিয়া লইল। যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً ـ الى ..... قوله خَامِدِيْنَ আর আমি কত জনপদকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি– যাহার অধিবাসীরা জালিম ছিল; আর তাহাদের পর অন্য জাতিকে সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপর যখন তাহারা আমার আযাব আসিতে দেখিল, তখন তাহারা সেই জনপদ হইতে পলায়ন করিতে লাগিল। তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল পলায়ন করিও না, তোমরা নিজেদের বাসস্থানসমূহ ও বিলাস-ব্যাসনের দিকে প্রত্যাবর্তন করো; হয়তো এ বিষয়ে তোমাদের জিজ্ঞাসা বাদ করা যাইতে পারে। তাহারা বলিল, হায় আমাদের দুর্ভাগ্য! আমরা তো নিশ্চয়ই জালিম ছিলাম।

আমি তাহাদিগকে কর্তিত শস্য ও নির্বাপিত ভস্মের ন্যায় না করা পর্যন্ত তাহাদের সেই আর্তনাদ অব্যাহত রহিল।

ইব্‌ন জারীর (র.) বলেন ঃ আলোচ্য আয়াত (.... فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ) দ্বারা নিম্ন বর্ণিত হাদীছটি স্পষ্টরূপে বিশুদ্ধ ও সহীহ্ বলিয়া প্রমাণিত হয়। ইব্‌ন হুমাইদ (র.) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলিয়াছেন ঃ খোদার গযবে ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রত্যেক জাতিই ধ্বংস হইবার পূর্বে নিজেদের অপরাধের কথা স্বীকার করিয়া সানুনয় চীৎকার করিয়াছে।

হাদীছের রাবী আবূ ছিনান (র.) বলেন, আমি আবদুল মালিকের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কীরূপে হইতে পারে ?

তিনি তখন এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ اِذْ جَاءَهُمْ

আলোচ্য فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ আয়াতাংশটি আল্লাহ্ পাকের নিম্ন আয়াতের অনুরূপ ঃ وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ مَاذَا اَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِيْنَ অর্থাৎ "আর সেই দিনের কথা স্মরণ করো, যেদিন আল্লাহ্ তাহাদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমরা রাসূলগণকে কী উত্তর দিয়াছিলে" (২৮ ঃ ৬৫)?

তিনি অন্যত্র আরো বলিয়াছেন ঃ

يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَا اُجِبْتُمْ قَالُوْا لاَ عِلْمَ لَنَا اِنَّكَ اَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ ـ

"সেই দিনের কথা স্মরণ করো, যেদিন আল্লাহ্ রাসূলদিগকে সমবেত করিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, 'তোমাদিগকে কী উত্তর দেওয়া হইয়াছিল?' তাহারা বলিবে, 'আমাদের নিকট (পূর্ণ) জ্ঞান নাই; তুমি নিশ্চয়-ই গায়বী বিষয়সমূহ সম্পর্কে মহাজ্ঞানী" (৫ ঃ ১০৯)।

আল্লাহ্ তা'আলা যে দীন বা জীবন-বিধান দিয়া জাতিসমূহের নিকট রাসূল পাঠাইয়াছেন, সে সম্পর্কে তাহারা রাসূলদিগকে কী উত্তর দিয়াছে, কিয়ামতের দিন তাহাদের নিকট আল্লাহ্ তা'আলা তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন। অনুরূপ ভাবে রাসূলদিগকেও তাঁহাদের রিসালাতের দায়িত্ব পালন ও জাতিসমূহের নিকট হইতে প্রাপ্ত উত্তরের ধরন সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবেন। ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে আলী ইব্ন তালহা কর্তৃক আলোচ্য আয়াতের এইরূপ তাফসীর বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্ন মারদুবিয়া — — — — ইব্ন উমর (রা.) (হইতে পর্যায়ক্রমে নাফি, লায়ছ, মুহারিবী, আবূ সাঈদ আল-কিন্দী, ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইবনুল হাসান, মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন ইবরাহীমও) বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ "হুযূর (সা.) বলিয়াছেন, 'তোমাদের প্রত্যেকেই তত্ত্বাবধায়ক এবং প্রত্যেককেই তাহার তত্ত্বাবধানের ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে জওয়াবদিহী করিতে হইবে। নেতাকে তাহার দায়িত্বাধীন ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে, পরিবারের নেতাকে তাহার পরিবারের সদস্যগণ সম্পর্কে, গৃহকর্ত্রীকে তাহার স্বামীর সংসার সম্পর্কে এবং গোলামকে তাহার মালিকের সম্পদ সম্পর্কে জওয়াবদিহী করিতে হইবে। ইব্ন তাউস (র.) হইতে লায়ছ (র.) অনুরূপ একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি এ প্রসংগে আলোচ্য আয়াতটি পাঠ করিয়া শুনাইয়াছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে এই হাদীছের প্রথমাংশ বর্ণিত হইয়াছে।

আলোচ্য فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَّمَا كُنَّا غَائِبِيْنَ আয়াতাংশের মর্ম সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন প্রত্যেকের আমলনামা তাহার সম্মুখে উপস্থাপিত করা হইবে। উহা তাহার আমলের কথা বলিয়া দিবে। আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ণ, নিশ্চিত ও সূক্ষ্ম ইল্ম ও জ্ঞানের অধিকারী। তিনি এই ইল্ম ও জ্ঞান দ্বারা সকল বিষয়ের বিশদ বিবরণ তাহার সামনে তুলিয়া ধরিবেন। তিনি স্বীয় বান্দাগণের ছোট-বড়, তুচ্ছ-অতুচ্ছ সমুদয় (চিন্তা) কথা ও কার্য সম্বন্ধে তাহাদিগকে অবহিত করাইবেন। কারণ, (স্বীয় সৃষ্টি সম্পকে) তিনি বেখবর বা অনবহিত নহেন। তিনি কুপথে পরিচালিত চক্ষুসমূহকে এবং অন্তরের গোপন চিন্তাসমূহকেও জানেন। অন্যত্র আল্লাহ্ পাক বলিয়াছেন ঃ

وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِى ظُلُمَاتِ الْاَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَّلاَ يَابِسٍ اِلاَّ فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ -

"আর তাঁহার অজ্ঞাতসারে কোনো বৃক্ষপত্র (মাটিতে) পতিত হয় না; আর যমীনের অন্ধকারময় অংশে যে শস্যকণাটি এবং যে আর্দ্র বা শুষ্ক বস্তুটি পতিত হয়, উহাদের তথ্যও সুস্পষ্ট কিতাবে (লিখিত) রহিয়াছে' (৬ ঃ ৫৯)।

(৮) وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ نِالْحَقُّ ج فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○

(৯) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ ○

৮. সেদিন ওজন ঠিক করা হইবে যাহাদের পাল্লা ভারী হইবে তাহারাই সফলকাম হইবে।

৯. আর যাহাদের পাল্লা হালকা হইবে, তাহারাই নিজেদের ক্ষতি করিয়াছে, যেহেতু তাহারা আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।

তাফসীর ঃ কিয়ামতের দিন মানুষের আমলসমূহকে যথাযথ ভাবে পরিমাপ করিবার জন্যে দাঁড়িপাল্লা প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। আল্লাহ্ কাহারো প্রতি অবিচার করিবেন না। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্রও বলিয়াছেন ঃ

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفٰى بِنَا حَاسِبِيْنَ -

"আর আমি কিয়ামতের দিনে ইনসাফভিত্তিক মানদণ্ড স্থাপন করিব; সুতরাং কাহারো প্রতি সামান্যতম অবিচার করা হইবে না। আর আমলটি যদি সরিষার কণা পরিমাণে (ক্ষুদ্র)ও হয়, তথাপি আমি উহা উপস্থাপিত করিব; আর আমি যোগ্য হিসাব গ্রহীতা" (২১ ঃ ৪৭)।

তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا -

"কিছুতেই আল্লাহ্ সামান্যতম অবিচার করেন না; অধিকন্তু, আমলটি নেকী হইলে তিনি উহাকে বাড়াইয়া দেন এবং নিজের কাছ হইতে বিপুল পুরস্কার দান করেন" (৪ ঃ ৪০)।

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِنُهُ ، فَهُوَ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ، وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ ، فَاُمُّهُ هَاوِيَةٌ ، وَمَا اَدْرَاكَ مَاهِيَهْ ، نَارٌ حَامِيَةٌ -

"তারপর যাহাদের পাল্লাসমূহ ভারী হইবে, তাহারা সানন্দে সুখের মধ্যে থাকিবে; আর যাহাদের পাল্লাসমূহ হালকা হইবে, তাহাদের স্থান 'হাবিয়া' হইবে। তুমি কি জানো, কী সেই হাবিয়া? উহা উত্তপ্ত অগ্নি" (১০১ ঃ ৬-১১)।

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَلاَ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلاَ يَتَسَاءَلُوْنَ، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ، وَ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فِىْ جَهَنَّمَ خَالِدُوْنَ -

যখন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, তখন মানুষের মধ্যে না পারস্পরিক আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকিবে আর না তাহারা একে অপরের খোঁজ-খবর করিবে। যাহাদের (নেকীর) পাল্লাসমূহ ভারী হইবে, তাহারা সিদ্ধ মনোরথ হইবে; আর যাহাদের (নেকীর) পাল্লাসমূহ হালকা হইবে, তাহারা সেই সকল ব্যক্তি, যাহারা নিজেরাই নিজেদের সর্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছে। তাহারা চিরকাল জাহান্নামে থাকিবে" (২৩ ঃ ১০১-১০৩)।

আমল, আমলনামা ও আমলের অধিকারী ব্যক্তি– কিয়ামতের দিনে মীযানে এই তিনটির কোনটিকে ওজন করা হইবে সে সম্পর্কে তাফসীরকারদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, স্বয়ং আমলকেই ওজন করা হইবে। তাহারা বলেন, আমল অজড় বিষয় হইলেও কিয়ামতের দিনে আল্লাহ্ তা'আলা উহাকে জড় বিষয়ে পরিবর্তিত করিয়া দিবেন।

বাগাবী (র.) বলিয়াছেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে এই মর্মে একটি বর্ণনা রহিয়াছে যাহা বুখারী শরীফের একটি হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। উহা এই ঃ 'কিয়ামতের দিনে সূরায়ে বাকারা ও সূরায়ে আলে-ইমরান দুই খানা মেঘ অথবা দুই খানা চাঁদোয়া অথবা আকাশে ছড়ানো দুই ঝাঁক পাখির আকারে উপস্থিত হইবে।

এইরূপে বুখারী শরীফের আরেক হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে ঃ কুরআন মাজীদ উহার ধারক ও অনুসারীর সম্মুখে সুবর্ণগাত্র বিশিষ্ট যুবকের আকারে উপস্থিত হইবে। সে জিজ্ঞাসা করিবে তুমি কে ? কুরআন মজীদ বলিবে, আমি সেই কুরআন যাহা তোমাকে রাত্রিতে জাগ্রত রাখিয়াছে এবং দিনে তৃষ্ণার্ত রাখিয়াছে।

বারা ইব্‌ন আযিব (রা.) কর্তৃক বর্ণিত কবরের জিজ্ঞাসাবাদের ঘটনা সম্পর্কীয় হাদীছে রহিয়াছে ঃ 'তারপর মু'মিনের কাছে সুবর্ণগাত্র বিশিষ্ট সুঘ্রাণযুক্ত এক যুবক আসে। মু'মিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, তুমি কে? যুবক উত্তর করিবে, আমি তোমার নেক আমল।

আলোচ্য হাদীছেই কাফির ও মুনাফিক সম্পর্কে উল্লেখিত ঘটনার বিপরীত ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন ঃ কিয়ামতের দিনে মীযানে মানুষের আমলনামাকে ওজন করা হইবে। এ সম্পর্কিত হাদীছে এইরূপই বর্ণিত হইয়াছে যে, "একজন লোককে

অন্তর্গত নহে বলিয়াই উহাদের সম ওজন বিশিষ্ট শব্দ হইতেছে. فَعَائِلُ -। এই শব্দচতুষ্টয়ের চতুর্থ বর্ণগুলি উহাদের নিজ নিজ ধাতুর অন্তর্গত নহে; বরং উহা ধাতু বহির্ভূত বর্ণ। ধাতু বহির্ভূত অক্ষরের বেলায় সামান্য উচ্চারণ কাঠিন্যকেও আরবী শব্দগঠন শাস্ত্রে' গুরুত্ব দেওয়া হয় বলিয়াই এই শব্দত্রয়ের চতুর্থ বর্ণ যের বিশিষ্ট ' ى 'কে ' همزه ' এ পরিবর্তিত করা হইয়াছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

(١١) وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ ۖ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ۭ لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ○

১১. আমিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করি, অতঃপর তোমাদের রূপদান করি এবং তৎপর ফেরেশতাদিগকে আদমের নিকট নত হইতে বলি, ইবলীস ব্যতীত সকলেই নত হয়। যাহারা নত হইল সে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত হইল না।

তাফসীর ঃ এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতিকে তাহাদের পিতা 'আদম' (আ.)-এর সম্মান ও মর্যাদার কথা এবং তাহাদের পিতা ও তাহাদের প্রতি ইবলীসের শত্রুতা ও ঈর্ষার কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন, যাহাতে তাহারা তাহাকে (ইবলীসকে) এড়াইয়া চলে এবং তাহার (প্রদর্শিত) পথসমূহ অনুসরণ না করে ? এইরূপে তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ اِنِّىْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ، فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سَاجِدِيْنَ -

"আর সেই সময়ের কথা স্মরণ করো, যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাগণকে বলিলেন, 'নিশ্চয় আমি ছাঁচে ঢালা শুষ্ক ঠনঠনে মাটি দ্বারা মানব সৃষ্টি করিব; যখন উহার সৃষ্টি কার্যকে পূর্ণতা দান করিব ও উহাতে আমার (তরফ হইতে) রূহ সঞ্চার করিব, তখন তোমরা তাহার সম্মুখে সিজদাকারীরূপে নত হইবে। অনন্তর, সকল ফেরেশতাই সিজদা করিল, কিন্তু ইবলীস নহে। সে সিজদাকারীদের দলভুক্ত হইতে অসম্মতি জানাইল" (১৫ ঃ ২৮-২৯)।

উহা এইরূপে ঘটিয়াছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলা যখন ঠনঠনে মৃত্তিকা হইতে স্বীয় কুদরতে 'আদম'কে সৃষ্টি করিলেন ও তাহাকে একটা পূর্ণ মানবদেহের আকার দিলেন এবং উহাতে স্বীয় (সৃষ্ট) রূহ সঞ্চার করিলেন, তখন তিনি তাহার (আল্লাহর) প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্ত আদমের সম্মুখে সিজদা করিতে ফেরেশতাদের প্রতি নির্দেশ দিলেন। তাঁহারা সকলে এই নির্দেশ পালন করিলেন, কিন্তু ইবলীস করিল না। সে সিজদাকারিগণের অন্তর্ভুক্ত হইল না। ইবলীস সম্পর্কিত আলোচনা সূরা বাকারায় প্রথমদিকে করা হইয়াছে।

আলোচ্য আয়াতের অন্তর্গত 'خَلَقْنَاكُمْ' (আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি) ও 'صَوَّرْنَاكُمْ' (আমি তোমাদিগকে সুন্দর আকৃতি দিয়াছি) বাক্যদ্বয়ে যে 'তোমাদিগকে' শব্দদ্বয়ের উল্লেখ রহিয়াছে, উহার ব্যাখ্যা হইল– আদমকে সৃষ্টি করিয়াছি ও সুন্দর আকৃতি দান করিয়াছি। ইব্‌ন জারীর (র.) এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন।

ইব্‌ন আব্বাস হইতে পর্যায়ক্রমে সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের, মিন্‌হাল ইব্‌ন আমর, আল-আ'মাশ, সুফইয়ান ছাওরী বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলিয়াছেন ঃ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ অর্থাৎ (সকল) মানুষকে পুরুষের মেরুদণ্ডে সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং নারীর গর্ভাশয়ে (সুন্দর) আকৃতি দেয়া হইয়াছে। হাকিম (র.) (الحاكم) ইহা বর্ণনা করিয়া ইহাকে বুখারী ও মুসলিমের শর্তের ভিত্তিতে 'সহীহ্' নাম দিয়াছেন। অবশ্য বুখারী ও মুসলিমে ইহা স্থান পায় নাই।

ইব্‌ন জারীর (র.) জনৈক প্রথম যুগের তাফসীরকার হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আয়াতের 'তোমাদিগকে' শব্দদ্বয়ের ব্যাখ্যা হইবে আদমের বংশধরগণ।

তাহাছাড়া রাবী ইব্‌ন আনাস, আস-সুদ্দী, কাতাদা ও যাহ্‌হাক প্রমুখ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ঃ অর্থাৎ আমি আদম সৃষ্টি করিয়াছি; অতঃপর তাহার বংশধরদিগকে সুন্দর আকৃতি প্রদান করিয়াছি।

অবশ্য তাহাদের এই ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নহে; কারণ, ইহার অব্যবহিত পর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ (অতঃপর আমি ফেরেশতাদিগকে নির্দেশ দিলাম, 'তোমরা আদমকে সিজদা করো) ইহা দ্বারা বুঝা যায়, পূর্বের 'তোমাদিগকে' শব্দদ্বয়ের প্রত্যেকটির ব্যাখ্যা 'আদম'-ই হইবে।

প্রশ্ন দেখা দেয়, আয়াতে 'তোমাদিগকে' শব্দদ্বয় দ্বারা যদি আদমের বংশধরগণকে না বুঝাইয়া শুধু আদমকেই বুঝানো হইয়া থাকে, তবে এক্ষেত্রে বহুবচন 'তোমাদিগকে' শব্দ কেনো ব্যবহৃত হইল ? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, 'আদম' মানবকুলের পিতা বিধায় তাহার স্থলে বহুবচন ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন, হুযূর পাক (সা.)-এর যুগের বনী ইসরাঈলদের সম্বোধন করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন, 'আর আমি তোমাদের উপর মেঘকে রাখিয়াছি আর তোমাদের উপর 'মান্না' শস্য ও 'সালওয়া' পক্ষী নাযিল করিয়াছি। এখানে হযরত মূসা (আ.)-এর যুগের বনী ইসরাঈলের কথাই বলা হইয়াছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র কৃপা যখন রাসূল পাক (সা.)-এর যুগের বনী ইসরাঈলের পূর্ব পুরুষগণের উপর বর্ষিত হইয়াছিল, তখন উহা যেনো তাহাদের উপরও বর্ষিত হইয়াছে। অতএব সম্বোধন রাসূল পাক (সা.)-এর যুগের বনী ইসরাঈলের প্রতিই হইয়াছে। অনুরূপভাবে সৃষ্টি ও আকৃতি দান আদমকে করা হইলেও

তিনি যেহেতু তাহার বংশধরদের সকলের মূলস্বরূপ। তাই যেনো তাহার বংশধরগণকেও উক্ত সময়ে সৃষ্টি ও আকৃতিদান করা হইয়াছে এবং আয়াতে সকল মানবকুলকে সম্বোধন করিয়া তোমাদিগকে শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হইয়াছে।

অবশ্য وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ আর নিশ্চয়ই আমি 'মানব'কে উত্তম কাদামাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছি' (২৩ ঃ ১২). আয়াতে বর্ণিত الانسان শব্দটি দ্বারা মৃত্তিকা হইতে সৃষ্ট 'আদম'কেই বুঝিতে হইবে। তাহার বংশধরগণ যেহেতু মৃত্তিকা হইতে সৃষ্ট নহে; বরং তাহারা শুক্র হইতে সৃষ্ট, তাই এখানে 'الانسان' শব্দ দ্বারা তাহার বংশধরগণকে উদ্দিষ্ট করা হয় নাই।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন হইতে পারে, 'الانسان' শব্দটি জাতিবাচক বিশেষ্য হওয়া সত্ত্বেও কীরূপে একক ব্যক্তি 'আদম'এর প্রতি প্রযুক্ত হইল ? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, আয়াতের 'الانسان -' শব্দটি দ্বারা নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে না বুঝাইয়া মানব জাতিকে বুঝানো হইয়াছে।

(١٢) قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ○

১২. তিনি বলিলেন, আমি যখন তোমাকে আদেশ দিলাম তখন কী তোমাকে নিবৃত্ত করিল যে, তুমি নত হইলে না ? সে বলিল, আমি তাহার অপেক্ষা শ্রেয়, আমাকে অগ্নি দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছ এবং তাহাকে কর্দম দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছ।

তাফসীর ঃ কোন কোন ব্যাকরণ শাস্ত্রবিদ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ এর অন্তর্গত 'না'বাচক শব্দ لا কে যায়েদা বা অতিরিক্ত ধরিয়াছেন। আরবী ভাষায় এইরূপ অতিরিক্ত শব্দের ব্যবহার প্রচলিত রহিয়াছে। ইহাদের কেহ কেহ আবার বলেন, পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত 'ইবলীসের সিজদা না করা' অর্থে তাকীদ বা জোর সৃষ্টির জন্যে এখানে এই لا কে যায়েদা বা অতিরিক্ত আনা হইয়াছে। তাকীদ বা জোর সৃষ্টির জন্যে 'না' বাচক শব্দকে অতিরিক্ত আনিবার দৃষ্টান্ত নিম্নের কবিতা চরণটিতে রহিয়াছে ঃ

ما ان رأيت ولا سمعت بمثله

অর্থাৎ আমি তাহার তুল্য ব্যক্তি কিছুতেই দেখিয়াছি আর না তাদৃশ্য ব্যক্তির কথা শুনিয়াছি। এক্ষেত্রে ما ও ان - উভয় পদই 'না'বাচক অব্যয়; পরবর্তী ان কে পূর্ববর্তী ما এর তাকীদের জন্যে যায়েদা বা অতিরিক্ত আনা হইয়াছে।

আয়াতে لا পদকে যায়েদা ধরিলে উহার অর্থ এইরূপ হইবে ঃ 'যখন আমি তোমাকে আদেশ করিলাম, তখন কিসে তোমাকে সিজদা করা হইতে বিরত রাখিল?'

ইব্ন জারীর (র.) উপরোল্লেখিত অভিমত দুইটিকে উল্লেখপূর্বক উভয়টিকে প্রত্যাখ্যান করত আয়াতের ভিন্নরূপ অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এখানে مَنَعَ ক্রিয়াটি উহার মূল অর্থ 'বিরত রাখিয়াছে' এর সহিত 'প্ররোচিত করিয়াছে'- এইরূপ আরেকটি ক্রিয়ার অর্থ বহন করিতেছে। সে মতে আয়াতের অর্থ হইতেছে, "যখন আমি তোমাকে আদেশ করিলাম, তখন কীসে তোমাকে বিরত রাখিল ও সিজদা না করিতে প্ররোচিত করিল ?"

ইব্ন জারীর (র.)-এর উপরোক্ত অর্থকরণ যুক্তির দিক দিয়া শক্তিশালী ও সুসংগত। আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

অভিশপ্ত ইবলীসের উত্তর اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ (আমি তাহা হইতে শ্রেষ্ঠতর) তাহার সিজদা না করিবার অপরাধের চাইতে অধিকতর জঘন্য কৈফিয়ত। সে বলিতে চাহিতেছে যে, সে যেহেতু আদম হইতে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠতর, আর যেহেতু নিম্নতর মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিকে সিজদা করিবার জন্যে উচ্চতর মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিকে আদেশ দেওয়া যাইতে পারে না, তাই সে আদমকে সিজদা করা হইতে বিরত রহিয়াছে। অধিকন্তু, সে আল্লাহ্ তা'আলার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলিয়া বলিতে চাহিতেছে যে, তিনি কীরূপে আদমকে সিজদা করিবার জন্যে তাহার প্রতি আদেশ দিলেন ?

অতঃপর ইবলীস আদমের উপর তাহার শ্রেষ্টত্বের কারণ উল্লেখ করিতেছে। সে বলিতেছে, আমাকে আগুন হইতে এবং তাহাকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছ; আগুন মাটি হইতে শ্রেষ্টতর। অতএব, আমি আদম হইতে শ্রেষ্ঠতর। ইবলীস তাহার কৃত কর্মের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিতে গিয়া উভয়ের সৃষ্টির উপাদানকে গুরুত্ব ও প্রাধান্য দিল। সে দেখিল না, আদমকে আল্লাহ্ তা'আলা স্বহস্তে সৃষ্টি করিয়া এবং বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত রূহ উহাতে সঞ্চার করিয়া তাহাকে কত মর্যাদা প্রদান করিয়াছেন। অধিকন্তু সে আল্লাহ্ তা'আলার সুস্পষ্ট আদেশের বিরুদ্ধে কুযুক্তি খাটাইল। ফলে সে আল্লাহ্ তা'আলার রহমত হইতে নিরাশ ও ফেরেশতাদের দল হইতে বহিষ্কৃত হইল। 'ইবলীস' শব্দের অর্থও হইতেছে 'নিরাশ'।

পাপাত্মা ইবলীসের পেশকৃত যুক্তিটি তাত্ত্বিক দিক দিয়াও অন্তঃসারশূন্য। কারণ, মাটির মধ্যে ধৈর্য, স্থিরতা, দৃঢ়তা ইত্যাদি গুণ রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইহার মধ্যে রহিয়াছে উৎপাদন, পরিবর্ধন ও সংশোধনের গুণ। পক্ষান্তরে, আগুনের মধ্যে প্রজ্বলন, ধ্বংস, ক্রোধ ও অস্থিরতার দোষ রহিয়াছে। তাই দেখা গিয়াছে, ইবলীসের উপাদান আগুন ও উহার বৈশিষ্ট্যসমূহ তাহাকে প্রতারিত করিয়াছে, তাহাকে আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্য করিয়াছে এবং তাহার গযবে তাহাকে পতিত করিয়াছে। অপর পক্ষে আদমের উপাদান মাটি ও উহার বৈশিষ্ট্যসমূহ তাহাকে উপকৃত করিয়াছে। তিনি আল্লাহর নিকট প্রত্যাবৃত্ত, বিনয়ী, ত্রুটি স্বীকারকারী, ক্ষমাপ্রার্থী ও আত্মসমর্পণকারী হইয়াছেন।

মুসলিম শরীফে আয়িশা (রা.) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলেন ঃ হুযূর (সা.) বলিয়াছেন, ফেরেশতাগণকে নূর হইতে ও ইবলীসকে বিশুদ্ধ অগ্নি হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং আদমকে সৃষ্টি করা হইয়াছে যাহার বর্ণনা তিনি তোমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইতে। মুসলিম শরীফের বর্ণনার ভাষ্য উপরোক্তরূপ।

ইব্ন মারদুবিয়া আয়িশা (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছিন। আয়িশা (রা.) বলেন ঃ হুযূর (সা.) বলিয়াছেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদিগকে আরশের নূর হইতে ও 'জিন' কে বিশুদ্ধ অগ্নি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আদমকে সৃষ্টি করিয়াছেন যাহার বর্ণনা তিনি তোমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইতে।

রাবী ইসমাঈল ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) বলেন ঃ আমি নুআইম ইব্ন হাম্মাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি আবদুর রায্যাক (র.) হইতে এই হাদীছ কোথায় শুনিয়াছেন ? তিনি বলিলেন, ইয়ামানে শুনিয়াছি। এই হাদীছের গায়ের সহীহ্ বর্ণনায় ইহাও রহিয়াছে- আর আয়তলোচনা 'হূর'কে যাফরান হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে।

ইব্ন জারীর (র.) হাসান (রা.) হইতে মাতার আল-ওয়ারাক, ইব্ন শাওযব, মুহাম্মাদ ইব্ন কাছীর, আল-হুসাইন, আল-কাসেম বর্ণনা করিয়াছেন যে, হাসান (রা.) خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ (আমাকে আগুন হইতে ও তাহাকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছি) আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, ইবলীস যুক্তি প্রয়োগ করিল এবং সে-ই সর্ব প্রথম যুক্তি প্রয়োগ করিল। এই হাদীছের সনদ সহীহ্। ইব্ন সীরীন (র.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন সীরীন (র.) বলেন ঃ সর্ব প্রথম ইবলীসই যুক্তি প্রয়োগ করে। এবং এইরূপ যুক্তি প্রযুক্ত হইয়াই চন্দ্র-সূর্যের অর্চনা চালু হইয়াছে।

(١٣) قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ ○

(١٤) قَالَ اَنْظِرْنِيْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ○

(١٥) قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ○

১৩. তিনি বলিলেন, এই স্থান হইতে নামিয়া যাও, এখানে থাকিয়া অহংকার করিবে, ইহা হইতে পারে না। সুতরাং বাহির হইয়া যাও, তুমি অধমদিগের অন্তর্ভুক্ত।

১৪. সে বলিল, পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দাও।

১৫. তিনি বলিলেন, যাহাদিগকে অবকাশ দেওয়া হইয়াছে তুমি তাহাদের অন্তর্ভুক্ত হইলে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার প্রাকৃতিক বিধান ও স্বাভাবিক নির্দেশের মাধ্যমে ইবলীসকে বলিতেছেন, আমার আদেশ পালনে তোর অবাধ্যতা ও আমার আনুগত্য হইতে তোর বহির্গমনের কারণে তুই উহা হইতে নামিয়া যা; কারণ, উহাতে থাকিয়া তোর অবাধ্য হইবার অধিকার নেই।

অধিকাংশ তাফসীরকারগণ বলিয়াছেন, আয়াতের فيها উহাতে অংশের সর্বনামের উদ্দিষ্ট বিশেষ্য হইতেছে ' الجنّة - জান্নাত'। সংক্ষেপে ' فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا ' অংশের অর্থ হইতেছে, 'তুই জান্নাত হইতে নামিয়া যা; উহাতে থাকিয়া তোর অবাধ্য হইবার অধিকার নাই'। ইবলীস তাহার উচ্চতম বিচরণ ক্ষেত্রে যে ' منزلة (সম্মান)-এর অধিকারী ছিল, এখানে সেই منزلة (সম্মান)-কেও সর্বনামের বিশেষ্যরূপে নির্দিষ্ট করা যায়। ইবলীসের কার্য তাহার জন্যে তাহার উদ্দেশ্যের বিপরীত ফল আনয়ন করিল।

অভিশপ্ত হইবার পর ইবলীস প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করণের কথা চিন্তা করিল এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সময় প্রার্থনা করিল।

আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক ইবলীসের সময় প্রার্থনা মঞ্জুর করিবার মধ্যে হিকমত, যুক্তি ও তাহার ইচ্ছা রহিয়াছে। কেহ তাহার ইচ্ছার বিরোধিতা করিতে পারে না। তিনি হিসাব গ্রহণে বিলম্বকারী নহেন।

(١٦) قَالَ فَبِمَآ اَغْوَيْتَنِىْ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝

(١٧) ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ
اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ ۭ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ ۝

১৬. সে বলিল, তুমি আমাকে শাস্তি দান করিলে, এই জন্য আমিও তোমার সরল পথে মানুষের জন্য ওঁত-পাতিয়া বসিয়া থাকিব।

১৭. অতঃপর আমি তাহাদের নিকট আসিবই, তাহাদের সম্মুখ, পশ্চাত, দক্ষিণ ও বাম দিক হইতে এবং তুমি তাহাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাইবে না।

তাফসীর ঃ ইবলীস আল্লাহর নিকট হইতে সময় প্রাপ্ত ও আশ্বস্ত হইবার পর স্বীয় সত্যদ্রোহী ও ন্যায়-বিদ্বেষের স্বভাবে অগ্রসর হইতে লাগিল। সে আল্লাহকে বলিতে লাগিল, যাহার কারণে তুমি আমাকে ধ্বংস করিয়াছ, তাহার বংশধরগণের জন্যে সত্যপথে ও মুক্তির পথে বসিয়া থাকিব এবং তাহাদিগকে উহা হইতে বিচ্যুত করিব; যাহাতে তাহারা তোমার ইবাদত না করে এবং তোমাকে এক বলিয়া স্বীকার না করে।

ইব্ন আব্বাস (রা.) فَبِمَا اَغْوَيْتَنِىْ অংশের অর্থ করিয়াছেন 'যেমন তুমি আমাকে গুমরাহ করিয়াছ'; অন্যান্য তাফসীরকারগণ উহার অর্থ করিয়াছেন 'যেমন তুমি আমাকে ধ্বংস করিয়াছ'। আবার কোনো কোনো বৈয়াকরণ বলিয়াছেন যে, فَبِمَا اَغْوَيْتَنِىْ অংশে অবস্থিত بِ অব্যয় শপথের অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তদনুযায়ী উহার অর্থ হয় 'আমাকে তোমার গুমরাহ্ করিবার কার্যের শপথ করিয়া বলিতেছি'।

মুজাহিদ (র.) বলিয়াছেন, صراط المستقيم এর তাৎপর্য হইতেছে 'সত্য'।

আওন ইব্ন আবদুল্লাহ্ হইতে মুহাম্মদ ইব্ন সূক্বাহ্ (র.) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আওন ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.) বলিয়াছেন ঃ উহার তাৎপর্য হইবে 'মক্কার পথ'।

ইব্ন জারীর (র.) বলিয়াছেন, 'সঠিক এই যে, الصراط المستقيم এর তাৎপর্য উহা ইহতে অধিকতর ব্যাপক'। আমি বলি ইমাম আহমদ (র.) কর্তৃক বর্ণিত নিম্নের হাদীছে ইব্ন জারীরের কথারই সমর্থন পাওয়া যায়। সাবরা ইমাম আহমদ ইব্ন আবুল ফাকিহ হইতে যথাক্রমে সালেম ইব্ন আবুল জা'দ মূসা ইব্নুল মুসাইয়িব আবূ ওকায়েলকে আস্-সাকাফী, আবদুল্লাহ্ ইব্ন ওকায়িল, হাশিম ইব্নুল কাসিম বর্ণনা করিয়াছেন, সাবুরা (রা.) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলিতে শুনিয়াছি, "নিশ্চয় শয়তান আদমের উদ্দেশ্যে তাহার পথসমূহে বসিয়া রহিয়াছে। তাহার উদ্দেশ্যে সে ইসলামের পথে বসিয়া রহিয়াছে; সে তাহাকে বলিয়াছে, 'তুমি কি তোমার ও তোমার পূর্ব পুরুষের ধর্ম ত্যাগ করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিবে ? সে আদম-তনয় শয়তানের কথা অমান্য করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। শয়তান তাহার উদ্দেশ্যে হিজরতের পথে বসিয়া রহিয়াছে; সে তাহাকে বলিয়াছে, 'তুমি কি হিজরত করিবে ? আর তোমার দেশকে ও তোমার আকাশকে ছাড়িয়া যাইবে ? অথচ, মুহাজির ব্যক্তির মর্যাদা ঘোড়ার মর্যাদার সমতুল্য বৈ উহা হইতে অধিকতর নহে। আদম তনয় তাহার কথা না মানিয়া হিজরত করিয়াছে। তারপর, সে আদম তনয়ের উদ্দেশ্যে জিহাদের পথে বসিয়া রহিয়াছে। জিহাদ– নাফসের জিহাদ ও মালের জিহাদ দুইই হইতে পারে। সে আদম তনয়কে বলিয়াছে, 'তুমি কি যুদ্ধ করিবে আর নিহত হইবে ? অনন্তর, তোমার স্ত্রীকে (অন্যের সহিত) বিবাহ দেওয়া হইবে এবং তোমার সম্পত্তি (অপরের মধ্যে) বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে ? আদম তনয় তাহার কথাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া জিহাদে অবতীর্ণ হইয়াছে। হুযূর (সা.) বলেন, বনী আদমের মধ্য হইতে যে ব্যক্তি এতদ্সমুদয় কার্য করে, অতঃপর স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করে, তাহাকে জান্নাতে দাখিল করা আল্লাহ্ তা'আলার দায়িত্ব হইয়া যায়। আর, যদি সে ব্যক্তি নিহত হয়, তবে তাহাকে জান্নাতে দাখিল করা আল্লাহ্ তা'আলার দায়িত্ব হইয়া যায়। আর যদি সে ব্যক্তি পানিতে ডুবিয়া ইন্তিকাল করে, তবে তাহাকে জান্নাতে দাখিল করা আল্লাহ্ তা'আলার দায়িত্ব হইয়া যায়। আর যদি চতুষ্পদ প্রাণী তাহাকে পদতলে পিষ্ট করিয়া নিহত করে, তবে তাহাকে জান্নাতে দাখিল করা আল্লাহ্ তা'আলার দায়িত্ব হইয়া যায়।

ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র.) বর্ণনা করিয়াছেন, যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন ঃ তাহাদের সম্মুখ দিক হইতে তাহাদের উপর হামলা চালাইব' অর্থাৎ 'আখিরাত সম্পর্কে তাহাদের মনে সংশয় আনিয়া দিতে চেষ্টা করিব; তাহাদের পশ্চাৎ দিক হইতে তাহাদের উপর আক্রমণ চালাইব' অর্থাৎ 'পার্থিব বিষয়ে তাহাদের মনে আকর্ষণ ও লোভ চেষ্টা করিব; 'তাহাদের ডান দিক হইতে তাহাদের উপর আক্রমণ চালাইব, অর্থাৎ দীনী বিষয়ে তাহাদের মনে সন্দেহ জাগাইয়া দিতে চেষ্টা করিব; তাহাদের বাম দিক হইতে তাহাদের উপর আক্রমণ চালাইব অর্থাৎ গুনাহের কার্যকে তাহাদের নিকট লোভনীয় করিয়া দেখাইব।

ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে হতে (আলী) ইব্‌ন আবূ তালহা আওফীর বর্ণনার অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলিয়াছেন ঃ তাহাদের সম্মুখ দিক হইতে অর্থাৎ পার্থিব বিষয়ে; তাহাদের পশ্চাৎ দিক হইতে অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে; তাহাদের ডান দিক হইতে , অর্থাৎ সৎ কার্যের বিষয়ে, তাহাদের বাম দিক হইতে, অর্থাৎ 'অসৎ কার্যের বিষয়ে।

কাতাদা (র.) হইতে সাঈদ ইব্‌ন আবূ আরূবাহ (র.) বর্ণনা করিয়াছেন যে, কাতাদা (র.) বলিয়াছেনঃ ইবলীস তাহাদের সম্মুখ দিক হইতে তাহাদের উপর আক্রমণ চালাইবে অর্থাৎ 'তাহাকে বলিবে, কিয়ামত, বেহেশত, দোযখ ইত্যাদি বলিয়া কিছু নাই। তাহাদের পশ্চাৎ দিক হইতে তাহাদের উপর আক্রমণ চালাইবে অর্থাৎ পার্থিব বিষয়ে তাহাদিগকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিবে। তাহাদের ডান দিক হইতে তাহাদের উপর আক্রমণ চালাইবে অর্থাৎ 'সৎ কার্যসমূহ হইতে তাহাদিগকে বিরত রাখিতে চেষ্টা করিবে। তাহাদের বাম দিক হইতে তাহাদের উপর আক্রমণ চালাইবে অর্থাৎ গুনাহের কাজসমূহকে তাহার নিকট আকর্ষণীয় করিয়া দেখাইবে এবং উহাদের দিকে তাহাকে ডাকিবে। ইবলীস বনী আদমকে সব দিক হইতে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইলেও ঊর্ধ্বদিক হইতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। এই দিক হইতে তাহাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলার রহমত নাযিল হয় ; ইবলীস আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাহার রহমতের মধ্যে আসিয়া অন্তরায় হইবার সুযোগ পায় না।

ইবরাহীম নাখঈ, হাকাম ইব্‌ন উয়াইনা, সুদ্দী এবং ইব্‌ন জুরায়েজ (র.) হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। তবে তাহারা বলিয়াছেন, তাহাদের সম্মুখ দিক হইতে অর্থাৎ পার্থিব বিষয়ে এবং তাহাদের পশ্চাৎ দিক হইতে অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে।

মুজাহিদ (র.) বলিয়াছেন ঃ তাহাদের সম্মুখ দিক হইতে ও তাহাদের ডান দিক হইতে অর্থাৎ তাহারা যে পথে ইবলীসের প্রতারণা ধরিয়া ফেলিতে পারে সেই পথে এবং তাহাদের পশ্চাৎ দিক হইতে ও তাহাদের বাম দিক হইতে অর্থাৎ তাহারা যে পথে ইবলীসের প্রতারণা ধরিয়া ফেলিতে না পারে সেই পথে।

ইব্‌ন জারীর (র.) বলিয়াছেন ঃ "অগ্র-পশ্চাৎ, ডান-বাম এর সামগ্রিক অর্থ হইতেছে সৎ-অসৎ, ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য এবং নেকী-বদীর যাবতীয় পথ। ইবলীস সৎ, ন্যায়, পুণ্য ও নেকীর পথে দাঁড়াইয়া মানুষকে উহা হইতে বিরত রাখিতে সচেষ্ট থাকে এবং সে অসৎ, অন্যায়, পাপ ও বদীর পথে দাঁড়াইয়া তাহাকে উহাতে লিপ্ত করিতে সচেষ্ট থাকে। নেকীর কাজকে মানুষের নিকট অকল্যাণকররূপে প্রতীয়মান করিয়া প্রদর্শন করা এবং বদীর কাজকে তাহার নিকট কল্যাণকররূপে প্রতীয়মান করিয়া প্রদার্শন করা ইবলীসের কাজ। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে ইকরামা (র.) তৎ হইতে হাকাম ইব্‌ন আবান (র.) বর্ণনা করিয়াছেন যে ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন ঃ "ইবলীস তাহাদের সম্মুখ দিক হইতে, তাহাদের পশ্চাৎ দিক হইতে, তাহাদের ডান দিক হইতে এবং তাহাদের বাম দিক হইতে বলিয়াছে; কিন্তু সে তাহাদের ঊর্ধ্বদিক হইতে বলে নাই। কারণ, উর্ধ্বদিক হইতে বান্দার প্রতি শুধু আল্লাহ্ তা'আলার রহমতই নাযিল হইয়া থাকে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র.) বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (র.) বলেন ঃ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شَاكِرِيْنَ অর্থাৎ তুমি তাহাদের অধিকাংশকেই তাওহীদপন্থী বা একেশ্বরবাদী পাইবে না। আর তুমি তাহাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞ পাইবে না, কথাটা ছিল ইবলীসের নিছক অনুমান। কিন্তু পরবর্তী বাস্তব ঘটনা তাহার অনুমানের অনুরূপই ঘটিয়া গিয়াছে। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيْسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوْهُ اِلاَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ، وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ اِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْاٰخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِىْ شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ حَفِيْظٌ ـ

"আর ইবলীস তাহাদের উপর স্বীয় অনুমানকে সত্য করিয়া দেখাইয়াছে; অতএব মু'মিনদের একটা দল ছাড়া সকল আদম সন্তানই তাহাকে অনুসরণ করিয়াছে। আর তাহাদের উপর ইবলীসের কোন ক্ষমতা ও প্রভাব এই উদ্দেশ্যে ছাড়া কোন উদ্দেশ্যেই নাই যে, আমি (উক্ত প্রভাব দ্বারা), যে ব্যক্তি আখিরাত সম্পর্কে সংশয়ে নিপতিত থাকে, তাহা হইতে সেই ব্যক্তিকে পৃথক করিব, যে ব্যক্তি আখিরাতে ঈমান আনে। আর তোমার প্রতিপালক প্রত্যেক বিষয়ের সংরক্ষক অধিকর্তা" (৩৪ ঃ ২০-২১)।

এই কারণেই হাদীছে মানুষের উপর শয়তানের যাবতীয় প্রভাব হইতে আশ্রয় প্রার্থনার বর্ণনা আসিয়াছে। হাফিজ আবূ বকর বায্যার (র.) ...... ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ

হুযূর (সা.) এই দু'আ করিতেন ঃ

اللهم انى اسئلك العفو والعافية فى دينى و دنياى واهلى ومالى - اللهم استرعوراتى وامن روعاتى واحفظنى من بين يدىّ و من خلفى وعن يمينى وعن شمالى ومن فوقى - واعوذبك اللّهم ان أغتال من تحتى -

"আয় আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট আমার দীন ও দুনিয়া এবং আপনজন ও মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা ও বিপদমুক্তি চাহিতেছি। আয় আল্লাহ্! আমার গুনাহ্সমূহকে ঢাকিয়া দাও এবং আমাকে ভীতিমুক্ত করিয়া দাও; আর, আমাকে সম্মুখ দিক হইতে, পশ্চাৎ দিক হইতে, ডান দিক হইতে, বাম দিক হইতে এবং উপর দিক হইতে হিফাজত করিয়া রাখো। আয় আল্লাহ্! আর আমি নিম্নদিক হইতে প্রতারিত হইবার হাত হইতে তোমার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি।"

এই হাদীছ শুধু হাফিয আবূ বকর আল-বায্যার (র.) বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি উহাকে হাসান (গ্রহণযোগ্য) বলিয়াছেন।

ইমাম আহমদ আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) হইতে যথাক্রমে জারীর ইব্ন আবূ সুলায়মান ইব্ন যুবায়ের ইব্ন মুতআম, উবাদা ইব্ন মুসলিম আল-ফাযারী ওয়াকী বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (র.) বলেন ঃ সকাল সন্ধ্যায় সর্বদা হুযূর (সা.) এই দু'আটা পাঠ করিতেন ঃ

اللّهم انى اسئلك العافية فى الدنيا والاخرة - اللّهم انى اسئلك العفو والعافية فى دينى ودنياى واهلى ومالى - اللّهم استرعوراتى وآمن روعاتى- اللّهم احفظنى من بين يدى ومن خلفى وعن يمينى وعن شمالى ومن فوقى - واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتى -

"আয় আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট দুনিয়া ও আখিরাতে নিরাপত্তা চাহিতেছি। আয় আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট আমার দীনী বিষয়ে ও দুনিয়াবী বিষয়ে এবং আমার আপনজন ও মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা চাহিতেছি। আয় আল্লাহ্! তুমি আমার গুনাহ্কে ঢাকিয়া দাও এবং আমাকে ভীতিমুক্ত করিয়া দাও। আয় আল্লাহ্! আমাকে সম্মুখ দিক হইতে, পশ্চাৎ দিক হইতে, ডান দিক হইতে, বাম দিক হইতে এবং উর্ধ্ব দিক হইতে হিফাজত করো ; আর নিম্নদিক হইতে প্রতারিত হইবার হাত হইতে তোমার আযমাত ও মহত্ত্বের নিকট আশ্রয় চাহিতেছি।"

ওয়াকী (র.) বলিয়াছেন ঃ "নিম্ন দিক হইতে অর্থাৎ যমীনে ধসিয়া যাওয়া হইতে।

আবূ দাঊদ, নাসাঈ, ইব্ন মাজা, ইব্ন হিব্বান এবং হাকিম (র.) উক্ত হাদীছকে উবাদা ইব্ন মুসলিমের সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। হাকিম ইহাকে সহীহ্ সনদের হাদীছ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

(١٨) قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوْمًا مَّدْحُوْرًا ۭ لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ ○

১৮. তিনি বলিলেন, 'এই স্থান হইতে ধিকৃত ও বিতাড়িত অবস্থায় বাহির **হইয়া যাও; মানুষের মধ্যে যাহারা তোমার অনুসরণ করিবে নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের দ্বারা জাহান্নাম পরিপূর্ণ করিব'।**

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইবলীসকে নাফরমানীর কারণে অভিশপ্ত ও বিতাড়িত করিয়া দূরে ভাগাইয়া দিলেন। অতঃপর ফেরেশতাদের সর্বোচ্চ পরিষদ হইতে বহিষ্কার করিবার ঘোষণা দান করিলেন ঃ اَخْرُجْ مِنْهَا مَذْئُوْ مًا مَدْحُوْرًا অর্থাৎ নিন্দিত ও ধিকৃত হইয়া উহা হইতে বাহির হইয়া যাও।

ইব্ন জারীর (র.)-এর বলিয়াছেন ঃ المذئوم অর্থ 'দুষ্ট'। الذأم অর্থ 'দোষ'। 'দোষ' অর্থে ذَمّ শব্দ ব্যবহার করিবার চাইতে ذَام ও ذيم শব্দদ্বয় ব্যবহার করিবার মধ্যে অধিকতর আলংকারক তাৎপর্য রহিয়াছে। المدحور অর্থ 'বিতাড়িত' 'বিদূরিত'।

আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম (র.) বলিয়াছেন ঃ المذئوم ও المذموم। এই শব্দদ্বয়ের অর্থের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য নাই।

সুফিয়ান সত্তাবী (র.) ইব্ন আব্বাস (র.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন আব্বাস (র.) উহার অর্থ করিয়াছেন, 'তুই বিরাগভাজন অবস্থায় উহা হইতে বাহির হইয়া যা"। ইব্ন আব্বাস (র.) হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা (র.) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ ইব্ন আব্বাস (র.) উহার অর্থ করিয়াছেন, 'তুই লাঞ্ছিত, বিরাগভাজন অবস্থায় উহা হইতে বাহির হইয়া যা।' সুদ্দী (র.) উহার অর্থ করিয়াছেন, 'তুই বিরাগভাজন ও বিদূরিত অবস্থায় উহা হইতে বাহির হইয়া যা।

কাতাদাহ (র.) অর্থ করিয়াছেন, 'তুই অভিশপ্ত, বিরাগভাজন অবস্থায় উহা হইতে বাহির হইয়া যা।

মুজাহিদ (র.) উহার অর্থ করিয়াছেন, 'তুই বঞ্চিত ও বিদূরিত অবস্থায় উহা হইতে বাহির হইয়া যা। রবী ইব্ন আনাস (র.) উহার অর্থ করিয়াছেন ঃ 'তুই বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায় উহা হইতে বাহির হইয়া যা।

আয়াতের শেষাংশের অনুরূপ অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُوْرًا - وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ

وَشَارِكْهُمْ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ اِلَّا غُرُوْرًا ، اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفٰى بِرَبِّكَ وَكِيْلًا -

আল্লাহ্ বলিলেন, তুই যা, তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা তোকে অনুসরণ করিবে, জাহান্নাম তোদের (সকলের) প্রতিফল হইবে। উহা (অপরাধের উপযুক্তও) পরিপূর্ণ প্রতিফল-ই বটে। তাহাদের মধ্য হইতে যাহাদের উপর তোর ক্ষমতা চলে, স্বীয় চীৎকার দ্বারা তাহদিগকে পদস্খলিত কর। আর স্বীয় অশ্বারোহী বাহিনী ও পদাতিক বাহিনী লইয়া তাহাদের উপর আক্রমণ কর, আর তাহাদের ধন-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততির বিষয়ে তাহাদের সহিত শরীক হও। আর তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি প্রদান কর, আর শয়তান মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ছাড়া কোনরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করে না। নিশ্চয় আমার (অনুগত) বান্দাদের উপর তোর কোন ক্ষমতা থাকিবে না। আর তোর প্রতিপালক প্রভু যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য অভিভাবক (১৭ ঃ ৬৩-৬৫)।

(১৯) وَيٰۤاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○

(২০) فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَاوٗرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰىكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ ○

(২১) وَقَاسَمَهُمَاۤ اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ ○

১৯. এবং বলিলাম, হে আদম! তুমি ও তোমার সংগিনী জান্নাতে বসবাস কর এবং যথা ও যেথা ইচ্ছা আহার কর, কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হইও না, হইলে তোমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

২০. অতঃপর তাহাদের লজ্জাস্থান যাহা গোপন রাখা হইয়াছিল, তাহা তাহাদের কাছে প্রকাশ করিবার জন্য শয়তান তাহাদিগকে কুমন্ত্রণা দিল এবং বলিল, পাছে তোমরা উভয় ফেরেশতা হইয়া যাও কিংবা তোমরা স্থায়ী হও, এই জন্যই তোমাদের প্রতিপালক এই বৃক্ষ সম্বন্ধে তোমাদিগকে নিষেধ করিয়াছেন।

২১. সে তাহাদের উভয়ের নিকট শপথ করিয়া বলিল, আমি তোমাদের হিতাকাংক্ষীদের একজন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ.) ও তাহার সহধর্মিণী বিবি হাওয়ার জন্যে জান্নাতের একটা বৃক্ষের ফল ছাড়া উহার সমুদয় ফল ভক্ষণ করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। এসম্পর্কে সূরা বাকারায় বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

জান্নাতে হযরত আদম (আ.) ও বিবি হাওয়ার পরম সুখৈশ্বর্য দেখিয়া ইবলীস ঈর্ষান্বিত হইল। সে তাহাদের নিকট হইতে জান্নাতের সুন্দর লেবাছ ও অন্যান্য নিয়ামত ছিনাইয়া লইবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা ও প্রতারণার পথ ধরিল। সে বলিল, 'তোমরা যাহাতে ফেরেশতা না হইয়া যাও অথবা চিরঞ্জীব না হইয়া যাও, সেই উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ তোমাদিগকে এই বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এই বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিণ্ডতে পারিলেই তোমরা উপরোক্ত সুযোগ লাভ করিতে পারিবে। অনুরূপ অন্যত্র আল্লাহ্ বলিয়াছেন ঃ

قَالَ يَاۤ اٰدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلٰى

ইবলীস বলিল, হে আদম! আমি কি তোমাকে চিরঞ্জীব হইবার সহায়ক বৃক্ষের এবং এইরূপ রাজ্যের সন্ধান দিব, যাহা ধ্বংস হইবে না? (২০ ঃ ১২০)।

আলোচ্য اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخَالِدِيْنَ আয়াতাংশে 'না' অর্থবোধক ' لا 'উহ্য রহিয়াছে। অর্থাৎ উহ্য ' لَا ' সহ এইরূপ হইবে ঃ الا ان لا تكونا ملكين او لاتكونا من الخالدين যাহাতে তোমরা ফেরেশতা হইয়া না যাও অথবা চিরঞ্জীবদের দলভুক্ত হইয়া না যাও। অনুরূপ উহ্য থাকিবার নযীর অন্যত্রও রহিয়াছে। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন, يبين الله لكم ان تضلوا অর্থাৎ يبين الله لكم ان لا تضلوا আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে বিশদ বর্ণনা দেন যাহাতে তোমরা পথভ্রষ্ট হইয়া না যাও। অনুরূপ ভাবে বলিয়াছেন, والقى فى الارض رواسى ان تميدبكم অর্থাৎ والقى فى الارض رواسى ان لا تميديكم আর তিনি পৃথিবীতে পর্বতরাজি স্থাপন করিয়াছেন, যাহাতে উহা তোমাদিগকে লইয়া আন্দোলিত না হয়।

ইব্‌ন আব্বাস (রা.) ও ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আবূ কাছীর (র.) او تكونا ملكين স্থলে ل অক্ষরকে যের দিয়া مَلِكَيْنِ পড়িতেন। অন্যান্য সকল বিশেষজ্ঞ ل অক্ষরকে যবর দিয়া مَلَكَيْنِ পড়িয়াছেন।

পরবর্তী আয়াতে ইবলীস আল্লাহ্‌র শপথ করিয়া তাহাদিগকে বলিল যে, সে যেহেতু তাহাদের পূর্ব হইতেই জান্নাতে অবস্থান করিয়া আসিতেছে এবং তৎসম্পর্কে তাহাদের চাইতে অধিকতর ওয়াকিফহাল, তাই সে তাহাদের কল্যাণ-অকল্যাণের বিষয়ে বেশী বুঝে এবং তাহাদের শুভাকাংক্ষীও বটে।

قَاسَمَ ক্রিয়াটা باب مفاعلة এর শব্দ। এই باب এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ক্রিয়ার পারস্পরিকতা হইলেও সর্বত্র উক্ত বৈশিষ্ট্য থাকে না। এখানে ক্রিয়ার পারস্পরিকতার অর্থ নাই, বরং, قاسمهما এর অর্থ হইতেছে, ইবলীস তাহাদের নিকট শপথ করিয়া বলিল। কবি খালিদ ইব্‌ন যুহায়ের ইব্‌ন আম্মু আবী যুআয়েবের নিম্নের কবিতাচরণে ' قاسم ' ক্রিয়াটি ক্রিয়ার পারস্পরিকতার অর্থ ছাড়া ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমনঃ

وقاسمهم بالله جهدا لا نتم * الذمن السلوى اذما نشورها -

"আর সে তাহাদিগকে কঠোরভাবে আল্লাহ্‌র শপথ করিয়া বলিল, 'নিশ্চয় তোমরা 'ছালওয়া' পাখী হইতে অধিকতর সুস্বাদু যখন আমরা উহা ভক্ষণ করি।"

ইবলীস আল্লাহ্‌র শপথের সাহায্য লইয়াই হযরত আদম (আ.) ও বিবি হাওয়াকে প্রতারণার জালে ফেলিতে সমর্থ হইয়াছিল। মু'মিন ব্যক্তি কখনো কখনো আল্লাহ্‌র নামে প্রতারিত হয়।

কাতাদা (র.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ঃ "সে আল্লাহ্‌র নামে শপথ করিয়া বলিল, 'আমি তোমাদের পূর্বে সৃষ্ট হইয়াছি। তাই আমি তোমাদের চাইতে বেশী জ্ঞান রাখি। অতএব, তোমরা আমার পরামর্শ শোন। আমি তোমাদিগকে মংগলের পথেই লইয়া যাইব।

জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নামে আমাদিগকে প্রতারিত করিতে চাহে, আমরা সহজেই তাহার প্রতারণার ফাঁদে পা দিয়া থাকি

(٢٢) فَدَلّٰىهُمَا بِغُرُوْرٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَ طَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ؕ وَنَادٰىهُمَا رَبُّهُمَآ اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَآ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ○

(٢٣) قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا سكتة وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

২২. এইভাবে সে তাহাদিগকে প্রবঞ্চনার দ্বারা অধঃপতিত করিল। অতঃপর যখন তাহারা সেই বৃক্ষ-ফলের আস্বাদ গ্রহণ করিল, তখন তাহাদের লজ্জাস্থান তাহাদের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং তাহারা উদ্যান-পত্র দ্বারা নিজদিগকে আবৃত করিতে লাগিল। তখন তাহাদের প্রতিপালক তাহাদেরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আমি কি তোমাদেরকে এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হইতে বারণ করি নাই এবং আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু ?

২৩. তাহারা বলিল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজদের প্রতি অন্যায় **করিয়াছি,** যদি তুমি আমাদিগকে ক্ষমা না কর এবং দয়া না কর, তবে অবশ্য **আমরা ক্ষতিগ্রস্তদিগের** অন্তর্ভুক্ত হইব।

তাফসীর ঃ সাঈদ ইব্‌ন আবূ আরুবা (র.) - — — - উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা.) বলিয়াছেন ঃ হযরত আদম (আ.) খেজুর বৃক্ষের ন্যায় দীর্ঘদেহী ছিলেন। তাঁহার মাথায় ঘন দীর্ঘ কেশ ছিল। জান্নাতে তাঁহার তরফ হইতে ত্রুটি সংঘটিত হইয়া যাইবার পর তাহার গুপ্তস্থান অনাবৃত হইয়া গেল। ইতিপূর্বে তিনি স্বীয় গুপ্তাঙ্গ দেখিতেন না। ইহাতে লজ্জায় তিনি জান্নাতে এদিক ওদিক দৌড়াইতে লাগিলেন। জান্নাতের একটি গাছ তাহার মাথার চুল জড়াইয়া ধরিল। গাছকে তিনি বলিলেন, 'আমাকে ছাড়িয়া দাও।' গাছ বলিল, 'আমি তোমাকে ছাড়িব না।' আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'ওহে আদম! আমার কাছ হইতে কি ভাগিয়া যাইতেছ ? তিনি বলিলেন, 'পরওয়ারদেগার! তোমা হইতে আমার লজ্জা হইতেছে।

ইব্‌ন জারীর এবং ইব্‌ন মারদুবিয়া-- — — - উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা.) হইতে উপরোক্ত হাদীছকে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর বাণী (حديث مرفوع) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু, যে সনদে আলোচ্য হাদীছ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর বাণী বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে, উহার চাইতে সেই সনদই অধিকতর শক্তিশালী, যাহাতে উহাকে উবাই ইব্‌ন কা'ব নিজস্ব কথা (حديث موقوف) বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে যথাক্রমে সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের তৎ হইতে মিনহাল ইব্‌ন আমর হাসান ইব্‌ন আম্মারাহ সুফিয়ান ইব্‌ন উয়াইনা ও ইব্‌ন মুবারক, এবং আবদুল রায্‌যাক বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ.) এবং বিবি হাওয়াকে যে গাছের কাছে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন, উহা ছিল 'গন্দম' বা 'গম গাছ' তাহারা উহা খাইবার পর তাহাদের গুপ্তস্থান অনাবৃত হইয়া গেল। তাহারা স্ব-স্ব হস্ত দ্বারা স্বীয় গুপ্তাঙ্গকে আবৃত করিত ঃ ডুমুর গাছের পাতা একটির সাথে আরেকটিকে জোড়া দিয়া উহা দ্বারা নিজেদের গা ঢাকিতে লাগিলেন। হযরত আদম (আ.) জান্নাতে দৌড়াইতে লাগিলেন। জান্নাতের একটি গাছে তাঁহার মাথার চুল জড়াইয়া গেল। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে ডাকিয়া, বলিলেন ওহে আদম! আমার নিকট হইতে কি তুমি পালাইতেছ ?' হযরত আদম (আ.) বলিলেন, 'পরওয়ারদেগার! পালাইতেছি না; কিন্তু তোমা হইতে আমার লজ্জাবোধ হইতেছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, আমি জান্নাতে তোমার জন্যে যে সকল নিয়ামত হালাল করিয়া দিয়াছিলাম, উহারা কি উহা হইতে সংখ্যায় ও পরিমাণে অধিকতর ছিল না যাহা তোমার জন্যে হারাম করিয়াছিলাম।

হযরত আদম (আ.) বলিলেন, পরওয়ারদেগার! নিশ্চয়ই। কিন্তু তোমার ইয্‌যাতের কসম! আমি ধারণা করিতে পারি নাই যে, কেহ তোমার নামে মিথ্যা শপথ করিতে পারে। শয়তানের এই শপথের বর্ণনা আল্লাহ্ তা'আলা এইরূপে দিয়াছেন ঃ

وَقَاسَمَهُمَآ اِنِّىْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ আর সে তাহাদিগকে (আল্লাহ্‌র নামে) শপথ করিয়া বলিল, নিশ্চয় আমি তোমাদের একজন শুভাকাংক্ষী (৭ ঃ ২১)।

আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, আমার ইয্‌যাতের কসম! আমি তোমাকে যমীনে নামাইব, অতঃপর, তুমি সেখানে কঠোর পরিশ্রম ব্যতীত জীবিকা লাভ করিতে পারিবে না। অতঃপর আল্লাহ্ বলিলেন, 'অতএব, জান্নাত হইতে নামিয়া যাও।' তাহারা জান্নাতে পর্যাপ্ত আহার ও পানীয় গ্রহণ করিতেন।

কিন্তু তাহাকে যমীনে অপ্রচুর ও অপর্যাপ্ত খাদ্য ও পানীয়ের নিকট নামাইয়া দেওয়া হইল। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে লোহার ব্যবহার শিখাইলেন এবং কৃষি করিবার নির্দেশ দিলেন। তিনি কৃষি করিলেন। তিনি বীজ বপন করিলেন এবং জমিতে পানি দিলেন। শস্য পাকিবার পর উহা কাটিলেন, মাড়াইলেন এবং খোসা ছাড়াইলেন। শস্য পিষিলেন, খামির বানাইলেন, রুটি প্রস্তুত করিলেন এবং খাইলেন। আল্লাহ্ তা'আলা যতটুকু পরিশ্রম তাহাকে দিয়া করাইতে চাহিয়াছিলেন, এইভাবে তাহাকে ততটুকু পরিশ্রম-ই করিতে হইল।

সাওরী (র.)- — — - ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন ঃ 'জান্নাতে হযরত আদম (আ.) ও বিবি হাওয়া (ডুমুর) বৃক্ষের পাতা দ্বারা নিজেদের গাত্র ঢাকিয়াছিলেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণিত উক্ত বর্ণনার সনদ সহীহ্।

মুজাহিদ (র.) বলিয়াছেন ঃ তাহারা জান্নাতের পাতা দ্বারা কাপড়ের ন্যায় নিজেদের গাত্র আবৃত করিতে লাগিলেন।

عنهما لباسهما (সে তাহাদের লেবাসকে তাহাদের গাত্র হইতে বিচ্যুত করিয়া দেয় যাহাতে তাহাদের গুপ্তাঙ্গকে পরস্পরের সম্মুখে অনাবৃত করিয়া দিতে পারে)।

এই আয়াতার ব্যাখ্যায় ওয়াহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ্ (র.) বলিয়াছেনঃ জান্নাতে হযরত আদম (আ.) ও বিবি হাওয়ার লেবাস ছিল 'নূর', কেহ কাহারো গুপ্তাঙ্গ দেখিতে পাইতেন না। নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণে তাহাদের গুপ্তাঙ্গ অনাবৃত হইয়া গেল।

ইব্‌ন জারীর (র.) ওয়াহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ্ (র.) হইতে উক্ত ব্যাখ্যা সহীহ্ সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

আবদুর রায্‌যাক (র.) মামার সূত্রে কাতাদা (র.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, কাতাদা (র.) বলেন ঃ হযরত আদম (আ.) বলিলেন, 'পরওয়ারদেগার! আমি তওবা করিলে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিলে কি আমার তওবা কবূল এবং ক্ষমা মঞ্জুর হইবে ?

আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, তুমি এইরূপ করিলে আমি তোমাকে জান্নাতে দাখিল করিব। আর ইবলীস ? সে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তওবা ও ক্ষমা চাহে নাই, সে চাহিয়াছে 'সময়'। যে যাহা চাহিয়াছে, আল্লাহ্ তাহাকে তাহাই দিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র.) - — — - ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করিয়াছেন যে ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন ঃ হযরত আদম (আ.) নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাইবার পর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি যে গাছের কাছে যাইতে তোমাকে নিষেধ করিলাম, কেনো তুমি উহার ফল খাইলে ? হযরত আদম (আ.) বলিলেন, 'হাওয়া' আমাকে পরামর্শ দিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, 'আমি তাহাকে এই শাস্তি দিতেছি যে, গর্ভে সন্তান ধারণকালে এবং প্রসবকালে তাহাকে কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। বিবি হাওয়া ইহা শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, (প্রসবকালে) তোমাকে ও তোমার সন্তানকে কাঁদিতে হইবে।

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ। যাহ্‌হাক ইব্‌ন মুযাহিম (র.) বলিয়াছেন ঃ হযরত আদম (আ.) তাহার পরওয়ারদেগারের কাছ হইতে এই কথা কয়টিই শিখিয়া লইয়াছিলেন।

(٢٤) قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ○

(٢٥) قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ ○

২৪. তিনি বলিলেন, তোমরা একে অপরের শত্রু হইয়া নামিয়া যাও এবং পৃথিবীতে কিছুকালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রহিল।

২৫. তিনি বলিলেন, সেখানেই তোমরা জীবন যাপন করিবে, সেখানেই তোমাদের মৃত্যু হইবে এবং সেখান হইতেই তোমাদিগকে বাহির করিয়া আনা হইবে।

তাফসীর ঃ কাহারোর মতে ' اهبطوا। (তোমরা নামিয়া যাও) আয়াতাংশে যাহাদিগকে সম্বোধন করা হইয়াছে, তাহারা হইতেছে আদম-হাওয়া এবং ইবলীস ও সাপ। কেহ কেহ আবার সাপকে উল্লেখ করেন নাই। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

শত্রুতায় দুইটি পক্ষ হইতেছে আদম ও ইবলীস। এই কারণেই 'সূরা তাহায় ক্রিয়ার দ্বিবচন আনিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেনঃ اهبطامنها جميعا। অর্থাৎ তোমরা পক্ষদ্বয়ের সকলে উহা হইতে নামিয়া যাও বিবি হাওয়া হযরত আদম (আ.)-এর পক্ষের অন্তর্গত, আর সাপের উল্লেখ সঠিক হইলে উহা ইবলীসের পক্ষের অন্তর্গত।

তাফসীরকারগণ প্রত্যেকের অবতরণ স্থানের নামও উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল বর্ণনা বিধর্মী ইসরাঈলী গল্পকারদের কল্পিত গল্প বলিয়া মনে হয়। আল্লাহ্ই উহাদের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে অধিকতম জ্ঞানী। এই সকল স্থানের অবস্থান নির্ধারণে যদি মানুষের দীন বা দুনিয়ার কোন উপকার সাধিত হইত, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ বা তাহার রাসূল (সা.) উহা নির্ধারণ করিয়া দিতেন।

وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ (আর পৃথিবীতে তোমাদের জন্যে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবস্থান-স্থান এবং জীবন ধারণের উপকরণ থাকিবে) আয়াতাংশের তাৎপর্য এই যে, এখানে তাহাদের অবস্থানকাল এবং হায়াত পূর্ব হইতে তাকদীর কর্তৃক নির্ধারিত থাকিবে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলিয়াছেন ঃ مُسْتَقَرٌّ - অবস্থান স্থান অর্থাৎ 'কবর' ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে আরেক বর্ণনা এইরূপ রহিয়াছে ঃ مستقر (অবস্থান স্থান) অর্থাৎ মাটির উপরকার এবং মাটির নিম্নস্থ অবস্থান স্থল। উভয় রিওয়ায়েতই ইব্‌ন আবূ হাতিম (র.) কর্তৃক ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণিত হইয়াছে।

অনুরূপ ভাবে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى 'উহা (পৃথিবীস্থ উপকরণসমূহঃ) হইতেই আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, উহাতেই তোমাদিগকে প্রত্যাবৃত্ত করিব এবং পুনরায় উহা হইতেই তোমাদিগকে বহির্গত করিব- (তাহা।)

فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَ فِيْهَا تَمُوْتُوْنَ مِنْهَا تُخْرَجُوْنَ ইহার অনুরূপ এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, পৃথিবী মনুষের ইহকালীন জীবনের অবস্থান স্থান। এখানেই সে জীবন ধারণ করিবে, এখানেই সে মৃত্যুবরণ করিবে ও 'কবর' বা অন্তর্বর্তীকালীন অবস্থান স্থান প্রাপ্ত হইবে আর এখান হইতেই সে কিয়ামাতের দিনে পুনরুত্থিত হইবে- যে কিয়ামাতে আল্লাহ্ সকলকে একত্রিত করিবেন এবং সকলকে তাহাদের স্ব স্ব আমলের অনুরূপ প্রতিফল প্রদান করিবেন।

(٢٦) يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ؕ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ۙ ذٰلِكَ خَيْرٌ ؕ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ۝

২৬. হে বনী আদম! তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকিবার ও বেশভূষার জন্য আমি তোমাদিগকে পরিচ্ছদ দিয়াছি এবং তাকওয়ার পরিচ্ছদই সর্বোৎকৃষ্ট। ইহা আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের অন্যতম, যাহাতে তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের জন্যে যে লেবাস ও পোশাক সৃষ্টি করিয়াছেন, এখানে উহা উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকে কৃতজ্ঞ হইতে বলিতেছেন। اللباس - যাহা দ্বারা গোপনীয় স্থান আবৃত করা হয়; আর الرياش ও الريش যাহা দ্বারা বাহ্য সৌন্দর্য লাভ করা হয়। প্রথমটি হইতেছে অতীব প্রয়োজনীয় এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে অতিরিক্ত ও পরিপূরক।

ইব্‌ন জারীর (র) বলিয়াছেন, 'আরবী-ভাষায় الرياش শব্দের অর্থ হইতেছে, 'গার্হস্থ্য সরঞ্জাম', বহিঃ পরিধেয়।

ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র.) এবং তাহা হাইতে ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন ঃ الرياش শব্দের অর্থ হইতেছে 'সম্পদ। মুজাহিদ, উরওয়া ইব্‌ন যুবায়ের, সুদ্দী, যাহ্‌হাক (র.) এবং আরো অনেকে এইরূপ-ই বলিয়াছেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে আল-আওফী (র.) বর্ণনা করিয়াছেনঃ الريش পোশাক, জীবন-ধারণ-উপকরণ, নিয়ামত।

আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র.) বলিয়াছেন ঃ الرياش সৌন্দর্য। ইমাম আহমদ (র.) আবুল আলা শামী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবুল আল শামী বলেনঃ 'একদা আবূ উমামা (র.) একখানা নূতন কাপড় পরিধান করিলেন। যখন উহা তাঁহার গলদেশ পর্যন্ত পৌঁছিলে, তিনি বলিলেন ঃ

الحمد لله الذى كسانى ما اوارى به عورتى واتجمل به فى حياتى -

'সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার প্রাপ্য যিনি আমাকে এমন কাপড় পরিধান করাইয়াছেন, যাহা দ্বারা আমি নিজের গুপ্তস্থানকে ঢাকিতে পারি এবং যাহাদ্বারা জীবনে সৌন্দর্য লাভ করিতে পারি।' অতঃপর তিনি বলিলেন, আমি উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা.) হইতে শুনিয়াছি; তিনি বলিয়াছেন, হুযূর (সা.) ফরমাইয়াছেন ঃ 'যে ব্যক্তি নূতন কাপড় পরিধান কালে উহা তাহার কণ্ঠদেশ পর্যন্ত পৌঁছিলে বলে ঃ

الحمد لله الذى كسانى ما اوارى به عورتى واتجمل به فى حياتى -

-অতঃপর পুরাতন কাপড় খানা সাদকা করিয়া দেয়, সে ব্যক্তি জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় আল্লাহ্র দায়িত্বে, তাঁহার সান্নিধ্যে এবং তাঁহার নৈকট্যে আসিয়া যায়।

তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজা এই হাদীছকে আসবুগ (র.) হইতে ইয়াযীদ ইব্‌ন হারূনের এই সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। আসবুগ রাবী হইতেছেন ইব্‌ন যায়দ আল-জুহনী। ইয়াহইয়া ইব্‌ন মাঈন প্রমুখ তাহাকে 'বিশ্বস্ত' বলিয়াছেন। আসবুগের উস্তাদ হইতেছেন আবুল আলা শামী। এই হাদীছ ছাড়া অন্য কোন হাদীছে তাহার নাম পাওয়া যায় না। অথচ অন্য কেহ ইহা বর্ণনা করেন নাই। আল্লাহ্ সর্বশেষ্ঠ জ্ঞানী।

ইমাম আহমদ (র.) ...... আবূ মাতার হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ মাতার (র.) বলেন যে, একদা তিনি আলী (রা.)-কে একটি যুবকের কাছ হইতে তিন দিরহাম দিয়া একটি জামা খরিদ করিতে দেখিলেন। তিনি উহা পরিধান করিলে উহা তাঁহার হাঁটুর নিম্নে পায়ের নলার কোন স্থান পর্যন্ত ঝুলিয়া পড়িল। জামাটি পরিধান করিয়া আলী (রা.) এই দু'আ পড়িলেন ঃ

الحمد لله الذى رزقنى من الرياش ما اتجمل به فى الناس واو ارى به عورتى-

"সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার প্রাপ্য- যিনি আমাকে এইরূপ পোশাক দান করিয়াছেন যাহা দ্বারা আমি মানুষের সম্মুখে সৌন্দর্য লাভ করিতে পারি এবং স্বীয় গুপ্তাঙ্গ ঢাকিতে পারি। ইহা তাহার নিজস্ব দু'আ, না হুযূর (সা.)-এর নিকট হইতে শ্রুত ? এই মর্মে তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলিলেন, 'নূতন কাপড় পরিধান করিবার কালে নবী করীম (সা.) ইহা পড়িতেন।

وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ - আয়াতে (তাকওয়ার লেবাস হইতেছে উত্তম)। কেহ কেহ ' لباس التقوى ' শব্দকে نصب - কর্মকারকের বিভক্তি এবং কেহ কেহ رفع - কর্তৃকারকের বিভক্তি দিয়া পড়িয়াছেন। যাহারা رفع দিয়া পড়িয়াছেন, তাহারা ইহাকে উদ্দেশ্য ধরিয়া ' ذالك خير ' অংশকে উহার বিধেয় ধরিয়াছেন।

তাফসীরকারগণের মধ্যে لباس التقوى - (তাকওয়ার লেবাস) এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। ইকরামা (র.) বলিয়াছেনঃ কথিত আছে, মুত্তাকিগণ কিয়ামতে যে লেবাস পরিধান করিবেন, তাহাই হইতেছে তাকওয়ার লেবাস। ইব্ন আবূ হাতিম (র.) ইকরামা (র.) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

যায়েদ ইব্ন আলী, সুদ্দী, কাতাদা ও ইব্ন জুরায়েজ (র.) বলিয়াছেন, 'তাকওয়ার লেবাস' হইতেছে ঈমান।

ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে আওফী (র.) বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা.) বলিয়াছেনঃ তাকওয়ার লেবাস হইতেছে 'নেক কাজ'।

ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে দাইয়াল ইব্ন আমর (র.) বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা.) বলিয়াছেন ঃ তাকওয়ার লেবাস হইতেছে, (নেককার মানুষের) মুখমণ্ডলে দৃশ্যমান অভিব্যক্তি।

উরওয়া ইব্ন যুবায়ের হইতে বর্ণিত হইয়াছে, 'তাকওয়ার লেবাস হইতেছে, আল্লাহ্র ভয়।

আবদুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম (র.) বলিয়াছেনঃ 'তাকওয়ার লেবাস' হইতেছে আল্লাহ্র ভয়ে গুপ্তাঙ্গকে ঢাকিয়া রাখা।

প্রকৃত পক্ষে উপরোল্লেখিত সকল ব্যাখ্যাই পরস্পর নিকট সম্পর্কীয়। নিম্নে বর্ণিত হাদীছ হইতে উল্লেখিত ব্যাখ্যাসমূহের সমর্থন পাওয়া যায় ঃ ইব্ন জারীর (র.) — — — হাসান (র.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হাসান (র.) বলেন ঃ একদা আমি উছমান (রা.)-কে হুযূর (সা.)-এর মিম্বারে দণ্ডায়মান দেখিলাম। তাহার পরিধানে বোতাম খোলা একটি জামা ছিল। তিনি কুকুরসমূহকে মারিয়া ফেলিতে নির্দেশ দিলেন এবং কবুতর লইয়া খেলিতে নিষেধ করিলেন। অতঃপর বলিলেন, হে লোক সকল! তোমরা এই সব (অন্যায়) গোপন কার্য হইতে বিরত থাক। আমি হুযূর (সা.)-কে বলিতে শুনিয়াছি, মুহাম্মদের প্রাণ যাহার হাতে, তাঁহার শপথ, যে কেহই কোন গোপন কার্য করুক না কেন, আল্লাহ্ উহা প্রকাশ করিয়া দিবেন। কার্যটি ভাল হইলে ভাল-ই, আর কার্যটি মন্দ হইলে মন্দ। অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করিলেন ঃ

وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ -

রাবী বলেন ঃ لِبَاسُ التَّقْوٰى - অর্থাৎ উত্তম চরিত্র। ইব্ন জারীর (র.) সুলায়মান ইব্ন আরকামের বর্ণনা মতে এইরূপই বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনায় দুর্বলতা রহিয়াছে। হাসান বসরী হইতে একাধিক সহীহ্ সনদে কিতাবুল আদাব গ্রন্থে (كتاب الادب) শাফিঈ ইমামগণ, ইমাম আহমদ এবং ইমাম বুখারী (র.) বর্ণনা করিয়াছেন যে, হাসান বসরী (র.) বলেন ঃ তিনি উছমান (রা.)-কে জুমুআর দিনে মিম্বারে দাঁড়াইয়া কুকুরসমূহকে মারিয়া ফেলিতে এবং কবুতরসমূহকে যবাহ্ করিয়া ফেলিতে নির্দেশ দিতে শুনিয়াছেন। অবশ্য উছমান (রা.) হইতে উপরে বর্ণিত হুযূর (সা.)-এর হাদীছকে হাফিজ আবুল কাসিম তাবরানী তাঁহার সংকলিত 'আল-মুজামুল কাবীর' গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। সেখানে তিনি উক্ত হাদীছের আরেকটি সনদকেও উল্লেখ করিয়াছেন।

(২৭) يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا ۭ اِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۭ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَاۗءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

২৭. হে বনী আদম! শয়তান যেন তোমাদিগকে কিছুতেই প্রলুব্ধ না করে– যেভাবে তোমাদের পিতামাতাকে সে জান্নাত হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিল, তাহাদিগকে তাহাদের লজ্জাস্থান দেখাইবার জন্য বিবস্ত্র করিয়াছিল। সে নিজে ও তাহার দল তোমাদিগকে এমনভাবে দেখে যে, তোমরা তাহাদিগকে দেখিতে পাও না। যাহারা ঈমান আনে না শয়তানকে আমি তাহাদের অভিভাবক বানাইয়াছি।"

তাফসীর ঃ এখানে মানব পিতা আদম (আ.)-এর সংগে ইবলীসের প্রাচীন শত্রুতার কথা উল্লেখ করতঃ আল্লাহ্ তা'আলা বনী আদমকে ইবলীস ও তাহার বংশধর হইতে সতর্ক করিতেছেন। ইবলীস বাবা আদমকে সুখময় জান্নাত হইতে দুঃখকষ্টের পৃথিবীতে নির্বাসনের জন্যে প্রয়াস পাইয়াছিল। উহা তাহার অপ্রকাশিত গুপ্তস্থান প্রকাশের কারণ হইয়াছিল। এবং তাহার প্রয়াসের একমাত্র কারণ ছিল প্রবল শত্রুতা। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا

অর্থাৎ তোমরা কি আমাকে ছাড়িয়া তাহাকে ও তাহার বংশধরদিগকে অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করিতেছ ? অথচ তাহারা তোমাদের শত্রু। জালিমদের জন্য ইহা কতই না মন্দ প্রতিদান (১৮ ঃ ৫০)।

(২৮) وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ۗ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ۖ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ○

(২৯) قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ۖ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ○

(৩০) فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ ۗ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ ○

২৮. যখন তাহারা কোন অশ্লীল আচরণ করে তখন বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষকে ইহা করিতে দেখিয়াছি এবং আল্লাহ্ও আমাদিগকে ইহার নির্দেশ দিয়াছেন। বল, আল্লাহ্ অশ্লীল আচরণের নির্দেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলিতেছ, যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নাই ?

২৯. বল আমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়াছেন ন্যায় বিচারের। তোমরা প্রত্যেক সালাতে তোমাদের লক্ষ্য স্থির রাখিবে এবং তাঁহারই আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া একনিষ্ঠভাবে তাঁহাকে ডাকিবে; তিনি যেভাবে প্রথমে তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন তোমরা সেইভাবে ফিরিয়া আসিবে।

৩০. একদলকে তিনি সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন এবং অপর দলের পথ-ভ্রান্তি সংগতভাবে নির্ধারিত হইয়াছে। তাহারা আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া শয়তানকে তাহাদিগের অভিভাবক করিয়াছিল ও নিজদিগকে তাহারা সৎপথগামী মনে করিত।

তাফসীর ঃ মুজাহিদ (র.) বলেন, মুশরিকগণ উলঙ্গ হইয়া আল্লাহ্‌র ঘর তাওয়াফ করিত। তাহারা বলিত, আমাদের মাতাগণ যেভাবে আমাদিগকে প্রসব করিয়াছেন, সেইভাবে উলঙ্গ অবস্থায় আমরা তাওয়াফ করিব। কোন মহিলা উলঙ্গাবস্থায় তাওয়াফ করার সময় লজ্জাস্থানে চওড়া রশি বা অন্য কিছু ঝুলাইয়া রাখিত আর কবিতার এই চরণটি আবৃত্তি করিত ঃ

اليوم يبدو كلها و بعضه * وما بدا منه فلا احل

"আজ লজ্জাস্থান পূর্ণ বা আংশিক প্রকাশ পাইতেছে। আর যাহা প্রকাশ পাইতেছে উহা কাহার জন্য আমি সিদ্ধ মনে করি না।"

এই ঘটনা উপলক্ষেই আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا -

অর্থাৎ যখন তাহারা অশ্লীল কাজ করিত তখন বলিত, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষগণকে ইহা করিতে দেখিয়াছি এবং আল্লাহ্ও আমাদিগকে ইহার নির্দেশ দিয়াছেন।

আমি (গ্রন্থকার) বলি ঃ কুরায়েশ ভিন্ন অন্যসব আরব গোত্র তাহাদের ব্যবহৃত জামাকাপড় পরিধান করিয়া আল্লাহ্‌র ঘর তাওয়াফ করিত না। তাহারা বলিত, যেই জামাকাপড় পরিয়া আমরা আল্লাহ্‌র নাফরমানী করিয়া থাকি, সেই জামাকাপড় পরিয়া আমরা তাওয়াফ করিব না। কুরায়েশগণ নিজদিগকে রক্ষণশীল বলিয়া দাবী করিত। তাই তাহারা নিজেদের পরিহিত পোশাকেই তাওয়াফ করিত।

কুরায়েশদের হইতে ধার করতঃ পোশাক গ্রহণ করিয়া অন্য গোত্রের লোক উহা পরিধান করিয়া তাওয়াফ করিতে পারিত। তাহা ছাড়া সম্পূর্ণ নূতন পোশাকেও তাহারা তাওয়াফ করিতে পারিত এবং তাওয়াফ শেষে উহা ফেলিয়া দিত। উক্ত পরিহিত কাপড় আর কেহই গ্রহণ করিত না। যাহার কাছে নূতন পোশাক থাকিত না অথবা কোন কুরায়েশ হইতে ধার করত ঃ পোশাক জোগাড় করিতে পারিত না, সে উলঙ্গ হইয়া তাওয়াফ করিত। এমন কি মহিলারাও তখন উলঙ্গ হইয়া তাওয়াফ করিত। তবে তাহারা তখন লজ্জাস্থানের উপর কিছু ফেলিয়া রাখিত যাহাতে লজ্জাস্থান কিছুটা হইলেও ঢাকিয়া থাকিত। অতঃপর কবিতার এই চরণ আবৃত্তি করিত ঃ

اليوم يبدو بعضه اوكله * وما بدا منه فلا احله -

আজকে যদিও গুপ্তাঙ্গ খানিক কি সব দৃশ্যমান
বৈধকার না কাহার জন্য যা কিছু প্রকাশমান।

মহিলাগণ সাধারণত রাত্রিকালে উলঙ্গ হইয়া তাওয়াফ করিত। যাহা হউক, আরবদের মধ্যে তখন কুরায়েশ ভিন্ন সবাই এই প্রচলিত রীতি অনুসরণ করিত। তাহারা এই ক্ষেত্রে পূর্বপুরুষদের অনুসরণ করিত। তাহারা বিশ্বাস করিত যে, তাহাদের

পূর্বপুরুষগণের কার্যকলাপ আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ ও নির্ধারণের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাই আল্লাহ্ তাহাদের এই ভ্রান্ত বিশ্বাস খণ্ডন করার জন্যে আলোচ্য আয়াতের নিম্ন অংশ নাযিল করেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! যাহারা এইরূপ ভ্রান্তবিশ্বাস রাখে তাহাদিগের বল, তোমরা যে সব অশ্লীল কাজ করিতেছ আল্লাহ্ সেইরূপ অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেন না।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক প্রশ্ন করেন ঃ

أَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ তোমরা কি আল্লাহ্র নামে তাহাই বলিতেছ যাহা তোমরা জান না ?

অবশেষে আল্লাহ্ পাক এই প্রসংগে তাঁহার সুস্পষ্ট নীতি ও নির্দেশ তুলিয়া ধরেন। যেমন ঃ قُلْ أَمَرَ رَبِّيْ بِالْقِسْطِ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! বলিয়া দাও, আমার প্রতিপালক ন্যায় নীতি ও স্থিতিশীলতার নির্দেশ দেন।

এখানে بالقسط এর অর্থ العدل والاستقامة অর্থাৎ ন্যায় নীতি ও স্থিতিশীলতা। এই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলার পরবর্তী নির্দেশ হইল ঃ

أَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ -

অর্থাৎ তিনি আরও আদেশ করেন যে, প্রতিটি ইবাদতের ক্ষেত্রে তোমরা ন্যায়ের উপর স্থির থাক এবং তাঁহাকে ডাকার বেলায় আন্তরিকভাবে তাঁহার দীনের নিয়মনীতি অনুসরণ কর। আর তাহা হইল সেই রাসূলগণের পথ অনুসরণ করা যাহারা আল্লাহ্র বিধি-বিধান ও নির্দেশাবলী প্রচারের দায়িত্ব লাভ করিয়াছেন। পরন্তু তিনি এ আদেশেও দেন যে, তোমরা বিশুদ্ধচিত্তে একান্ত একনিষ্ঠভাবে তাঁহার ইবাদত কর। কেননা যে ইবাদত শরীআত সম্মত ও শির্কমুক্ত নয় তাহা তিনি কবূল করেন না।

كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُوْدُوْنَ আয়াতাংশের তাৎপর্য লইয়া মতভেদ রহিয়াছে। ইব্ন আবূ নাজীহ (র.) মুজাহিদ (র.) হইতে বর্ণনা করেন ঃ "তিনি মৃত্যুর পর তোমাদিগকে আবার জীবিত করিবেন।"

হাসান বসরী (র.) বলেন ঃ "যেভাবে তিনি তোমাদিগকে দুনিয়ায় সৃষ্টি করিয়াছেন কিয়ামতের দিন ঠিক সেইভাবে তোমাদেরকে জীবিত করিবেন।"

কাতাদা (র.) বলেন ঃ "অনস্তিত্ব হইতে তিনি তোমাদিগকে অস্তিত্ব দান করিয়াছেন, অতঃপর তোমরা বিলীন হইবে, তিনি আবার তোমাদিগকে অস্তিত্ব দান করিবেন।"

আবদুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম (র.) বলেন ঃ "যেভাবে তিনি প্রথম তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, শেষ বিচারের দিনেও তিনি তোমাদিগকে সেইভাবে সৃষ্টি করিবেন।"

ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতেও অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। ইব্ন মাসউদ (রা.) হইতে বর্ণিত হাদীছও উহার সমর্থক।

এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য ঃ আলোচ্য আয়াত দ্বারা যদি ইহাই উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে ইহা ও কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পরস্পর বিরোধী হয়ে দাঁড়ায় এবং নিম্নোক্ত হাদীছগুলোও আয়াতের মর্ম বিরোধী বলে প্রতীয়মান হয়। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا -

অর্থাৎ একত্ববাদী দীনের জন্যে তোমার মুখমণ্ডলকে স্থির করিয়া নাও। তাহা হইল আল্লাহ্র সেই প্রকৃতি যাহার উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন (৩০ ঃ ৩০)।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে আবূ হুরায়রা (রা.) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা.) বলেন ঃ "প্রতিটি মানব সন্তান প্রকৃতিগত সত্য দীনের উপর জন্ম নেয়। অতঃপর তাহার পিতা-মাতা তাহাকে ইয়াহূদী, খৃস্টান ও প্রকৃতি পূজক-এ রূপান্তরিত করে।

সহীহ্ মুসলিমে আয়ায ইব্ন হিমার (র.) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা.) বলেনঃ "আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেন, আমি আমার বান্দাকে একত্ববাদী হিসাবে সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপর শয়তান তাহাদের পিছু নিয়াছে। সে তাহাদের দীন হইতে তাহাদিগকে বিচ্যুত করিয়াছে।"

এই পরস্পর বিরোধী আয়াত ও হাদীছের মাঝে সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে ? আমার মতে (গ্রন্থকার) ঃ এভাবে বলা যাইতে পারে যে, সৃষ্টিগত একত্ববাদী হইয়াও সৃষ্টির পর তাহারা মু'মিন ও কাফির হইয়া দুইভাবে বিভক্ত হইবে। মূলত তিনি মানবকে সৃষ্টিগত ভাবেই স্রষ্টার পরিচয় ও একত্ববাদী ধারণার অধিকারী করিয়াছেন। এমন কি তিনি মানুষ হইতে উহার অঙ্গীকারও নিয়াছেন। সংগে সংগে উহাকে তিনি তাহাদের স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিয়াছেন। ইহা সত্ত্বেও তাঁহার ইলমে রহিয়াছে যে, একদল দুর্ভাগা কাফির হইবে ও একদল ভাগ্যবান মু'মিন হইবে। তাই তিনি ঘোষণা করিলেন ঃ هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ অর্থাৎ তিনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর তোমাদের একদল কাফির হইয়াছে ও একদল মু'মিন হইয়াছে (৬৪ ঃ ২)। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে ঃ

كل الناس يغدو فباع نفسه فمعتقها اوموبقها

অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষ প্রতিদিন স্বীয় সত্তাকে বিক্রয় করে। এই বিক্রয়ে সে নিজকে হয় মুক্ত করে, নয় তো ধ্বংস করে।

সৃষ্টির ক্ষেত্রে স্রষ্টার নির্ধারিত ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হইবেই। তাই তিনি বলেন ঃ اَلَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى অর্থাৎ তিনিই ব্যবস্থা নির্ধারণ করিয়াছেন। অতঃপর সেইমত পরিচালনা করিয়াছেন।

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ اَلَّذِیْۤ اَعْطٰی كُلَّ شَیْءٍ ثُمَّ هَدٰی অর্থাৎ তিনিই প্রতিটি সৃষ্টিকে উহার সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছেন। অতঃপর সেইমতে উহাকে পথ দেখাইয়াছেন।

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হইয়াছে যে, তোমাদের মধ্যে যেই ব্যক্তি ভাগ্যবান হইবে, ভাগ্যবানদের কার্যকলাপ তাহার জন্যে সহজ করিয়া দেওয়া হইবে আর যেই ব্যক্তি দুর্ভাগা হইবে, তাহার জন্যে দুর্ভাগ্যের কার্যকলাপ সহজ করিয়া দেওয়া হইবে। তাই আল্লাহ্ বলেন ঃ فَرِیْقًا هَدٰی وَفَرِیْقًا حَقَّ عَلَیْهِمُ الضَّلٰلَةُ অর্থাৎ একদলকে হিদায়েত প্রদান করিয়াছেন আর একদলের জন্যে পথভ্রষ্টতা নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে।

অতঃপর তিনি পথভ্রষ্টতার কারণ নির্দেশ প্রসংগে বলেন ঃ اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّیٰطِیْنَ اَوْلِیَاۤءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ অর্থাৎ তাহা এই কারণে যে, তাহারা আল্লাহ্কে ছাড়িয়া শয়তানকে অভিভাবকরূপে বরণ করিয়া লইয়াছে।

ইব্‌ন জারীর (র.) বলেন ঃ ইহা দ্বারা সুস্পষ্টত প্রমাণিত হয় যে, তাহাদের অভিমত অমূলক যাহারা মনে করেন যে, আল্লাহ্ কাহাকেও তাহার কোন ভ্রান্ত বিশ্বাস বা ভ্রান্ত কাজের জন্যে তখনই কেবল শাস্তি দিবেন যখন সে জানিয়া শুনিয়া তাহার প্রভুর বিরোধিতা করিয়া উহা অনুসরণ করিবে।

অবশ্য শেষোক্ত ক্ষেত্রে তো শাস্তি লাভের ব্যাপারটি সর্বসম্মত অভিমত। কিন্তু প্রথমোক্ত দিকটি যদি সত্য হয়, তাহা হইলে পথভ্রষ্ট আর হিদায়েতপ্রাপ্তদের পার্থক্য বিলুপ্ত হইবে। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে এই দুই দলের নাম ও হুকুমসমূহ পৃথক পৃথক উল্লেখ করিয়াছেন।

(৩১) یٰبَنِیْۤ اٰدَمَ خُذُوْا زِیْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا یُحِبُّ الْمُسْرِفِیْنَ ۝

৩১. হে বনী আদম! প্রত্যেক সালাতের সময় সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করিবে। আহার করিবে ও পান করিবে, কিন্তু অপব্যয় করিবে না। নিশ্চয় তিনি অপব্যয়কারীকে পসন্দ করেন না।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে মুশরিকদের উলঙ্গ হইয়া কা'বা ঘর তাওয়াফের ব্যাপারটি প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। এই আয়াতের শানে নযূল প্রসংগে ইমাম নাসাঈ, মুসলিম ও ইব্‌ন জারীর (র.) একটি হাদীছ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহা এই ঃ

শু'বা (র.) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন ঃ মুশরিক নর-নারী সকলেই উলঙ্গ হইয়া কা'বাঘর তাওয়াফ

করিত। পুরুষগণ দিবাভাগে ও মহিলাগণ রাত্রিকালে তাওয়াফ করিত। তাওয়াফকারী মহিলারা তখন নিম্ন চরণ আবৃত্তি করিত ঃ

اليوم يبدوا بعضه اوكله ٭ وما بدأ منه فلا احله ـ

এই উপলক্ষেই আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেন ঃ یَابَنِیْۤ اٰدَمَ خُذُوْا زِیْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ অর্থাৎ হে আদম সন্তান! প্রত্যেক ইবাদতের সময়ে সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান কর।

ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে আওফী বর্ণনা করেন ঃ মানুষ উলঙ্গ হইয়া বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করিত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে পোশাক পরিধানের নির্দেশ দিয়াছেন। আর পোশাক বলিতে আবরুর আবরণ ও দেহ আচ্ছাদনের উত্তম পরিধেয়কে বুঝায়। আলোচ্য আয়াতে তাহাদিগকে ইবাদতের সময় আবরুর আবরণ ও উত্তম পরিধেয় ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল।

মুজাহিদ, আতা, ইবরাহীম নাখঈ, সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের, কাতাদা, সুদ্দী, যাহ্হাক, যুহরী ও ইমাম মালিক (র.) সহ বহু পূর্বসূরী ইমাম ও তাফসীরকার আলোচ্য আয়াতের অনুরূপ তাফসীর করিয়াছেন। তাহারা ইহাও বলেন যে, আয়াতটি মুশরিকদের উলঙ্গ হইয়া তাওয়াফ করা উপলক্ষে নাযিল হইয়াছে।

হাফিজ ইব্‌ন মারদুবিয়া (র.) সাঈদ ইব্‌ন বশীর (র.) হইতে ও কাতাদা (র.) আনাস (রা.) হইতে মারফূ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াতটি জুতা পরিহিত অবস্থায় নামায পড়া উপলক্ষে নাযিল হইয়াছে। তবে এই হাদীছটির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে প্রশ্ন রহিয়াছে।

আলোচ্য আয়াত ও তার সমর্থক হাদীছসমূহের আলোকে নামাযের সময় বিশেষত জুমুআ ও ঈদের নামাযে সাজগোজ, সুগন্ধি ব্যবহার ও মিসওয়াক করা বিভিন্ন সজ্জা হিসাবে মুস্তাহাব বলিয়া গণ্য হইবে। তবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাদা পোশাকই উত্তম।

ইমাম আহমদ (র.) ---- ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন ঃ তোমরা সাদা পোশাক পরিধান কর। কেননা সাদা পোশাক সর্বোত্তম। তোমাদের মৃতদের সাদা পোশাকের কাফন পরাই। আছমুদ সর্বোত্তম সুরমা। ইহা দৃষ্টিকে উজ্জ্বল করে এবং চোখের পাতার পশম সংরক্ষণ ও উদগম ঘটায়।"

এই হাদীছের সনদ খুবই নির্ভরযোগ্য। রাবীগণের মাঝে ইমাম মুসলিমের শর্তাবলী পাওয়া যায়। হাদীছটি আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উছমান হইতে। ইমাম তিরমিযী হাদীছটিকে 'হাসান সহীহ্' বলিয়াছেন।

অপর একদল হাদীছবেত্তা সামূরা ইব্ন জুন্দুব (রা.) হইতে নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন ঃ তোমাদের সাদা পোশাক ব্যবহার করা উচিত। তোমরা তাহা পরিধান কর। কেননা উহা অতি উত্তম পরিচ্ছদ। তোমাদের মৃতদেরও সাদা কাপড়ের কাফন দিও।

মুহাম্মদ ইব্ন সিরীন (র.) হইতে বিশুদ্ধ সূত্রে কাতাদা (র.)-এর মাধ্যমে ইমাম তাবারানী (র.) বর্ণনা করেন যে, তামীম দারী এক হাজার মুদ্রার এক চাদর কিনে ছিলেন। তিনি তাহা পরিধান করিয়া নামায পড়িতেন।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَاتُسْرِفُوْا অর্থাৎ পানাহার কর আর অপব্যয় করো না।

পূর্বসূরীদের একদল বলেন, আল্লাহ্ পাক এ আয়াতাংশে গোটা চিকিৎসা বিদ্যার সমাহার ঘটাইয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র.) বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন ঃ যত ইচ্ছা খাও আর যাহা ইচ্ছা পান কর, যতক্ষণ না অপব্যয় ও দম্ভের শিকার হও।

ইব্ন জারীর (র.)– — — - ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ পাক পানাহার বৈধ করিয়াছেন যতক্ষণ না তাহাতে অপব্যয় ও দম্ভ দেখা দেয়। সনদটি বিশুদ্ধ।

অপর এক রিওয়ায়েত ইমাম আহমদ (র.)– — — –শুআয়েবের পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, শুআয়েবের পিতা বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলিয়াছেন – খাও, পানকর, পরিধানকর দান কর এবং অপব্যয় ও দম্ভ থেকে মুক্ত থাক। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁহার বান্দার প্রাপ্ত নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ দেখিতে ভালবাসেন।

অপর এক রিওয়ায়েত শুআয়েবের পিতা হইতে যথাক্রমে শুআয়েব, আমর ইব্ন শুআয়েব, কাতাদা, ইব্ন মাজা ও নাসাঈ বর্ণনা করেন যে, শুআয়েবের পিতা বলেন ঃ রাসূল (সা.) বলিয়াছেন – দম্ভ ও অপব্যয় মুক্ত থাকিয়া যত পার খাও, পরিধানকর ও দান কর।

ইমাম আহমদ (র.) —· — – – মিকদাদ ইব্ন মা'দিকারে আল-কিন্দী হইতে বর্ণনা করেন যে, মিকদাদ (রা.) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলিয়াছেন– বনী আদমের পেট পুরিয়া খাদ্য গ্রহণ করা একটি মন্দকাজ। তাহার মেরুদণ্ড শক্ত থাকে সেই পরিমাণ খাদ্যই তাহার জন্য যথেষ্ট। সুতরাং সে তাহা পূর্ণ করিতে গিয়া যেন এক-তৃতীয়াংশ খাদ্য, এক-তৃতীয়াংশ পানীয় ও এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যে বিভক্ত করিয়া নেয়।

নাসাঈও হাদীছটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীছটিকে কোথাও 'হাসান' আর কোথাও 'হাসান সহীহ' বলিয়াছেন।

আবূ ইয়া'লা মুসেলী (র.)– — — – আনাস ইব্ন মালিক (র.) হইতে তাহার মুসনাদে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন ঃ তোমার লোভনীয় সকল বস্তু আহার করাই অপব্যয়।

হাদীছটি ইমাম দারে-কুতনী তাহার 'আল্ ইফরাদ' গ্রন্থে সংকলন পূর্বক মন্তব্য করেন– হাদীছটি গরীব। কেননা বাকীয়ার সূত্রে ভিন্ন অন্য কোন সূত্রে ইহা বর্ণিত হয় নাই।

সুদ্দী (র.) বলেন – যাহারা উলঙ্গ হইয়া তাওয়াফ করিত তাহারা যতদিন মক্কা শরীফে সেই মৌসুমে অবস্থান করিত, ততদিন চর্বিজাতীয় খাদ্য আহার করা হারাম মনে করিত। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের উদ্দেশ্যেই এই আয়াত নাযিল করেন ঃ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَاتُسْرِفُوْا সুতরাং আয়াতটির তাৎপর্য এই যে, তোমরা হালাল খাদ্য হারাম করিয়া বাড়াবাড়ি করিও না।

মুজাহিদ (র.) বলেন ঃ আল্লাহ্ পানাহারের জন্যে যত কিছু হালাল করিয়াছেন তাহাই পানাহার করিতে এখানে নির্দেশ দিয়াছেন।

আবদুর রহমান ইব্ন যায়েদ (র.) বলেন ঃ وَلَاتُسْرِفُوْا অর্থ لَاتَاْكُلُوْا, অর্থাৎ তোমরা হারাম বস্তু আহার করিও না। কারণ, উহাই اسراف তথা বাড়াবাড়ি।

ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে আতা খুরাসানী (র.) বর্ণনা করেন ঃ আলোচ্য আয়াত পানাহারের সীমা রেখা নির্ধারণের জন্যে অবতীর্ণ হইয়াছে।

ইব্ন জারীর (র.) বলেন ঃ اِنَّهٗ لَايُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ বলিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বুঝাইয়াছেন ঃ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সীমালংঘনকারীদের পসন্দ করেন না। সেই সীমা হইল হালাল ও হারামের সীমা। আর তাহার লঙ্ঘন হইল হালালকে হারাম বানানো কিংবা হারামকে হালাল বানানো। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তা'আলা হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম রাখিয়া তাঁহার নির্দেশ হুবহু অনুসরণ করাই পসন্দ করেন।

(٣٢) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ؕ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○

৩২. বল, আল্লাহ্ স্বীয় বান্দাদের জন্য যেসব শোভার বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা কে নিষিদ্ধ করিয়াছে ? বল, পার্থিব জীবনে বিশেষ করিয়া কিয়ামতের দিনে এই সমস্ত বস্তু তাহাদের জন্যে যাহারা ঈমান আনে। এইরূপে আমি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন বিশেষভাবে বিবৃত করি।

তাফসীর ঃ যাহারা আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান ছাড়াই নিজেরা কোন কোন খাদ্য, পানীয় ও পোশাক হারাম করিয়া লইয়াছে, তাহাদের এহেন আচরণ প্রত্যাখ্যান করিয়া আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেন ঃ হে মুহাম্মদ! তুমি সেই সব মুশরিকদের বল যে, তোমরা যেসব পানাহার ও পোশাক পরিচ্ছদ নিজেদের জন্যে হারাম করিয়াছ উহা তোমাদের মনগড়া বিদআত ও ভ্রান্ত মতবাদ। আল্লাহ্ পাক তোমাদের জন্যে উহা হারাম করেন নাই। তাই তিনি বলেন ঃ

مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ -

অতঃপর আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেন ঃ

قُلْ هِىَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ -

অর্থাৎ শোভনীয় বস্ত্র ও পবিত্র জীবিকা সেই সকল লোকদের জন্যে সৃষ্টি করা হইয়াছে যাহারা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে ও পার্থিব জীবনে তাঁহার ইবাদত করে। পার্থিব জীবনে যদিও কাফির মুশরিকরা মু'মিনদের অংশীদার হইয়া উহা ভোগ করে, কিন্তু পরকালে উহা কেবলমাত্র মু'মিনদের জন্য নির্দিষ্ট হইবে। সেখানে উহা ব্যবহার ও ভোগের ক্ষেত্রে কাফির, মুশরিকের কোন অংশ থাকিবে না। কারণ, তাহাদের জন্য জান্নাত হারাম হইবে।

আবুল কাসিম তাবারানী (র.) — — — — ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ কুরায়েশগণ উলঙ্গ হইয়া বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করিত। তখন তাহারা শিস দিত ও তালি বাজাইত। সেই উপলক্ষে আল্লাহ্ পাক আলোচ্য আয়াত নাযিল করেন এবং এই আয়াতে বস্ত্র পরিধানের জন্যে তাহাদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

(৩৩) قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ
وَالْاِثْمَ وَالْبَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ
سُلْطٰنًا وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

৩৩. বল, আমার প্রতিপালক নিষিদ্ধ করিয়াছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা আর পাপ এবং অসংগত বিরোধিতা এবং কোন কিছুকে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা– যাহার কোন সনদ তিনি প্রেরণ করেন নাই, আর আল্লাহ্ সম্পর্কে এমন কিছু বলা যে সম্বন্ধে তোমাদের জ্ঞান নাই।

তাফসীর ঃ ইমাম আহমদ (র.)– — — — আবদুল্লাহ্ (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হইতে অধিক মর্যাদাবোধের অধিকারী কেহই নহে। তাই তিনি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল অশ্লীলতাকে হারাম ঘোষণা করিয়াছেন।

হাদীছটি বুখারী ও মুসলিম স্ব-স্ব গ্রন্থে সনদসহ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। অশ্লীলতা সম্পর্কে পূর্বে সূরা আন'আমে আলোকপাত করা হইয়াছে।

আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِّ অর্থাৎ পাপ ও সম্পূর্ণ বিরোধিতা।

সুদ্দী (র.) বলেন ঃ الاثم অর্থ পাপ এবং البغى অর্থ অন্যায়ভাবে সীমালংঘন করা করা।

মুজাহিদ (র.) বলেন ঃ الاثم বলিতে সকল পাপকেই বুঝায় আর البغى অর্থ সেই ব্যক্তি যে নিজ সত্তার বিরোধিতা করে। মোট কথা الاثم বলিতে সেই সব পাপকে বুঝায় যাহা কর্তার নিজের সাথে জড়িত। আর البغى বলিতে সেই সব পাপকে বুঝায় যাহা অন্য লোকের ভিতরও ছড়াইয়া পড়ে। আল্লাহ্ পাক আলাদা উভয় প্রকার পাপকে হারাম করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ইবাদতে তোমরা শরীক নির্ধারণ করিতেছে যাহার কোন সনদ তিনি নাযিল করেন নাই।

وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্‌র সন্তান আছে ইত্যকার সব মিথ্যা কথা প্রমাণ ছাড়াই আল্লাহ্‌র নামে বলিতেছ যাহা সম্পর্কে তোমাদের কোনই জ্ঞান নাই। এভাবে আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন ঃ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ অর্থাৎ তোমরা ঘৃণ্য পৌত্তলিকতা হইতে দূরে থাক (২২ ঃ ৩০)।

(৩৪) وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا
يَسْتَقْدِمُوْنَ ○
(৩৫) يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِىْ ۙ
فَمَنِ اتَّقٰى وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○
(৩৬) وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ
النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

৩৪. প্রত্যেক জাতির এক নির্দিষ্ট সময় আছে। যখন তাহাদের সময় আসিবে তখন তাহারা মুহূর্ত পরিমাণ বিলম্ব বা ত্বরা করিতে পারিবে না।

৩৫. হে বনী আদম! যদি তোমাদের মধ্য হইতে কোন রাসূল তোমাদের নিকট আসিয়া আমার নিদর্শন বিবৃত করে তখন যাহারা সাবধান হইবে এবং নিজেদের সংশোধন করিবে তাহাদের কোন ভয় থাকিবে না এবং তাহারা দুঃখিত হইবে না।

৩৬. আর যাহারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং দম্ভভরে উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে তাহারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ لِكُلِّ اُمَّةٍ এখানে 'উম্মত' অর্থ প্রজন্ম ও জাতি। اَجَلٌ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ অর্থাৎ তাহাদের জন্যে সময় নির্ধারিত রহিয়াছে। তাই যখন সেই সময়টি উপস্থিত হইবে।

لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ অর্থাৎ তখন মুহূর্তকাল বিলম্ব বা ত্বরা করা হইবে না।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বনী আদমকে এই বলিয়া সতর্ক করেন যে, শীঘ্রই তাহাদের নিকট তিনি রাসূল পাঠাইবেন যাহারা তাহাদের নিকট আল্লাহ্‌র বাণী বর্ণনা করিবেন এবং তাহাদিগকে সুসংবাদ দিবেন ও সতর্ক করিবেন।

فَمَنِ اتَّقٰى وَاَصْلَحَ অর্থাৎ যাহারা নিষিদ্ধ কাজ বর্জন করিবে ও নির্দেশিত কাজ সম্পন্ন করিবে।

فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ অর্থাৎ তাহাদের ভয়-ভাবনা কিছুই থাকিবে না।

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا অর্থাৎ যাহাদের অন্তর তাহা গ্রহণ করিল না এবং দম্ভভরে উহার অনুসরণ উপেক্ষা করিল।

اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ অর্থাৎ তাহারা অনন্ত অগ্নিকুণ্ডের স্থায়ী বাসিন্দা হইবে।

(৩৭) فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيْبُهُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ ۙ قَالُوْٓا اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا وَشَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ○

৩৭. যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে কিংবা তাঁহার নির্দেশনকে প্রত্যাখ্যান করে তাহার অপেক্ষা বড় জালিম আর কে ? নির্ধারিত প্রাপ্য তাহাদের পাইবে, যতক্ষণ না আমার ফেরেশতাগণকে প্রাণ হরণের জন্য তাহাদের নিকট পৌঁছিবে ও জিজ্ঞাসা করিবে, আল্লাহ্ ছাড়া যাহাদিগকে তোমরা ডাকিতে তাহারা কোথায় ? তাহারা বলিবে, তাহারা অন্তর্হিত হইয়াছে এবং তাহারা স্বীকার করিবে যে, তাহারা সত্য প্রত্যাখান করিয়াছিল।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ অর্থাৎ সেই ব্যক্তি হইতে বড় জালিম কেহই নহে যে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা রটনা করিয়াছে। অথবা তাহার আয়াতাংশকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়াছে।

اُولٰٓئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيْبُهُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা সম্পর্কে তাফসীরকারদের মতভেদ রহিয়াছে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে আওফী (র.) বর্ণনা করেন ঃ তাহাদের শাস্তি স্বরূপ যাহা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে তাহারা তাহা ভোগ করিবে। আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রটনাকারীর শাস্তি এইরূপ লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে, তাহার মুখমণ্ডল মসিলিপ্ত হইবে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে আলী ইব্‌ন তালহা (র.) বর্ণনা করেন ঃ তাহাদের আমলের প্রতিদান এইরূপ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে যে, ভাল কাজ করিলে ভাল ফল পাইবে ও মন্দ কাজ করিলে মন্দ ফল ভোগ করিবে।

মুজাহিদ (র.) বলেন ঃ ভাল-মন্দ প্রতিদানের যে অংগীকার তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে তাহারা তাহা পাইবে।

কাতাদা (র.) ও যাহ্‌হাকসহ অনেকেই এই মত পোষণ করেন। ইব্‌ন জারীর (র.) ও এই মত গ্রহণ করিয়াছেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব কারযী (র.) বলেন ঃ তাহারা নির্ধারিত কর্ম, রুযী ও আয়ু লাভ করিবে। রবী ইব্‌ন আনাস এবং আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ (র.) ও অনুরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। এই ব্যাখ্যাটিই শক্তিশালী।

যেহেতু এই আয়াতাংশের পরেই বলা হইয়াছে, 'যতক্ষণ না আমার প্রেরিতরা প্রাণ হরণের জন্য তাহাদের নিকট আসিবে' – তাই উক্ত প্রাপ্য তাহার পার্থিব প্রাপ্য হওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। অন্যত্র এক আয়াতে এই অর্থই প্রকাশ পাইয়াছে। যেমন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ۔ مَتَاعٌ فِى الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيْقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيْدَ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ۔

অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা রটনা করে তাহারা সফলকাম হইবে না। পার্থিব জীবনে তাহাদের কিছু সুযোগ-সুবিধা রহিয়াছে। অতঃপর আমার নিকটই তাহাদের প্রত্যাবর্তন ঘটিবে। অতঃপর তাহাদের কুফরীর কারণে আমি তাহাদিগকে কঠিন শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করাইব (১০ ঃ ৬৯-৭০)।

অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ، نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلًا -

অর্থাৎ আর যাহারা কুফরী করিবে তাহাদের এই কুফরী যেন তোমাকে বিমর্ষ না করে। আমারই নিকট তাহাদের প্রত্যাবর্তন ঘটিবে। অতঃপর আমি তাহাদিগকে তাহাদের কৃতকর্ম অবহিত করিব। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অন্তরসমূহের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। তাই তাহাদের সুযোগ সুবিধা অতি সামান্য (৩১ ঃ ২৩-২৪)।

حَتّٰى اِذَا جَاۤئَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা জানাইতেছেন যে, ফেরেশতাগণ যখন তাহাদের প্রাণ হরণের জন্যে উপস্থিত হইবে এবং তাহাদের প্রাণগুলি হস্তগত করিয়া জাহান্নামে পৌছাইবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করিবে– তখন তাহদিগকে ভর্ৎসনা করিয়া ফেরেশতাগণ প্রশ্ন করিবে– পার্থিব জীবনে আল্লাহ্ ছাড়া যাহাদিগকে উপাস্য বানাইয়া অর্চনা করিতে তাহারা আজ কোথায় ? তাহাদিগকে আজ তোমাদের এই সংকট উদ্ধারের জন্যে ডাক না কেন ?

قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا তাহারা বলিবে, তাহারা তো এখন নিরুদ্দেশ হইয়াছে। তাই আমরা তাহাদের নিকট হইতে কোন উপকার বা কল্যাণ আশা করিতে পারি না।

وَشَهِدُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كَافِرِيْنَ আর তাহারা তখন নিজেরাই স্বীকার করিবে যে, তাহারা অবশ্যই কাফির থাকিয়া কুফরী কাজে লিপ্ত ছিল।

(٣٨) قَالَ ادْخُلُوْا فِيْۤ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ فِي النَّارِ ؕ كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا ؕ حَتّٰۤى اِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا ۙ قَالَتْ اُخْرٰىهُمْ لِاُوْلٰىهُمْ رَبَّنَا هٰۤؤُلَاۤءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ؕ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ ○
(٣٩) وَقَالَتْ اُوْلٰىهُمْ لِاُخْرٰىهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ○

৩৮. আল্লাহ্ বলিবেন, তোমাদের পূর্বে যে জিন ও মানবদল গত হইয়াছে তাহাদের সহিত তোমরা আগুনে প্রবেশ কর; যখনই কোন দল উহাতে প্রবেশ করিবে, তখনই অপর দলকে তাহারা অভিসম্পাত করিবে, এমনকি যখন সকলে উহাতে একত্র হইবে তখন তাহাদের পরবর্তিগণ পূর্ববতীদিগের সম্পর্কে বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক! ইহারাই আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল; সুতরাং ইহাদিগকে দ্বিগুণ অগ্নি-শাস্তি দাও। আল্লাহ্ বলিবেন, প্রত্যেকের জন্যে দ্বিগুণ রহিয়াছে, কিন্তু তোমরা জ্ঞাত নহে।

৩৯. তাহাদের পূর্ববর্তিগণ পরবর্তীদিগকে বলিবে, 'আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই। সুতরাং তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ কর।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নামে মিথ্যা রটনাকারী ও তাঁহার বনী প্রত্যাখ্যানকারী উপরোক্ত মুশরিকদের পরিণতি সম্পর্কে খবর দিতেছেন।

اُدْخُلُوْا فِيْ اُمَمٍ তোমাদের মত ও তোমাদের গুণে গুণান্বিতদের সহিত শামিল হও।

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ অর্থাৎ তোমাদের পূর্বসূরী কাফির দলের সহিত।

مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ فِي النَّارِ এই আয়াতাংশটি পরবর্তী فى امم এর বদল হইতে পারে। অথবা فى امم অর্থ مع امم ও হইতে পারে।

كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا যেভাবে ইবরাহীম খলীল (আ.) বলিয়াছিলেনঃ ثم يوم القيامة يكفر بعضهم ببعض কিয়ামতের দিন বিভ্রান্তকারী ও বিভ্রান্ত মুশরিকরা একদল আরেক দলকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করিবে। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِذْ تَبَرَّاَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَرَاَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ ، وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّاَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرٰتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنَ النَّارِ -

অর্থাৎ সেইদিন যখন অনুসৃতরা অনুসারীদের উপর মুখ ভার করিবে এবং স্বচক্ষে আযাব দেখিয়া তাহাদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবে, তখন অনুসারীরা বলিবে, যদি আবার আমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটিত, তাহা হইলে তোমরা যেভাবে আজ মুখ ফিরাইয়াছ, আমরাও তোমাদের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া নিতাম। এইভাবে আল্লাহ্ তাহাদের কার্যাবলীর আক্ষেপজনক পরিণতি দেখাইবেন আর তাহারা কখনও অগ্নিকুণ্ড হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবে না (২ ঃ ১৬৬-১৬৭)।

অতঃপর আল্লাহ্ বলেন ঃ حَتّٰى اِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا অর্থাৎ সেখানে তাহাদের সকলেই যখন সমবেত হইবে।

قَالَتْ اُخْرٰىهُمْ لِاُوْلٰىهُمْ অর্থাৎ শেষে প্রবেশকারী অনুসারীদল পূর্বে প্রবিষ্ট অনুসৃতদলকে বলিবে। অনুসৃতরা নিজেরা পাপী হইয়া পাপী অনুসারী সৃষ্টি করায় তাহাদের পাপ সর্বাধিক। ফলে তাহারা আগেই জাহান্নামে যাইবে। কিয়ামতের দিন অনুসারীরা তাহাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে অভিযোগ পেশ করিবে যে, ইহারাই তাহাদিগকে ভ্রান্ত পথে নিয়াছে। তাহারা বলিবে ঃ

رَبَّنَا هٰؤُلَاءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু! তাহাদের শাস্তি দ্বিগুণ বাড়াইয়া দাও। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يٰلَيْتَنَا اَطَعْنَا اللّٰهَ وَ اَطَعْنَا الرَّسُوْلَا ، وَقَالُوْا رَبَّنَا اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَائَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا ، رَبَّنَا اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ -

অর্থাৎ যখন তাহাদের মুখমণ্ডলসমূহ আগুনে ওলট-পালট হইতে থাকিবে, তখন তাহারা বলিবে– হায় যদি আমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের অনুগত হইতাম। আর তাহারা বলিবে– হে আমাদের প্রভু! আমরা আমাদের নেতা ও মোড়লদের অনুগত ছিলাম। অতঃপর তাহারাই আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে। প্রভু হে! তাহাদিগকে বহুগুণ শাস্তি দান কর (৩৩ ঃ ৬৬-৬৭)।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা জবাবে বলেন ঃ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ অর্থাৎ আমি তাহা করিয়া ফেলিয়াছি এবং আমি প্রত্যেকের পাওনা তাহার হিসাবমতেই চুকাইয়াছি। অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا

অর্থাৎ যাহারা নিজের কুফরী করিয়াছে ও অপরকে আল্লাহ্র পথ হইতে ফিরাইয়া রাখিয়াছে, তাহাদের আমি শাস্তি বাড়াইয়া দিয়াছি (১৬ ঃ ৮৮)।

তিনি আরও বলেন ঃ وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالًا مَّعَ اَثْقَالِهِمْ অর্থাৎ তাহারা যেন তাহাদের বোঝা এবং উহার সহিত অন্যের বোঝা বহন করে (২৯ ঃ ১৩)।

তিনি আরও বলেন ঃ وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ অর্থাৎ সেই সকল পাপিষ্ঠ যাহারা কিছু না জানা সত্ত্বেও তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে (১৬ ঃ ২৫)।

وَقَالَتْ اُوْلٰهُم لِاُخْرَاهُمْ অর্থাৎ তখন অনুসৃতরা অনুসারিগণকে বলিবেঃ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ সুদ্দী (র.) ইহার ব্যাখ্যায় বলেন ঃ তোমরা বিভ্রান্ত আর আমরাও বিভ্রান্ত বিধায় সকলেই এখন সমান।

فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ অর্থাৎ ইহাই তাহাদের শেষ পরিণতি যাহা আল্লাহ্ পাক তাহাদের মরণের পর হাশরের অবস্থা সম্পর্কে জানাইয়াছেন।

যেমন তিনি বলেন ঃ

وَلَوْ تَرٰى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضِ الْقَوْلَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لَوْ لَا اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ ، قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا نَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدٰى بَعْدَ اِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِيْنَ ، وَقَالَ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِذْ تَاْمُرُوْنَنَا اَنْ نَّكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهٗ اَنْدَادًا وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْاَغْلَالَ فِىْ اَعْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ -

অর্থাৎ যদি এই জালিমগণ তাহাদের প্রভুর নিকট যথাযথ প্রতিদান প্রাপ্ত হয়, তখন তাহারা পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হইবে। অনুসারী দুর্বল জনতা তখন অনুসৃত সকল নেতৃবৃন্দকে বলিবে, তোমরা না হইলে আমরা মু'মিন হইতাম। তদুপত্তরে নেতৃবৃন্দ অনুসারিগণকে বলিবে, তোমাদের নিকট যখন হিদায়েতের বাণী পৌঁছিয়াছিল, তখন আমরা কি উহা গ্রহণ করিতে বাধা দিয়াছিলাম বরং তোমরাই উহা প্রত্যাখ্যান করিয়া অপরাধী হইয়াছ। তখন দুর্বল জনতা সবল নেতাগণকে বলিবে, বরং তোমরা দিবারাত্রি আমাদিগকে প্ররোরচনা দিয়াছ যাহাতে আমরা আল্লাহ্র সহিত কুফরী করি ও তাঁহার শরীক নির্ধারণ করি। আর যখন তাহারা আযাব দেখিবে লজ্জায় মুখ লুকাইবে এবং আমি কাফিরগণের গর্দানে শৃংখল পরাইব। তাহারা যাহা করিয়াছে তাহা ছাড়া তাহাদিগকে কি অন্যরূপ ফল দেওয়া হইবে ? (৩৪ ঃ ৩১-৩৩)।

(٤٠) اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِىْ سَمِّ الْخِيَاطِ ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُجْرِمِيْنَ ○

(٤١) لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَّمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ ○

৪০. যাহারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখান করে এবং অহংকারে উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়, তাহাদের জন্য আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হইবে না এবং তাহারা জান্নাতেও প্রবেশ করিবে পারিবে না– যতক্ষণ না সূঁচের ছিদ্রপথে উষ্ট্র প্রবেশ করে। এইরূপে আমি অপরাধীদিগকে প্রতিফল দিব।

৪১. তাহাদের শয্যা হইবে জাহান্নামের এবং তাহাদের উপরে, আচ্ছাদনও; এইভাবে আমি জালিমদিগকে প্রতিফল দিব।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ অর্থাৎ তাহাদের কোন নেক আমল বা দু'আ কবূল হইবে না।

মুজাহিদ ও সাঈদ ইব্ন যুবায়ের (র.) উক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করেন। ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে আওফী ও আলী ইব্ন আবূ তালহা (র.) ও অনুরূপ বর্ণনা করেন। ছাওরী (র.) ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে অনুরূপ ব্যাখ্যা করেন।

যাহ্হাক (র.) বর্ণনা করেন ঃ তাহাদের রূহসমূহের জন্যে আকাশের দরজা খোলা হইবে না।

সুদ্দী (র.)-ও অনুরূপ বর্ণনা করেন। আরও একাধিক ব্যাখ্যাকার অনুরূপ বলিয়াছেন। ইব্ন জারীরের বর্ণিত রিওয়ায়েত উহার সমর্থক। যেমন ঃ

ইব্ন জারীর (র.) — — — — বারা (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা.) পাপীদের রূহ কবজ প্রসংগে বলেন ঃ তাহাদের রূহ নিয়া ফেরেশতা আকাশের দিকে যাইবে। যখন আকাশে পৌঁছেবে, তখন একদল ফেরেশতা প্রশ্ন করিবেন– উহা কি পাপীর রূহ নহে ? অতঃপর তাহারা বলিবে– অমুক, পৃথিবীতে যে ঘৃণ্য নাম লইয়া ডাকা হইত সেই নাম নিয়া ডাকা হইবে। তারপর যখন তাহারা উহা লইয়া আকাশে প্রবেশের জন্যে দরজা খুলিতে বলিবে, তখন তাহা খোলা হইবে না।' অতঃপর রাসূল (সা.) আলোচ্য আয়াতাংশ পাঠ করেন।

ইহা একটি দীর্ঘ হাদীছের অংশ মাত্র। পূর্ণ হাদীছটি আবূ দাউদ, নাসাঈ ও ইব্ন মাজা মিনহাল ইব্ন আমরের সূত্রে বর্ণনা করেন। ইমাম আহমদ (র.)-ও সেই দীর্ঘ হাদীছটি বর্ণনা করেন। যেমন- ইমাম আহমদ (র.)— — — — বারা ইব্ন আযিব (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, বারা (রা.) বলেন ঃ "আমরা এক আনসারের জানাযা পড়ার জন্য রাসূল (সা.)-এর সহিত বাহির হইলাম। আমরা তাহার কবরের কাছে পৌঁছিলাম। যখন তাহাকে দাফন করা হইতেছিল তখন রাসূল (সা.) একস্থানে বসিলেন। আমরাও তাহার চতুষ্পার্শ্ব ঘিরিয়া বসিলাম। আমাদের মাথার উপর পাখি উড়িতেছিল। তাঁহার হাতে একখানা কাঠ ছিল। তিনি উহা দ্বারা মাটি চিরিতেছিলেন। অতঃপর উপরের দিকে মাথা তুলিয়া বলিলেন– তোমরা কবর আযাব হইতে আল্লাহ্র কাছে পানাহ চাও। এইভাবে তিনি দুইবার অথবা তিনবার বলিলেন। অতঃপর বলিলেন– যখন কোন মু'মিন বান্দার পার্থিব জীবনের সম্পর্ক চুকাবার মুহূর্ত আসে ও পারলৌকিক জীবনের দিকে সে পাড়ি জমায়, তখন আকাশ হইতে একদল ফেরেশতা নামিয়া আসে। তাহাদের মুখমণ্ডল সূর্যের মত উজ্জ্বল ও পরিষ্কার। তাহাদের সাথে জান্নাতের কাফন থাকে। আর থাকে লাশ অবিকৃত রাখার জান্নাতী ঔষধ। তাহারা আসিয়া তাহার কাছে বসার পলকমাত্র ব্যবধানে মালাকুল মউত হাযির হন। তিনি আসিয়া তাহার শিয়রে বসেন। অতঃপর বলেন– হে পরিতৃপ্ত আত্মা! আল্লাহ্র মাগফিরাত ও সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া আস।

অতঃপর রাসূল (সা.) বলেন– পাত্র থেকে তরল পদার্থ যেভাবে সহজেই ফোটা ফোটা করিয়া প্রবাহিত হয় ঠিক তেমনি অতি সহজেই তাহার প্রাণ বাহির হইয়া আসিবে। উহা বাহির হওয়া মাত্র পলকের ভিতর ধরিয়া জান্নাতী কাফনে রাখা হইবে। অতঃপর জান্নাতী ঔষধে তাহার লাশ অবগোহন করানো হইবে। তখন উহা হইতে মিশক আম্বরের পবিত্র ঘ্রাণ নির্গত হইবে। অবশেষে সেই আত্মা লইয়া তাহারা আকাশের দিকে যাইবে। পথে একদল ফেরেশতা দেখিয়া বলিবে– এই পবিত্র আত্মাটি কাহার ? তদুত্তরে মৃত্যুদূতগণ বলিবেন– ইহা অমুকের পুত্র অমুকের। পার্থিব জীবনে তাহাকে যে সুনামের সহিত ডাকা হইল সেই নাম নিয়া ডাকা হইবে। অতঃপর তাহারা পৃথিবী সংলগ্ন আকাশে উপস্থিত হইবেন। তাহারা আকাশের দরজা খোলার কথা বলার সাথে সাথে উহা খোলা হইবে। সেখানে আল্লাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতারা তাহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইবেন ও তাহার অনুগামী হইয়া অন্য আকাশে আগাইয়া দিবেন। এইভাবে যখন সেই বহর সপ্তম আকাশে পৌঁছিবে, তখন আল্লাহ্ পাক নির্দেশ দিবেন– আমার বন্ধুকে ইল্লীনবাসীদের তালিকাভুক্ত কর। আর উহা মাটির পৃথিবী ফিরাইয়া দাও। কারণ, উহা হইতে আমি সৃষ্টি করিয়াছি, উহাতে আমি ফিরাইয়া দিব এবং উহা হইতে আবার বাহির করিয়া আনিব।

রাসূল (সা.) বলেনঃ অতঃপর রূহ ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। তখন তাহার নিকট দুইজন ফেরেশতা আসিবে। তাহারা উভয়ে তাহার পার্শ্বে বসিয়া প্রশ্ন করিবে, তোমার রব কে ? সে জবাব দিবে– আল্লাহ্ আমার রব। তাহারা আবার প্রশ্ন করিবে– তোমার দীন কি ? সে জবাবে বলিবে– আমার দীন হইল ইসলাম। তাহারা আবার প্রশ্ন করিবে– তোমাদের মধ্য হইতে যাহাকে প্রেরিত পুরুষ করা হইয়াছিল সে কে ? সে বলিবে– তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)। তাহারা প্রশ্ন করিবে– তোমার কাজ কি ছিল ? সে বলিবে– আল্লাহ্র কিতাব পড়িয়াছি। উহার উপর ঈমান আনিয়াছি এবং উহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। তখন আকাশ হইতে এক ঘোষক ঘোষণা করিবেন– আমার বান্দা সত্য বলিয়াছে। তাহাকে জান্নাতের বিছানায় স্থাপন কর ও জান্নাতের পোশাকে পরিবৃত কর আর তাহার জন্য জান্নাতের দরজা খুলিয়া দাও। অতঃপর সেই আত্মার সাথে জান্নাতের সংযোগ ঘটিবে ও নিমিশের ভিতর তাহার কবর প্রশস্ত হইয়া যাইবে।

রাসূল (সা.) বলেনঃ তখন তাহার নিকট সুগন্ধিপূর্ণ সুন্দর পরিচ্ছদ পরিহিত একজন সুন্দর লোক উপস্থিত হইবে। সে বলিবে– তাহাকে শুভেচ্ছা জানাও যাহার জন্যে তোমার এই দিনটি আরামদায়ক হইল আর এই প্রতিশ্রুতিই তোমাকে দেওয়া হইয়াছিল। তখন সেই আত্মা প্রশ্ন করিবে– তুমি কে? তোমার মুখমণ্ডল খুবই কল্যাণময় দেখায়। তখন সে বলিবে– আমি তোমার নেক আমল। তখন সে বলিবে– হে আমার রব! আমাকে আমার পরিবারবর্গ ও ধন-সম্পদের সহিত মিলিত হইবার সুযোগ প্রদানের জন্য কিয়ামত ঘটাও, কিয়ামত ঘটাও।

অতঃপর রাসূল (সা.) বলেন– কাফির বান্দার যখন পার্থিব জীবন শেষ হয় ও পরকালের যাত্রার জন্য পা বাড়ায়, আকাশ হইতে তখন কদাকার চেহারার ফেরেশতা নাযিল হয়। তাহারা পরিচ্ছন্নকারক পাত্র সাথে নিয়া আসে। তাহারা আসিয়া লোকটির কাছে বসামাত্র মউতের ফেরেশতা হাযির হয়। তিনি আসিয়া তাহার শিয়রে বসেন। অতঃপর তিনি বলেন– হে পাপাত্মা! আল্লাহ্র কঠোরতা ও অসন্তুষ্টির দিকে নির্গত হও।

রাসূল (সা.) বলেন ঃ অতঃপর তাহার দেহ হইতে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং পশম হইতে যেভাবে উহার আবর্জনাগুলি টানা হেঁচড়া করিয়া বাহির করা হয়, তেমনি উহা দেহ হইতে টানা হেঁচড়া করিয়া বাহির করা হয়। অতঃপর উহা মুহূর্তের মধ্যে হাতে নিয়া ধৌতপাত্রে স্থাপন করা হয়। তখন তাহা হইতে মড়কের দুর্গন্ধ নির্গত হয়। পৃথিবীতেও উহার দুর্গন্ধ ছড়ায়। অতঃপর উহা লইয়া তাহারা আকাশের দিকে যায়। পথে একদল ফেরেশতার সাথে দেখা হয়। তাহারা প্রশ্ন করে– এই অপবিত্র আত্মা কাহার ? তখন তাহারা বলে, ইহা অমুকের পুত্র অমুকের। পার্থিব জীবনে তাহার যে দুর্নাম ছিল সেই নামে ডাকা হইবে। অবশেষে তাহারা উহা লইয়া পয়লা আকাশের দরজায় উপস্থিত হইবে এবং উহা খোলার জন্য বলিবে। কিন্তু তাহা খোলা হইবে না।

অতঃপর রাসূল (সা.) এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ

لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَايَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِىْ سَمِّ الْخِيَاطِ ـ

অর্থাৎ তাহাদের জন্যে আকাশের দরজাসমূহ খোলা হইবে না এবং তাহারা জান্নাতে প্রবেশ করিবে না, যতক্ষণ না সূঁচের ছিদ্র পথে উট প্রবেশ করে।

তারপর রাসূল (সা.) বলেন– তখন আল্লাহ্ পাক নির্দেশ দেবেন, তাহাকে সিজ্জীনবাসীর তালিকাভুক্ত কর যাহা সর্বনিম্নভাবে অবস্থিত। অতঃপর তাহার আত্মা তাহার দেহের ভিতর নিক্ষেপ করা হবে এবং তাহার কাছে দুইজন ফেরেশতা আসিবে। তাহারা তাহার কাছে বসিয়া প্রশ্ন করিবে– তোমার রব কে ? সে জবাবে বলিবে– হায়, হায়,আমি তো জানি না। তখন তাহাকে প্রশ্ন করিবে– তোমার দীন কি ? সে জবাবে বলিবে– হায়, আমি তাওতো জানি না। তারপর তাহারা জিজ্ঞাসা করিবে– তোমাদের মধ্য হইতে কাহাকে প্রেরিত পুরুষ করা হইয়াছিল ? সে বলিবে– হায়, হায়, আমি কিছুই জানি না। তখন আকাশ হইতে ঘোষণাকারীর ঘোষণা আসিবে– আমার বান্দা মিথ্যা বলিয়াছে। তাহাকে অগ্নিশয্যায় রাখ এবং তাহার জন্য জাহান্নামের দরজা খুলিয়া দাও। তখন সে জাহান্নামের উত্তাপ ও তপ্ত হাওয়া প্রাপ্ত হইবে। আর তাহার কবর অত্যন্ত সংকীর্ণ হইয়া যাইবে। এমনকি মাটির চাপে তাহার পাঁজরার হাড় চুরমার হইবে। তখন তাহার নিকট একটি লোক উপস্থিত হইবে। তাহার চেহারা ও ভূষণ অত্যন্ত কদাকার ও কুৎসিত হইবে এবং তাহার শরীর হইতে মড়কের দুর্গন্ধ

ছড়াইতে থাকিবে। সে বলিবে, তাহাকে স্বাগত জানাও যে তোমার এই দিনটিকে পূর্ব ঘোষিত প্রতিশ্রুতি মতে দুঃখময় করিয়াছে। তখন সে প্রশ্ন করিবে, কে তুমি ? তোমার চেহারা হইতে অকল্যাণ ঝরিতেছে। জবাবে সে বলিবে– আমি তোমার বদ আমল। তখন সে বলিবে– হে রব! তুমি কিয়ামত ঘটাইও না।

ইমাম আহমদ (র.) —— — —বারা ইব্ন আযিব (রা.) হইতে আরও বর্ণনা করে যে, বারা ইব্ন আযিব (রা.) বলেন ঃ আমরা রাসূল (সা.)-এর সহিত একটি জানাযায় শরীক হওয়ার জন্যে বাহির হইলাম। অতঃপর তিনি পূর্ব বর্ণনাটি বর্ণনা করেন। এই বর্ণনায় আরও বলা হইয়াছে ঃ যখন সেই মু'মিনের রূহ কবজ করা হয়, তখন তাহার জন্যে আসমান ও যমীনের সকল ফেরেশতা দু'আ ও সালাতে অংশীদার থাকে এবং তাহার জন্য আকাশের দরজাসমূহ উন্মুক্ত হয়। কোন দরজায় এমন কেহ থাকে না যে তাহার জন্য আল্লাহ্র দরবারে দু'আ না করে। এইভাবে সেই রূহ তাহারা সপ্ত আকাশে পৌছাইয়া থাকে।

বর্ণনার শেষভাগে এই কথাগুলি সংযুক্ত হয় ঃ 'অতঃপর সেই পাপী লোকটির জন্যে একজন অন্ধ, বধির ও বোবা ফেরেশতা নির্ধারিত করা হয়। তাহার হাতে থাকে একটি লৌহদণ্ড। উহা দ্বারা পাহাড়ে আঘাত করিলে পাহাড় ধূলিস্যাৎ হইয়া যায়। অতঃপর সে উহা দ্বারা তাহাকে আঘাত করে। সংগে সংগে সে মাটির সহিত মিশিয়া যাইবে। আল্লাহ্ আবার তাহাকে অস্তিত্ব দান করেন তখন সে আবার আঘাত করে। ফলে সে এরূপ বিকট চীৎকার দেয় যাহা জিন ইনসান ছাড়া সকলেই শুনিতে পায়। বারা (রা.) বলেন ঃ তখন তাহার জন্য জাহান্নামের দরজা উন্মুক্ত হয় এবং তাহার জন্য অগ্নিশয্যা বিছানা হয়।

উপরোক্ত বর্ণনা ছিল বারা ইব্ন আযিব (রা.) হইতে ইমাম আহমদ, নাসাঈ, ইব্ন মাজা ও ইব্ন জারীর (র.)-এর বর্ণিত হাদীছের। মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন আতা (র.) . . . . . . আবূ হুরায়রা (রা.) হইতে বর্ণিত হাদীছে বলা হইয়াছে ঃ মানুষের মৃত্যুকালীন সময়ে ফেরেশতারা উপস্থিত হন। যদি লোকটি নেক্কার হয় তাহা হইলে ফেরেশতারা বলেন– হে পরিতুষ্ট আত্মা! বাহির হইয়া আস। তুমি উত্তম দেহে ছিলে, তাই প্রশংসনীয়ভাবে বাহির হও। সুসংবাদ নাও প্রভুর সন্তুষ্টি নিয়া আনন্দময় ও হাওয়ায় পরিভ্রমণের ফেরেশতারা আসার পথে পরিভ্রমণ করার সময় এইরূপ বলিতে বলিতে আসিবে এবং যখন আকাশের দরজায় পৌঁছিয়া উহা খুলিতে বলিবে, তখন প্রশ্ন আসিবে– কে এই ব্যক্তি ? তাহারা বলিবেন– অমুক ব্যক্তি। তখন বলা হইবে– মারহাবা হে উত্তম দেহের পুণ্যাত্মা! প্রশংসিত ভাবেই প্রবেশ হও এবং আল্লাহ্র সন্তোষ ও সুবাসিত পরিমণ্ডলে আনন্দময় ভ্রমণের সুসংবাদ নাও। তাহাকে এইভাবে সপ্ত আকাশ পর্যন্ত বলা হইবে এবং সেখানে আল্লাহ্ পাকের দরবারে তাহাকে পৌছানো হইবে।

পক্ষান্তরে মৃত্যুপথযাত্রী যদি পাপিষ্ঠ হয় তাহা হইলে ফেরেশতারা বলিবেন– হে অপবিত্র দেহের কলুষিত আত্মা! নিন্দনীয়ভাবে বাহির হইয়া আস এবং তপ্ত পানি, আঁধার কুঠরী ও কদাকার জুটির সুসংবাদ গ্রহণ কর। রূহ বাহির না হওয়া পর্যন্ত তাহারা ইহা বলিতে থাকিবে। যখন রূহ বাহির হইবে তখন উহা লইয়া আকাশের দিকে উঠিবে এবং আকাশের দরজা খোলার জন্য বলিবে। সেখান হইতে প্রশ্ন করা হইবে– লোকটি কে ? তাহারা বলিবেন– অমুক ব্যক্তি। তখন তাহারা বলিবেন– খবিস দেহের খবিস আত্মার জন্য কোন শুভেচ্ছা নাই। নিন্দিত হইয়া ফিরিয়া যাও। তোমার জন্য আকাশের দরজা খোলা হইবে না। অতঃপর তাহাকে আসমান ও যমীনের মাঝ পথ হইতে বিদায় করা হইবে এবং সে তাহার কবরে ফিরিয়া আসিবে।

لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন জুরাইজ (র.) বলেন– তাহার আমলসমূহ আকাশে প্রবেশ করিতে পারিবে না। তেমনি তাহাদের রূহও আকাশের প্রবেশের অনুমতি পাইবে না। এই মতটিতে উভয় মতের সমন্বয় ঘটিয়াছে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

অতঃপর আল্লাহ্ বলেন ঃ وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِىْ سَمِّ الْخِيَاطِ

জমহূর আইয়েম্মা আয়াতটি এইভাবে পড়িয়াছেন এবং الجمل অর্থ তাহারা উট বলিয়াছেন। ইব্‌ন মাসউদ (রা.) উহার অর্থ করিয়াছেন উটনীর বাচ্চা। অন্য এক রিওয়ায়েতে বলা হইয়াছে– উটনীর জুটি।

হাসান বসরী (র.) বলেন ঃ আয়াতাংশের অর্থ হইল, যতক্ষণ না সূঁচের ছিদ্র পথে উট প্রবেশ করে।

আবুল আলিয়া ও যাহ্হাকও এই মত পোষণ করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা ও আওফী (র.) অনুরূপ বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে মুজাহিদ ও ইকরামা (র.) বর্ণনা করেন যে, তিনি 'জামাল' স্থলে 'জুম্মা' পড়তেন। অর্থাৎ যতক্ষণ না উটের রশি সূঁচের ছিদ্রে প্রবেশ করে।

সাঈদ ইব্‌ন জুবায়ের (র.) এই মতটি গ্রহণ করিয়াছেন। এক বর্ণনায় আছে, তিনিও 'জুম্মাল' পড়িতেন যাহার অর্থ মোটা রশি।

لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব কারজী (র.) বলেন ঃ

مِهَادٌ অর্থ বিছানা।

وَّمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ আয়াতাংশে غواش অর্থ লেপ। সুদ্দী ও যাহ্হাক ইব্‌ন মুযাহিম এই অর্থ করিয়াছেন।

وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ অর্থাৎ অগ্নিশয্যা ও আগুনের লেপই হইল জালিম গোষ্ঠীর যথার্থ পাওনা এবং আমি তাহাদের প্রাপ্য যথাযথভাবে দিব।

(٤٢) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَآ ز اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

(٤٣) وَ نَزَعْنَا مَا فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ ج وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدٰىنَا لِهٰذَا قف وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَآ اَنْ هَدٰىنَا اللّٰهُ ج لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ط وَنُوْدُوْٓا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

৪২. আমি কাহাকেও সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না; যাহারা ঈমান আনে ও সৎকার্য করে উহারাই জান্নাতবাসী, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে।

৪৩. তাহাদের অন্তর হইতে ঈর্ষা দূর করিব, তাহাদের পাদদেশে নদী প্রবাহিত হইবে এবং তাহারা বলিবে, প্রশংসা আল্লাহ্রই যিনি আমাদিগকে এই পথ দেখাইয়াছেন। আল্লাহ্ আমাদিগকে পথ না দেখাইলে আমরা কখনও পথ পাইতাম না। আমাদের প্রতিপালকের রাসূলগণ তো সত্যবাণী আনিয়াছিল এবং তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলা হইবে, তোমরা যাহা করিতে তাহারই জন্য তোমাদিগকে এই জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হইয়াছে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা পাপীদের অবস্থা বর্ণনার পর আলোচ্য আয়াতে নেক বান্দাদের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ অর্থাৎ যাহাদের অন্তরসমূহ ঈমান আনিয়াছে এবং অংগ-প্রত্যংগগুলি নেক আমল সম্পন্ন করিয়াছে। পক্ষান্তরে কাফিরদের অন্তর ছিল ঈমান শূন্য ও অংগ-প্রত্যংগ ছিল নেক আমল হইতে বিরত। আলোচ্য আয়াতাংশে আল্লাহ্পাক ইহাই বুঝাইলেন যে, ঈমান ও আমল মূলত সহজ কাজ এবং ইচ্ছা থাকিলেই করা যায়। তাই তিনি বলেন ঃ

لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ...... وَنَزَعْنَا مَا فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ -

غل অর্থ হিংসা-বিদ্বেষ। বুখারী শরীফে আছে ঃ

আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা.) বলেনঃ যখন মু'মিনগণ জাহান্নাম হইতে মুক্তি পাইবে, তখন জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে সংযোগ পথে আবদ্ধ থাকিবে। পৃথিবীতে তাহাদের পারস্পরিক জুলুমের শাস্তিস্বরূপ সেখানে আবদ্ধ রাখা হইবে। যখন তাহাদের সেই পাপ মোচন ও বিশুদ্ধিকরণ পর্ব সমাপ্ত হইবে, তখন তাহাদিগকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হইবে। যাহার

হস্তে আমার আত্মা তাহার শপথ! তাহাদের যে কেহ পার্থিব জীবনে যেরূপ সুখ নিবাসে বাস করিত তাহা হইতে বহুগুণ সুখময়, মুক্ত ও প্রশস্ত নিবাস তাহারা জান্নাতে পাইবে।

وَنَزَعْنَا مَافِىْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهَارُ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় সুদ্দী (র.) বলেন ঃ "জান্নাতবাসী যখন জান্নাতের দিকে পরিচালিত হইবে, তখন উহার দ্বারে উপস্থিত হইয়া একটি বৃক্ষ দেখিতে পাইবে। উহার মূল দেশে দুইটি নহর দেখিতে পাইবে। একটি হইতে তাহারা পান করিবে। সংগে সংগে তাহাদের অন্তরের সকল গ্লানি ও ক্লেশ চিরতরে অন্তর্হিত হইবে। উক্ত পানীয় দ্রব্য হইল শরাবান তহুরা। অপর ঝরনাটিতে তাহারা গোসল করিবে। সংগে সংগে তাহারা জৌলুস পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হইবে এবং তাহারা আর কখনও ক্লান্ত ও রুগ্ন হইবে না।

আমীরুল মু'মিনীন আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা.) হইতে আসিম (র.) সূত্রে আবূ ইসহাক প্রায় অনুরূপ বর্ণনা করেন। ইনশাআল্লাহ্ শীঘ্রই সেই বর্ণনা আসিতেছে। উহা নিম্ন আয়াত প্রসংগে বর্ণিত হইবে ঃ وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا অর্থাৎ যাহারা তাহাদের প্রভুকে ভয় করিয়াছে তাহাদিগকে দলে দলে জান্নাতের দিকে লইয়া যাওয়া হইবে (৩৯ ঃ ৭৩)।

সেই বর্ণনাটি অত্যন্ত ত্রুটিমুক্ত ও নির্ভরযোগ্য।

কাতাদা (র.) বলেন ঃ আলী (রা.) বলিয়াছেন– আমি অবশ্যই আশা করি যে, আমি, উছমান, তালহা ও যুবায়ের (রা.) আল্লাহ্ পাকের বাণী 'আমি তাহাদের অন্তর হইতে হিংসা-বিদ্বেষ বিলুপ্ত করিব'– এর উদ্দিষ্ট লোকদের অন্তর্ভুক্ত হইবে। বর্ণনাটি ইব্ন জারীরের।

ইব্ন জারীর (র.) ······ আলী (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা.) বলেন ঃ আল্লাহ্র শপথ! আমাদের মধ্যকার আহলে বদর সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক নাযিল করেন ঃ وَنَزَعْنَا مَافِىْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ অর্থাৎ আমি তাহাদের অন্তর হইতে ক্লেদ-গ্লানি বিলুপ্ত করিব।

নাসাঈ ও ইব্ন মারদুবিয়া নিম্ন হাদীছটি বর্ণনা করেন।

আবূ বকর আইয়াশ (র.) ······ আবূ হুরায়রা (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা.) বলেন ঃ প্রত্যেক জান্নাতবাসীই তাহার ঠিকানা জাহান্নামে দেখিবে তখন সে বলিবে, আল্লাহ্ পাক যদি আমাকে হিদায়েত না করিতেন, তাহা হইলে আমিও হইতাম। ইহা কৃতজ্ঞতার স্বরে বলিবে। তেমনি প্রত্যেক জাহান্নামী যখন জান্নাতকে দেখিবে তখন বলিবে, হায় যদি আল্লাহ্ আমাকে হিদায়েত দান করিতেন তাহা হইলে জাহান্নামী হইতাম না। উহা আক্ষেপের স্বরে বলিবে। তাই যখন জান্নাতিগণ উত্তরাধিকার স্বরূপ তাহাদের জান্নাত লাভ করিবে,

তখন ঘোষণা করা হইবে, তোমাদিগকে সেই বস্তুর অধিকারী করা হইল যাহা তোমাদের আমলের পুরস্কার। অর্থাৎ তোমাদের আমলের জন্য আল্লাহ্ রহমত পাইয়াছ। ফলে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করিয়াছ এবং প্রত্যেকের আমলের স্তর অনুযায়ী মর্যাদা লাভ করিয়াছ।

এই অভিমতের সমর্থন পাই সহীহদ্বয়ের হাদীছে। উক্ত হাদীছে রাসূল (সা.) বলেন ঃ তোমরা জানিয়া রাখ, তোমাদের আমলের বদৌলতে কেহই জান্নাতে কখনও প্রবেশ করিবে না। সাহাবারা বলিলেন– হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনিও কি নন ? তিনি বলিলেন– আল্লাহ্র দয়া ও অনুগ্রহ না পাইলে আমিও না।

(٤٤) وَنَادٰى اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ اَصْحٰبَ النَّارِ اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا
وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُّمْ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ط قَالُوْا
نَعَمْ ج فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌۢ بَيْنَهُمْ اَنْ لَّعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ۙ
(٤٥) الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ج
وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ كٰفِرُوْنَ ○

৪৪. জান্নাতবাসিগণ অগ্নিবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, আমাদের প্রতিপালক আমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন আমরা তো তাহা সত্য পাইয়াছি। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন, তোমরাও তাহা সত্য পাইয়াছ কি ? তাহারা বলিবে, হ্যাঁ। অতঃপর জনৈক ঘোষণাকারী তাহাদের মধ্যে ঘোষণা করিবে, আল্লাহ্ লা'নত জালিমদের উপর।

৪৫. যাহারা আল্লাহ্র পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিত এবং উহাতে বক্রতা অনুসন্ধান করিত। উহারাই পরকালকে প্রত্যাখ্যান করিত।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা পরকালে কিভাবে জাহান্নামিগণকে জাহান্নামে পৌঁছার পর ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করা হইবে সেই খবর দিতেছেন।

اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَاوَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا এখানে ان শব্দটি উহ্য কথার ব্যাখ্যাকারক হিসাবে এবং قد শব্দটি বাস্তবতা প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। উহ্য কথা হইল قالوا لهم অর্থাৎ তাহাদিগকে বলিবে। পূর্ণ বাক্যের অর্থ হইবে– জান্নাতীরা জাহান্নামিগণকে ডাকিয়া বলিবে, আমাদের প্রভু আমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহা আমরা সমস্তই পাইয়াছি। তোমরা কি তোমাদের প্রভুর ওয়াদা সত্যরূপে পাইয়াছ ? তাহারা বলিবে– হ্যাঁ।

কাফিরের বন্ধু ও সংশ্লিষ্টদের ব্যাপারেও আল্লাহ্ তা'আলা সূরা সাফ্ফাতে এইরূপ খবর প্রদান করেন। যেমন ঃ

فَاطَّلَعَ فَرَاٰهُ فِىْ سَوَاءِ الْجَحِيْمِ ، قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كِدْتَّ لَتُرْدِيْنِ ، وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّىْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ، اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِيْنَ ، اِلَّا مَوْتَتَنَا الْاُوْلٰى ، وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ـ

অর্থাৎ অতঃপর সে ঝুঁকিয়া দেখিবে এবং উহাকে দেখিতে পাইবে সে জাহান্নামের মধ্যভাগে। বলিবে, আল্লাহ্র কসম! তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করিয়াছিলে। আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ না থাকিলে আমিও তো আবদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে শামিল হইতাম। আমাদের তো আর মৃত্যু হইবে না প্রথম মৃত্যুর পর এবং আমাদিগকে শাস্তিও দেওয়া হইবে না (৩৭ ঃ ৫৫-৫৭)।

মোটকথা পৃথিবীতে যাহা বলিয়াছিল আখিরাতের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া উহা অস্বীকার করিবে। অতঃপর তাহার প্রাপ্য শাস্তি ও লাঞ্ছনা দ্বারা তাহাকে তিরস্কৃত করা হইবে। এইভাবে তাহাদিগকে ফেরেশতারাও এই বলিয়া ভর্ৎসনা করিবেন ঃ

هٰذِهِ النَّارُ الَّتِىْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ـ اَفَسِحْرٌ هٰذَا اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُوْنَ ـ اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوْا اَوْلَا تَصْبِرُوْا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَاكُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ـ

অর্থাৎ এই সেই জাহান্নাম যাহাকে তোমরা মিথ্যা বলিয়াছিলে। ইহা কি কোন যাদু, না তোমাদের দৃষ্টিভ্রম ঘটিয়াছে ? উহাতে প্রবেশ কর, অতঃপর উহা সহ্য করিতে পার আর না পার সমান কথা। ইহা তো তোমাদের কৃতকর্মের ফল ব্যতীত কিছু নহে (৫২ ঃ ১৪-১৬)।

তেমনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বদরের যুদ্ধে তাঁহার নিহত শত্রু সর্দারদের লাশের কাছে দাঁড়াইয়া ভর্ৎসনা স্বরূপ আলোচ্য আয়াতের মর্ম বিবৃত করেন। তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন ঃ হে আবূ জাহেল ইব্ন হিশাম! হে উরওয়া ইব্ন রবীআ! হে শায়বা ইব্ন রবীআ! তোমরা কি তোমাদের প্রভুর প্রতিশ্রুতি সত্য দেখিতে পাইয়াছ ? নিশ্চয় আমি আমার প্রভুর প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন দেখিতে পাইয়াছি। উমর (রা.) বলেন– হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি লাশকে সম্বোধন করিয়া কথা বলিতেছেন ? তদুত্তরে তিনি বলেন ঃ যাহার হাতে আমার প্রাণ তাঁহার শপথ! আমি যাহা বলিতেছি তাহা তাহাদের হইতে তোমরা বেশী শুনিতে পাইতেছ না। কিন্তু তাহাদের জবাব দিবার ক্ষমতা নাই।

فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ অর্থাৎ অবহিতকারক অবহিত করিল ও ঘোষক ঘোষণা প্রদান করিল।

اَنْ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰالِمِيْنَ অর্থাৎ অভিশাপ তাহাদের উপর স্থায়ী হইল ও উহাদের অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্যে পরিণত হইল।

اَلَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا অর্থাৎ মানুষকে তাহারা আল্লাহ্র পথ অনুসরণে বাধা প্রদান করে, আল্লাহ্র শরীআত ও রাসূলদের আনীত জীবন ব্যবস্থার বিরোধিতা করে। আর তাহারা উহার বিকল্প বক্রপথ দেখায় যেন কেহ আল্লাহ্র পথ অনুসরণ না করে।

وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ كَافِرُوْنَ অর্থাৎ তাহারা আখিরাতে আল্লাহ্র সামনে উপস্থিত হওয়ার কথা অবিশ্বাস করে, উহা লইয়া তর্ক করে এবং উহা মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেয়। তাহারা আল্লাহ্র দীনকে সত্য বলিয়া মানে না ও উহার উপর ঈমান আনে না। সুতরাং তাহারা অন্যায় ও পাপ কথা ও কাজে ভয় পায় না। তাহারা পরকালের হিসাব নিকাশ ও শাস্তিকে ভয় পায় না। ফলে কথা ও কাজে তাহারা নিকৃষ্টতম মানুষ।

(٤٦) وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ج وَعَلَى الْاَعْرَافِ رِجَالٌ يَّعْرِفُوْنَ كُلًّا ۢ بِسِيْمٰىهُمْ ج وَنَادَوْا اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ قف لَمْ يَدْخُلُوْهَا وَهُمْ يَطْمَعُوْنَ ○

(٤٧) وَاِذَا صُرِفَتْ اَبْصَارُهُمْ تِلْقَاۤءَ اَصْحٰبِ النَّارِ لا قَالُوْا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ○ ع

৪৬. উভয়ের মধ্যে পর্দা আছে এবং আ'রাফে কিছু লোক থাকিবে যাহারা প্রত্যেককে তাহার লক্ষণ দ্বারা চিনিবে এবং জান্নাতবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, 'তোমাদের শান্তি হউক।' তাহারা তখনও জান্নাতে প্রবেশ করে নাই, কিন্তু আকাংক্ষা করে।

৪৭. যখন তাহাদের দৃষ্টি অগ্নিবাসীদের প্রতি ফিরাইয়া দেওয়া হইবে তখন তাহারা বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে জালিমদের সংগী করিও না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা দোযখীদের সহিত বেহেশতীদের কথোপকথন উল্লেখের পর খবর দিলেন যে, বেহেশত ও দোযখের মাঝখানে পর্দা বিদ্যমান। দোযখের লোকের বেহেশতে যাবার পথ বন্ধ করার জন্যই উহা রাখা হইয়াছে। ইব্ন জারীর (র.) বলেন– উক্ত পর্দা হইল একটি প্রাচীর। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ـ

অর্থাৎ অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের (জান্নাত ও জাহান্নামীদের) মাঝখানে একটি প্রাচীর স্থাপন করিবেন। উহাতে দরজা থাকিবে। উহার অভ্যন্তরেভাগে রহমত ও বহির্ভাগে থাকিবে আযাব (৫৭ ঃ ১৩)।

মূলত উক্ত দেয়ালই হইবে আ'রাফ। আল্লাহ্ পাক বলেন, আ'রাফের উপর একদল লোক থাকিবে। সুদ্দী (র.) হইতেও বর্ণিত হইয়াছে যে, আয়াতে উল্লেখিত 'হিজাব'

হইল একটি প্রাচীর এবং উহাই আ'রাফ। মুজাহিদ বলেন ঃ আ'রাফ হইল জাহান্নাম ও জান্নাতের মধ্যকার পর্দা প্রাচীর এবং উহাতে একটি গেট থাকিবে।

ইব্ন জারীর বলেন ঃ عرف এর বহুবচন اعراف। এবং আরবরা মাটি হইতে উঁচু প্রত্যেকটি স্থানকে عرف বলে। মোরগ-পাখীর উপরিভাগ যেহেতু উঁচু ও সেগুলো উঁচুতে অবস্থান করে, তাই মোরগের ঘাড়ের উপরিভাগকে عرف বলা হয়।

সুফিয়ান ইব্ন ওয়াকী (র.)— — — —ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন ঃ আ'রাফ হইল মর্যাদাকর কোন বস্তু।

ছাওরী — — — —ইব্ন আব্বাস হইতে ও বর্ণনা করেন ঃ মোরগের উঁচু গলদেশের মত তৈরী প্রাচীর। ইব্ন আব্বাস হইতে অন্য এক বর্ণনায় বলা হইয়াছে ঃ اعراف। শব্দটি বহুবচন। জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী উঁচু সমতল স্থান। জিন ও ইনসানের পাপীগণকে সেখানে আবদ্ধ রাখা হয়। তাঁহার নিকট হইতে অন্য এক বর্ণনায় বলা হইয়াছে ঃ আ'রাফ হইল জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী দেওয়াল।

যাহ্হাকসহ বহু তাফসীরকার উক্ত মতের সমর্থক। সুদ্দী (র.) বলেন ঃ আ'রাফকে এইজন্যে আ'রাফ বলা হইয়াছে যে, সেখানে মানুষদের চেনার জন্য সব লোকের সমাবেশ ঘটিবে।

আ'রাফের অধিবাসী কাহারা হইবে তাহা লইয়া তাফসীরকারদের বিভিন্ন মত রহিয়াছে। তবে মতগুলি প্রায়ই কাছাকাছি.এবং মূলত একই তাৎপর্য বহন করে। সেই একক মতটি হইল এই, যাহাদের পুণ্য ও পাপ সমান হইবে তাহারাই আ'রাফে অবস্থান করিবে। ইহার সমর্থনে ইব্ন আব্বাস, হুযায়ফা ও ইব্ন মাসউদসহ পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী বহু তাফসীরকারের বক্তব্য রহিয়াছে। এক মারফূ হাদীছে আছে ঃ আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়ার জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ হইতে বর্ণিত, জাবির (রা.) বলেন ঃ যাহাদের পাপ ও পুণ্য সমান হইবে তাহাদের সম্পর্কে রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন– তাহারা হইবে আ'রাফের অধিবাসী যাহারা জান্নাতের আশায় থাকিবে।

অবশ্য বর্ণনার এই সূত্রে হাদীছটি গরীব পর্যায়ের। ইহার অপর সূত্রটি এই ঃ সাঈদ — — — —মুযায়নার এক ব্যক্তি হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা.)-কে আ'রাফের বাসিন্দা ও পাপ-পুণ্যে সমান বান্দা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন– তাহারা মা-বাপের সেই সকল সন্তান যাহারা তাহাদের কথা অমান্য করিয়া আল্লাহ্র রাস্তায় শহীদ হইয়াছে।

সাঈদ ইব্ন মানসূর (র.) আবদুর রহমান আল মুযনী হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসূল (সা.)-কে আ'রাফের অধিবাসী সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন– তাহারা মাতা পিতার অবাধ্য হইয়া আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত ব্যক্তিরা।

পিতামাতার নাফরমানী তাহাদের জান্নাতের পথের অন্তরায় আর আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত হওয়া তাহাদের জাহান্নামের পথের অন্তরায়।

আবূ মা'শারের সূত্রে ইব্ন মারদুবিয়া, ইব্ন জারীর এবং ইব্ন আবূ হাতিম (র.) ও উহা বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস ও আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হইতে মারফূ সূত্রে ইব্ন মাজা উক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন। এই মারফূ হাদীছের বিশুদ্ধতা আল্লাহ্ই ভাল জানেন। বরং ইহা মাওকূফ হাদীছের পর্যায়ে সীমিত হবার দলীল বিদ্যমান।

ইব্ন জারীর (র.)— — — —হুযায়ফা (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসূল (সা.)-কে আ'রাফবাসী সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন– যাহাদের পাপ-পুণ্য সমান হইবে তাহাদের পাপ জান্নাতের পথে ও পুণ্য জাহান্নামের পথে অন্তরায় হইবে। তাইতো তাহাদিগকে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী আ'রাফ নামক প্রাচীরে আল্লাহ্ পাকের ফায়সালার অপেক্ষায় অবস্থান করিতে হইবে।

অন্য একটি সূত্রে ইহা আরও খোলামেলাভাবে বর্ণিত হইয়াছে। যেমন ঃ ইব্ন হুমাইদ (র.)— — — —শা'বী বর্ণনা করেন যে ঃ আমার নিকট আবদুল হামীদ ইব্ন আবদুর রহমান ও কুরায়েশের মুক্ত গোলাম আবুয্ যিনাদ আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাকওয়ানকে পাঠানো হইয়াছিল। তাহারা আ'রাফবাসী সম্পর্কে যাহা বর্ণনা করিল তাহা যথাযথ ছিল না। তখন আমি বলিলাম– হুযায়ফা (রা.) যাহা বলিয়াছেন হুবহু তাহা কি আমি তোমাদিগকে বলিব ? তাহারা বলিল– হ্যাঁ, তাহাই বলুন। তখন বলিলাম– হুযায়ফা (রা.) আ'রাফাবাসী সম্পর্কে বলেন, তাহারা সেই দল যাহাদের পুণ্যকাজ জাহান্নাম অতিক্রম করিয়াছে এবং তাহাদের পাপ তাহাদের জান্নাতের পথে অন্তরায় হইয়াছে।

وَاِذَا صُرِفَتْ اَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ اَصْحَابِ النَّارِ قَالُوْا رَبَّنَا لاَتَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ -

অর্থাৎ যখন তাহাদের দৃষ্টি জাহান্নামীদের দিকে ফিরানো হইবে, তখন তাহারা বলিবে– প্রভু হে! আমাদিগকে জালিম সম্প্রদায়ের সংগী বানাইও না (৭ ঃ ৪৭)।

ইত্যবসরে আল্লাহ্পাক তাহাদের দিকে দৃষ্টি দিবেন। তিনি তাহাদিগকে নির্দেশ দিবেন ঃ 'যাও, এখন জান্নাতে প্রবেশ কর। আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছি।'

আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক (র.) — — — — ইব্ন মাসউদ (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ "কিয়ামতের দিন মানুষের হিসাব নিকাশ লওয়া হইবে। যাহাদের পাপ হইতে পুণ্য বেশী হইবে তাহারা জান্নাতে যাইবে। পক্ষান্তরে যাহাদের পুণ্য হইতে পাপ বেশী হইবে তাহারা জাহান্নামে যাইবে।" তারপর তিনি পাঠ করেন ঃ

فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَهُوَ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ -

অর্থাৎ তখন যাহার পাল্লাভারী হইবে, সে তো লাভ করিবে সন্তোষজনক জীবন। কিন্তু যাহার পাল্লা হাল্কা হইবে তাহার বাসস্থান হইবে হাবিয়া। তারপর তিনি বলেন, একদানা পরিমাণ আমল হইলেও পাল্লা ভারী বা হাল্কা হইবে (১০১ ঃ ৬-১১)। তিনি আরও বলেন ঃ আর যাহার পাপ-পুণ্য সমান হইবে, তাহারাই আ'রাফবাসী। তাহারা পুলের উপর অপেক্ষমান অবস্থায় অবস্থান করিবে। তাহারা জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসিগণকে দেখিতে পাইয়া চিনিবে। যখন জান্নাতবাসীর দিকে দৃষ্টি পড়িবে, তখন তাহাদিগকে সম্বোধনপূর্বক সালাম জানাইবে। আর যখন তাহাদের দৃষ্টি জাহান্নামীদের উপর পড়িবে, তখন বলিবে, প্রভু হে! আমাদিগকে জালিমদের সংগী বানাইও না। আমরা জালিমদের নিবাস হইতে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চাইতেছি। তিনি আরও বলেন ঃ পুণ্যবানদিগকে নূরের আলো দান করা হইবে। তাহারা উহার আলোকে সম্মুখে, ডাইনে-বামে যদৃচ্ছা চলিতে পারিবে। এমনকি উম্মতের সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে নূরের আলো দেওয়া হইবে। কিন্তু যখন পুলসিরাতের নিকট পৌঁছিবে, তখন মুনাফিক নর-নারীর নূর অন্তর্হিত হইবে। তখন জান্নাতীরা মুনাফিকদের দুর্গতি দেখিয়া ভয়ে বলিয়া উঠিবে– প্রভু হে! আমাদিগকে সার্বক্ষণিক নূর প্রদান কর। তবে আ'রাফবাসীদের নূর প্রত্যাহার করা হইবে না। আল্লাহ্ তাহাদের সম্পর্কে বলেন ঃ তাহারা জান্নাতে প্রবেশ করে নাই, তবে প্রবেশাকাংক্ষী।

বর্ণনাকারী বলেন যে, অতঃপর ইব্‌ন মাসউদ (রা.) বলেন ঃ নিশ্চয় কোন বান্দা যখন একটি পুণ্য করে, তাহার নামে দশটি পুণ্য লেখা হয়। আর যখন কোন পাপ করে, তখন একটা পাপের বেশী লেখা হয় না। অতঃপর তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তির দশগুণের উপর একগুণ বিজয়ী হইল সে ধ্বংস হইল। হাদীছটি বর্ণনা করেন ইব্‌ন জারীর (র.)।

ইব্‌ন জারীর (র.)– — — –ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আ'রাফ হইল জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানের দেয়াল। এইখানে অবস্থানকারীরাই আ'রাফবাসী। আল্লাহ্ পাক যখন তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন, তখন তাহারা একটি ঝর্ণার কাছে নীত হইবে। উহার নাম নহরে হায়াত বা সঞ্জীবনী ঝর্ণা। স্বর্ণের পাত দ্বারা উহার তীরগুলো পরিবৃত ও তলদেশে মণিমুক্তার ছড়াছড়ি। উহার মাটি হইল মিসক অম্বরের। তাহাদিগকে উহাতে অবগাহন করানো হইবে মানসিক ও দৈহিক পরিশুদ্ধি ও পরিচ্ছন্নতার জন্য। ফলে তাহাদের দেহের ও চেহারার বর্ণ পরিবর্তন হইয়া গ্রীবাদেশ আলোকোজ্জ্বল রূপ ধারণ করিবে। তাহাদের রং-রূপ ঠিক হবার পর রহমানুর রহীম তাহাদের দিকে দৃষ্টি দিবেন এবং বলিবেন– তোমরা যাহা কামনা কর তাহা বল। তখন তাহারা তাহাদের মনোবাঞ্ছনা পেশ করিবে। তখন আল্লাহ্ পাক বলিবেন– তোমাদের দাবী মঞ্জুর হইল এবং প্রত্যেকে উহার সত্তর গুণ পাইবে। অতঃপর তাহারা জান্নাতে যাইবে। তখন তাহাদের সমুজ্জ্বল গ্রীবাদেশ দেখিয়া সকলেই চিনিবে যে, তাহারা ক্ষমাপ্রাপ্ত আ'রাফবাসী। তাই তাহাদিগকে সবাই আখ্যা দিবে 'মিসকীন জান্নাতী'।

ইব্‌ন আবূ হাতিমও (র.) জারীর (র.) হইতে এবং সুফইয়ান সাওরী (র.) মুজাহিদ (র.) ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হারিছ (রা.) হইতে বর্ণনা করেন। তবে ইহা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হারিছের বক্তব্য মনে করাই সঠিক। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। মুজাহিদ ও যাহ্হাক হইতেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

সাঈদ ইব্‌ন দাউদ (র.) আমর ইব্‌ন জারীর হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ রাসূল (সা.)-কে আ'রাফবাসী সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন– তাহারা বান্দাকুলের শেষভাগে রায়প্রাপ্ত দল। রব্বুল আলামীন সকলের বিচার শেষ করিয়া তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিবেন– তোমরা তো সেই দল যাহাদের পুণ্য তাহাদিগকে জাহান্নাম হইতে বাঁচাইয়াছে, কিন্তু জান্নাতে প্রবেশ করিতে পার নাই। অতএব তোমরা আমার মুক্তিপ্রাপ্ত দল। সুতরাং জান্নাতের সেখানে ইচ্ছা মুক্তভাবে বিচরণ কর। হাদীছটি হাসান মুরসাল।

একদল বলেন ঃ তাহারা ব্যভিচারের সন্তান। এই বক্তব্যটি কুরতুবী বর্ণনা করেন।

ইব্‌ন আসাকির (র.) — — — –আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) নবী করীম (সা.) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ নবী করীম (সা.) বলিয়াছেন, জিন জাতির মু'মিনরাও সাওয়াব ও শাস্তিপ্রাপ্ত হইবে। অতঃপর আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহাদের সাওয়াব প্রাপ্ত মু'মিনরা কোথায় থাকিবে ? তিনি বলিলেন– তাহারা আ'রাফে থাকিবে। তাহারা উম্মাতে মুহাম্মদীর সংগে জান্নাতে ঠাঁই পাইবে না। অতঃপর আমরা প্রশ্ন করিলাম– আ'রাফ কি ? তিনি বলিলেন– জান্নাতের দেয়াল ঘেরা একটি নির্দিষ্ট এলাকা উহাতে ঝর্ণা প্রবহমান। উহাতে বৃক্ষ, গুল্মি ও ফলফলাদি জন্মে।

বায়হাকী (র.)– — — –ওয়ালিদ ইব্‌ন মূসা হইতে উহা বর্ণনা করেন।

সুফিয়ান সাওরী (র.) — — — –মুজাহিদ হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ নেককার, ফকীহ ও আলিমগন আ'রাফাবাসী হইবেন।

ইব্‌ন জারীর (র.)– — — –আবূ মুজলায হইতে বলেন ঃ আরাফবাসী হইলেন ফেরেশতা। তাহারা জান্নাতী ও জাহান্নামী সকলকেই চিনেন। তিনি আরও বলেন ঃ পরবর্তী আয়াতসমূহে বলা হইয়াছে, জান্নাতী ও জাহান্নামীদের সহিত তাহাদের কথোপকথনের পর জান্নাতীরা নির্ভয় নির্ভাবনায় জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

বিশুদ্ধ মত এই যে, উহা আবূ মুজলায তাবিঈর ব্যক্তিগত কথা। উহা বক্তব্য হিসাবে ব্যতিক্রমধর্মী ও প্রকাশ্য অভিমতসমূহের পরিপন্থী। প্রাসংগিক আয়াতের ভাষ্য, তাৎপর্য, ইংগিত সকল কিছুই জমহূরের বর্ণিত অভিমতের সমর্থক।

মুজাহিদের অভিমতটিও একান্তই তাহার একমাত্র মত। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

কুরতুবী (র.) প্রমুখ বর্ণনা করেন যে, এই ব্যাপারে বারটি মত সৃষ্টি হইয়াছে। কেহ বলেন, কিয়ামতের ফিতনায় ক্ষিপ্রতাকামী নেক্কারবৃন্দ। কেহ বলেন, বিশিষ্ট এক সৃষ্টি যাহারা মানুষের খবরাদি জানিবে। কেহ বলেন, নবীগণ। কেহ বলেন, ফেরেশতাগণ ইত্যাদি।

يَعْرِفُوْنَ كُلًّا بِسِيْمَاهُمْ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে আলী ইব্‌ন তালহা (র.) বর্ণনা করেন ঃ জান্নাতীদের উজ্জ্বল দীপ্ত চেহারা দেখিয়া ও জাহান্নামীদের মসীলিপ্ত মুখমণ্ডল দেখিয়া তাহারা চিনিবে।

যাহ্‌হাক (র.) ও তাহার নিকট হইতে অনুরূপ বর্ণনা করেন। আওফী ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে এই স্থানে এই জন্যে অবতরণ করাইয়াছেন যে, তাহারা জান্নাতী ও জাহান্নামীদের চিনিতে পাইবে। জাহান্নামীদের মসীলিপ্ত চেহারা দেখিয়া তাহারা আল্লাহ্‌র কাছে সেই জালিমদের সংগী না বানাবার জন্য প্রার্থনা জানাইবে। ইত্যবসরে তাহারা জান্নাতবাসীকে সালাম জানাইবে। কারণ, তখনও তাহারা জান্নাতে প্রবেশ করে নাই, তবে উহাতে প্রবেশের প্রত্যাশী এবং ইনশাআল্লাহ্ তাহারা প্রবেশ করিবে।

মুজাহিদ, যাহহাক, সুদ্দী, হাসান, আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন আসলাম প্রমুখও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করে।

মুআম্মার (র.) বলেন ঃ لَمْ يَدْخُلُوْهَا وَهُمْ يَطْمَعُوْنَ আয়াতাংশ পাঠ করিয়া হাসান (র.) বলেন- আল্লাহ্‌র শপথ! তাহাদের অন্তরে বেহেশতের প্রত্যাশা সৃষ্টি আল্লাহ্‌র ইচ্ছারই প্রতিফলন ছিল মাত্র।

কাতাদা (র.) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের ভিতর বেহেশতের প্রত্যাশা সৃষ্টির মাধ্যমে তাহাদিগকে তাহাদের নিবাসের সংবাদ প্রদান করিলেন।

وَاِذَا صُرِفَتْ اَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ اَصْحَابِ النَّارِ قَالُوْا .... الظَّالِمِيْنَ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে যাহ্‌হাক ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করেন ঃ আ'রাফবাসীরা যখন জাহান্নামীদেরকে দেখিয়া চিনিতে পাইবে, তখন তাহারা বলিবে, প্রভু হে! আমাদিগকে ওই জালিমদের অন্তর্ভুক্ত করিও না।

সুদ্দী (র.) বলেন ঃ আ'রাফবাসী যখন দলবদ্ধভাবে জাহান্নামের দিকে অগ্রসর হইয়া জাহান্নামীদেরকে দেখিতে পাইবে, তখনই তাহারা বলিয়া উঠিবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে জালিমদের সংগী বানাইও না।

ইকরামা (র.) বলেন ঃ দোযখের দিকে তাকাবার ফলে উহার উত্তাপে আ'রাফবাসীর মুখ ঝলসাইয়া যাইবে। অতঃপর জান্নাতের দিকে তাকাইবে তখন তাহা ঠিক হইয়া যাইবে।

وَاِذَا صُرِفَتْ اَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ اَصْحَابِ النَّارِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র.) বলেন ঃ আ'রাফবাসী জাহান্নামীদের কৃষ্ণবর্ণ চেহারা ও বিষাক্ত নীল চক্ষু দেখিয়া বলিয়া উঠিবে- হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে জালিমদের সংগী বানাইও না।

(৪৮) وَنَادٰۤى اَصْحٰبُ الْاَعْرَافِ رِجَالًا يَّعْرِفُوْنَهُمْ بِسِيْمٰىهُمْ قَالُوْا مَاۤ اَغْنٰى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ ○

(৪৯) اَهٰۤؤُلَاۤءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ ۭ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَاۤ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ○

৪৮. আ'রাফবাসিগণ যে লোকদিগকে লক্ষণ দ্বারা চিনিবে, তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, তোমাদের দল ও তোমাদের অহংকার কোন কাজে আসিল না।

৪৯. দেখ, ইহাদেরই সম্বন্ধে কি তোমরা শপথ করিয়া বলিতে যে, আল্লাহ্ ইহাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিবেন না। ইহাদিগকেই বলা হইবে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, তোমাদের কোন ভয় নাই এবং তোমরা দুঃখিতও হইবে না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা জানাইতেছেন যে, আ'রাফবাসিরা মুশরিক মোড়ল ও বাহাদুরদিগকে নরকে তাহাদের লক্ষণ দেখিয়া চিনিবে ও তাহাদিগকে উপহাস করিয়া বলিবে ঃ তোমাদের ধন-সম্পদের প্রাচুর্য তোমাদের কোনই কাজে আসিল না। অথচ তোমরা ইহা লইয়া বড়াই করিতে। প্রচুর সম্পদ জমাইয়াও তোমরা আল্লাহ্‌র শাস্তি হইতে বাঁচিতে পারিলে না। অবশেষে তোমরা চির লাঞ্ছিত হইয়াছ।

اَهٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা সম্পর্কে ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে আলী ইব্‌ন তালহা (র.) বর্ণনা করেন ঃ তাহারা হইল আ'রাফবাসী।

اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ অর্থাৎ তাহাদিগকেই বলা হইবে, তোমরা জান্নাতে স্বচ্ছন্দে ও নির্ভয়ে প্রবেশ কর।

ইব্‌ন জারীর (র.) বলেন ঃ আমাকে মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ তাহার পিতা হইতে, তিনি তাহার চাচা হইতে, তিনি তাহার পিতা হইতে ও তিনি তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন ঃ

قَالُوْا مَا اَغْنٰى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ এর ব্যাখ্যার প্রসংগে ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার ফায়সলা মুতাবিক যখন আ'রাফবাসী জান্নাতী ও জাহান্নামীদেরকে অনুরূপ বলিল, তখন আল্লাহ্ পাক স্বয়ং সেই দাম্ভিক বিত্তবানদিগকে প্রশ্ন করিবেন- আ'রাফের এই লোকগুলিই কি তাহারা যাহাদের সম্পর্কে তোমরা কসম করিয়া বলিতে যে, তাহারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ পাইবে না ? তাই তোমাদিগকে নির্দেশ দিলাম, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, কোন ভয় নাই তোমাদের, তোমাদের কোনই দুঃখ থাকিবে না।

হুযায়ফা (রা.) এই প্রসংগে রাসূল (সা.)-এর একটি হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ তাহারাই আ'রাফবাসী যাহাদের আমল তালগোল পাকাইয়া গিয়াছে। তাহাদের পুণ্য জান্নাতে যাওয়ার মত পর্যাপ্ত নহে এবং পাপও জাহান্নামী হওয়ার জন্যে যথেষ্ট নহে। তাই তাহাদিগকে আ'রাফে রাখা হইয়াছে। তাহারা মানুষের লক্ষণ দেখিয়া চিনিতে পারিবে। আল্লাহ্ পাক যখন অন্যসব বান্দাদের বিচার ফায়সালা শেষ করিবেন, তখন তাহাদিগকে শাফায়াত জোগাড় করিতে বলা হইবে। তখন তাহারা আদম (আ.)-কে গিয়া বলিবে– আপনি আমাদের পিতা। তাই আমাদের জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে শাফায়াত করুন। তিনি বলিবেন– তোমরা কি জান, আল্লাহ্ এক ব্যক্তিকে নিজ হাতে সৃষ্টি করিয়া নিজের রূহ হইতে তাহাকে প্রাণ দান করিয়াছেন এবং তাহার উপর আল্লাহ্‌র গযব না হইয়া রহমত বর্ষিত হইয়াছিল। আমি ছাড়া কি আর কাহাকে সকল ফেরেশতা সিজদা করিয়াছিল ? তাহারা বলিবে– না। তাহা হইলে তোমাদের সেই রহস্য জানা নাই যে, কেন আমি তোমাদের জন্য শাফায়াত করিতে অপারগ। তোমরা বরং আমার সন্তান ইবরাহীমের কাছে যাও। তাহারা তখন ইবরাহীম (আ.)-এর কাছে আসিয়া তাহাদের জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে সুপারিশ করিতে বলিবে। তখন তিনি বলিবেন– তোমরা কি তাহাকে জান আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন ? তোমারা কি তাহাকে জান গোটা জাতি যাহাকে আগুনে পুড়িয়া মারিতে চাহিয়াছিল শুধু আল্লাহ্‌র পথে চলার কারণে? সেকি আমি ছাড়া অন্য কেহ? তাহারা বলিবে– না। তখন তিনি বলিবেন– তোমরা সেই রহস্য জান না যে কারণে আমি তোমাদের সুপারিশ করিতে অপারগ। তোমরা বরং আমার সন্তান মূসার কাছে যাও। তাহারা অতঃপর মূসা (আ.)-এর নিকট আসিলে তিনি বলিবেন– তোমরা কি জান, আল্লাহ্ তা'আলা কাহার সহিত সরাসরি বহুবার কথা বলিয়াছেন ? আর কাহাকে তিনি মুক্তিপ্রাপ্ত ও নৈকট্যলাভকারী বলিয়াছেন ? সেই লোক কি আমি ছাড়া অন্য কেহ ? তাহারা বলিবে– না। তখন তিনি বলিবেন, তবে তোমাদের এই রহস্য জানা নাই যে, কেন আমি তোমাদের সুপারিশ করিতে অক্ষম। তোমরা বরং ঈসা (আ.)-এর কাছে যাও। তাহারা তখন ঈসা (আ.)-এর কাছে আসিয়া আল্লাহ্‌র দরবারে তাহাদের জন্য শাফায়াতের কথা বলিবে। তিনি বলিবেন– তোমরা কি জান আল্লাহ্ কাহাকে বিনা বাপে সৃষ্টি করিয়াছেন ? তাহারা বলিবে– না। তিনি প্রশ্ন করিবেন– তোমরা কি জান কোন লোক হাত বুলাইলে অন্ধ দৃষ্টিশক্তি পাইত ও কুষ্ঠরোগী ভাল হইত এবং কাহার কথায় মৃত ব্যক্তি আল্লাহ্‌র মর্যীতে জীবিত হইত ? তাহা কি আমি ছাড়া কেহ? তাহারা বলিবে– জানি না। তখন তিনি বলিবেন– আমি নিজেই বিতর্কিত ও বিব্রত। আমি কেন যে তোমাদের সুপারিশ করিতে অক্ষম সে রহস্য তোমাদের জানা নেই। তোমরা বরং মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে যাও।

তখন তাহারা আমার নিকট আসিবে। আমি আমার হাত দিয়া বুকে হাত মারিয়া বলিব– নিশ্চয় আমি এই কাজের জন্য রহিয়াছি। অতঃপর আরশের সামনে গিয়া অবস্থান গ্রহণ করিব। তখন আমার প্রভুর কাছে আসিব তিনি আমাকে এমন প্রশংসা শিখাইবেন যাহা কেহ কখনও শুনে নাই। অতঃপর আমি তাঁহাকে সিজদা দিব এবং

উহা দীর্ঘায়িত করিব। তখন আমাকে বলা হইবে– হে মুহাম্মদ! মাথা তোল এবং যাহা চাওয়ার তাহা চাও, আমি দিব। তুমি শাফায়াত কর, আমি কবূল করিব। তখন আমি মাথা তুলিব এবং বলিব– হে আমার প্রতিপালক প্রভু! আমার উম্মত। তখন তিনি বলিবেন– তাহারা তোমার এখতিয়ারে থাকিবে।

তন্মুহূর্তে এমন কোন নবী বা ফেরেশতা থাকিবে না যে আমার এই মর্যাদায় ঈর্ষান্বিত হইবে না। ইহাই মাকামে মাহমূদ। অতঃপর আমি তাহাদিগকে লইয়া জান্নাতে আসিব ও জান্নাতের দরজা খুলিতে বলিব। তখন আমার ও তাহাদের জন্য জান্নাতের দরজা খুলিয়া দেওয়া হইবে। আমরা জান্নাতে প্রবেশ করিলে বরণকারীদের একজন তাহাদিগকে লইয়া একটি নহরের কাছে যাইবে। উহার নাম সঞ্জীবনী ঝর্ণা। উহার তীরসমূহ স্বর্ণ ও মণিমুক্তা খচিত। উহার মাটি মিসুক-আম্বরের। উহার তলদেশে ইয়াকূত পাথর থাকিবে। তাহারা উহাতে অবগাহন করিবে। ফলে তাহাদের দেহে বেহেশতী রঙ দেখা দেবে। তাহাদের দেহ হইতে জান্নাতী খোশবু ছড়াইবে। তাহাদের প্রত্যেকে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত জ্যোতির্ময় হইবে। কিন্তু তাহাদের কণ্ঠদেশে সাদা দাগ থাকিবে। উহা দ্বারা তাহারা পরিচিত হইবে। তাহাদিগকে বলা হইবে জান্নাতী মিসকীন[১]।

(৫০) وَنَادَىٰٓ اَصْحٰبُ النَّارِ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ اَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ
اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ؕ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۙ
(৫১) الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَهْوًا وَّلَعِبًا وَّ غَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ
الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ نَنْسٰىهُمْ كَمَا نَسُوْا لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا ۙ وَمَا كَانُوْا
بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ○

৫০. জাহান্নামীরা জান্নাতবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, আমাদের উপর কিছু পানি প্রবাহিত কর অথবা আল্লাহ্ জীবিকারূপে তোমাদিগকে যাহা দিয়াছেন তাহা হইতে কিছু দাও। তাহারা বলিবে, আল্লাহ্ এই দুই বস্তু নিষিদ্ধ করিয়াছেন কাফিরদের জন্যে–

৫১. যাহারা তাহাদের দীনকে ক্রীড়া-কৌতুক রূপে গ্রহণ করিয়াছিল এবং পার্থিব জীবন তাহাদিগকে প্রতারিত করিয়াছিল। সুতরাং আজ আমি তাহাদিগকে বিস্মৃত হইব; যেভাবে তাহারা তাহাদের এই দিনের সাক্ষাতকে বিস্মৃত হইয়াছিল। এবং যেভাবে তাহারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করিয়াছিল।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ পাক এখানে জাহান্নামীদের দুর্গতির খবর দিতেছেন এবং জানাইতেছেন যে, তাহারা ক্ষুৎ-পিপাসায় অতিষ্ঠ হইয়া জান্নাতীদের কাছে পানি ও খাবার ভিক্ষা চাহিবে। কিন্তু তাহারা ভিক্ষা দিবে না।

وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ ...... أَوْمِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় সুদ্দী (র.) বলেন ঃ তাহারা খাদ্য ভিক্ষা চাহিবে।

আবদুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম (র.) বলেন ঃ তাহারা খাদ্য ও পানীয় উভয় বস্তুই ভিক্ষা চাহিবে।

সাঈদ ইব্ন যুবায়ের (র.) হইতে যথাক্রমে উছমানুছ ছাকাফী ও ছাওরী বর্ণনা করেন ঃ জাহান্নামী ব্যক্তি তাহার জান্নাতী ভাই বা পিতাকে বলিবে– জ্বলিয়া পুড়িয়া ছারখার হইয়াছি, উপর হইতে কিছু পানি ঢালিয়া দাও। তদুত্তরে তাহারা বলিবে ঃ আল্লাহ্ উহা কাফিরদের জন্যে নিষিদ্ধ করিয়াছেন। অর্থাৎ জান্নাতের দানাপানি জাহান্নামীর জন্যে নিষিদ্ধ।

অন্য এক সনদে ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে সাঈদ ইব্ন যুবায়ের (র.) অনুরূপ বর্ণনা প্রদান করেন। আবদুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম (র.) বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِيْنَ অর্থাৎ জান্নাতের খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য আল্লাহ্ কাফিরদের জন্য নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

আবূ মূসা হইতে পর্যায়ক্রমে মূসা ইব্ন মুগীরা, নসর ইব্ন আলী, আবূ হাতিম ও ইব্ন আবূ হাতিম বলেন ঃ আমর ইব্ন মুসলিমের ঘরে বসিয়া ইব্ন আব্বাস (রা.)-কে প্রশ্ন করা হইল ঃ কোন দান সর্বাপেক্ষা উত্তম ? তখন তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলিয়াছেন– উত্তম দান হইল পানি। তোমরা কি শোন নাই যে, জাহান্নামীরা জান্নাতীদের কাছে প্রথমে পানি ও পরে খাদ্য ভিক্ষা চাহিবে।'

ইব্ন আবূ হাতিম (র.) আবূ সালিহ্ হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ যখন আবূ তালিব অসুস্থ হইয়া পড়িলেন, তখন তাহার পার্শ্বচরেরা তাহাকে বলেন, যদি তুমি তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রের কাছে খবর দিতে, তাহা হইলে সে তোমার জন্য জান্নাত হইতে আংগুরের ছড়া আনিয়া দিত, হয়ত উহা খাইয়া তুমি আরোগ্য লাভ করিতে। সেই কথা অনুসারে একজন বার্তাবাহক রাসূল (সা.)-এর কাছে আসিল ও আবূ বকর (রা.) তখন রাসূল (সা.)-এর নিকট উপস্থিত ছিলেন। তিনিই বার্তাবাহককে বলিলেন– আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরের জন্য জান্নাতী খাদ্য হারাম করিয়াছেন। তখন তিনি কাফিরের জন্য নিষিদ্ধ করার কারণ ইহাই বলিয়াছেন যে, তাহারা দুনিয়ার আকর্ষণে পড়িয়া দীনকে তামাশা ও খেলার বস্তু ভাবিয়াছিল। আর পার্থিব বেশভূষা ও ধনরত্নের দম্ভে আল্লাহ্র নির্দেশাবলী অমান্য করত।

فَالْيَوْمَ نَنْسٰهُمْ كَمَا نَسُوْا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا অর্থাৎ তিনি তাহাদের ভুলিয়া থাকার জবাবে ভুলিয়া থাকার মত ব্যবহার করিবেন। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার কোন ইল্মই বিস্মৃত হন না। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ঃ فِىْ كِتٰبٍ لَايَضِلُّ رَبِّىْ وَلَايَنْسٰى অর্থাৎ আমার প্রভুর সব ব্যাপারই লিপিবদ্ধাকারে সুরক্ষিত। তিনি উহা হারানও না, ভুলেনও না (২০ ঃ ৫২)।

তাই এখানে যে তিনি বলিয়াছেন, তাহারা যেভাবে আমার আজকার এই সাক্ষাৎকে ভুলিয়াছিল, আমি তেমনি তাহাদিগকে ভুলিলাম– ইহা শুধু কথার মুকাবিলায় কথা বলিয়া ইহাই বুঝানো যে, আজ আমি তাহাদিগকে ভুলিয়া থাকার মতই ব্যবহার করিব। যেমন অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ অর্থাৎ তাহারা আল্লাহ্কে ভুলিয়াছিল, তাই তিনিও তাহাদিগকে ভুলিয়াছেন (৯ ঃ ৬৭)। তিনি আরও বলেন ঃ

كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى অর্থাৎ এইভাবে তোমার কাছে আমার বাণী পৌঁছিলে তুমি তাহা ভুলিয়াছিলে এবং সেইভাবে আজ তোমাকে ভুলা হইবে (২০ ঃ ১২৬)।

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَقِيْلَ الْيَوْمَ نَنْسٰكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا অর্থাৎ আর বলা হইবে, আজ তোমাদিগকে ভুলিয়া যাওয়া হইল যেভাবে তোমরা আজিকার এই দিনের সাক্ষাতের ব্যাপারটি ভুলিয়াছিলে (৪৫ ঃ ৩৪)।

فَالْيَوْمَ نَنْسٰهُمْ كَمَا نَسُوْا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا আয়াতাংশের ব্যাখ্যা সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে আওফী (র.) বলেন ঃ আল্লাহ্ তাহাদের কল্যাণের দিকটি ভুলিয়াছে, অকল্যাণের দিকটি ভুলেন নাই।

ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা (র.) বলেন ঃ তাহাদিগকে আমি সেইভাবে বর্জন করিব, যেভাবে তাহারা আমার এই দিনের সাক্ষাতকে বর্জন করিয়াছিল।

মুজাহিদ (র.) বলেন ঃ তাহাদের জাহান্নামে অবস্থানের কথা আমি ভুলিয়া থাকিব।

সুদ্দী (র.) বলেন ঃ তাহাদিগকে রহমত হইতে সেইভাবে বর্জন করিব যেভাবে তাহারা আমার আজিকার এই দিনের সাক্ষাতের ব্যাপরটি বর্জন করিয়াছিল।

সহীহ্ হাদীছে আছে ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন বান্দাকে প্রশ্ন করিবেন– আমি তোমাকে জুটির ব্যবস্থা করি নাই ? আমি কি তোমাকে সম্মানিত করি নাই ? আমি কি পশু, উট ও অন্যান্য চতুষ্পদ জীব তোমার অনুগত করি নাই ? সে বলিবে– হ্যাঁ। তিনি আবার প্রশ্ন করিবেন– তুমি ভাব নাই যে, অবশ্যই আমার সাথে তোমার দেখা হইবে ? সে বলিবে– না। তখন আল্লাহ্ বলিবেন– তাই আমি আজ তোমাকে ভুলিলাম যেভাবে তুমি আমাকে ভুলিয়াছিলে।

(৫২) وَلَقَدْ جِئْنٰهُمْ بِكِتٰبٍ فَصَّلْنٰهُ عَلٰى عِلْمٍ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

(৫৩) هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا تَاْوِيْلَهٗ ؕ يَوْمَ يَاْتِىْ تَاْوِيْلُهٗ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ نَسُوْهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۚ فَهَلْ لَّنَا مِنْ شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوْا لَنَآ اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِىْ كُنَّا نَعْمَلُ ؕ قَدْ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ○

৫২. অবশ্য তাহাদিগকে পৌঁছাইয়াছিলাম এমন এক কিতাব যাহা পূর্ণ জ্ঞান দ্বারা বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম এবং যাহা মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য ছিল নির্দেশ ও অনুগ্রহ।

৫৩. তাহারা কি শুধু উহার পরিণামের প্রতীক্ষা করে ? যেদিন উহার পরিণাম প্রকাশ পাইবে সেদিন যাহারা পূর্বে উহার কথা ভুলিয়া গিয়াছিল তাহারা বলিবে, আমাদের প্রতিপালকের রাসূলগণ তো সত্য বাণী আনিয়াছিল। আমাদের কি এমন কোন সুপারিশকারী আছে যে আমাদের জন্য সুপারিশ করিবে অথবা আমাদিগকে পুনরায় ফিরিয়া যাইতে দেওয়া হইবে যাহাতে আমরা যেন পূর্বে যাহা করিতাম তাহা হইতে ভিন্নতর কিছু করিতে পারি ? তাহারা নিজেরা নিজেদের ক্ষতি করিয়াছে এবং তাহারা যে মিথ্যা রচনা করিত তাহাও অন্তর্হিত হইয়াছে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ পাক এখানে জানাইতেছেন যে, কিয়ামতের দিন মুশরিকদের কোন ওজর পেশ করার অবকাশ থাকিবে না। কারণ, আমি আমার রাসূলগণের মাধ্যমে সবিস্তারে জ্ঞান সম্মত সুসম্পন্ন কিতাব পৌঁছাইয়াছি। যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন ঃ

كتَاب اُحكِمَتْ اٰيَاتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ

অর্থাৎ এমন কিতাব যাহা জ্ঞানপূর্ণ হওয়ার উহা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে (১১ ঃ ১)।

فَصَّلْنَاهُ عَلٰى عِلْمٍ অর্থাৎ আলিমদের জন্যে উহাতে জ্ঞানের খোরাক রহিয়াছে ও সাধারণে জন্যে উহার সবিস্তার বিশ্লেষণ রহিয়াছে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন ঃ

انزله بعلمه- অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক উহা স্বীয় জ্ঞানে পূর্ণ করিয়া নাযিল করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র.) বলেন ঃ আলোচ্য আয়াত নিম্ন আয়াত দ্বারা রহিত হইয়াছে ঃ

كِتَابٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِىْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ

অর্থাৎ তোমার নিকট এমন কিতাব পাঠানো হইয়াছে যাহাতে তোমার অন্তরে কোন দ্বিধাদ্বন্দ্বের সৃষ্টি না হয়।

ইব্ন জারীর (র.)-এর এই অভিমত প্রশ্ন সাপেক্ষ। অবশ্য তিনি ইহার উপর লম্বা আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু উহার পিছনে কোন দলীল নাই। আসলে ব্যাপারটা হইল এই যে, মুশরিকরা আখেরাতে যে ক্ষতিগ্রস্ত হইল তাহা তাহাদের নিজেদের অপরাধে। কারণ, আল্লাহ্ রসূল পাঠাইয়া ওকিতার নাযিল করিয়া তাহাদের অজুহাত সৃষ্টির কারণ দূর করিয়াছেন। যেমন অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا

অর্থাৎ আমি রাসূল না পাঠাইয়া কখনও কাহাকেও শাস্তি দিব না (১৭ ঃ ১৫)। তাই তিনি বলেন ঃ هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا تَاْوِيْلَهٗ অর্থাৎ উহাতে যে আযাব, লাঞ্ছনা, বেহেশত ও দোযখের প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে, তাহা কি তাহারা বাস্তবে দেখার অপেক্ষায় আছে ? মুজাহিদসহ কয়েকজন এইরূপ ব্যাখ্যা করেন।

মালিক (র.) বলেন ঃ তা'বীল অর্থ এখানে সাওয়াব বা পুরস্কার।

রবী (র.) বলেন ঃ তাহাদের পরিণতি দেখা ততক্ষণে শেষ হইবে না যতক্ষণ না তাহারা কিয়ামত ও হিসাব-নিকাশ শেষে জান্নাতীদের জান্নাতে প্রবেশ ও জাহান্নামীদের জাহান্নামের প্রবেশ দেখিতে পাইবে।

يَوْمَ يَاتِىْ تَاْوِيْلُهٗ অর্থাৎ কিয়ামত দিবস। ইহা ইব্ন আব্বাসের ব্যাখ্যা।

يَقُوْلُ الَّذِيْنَ نَسُوْهُ مِنْ قَبْلُ অর্থাৎ যাহারা তাঁহার নির্দেশিত কাজসমূহ বর্জন করিল ও পার্থিব জীবনে ভুলের রাজ্যে বাস করিল। তাহারা বলিল

قَدْ جَائَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَّنَا مِنْ شُفَعَاءَ অর্থাৎ আজ এই বিপদ হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিতে পারে এমন কোন সুপারিশকারী কি নাই?

اَوْنُرَدُّ অর্থাৎ অথবা আমাদিগকে আবার পৃথিবীতে পাঠাইবে?

فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِىْ كُنَّا نَعْمَلُ অর্থাৎ তখন আমরা যাহা করিতাম তাহা হইতে ভিন্নতর কাজ করিব। যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَوْ تَرٰى اِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِاٰيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ، بَلْ بَدَالَهُمْ مَّا كَانُوْا يُخْفُوْنَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَاِنَّه لَكَاذِبُوْنَ -

অর্থাৎ আর যদি তুমি দেখিতে যখন তাহারা জাহান্নামের মুখোমুখী হইবে, তখন তাহারা বলিবে, হায়, যদি আমরা প্রত্যাবর্তিত হইতাম, আমরা আমাদের প্রতিপালকের বাণী প্রত্যাখ্যান করিতাম না আর আমরা মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হইতাম। এখন তাহাদের সামনে উহা প্রকাশ পাইয়াছে যাহা তাহাদের অগোচর ছিল। আর যদি

তাহাদিগকে প্রত্যাবর্তিত করা হয়, অবশ্যই তাহারা যাহা তাহাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হইয়াছে আবার তাহাই করিবে। এবং নিশ্চয়ই তাহারা মিথ্যাবাদী (৬ ঃ ২৭)।

এখানেও আল্লাহ্ তাই বলেন ঃ

قَدْ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ অর্থাৎ তাহারা নিজদিগকে স্থায়ীভাবে জাহান্নামে ঢুকাইয়া নিজেদের সর্বনাশ সাধন করিয়াছে।

وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ অর্থাৎ তাহারা আল্লাহ্কে বাদ দিয়া যাহাদের মিথ্যা পূজায় নিয়োজিত ছিল তাহারা অন্তর্হিত হইয়াছে। তাহারা এখন না তাহাদের সুপারিশ করিতেছে, না কোন সাহায্য করিতেছে আর না তাহারা যে সংকটে পড়িয়াছে তাহা হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিতেছে।

(٥٤) اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا وَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِاَمْرِهٖ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৫৪. তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন; অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনিই দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যাহাতে উহাদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে, আর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি যাহা তাঁহারই আজ্ঞাধীন, তাহা তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন। জানিয়া রাখ, সৃজন ও আদেশ তাঁহারই। মহিমাময় প্রতিপালক আল্লাহ্।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা জানাইতেছেন, তিনি নিখিল সৃষ্টি জগতের মহান স্রষ্টা। সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং উহার মধ্যবর্তী সকল কিছু তিনি ছয় দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই ছয়দিন হইল রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ বৃহস্পতি ও শুক্রবার। এই ছয়দিনে সকল সৃষ্টির সন্নিবেশ ঘটানো হইয়াছে। আদম (আ.)- কেও তখন সৃষ্টি করা হইয়াছে।

মতভেদ দেখা দিয়াছে দিনের স্বরূপ নিয়া। উহা কি আমাদের এই দিনগুলির মত দিন ? স্বাভাবিক দুনিয়ায় বাহ্যত তাহাই মনে হয়। অথবা উহার এক একটি দিন কি হাজার বছরের সমান ? মুজাহিদ ও ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র.) ইহার সমর্থনে দলীল পেশ করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে যাহ্হাকও এইরূপ মত বর্ণনা করিয়াছেন। শনিবারে কোন সৃষ্টি কর্ম হয় নাই। কারণ, উহা সপ্তাহের সপ্তম দিন, বিশ্রামের দিন। তবে ইমাম আহমদ তাহার মুসনাদে একটি হাদীছ বর্ণনা করেন। উহা এইরূপ ঃ

হাজ্জাজ (র.)-- --- ---- আবূ হুরায়রা (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসূল (সা.) আমাকে হাতে ধরিয়া বলিলেন-- আল্লাহ্ তা'আলা শনিবারে মাটি সৃষ্টি করেন, রবিবারে পাহাড় সৃষ্টি করেন, সোমবারে গাছপালা সৃষ্টি করেন, মঙ্গলবারে, অপ্রিয় বস্তু সৃষ্টি করেন, বুধবারে আলো সৃষ্টি করেন, বৃহস্পতিবারে জীব-জানোয়ার সৃষ্টি করেন এবং শুক্রবার আসরের পর আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করেন। এই শেষ সৃষ্টিটি তিনি সপ্তাহের শেষ দিনের শেষ ঘণ্টায় দিন ও রাত্রির প্রাক্কালে সৃষ্টি করেন।

মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ (র.) ও তাঁহার সহীহ্ সংকলনে হাদীছটি উদ্ধৃত করেন। নাসাঈও ইহা বর্ণনা করেন বিভিন্ন সূত্রে। হাজ্জাজ ইব্ন মুহাম্মদ আল-আওয়ার (র.) ইব্ন জুরায়েজের সূত্রে বর্ণনা করেন। এই হাদীছে পূর্ণ সপ্ত দিবস পাওয়া যায়। অথচ আল্লাহ্ পাক ছয় দিন বলিয়াছেন, তাই ইমাম বুখারী ও অন্যান্য কয়েকজন হাদীছের হাফিজ এই হাদীছ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিয়াছেন। আমাদের মতে হাদীছটি আবূ হুরায়রা (রা.) কা'ব সাহবার হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা মারফূ হাদীছ নহে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ এই আয়াতের ব্যাখ্যা লইয়া মানুষের ভিতর প্রচুর মতভেদ দেখ দিয়াছে। এখানে তাহা সবিস্তরে আলোচনা সম্ভব নহে। এই স্থানটিতে আমরা সলফে সালেহীনদের মাযহাব অনুসরণ করিব। তাহারা হইলেন ইমাম মালিক, আওযাঈ, ছাওরী, লাইছ ইব্ন সা'দ, শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক ইব্ন রাহবিয়া প্রমুখ পূর্বসূরী মুসলিম ইমামবৃন্দ। তাহাদের মাযহাব হইল আরশের উপর আল্লাহ্ তা'আলার সমাসীন হওয়া ইহার আকৃতি, উপমা ও শূন্যতা যাহা মানুষের খেয়ালে আসিতে পারে তাহা হইতে মুক্ত ও পবিত্র। আল্লাহ্ যেমন কোন সৃষ্টির সহিত তুলনীয় নহেন, তেমনি কোন সৃষ্টিও তাহার তুল্য নহে। কারণ তিনি বলেন ঃ

لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَىْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ অর্থাৎ তিনি শ্রোতা ও স্রষ্টা বটে, কিন্তু তাহা কাহারও সহিত তুলনীয় নহে (৪২ ঃ ১১)।

তাই শায়খুল বুখারী নুআইম ইব্ন হাম্মাদ খুযাঈসহ বিভিন্ন ইমাম যাহা বলিয়াছেন ব্যাপারটি তাহাই। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র আকৃতি বা তাঁহার কোন সৃষ্টির তুলনা করে সে কাফির। যদি কেহ তাঁহার নিজস্ব বিশেষ গুণের ব্যাপার নিয়া বিতর্ক তোলে সে কাফির। এমন কি তাঁহার বৈশিষ্ট্যের সহিত তাঁহার কোন রাসূলের বৈশিষ্ট্যও তুলনীয় নহে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের জন্য তাহাই প্রমাণ করে যাহা তাঁহার সুস্পষ্ট বাণী ও বিশুদ্ধ হাদীছে বিদ্যমান এবং যাহা তাঁহার অসীম অস্তিত্বের জন্যে শোভনীয় ও উপযোগী কেবল সেই লোকই হিদায়েতের অনুসরণ করে।

يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا অর্থাৎ একটির আলোকে অপরটির অন্ধকার ও একটির অন্ধকারে অপরটির আলো বিদূরীত হয় এবং একটি অপরটিকে পালাক্রমে দ্রুত অনুসরণ করে। তিলমাত্র বিলম্ব ঘটে না একের আগমন ও অপরের নির্গমনে। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَاهُم مُّظْلِمُوْنَ ، وَالشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ، ذَالِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ - مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ، لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغِى لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلاَ الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ -

অর্থাৎ উহাদের জন্য এক নিদর্শন রাত্রি, উহা হইতে আমি দিবালোক অপসারিত করি, তখন সকলেই অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। এবং সূর্য ভ্রমণ করে উহার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, ইহা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ। এবং চন্দ্রের জন্য আমি নির্দিষ্ট করিয়াছি বিভিন্ন মনযিল; অবশেষে উহা শুষ্ক, বক্র, পুরাতন খর্জুর শাখার আকার ধারণ করে। সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া এবং রজনীর পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে (৩৬ ঃ ৩৭ – ৪০)।

وَلاَ الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ অর্থাৎ একটি আরেকটিকে কোন সংযোগ ব্যবস্থা ছাড়াই এরূপ পদাঙ্কানুসরণ করে যে, কখনও একটিকে পাশ কাটাইয়া আরেকটি অতিক্রম করে না। তাই তিনি বলেন ঃ

يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرَاتٍ بِاَمْرِهٖ অর্থাৎ যেইটিকে যেখানে ইচ্ছা স্থাপন করিয়াছেন এবং সকল কিছুই তাঁহার প্রভাব, নিয়ন্ত্রণ ও ইচ্ছার আওতায় চলিতেছে। তাই সতর্ক করিয়া তিনি বলেন ঃ

اَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ অর্থাৎ সাবধান! রাজ্যও তাহার এবং নির্দেশও তাঁহারাই চলে।

تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ অর্থাৎ মহিমাময় নিখিল সৃষ্টির প্রতিপালক আল্লাহ্। অন্যত্র তিনি বলেন ঃ تَبَارَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَاءِ بُرُوْجًا অর্থাৎ মহান সেই আল্লাহ্ যিনি আকাশমণ্ডলে বিভিন্ন কক্ষপথ সৃষ্টি করিয়াছেন।

আবদুল আযীয শামীর পিতা হইতে পর্যাক্রমে আবদুল আযীয শামী, আবদুল গাফ্‌ফার ইব্ন আবদুল আযীয আনসারী বাকীয়া ইব্ন ওয়ালিছ, হিশাম আবূ আবদুর রহমান, ইসহাক, আল-মুছান্না ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলিয়াছেন– যে ব্যক্তি কোন ভাল কাজ করিয়া আল্লাহ্র প্রশংসা না করিয়া নিজের প্রশংসা করে সে নিঃসন্দেহে কুফরী করিল ও নিজের আমল বরবাদ করিল। তেমনি যে ব্যক্তি ভাবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার বান্দাগণকে হুকুম দেওয়ার

মালিক বানাইয়াছেন সেও কুফরী করিল। কারণ, তিনি তাঁহার নবীদের মাধ্যমে ওয়াহী পাঠাইয়াছেন ঃ সাবধান! সৃষ্টিও তাঁহার, হুকুমও চলিবে তাঁহার, মহিমাময় নিখিল প্রতিপালক আল্লাহ্।

আবূ দারদা (রা.) হইতে মারফূ সূত্রে নিম্নরূপ দু'আ মাছুরা বর্ণিত হইয়াছে ঃ

اللهم لك الملك كله ولك الحمد كله واليك يرجع الامركله سالك من الخير كله واعوذبك من شركله -

অর্থাৎ হে আল্লাহ্ সকল কিছুর মালিকানা সম্পূর্ণই তোমার এবং সকল প্রশংসাই তোমার জন্য আর সকল ব্যাপার তোমাতেই প্রত্যাবর্তন করিবে। আমি তোমার কাছে সকল কল্যাণ চাই এবং সকল অকল্যাণ হইতে তোমার কাছেই আশ্রয় চাই।

(৫৫) اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۝
(৫৬) وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ۚ
اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

৫৫. তোমরা বিনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাক ; তিনি জালিমদিগকে পসন্দ করেন না।

৫৬. দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর উহাতে বিপর্যয় ঘটাইও না। তাঁহাকে ভয় ও আশার সহিত ডাকিবে। আল্লাহ্র অনুগ্রহ সৎকর্ম পরায়ণগণের নিকটবর্তী।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক তাঁহার বান্দাদিগকে পার্থিব ও অপার্থিব কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিতে নির্দেশ দিতেছেন। তিনি বলেন ঃ اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً অর্থাৎ অত্যন্ত বিনয় ও ভীতি সহকারে সংগোপনে তোমার প্রভুকে ডাক। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِىْ نَفْسِكَ অর্থাৎ তোমার প্রভুকে মনে মনে ডাক (৭ ঃ ২০৫)।

সহীহদ্বয়ে আবূ মূসা আশ্'আরী (রা.) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ লোকজন জোরে জোরে হাঁক ডাক দিয়া আল্লাহ্কে ডাকিতেছিল। তখন রাসূল (সা.) বলিলেন– হে লোক সকল! তোমরা নিজেদের উপর রহম কর। আর যাহাকে ডাকিতেছ তিনি বধির নহেন, অনুপস্থিত ও নহেন। তোমরা যাহাকে ডাকিতেছ তিনি তোমাদের নিকটেই আছেন, সবই শুনিতেছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে যথাক্রমে আতা খুরাসানী ও ইব্ন জুরাইজ (র.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً অর্থাৎ সংগোপনে ও সবিনয়ে ডাক।

ইব্‌ন জারীর (র.) বলেন ঃ تَضَرُّعًا অর্থ সবিনয়ে আকুতি-মিনতি করিয়া ও তাঁহার আনুগত্যে নিবিষ্ট হইয়া এবং خُفْيَةً অর্থ হইল ভীতিপূর্ণ অন্তরে আল্লাহ্‌র একক প্রভুত্বে আস্থা ও আকীদা সহকারে আল্লাহ্ ও নিজেদের মধ্যে সংগোপনে অনুচ্চ-কণ্ঠে আল্লাহ্‌র কাছে আবেদন নিবেদন জানানো।

হাসান (র.) হইতে যথাক্রমে মুবারক ইব্‌ন ফুযালা (র.) সূত্রে ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ কেহ যদি নীরবে সমগ্র কুরআন আয়ত্ত করে আর তাহা কেহ জানিতে না পায়, তেমনি কেহ যদি সমগ্র ফিকাহ্ শাস্ত্র দখল সৃষ্টি করে আর তাহা কেহ জানিতে না পায়, তেমনি যদি কেহ ঘরে বসিয়া দীর্ঘ নামায আদায় করে আর কেহ উহা জানতে না পায়, তেমনি এমন সব দল পৃথিবীতে আমরা দেখি যাহারা গোপনে ও প্রকাশ্যে বহু নেক কাজ করিয়া যাইতেছে, তেমনি এমন সব বহু মুসলমান রহিয়াছে যাহারা আল্লাহ্‌র কাছে অনুচ্চ-কণ্ঠে ফিস্ ফিস্ করিয়া তাহাদের প্রার্থনা জানায়, এইগুলে সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً অর্থাৎ তোমার প্রভুকে কাকুতি-মিনতি করিয়া গোপনে ডাক।

মূলত এই ধরনের নেক বান্দাকে আল্লাহ্ স্মরণ করেন এবং তাহাদের আমল কবুল করিবেন। তাই আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا অর্থাৎ যখন সে তাহার প্রভুকে সংগোপনে ডাকিল।

ইব্‌ন জুরাইজ (র.) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে হাঁক ডাক দিয়া চীৎকার করিয়া ডাকা অপসন্দ করেন এবং তিনি কাকুতি-মিনতি করিয়া গোপনে ডাকার জন্যে নির্দেশ দেন। অতঃপর তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে আতা খুরাসানীর সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ

اِنَّهٗ لَايُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা প্রার্থনা কিংবা অন্য কোন ক্ষেত্রে সীমালংঘনকারিগণকে পসন্দ করেন না।

اِنَّهٗ لَايُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ -এর ব্যাখ্যা প্রসংগে আবূ মিজলায (র.) বলেন ঃ নবীদের মর্যাদা প্রার্থনা করিও না।

যিয়াদ ইব্‌ন মিখরাক হইতে যথাক্রমে শু'বা, আবদুর রহমান ইব্‌ন মাহদী ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ সা'দের অন্যতম মুক্তদাস হইতে আবূ নুআমাকে বলিতে শুনিয়াছি যে, সা'দ তাহার পুত্রকে এইরূপ প্রার্থনা করিতে শুনিলেন– আয় আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে জান্নাত ও উহার নিয়ামতরাযী ও মখমলের বিছানাসহ অন্যান্য সুখ-সুবিধাসমূহ চাহিতেছি। আয় আল্লাহ্! আমি জাহান্নাম এবং উহার শিকলগুলি ও বেড়ী হইতে তোমার নিকটে আশ্রয় চাহিতেছি। তখন সা'দ তাহার পুত্রকে বলিলেন– তুমি আল্লাহ্‌র নিকট অনেক ভাল জিনিস চাহিয়াছ এবং

অনেক খারাপ জিনিস হইতে তাঁহার নিকট পানাহ্ চাহিয়াছ। আমি রাসূল (সা.)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, 'শীঘ্রই এমন একদল আসিবে যাহারা দু'আর ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করিবে অথবা উযূ ও দু'আর ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করিবে। অতঃপর তিনি পাঠ করেন ঃ اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا (তোমার প্রভুকে সবিনয়ে ডাক) আর তোমার জন্য উত্তম দু'আ হইল ঃ

اللهم انى اسئلك الجنة وماقرب اليها من قول وعمل واعوذبك من النار وماقرب اليها من قول وعمل -

"আয় আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট জান্নাত লাভ ও উহা লাভে সহায়ক কথা ও কাজের তাওফীক চাই। আয় আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে জাহান্নাম ও উহার সংশ্লিষ্ট কথা ও কাজ হইতে পানাহ চাই।"

সা'দের মুক্তদাস হইতে আবূ দাউদ (র.)ও উহা বর্ণনা করেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইমাম আহমদ (র.) – — — – আবূ নুআমা হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ নুআমা (র.) বলেন ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুগাফ্ফাল (রা.) তাহার পুত্রকে এই প্রার্থনা করিতে শুনেন– আয় আল্লাহ্! আমি জান্নাতী হইলে জান্নাতের ডান দিকের সব চাইতে সাদা সৌধটি চাই। তখন তিনি বলিলেন– বৎস! আল্লাহ্‌র কাছে শুধু জান্নাত চাও আর জাহান্নাম হইতে পরিত্রাণ চাও। কারণ, আমি রাসূল (সা.)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে 'এমন এক দল হইবে যাহারা প্রার্থনা ও পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করিবে।'

আবায়াতা – — — – কায়েস ইব্‌ন উবায়দা আল-হানাফী আল-বাসরী ওরফে আবূ নুআমা হইতে অনুরূপ বর্ণনা করেন। আফ্ফান (র.) হইতে আবূ বকর ইব্‌ন শায়বার সূত্রে ইব্‌ন মাজাও উহা বর্ণনা করেন। আবূ দাউদ (র.) বর্ণিত সনদটি হাসান ও দোষমুক্ত নিরাপদ। আল্লাহ্ই ভালই জানেন।

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীতে ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করিতে নিষেধ করিতেছেন। বিশেষত শান্তিপূর্ণ অবস্থায় উহা সৃষ্টি করা বান্দাদের জন্য সর্বাধিক ক্ষতিকর। তাই উহা বর্জন করিয়া তিনি বান্দাগণকে নিবিষ্ট মনে ও সকাতর ইবাদত ও দু'আয় মনোনিবেশ করিতে নির্দেশ দিতেছেন ঃ وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا অর্থাৎ তাঁহার শাস্তির ভয় ও পুরস্কার কামনার সহিত আল্লাহ্‌কে ডাকিবে।

اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র রহমত সেই বান্দাদের জন্য যাহারা তাহার নির্দেশাবলী মানিয়া চলে ও নিষিদ্ধ কার্যাবলী বর্জন করিয়া থাকে। অন্যত্র আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَرَحْمَتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ অর্থাৎ আর আমার রহমত সব কিছুতেই ছড়াইয়া রহিয়াছে। শীঘ্রই আমি উহা খোদাভীরুদের জন্য লিপিবদ্ধ করিল।

আল্লাহ্ পাক قريبه না বলিয়া قريب বলিয়াছেন। কারণ, رحمة শব্দটি تواب শব্দের স্থলাভিত্তিক হইয়াছে। অথবা رحمت শব্দটি الله শব্দের সহিত সম্পর্কযুক্ত হইয়াছে। তাই তিনি قريب من المحسنين বলিয়াছেন।

মাতারু ওয়ারক (র.) বলেন– ইবাদতের মাধ্যমে ছাওয়াব তালাশ কর। কারণ আল্লাহ্ তা'আলার ফায়সালা হইল মুহসিনদের খুবই নিকটে হইল আল্লাহ্র রহমত। ইব্ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করেন।

(৫৭) وَهُوَ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ۚ حَتّٰٓى اِذَآ اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۚ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○

(৫৮) وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهٗ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ۚ وَالَّذِىْ خَبُثَ لَا يَخْرُجُ اِلَّا نَكِدًا ۚ كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّشْكُرُوْنَ ○

৫৭. তিনিই স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে বায়ুকে সুসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন। যখন উহাকে ঘন মেঘ বহন করে তখন উহা নির্জীব ভূখণ্ডের দিকে চালনা করি, পরে উহা হইতে বৃষ্টি বর্ষণ করি, তৎপর উহার দ্বারা সর্বপ্রকার ফল উৎপাদন করি। এইভাবে আমি মৃতকে জীবিত করি, যাহাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করিতে পার।

৫৮. এবং উত্তম ভূমি– ইহার ফসল ইহার প্রতিপালকের আদেশে উৎপন্ন হয় এবং যাহা অধম তাহাতে কঠোর পরিশ্রম না করিয়া কিছুই জন্মায় না। এইভাবে কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য নানাভাবে নিদর্শন বর্ণনা করি।

তাফসীর ঃ পূর্ব আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা জানাইয়াছেন যে, তিনি পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীর স্রষ্টা বিধায় তিনিই সব কিছুর উপর হুকুম দাতা। তিনি সব কিছুর পরিচালক ও নিয়ন্ত্রণকর্তা এবং তিনিই সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান হওয়ায় সকলের কর্তব্য হইল তাহারই নিকট সবিনয় ও সংগোপনে প্রার্থনা করা। তাই আলোচ্য আয়াতে তিনি সতর্ক করিয়া দিতেছেন যে, মৃত ধরণীকে জীবিত করিয়া যেভাবে তিনি সকলকে রিযিকদান করিয়া থাকেন ঠিক তেমনি কিয়ামতের পর তিনি মৃত মানুষকে জীবিত করিয়া হিসাব-নিকাশ গ্রহণ পূর্বক তাহাদিগকে পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান করিবেন। তাই তিনি বলেন ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا অর্থাৎ বৃষ্টিবাহক মেঘগুলিকে বিভিন্ন মৃত ধরণী সজীব করার কাজে পরিচালিত করার জন্য ঠাণ্ডা হাওয়াকে সংবাদদাতা হিসাবে নিয়োগ করি। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ يُّرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرٰتٍ অর্থাৎ তাঁহার নিদর্শনাবলীর অন্যতম হইল (বৃষ্টির) সুসংবাদদাতা বায়ু প্রেরণ করা।

بين يدى رحمته অর্থাৎ উহার সামনে বৃষ্টি বিদ্যমান। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْۢ بَعْدِ مَاقَنَطُوْا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهٗ ۚ وَهُوَ الْوَلِىُّ الْحَمِيْدُ ـ

"আর তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন সকলের নিরাশ হওয়ার পর এবং নিজ অনুগ্রহ বিতরণ করেন। এবং তিনিই মহা প্রশংসনীয় অভিভাবক (৪২ ঃ ২৮)।

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

فَانْظُرْ اِلٰٓى اٰثٰرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْىِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْىِ الْمَوْتٰى ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের দয়ার নমুনাগুলির দিকে লক্ষ্য কর; কিভাবে তিনি মৃত পৃথিবীকে জীবিত করেন। নিশ্চয়ই ইহা অবশ্যই মৃতকে জীবিত করা। আর তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান (৩০ ঃ ৫০)।

আল্লাহ্ পাক এখানে বলেন ঃ حَتّٰى اِذَا اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا অর্থাৎ বায়ু যখন মেঘ বহন করে, পানির আধিক্যে মেঘ ভারী হয় এবং পৃথিবীর নিকটবর্তী হইয়া বর্ষণ শুরু করে।

যায়েদ ইব্ন আমর ইব্ন নুফায়েল (র.) চমৎকার বলিয়াছেন ঃ

واسلمت وجهى لمن اسلمت * له المزن تحمد عذبا زلالا

واسلمت وجهى لمن اسلمت * له الارض تحمل صخرا تقالا

অর্থাৎ আমি তাহার জন্য বদন আনত করিলাম যাহার জন্য আনত মেঘপুঞ্জ সুনির্মল বারি বহন করে! আর আমি তাহার জন্য বদন আনত করিলাম যাহার জন্য আনত থাকিয়া পৃথিবী ভারী পাথরের বিশাল বোঝা বহন করে।

سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ অর্থাৎ মৃত ভূখণ্ডকে শস্য উৎপাদনের জন্য সজীব করি। যেমন অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ اَحْيَيْنٰهَا অর্থাৎ তাহাদের জন্যে অন্যতম নিদর্শন হইল, মৃত ভূখণ্ড; আমি উহা জীবিত করি (৩৬ ঃ ৩৩)। তাই তিনি এখানে বলেন ঃ

فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى অর্থাৎ যেভাবে আমি মৃত পৃথিবী জীবিত করি, তেমিন আমি মৃতকেও কবরে জীবিত করিব। যেভাবে মাটির নীচের বীজ অংকুরিত হয়, ঠিক তেমনি কবরের মানুষ পুনরুত্থিত হইবে।

কিয়ামতের পর আল্লাহ্ পাক চল্লিশ দিন এক নাগাড়ে পৃথিবীতে বারি বর্ষণ করিবেন। ফলে মানুষের লাশগুলো কবর হইতে বীজের মতই অংকুরিত হইবে। কুরআনে এই তাৎপর্য বহুভাবে উপস্থাপন করা হইয়াছে। তাই এখানে আল্লাহ্ বলেনঃ

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ অর্থাৎ হয়ত তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করিবে।

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهٗ بِاِذْنِ رَبِّهٖ অর্থাৎ উত্তম ও উর্বরভূমি দ্রুত চমৎকার অংকুরোদগম ঘটায়। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

وانبتها نباتا حسنا অর্থাৎ উহা সুন্দর অংকুরোদগম ঘটাইয়াছে।

وَالَّذِىْ خَبُثَ لَايَخْرُجُ اِلَّا نَكِدًا অর্থাৎ যাহা নিকৃষ্টভূমি তাহাতে গাছপালা জন্মাইতে বহু কষ্ট সাধনা প্রয়োজন।

মুজাহিদ (র.) ও অন্যান্যরা বলেন ঃ উহা হইল পতিত জমি।

ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র.) এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন ঃ ইহা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন ও কাফিরের পার্থক্য তুলিয়া ধরিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র.)– — — –আবূ মূসা হইতে বর্ণনা করেন ঃ রাসূল (সা.) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইল্‌ম ও হিদায়েতসহ আমাকে যে পাঠাইয়াছেন উহার উপমা এই যে, ভূখণ্ডে প্রচুর বারিপাত ঘটায় উহা সজীব ও উর্বর হইল। ফলে উহাতে প্রচুর ঘাস ও গুল্ম জন্ম নিল। উহার কিছু অংশ তো লবণাক্ত ও পতিত ছিল। উহাতে পানি সংরক্ষণ করিয়া এলাকাবাসী মানুষ উহা পান করিল, ভূমি সতেজ করিল, উহাতে চাষাবাদ ও শস্যোৎপাদন করিল। কিন্তু অপর একদল মানুষ সেই পানি ধারণ ও সংরক্ষণ করিল না। ফলে তাহাদের ভূখণ্ডে তৃণলতা জন্মিল না। এই দলের প্রথম দল হইল আল্লাহ্ দীনের ফকীহ্ ও আলিমগণ। তাহারা আমার আনীত ইল্‌ম ও হিদায়েত দ্বারা উপকৃত হইল। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় দল উহার দিকে মাথা তুলিয়া দেখিল না এবং আমার আনীত হিদায়েত গ্রহণ করিল না, ফলে পতিত রহিল।

আবূ উসামা হাম্মাদ ইব্‌ন উসামার সূত্রে নাসাঈ এবং মুসলিমও উহা বর্ণনা করেন।

(٥٩) لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝

(٦٠) قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهٖٓ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

(٦١) قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِىْ ضَلٰلَةٌ وَّ لٰكِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

(٦٢) اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّىْ وَاَنْصَحُ لَكُمْ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

৫৯. আমি তো নূহ্কে পাঠাইয়াছিলাম তাহার সম্প্রদায়ের নিকট এবং সে বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ নাই। আমি তোমাদের জন্য মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করিতেছি।

৬০. তাহার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলিয়াছিল, 'আমরা তো তোমাকে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখিতেছি।

৬১. সে বলিয়াছিল, হে আমার সম্প্রদায়! আমাতে কোন ভ্রান্তি নাই। আমি তো জগতসমূহের প্রতিপালকের রাসূল!

৬২. আমার প্রতিপালকের বাণী আমি তোমাদের নিকট পৌঁছাইতেছি ও তোমাদিগকে হিতোপদেশ দিতেছি এবং তোমরা যাহা জান না আমি তাহা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে জানি।

তাফসীর ঃ সূরার প্রথম দিকে আল্লাহ্ পাক আদম (আ.)-এর ঘটনাবলী ও উহার সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ আলোচনা করিয়াছেন। উক্ত আলোচনা শেষ করিয়া তিনি এখন অন্যান্য নবীদের ঘটনাবলী আলোচনা প্রবৃত্ত হইতেছেন। যেহেতু প্রথমের অগ্রাধিকার। তাই তিনি আদম (আ.)-এর পরবর্তী প্রথম রাসূল নূহ্ (আ.)-এর ঘটনা দিয়া বর্তমান আলোচনা শুরু করেন। কারণ, আদম (আ.)-এর পরে তিনিই পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র প্রেরিত প্রথম রাসূল। তাঁহার বংশ তালিকা নিম্নরূপ ঃ

নূহ ইব্‌ন লামেক ইব্‌ন মুতাওয়াশলাখ, ইব্‌ন আখনূখ তথা ইদরীছ (আ.)। তিনি নবী ছিলেন। তিনিই প্রথম পৃথিবীতে কলম ব্যবহার করেন বলিয়া ধারণা করা হয়। তাঁহার বংশ তালিকা এই ঃ আখনূখ ইব্‌ন বুর্দ ইব্‌ন মাহলাইল ইব্‌ন কুনাইন ইব্‌ন ইয়ানিশ ইব্‌ন শীছ ইব্‌ন আদম (আ.)। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র.) ও অন্যান্য বংশতালিকা বিশারদগণ এই বিবরণ প্রদান করেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র.) বলেন ঃ আদম (আ.)-এর সন্তানগণের ভিতর কোন নবীই এত দীর্ঘকাল অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করেন নাই যাহা নূহ্ (আ.) করিয়াছেন। অবশ্য কিছু নবীকে হত্যা করা হইয়াছে বটে। ইয়াযীদ আর রাক্কাশী বলেন– নূহ্ (আ.)-এর জীবন বড়ই বেদনাক্লিষ্ট বিলাপমুখর ছিল বলিয়া তাঁহার নাম নূহ্ হইয়াছে। আদম (আ.) হইতে নূহ্ (আ.) পর্যন্ত দশ যুগ অতিক্রান্ত হইয়াছে। এই সকল যুগের মানুষ ইসলামের উপরই ছিল।

ইব্‌ন আব্বাস (রা.) সহ কয়েকজন তাফসীরকার বলেন ঃ পৌত্তলিকতা শুরু হয় এইভাবে যে, কিছু সম্প্রদায় তাহাদের পুণ্যবান পূর্বসূরীদের নামে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করিয়া উহাতে তাহাদের চিত্র অংকন করিত। উদ্দেশ্য ছিল যে, পরবর্তীরা যেন তাহাদের অবস্থা ও ইবাদত বন্দেগী সম্পর্কে অবহিত থাকে এবং তাহাদের অনুকরণ করিতে পারে। তারপর দীর্ঘ পরিক্রমায় সেই ছবিগুলিকে মূর্তিতে পরিণত করা হয়। এভাবে তাহারা কালের, এক পর্যায়ে এসে সেই মূর্তিগুলোর পূজা অর্চনা শুরু করিল।

এবং সেই সব নেক্কার পূর্বপুরুষের নামে মূর্তিগুলির নামকরণ করা হইল। যথা ওয়াদ্দুন, সুয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক, নছর ইত্যাদি। যখন পৌত্তলিকতা এইভাবে গভীরে পৌছিল এবং মানুষের মনের গহনে শিকড় গাড়িল তখন উহার মূলোৎপাটনের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার দয়া ও আনুগ্রহ স্বরূপ তাঁহার রাসূল নূহ্ (আ.)-কে প্রেরণ করেন একমাত্র লা শরীক আল্লাহ্র ইবাদতের পয়গাম নিয়ে। তাই তিনি আসিয়া আহবান জানান ঃ

يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ اِنِّى اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ

"হে আমার জাতি! একমাত্র আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন ইলাহ নাই। আমি তোমাদের উপর মহা বিপদের শাস্তির আশংকা করিতেছি" (৭ ঃ ৫৯)।

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন যখন তোমরা মুশরিক অবস্থায় আল্লাহ্র সমীপে হাযির হইবে তখন অবশ্যই তোমরা কঠিন শাস্তি ভোগ করিবে।

قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهِ অর্থাৎ তাহাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ বলিবে।

اِنَّا لَنَرَاكَ فِىْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ। অর্থাৎ তোমার এই আহবান অবশ্যই বিভ্রান্তিপূর্ণ। কারণ, তুমি বাপ-দাদার এতকালে পৌত্তলিক ধর্ম বর্জন করিতে বলিতেছ। ঠিক এইভাবেই পাপীরা নেককারগণকে বিভ্রান্ত মনে করে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاِذَا رَاَوْهُمْ قَالُوْا اِنَّ هٰؤُلَاءِ لَضَالُّوْنَ

অর্থাৎ যখন তাহারা ঈমানদারগণকে দেখিত, বলিত, এই লোকগুলি অবশ্যই পথহারা হইয়াছে (৮৩ ঃ ৩২)।

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْكَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَا اِلَيْهِ وَاِذْ لَمْ يَهْتَدُوْا بِهٖ فَسَيَقُوْلُوْنَ هٰذَا اِفْكٌ قَدِيْمٌ-

"আর কাফিররা মু'মিনগণ সম্পর্কে বলে, যদি উহা ভালই হইত তাহা হইলে তাহারা ইহার দিকে আমাদের অগ্রগামী হইত না; উহারা ইহা দ্বারা পরিচালিত নহে, তাই বলে, ইহাতো প্রাচীন মিথ্যা কাহিনী (৪৬ ঃ ১১)।

এখানে আল্লাহ্ বলেন ঃ

قَالَ يَاقَوْمِ لَيْسَ بِىْ ضَلَالَةٌ وَّلٰكِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ অর্থাৎ আমি বিভ্রান্ত নহি; বরং সকল কিছুর প্রতিপালক প্রভুর প্রেরিত পুরুষ।

اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّىْ وَاَنْصَحُ لَكُمْ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَالَا تَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ রাসূলের ইহাই শান যে, তিনি হইবেন বিশুদ্ধভাষী, প্রচারক, উপদেশ দাতা ও আল্লাহ্র দীনের আলিম। আল্লাহ্র কোন সৃষ্টিই উক্ত গুণাবলীতে তাঁহাদের সমকক্ষ হইবে না।

সহীহ্ মুসলিমে আছে ঃ আরাফাতের ময়দানে সাহাবায়ে কিরামের শ্রেষ্ঠতম সমাবেশে তাঁহাদের উদ্দেশ্যে রাসূল (সা.) বলেন ঃ হে মানব! তোমাদের কাছে আমার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইবে। তোমরা তখন কি জবাব দিবে ? তাহারা বলিবেন– আমরা সাক্ষ্য দিতেছি, নিশ্চয় আপনি আল্লাহ্র পয়গাম পৌছাইয়াছেন, আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করিয়াছেন এবং আপনি উপদেশ দিয়াছেন। তখন তিনি আকাশের দিকে আংগুলি তুলিয়া বলিলেন– হে আল্লাহ্! তুমি সাক্ষী থাকিও। হে আল্লাহ্! তুমি সাক্ষী থাকিও।

(٦٣) اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوْا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ○

(٦٤) فَكَذَّبُوْهُ فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ فِى الْفُلْكِ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ط اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَمِيْنَ ○

৬৩. তোমরা কি বিস্মিত হইতেছ যে, তোমাদেরই একজনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের নিকট উপদেশ আসিয়াছে যাহাতে সে তোমাদিগকে সতর্ক করে, তোমরা সাবধান হও এবং তোমরা অনুকম্পা লাভ কর।

৬৪. অতঃপর তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলে। তাহাকে ও তাহার সংগে যাহারা তরণীতে ছিল আমি তাহাদিগকে উদ্ধার করি, এবং যাহারা আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহাদিগকে নিমজ্জিত করি। তাহারা ছিল এক অন্ধ সম্প্রদায়!

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ পাক নূহ্ (আ.) সম্পর্কে জানাইতেছেন যে, তিনি তাহার জাতিকে বলিয়াছিলেন ঃ اَوَعَجِبْتُمْ الاية অর্থাৎ ইহাতে তোমাদের অবাক হওয়ার কিছু নাই। কারণ, ইহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই যে, আল্লাহ্ পাক তোমাদেরই মধ্য হইতে কোন মানুষকে ওয়াহী পাঠাইবেন। বরং ইহা তো তোমাদের উপর তাঁহার দয়া ও অনুগ্রহ। কারণ, সে তোমাদিগকে সতর্ক করিবে ও আল্লাহ্র প্রতিবিধান সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করিবে যেন তোমরা তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক না কর। ফলে তোমরা যেন আল্লাহ্র রহমত লাভ কর।

فَكَذَّبُوْهُ অর্থাৎ আল্লাহ্র রাসূলকে তোমরা ক্রমাগত প্রত্যাখ্যান করিতেছ এবং তাহার সার্বক্ষণিক বিরোধিতা করিতেছ। আর তোমাদের মধ্য হইতে খুব কম সংখ্যক লোকই তাহার উপর ঈমান আনিয়াছে। অন্য আয়াতে উহার উল্লেখ রহিয়াছে।

فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ فِى الْفُلْكِ অর্থাৎ তরণীতে। যেমন আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন– আমি তাহাকে ও তরণীর আরোহিগণকে রক্ষা করিয়াছি।

وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيَاتِنَا অর্থাৎ আমার বাণী ও নিদর্শনকে যাহারা মিথ্যা বলিয়াছে তাহাদিগকে আমি নিমজ্জিত করিয়াছি (৭১ ঃ ২৫)।

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

مِمَّا خَطِيْئَاتِهِمْ اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْصَارًا -

অর্থাৎ তাহাদের অপরাধের কারণে তাহারা ডুবিয়া মরিয়াছে। অতঃপর তাহারা জাহান্নামে প্রবিষ্ট হইয়াছে। তখন তাহারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাহাকেও মদদ করার জন্য পায় নাই (৭১ ঃ ২৫)।

اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَمِيْنَ। অর্থাৎ তাহারা ছিল অন্ধ জাতি। তাই সত্যকে দেখিতে পায় নাই এবং সত্যের পথও খুঁজিয়া পায় নাই। ফলে তিনি তাঁহার বন্ধুদের পক্ষ হইয়া শত্রুদের শত্রুতার কঠোর প্রতিবিধান করেন এবং নিজ বন্ধু ও তাহার সহায়কগণের সংরক্ষণ নীতি অনুসরণ করেন। পক্ষান্তরে কাফিরগণকে ধ্বংস করেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا অর্থাৎ আমি আমার রাসূলগণকে অবশ্যই সাহায্য করিব।

মোট কথা দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ্ পাকের অনুসৃতনীতি ইহাই যে, পরিণামে সাফল্য ও বিজয় খোদাভীরুদের জন্যই নির্ধারিত। এই নীতিতেই তিনি নূহ (আ.)-এর নাফরমান সম্প্রদায়কে ডুবাইয়া মারিয়াছেন এবং নূহ্ (আ.) ও তাহার অনুসারিগণকে রক্ষা করিয়াছেন।

যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র.) হইতে ইমাম মালিক (র.) বর্ণনা করেন ঃ নূহের সম্প্রদায়ের জন্য সহজ ভূখণ্ড কঠিন ও পাহাড় পর্বত সংকীর্ণ হইয়াছিল।

আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র.) বলেন ঃ আল্লাহ্ পাক নূহ্ (আ.)-এর সম্প্রদায়কে তখনই শাস্তি দিয়াছেন যখন তাহাদিগকে প্রভূত ধন-সম্পদের মালিক করা সত্ত্বেও তাহারা নাফরমান হইল। তাহারা তৎকালীন আবাদ পৃথিবীর সকল ভূখণ্ডের মালিক ছিল।

ইব্‌ন ওয়াহাব (র.) বলেন ঃ ইব্‌ন আব্বাস (র.) হইতে আমার কাছে এই বর্ণনা পৌঁছিয়াছে যে, নূহ্ (আ.) তরণীতে আশিজন লোক নিয়াছিলেন। জুরাহুম ছিল তাহাদের অন্যতম। তাহার ভাষা ছিল আরবী। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র.) ইহা বর্ণনা করেন। অন্য একটি ধারাবাহিক সূত্রেও ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

(٦٥) وَ اِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ۗ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۗ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ○

(٦٦) قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖۤ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْ سَفَاهَةٍ وَّ اِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ○

(٦٧) قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ سَفَاهَةٌ وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

(٦٨) اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَ اَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِيْنٌ ○

(٦٩) اَوَ عَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ ۗ وَاذْكُرُوْۤا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْۜطَةً ۚ فَاذْكُرُوْۤا اٰلَآءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

৬৫. 'আদ জাতির নিকট তাহাদের ভ্রাতা হূদকে পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত অন্য কোন প্রভু নাই। তোমরা কি সতর্ক হইবে না ?

৬৬. তাহার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, যাহারা কুফরী করিয়াছিল, তাহারা বলিয়াছিল, আমরা তো দেখিতেছি তুমি নির্বোধ এবং আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করি।

৬৭. সে বলিল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি নির্বোধ নহি, আমি জগৎসমূহের প্রতিপালকের রাসূল।

৬৮. আমি আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছাইতেছি এবং আমি তোমাদের একজন বিশ্বস্ত হিতাকাংক্ষী।

৬৯. তোমরা কি বিস্মিত হইতেছ যে, তোমাদের একজনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদিগকে সতর্ক করার জন্য উপদেশ আসিয়াছে ? এবং স্মরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদিগকে নূহের সম্প্রদায়ের পরে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন এবং তোমাদের অবয়ব অন্য লোক অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী করিয়াছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর, হয়ত তোমরা সফলকাম হইবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ পাক বলেন– যেভাবে আমি নূহের কওমের কাছে নূহকে পাঠাইয়াছি, তেমনি আমি 'আদ জাতির নিকট তাহাদের ভাই হূদকে পাঠাইয়াছি।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র.) বলেন– তাহারা হইল 'আদ ইব্ন ইরাম ইব্ন আউস ইব্ন সাম ইব্ন নূহের বংশধর।

আমি বলিতেছি ঃ তাহারা হইল প্রথম 'আদ ইব্ন ইরামের বংশধর। তাহারা ভূখণ্ডে প্রথম পাথরের সৌধ গড়িয়াছিল। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ، اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ، الَّتِىْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى الْبِلَادِ

অর্থাৎ তুমি কি দেখিয়াছ তোমার প্রভু 'আদ জাতির সহিত কি ব্যবহার করিয়াছিলেন ? তাহারা ছিল সৌধবাসী ইরাম সম্প্রদায়। কোন শহরেই অনুরূপ সৌধ নির্মিত হইয়াছিল না (৮৯ ঃ ৬–৮)। মোট কথা, ইহা তাহাদের শক্তি ও কলাকৌশলের পরিচয়বাহী। আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ؟ اَوَ لَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوْا بِاٰيَاتِنَا يَجْحَدُوْنَ -

অর্থাৎ আর 'আদ জাতির অবস্থা ছিল এই যে,তাহারা পৃথিবীতে অন্যায় করিয়াছিল এবং তাহারা বলিত, আমাদের চাইতে ক্ষমতাবান কে আছে ? তাহারা কি দেখে না যে, তাহাদিগকে যেই আল্লাহ্ সৃষ্টি করিয়াছেন, নিশ্চয় তিনি তাহাদের অপেক্ষা শক্তিশালী ? আর তাহারা আমার বাণী ও নিদর্শন অস্বীকার করিত (৪১ ঃ ১৫)।

তাহারা ইয়ামানের আহ্কাফ এলাকায় বাস করিত। উহা ছিল বালুর পাহাড়ে পরিপূর্ণ।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র.)– — — –আলী (রা.) হইতে বলেন যে, তিনি জনৈক হাযরামাউতবাসীকে জিজ্ঞাসা করেন– তুমি কি লাল মাটি মিশ্রিত বালুর টিলা দেখিয়াছ যাহার একদিক উঁচু করা ও সীলু কুল বৃক্ষে পরিপূর্ণ ? উহা হাযরামাউতের অমুক প্রান্তে অবস্থিত। তুমি কি তাহা দেখিয়াছ ? সে বলিল– হ্যাঁ, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি তো উহার এমন পরিচয় তুলিয়া ধরিলেন যা কোন দিন যে উহা দেখিয়াছে তাহার পক্ষে সম্ভব। তিনি বলিলেন– না, আমি দেখি নাই, তবে যে দেখিয়াছে সে আমাকে বলিয়াছে। তখন হাযরামী জিজ্ঞাসা করিল– হে আমীরুল মু'মিনীন! উহার গুরুত্ব কি ? তিনি বলিলেন, সেখানে হূদ (আ.)-এর কবর রহিয়াছে। ইব্ন জারীর (র.) ইহা বর্ণনা করেন।

এই বর্ণনায় জানা যায়, 'আদ জাতির নিবাস ছিল ইয়ামান। কারণ হূদ (আ.)-এর দাফন সেখানেই হইয়াছে। তিনি তখনকার শ্রেষ্ঠতম বংশের সন্তান ছিলেন। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলগণকে উত্তম বংশ হইতে মনোনীত করিতেন এবং তাহাদের মধ্যে তিনি সর্বোত্তম ব্যক্তি হইতেন। হূদ (আ.)-এর সম্প্রদায় দৈহিক শক্তিতে শক্তিধর হওয়ায় মনের দিক হইতে তাহারা কঠোর ছিল। তাই তাহারা আল্লাহ্কে অস্বীকার করার ব্যাপারে সব চাইতে কঠিন ছিল। হূদ (আ.) তাহাদিগকে

এক আল্লাহ্র ইবাদতের জন্যে উদাত্ত আহবান জানান।

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ অর্থাৎ তাহাদের নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ বলল।

اِنَّا لَنَرَاكَ فِىْ سَفَاهَةٍ وَّاِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ অর্থাৎ তুমি যে আমাদিগকে প্রতিমা পূজা ছাড়িয়া এক আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য ডাকিতেছ ইহা তোমার মূর্খতার পরিচয় বহন করে। মূলত তুমি মিথ্যাবাদী। বলাবাহুল্য, মক্কার পৌত্তলিক কুরায়েশ সর্দারগণও এই মনোভাব প্রদর্শন করিয়াছিল। তাহারা সবিনয়ে প্রশ্ন তুলিল ঃ اجعل الآلهة الها واحدا সে কি প্রভুগণকে এক প্রভু বানাইয়াছে?

অতঃপর আল্লাহ্ বলেন ঃ

قَالَ يَاقَوْمِ لَيْسَ بِىْ سَفَاهَةٌ وَّلٰكِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ -

অর্থাৎ তোমরা যাহা ভাবিতেছ আমি তাহা নহি। বরং আমি তোমাদের নিকট নিখিল জগতের প্রতিপালকের নিকট হইতে সত্য নিয়া আসিয়াছি। তিনিই সকল কিছুর স্রষ্টা ও মালিক।

اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّىْ وَاَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِيْنٌ অর্থাৎ তিনটি গুণ প্রত্যেক রাসূলেরই বৈশিষ্ট্য। এক, বাণী প্রচার। দুই, হিতোপদেশ। তিন, বিশ্বস্ততা।

اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ অর্থাৎ ইহাতে তোমাদের বিস্মিত হওয়ার কিছু নাই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরই মধ্য হইতে একজনকে তোমাদের নিকট পাঠাইবেন তোমাদিগকে পরকালের সাক্ষাৎ এবং শাস্তি ও পুরস্কার সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য; বরং তাঁহার এই অনুগ্রহের জন্য তোমরা তাঁহার প্রশংসা কর।

وَاذْكُرُوْا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্ পাকের সেই অবদান স্মরণ কর যে, তিনি নূহ (আ.)-এর নাফরমান সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার পর যাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন তোমরা তাহাদেই বংশধর হওয়ার বদৌলতে আজ পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছ।

وَّزَادَكُمْ فِى الْخَلْقِ بَسْطَةً অর্থাৎ তিনি তোমাদিগকে মানবজাতির ভিতর দীর্ঘতম ও শ্রেষ্ঠ শক্তিধর করিয়াছেন। আল্লাহ্ পাক তালূতের ব্যাপারেও বলেন ঃ وَّزاده بسطة فى العلم والجسم অর্থাৎ তাহাকে তিনি জ্ঞানে ও দৈহিক শক্তিতে প্রাচুর্য দান করিয়াছেন।

فَاذْكُرُوْا اٰلَاءَ اللّٰهِ অর্থাৎ তোমাদের উপর আল্লাহ্র নিয়ামত ও অবদান স্মরণ কর। الاء হইলে الى অথবা اُلى এর বহুবচন।

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ অর্থাৎ হয়ত তোমরা সফলকাম হইবে।

(৭০) قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهٗ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا ۚ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○
(৭১) قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَّغَضَبٌ ؕ اَتُجَادِلُوْنَنِيْ فِيْٓ اَسْمَآءٍ سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ فَانْتَظِرُوْٓا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ○
(৭২) فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ○

৭০. তাহারা বলিল, 'তুমি কি আমাদের নিকট এই উদ্দেশ্যে আসিয়াছ যে, আমরা যেন শুধু আল্লাহ্র ইবাদত করি এবং আমাদের পূর্ব পুরুষগণ যাহাদের ইবাদত করিত তাহা বর্জন করি ? সুতরাং তুমি সত্যবাদী হইলে আমাদিগকে যাহার ভার দেখাইতেছ তাহা আনয়ন কর।

৭১. সে বলিল, তোমাদের প্রভুর শাস্তি ও গযব তোমাদের জন্য নির্ধারিত হইয়াই আছে; তবে কি তোমরা আমার সহিত বিতর্কে লিপ্ত হইতে চাও এমন কতকগুলি নাম সম্বন্ধে যাহা তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষগণ সৃষ্টি করিয়াছ এবং যে সম্বন্ধে আল্লাহ্ কোন সনদ পাঠান নাই ? সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছি।

৭২. অতঃপর তাহাকে ও তাহার সংগীদিগকে আমার অনুগ্রহে উদ্ধার করিয়াছিলাম ; আর আমার নিদর্শনকে যাহারা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল এবং যাহারা মু'মিন ছিল না তাহাদিগকে নির্মূল করিয়াছিলাম।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এখানে হূদ (আ.)-এর প্রতি তাহার সম্প্রদায়ের বিরোধিতা, অবাধ্যতা, শত্রুতা ও অবজ্ঞার খবর দিতেছেন।

قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهٗ অর্থাৎ তাহারা বলিল, তুমি কি আমাদে[র] নিকট এই [জ]ন্য আসিয়াছ যে, আমরা এক আল্লাহ্র ইবাদত করিব?

কুরায়[শে]র কাফিররাও অনুরূপ বলিয়াছিল ঃ

اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم -

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! যদি ইহা সত্যই তোমার নিকট হইতে হইয়া থাকে তাহা হইলে আসমান হইতে আমাদের উপর পাথর বর্ষণ কর অথবা আমাদিগকে কষ্টদায়ক শাস্তি প্রদান কর।

اَتُجَادِلُوْنَنِيْ فِيْٓ اَسْمَآءٍ سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ অর্থাৎ তোমরা আমার সহিত কি সেই সব প্রতিমা লইয়া ঝগড়া করিতেছ যাহার নাম তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষরা রাখিয়াছ ? সেই সমস্ত ইলাহগণ তো কাহারো কোন ক্ষতিও করিতে পারে না আর উপকারও করিতে পারে না। পরন্তু সেইগুলিকে পূজা করার জন্য আল্লাহ্ তোমাদিগকে বলিয়াছেন এমন কোন প্রমাণও নাই। তাই তিনি বলেন ঃ

مَّا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوْا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ অর্থাৎ উহাদের সপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা কোন দলীল পাঠান নাই। সুতরাং তোমরা অপেক্ষা কর আর আমিও তোমাদের সহিত অপেক্ষা করিব। মূলত এখানে রাসূলের পক্ষ হইতে তাহার সম্প্রদায়কে হুঁশিয়ারী প্রদান করা হইয়াছে। আর এই কারণেই উহার পর বলা হইয়াছে ঃ

فَاَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيَاتِنَا وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ -

অর্থাৎ অতঃপর তাহাকে ও তাহার অনুসারিগণকে রক্ষা করিলাম এবং যাহারা আমার আয়াতকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়াছে ও ঈমান আনে নাই, তাহাদিগকে নির্মূল করিলাম (৭ ঃ ৭২)।

কিভাবে তাহাদিগকে নিজ নিজ গৃহে রাখিয়াই নির্মূল করা হইয়াছে তাহা আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন। যেমন ঃ

وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ، سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمَانِيَةَ اَيَّامٍ حُسُوْمًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ، فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْ بَاقِيَةٍ -

আর 'আদ সম্প্রদায়, উহাদিগকে ধ্বংস করা হইয়াছিল এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা, যাহা তিনি তাহাদের উপর প্রবাহিত করিয়াছিলেন সাত দিন ও আট রাত অবিরামভাবে। তখন তুমি উক্ত সম্প্রদায়কে দেখিতে, উহারা সেখানে লুটাইয়া পড়িয়া আছে সারশূন্য বিক্ষিপ্ত খেজুর কাণ্ডের মত। অতঃপর উহাদের কাহাকেও তুমি বিদ্যমান দেখিতে পাও কি"? (৬৯ ঃ ৬-৮)। অর্থাৎ যখন তাহারা নাফরমানীর ক্ষেত্রে সীমালংঘন করিল, তখন তাহাদিগকে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা ধ্বংস করা হইল। তাহাদের এক একজনকে প্রচণ্ড হাওয়া উড়াইয়া নিয়া মাটিতে মাথা উপড় করিয়া আছড়াইয়া মারিয়াছে। তাই বলা হইয়াছে ঃ তাহারা লুটাইয়া পড়িয়াছে বিক্ষিপ্ত খর্জুর কাণ্ডের মত।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র.) বলেন ঃ তাহারা ইয়ামানের ওমান ও হাযরামাউতের মধ্যবর্তী স্থানে বসবাস করিত। তাহারা পৃথিবীতে দম্ভভরে বিচরণ করিত, দেশবাসীর

উপর উৎপীড়ন ও নির্যাতন চালাইত। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে দৈহিক দুর্জয় শক্তির অধিকারী করিয়াছিলেন। পরন্তু তাহারা আল্লাহ্কে ছাড়িয়া প্রতিমা পূজায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাই আল্লাহ্ পাক তাহাদের নিকট হূদ (আ.)-কে পাঠাইলেন। তিনি তাহাদের উত্তম ও ভারসাম্যপূর্ণ গোত্রের লোক ছিলেন এবং দৈহিক গঠন ও সৌন্দর্য বিচারেও উত্তম ছিলেন। তিনি তাহাদিগকে এক আল্লাহ্র ইবাদত করিতে ও তাহার সহিত কাহাকেও শরীক না করিতে আহ্বান জানাইলেন এবং মানুষকে নির্যাতন করিতে নিষেধ করিলেন। তাহারা উহা অস্বীকার করিল এবং তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল। পরন্তু তাহারা দম্ভভরে বলিল – আমাদের অপেক্ষা শক্তিশালী কে আছে ? তাহাদের কিছু লোক অতি গোপনে ঈমান আনিল। অতঃপর যখন 'আদ সম্প্রদায়ের বাড়াবাড়ি, নাফরমানী ও নির্যাতন সীমালংঘন করিল এবং প্রতিটি উঁচু স্থানে নিষ্ফল মার্বেলের স্মৃতিস্তম্ভ গড়িল, তখন হূদ (আ.) তাহাদিগকে বলিলেন ঃ

اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ ، وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ ، وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ ، فَاتَّقُوْا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنَ ـ

অর্থাৎ তোমরা কি প্রতিটি উচ্চস্থানে নিরর্থক স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করিতেছ? আর তোমরা প্রাসাদ নির্মাণ করিতেছ এই মনে করিয়া যে, তোমরা চিরস্থায়ী হইবে এবং যখন তোমরা আঘাত হান তখন আঘাত হানিয়া থাক কঠোরভাবে। তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর (২৬ ঃ ১২৮-১৩১)।

قَالُوْا يَاهُوْدُ مَاجِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّمَا نَحْنُ بِتَارِكِيْ اٰلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَانَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ

তাহারা বলিল, হে হূদ তুমি আমাদের কাছে সুস্পষ্ট কোন দলীল নিয়া আস নাই এবং তোমার কথায়–আমরা আমাদের প্রভুদিগকে বর্জন করিব না ও তোমার উপর ঈমান আনিব না। (১১ ঃ ৫৩)

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র.) বলেন ঃ যখন তাহারা এইভাবে ঈমানকে অস্বীকার করিল ও কুফরীর উপর দৃঢ় হইল, একাদিক্রমে তিন বৎসর তাহাদের দেশে বৃষ্টি বন্ধ থাকিল। তখন তাহারা নিদারুণ দুঃখকষ্টে পড়িল। দেশবাসী এই দুঃখকষ্টে অতিষ্ঠ হইয়া উহা হইতে পরিত্রাণের জন্য আল্লাহ্র কাছে কান্নাকাটি শুরু করিল। তাহারা সেই যুগের পবিত্র স্থানসমূহে ও নিজ নিজ গৃহের নির্ধারিত স্থানে এইসব করিতেছিল। সেই যুগে আমালিকরা খুব খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। তাহাদের বংশ তালিকা এই ঃ

আমালিক ইব্ন লাওজ ইব্ন সাম ইব্ন নূহ্। তাহারাই তাহাদের নেতৃত্ব ও শাসন ক্ষমতার অধিকারী ছিল। তাহাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন মুআবিয়া ইব্ন বকর। তাহার মাতা ছিল 'আদ গোত্রের। তাহার নাম ছিল জুলহাজা বিনতে আল-খুবায়রী।

ইব্ন ইসহাক (র.) বলেন ঃ 'আদ গোত্র অবশেষে প্রায় সত্তরজনের একটি প্রতিনিধিদল হারম শরীফে পাঠাইল ইস্তিখারা বা বৃষ্টির জন্যে কান্না কাটার উদ্দেশ্যে। তাহারা মক্কায় মু'আবিয়া ইব্ন আবূ বকরে নিকট গেল এবং সেখানে একমাস অবস্থান করিল। তাহারা সেখানে শরাব পান ও গান-বাজনায় মত্ত থাকিত। এইভাবে প্রায় একমাস অতিক্রম হওয়া সত্ত্বেও যখন তাহারা বিদায় হওয়ার উদ্যোগ নিল না, তখন দীর্ঘ সাহচার্যের মায়া ও চক্ষু লজ্জার কারণে তিনি তাহাদিগকে সরাসরি বিদায়ের কথা বলিতে পারিতেছিলেন না। তখন তিনি তার জন্য কবিতা রচনা করিয়া গায়কদের গানের মাধ্যমে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে সচেষ্ট হইলেন। উহা এইঃ

الا ياقيل ويحك قم فهينم * لعل الله يصبحنا غماما

فيسقى ارض عادان عادا * قد امسوا لا يبينون الكلاما

من العطش الشديد وليس ذرجوا * به الشيخ الكبير ولا الغلاما

وقد كانت نسائهم بخير * فقد امست نسائهم غيامى

وانه الوحش تاتيهم جهارا * ولا تخشى لعادى سهاما

وانتم ههنا فيما اشتهيتم * نهاركم و ليلكم التما

فقبح وفد كم من وفد قوم * ولا لقوا التّحية والسلاما ـ

তিনি বলেন ঃ এই কবিতার পংক্তিগুলি শুনিয়া অভাগারা সতর্ক হইল এবং কেন তাহারা এখানে আসিয়াছে তাহা স্মরণ হইল। তখন তাহারা কা'বা ঘরে গিয়া তাহাদের সম্প্রদায়ের জন্য প্রার্থনা জানাইল। তাহাদের দলপতি কীল ইব্ন উনয যখন প্রার্থনা শেষ করিল, তখন আল্লাহ্ তাহাদের জন্য তিন ধরনের মেঘ পাঠাইলেন– সাদা, কালো ও লাল। অতঃপর আকাশ হইতে এক ঘোষক ঘোষণা করিলেন– তুমি উহা হইতে তোমাদের সম্প্রদায়ের জন্যে একটি পসন্দ কর। তখন সে বলিল– আমি উহা হইতে কালো মেঘ পসন্দ করিলাম। কারণ, উহাতে বৃষ্টি থাকে। তখন ঘোষক ঘোষণা করিলেন– তুমি জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গ ছাই গ্রহণ করিয়াছ। উহার বর্ষণের ফলে 'আদ জাতির ও তাদের সন্তান সন্ততির কেহই বাঁচিয়া থাকিবে না। তবে আমি যেক্ষেত্রে উহা নির্বাপিত করিব সেখানের লোক বাঁচিয়া যাইবে। শুধু বনূ আল ওযীয়া রক্ষা পাইবে।

তিনি বলেন ঃ বনূ ওযীয়া 'আদ সম্প্রদায়ের একটি শাখা যাহারা মক্কায় বসবাস করিত। তাই তাহাদের সম্প্রদায়ের ভাগ্যে যাহা ঘটিল তাহা হইতে তাহারা বাঁচিয়া গেল। তিনি বলেন ঃ ইহারাই পরবর্তী স্তরের 'আদ সম্প্রদায়।

অতঃপর তিনি বলেন ঃ কীল ইব্ন উনযের পসন্দ মুতাবিক 'আদ সম্প্রদায়ের জন্য কালো মেঘ পাঠানো হইল। উহাতে লুক্কায়িত ছিল 'আদ সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ্র

গযব। যখন উহা তাহাদের উপর আত্মপ্রকাশ করিল, বর্ষণের মেঘরূপে দেখা দিল। তাহারা খুশী হইল আর বলিল, ইহা তো আমাদের জন্য বর্ষা লইয়া আসিয়াছে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ، تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ অর্থাৎ বরং উহা তো সেই বস্তু যাহা তোমরা শীঘ্রই পাইতে চাহিয়াছিলে। উহা সেই হাওয়া যাহাতে কষ্টদায়ক শাস্তি নিহিত। উহা সব কিছুই ধ্বংস করে (৪৬ ঃ ২৪)।

মেঘের আড়ালে লুকানো আগুন যাহার দৃষ্টিতে প্রথম ধরা দেয় এবং সে উহা প্রথম অগ্নি বায়ু বলিয়া চিনিতে পায়, সে হইল 'আদ জাতির মুসাইয়াদ নাম্নী এক মহিলা। যখন আসল বস্তু প্রকাশ পাইল, সেই মহিলা চীৎকার দিয়া বেহুঁশ হইয়া পড়িল। তারপর যখন তাহার হুঁশ ফিরিল, সবাই প্রশ্ন করিল – হে মুসাইয়াদ, তুমি কি দেখিয়া ভয় পাইয়াছ? সে বলিল – আমি উহাতে অগ্নিবায়ু দেখিতেছি এবং উহার সামনে বহু লোককে কাষ্ঠ হইয়া জ্বলিতে দেখিতেছি।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা সপ্তম রজনী ও অষ্টম দিবস অগ্নিবায়ুর প্রবল প্রবাহ চালাইলেন এবং 'আদ সম্প্রদায়ের কেহই ধ্বংসের হাত হইতে রেহাই পাইল না। শুধু হূদ (আ.) ও তাহার ঈমানদার উম্মতগণ বাঁচিয়া রহিলেন।

ইব্ন ইসহাকের এই বর্ণনাটি যদিও গরীব পর্যায়ের, তথাপি ইহাতে শিক্ষণীয় বেশ কিছু ব্যাপার রহিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُوْدًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ -

অর্থাৎ যখন আমার প্রতিবিধান আসিল, তখন আমি হূদ ও তাহার সহচরগণকে বাঁচাইয়া নিলাম আমার বিশেষ অনুগ্রহে এবং তাহাদিগকে কঠিন শাস্তি হইতে রক্ষা করিলাম (১১ ঃ ৫৮)।

মুসনাদে ইমাম আহমদে বর্ণিত একটি হাদীছে ইব্ন ইসহাকের বর্ণনার কাছাকাছি বর্ণনা মিলে। হাদীছটি এই ঃ

ইমাম আহমদ (র.) — — — — আবূ হারিছ আল বিকরী (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, হারীছ আল-বিকরী (রা.) বলেন ঃ আলা ইব্ন হাযরামীর বিরুদ্ধে রাসূল (সা.)-এর কাছে অভিযোগ পেশ করার জন্য বাহির হইলাম। আমি রবযাহ নামক স্থানে বনূ তামীমের এক বৃদ্ধা মহিলার কাছে গেলাম। সে আমাকে বলল– রাসূল (সা.)-এর কাছে আমার যাওয়া প্রয়োজন। তুমি কি আমাকে তাহার নিকট নিয়া যাইবে ? আমি তাহাকে সংগে লইলাম। অবশেষে আমরা মদীনায় পৌঁছিলাম।

মসজিদে তখন লোকজন যাইতে ছিল। সেখানে কালো পতাকা দুলিতেছিল। বিলাল তখন তরবারি কোষবদ্ধ অবস্থায় রাসূল (সা.)-এর সামনে বসা ছিল। আমি প্রশ্ন করিলাম– মানুষের ভীড় কেন ? তাহারা বলিল – রাসূল (সা.) কোথাও আমর ইবনুল আসকে পাঠাইবার ইচ্ছা করিয়াছেন। অতঃপর আমি বসিলাম। তখন তিনি তাহার ঘরে ঢুকিলেন অথবা উটের পাদানিতে পা রাখিলেন। তখন তাহার কাছে কিছু বলার অনুমতি চাহিলাম। তিনি অনুমতি দিলে আমি ঘরে ঢুকিয়া সালাম দিলাম। তিনি প্রশ্ন করিলেন– তোমার ও বনূ তামীমের মাঝে কোন ব্যাপার আছে কি ? আমি বলিলাম– হ্যাঁ। তাহাদের সহিত আমাদের বিরোধপূর্ণ সম্পর্ক রহিয়াছে। বনূ তামীমের নিঃসংগ এক বৃদ্ধার নিকট গিয়াছিলাম। সে আমাকে আপনার নিকট নিয়া আসিতে অনুরোধ করিল। সে এখন দরজার নিকট দাঁড়ানো রহিয়াছে। তখন তাহাকে আসার অনুমতি দেওয়া হইল। অতঃপর সে আসিল এবং আমি আরয করিলাম– আপনি অবশ্যই দেখিতেছেন যে, আপনার কারণে আমাদের ও বনূ তামীমদের মাঝে এই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হইয়াছে। তাই আপনি ইহার একটি সুরাহা করুন এবং বনূ তামীমের এই বৃদ্ধাকেও সাহায্য সংরক্ষণ করুন। তখন বৃদ্ধা বলিল– হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)! আমি এই কারণেই আপনার কাছে ছুটিয়া আসিয়াছি। আমি বলিলাম– আমিও একই উদ্দেশ্যে আসিয়াছি। আমার এই আত্মীয়া নিজের মরণ নিজে ডাকিয়াছে। সে নিজেই নিজ দায়িত্বে ইহা করিয়াছে। আমার সহিত তাহার এমন কোন শত্রুতা ছিল না যে, আমি তাহাকে এই বিপদে টানিয়া আনিব। আমি এমন কাজ হইতে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রাসূলের কাছে পানাহা চাই যাহা 'আদ প্রতিনিধির মত হইবে। রাসূল (সা.) প্রশ্ন করিলেন– "'আদ প্রতিনিধির ব্যাপারটা কি ?' তিনি অবশ্য আমা হইতেও উহা ভালো জানেন। তথাপি আমার নিকট হইতে জানিতে চাহিলেন। আমি বলিলাম– 'আদ সম্প্রদায় যখন দুর্ভিক্ষের শিকার হইল, তখন কীল নামক এক প্রতিনিধিকে কা'বাঘরে প্রার্থনার জন্য তাহারা প্রেরণ করিল। সে মুআবিয়া ইব্ন বকরের কাছে আসিয়া তাহার ঘরে একমাস অবস্থান করিল। সেখানে থাকিয়া সে শরাব পান করিত আর নাচগানে মত্ত থাকিত। দুই ছিন্নমূল নর্তকী নৃত্য করিত। যখন মাস পার হইল তখন তাহাদের নিয়া এক পাহাড়ে গেল মধু-চন্দ্রিমা যাপনের জন্য। অবশেষে সে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা জানাইল– হে আল্লাহ্! তুমি জান, আমি কোন রুগ্নের তদ্বিরে আসি নাই যে, তুমি তাহার দাওয়াই দিবে। তেমনি কোন বন্দীর সুপারিশ করিতে আসি নাই যে, তুমি তাহাকে মুক্তির ব্যবস্থা করিবে। হে আল্লাহ্! তুমি 'আদ জাতিকে আগে যেভাবে বারি বর্ষণ করিয়া পরিতৃপ্ত করিয়াছ, এখনও তাহা কর।

তখন তাহার সামনে কালো মেঘ দেখা দিল। অতঃপর গায়েবী আওয়াজ আসিল– উহা গ্রহণ কর। অতঃপর যখন সে কালো মেঘ কবূল করিল, তখন আওয়াজ আসিল– সে জ্বলন্ত ভস্ম গ্রহণ করিল। তাই 'আদ জাতির কেহই অবশিষ্ট থাকিবে না।

আমি জানিতে পাইয়াছি যে, অতঃপর অগ্নি প্রবাহ তাহাদের সকলকে ধ্বংস করিয়াছে।

অন্য এক বর্ণনাকারী আবূ ওয়াইল বলেন– বর্ণনাটা সঠিক। তিনি আরও বলেন– সেই ঘটনা হইতেই নরনারী নির্বিশেষে সকলের ভিতর এই প্রবাদটি চালু হইয়াছে যে, 'আদ প্রতিনিধির মত হইও না।'

ইমাম আহমদের মুসনাদে এইভাবে উহা বর্ণিত হইয়াছে। যায়েদ ইব্‌ন হুবাব হইতে আব্দ ইব্‌ন হুমায়েদের সূত্রে ইমাম তিরমিযীও অনুরূপ বর্ণনা করেন। আসিম ইব্‌ন বাহদালা হইতে সালাম ইব্‌ন আবুল মুনাযিরের সূত্রে ইমাম নাসাঈও উহা বর্ণনা করেন। হারিছ ইব্‌ন হাসান আল-বিকরী হইতে আবূ ওয়ায়েলের সূত্রে ইব্‌ন সা'দও অনুরূপ বর্ণনা করেন। যায়েদ ইব্‌ন হিব্বান হইতে আবূ কুরাইবের সূত্রে ইব্‌ন জারীরও উহা বর্ণনা করেন। হারিছ ইব্‌ন ইয়াযীদ আল-বিকরী হইতেও তিনি উহা বর্ণনা করেন। তিনি আবূ কুরাইব হইতে, তিনি আবূ বকর ইব্‌ন আইয়াশ হইতে, তিনি আলিম হইতে ও তিনি হারিছ ইব্‌ন হাসান আল বিকরী হইতে উহা বর্ণনা করেন। তাহার বর্ণনায় আবূ ওয়ায়েল অনুপস্থিত। আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।

(৭৩) وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۘ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ
مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ ۖ قَدْ جَآءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ هَٰذِهِۦ
نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً ۖ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِىٓ أَرْضِ ٱللَّهِ ۖ وَلَا تَمَسُّوهَا
بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○
(৭৪) وَٱذْكُرُوٓا۟ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنۢ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِى
ٱلْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ ٱلْجِبَالَ
بُيُوتًا ۖ فَٱذْكُرُوٓا۟ ءَالَآءَ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ○
(৭৫) قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا۟ مِن قَوْمِهِۦ لِلَّذِينَ
ٱسْتُضْعِفُوا۟ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَٰلِحًا مُّرْسَلٌ مِّن
رَّبِّهِۦ ۚ قَالُوٓا۟ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلَ بِهِۦ مُؤْمِنُونَ ○
(৭৬) قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓا۟ إِنَّا بِٱلَّذِىٓ ءَامَنتُم بِهِۦ كَٰفِرُونَ ○
(৭৭) فَعَقَرُوا۟ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْا۟ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا۟ يَٰصَٰلِحُ ٱئْتِنَا
بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ○
(৭৮) فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا۟ فِى دَارِهِمْ جَٰثِمِينَ ○

৭৩. ছামূদ জাতির নিকট তাহাদের ভ্রাতা সালিহ্‌কে পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নাই। তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন আসিয়াছে। আল্লাহ্‌র এই উষ্ট্রী তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন। ইহাকে আল্লাহ্‌র জমিতে চরিয়া খাইতে দাও এবং ইহাকে কোনরূপ কষ্ট দিও না। যদি দাও, তোমাদের উপর মর্মন্তুদ শাস্তি নামিয়া আসিবে।

৭৪. স্মরণ কর, 'আদ জাতির পর তিনি তোমাদিগকে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন। তিনি তোমাদিগকে পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন যে, তোমরা সমতল ভূমিতে প্রাসাদ ও পাহাড় কাটিয়া বাসগৃহ নির্মাণ করিতেছ। সুতরাং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাইও না।

৭৫. তাহার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানেরা তাহাদের সম্প্রদায়ের ঈমানদার– যাহাদিগকে দুর্বল মনে করা হইত তাহাদিগকে বলিল, তোমরা কি জান যে, সালিহ্ আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত ? তাহারা বলিল, তাহার প্রতি যে বাণী প্রেরিত হইয়াছে আমরা তাহাতে বিশ্বাসী।

৭৬. দাম্ভিকেরা বলিল, তোমরা যাহা বিশ্বাস কর আমরা তাহা প্রত্যাখ্যান করি।

৭৭. অতঃপর তাহারা সেই উষ্ট্রী বধ করে ও আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্য করে এবং বলে, 'হে সালিহ্! তুমি রাসূল হইলে আমাদিগকে যাহার ভয় দেখাইতেছ তাহা আনয়ন কর।

৭৮. অতঃপর তাহারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হয়, ফলে তাহাদের প্রভাত হইল নিজগৃহে মুখ থুবড়ানো অবস্থায়।

তাফসীর ঃ তাফসীরকার ও কুষ্ঠিনামা বিশারদগণ বলেন ঃ ছামূদ হইল আসির ইব্‌ন ইরাম ইব্‌ন সাম ইব্‌ন নূহ্ (আ.)-এর পুত্র। সে জুদাইস ইব্‌ন আসিরের ভাই। এই সমস্ত হইল আরবের আরিবার গোত্রসমূহ। তুমুস গোত্রও তাহাদের অন্যতম। তাহারা সবাই ইবরাহীম (আ.)-এর পূর্ববর্তী সম্প্রদায়। 'আদ সম্প্রদায়ের পর ছামূদ সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় ঘটে। তাহাদের নিবাস ছিল হিযায ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী ওয়াদীউল কুরা ও তৎসংলগ্ন এলাকা। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) একবার তাহাদের এলাকা ও বিরান বাস্তুভিটা অতিক্রম করেন। তিনি নবম হিজরীতে তাবূক যাবার পথে উহা করেন।

ইমাম আহমদ (র.) – — —— ইব্‌ন উমর (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ

"রাসূল (সা.) যখন লোকজন সহকারে তাবূক গমন করেন, তখন ছামূদদের বিরান এলাকা সন্নিহিত হিজরে অবতরণ করেন। অতঃপর ছামূদ যেই কূপ হইতে

পানি পান করিত লোকজন সেই কূপ হইতে পানি পান করিল ও পাত্র পূর্ণ করিয়া লইল। ফলে তাহারা যেন নেশাগ্রস্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িল। তখন নবী করীম (সা.) নির্দেশ দিলেন– পাত্রের পানি ঢালিয়া ফেল ও আস্তাবলের উটগুলিকে আহার করাইয়া দাও। অতঃপর তিনি সেখান হইতে রওয়ানা হইয়া সেই কূপে আসিলেন যেখানে তাহাদের উট পানি পান করত। এবং তিনি সংগিগণকে সেখানকার সম্প্রদায়ের সহিত মেলামেশা করিতে নিষেধ করেন। কারণ, তাহারা ছিল শাস্তিপ্রাপ্ত সম্প্রদায়। তিনি বলেন ঃ "আমি ভয় করি, তাহাদের যাহা ঘটিয়াছিল তোমাদেরও তাহা ঘটিতে পারে। তাই তাহাদের সহিত মিশিও না।"

ইমাম আহমদ (র.)—— ——আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (র.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হিজর নামক স্থানে অবস্থানকালে বলেন– "তোমরা ক্রন্দনরত অবস্থায় ছাড়া এই শাস্তিপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের সহিত মিলিও না। যদি তোমরা ক্রন্দনোমুখ না হইতে পার, তাহা হইলে তাহাদের সহিত সানন্দ মেলামেশায় তোমরাও শাস্তিপ্রাপ্ত হইতে পার।"

এই হাদীছের মূল সূত্র সহীহদ্বয় হইতে অন্যভাবে সংগ্রহ করা হইয়াছে। ইমাম আহমদের অপর একটি বর্ণনা রহিয়াছে। যেমন ঃ

ইমাম আহমদ (র.)—— ——আবূ কাবশা আনসারী হইতে বলেন ঃ তাবূকের যুদ্ধের সময় যখন লোকজন হিজরবাসীর সাথে সানন্দে মেলামেশা করিতেছিল, তখন রাসূল (সা.) এই খবর পাইয়া লোকদের নামাযের জন্য জমায়েত হইতে ঘোষণা দেওয়াইলেন। আমি তখন উপনীত হইলাম। তিনি গুরুগম্ভীরভাবে বলিলেন – "যেই সম্প্রদায়ের উপর গযব নাযিল হইয়াছে তাহাদের সহিত মেলামেশা করিও না।" তখন জনমণ্ডলী হইতে একজন বলিয়া উঠিল– হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)! আমরা সবাই আশ্চর্য হইয়া গিয়াছি যে, অসময়ে কেন আমাদিগকে ডাকাইলেন ? তিনি জবাব দিলেন– আমি কি তোমাদিগকে ইহা হইতেও আশ্চর্য খবর দিব না ? এক ব্যক্তি নিজেই তোমাদিগকে ডাকিয়া খবর দিতেছে যাহা তোমাদের পূর্বকালে ঘটিয়াছে আর যাহা তোমাদের পরবর্তীকালে ঘটিবে। তাই তোমরা সরল ও সঠিক হইয়া যাও। কারণ, আল্লাহ্‌র গযব তোমাদের কাহাকেও রেহাই দিবে না। আর শীঘ্রই এমন জাতির আবির্ভাব ঘটিবে যাহারা এই সবের কিছু হইতেই নিজদিগকে হিফাজত করিবে না।

সুনান সংকলকগণের অন্য কেহই এই বর্ণনা উদ্ধৃত করেন নাই। আবূ কাবশার নাম উমর ইব্‌ন সা'দ। কেহ বলেন– আমের ইব্‌ন সা'দ। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

ইমাম আহমদ (র.)—— ——জাবির (রা.) হইতে বলেন ঃ রাসূল (সা.) যখন হিজর এলাকা অতিক্রম করিল, তখন বলিলেন– আল্লাহ্‌র নিদর্শন নিয়া কোন প্রশ্ন তুলিও না। সালিহ্ (আ.)-এর সম্প্রদায় উটনী লইয়া প্রশ্ন তুলিয়াছিল। উহাকে এক

সবুজ ক্ষেত হইতে তাড়াইলে অন্য সবুজ ক্ষেতে হাযির হইত। তখন সেই সম্প্রদায় আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করিল এবং উহাকে কষ্ট দিল। উহাকে একদিন তাহারা শুধু পানি পান করাইত ও পরদিন উহার দুধ দোহাইত। এইভাবে উহাকে কষ্ট দেওয়ায় আল্লাহ্ তাহাদিগকে ধ্বংস করিলেন। আকাশের নীচে তাহাদের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হইল। শুধু একটি লোক আল্লাহ্‌র হারম শরীফে থাকায় রক্ষা পাইয়াছিল। জনগণ প্রশ্ন করিল – হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)! সেই লোকটি কে ? তিনি বলিলেন– আবূ রিগাল। তারপর যখন সে হারম হইতে বাহিরে আসিল তখন জাতির ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছিল তাহার ভাগ্যেও তাহাই ঘটিল।"

এই হাদীছটি বিশুদ্ধ ছয় কিতাবের কোনটিতে উদ্ধৃত হয় নাই। অথচ ইহা ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী বিশুদ্ধ।

অতঃপর আল্লাহ্ বলেন ঃ وَاِلٰى ثَمُوْدَ অর্থাৎ আমি ছামূদ সম্প্রদায়ের নিকট তাহাদের ভাই সালিহ্‌কে প্রেরণ করিয়াছিলাম।

قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ অর্থাৎ সকল রাসূলই একমাত্র লা শারীক আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য আহ্বান জানান। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ نُوْحِىْ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ -

অর্থাৎ তোমার পূর্বে আমি এমন কোন রাসূল পাঠাই নাই যাহাকে এই প্রত্যাদেশ দেই নাই যে, আমি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নাই। অতএব তোমরা একমাত্র আমার ইবাদত কর (২১ ঃ ২৫)।

قَدْ جَاۤءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً অর্থাৎ তোমাদের নিকট নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তরফ হইতে প্রমাণ হাযির হইয়াছে যে, তোমাদের কাছে আমি যে প্রেরিত হইয়াছি তাহা সত্য। কারণ, সালিহ্ (আ.)-এর সম্প্রদায় তাহার নিকট তাহার নবী হওয়ার সত্যতা সম্পর্কে প্রমাণ চাহিয়াছিল। প্রথমে তাহারা দাবী করিল, তাহাদের স্বচক্ষে হিজর এলাকার এক প্রান্তে অবস্থিত কাতিবা, নামক স্থানের পাথরটিতে দৈবাৎ কিছু ঘটাইবে। তাহারা দাবী করিল, উহা হইতে একটি গর্ভবতী যুবতী উটনী যেন বাহির হয় এবং উহা যেন দুগ্ধ দান করে।

সালিহ্ (আ.) তাহাদের এই দাবীর উপর কঠিন শপথ ও প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের এই দাবী পূরণ করিলে তাহারা ঈমান আনিবে ও তাহাকে মানিয়া চলিবে। অতঃপর তিনি নামাযে দাঁড়াইয়া আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করিলেন। সংগে সংগে সেই নিশ্ছিদ্র প্রস্তরটি নড়িয়া উঠিল এবং উহা ফাটিয়া একটি উটনী বাহির হইয়া আসিল। উহা গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী ছিল। অর্থাৎ তাহাদের চাহিদা মতেই সব হইল। ফলে তাৎক্ষণিকভাবে ছামূদ জাতির নেতা জুন্দা ইব্‌ন আমর ও

তাহার সহিত যাহারা সেখানে উপস্থিত ছিল ঈমান আনিল। অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গও ঈমান আনার অভিলাষী হইল। অতঃপর তাহাদের প্রতিমাসমূহের পুরোহিত জুআব ইব্ন আমর ইব্ন লবীদ ও হুবাব তাহাদিগকে বিরত রাখিল। রাবাব ইব্ন সা'আর ইব্ন যুলমআসও এই ব্যাপারে সক্রিয় ছিল। জুন্দা ইব্ন আমর এর চাচাত ভাই ছিলেন শিহাব ইব্ন খলীফা ইব্ন মুহাল্লাহ ইবনে লবীদ ইব্ন হিরাস। তিনি ছামূদ জাতির সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত নেতা ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু তাহাকে পুরোহিতরা বাধা দেওয়ায় তিনি বিরত হইল। তখন তাহার সহিত যাহারা ঈমান আনিয়াছিল তাহাদের একজন অর্থাৎ মুহাওয়াশ ইব্ন আছমাতা ইব্ন দুমায়েল এ চরণগুলি পাঠ করেন ঃ

وكانت عصبة من ال عمرو * الى دين النبى دعوا شهابا

عزيز ثمود كلهم جميعا * فهم بان يجيب فلواجابا

لا صبح صالح فينا عزيزا * وما عدلوا بصاحبهم ذؤابا

ولكن الفواة من ال حجر * تولوا بعد رشدهم ذيابا

অর্থাৎ আমর গোত্রের বিরাট দলটি দলপতি শিহাবের সাথে নবীর দীন গ্রহণে অগ্রসর হইয়াছিল। শিহাব ছিল সমগ্র ছামূদ সম্প্রদায়ের অতি প্রিয় নেতা। সে দীনের আহ্বানে সাড়া দিতে ইচ্ছুক ছিল বটে, যদি দিত! এখন অবশ্য আমাদের প্রিয় হইল সালিহ্। জুআব প্রমুখ তাহাদের অনুগতদের প্রতি সুবিচার করে নাই। হিজরবাসীর জন্য ইহা বিরাট ক্ষতির যে, তাহারা সত্যের আলো পাইয়াও লাঞ্ছিত জীবনে ফিরিয়া গেল।

উষ্ট্রীর উপস্থিতি ও উহার প্রতিপালন পরিচর্যা তাহাদের মধ্যে কিছুকাল চলিয়াছিল। তাহাদের কূপ হইতে উহা একদিন পানি পান করিত ও একদিন তাহাদিগকে পান করিতে দিত এবং একদিন তাহারা পানির বদলে উহার দুধ পান করিত। দুধে ওলান এরূপ পরিপূর্ণ থাকিত যে, তাহারা ইচ্ছামতে পেট পুরিয়া পান করিত ও পাত্রপূর্ণ করিয়া নিত। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ-

অর্থাৎ উহাদিগকে জানাইয়া দাও যে, উহাদের মধ্যে পানি বণ্টন নির্ধারিত এবং পানির অংশের জন্যে প্রত্যেকে উপস্থিত হইবে পালাক্রমে (৫৪ ঃ ২৮)।

এখানে আল্লাহ্ বলেন ঃ هٰذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَّلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ অর্থাৎ এই উষ্ট্রীর জন্যে পানি পান করা ও তোমাদের পানি পান করার জন্য দিন নির্ধারিত রহিয়াছে (২৬ ঃ ১৫৫)। উষ্ট্রীটি এভাবে পানি পান করিয়া ও বিভিন্ন প্রান্তরে চরিয়া খাইয়া অত্যন্ত মোটাতাজা ও ভয়ংকর হইয়া উঠিল। ফলে লোকজন উহার উপর ক্ষুব্ধ হইয়া চলিল। উহা এক প্রান্তর হইতে বিতাড়িত হইয়া অন্য প্রান্তরে খাইতে থাকিত।

অবশেষে সবাই সিদ্ধান্ত নিল উহাকে হত্যা করার। তাহারা সালিহ্ (আ.)-এর প্রতি ঈমান আনা হইতে বিরত থাকিল। তাহারা তাহাদের পানি ও শস্য নিরাপদে সম্পূর্ণ ভোগ করার জন্য উহা হত্যা করার ব্যাপারে একমত হইল।

কাতাদা (র.) বলেন ঃ আমার কাছে এরূপ বর্ণনা পৌঁছিয়াছে যে, উহাকে যে ব্যক্তি হত্যা করিয়াছে তাহাকে তাহাদের নরনারী ও আবাল বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই উহা করার জন্যে সমর্থন জানাইয়াছে। আমি বলিতেছি– কুরআনের এক আয়াতে উহা সুস্পষ্ট জানা যায়। যেমন আল্লাহ্ বলেনঃ فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا অর্থাৎ তাহারা সকলেই রাসূলকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল ও উষ্ট্রীটি হত্যা করিল। তাহাদের পপের জন্য তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিয়া একাকার করিলেন (৯১ ঃ ১৪)। আল্লাহ্ পাক আরও বলেন ঃ

وَاٰتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْا بِهَا। অর্থাৎ ছামূদ জাতিকে আমি একটি উষ্ট্রী দিয়াছিলাম দেখাশুনার জন্য তাহারা উহার উপর অত্যাচার চালাইল (১৭ ঃ ৫৯)।

তিনি বলেন ঃ فعقروا الناقة অর্থাৎ তাহারা সবাই উষ্ট্রীটি হত্যা করিল। এইসব আয়াত প্রমাণ করে যে, ছামূদ গোত্রের সবাই এই ব্যাপারে সম্মত ছিল! আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর (র.) সহ কিছু সংখ্যক তাফসীরকার বলেন ঃ উষ্ট্রী হত্যার ব্যাপারটি সংঘটিত হওয়ার পিছনে নারীর চক্রান্তও সক্রিয় ছিল। ছামূদ গোত্রের অন্যতমা নারী ছিলেন উনাইয়া বিনত গানাম ইব্ন মিযলাজ। উম্মু উছমান বলিয়া তাহাকে ডাকা হইত। সে এক বৃদ্ধা কাফির ছিল। সালিহ্ (আ.)-এর সহিত সে চরম শত্রুতা পোষণ করিত। তাহার এক সুন্দরী কন্যা ছিল। তাহার সম্পদও ছিল প্রচুর। ছামূদ গোত্রের অন্যতম নেতা জুআব ইব্ন আমর তাহার স্বামী ছিল। তাহাদের অপর এক নারীর নাম ছিল সাদাকা বিনতে মাহয়া ইব্ন যুহায়ের ইব্ন মুখতার। তাহার বংশ মর্যাদা, সৌন্দর্য ও সম্পদ সব কিছুই ছিল। সে ছামূদ গোত্রের এক মুসলমানের স্ত্রী ছিল। স্বামীর ইসলাম গ্রহণের কারণে তাহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন হইয়াছিল। ফলে এই দুই নারী সালিহ্ (আ.) ও ইসলামের শত্রুতা উদ্ধারের জন্য উষ্ট্রী হত্যা তাহাদের জন্য অপরিহার্য করিয়া লইল। সাদাকা তদুদ্দেশ্যে হুবাব নামক এক ব্যক্তিকে ডাকিয়া বলিল– যদি সে উষ্ট্রী হত্যা করে তাহা হইলে সে তাহাকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করিবে। কিন্তু হুবাব অস্বীকার করিল। অতঃপর সে তাহার চাচাত ভাই মিসদা ইব্ন মিহরাজ ইব্ন মাহয়াকে অনুরূপ প্রস্তাব দেওয়ায় সে উহাতে রাযী হইল। তেমনি উনায়যা প্রস্তাব দিয়াছিল কুদার ইব্ন সালিফ ইব্ন জুযা'কে। লোকটির বর্ণে ছিল লাল-সবুজের সংমিশ্রণ ও আকার ছিল ছোট খাট। তাহাকে ব্যভিচারের সন্তান বলিয়া মনে করা হইত। কারণ, তাহার কোন পিতৃ পরিচয় ছিল না। সালিফ তাহার জন্মদাতা ছিল না, তবে তাহার ঘরে তাহার জন্ম হইয়াছে। তাহার জন্মদাতা ছিল

ফিয়ান। উনায়যা তাহাকে বলিল, যদি তুমি উষ্ট্রী হত্যা করিতে পার তাহা হইলে আমার সুন্দরী কন্যাটি তোমার কাছে বিবাহ দিব। কুদার এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া মিসদা ইব্‌ন মিহরাজের সহিত যোগ দিল। তাহারা উভয় এই কাজের জন্য একটি গোপন সংঘ করিল। উহাতে আরও সাতজন যোগ দিল। মোট নয়জন মিলিয়া উটনী হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল। তাই আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَكَانَ فِى الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُّفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ -

অর্থাৎ সেই শহরে নয় ব্যক্তির একটি সংঘ পৃথিবীতে শুধু ফাসাদ সৃষ্টি করিতেছিল এবং কোনই কল্যাণের কাজ করিতেছিল না (২৭ ঃ ৪৮)।

তাহারা ছামূদ সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ছিল। সমগ্র কাফির এক জোট হইয়া এই কাজে তাহাদের মদদ জোগাইতেছিল। মিসদা ও কুদার পরিকল্পনা সহকারে উষ্ট্রীটি অনুসরণ করিতেছিল। উষ্ট্রীটি যখন পানি পান করিয়া ফিরিতেছিল, তখন উহার পথে কুদার একটি প্রস্তর খণ্ডের আড়ালে লুকাইয়া ও মিসদা অপর একটি প্রস্তরখণ্ডের পিছনে লুকাইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। প্রথমে মিসদা উহার পিছনের পায়ের মাংসে বর্শা দ্বারা আঘাত হানিল। ইত্যবসরে উনায়যার সুন্দরী কন্যা আসিয়া সবাইকে উহা হত্যার জন্যে প্ররোচিত করিতেছিল। সে কুদার ও অন্যান্যকে উত্তেজিত করিল। ফলে কুদার তরবারি দ্বারা উহার বর্শাবিদ্ধ পায়ে আঘাত হানিল এবং পিছনের শাহ্‌রগ ছিন্ন করিল। সংগে সংগে উহা মাটিতে কাত হইয়া পড়িয়া গেল ও মুখ দিয়া অস্পষ্ট আওয়াজ বাহির হইতে লাগিল। অতঃপর উহার স্তন কর্তন করিল ও উহাকে যবাহ্ করিল। তখন উটনীর বাচ্চাটি ভয়ে ছুটিয়া গিয়া পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় পালাইল এবং সেখানে দাঁড়াইয়া হাম্বা হাম্বা করিতে ছিল।

মুআম্মার (র.) হইতে আবদুর রায্‌যাক (র.) বর্ণনা করেন– হাসান বসরী (র.) বলেন, উহা বলিতেছিল– হে আমার প্রভু! আমার মাতা কোথায় ? ইহা তিনবার বলিল। অতঃপর উহা পাথরের ভিতর ঢুকিয়া অদৃশ্য হইল। কেহ কেহ বলেন ঃ তাহারা বাচ্চাটিকেও পাকাড়াও করিয়া উহার মাতার সহিত যবাহ্ করিয়াছিল। আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।

যখন তাহারা এই ষড়যন্ত্র সম্পন্ন করিল ও উটনী হত্যার কাজ শেষ করিল, তখন সেই খবর সালিহ্ (আ.)-এর নিকট পৌঁছিল। তিনি ছুটিয়া সেখানে তাহাদের নিকট গেলেন। যখন উটনীটি দেখিলেন, তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

تَمَتَّعُوْا فِىْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ অর্থাৎ তোমরা তোমাদের গৃহে তিনদিন মৌজ করিয়া নাও (১১ ঃ ৬৫)।

তাহারা বুধবার উটনী হত্যা করিল। যখন সন্ধ্যা হইল, তখন সেই নয়জনের সংঘ সালিহ্ (আ.)-কে হত্যার পরিকল্পনা নিল। তাহারা বলাবলি করিল– যদি সে সত্য হয় তাহা হইলে তাহাকে হত্যার করার আগেই সে আমাদিগকে ধ্বংস করিবে। আর যদি

সে মিথ্যা হয়, তাহা হইলে আমরাই আগে তাহাকে তাহার উটনীর কাছে পৌঁছাইয়া দিব। তাই আল্লাহ্ বলেন ঃ

قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهٗ وَاَهْلَهٗ ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهٖ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهٖ وَاِنَّا لَصَادِقُوْنَ ، وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ، فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ -

অর্থাৎ উহারা বলিল, তোমরা শপথ গ্রহণ কর আল্লাহ্‌র নামে 'আমরা রাত্রিকালে তাহাকে ও তাহার পরিবারবর্গকে অবশ্যই আক্রমণ করিব। অতঃপর তাহার অভিভাবককে অবশ্যই বলিব– তাহার সপরিবারে নিহত হওয়ার ব্যাপার আমরা প্রত্যাশা করি নাই। আমরা নিশ্চয় সত্যবাদী। উহারা এক চক্রান্ত করিয়াছিল এবং আমিও এক কৌশল অবলম্বন করিলাম, কিন্তু তাহারা বুঝিতে পারে নাই। অতএব দেখ তাহাদের চক্রান্তের কী পরিণতি হইয়াছে। আমি অবশ্যই তাহাদিগকে ও তাহাদের সম্প্রদায়ের সকলকে ধ্বংস করিয়াছি (২৭ ঃ ৪৯ – ৫১)।

যখন তাহারা উক্ত ষড়যন্ত্রের পথে অগ্রসর হইল এবং রাত্রি কালে আল্লাহ্‌র নবীকে হামলা করিতে উদ্যত হইল, তখনই আল্লাহ্ পাক তাহাদের জন্য প্রস্তর বর্ষণের ব্যবস্থা করিলেন। ষড়যন্ত্রকারীদের হামলার আগেই দ্রুত উহা তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। আর তাহাদের সম্প্রদায় বৃহস্পতিবার এক ভয়াবহ সকালের সম্মুখীন হইল। সালিহ্ (আ.)-এর সতর্কতা স্মরণে তাহাদের মুখ ফ্যাকাশে হইল। শুক্রবার দিন যেন তাহাদের মৃত্যুর ঘণ্টা বাজিল এবং তাহাদের চেহারা নেশাগ্রস্তের মত হইল। শনিবার তাহাদের চেহারা কৃষ্ণবর্ণ হইল। শনিবার সকালে তাহারা আল্লাহ্‌র চূড়ান্ত প্রতিশোধ ও গযবের শিকার হইল। আল্লাহ্ পাক আমাদিগকে উহা হইতে রক্ষা করুন। তাহারা জানিতেও সুযোগ পাইল না যে, কিভাবে তাহাদিগকে কি করা হইল আর কোথা হইতে এই আযাব উপস্থিত হইল। একই সংগে প্রচণ্ড খরতাপ, প্রস্তর চূর্ণের গগণবিদারী গর্জন ও মুহুর্মুহু বিজলির চমকের ভিতর দিয়া একই মুহূর্তে তাহাদের প্রাণবায়ুগুলি উধাও হইল ও তাহারা মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া রহিল।

فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جَاثِمِيْنَ অর্থাৎ তাহাদের প্রাণহীন দেহ পড়িয়া রহিল। তাহাদের ছোট, বড়, নরনারী কেহই বাঁচিল না। শুধু কালবা বিনতে সলক নাম্নী এক দাসী কিছুক্ষণ বাঁচিল। তাহাকে জারীআ নামেও ডাকা হইত। সে ঘোর কাফির ও সালিহ্ (আ.)-এর চরম শত্রু ছিল। যখন সে আযাবের বিভীষিকা দেখিল, তাহার পা জড়াইয়া গেল। তথাপি সে কো নমতে উঠিয়া ক্ষিপ্র গতিতে জীবন নিয়া পালাইল এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় গিয়া নিজ সম্প্রদায়ের বিপর্যয়ের খবর পৌঁছাইল। অতঃপর তাহাদের নিকট পানি পান করিতে চাহিলে তাহারা পানি দিল। উহা পান করিয়াই সে মৃত্যুর মুখে ঢলিয়া পড়িল।

তাফসীর শাস্ত্রবিদগণ বলেন ঃ সালিহ্ (আ.) ও তাঁহার অনুসারিগণ ছাড়া ছামূদ সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তিও ধ্বংস হইতে রেহাই পায় নাই। তবে আবূ রিগাল নামক এক ব্যক্তি গযব চলার সময় হারমে অবস্থান করিতেছিল। তাই তখন সে নিরাপদ ছিল। তারপর যখন সে একদিন হারমের বাহিরে আসিল, অমনি পাথর বৃষ্টি আসিয়া তাহাকেও ধ্বংস করিল। ইতিপূর্বে জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.) বর্ণিত হাদীছে ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে। তাফসীরকারগণ বলেন– আবূ রিগালের পুত্র ছাকীফের গোত্রই হইল তায়েফের বনূ ছাকীফ সম্প্রদায়।

মুআম্মার (র,) হইতে আবদুর রায্যাক (র.) বলেন ঃ আমাকে ইসমাঈল ইব্ন উমাইয়া এই খবর শুনান যে, নবী করীম (সা.) আবূ রিগালের কবরের পাশ দিয়া অতিক্রমকালে বলেন ঃ তোমরা কি জান ইহা কে ? তাহারা বলিল, আল্লাহ্ ও তাহার রাসূল ভাল জানেন। তিনি বলিলেন– এই লোকই ছামূদ গোত্রের আবূ রিগাল। হারমে থাকায় বাঁচিয়া যায়। হারম হইতে বাহির হইলে তাহার জাতির ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছিল তাহার ভাগ্যেও তাহাই ঘটিল। তখন এখানেই তাহাকে দাফন করা হয়। তাহার সহিত তাহার স্বর্ণের যষ্ঠীও দাফন করা হয়। ইহা শুনিয়া সেখানকার সবাই তাহাদের তরবারি দিয়া খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া স্বর্ণের যষ্ঠী উদ্ধার করিল।

যুহরী (র)-এর সূত্রে মুআম্মার (র.) হইতে আবদুর রায্যাক (র.) বলেন ঃ আবূ রিগালই আবূ ছাকীফ। তবে এই বর্ণনাটি এই সূত্রে মুরসাল। ভিন্ন এক সূত্রে মুত্তাসিল বর্ণনা আসিয়াছে। যেমন ঃ ইব্ন ইসহাক (র.) ······ বুদায়ের ইব্ন আবূ বুদায়ের হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমরকে বলিতে শুনিয়াছি যে, আমরা যখন রাসূল (সা.)-এর সহিত তায়েফ গেলাম ও আবূ রিগালের কবরের পাশ দিয়া যাইতেছিলাম, তখন তিনি বলেন– এই কবর হইল আবূ রিগালের। সেই লোকই আবূ ছাকীফ। সে ছামূদ গোত্রের লোক ছিল। সে গযবের সময়ে হারম শরীফে থাকায় রক্ষা পাইয়াছিল। অতঃপর যখন উহা হইতে বাহির হইল তখন তাহার সম্প্রদায়ের ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার ভাগ্যেও তাহাই ঘটিল। তাহার এখানেই মৃত্যু হইয়াছিল এবং এখানেই দাফন করা হয়। তাহার প্রমাণ হইল এই যে, তাহাকে তাহার সোনার লাঠিসহ দাফন করা হয়। যদি তোমরা ইহা খুঁড়িয়া দেখ তাহা হইলে উহা দেখিতে পাইবে। উপস্থিত সবাই তখনই কবর খুঁড়িয়া স্বর্ণের লাঠিটি পাইল।

আবূ দাউদ (র.)– — — – ইব্ন ইসহাক হইতে ও অনুরূপ বর্ণনা করেন। আমাদের শায়েখ আবুল হাজ্জাজ আল-মিয্যী হাদীছটিকে হাসান আযীয বলিয়াছেন। আমি বলিতেছি– হাদীছটি শুধু বুদায়ের ইব্ন আবূ বুদায়েরের সূত্রে মুত্তাসিল। অথচ এই হাদীছ ছাড়া অন্য কোনভাবে তাহার পরিচয় মিলে না। ইয়াহইয়া ইব্ন মুঈন (র.) বলেন ঃ ইসমাঈল ইব্ন উমাইয়া ছাড়া অন্য কেহ তাহার নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করেন নাই। আমি বলিতেছি– এই কারণেই হাদীছটিকে মারফূ বলা নিরাপদ নহে। বরং ইহা আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমরের বক্তব্য। এই হাদীছ প্রসংগে আমাদের শায়েখ আবুল হাজ্জাজ (র.) বলেন, হাদীছটি সংশয়মুক্ত নহে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

(৭৯) فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّيْ
وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ ○

৭৯. অতঃপর সে তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিল– হে আমার সম্প্রদায়! আমি তো আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছাইয়াছিলাম এবং তোমাদিগকে হিতোপদেশ দিয়াছিলাম। কিন্তু তোমরা হিতাকাংক্ষীদেরকে পসন্দ কর না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ পাক ছামূদ সম্প্রদায়কে তাহাদের সত্য দীন অস্বীকার ও আল্লাহ্র নবীর বিরোধিতার কারণে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেন। তখন সালিহ্ (আ.) তাহার সম্প্রদায়কে এই চরম সতর্কবাণী শুনান। তাহাদের অন্তত্বের প্রতি তিনি এই শেষ বাক্য প্রয়োগ করেন। তাহারাও ইহা শুনিতেছিল। যেমন সহীহ্দ্বয়ের হাদীছে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা.) যখন বদর যুদ্ধে জয়ী হইলেন, তখন তিনি সেখানে তিনদিন অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি রওয়ানা হবার নির্দেশ দেন। যখন যাবার প্রস্তুতি সম্পন্ন হইল ও শেষ রাতে কাফেলার যাত্রা শুরু হইল, তখন তিনি বদরের যুদ্ধে নিহতদের কবরস্থানে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন ঃ হে আবূ জাহেল ইব্ন হিশাম! হে উতবা ও শায়বা ইব্ন রবীআ, হে অমুকের পুত্র অমুক! তোমরা কি তোমাদের প্রভুর প্রতিশ্রুতি সত্য পাইয়াছ ? আমাকে আমার প্রভু যেই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহা সত্যরূপে পাইয়াছি। তখন উমর (রা.) তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন– হে আল্লাহ্র রাসূল! যাহারা মরিয়া পচিয়া গলিয়া গিয়াছে, তাহাদের সহিত আপনি কি কথা বলিতেছেন ? জবাবে তিনি বলিলেন– 'আমার আত্মা যাহার হাতে তাহার কসম খাইয়া বলিতেছি, তাহারা আমার কথা তোমাদের হইতেও ভালভাবে শুনিতেছে, কিন্তু জবাব দিতে পারিতেছে না।

তাঁহার জীবন-চরিতে আছে যে, তিনি সেখানে বলেন– তোমরা তোমাদের নবীর খান্দানের কত খারাপ লোক ছিলে! তোমরা আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছ, মানুষ আমাকে গ্রহণ করিয়াছে। তোমরা আমাকে বাহির করিয়া দিয়াছ, মানুষ আমাকে আশ্রয় দিয়াছে। তোমরা আমার সহিত যুদ্ধ করিয়াছ, মানুষ আমাকে সাহায্য করিয়াছে। তাই দেখ তোমরা তোমাদের নবীর কত মন্দ স্বজন ছিলে!

ঠিক তেমনি সালিহ্ (আ.) তাহার বিধ্বস্ত সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন– আমি আমার প্রভুর বাণী তোমাদিগকে পৌঁছাইয়াছিলাম এবং তোমাদিগকে হিতোপদেশ দিয়াছিলাম। কিন্তু তাহা তোমাদের কোন উপকারে আসে নাই। কারণ, তোমরা সত্যকে ভালবাস নাই এবং হিতোপদেশদাতাকে মান নাই। তোমরা তাহাদিগকে পসন্দ কর না।

কোন কোন তাফসীকার বলেন– যেই সকল নবীর সম্প্রদায় ধ্বংস হইয়াছে, তাহারা মক্কার হারম শরীফে আসিয়া অবস্থান করিতেন। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

ইমাম আহমদ (র.) ------ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ হজ্জের সময় নবী করীম (সা.) যখন আসফান প্রান্তর অতিক্রম করিতেছিলেন, তখন তিনি প্রশ্ন করেন– হে আবূ বকর! ইহা কোন প্রান্তর ? তিনি জবাবে বলেন– আসফান প্রান্তর। রাসূল (সা.) বলিলেন– এই প্রান্তর দিয়াই হূদ ও সালিহ্ (আ.) মুখে লাগাম দেওয়া যুবতী উষ্ট্রীর পিঠে চড়িয়া আল্লাহ্‌র ঘরে হজ্জ করার জন্যে অতিক্রম করিতেন।

অবশ্য হাদীছটি এই সূত্রে 'গরীব' পর্যায়ের। ইহা আর কেহই উদ্ধৃত করেন নাই।

(٨٠) وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ○

(٨١) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ○

৮০. আর লূতকেও পাঠাইয়াছিলাম। সে তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল– তোমরা এমন কুকর্ম করিতেছ যাহা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেহ করে নাই।

৮১. তোমরা তো বাসনা চরিতার্থের জন্য নারী ছাড়িয়া পুরুষের নিকট গমন কর; তোমরা তো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ লূতকেও এইভাবে পাঠাইয়াছিলাম অথবা তিনি বলেন ঃ লূতের সেই ঘটনা স্মরণ কর যখন সে তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল।

লূত (আ.) হইলেন ইবরাহীম (আ.)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র আমরের দৌহিত্র ও হারূনের পুত্র। তিনি ইব্‌রাহীম (আ.)-এর সময় ঈমান আনিয়া তাহার সহিত সিরিয়ায় যান এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে সদূম ও উহার পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকদিগকে হিদায়েত করার জন্যে প্রেরণ করেন। কারণ, তাহারা এমন একটি জঘন্য পাপ উদ্ভাবন ও অনুসরণ করিতেছিল যাহা ইতিপূর্বে কোন বনী আদম কিংবা অন্য কোন জীব উহা করে নাই। তাহা হইল নারী ছাড়িয়া পুরুষের দ্বারা কামনা চরিতার্থ করা। সদূমবাসীর আগে কোন মানব সন্তান ইহা পসন্দ ও অনুসরণ তো দূরের কথা, ইহা চিন্তাও করে নাই। আল্লাহ্‌র লানত হউক তাহাদের উপর।

مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আমর ইব্‌ন দীনার বলেন– লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের আগে এই কুকর্মের কোথাও কোন উল্লেখ বা আলোচনা পর্যন্ত ছিল না। দামেশ্‌ক জামে মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা উমাইয়া খলীফা ওয়ালীদ ইব্‌ন আবুদল মালিক বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যদি আমাদিগকে লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের এই কুকীর্তি সম্পর্কে অবহিত না করিতেন তাহা হইলে আমরা চিন্তাও করিতে পারিতাম না যে, যৌনতৃপ্তি চরিতার্থের জন্য নারী ছাড়িয়া পুরুষকেও ব্যবহার করা যায়। তাই লূত (আ.) তাহার সম্প্রদায়কে বলিলেন– তোমরা কি এমন

এক কুকর্ম করিয়া চলিবে যাহা সৃষ্টি জগতের কেহই কখনও করে নাই ? তোমরা অবশ্যই নারীর বদলে কাম-চরিতার্থের জন্য পুরুষের কাছে যাইতেছ। অর্থাৎ তোমরা নারীর প্রয়োজন পুরুষ দিয়া মিটাইতেছ। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা এই কাজের জন্য নারী ভিন্ন কোন পুরুষ সৃষ্টি করেন নাই। ইহা তোমাদের সীমালংঘন ও মূর্খতা। কারণ, তোমরা অপাত্রে তোমাদের যৌনশক্তির অপব্যবহার করিতেছ। তাই তিনি ইহার পর বলেন ঃ এই দেখ, আমার কন্যাগণ। তোমাদের যাহা করিবার তাহা ইহাদের সহিতই সম্ভব হইতে পারে। এই কথা দ্বারা তিনি তাহাদের স্ত্রীগণের দিকে ইংগিত করিয়াছেন। তাহারা আপত্তি করিয়া বলে যে, তাহারা তাহাদের প্রতি আকর্ষণ হারাইয়া ফেলিয়াছে।

তাই তাহারা জবাবে বলিল ঃ তুমি অবশ্যই জান, তোমার কন্যাদের উপর আমাদের কোন অধিকার নাই বা আগ্রহ নাই এবং ইহাও জান যে, আমরা কি চাহিতেছি। আমরা তো চাহিতেছি তোমার মেহমানগণকে।

তাফসীরকারগণ বলেন ঃ তাহাদের পুরুষরা যেভাবে বেপরোয়া হইয়া একে অপরের মুখাপেক্ষী হইত, তেমনি তাহাদের নারীরাও নারীদের বেপরোয়া ব্যবহারে বাধ্য ছিল।

(٨٢) وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ○

৮২. উত্তরে তাহার সম্প্রদায় শুধু বলিল, ইহাদিগকে তোমাদের জনপদ হইতে বহিষ্কার কর, ইহারা তো এমন লোক যাহারা অতি পবিত্র হইতে চাহে।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে বলা হইয়াছে, লূত (আ.)-এর আহবানের জবাবে তাহারা কিছু না বলিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার সংগিগণকে দেশ হইতে বহিষ্কারের আহবান জানাইল। আল্লাহ্ তা'আলা তাই তাঁহাকে নিরাপদে বাহির করিয়া নিলেন এবং তাঁহার সম্প্রদায়কে লাঞ্ছনা-গঞ্জনার সহিত ধ্বংস করিলেন।

إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় কাতাদা (র.) বলেন ঃ এই কথা দ্বারা তাহারা নির্দোষীকে দোষী সাব্যস্ত করিল।

মুজাহিদ (র.) বলেন ঃ তাহারা নারী ও পুরুষের মলদ্বার ব্যবহার হইতে মানুষকে পবিত্র করিতেছিলেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

(٨٣) فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ○

(٨٤) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ○

৮৩. অতঃপর তাহাকে ও তাহার স্ত্রী ব্যতীত তাহার পরিজনবর্গকে উদ্ধার করিয়াছিলাম, তাহার স্ত্রী ছিল পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

৮৪. তাহাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলাম। সুতরাং অপরাধিগণের কী পরিণতি হইয়াছিল তাহা লক্ষ্য কর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ আমি লূত ও তাহার পরিবারবর্গকে উদ্ধার করিলাম। কারণ, তাহার পরিবারবর্গ ছাড়া অন্য কেহই তাহার উপর ঈমান আনে নাই। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ، فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ

অর্থাৎ অতঃপর সেখানকার মু'মিনগণকে আমি উদ্ধার করিলাম। অবশ্য তাহার পরিবারবর্গ ভিন্ন সেখানে অন্য কোন মু'মিন পাই নাই (৫১ ঃ ৩৫-৩৬)। তবে তাহার স্ত্রীকে বাদ দিয়াছি। কারণ, পরিবারবর্গের একমাত্র সে-ই ঈমান আনে নাই। সে তাহার সম্প্রদায়ের ধর্মেই রহিয়াছিল। সে তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট ছিল। সে তাহাদিগকে ঘরের খবর জানাইয়া দিত। মেহমানের খবরও সে ইশারা ইংগিতে তাহাদিগকে জানাইল। তাই আল্লাহ্ পাক যখন লূত (আ.)-কে রাত্রি কালে তাহার পরিবারবর্গ নিয়া শহর ত্যাগের নির্দেশ দিলেন, তখন তাহার স্ত্রীকে উহা জানাইতে ও তাহাকে সংগে নিতে নিষেধ করিলেন। কেহ বলেন যে, সেও পরিবারবর্গের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিল। কিন্তু যখন আযাব আসিল, তখন সেইদিকে তাকাইল ও উহাতে জড়াইয়া পড়িল। তবে এই ব্যাখ্যাই সঠিক যে, সে শহর হইতে বাহির হয় নাই এবং লূত (আ.) তাহাকে উহা জানানও নাই। তাই আল্লাহ্ পাক এখানে বলেন ঃ কেবলমাত্র তাহার স্ত্রী ব্যতীত, সে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইল। অর্থাৎ পশ্চাতে ফেলিয়া আসা অবশিষ্ট লোকদের মধ্যে রহিয়া গেল। কেহ বলেন, ধ্বংস হবার লোকদের ভেতর রহিল। এই ব্যাখ্যাটি অবশ্য তাফসীর বিল লাযিম বা অপরিহার্য পরিণতি ভিত্তিক ব্যাখ্যা।

অতঃপর আল্লাহ্ বলেন ঃ আমি তাহাদের উপর প্রবল বৃষ্টি বর্ষণ করিলাম। অন্য আয়াতে ইহার ব্যাখ্যা রহিয়াছে। যেমন ঃ

وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ مَّنْضُوْدٍ ، مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ ـ

তাহাদের উপর ক্রমাগত পাথরের কংকর বর্ষণ করিলাম। উহা তোমার প্রভুর তরফের চিহ্নিত প্রস্তর ছিল। জালিম সম্প্রদায় হইতে উহা দূরে অবস্থান করে না (১১ ঃ ৮২-৮৩)। অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! তুমি আল্লাহ্র নাফরমানগণের করুণ পরিণতি লক্ষ্য কর। তাহারা রাসূলকে মিথ্যা বলিয়াছিল।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন ঃ সমকামীকে সর্বোচ্চ শাস্তি দিতে হইবে। লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়কে যেভাবে প্রস্তর বর্ষণ করিয়া ধ্বংস করা হইয়াছে, তেমনি

তাহাকে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করিতে হইবে। অন্য একদল ইমামও বিবাহিত ও অবিবাহিত উভয়ের জন্য পাথর মারার শাস্তির কথা বলিয়াছেন। শাফিঈ (র.)-এর একটি অভিমত অনুরূপ। তাহাদের দলীল হইল ইমাম আহমদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইব্ন মাজায় উদ্ধৃত একটি হাদীছ। হাদীছটি এই ঃ

দারাওয়ার্দী— — — —ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা.) বলেনঃ যাহারা লূত (আ.) সম্প্রদায়ের অনুসৃত কাজ করিবে তাহাদের উভয়কে হত্যা করা হইবে।

অন্যান্য ইমামগণ বলেন ঃ উহা ব্যভিচারের সমান। তাই যদি বিবাহিত হয়, তাহাদিগকে পাথর মারিবে এবং যদি অবিবাহিত হয় তাহাদিগকে একশত দোর্‌রা মারিবে। ইমাম শাফিঈ (র.)-এর একটি মত এইরূপ।

তবে নারীদের মলদ্বার ব্যবহার ছোট সহকামিতা। নগণ্য দুই একজন ছাড়া ইমামদের ইজমা হইল যে, উহা হারাম। বহু হাদীছে উহা নিষেধ করা হইয়াছে। সূরা বাকারায় এ সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করা হইয়াছে।

(৮৫) وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۗ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

৮৫. মাদয়ানবাসিগণের নিকট তাহাদের ভ্রাতা শুআয়বকে পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর; তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ নাই। তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ আসিয়াছে। সুতরাং তোমরা মাপ ও ওজন ঠিকভাবে দিবে। লোকদিগকে তাহাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিবে না, এবং দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর বিপর্যয় ঘটাইবে না ; তোমরা মু'মিন হইলে তোমাদের জন্য ইহা কল্যাণকর।

তাফসীর ঃ মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র.) বলেন ঃ এই সম্প্রদায় হইল মাদয়ান ইব্ন ইবরাহীমের বংশধর। শুআয়ব হইলেন মিকইয়াল ইব্ন ইয়াশজারের পুত্র। সুরিয়ানী ভাষায় ইয়্যাশজারকে ইয়্যাহরূন বলা হয়। আমি বলি, মাদয়ান একটি গোত্রের নাম এবং তাহাদের অধ্যুষিত শহরের নাম। উহা হিজাজের পথে অবস্থিত মাআন সংলগ্ন এলাকা। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ

যখন সে মাদয়ানের কূপের কাছে উপস্থিত হইল তখন দেখিতে পাইল, একদল লোক তাহাদের জানোয়ারগুলিকে পানি পান করিতেছে (২৮ ঃ ২৩)।

তাহারাই হইল আসহাবুল আইকাত। আমি শীঘ্রই এই ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য আলোচনায় লিপ্ত হইব ইনশাআল্লাহ্।

'সে বলিল, হে আমার জাতি! আল্লাহ্র ইবাদত কর; তিনি ভিন্ন তোমাদের কোন মাবূদ নাই।' –ইহাই সকল নবী রাসূলের দাওয়াতের মূল কথা।

'অবশ্যই তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসিয়া গিয়াছে।'

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণসহ আমি তোমাদের নিকট আসিয়াছি। তাই আমি যে সত্য নবী তাহা আল্লাহ্পাক সুপ্রমাণিত করিলেন। অতঃপর ইহাও সত্যতার দলীল যে, তাহাদিগকে মানুষের সাথে লেনদেনে অন্যায়ের প্রশ্রয় না নেওয়া ও দাঁড়িপাল্লায় পরিমাণ ঠিক রাখার উপদেশ দান।

'দাঁড়িপাল্লা ঠিক রাখ ও মানুষকে ঠকাইও না।' – অর্থাৎ তাহাদের মালপত্র কম দিও না ও তাহার বিনিময়ে তাহাদের নিকট হইতে বেশী দাম নিও না। উহাই দাঁড়িপাল্লায় চুরি।

আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন– وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ، اَلَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ। অর্থাৎ মন্দ পরিমাণ তাহাদের জন্য যাহারা মাপে কম দেয়; যাহারা লোকের নিকট হইতে মাপিয়া লইবার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে (৮৩ ঃ ১ –২)।

এইগুলি হইল উক্ত জঘন্য অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী ও অত্যন্ত ভীতিপ্রদর্শন। আল্লাহ্ আমাদিগকে উহা হইতে মুক্ত রাখুন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা শুআয়ব (আ.)-এর নিম্নরূপ উপদেশের সংবাদ প্রদান করেন। বলা-বাহুল্য শুআয়ব (আ.) অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষাসংস্কারিক ও বাগ্মী।

(٨٦) وَلَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ وَتَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ وَتَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَاذْكُرُوْٓا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا
فَكَثَّرَكُمْ ۖ وَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ○
(٨٧) وَاِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ اٰمَنُوْا بِالَّذِيْٓ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَطَآئِفَةٌ
لَّمْ يُؤْمِنُوْا فَاصْبِرُوْا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ○

৮৬. লোকদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য পথে ঘাটে ওঁতপাতিয়া থাকিও না এবং তাহাদিগকে আল্লাহ্র পথে আসিতে বাধা দিও না, যাহারা তাঁহার উপর ঈমান আনিয়াছে। আর আল্লাহ্র দীনে বক্রতা খুঁজিয়া ফিরিও না। স্মরণ কর, তোমরা যখন সংখ্যায় কম ছিলে, আল্লাহ্ তখন তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কিরূপ ছিল, তাহা লক্ষ্য কর।

৮৭. আমি যাহা লইয়া প্রেরিত হইয়াছি তাহার উপর যদি তোমাদের কোন দল ঈমান আনে এবং কোন দল ঈমান না আনে, তবে ধৈর্য ধারণ কর, যতক্ষণ না আল্লাহ্ আমাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দেন, আর তিনিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী।

তাফসীর ঃ এখানে হযরত শুআয়ব (আ.) তাহার সম্প্রদায়কে বাহ্যিক ও আত্মিক রাহাজানি হইতে বিরত থাকার আহবান জানান।

وَلَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ অর্থাৎ মানুষকে ধন-সম্পদ না দিলে হত্যার ভয় দেখাইও না। সুদ্দী (র.) প্রমুখ বলেন– তাহারা বাধ্যতামূলকভাবে ফসল ও সম্পদের অংশ আদায়কারীর দল।

উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্ন আব্বাস (রা.), মুজাহিদ (র.) ও অন্যান্য তাফসীরকার বলেন– তাহারা হইল শুআয়ব (আ.)-এর নিকট যাওয়ার ক্ষেত্রে মু'মিনগণকে বাধা দানকারী দল।

অবশ্য প্রথম অভিমতটি সুস্পষ্ট মনে হয়। কারণ, প্রত্যেকটি পথে বলিয়া তাহাই বুঝানো হইয়াছে। দ্বিতীয় তাৎপর্যের জন্যে বলা হইল ঃ

وَتَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ وَتَبْغُوْنَهَا عِوَجًا অর্থাৎ তাহারা তাঁহার উপর ঈমান আননয়কারীদের আল্লাহ্র পথে আসিতে বাধা দেয় এবং আল্লাহ্র দীনে ত্রুটি খুঁজিয়া বেড়ায়।

وَاذْكُرُوْا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ অর্থাৎ তোমরা সংখ্যাসল্পতার জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের মুকাবিলায় দুর্বল ছিলে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে সংখ্যাধিক্য দান করিয়া শক্তিশালী করিলেন। সুতরাং আল্লাহ্র এই অবদান তোমরা স্মরণ কর।

وَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ অর্থাৎ অতীতের সেই সকল ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্পদায়ের করুণ পরিণতি স্মরণ কর। তাহারা আল্লাহ্র নাফরমানী করার দুঃসাহস দেখাইয়া কিভাবে লাঞ্ছনা-গঞ্জনার সহিত ধ্বংস হইয়াছে। তাহারাও আল্লাহ্র রাসূলকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল।

وَاِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ اٰمَنُوْا بِالَّذِيْ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوْا অর্থাৎ তোমাদের মু'মিন ও কাফির দুই দলে বিভক্ত হইয়া ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে–

فَاصْبِرُوْا অর্থাৎ ধৈর্য ধর ও অপেক্ষা কর।

حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَنَا অর্থাৎ তোমাদের ও আমাদের ব্যাপারে যতক্ষণ আল্লাহ্র মীমাংসা না আসে।

وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِيْنَ অর্থাৎ নিশ্চয় তিনি যথাসত্বর মুত্তাকীদের জন্য উত্তম পরিণতি ও কাফিরদের জন্য ভয়াবহ পরিণতির সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন।

নবম পারা

(٨٨) قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَنُخْرِجَنَّكَ يٰشُعَيْبُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ؕ قَالَ اَوَلَوْ كُنَّا كٰرِهِيْنَ ○

(٨٩) قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِيْ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجّٰنَا اللّٰهُ مِنْهَا ؕ وَمَا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَآ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّنَا ؕ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ؕ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ؕ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ ○

৮৮. তাহার সম্প্রাদায়ের দাম্ভিক প্রধানগণ বলিল, হে শুআয়ব! তোমাকে ও তোমার সহিত যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে আমাদের জনপদ হইতে বাহির করিয়া দিব অথবা তোমাদিগকে আমাদের ধর্মাদর্শে ফিরিয়া আসিতে হইবে। সে বলিল, কী! আমরা উহা না ঘৃণা করিলেও?

৮৯. তোমাদের ধর্মাদর্শ হইতে আল্লাহ্ আমাদিগকে উদ্ধার করার পর যদি আমরা উহাতে ফিরিয়া যাই তবে তো আমরা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করিব, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ ইচ্ছা না করিলে উহাতে ফিরিয়া যাওয়া আমাদের কাজ নহে; সব কিছুই আমাদের প্রতিপালকের জ্ঞানায়ত্ত, আমরা আল্লাহ্র উপর নির্ভর করি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায্যভাবে মীমাংসা করিয়া দাও এবং তুমিই মীমাংসাকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এখানে আমাদিগকে জানাইতেছেন যে, শুআয়ব (আ.)-এর সম্প্রদায়ের কাফিরগণ শুআয়ব ও তাহার ঈমানদার সংগিগণকে নানাভাবে শাসাইতেছিল। এমন কি তাহাদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কারের হুমকী দিয়াছিল। অন্যথায় তাহাদিগকে তাহাদের পূর্বধর্মে ফিরিয়া আসার জন্য চাপ সৃষ্টি করিতেছিল।

যদিও আয়াতে রাসূলকে উদ্দেশ্য করিয়া কথাগুলি বলা হইয়াছে, তথাপি উহা দ্বারা তাঁহার অনুসারিগণকে বুঝানো হইয়াছে।

اَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِيْنَ অর্থাৎ তোমরা যেদিকে আমাদিগকে ডাকিতেছ তাহা যদি আমরা ঘৃণা করি তথাপি তোমরা আমাদিগকে সেই পথে যাইতে বাধ্য করিবে? আমরা যদি আবার তোমাদের ধর্মে ফিরিয়া যাই আর তোমাদের অন্তর্ভুক্ত হই তাহা হইলে তো আমরা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করিব এবং তাহার শরীক মানিয়া লইব, অথচ উহা আমরা ঘৃণা করি।

وَمَا يَكُوْنُ لَنَا اَنْ نَعُوْدَ فِيْهَا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّنَا এই আয়াতাংশে আল্লাহর দিকে ব্যাপারটি এই জন্য রুজু করা হইয়াছে যে, তিনি সব কিছুই জানেন এবং তিনিই সঠিক পথে রাখার মালিক।

عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا অর্থাৎ আমাদের সকল কাজে আমরা আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীল এবং এখন যে সমস্যা দেখা দিয়াছে তাহাও আল্লাহ্র হাতে ছাড়িয়া দিলাম।

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ অর্থাৎ আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যকার বিরোধ-বিসম্বাদের তুমিই মীমাংসা দান কর এবং আমাদিগকে তাহাদের মুকাবিলায় সাহায্য কর।

وَاَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ অর্থাৎ তুমিই সর্বোত্তম জট উন্মোচক ও মীমাংসাদাতা। তুমি ইনসাফগার এবং কখনও জোর জুলুম পসন্দ কর না।

(٩٠) وَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ○

(٩١) فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ○

(٩٢) الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ۛ اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَانُوْا هُمُ الْخٰسِرِيْنَ ○

৯০. তাহার সম্প্রদায়ের কাফির নেতৃবৃন্দ বলিল, তোমরা যদি শুআয়বকে অনুসরণ কর তবে তো তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

৯১. অতঃপর তাহারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হইল; ফলে তাহাদের প্রভাত হইল নিজ গৃহে অধঃমুখে পতিত অবস্থায়।

৯২. মনে হইল শুআয়বকে যাহারা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহারা যেন সেখানে কখনও বসবাস করেই নাই। শুআয়বকে যাহারা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল।

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের চরম কুফরী, ধৃষ্টতা ও বাড়াবাড়ি সম্পর্কে খবর দিতেছেন। তাহাদের অযৌক্তিক অন্ধ সত্য বিরোধিতার কারণেই নিজ অধীনস্থদিগকে তাহারা হুমকী দিল যে, তোমরা যদি শুআয়বের অনুসারী হও তাহা হইলে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। তাহাদের এই স্বভাবগত গোড়ামী ও বাড়াবাড়ির জন্যেই তাহারা আল্লাহ্র গযবে পতিত হইল। আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جَاثِمِيْنَ অর্থাৎ তাহারা ভূমিকম্পের শিকার হইল ও নিজ নিজ গৃহে মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া রহিল। যেহেতু তাহারা শুআয়ব

(আ.) ও তাহার সহচরগণকে দেশ ত্যাগের হুমকী দিয়াছিল ও অন্যান্য লোককেও তাহার অনুসারী হইতে বাধা দিতেছিল, তাই তাহারা নিজেরাই চিরতরে দেশ ছাড়া হইল। সূরা হূদে আল্লা হ্ পাক বলেন ঃ

وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ -

অর্থাৎ যখন তাহাদের প্রতি আমার প্রতিকার ব্যবস্থা উপস্থিত হইল তখন আমি শুআয়ব ও তাহার ঈমানদার সহচরগণকে রক্ষা করিলাম আমার বিশেষ রহমতের ছায়ায় এবং জালিমদিগকে বিকট শব্দের ভূকম্পন পাকড়াও করিল। ফলে তাহারা নিজ নিজ ঘরে মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া রহিল (১১ ঃ ৯৪)।

মোটকথা তাহারা আল্লাহ্র রাসূলকে যেই তামাশা দেখাইতে চাহিয়াছিল তাহা হইতেও ভয়াবহ তামাশা তাহারা আল্লাহ্র তরফ হইতে দেখিতে পাইল। তাহাদের সকল ঠাট্টা-বিদ্রূপ বুমেরাং হইয়া অতি কঠোরভাবে তাহাদের উপর আপতিত হইল। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ। সূরা শু'আরায়ে এই সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ اِنَّهٗ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ-

অর্থাৎ অতঃপর তাহারা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল, ফলে তাহাদিগকে, মেঘাচ্ছন্ন দিবসের শাস্তি গ্রাস করিল। ইহা তো ছিল এক ভীষণ দিবসের শাস্তি (২৬ ঃ ১৮৯)।

উপরোক্ত আয়াতসমূহে কোথাও ভূকম্পন, কোথাও বিকট শব্দ ও কোথাও মেঘাচ্ছন্ন দিবসের গযবের কথা বলা হইয়াছে। মূলত ইহাতে কোন বৈশাদৃশ্য নাই। কারণ, একই মুহূর্তে এই তিনটি প্রযুক্ত হইতে পারে এবং শুআয়বের সম্পদায় এই তিনটি অবস্থারই শিকার হইয়াছিল। মেঘাচ্ছন্ন দিবসের মেঘের আড়ালেই ছিল অগ্নিবাহী বজ্র ও তার গর্জন। উপরে আকাশের গগনবিদারী গর্জন ও নিম্নে ভূখণ্ডের প্রবল ভূকম্পন সেই মেঘাচ্ছন্ন দিবসকে ভয়াবহ দিবসে পরিণত করিয়াছিল। আর সেই ত্রিমুখী গযবে গোটা এলাকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইল। তাই আল্লাহ্ বলেন ঃ

كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا অর্থাৎ গযবের পর মনে হইল যেন, সেখানে কখনও কোন লোকবসতি ছিল না। যাহারা আল্লাহ্র রাসূলকে দেশ হইতে বহিষ্কার করিতে চাহিয়াছিল তাহারা দেশে এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হইল, যেন কখনও এই দেশে তাহারা ছিল না। অবশেষে আল্লাহ্ পাক তাহাদের ক্ষতিগ্রস্ত করার হুমকীর জবাব দিলেন যাহা শুআয়বকে অনুসরণকারীদের বেলায় তাহারা দিয়াছিল। তিনি বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَانُوْا هُمُ الْخَاسِرِيْنَ অর্থাৎ শুআয়বের অনুসারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই; ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে শুআয়বকে প্রত্যাখানকারীরা।

(৯৩) فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ ۚ فَكَيْفَ اٰسٰى عَلٰى قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ۝

৯৩. সে তাহাদের দিক হইতে মুখ ফিরাইল এবং বলিল– হে আমার সম্প্রদায়! আমার প্রতিপালকের বাণী তো আমি তোমাদিগকে পৌঁছাইয়া দিয়াছি এবং তোমাদিগকে উপদেশ দিয়াছি। সুতরাং আমি অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য কিভাবে আক্ষেপ করিতে পারি ?

তাফসীর ঃ আল্লাহ্র গযব ও ধ্বংসলীলার পর নিজ সম্প্রদায়ের করুণ পরিণতি দেখিয়া শুআয়ব (আ.) দুঃখ ও ক্ষোভে মুখ ফিরাইয়া নিলেন এবং অভিমান ভরে বলিলেন– আমি আগেই তোমাদিগকে আল্লাহ্র সতর্কবাণী পৌঁছাইয়া বারবার সাবধান করিয়াছি। তথাপি তোমরা উহা বিশ্বাস কর নাই এবং ঈমান আন নাই। ফলে তোমরা এভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছ। এখন আর আমি কিভাবে তোমাদের জন্য আক্ষেপ করিতে পারি ? আমি আমার প্রভুর রিসালাতের দায়িত্ব পালন করিয়াছি। তোমরা উহা প্রত্যাখ্যান করিয়া স্বাভাবিক পরিণতির শিকার হইয়াছ। তাই তোমাদের জন্য আমার আক্ষেপ করার কিছুই নাই। فَكَيْفَ اٰسٰى عَلٰى قَوْمٍ الْكَافِرِيْنَ অর্থাৎ কাফির সম্প্রদায়ের জন্য আমি কি করিয়া আক্ষেপ করিতে পারি ?

(৯৪) وَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّآ اَخَذْنَآ اَهْلَهَا بِالْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُوْنَ ۝

(৯৫) ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتّٰى عَفَوْا وَّقَالُوْا قَدْ مَسَّ اٰبَآءَنَا الضَّرَّآءُ وَالسَّرَّآءُ فَاَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝

৯৪. আমি কোন জনপদে নবী পাঠাইলে উহার অধিবাসীবৃন্দকে অর্থ কষ্ট, দুঃখ ও ক্লেশ দ্বারা পীড়িত করি, যাহাতে তাহারা নতি স্বীকার করে।

৯৫. অতঃপর অকল্যাণকে কল্যাণে পরিবর্তিত করি, অবশেষে তাহারা প্রাচুর্যের অধিকারী হয় এবং বলে, আমাদের পূর্ব পুরুষগণও তো দুঃখ-সুখ ভোগ করিয়াছে। অতঃপর অকস্মাৎ আমি তাহাদিগকে পাকড়াও করি, এমনকি তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা অতীতের জাতিসমূহকে কিভাবে পরীক্ষা করিয়াছেন এখানে সেই খবর প্রদান করিতেছেন। যাহাদের কাছে তিনি পয়গাম্বর পাঠাইয়াছেন তাহারা রোগ-ব্যাধি ও দুঃখ-দারিদ্র্যের শিকার ছিল। তাহা এই কারণে যে এই

বিপদাপদে তাহারা বিনয়াবত থাকিবে ও সহজেই আল্লাহ্‌র দিকে রাসূলের আহ্বানে সাড়া দিবে। যখন তাহাতে ফলোদয় না হয়, তখন রোগ-ব্যাধি ও দুঃখ-দারিদ্র্যকে সুস্থতা, সবলতা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে পরিবর্তিত করি। তাহা এই জন্য যে, তাহারা যেন কৃতজ্ঞাবনত হইয়া আমার ডাকে সহজে সাড়া দিতে পারে। কিন্তু حَتّٰى عَفَوْا অর্থাৎ যখন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য পায়, তখনও তাহারা পথে আসে না। তাহারা বলে, আমাদের পূর্ব পুরুষদের জীবনেও এরূপ দুঃখের পর সুখ আসিয়াছে। তাই তিনি বলেন ঃ

فَاَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ অর্থাৎ তাহাদিগকে একটার পর একটা অবস্থা দিয়া পরীক্ষার পর পরীক্ষা করিয়া যখন উহার কোনটি দ্বারাই পথে আনা গেল না; বরং তাহারা আরও ঔদ্ধত্য হইয়া বলিল, আমাদের বাপদাদাদের যামানায়ও সুখ-দুঃখ ছিল, ইহাতে নূতন কিছুই নাই, তখন হঠাৎ তাহাদিগকে এমনভাবে পাকড়াও করিলাম যে, তাহারা বুঝিবারও অবকাশ পাইল না।

পক্ষান্তরে মু'মিনগণের অবস্থা ইহার বিপরীত। তাহারা সুখের সময় আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করে ও দুঃখের সময় সবর ইখতিয়ার করে। ফলে তাহাদের উভয় অবস্থাই কল্যাণের হয়। সহীহ্‌দ্বয়ে বর্ণিত হাদীছে আছে ঃ মু'মিনদের জন্যে বিস্ময়কর ব্যাপার হইল এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের জন্য যে অবস্থারই ফায়সালা করেন তাহাতেই তাহারা লাভবান। যদি তাহারা দুঃখে পড়ে তাহা হইলে তাহারা সবর করে। উহা তাহাদের জন্য কল্যাণদায়ক হয়। পক্ষান্তরে যদি তাহারা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে তাহা হইলে তাহারা শোকর করে। উহাও তাহাদের জন্য কল্যাণকর হয়।

মোটকথা মু'মিন সুখ কি দুঃখ উভয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও লাভবান হয়। তাই হাদীছে আছে ঃ মু'মিন যে কোন পরীক্ষায় সর্বদাই পাপমুক্ত হয়। পক্ষান্তরে মুনাফিক হইল গাধার মত। উহার মালিক কিসের সহিত উহাকে সংযুক্ত করিল আর কি বোঝা দিয়া তাহাকে পাঠাইল তাহার কোনই খবর নাই। এই জন্যই তাহাদের পরিণাম সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَاَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ অর্থাৎ তাহাদের ঔদ্ধত্যের পরিণতিতে তাহাদিগকে এরূপ অকস্মাৎ পাকড়াও করিলাম যে, তাহারা বুঝিতেই পারে নাই। হাদীছে আছে ঃ মু'মিনের আকস্মিক মৃত্যু হইল রহমতের আর কাফিরের আকস্মিক মৃত্যু হইল আক্ষেপের।

(৯৬) وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ
السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○
(৯৭) اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰٓى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا بَيَاتًا وَّهُمْ نَآئِمُوْنَ ○
(৯৮) اَوَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰٓى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا ضُحًى وَّهُمْ يَلْعَبُوْنَ ○
(৯৯) اَفَاَمِنُوْا مَكْرَ اللّٰهِ ۚ فَلَا يَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

৯৬. যদি সেই সকল জনপদের অধিবাসীবৃন্দ ঈমান আনিত ও তাকওয়া অবলম্বন করিত তবে তাহাদের জন্য আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কল্যাণ উন্মুক্ত করিতাম, কিন্তু তাহারা প্রত্যাখ্যান করিল; সুতরাং তাহাদের কৃতকর্মের জন্য তাহাদিগকে শাস্তি দিয়াছি।

৯৭. তবে কি জনপদের অধিবাসীবৃন্দ ভয় রাখে না যে, আমার শাস্তি তাহাদের উপর আসিবে রাত্রিতে যখন তাহারা থাকিবে নিদ্রামগ্ন?

৯৮. অথবা জনপদের অধিবাসীবৃন্দ কি ভয় রাখে না যে, আমার শাস্তি তাহাদের উপর আসিবে পূর্বাহ্নে যখন তাহারা থাকিবে ক্রীড়ারত ?

৯৯. তাহারা আল্লাহ্‌র কৌশলের ভয় রাখে না ? এবং ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ব্যতীত কেহই আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা হইতে নিরাপদ বোধ করে না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এখানে খবর দিতেছেন যে, যেই সব এলাকায় নবী পাঠানো হইয়াছিল সেই সব জনপদের খুব কম সংখ্যক লোকই ঈমান আনিয়াছিল। যেমন ঃ তিনি বলেন ঃ

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَا اِيْمَانُهَا اِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ لَمَّا اٰمَنُوْا
كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ۔

অর্থাৎ যদি সেই সব জনপদের লোক ঈমান আনিত তাহা হইলে তাহাদের ঈমান তাহাদিগকে উপকৃত করিত। শুধু ইউনুসের সম্প্রদায় ঈমান আনিয়াছিল। আমি তাহাদের উপর হইতে পার্থিব শাস্তি প্রত্যাহার করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে পার্থিব জীবনের নির্ধারিত কাল পর্যন্ত কল্যাণ দান করিয়াছিলাম (১০ ঃ ৯৮)

ইউনুস (আ.)-এর সম্প্রদায় স্বচক্ষে আযাব প্রত্যক্ষ করার পর সকলেই ঈমান আনিয়াছিল। ফলে তাহাদিগকে পার্থিব কল্যাণ দান করা হইয়াছিল এবং আযাব অপসৃত হইয়াছিল। যেমন ঃ

وَاَرْسَلْنَاهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْيَزِيْدُوْنَ ، فَاٰمَنُوْا فَمَتَّعْنَاهُمْ اِلٰى حِيْنٍ অর্থাৎ তাহাকে (ইউনুসকে) আমি এক লক্ষ কিংবা কিছু বেশী লোকের কাছে পাঠাইয়াছিলাম। তাহারা সকলেই ঈমান আনিয়াছিল। তাই আমি তাহাদিগকে পার্থিব জীবনে উপকৃত করিলাম (৩৭ ঃ ১৪৭)। এখানে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا অর্থাৎ যদি তাহাদের অন্তর নবী যাহা লইয়া আসিয়াছে তাহাতে সাড়া দিত ও উহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিত এবং উহা অবলম্বন করিয়া ইবাদত বন্দেগী করিত ও হারাম বস্তু বর্জন করিত।

لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ তাহা হইলে অবশ্যই আমি তাহাদের জন্য আসমান ও যমীনের সর্ববিধ কল্যাণের দুয়ার খুলিয়া দিতাম।

وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنَا هُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ কিন্তু তাহারা প্রত্যাখ্যান করিল। তাই আমি তাহাদের কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও করিলাম এবং তাহাদের নাফরমানী ও ঔদ্ধত্যের জন্য ধ্বংসকারী শাস্তি দিলাম। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের বিরোধিতা ও বাড়াবাড়ি সম্পর্কে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করিয়া বলেন ঃ

اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا অর্থাৎ উক্ত জনপদের অধিবাসীরা কি নিরাপদ হইয়াছে যে, আমার শাস্তি আসিবে না।

بَيَاتًا وَّهُمْ نَائِمُوْنَ ، اَوَ اَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا ضُحًى وَّهُمْ يَلْعَبُوْنَ রাত্রিকালে, যখন তাহারা নিদ্রিত থাকিবে। অথবা কি তাহারা নিরাপদ হইয়াছে যে, আমার শাস্তি আসিবে না পূর্বাহ্নে যখন তাহারা ক্রীড়ামগ্ন থাকিবে ? অর্থাৎ তাহাদের কর্মব্যস্ততা ও ঔদাসীন্যের মুহূর্তে।

اَفَاَمِنُوْا مَكْرَ اللّٰهِ অর্থাৎ তাহারা কি আল্লাহ্র শাস্তি ও প্রতিকার ব্যবস্থা তাহাদের ভুলিয়া থাকা ও ঔদাসীন্যের মুহূর্তে হঠাৎ হাযির না হবার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ?

فَلَا يَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُوْنَ অর্থাৎ একমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ছাড়া কেহই আল্লাহ্র প্রতিকার ব্যবস্থা ও শাস্তি হইতে উদাসীন থাকে না।

তাই হাসান বসরী (র.) বলেন ঃ মু'মিনগণ ইবাদত বন্দেগী করে এবং আল্লাহ্র ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে আর পাপীরা নাফরমানী করে এবং উদাসীন হইয়া যায়।

(١٠٠) اَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ اَهْلِهَآ اَنْ لَّوْ نَشَآءُ اَصَبْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ ۚ وَنَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ۝

১০০. কোন দেশের জনগণের পর যাহারা উহার উত্তরাধিকারী হয় তাহাদের নিকট ইহা কি প্রতীয়মান হয় নাই যে, আমি ইচ্ছা করিলে তাহাদের পাপের দরুন তাহাদের শাস্তি দিতে পারি ? আর তাহাদের হৃদয় মোহর করিয়া দিব এবং তাহারা শুনিবে না।

তাফসীর ঃ اَوَ لَمْ يَهْدِ لِلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِ اَهْلِهَا আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন ঃ ধ্বংসপ্রাপ্তদের উত্তরাধিকারী সম্প্রদায়ের নিকট ইহা কি সুস্পষ্ট হইয়া যায় নাই যে, আমি ইচ্ছা করিলে তাহাদের পাপের জন্য তাহাদিগকে পাকড়াও করিতে পারি ?

মুজাহিদ (র.) প্রমুখও অনুরূপ বলিয়াছেন। আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর (র.) তাহার তাফসীরে লিখেনঃ পূর্ব নবীর যুগে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের যাহারা স্থলাভিষিক্ত তাহাদের নিকট কি ইহা স্পষ্ট হইয়া যায় নাই যে, তাহারা কেন ধ্বংস হইল ? তাহারা কিভাবে পূর্ববর্তীদের চরিত্র, কার্যাবলী ও নিজ প্রতিপালকের নাফরমানী অনুসরণ করিতে পারে ?

اَنْ لَّوْنَشَاءُ اَصَبْنَاهُم بِذُنُوْبِهِمْ অর্থাৎ যদি আমি ইচ্ছা করি তবে তাহাদের পূর্ববর্তিগণের সহিত যাহা করিয়াছি তাহাদের সহিতও তাহা করিতে পারি।

وَنَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ তাহাদের অন্তরসমূহে মোহর মারিয়া দিব।

فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ উহার ফলে তাহারা হিতোপদেশ শুনিবে না।

আমি বলি, এভাবে আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِىْ مَسَاكِنِهِمْ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّاُوْلِى النُّهٰى -

অর্থাৎ ইহাও কি তাহাদের পথ নির্দেশ করে না যে, তাহাদের পূর্বে যুগে যুগে আমি কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করিয়াছি, তাহারাও তাহাদের বাড়ীঘরে বিচরণ করিয়া ফিরিত। জ্ঞানীদের জন্য ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে (২০ ঃ ১২৮)।

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

اَوَ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِىْ مَسَاكِنِهِمْ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ اَفَلَا يَسْمَعُوْنَ -

অর্থাৎ ইহা কি তাহাদিগকে পথ নির্দেশ করে না যে, তাহাদের পূর্বে যুগে যুগে আমি কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করিয়াছি যাহারা তাহাদের ঘরবাড়ীতে বিচরণ করিত। নিশ্চয়ই ইহাতে নিদর্শন বিদ্যমান। তবুও কি তাহারা শুনিতে পায় না (৩২ ঃ ২৬) ?

اَوَلَمْ تَكُوْنُوْا اَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ ، وَّسَكَنْتُمْ فِىْ مَسَاكِنِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ -

অর্থাৎ তোমরা কি পূর্বে শপথ করিয়া বলিতে না যে, তোমাদের পতন নাই? অথচ তোমরা। তাহাদেরই জনপদে অবস্থান করিতে যাহারা নিজেদের উপর জুলুম করিয়াছিল (১৪ ঃ ৪৪-৪৫)। তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا -

অর্থাৎ অতীতে তাহাদের পূর্বে কত গোত্র ধ্বংস করিয়াছি। তুমি কি তাহাদের কাহাকেও দেখিতে পাও কিংবা তাহাদের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাও ? (১৯ ঃ ৯৮)।

তিনি আরও বলেন ঃ

اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ مَّكَّنَاهُمْ فِى الْاَرْضِ مَالَمْ نُمَكِّنْ لَّكُمْ وَاَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِّدْرَارًا وَّجَعَلْنَا الْاَنْهَارَ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهِمْ فَاَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَنْشَاْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ -

অর্থাৎ তাহারা কি দেখে নাই যে, তাহাদের পূর্বে কত মানব সম্প্রদায়কে আমি ধ্বংস করিয়াছি ? তাহাদিগকে পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম যেমনটি তোমাদিগকেও করি নাই। এবং তাহাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বষণ করিয়াছিলাম আর তাহাদের পাদদেশে নদী প্রবাহিত করিয়াছিলাম। অতঃপর তাহাদের পাপের দরুন তাহাদিগকে বিনাশ করিয়াছি এবং তাহাদের পরে অপর মানবগোষ্ঠী সৃষ্টি করিয়াছি (৬ ঃ ৬)।

‘আদ জাতিকে ধ্বংস করার পর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

فَاَصْبَحُوْا لَايُرٰى اِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَالِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ، وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيْمَا اِنْ مَّكَّنَّكُمْ فِيْهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَّ اَبْصَارًا وَّ اَفْئِدَةً فَمَا اَغْنٰى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا اَبْصَارُ هُمْ وَلَا اَفْئِدَتُهُمْ مِّنْ شَيْءٍ اِذْ كَانُوْا يَجْحَدُوْنَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِئُوْنَ ، وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا مَاحَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرٰى وَصَرَّفْنَا الْاٰيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ -

অর্থাৎ অতঃপর উহাদের পরিণাম এই হইল যে, উহাদের বসতিগুলি ছাড়া আর কিছুই রহিল না। এইভাবে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়া থাকি। আমি উহাদিগকে যে প্রতিষ্ঠা দিয়াছিলাম তাহা তোমাদিগকে দেই নাই। আমি উহাদিগকে দিয়াছিলাম কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় ; কিন্তু এইগুলি উহাদের কোন কাজে আসে নাই। কেননা উহারা আল্লাহ্‌র আয়াতকে অস্বীকার করিয়াছিল। তাহারা যাহা লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত উহাই তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিল। আমি তো ধ্বংস করিয়াছিলাম তোমাদের চতুষ্পার্শ্বের জনপদসমূহ ; আমি উহাদিগকে বিভিন্নভাবে আমার নিদর্শনাবলী বিবৃত করিয়াছিলাম যাহাতে উহারা সৎপথে ফিরিয়া আসে (৪৬ ঃ ২৫-২৭)।

আল্লাহ্ পাক আরও বলেন ঃ

وَكَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوْا مِعْشَارَ مَا اٰتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوْا رُسُلِىْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ -

অর্থাৎ তাহাদের পূর্ববর্তীরাও নবীকে মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল এবং তাহাদিগকে যে ফসল দিয়াছিলাম, তাহার এক-দশমাংশ দিতেও অস্বীকার করিয়াছিল। অতঃপর তাহারা আমার সকল রাসূলকেই অস্বীকার করিয়াছে। কত ভয়াবহ রূপ লাভ করিয়াছিল তাহাদের এই অস্বীকার (৩৪ ঃ ৪৫)!

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

فَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ فَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَّقَصْرٍ مَّشِيْدٍ ، اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَّعْقِلُوْنَ بِهَا اَوْاٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا فَاِنَّهَا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِىْ فِى الصُّدُوْرِ -

অর্থাৎ আমি ধ্বংস করিয়াছি কত জনপদ– সেইগুলির বাসিন্দা ছিল জালিম। এই সব জনপদ উহাদের ঘরের ছাদসহ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছিল এবং কত কূপ পরিত্যক্ত হইয়াছিল ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদও! তাহারা কি দেশ ভ্রমণ করে নাই ? তাহা হইলে তাহারা জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন অন্তর ও শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন কর্ণের অধিকারী হইতে পারিত। বস্তুত চক্ষুতো অন্ধ নয়; বরং অন্ধ হইতেছে বক্ষস্থিত হৃদয়গুলি (২২ ঃ ৪৫-৪৬)।

আল্লাহ্ পাক আরও বলেন ঃ

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِئُوْنَ -

অর্থাৎ নিঃসন্দেহে তোমার আগেও রাসূলগণ বিদ্রূপের শিকার হইয়াছিল। ফলে তাহাদের বিদ্রূপকারিগণের উপর প্রতিকারের বিধান সক্রিয় হইয়াছে। কারণ, তাহারা নবীর সহিত ঠাট্টা করিতেছিল (৬ ঃ ১০)।

উপরোক্ত আয়াতসমূহ ছাড়াও বহু আয়াত প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার শত্রুদের উপর চরম প্রতিশোধ গ্রহণ করেন এবং বন্ধুদিগকে নিয়ামতে পরিপূর্ণ করেন। তাই তাঁহার কালাম দ্বারাই এই আলোচনা শেষ করা হইল। কারণ, কথককুলের মধ্যে সেরা সত্যবাদী হইলেন নিখিল সৃষ্টির প্রতিপালক আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন।

(١٠١) تِلْكَ الْقُرٰى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآئِهَا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا مِنْ قَبْلُ ۚ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الْكٰفِرِيْنَ ○

(١٠٢) وَمَا وَجَدْنَا لِاَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ ۚ وَاِنْ وَّجَدْنَآ اَكْثَرَهُمْ لَفٰسِقِيْنَ ○

১০১. এই সকল জনপদের কিছু বিত্তান্ত আমি তোমার নিকট বিবৃত করিতেছি, তাহাদের নিকট তাহাদের রাসূলগণ তো স্পষ্ট প্রমাণসহ আসিয়াছিল; কিন্তু যাহা তাহারা পূর্বে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহাতে ঈমান আনিবার পাত্র তাহারা ছিল না, এইভাবে আল্লাহ্ কাফিরদের অন্তরে মোহর করিয়া দেন।

১০২. আমি তাহাদের অধিকাংশকে প্রতিশ্রুতি পালনকারী পাই নাই; বরং অধিকাংশকে তো সত্যবর্জনকারী পাইয়াছি।

তাফসীর ঃ এতক্ষণ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নবী (সা.)-কে নূহ (আ.) সালিহ্ (আ.), হূদ (আ.) ও শুআয়ব (আ.)-এর সম্প্রদায়ের কাহিনী শুনাইলেন এবং ইহাও জানাইলেন যে, তাহাদের সম্প্রদায়ের কাফিরগণকে ধ্বংস করা হইয়াছে আর মু'মিনগণকে বাঁচাইয়া নেওয়া হইয়াছে। তাঁহার কর্মের সপক্ষে তিনি এই যুক্তি পেশ করেন যে, সেই সব জনপদে তিনি নবী পাঠাইয়া দলীল প্রমাণ দ্বারা সত্য সুস্পষ্ট ভাবে তুলিয়া ধরিয়াছেন।

تِلْكَ الْقُرٰى نَقُصُّ عَلَيْكَ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! সেই সমস্ত জনপদের কাহিনী তোমাকে শুনাইব–

مِنْ اَنْبَائِهَا অর্থাৎ তাহাদের খবরাখবর জানাইব–

وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ অর্থাৎ যাহাদের নিকট তাহাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট দলীল নিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারা ভালভাবে বুঝাইয়া দিয়াছিল যে, যাহাকিছু নিয়া তাহারা আসিয়াছে তাহা সত্য। অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا

অর্থাৎ আমি ততক্ষণ শাস্তি দেই না যতক্ষণ কোন রাসূল না পাঠাই (১৭ ঃ ১৫)।

তিনি আরও বলেন ঃ

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْقُرٰى نَقُصُّهٗ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَّحَصِيْدٌ ، وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلٰكِنْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ -

অর্থাৎ এই হইল সেই জনপদের বাসিন্দা ও ফসলাদির পরিণতি যাহা আমি তোমার কাছে বর্ণনা করিতেছি উহাদের মধ্যে কতক এখনও বিদ্যমান এবং কতক নির্মূল হইয়াছে। আর আমি তাহাদের উপর জুলুম করি নাই, কিন্তু তাহারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করিয়াছে (১১ ঃ ১০০-১০১)।

এখানে তিনি বলেন ঃ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا مِنْ قَبْلُ –এই আয়াতে الباء কারণ বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ রাসূল যাহা নিয়া আসিয়াছে তাহার উপর তাহারা এই জন্য ঈমান আনিবে না যে, তাহারা তাহাকে শুরুতেই মিথ্যাবাদী বলিয়াছে। এখন কি করিয়া সত্য নবী বলিয়া মানিয়া নিবে ? হাসান হইতে আতিয়া (র.) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আল্লাহ্ তাআলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَمَا يُشْعِرُكُمْ اَنَّهَا اِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ، وَنُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖ اَوَّلَ مَرَّةٍ -

অর্থাৎ তাহাদের নিকট নিদর্শন আসিলেও যে তাহারা বিশ্বাস করিবে না ইহা তোমাদের বোধগম্য করা যাইবে কি ? তাহারা যেমন প্রথমবার উহা বিশ্বাস করে নাই তেমনি আমিও তাহাদের অন্তরে ও নয়নে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিব (৬ : ১০৯–১১০)।

তাই আল্লাহ্ পাক এখানে বলেন ঃ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الْكَافِرِيْنَ। অর্থাৎ এভাবে আল্লাহ্ কাফিরদের অন্তরে মোহর লাগাইয়া দেন।

وَمَا وَجَدْنَا لِاَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَاِنْ وَجَدْنَا اَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِيْنَ

এখানে আল্লাহ্ বলেন– আমি অতীতের অধিকাংশ সম্প্রদায়কে পাপাচারী পাইয়াছি। অধিকাংশ মানবকুল আমাকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি হইতে সরিয়া গিয়াছে। আমি সেই স্বভাব প্রকৃতি দিয়া তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তাহাদের পিতৃপৃষ্ঠে আমি তাহাদের নিকট হইতে আমার প্রভুত্বের স্বীকৃতির যে ওয়াদা গ্রহণ করিয়াছি শয়তানের চক্রান্তে তাহা হইতে তাহারা দূরে চলিয়া গিয়াছে। তাহারা আমাকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নাই। তাহারা পরস্পর ইহার সাক্ষী ছিল। অতঃপর তাহারা উহার খেলাফ কাজ করিয়াছে এবং সেই প্রতিশ্রুতি তাহারা বেমালুম ভুলিয়া গিয়াছে। তাহারা কোন দলীল প্রমাণ ছাড়াই আল্লাহ্‌র সহিত শরীক বানাইয়া উহাদের ইবাদত করিয়াছে। অথচ উহা কোন শরীআত এমনকি তাহাদের সুস্থ জ্ঞান-বুদ্ধিও সমর্থন করে না। তাহাদের নিকট শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত নবীর পর নবী আসিয়া তাহাদিগকে উহা করিতে বারণ করিয়াছে। যেমন সহীহ্ মুসলিমে আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

"আমি আমার বান্দাকে সরল ভারসাম্যপূর্ণ দীনের উপর সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপর শয়তান আসিয়া তাহাদিগকে সেই সরল দীন হইতে সরাইয়া নিয়াছে। তাহাদের জন্য যাহা হালাল করা হইয়াছিল তাহা তাহাদের জন্য হারাম করা হইয়াছে।"

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে ঃ

"প্রত্যেকটি মানব শিশু ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তাহার মাতা-পিতা তাহাকে ইয়াহূদী, নাসারা বা মজুসী বানায়।"

স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَسْئَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَا اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً يُّعْبَدُوْنَ -

অর্থাৎ তোমার পূর্বে আমি যেই সকল রাসূল পাঠাইয়াছি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, আমি রহমানুর রহীম কি ছাড়া মানুষের ইবাদতের জন্য অন্যান্য মা'বূদ বানাইয়াছি (৪৩ ঃ ৪৫)?

তিনি আরও বলেন ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ نُوْحِىْ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ অর্থাৎ আমি তোমার পূর্বেও এমন কোন রাসূল পাঠাই নাই যাহাকে এই ওয়াহী প্রদান করি নাই যে, আমি ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নাই, তাই আমারই ইবাদত কর (২১ ঃ ২৫)।

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

لَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ -

অর্থাৎ আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কাছে রাসূল পাঠাইয়াছি এই কথার উপর যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করিবে ও তাগূত হইতে বাঁচিয়া থাকিবে (১৬ ঃ ৩৬)। এই ধরনের আরও বহু আয়াত রহিয়াছে।

فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا مِنْ قَبْلُ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে উবায় ইব্ন কা'ব হইতে আবূ জা'ফর রাযী বলেন ঃ মানব সন্তানরা পিতৃপৃষ্ঠে থাকা অবস্থায় আল্লাহ্কে যে প্রভু হিসাবে মানিয়া চলার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, তখন হইতেই আল্লাহ্ পাক জানিতেন যে, এই সকল লোক ঈমান আনিবে না। ইব্ন জারীর এই মতটি পসন্দ করেন।

সুদ্দী (র.) বলেন ঃ সেই প্রতিশ্রুতি গ্রহণের দিনই তাহারা অনিচ্ছা সত্ত্বেই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। মুজাহিদও অনুরূপ বলেন। ইহা হইল আল্লাহ্ পাকের এই আয়াতের মর্মানুরূপ ঃ

ولو ردوا لعادو অর্থাৎ যদি পৃথিবীতে তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে অবশ্যই তাহারা পূর্বে যাহা করিত তাহাই করিবে।

(১০৩) ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَاۤ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَظَلَمُوْا بِهَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ○

১০৩. তাহাদের পরে মূসাকে আমার নিদর্শনসহ ফিরআউন ও তাহার পারিষদবর্গের কাছে পাঠাইলাম। কিন্তু তাহারা উহা অস্বীকার করে; বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হইয়াছিল তাহা লক্ষ্য কর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ বলেন ঃ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ অর্থাৎ নূহ, হূদ, সালিহ্, লূত ও শুআয়ব (আ.)-এর পরে مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا অর্থাৎ মূসাকে আমার দলীল প্রমাণসহ রাসূল মনোনীত করিয়া তাহার যুগের মিসরের অধিপতি ফিরআউনের কাছে পাঠাইলাম। وَمَلَائِهٖ অর্থাৎ ফিরআউনের পারিষদ ও সম্প্রদায়ের নিকটও।

فَظَلَمُوْا بِهَا অর্থাৎ তাহারা বিদ্বেষবশত উহা লইয়া ঝগড়া ও বাড়াবাড়ি করিল এবং উহা অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করিল। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ -

অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্র পথে আসিতে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে ও তাঁহার রাসূলকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, হে মুহাম্মদ! আমি তাহাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছি তাহা লক্ষ্য কর। আমি তাহাদিগকে ডুবাইয়া মারিয়াছি এবং মূসা ও তাহার সম্প্রদায়ে সম্মুখে তাহাদের শেষ ব্যক্তিটি পর্যন্ত উহা হইতে রেহাই পায় নাই (২৭ ঃ ১৪)।

ফিরআউন ও তাহার সম্প্রদায়র জন্য ইহা ছিল চরম লাঞ্ছনা এবং মূসা (আ.) ও তাহার সম্প্রদায়ের জন্য ইহা ছিল অত্যন্ত প্রেরণাদায়ক।

(১০৪) وَقَالَ مُوْسٰى يٰفِرْعَوْنُ اِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

(১০৫) حَقِيْقٌ عَلٰۤى اَنْ لَّاۤ اَقُوْلَ عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ؕ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَرْسِلْ مَعِىَ بَنِىْۤ اِسْرَآءِيْلَ ○

(১০৬) قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاٰيَةٍ فَاْتِ بِهَاۤ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○

১০৪. মূসা বলিল, হে ফিরআউন! আমি জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হইতে প্রেরিত।

১০৫. ইহা স্থির নিশ্চিত যে, আমি আল্লাহ্ সম্পর্কে সত্য ব্যতীত বলিব না, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে আমি তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ নিয়া আসিয়াছি; সুতরাং বনী ইসরাঈলকে আমার সহিত যাইতে দাও।

১০৬. ফিরআউন বলিল, যদি তুমি কোন নিদর্শন আনিয়া থাক, তবে তুমি সত্যবাদী হইলে তাহা পেশ কর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এখানে মূসা (আ.) ও ফিরআউনের মধ্যকার বিতর্ক ও যুক্তি প্রমাণ দ্বারা ফিরআউনকে জব্দ করা এবং তাহার সম্প্রদায়ের সামনে আল্লাহর সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী পেশ করার ঘটনাবলী সম্পর্কে খবর দিতেছেন। যেমন ঃ

وَقَالَ مُوْسٰى يَا فِرْعَوْنُ اِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ নিখিল সৃষ্টির মহান সৃষ্টিকর্তা শাহানশাহ রাব্বুল আলামীন আমাকে রাসূল করিয়া পাঠাইয়াছেন।

حَقِيْقٌ عَلٰى اَنْ لاَّ اَقُوْلَ عَلَى اللّٰهِ اِلاَّ الْحَقَّ আয়াতাংশের তাৎপর্য সম্পর্কে একদল বলেন ঃ আল্লাহ্ সম্পর্কে আমি সত্য ব্যতীত বলিব না। অর্থাৎ তাঁহার মহান মর্যাদার উপযোগী যথাযথ সত্য কথাই বলিব। على ও الباء একই অর্থের অনুসারী। যেমন رميت بالقوس وعلى القوس অর্থাৎ আমি ধনুকের সাহায্যে তীর নিক্ষেপ করিয়াছি। তেমনি جاء على حال حسنة وبحال حسنة অর্থাৎ সে ভাল অবস্থায়ই আসিয়াছে। একদল তাফসীরকার বলেন ঃ উহার তাৎপর্য এই যে, আমি আল্লাহ্র ব্যাপারে যথাযথ সত্য বলিতে আগ্রহী।

একদল মদীনাবাসী ব্যাখ্যাকার حَقِيْقٌ عَلَىَّ পড়েন এবং এই অর্থ প্রকাশ করেন যে, আমার উপর ইহা অপরিহার্য যে, আমি সত্য ঘটনা ছাড়া কোন অসত্য কিছু বলিব না। যেহেতু আমি তাঁহার মহা প্রজ্ঞা ও মহান মর্যাদা সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত।

فَاَرْسِلْ مَعِىَ بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ অর্থাৎ তাহাদিগকে তোমার বন্দীশালা ও নির্যাতনাগার হইতে মুক্তি দাও এবং তাহাদিগকে তাহাদের প্রতিপালক প্রভুর ইবাদতের সুযোগ দাও। কারণ, তাহারা বনী ইসরাঈলের মহান নবীর বংশধর আর সেই নবী হইলেন ইয়াকূব ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ (আ.)।

قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاٰيَةٍ فَأْتِ بِهَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ অর্থাৎ ফিরআউন বলিল– তুমি যাহা বলিয়াছ তাহা সত্য বলিয়া আমি স্বীকার করি না এবং তুমি যাহার আনুগত্য স্বীকার করিতে বলিতেছ আমি তাহার আনুগত্য মানি না। তবে তোমার কাছে তোমার দাবীর সপক্ষে যদি কোন প্রমাণ থাকে তাহা প্রকাশ কর যেন আমরা তোমার সত্যতা দেখিতে ও বুঝিতে পাই।

(১০৭) فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ۚ

(১০৮) وَّنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِىَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَ ۚ

১০৭. অতঃপর মূসা তাহার লাঠি নিক্ষেপ করিল এবং তৎক্ষণাৎ উহা এক সাক্ষাৎ অজগর হইল।

১০৮. এবং সে তাহার হাত বাহির করিল আর তৎক্ষণাৎ উহা দর্শকদের দৃষ্টিতে শুভ্র উজ্জ্বল প্রতিভাত হইল।

তাফসীর ঃ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ এর ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে আলী ইব্‌ন তালহা (র.) বলেন ঃ পুরুষ অজগর। সুদ্দী ও যাহ্হাকও অনুরূপ ব্যাখ্যা দান করেন।

ফিতনা সম্পর্কীয় হাদীছে ইয়াযীদ ইব্‌ন হারূন (র.)– – – –ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, فَاَلْقٰى عَصَاهُ এর ব্যাখ্যা প্রসংগে তিনি বলেন ঃ মূসা (আ.) লাঠি নিক্ষেপের সাথে সাথে উহা বিরাট এক আজদাহায় পরিণত হইল এবং ভীষণ ফনা তুলিয়া ফিরআউনের দিকে ধাবিত হইল। অজগরটি যখন ফিরআউনকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল তখন সে প্রাণ ভয়ে ছুটিয়া আসিয়া মূসা (আ.)-এর কাছে প্রার্থনা করিল উহাকে বিরত রাখার জন্য এবং মূসা (আ.) তাহাই করিলেন।

কাতাদা বলেন ঃ উহা মদীনার মতই বিশাল আজদাহায় পরিণত হইয়াছিল।

فَاِذَا هِىَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ এর ব্যাখ্যা প্রসংগে সুদ্দী (র.) বলেন– সেই বিশাল অজগরটি যখন ফনা তুলিয়া হা করিল তখন উহার দাড়ীর দিকটি মাটিতে ও উপরিভাগটি রাজপ্রাসাদের দেয়ালের উপর পর্যন্ত বিস্তৃত হইল। অতঃপর উহা ফিরআউনকে গ্রাস করিতে অগ্রসর হইল। যখন সে উহা দেখিল, তখন ভয়ে লম্ফ প্রদান করিল ও মলদ্বার দিয়া দূষিত হাওয়া নির্গত হইল। ইতিপূর্বে কখনও তাহার উহা হয় নাই। সে এতই কম্পমান হইল যে, চীৎকার করিয়া বলিল– হে মূসা! তুমি উহাকে সামলাও, আমি তোমার উপর ঈমান আনিব ও বনী ইসরাঈলগণকে তোমার সহিত যাইতে দিব। তখন মূসা (সা.) অজগরটি ধরিয়া ফেলিলেন এবং উহা পুনরায় লাঠিতে পরিণত হইল।

ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে ইকরামা (র.) ও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ওয়াহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ্ (র.) বলেন ঃ মূসা (আ.) যখন রাসূল হইয়া প্রথম ফিরআউনের দরবারে প্রবেশ করিলেন, তখন ফিরআউন তাহাকে দেখিয়া বলিল, আমি তো তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি। মূসা (আ.) বলিলেন– হ্যাঁ। তখন সে বলিল– আমরা কি তোমাকে আমাদের মাঝে শিশুরূপে দেখি নাই ? তখন মূসা (সা.) উহার প্রত্যুত্তরে যাহা বলার তাহা বলিলেন। ফিরআউন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল– উহাকে পাকড়াও কর। তৎক্ষণাৎ মূসা (আ.) লাঠি নিক্ষেপ করিলেন এবং উহা ভীষণ অজগরে পরিণত হইল। অতঃপর ইহা ফিরআউনের দলবলের উপর লেলাইয়া দেওয়া হইল। ফলে তাহারা পরাভূত হইল এবং তাহাদের পঁচিশ হাজার লোক মারা গেল। তাহারা ভয়ে দিশাহারা হইয়া একদল আরেকদলকে পদদলিত করিয়া মারিল। ফিরআউনও পরাভূত অবস্থায় স্বীয় প্রাসাদে আশ্রয় নিল। ইব্‌ন জারীর (র.) এইরূপ বর্ণনা করেন। ইমাম আহমদ (র) ও তাহার কিতাব 'আয যুহুদ' ইহা উদ্ধৃত করেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র.) ও উহা বর্ণনা করেন। তবে বর্ণনাটি বিরল বটে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

وَنَزَعَ يَدَهُ فَاِذَا هِىَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِيْنَ অর্থাৎ মূসা (আ.) বগলে হাত ঢুকাইয়া উহা হইতে হাত বাহির করামাত্র উহা আলোকোজ্জ্বল হইয়া ঝলমল করিতেছিল। অথচ উহা কুষ্ঠ বা অন্য কোন ব্যাধির কারণে নহে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَاَدْخِلْ يَدَكَ فِىْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ অর্থাৎ তোমার হাত বগলে প্রবিষ্ট করিয়া বাহির কর, উহা কোনরূপ ক্ষতি ছাড়াই শুভ্র উজ্জ্বল হইবে (২৭ ঃ ১২)।

ইব্ন আব্বাস (রা.) ফিতনার হাদীছ বর্ণনা প্রসংগে বলেন ঃ مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ অর্থাৎ কুষ্ঠ বা শ্বেতী রোগ ছাড়াই। অতঃপর যখন আবার উহা তাহার বগলে ঢুকাইল তখন উহা স্বাভাবিক রঙ ফিরিয়া পাইল। মুজাহিদ সহ কয়েকজন ব্যাখ্যাতাও অনুরূপ বলেন।

(১০৯) قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ ۙ

(১১০) يُّرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ ۚ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ ○

১০৯. ফিরআউন সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলিল, এ তো একজন সুদক্ষ যাদুকর।

১১০. এই লোক তোমাদিগকে তোমাদের দেশ হইতে বহিষ্কার করিতে চায়, এখন তোমরা কি পরামর্শ দাও ?

তাফসীর ঃ ফিরআউনের দরবারের আমীর উমরা ও পারিষদবর্গ ফিরআউনের সুরে সুর মিলাইয়া বলিল– নিশ্চয় এই লোক এক বিজ্ঞ যাদুকর। কারণ, মূসা (আ.)-এর মু'জিযার ভয়াবহ প্রভাব কাটাইয়া ওঠার পর নিজ সিংহাসনে বসিয়া পারিষদবর্গকে উহাই বলিয়াছিল। অতঃপর তাহারা মিলিয়া শলাপরামর্শ শুরু করিল কিভাবে ও কোন পথে তাহার এই মু'জিযার প্রভাব ব্যর্থ করা যায়, তাহার দীনের দাওয়াত স্তব্ধ করা যায় এবং তাহাকে ভণ্ড বলিয়া প্রমাণ ও প্রচার করা যায়। তাহারা ভয় পাইতেছিল যে, এই মু'জিযার প্রভাবে জনগণ বাপ-দাদার ধর্ম ছাড়িয়া তাহার ধর্মে দীক্ষা নিবে এবং তাহার নেতৃত্বে তাহারা বিদ্রোহ করিয়া ফিরআউন শাহীকে উৎখাত করিবে। সুতরাং তাহাকে আগে এই দেশ হইতে বহিষ্কার করিতে হইবে। তাহাদের উক্ত ভীতি সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ

অর্থাৎ ফিরআউন, হামান ও তাহাদের বাহিনী যেই ব্যাপারের আশংকা করিতেছিল তাহাই তাহাদিগকে বাস্তবে দেখানো হইল (২৮ ঃ ৬)।

তাহারা উক্ত জরুরী পরামর্শ সভায় বহু শলাপরামর্শের পর যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইল আল্লাহ্ পাক তাহা পরবর্তী আয়াতে তুলিয়া ধরেন।

(১১১) قَالُوْٓا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَاَرْسِلْ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ۙ

(১১২) يَاْتُوْكَ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ ○

১১১. তাহারা বলিল, তাহাকে ও তাহার ভ্রাতাকে কিঞ্চিত অবকাশ দাও। এবং বিভিন্ন শহরে সংগ্রহকারীদিগকে পাঠাও–

১১২. যেন তাহারা তোমার নিকট সুবিজ্ঞ যাদুকর উপস্থিত করে।

তাফসীর ঃ ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন ঃ ارجه। অর্থাৎ তাহাকে সময় দাও। কাতাদা বলেন ঃ তাহাকে কয়েদ কর।

وَاَرْسِلْ অর্থাৎ প্রেরণ কর; فِى الْمَدَائِنِ। অর্থাৎ মাদায়েন সহ তোমার রাজ্যের অন্তর্গত অন্যান্য শহরসমূহে। حَاشِرِيْنَ অর্থাৎ বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সুবিজ্ঞ যাদুকর সংগ্রহকারীদল। তাহারা যাদুকর সংগ্রহ করিয়া মিসরের বাদশাহর দরবারে সমবেত করিবে। সেই যুগে যাদুবিদ্যাই সর্বত্র প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল। যাহাদের বিশ্বাস করার তাহারা বিশ্বাস করিত ও যাহাদের সন্দেহ করার তাহারা সন্দেহ পোষণ করিত। তাই মূসা (আ.)-কে যাদু পরাভূতকারী মু'জিযাসহ পাঠানো হইল। এই কারণের ফিরআউন সারা দেশের সকল যাদুকরকে সমবেত করিল মূসা (আ.)-এর মুকাবিলার জন্যে। তাহারা যাদু বিদ্যা দিয়া আল্লাহ্ পাকের সুস্পষ্ট প্রমাণের মুকাবিলায় অবতীর্ণ হইল। আল্লাহ্ পাক অন্যত্র ফিরআউনের এই বক্তব্য তুলিয়া ধরেন ঃ

قَالَ اَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوْسٰى ، فَلَنَاْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا اَنْتَ مَكَانًا سُوًى ، قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَاَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى - فَتَوَلّٰى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ اَتٰى -

অর্থাৎ ফিরআউন বলিল– হে মূসা! তুমি কি আমাদের নিকট আসিয়াছ তোমার যাদু দ্বারা আমাদিগকে আমাদের দেশ হইতে বহিষ্কার করিয়া দিবার জন্য ? আমরাও অবশ্যই তোমার নিকট উপস্থিত করিব ইহার অনুরূপ যাদু। সুতরাং আমাদের ও তোমার মধ্যে নির্ধারিত কর এক নির্দিষ্ট সময় ও এক মধ্যবর্তী স্থান, যাহার ব্যতিক্রম আমরাও করিব না এবং তুমিও করিবে না। মূসা বলিল– তোমাদের নির্ধারিত সময় উৎসবের দিন এবং সেই দিন পূর্বাহ্নে জনগণকে সমবেত করা হইবে। অতঃপর ফিরআউন উঠিয়া গেল এবং পরবর্তী সময়ে তাহার কৌশলসমূহ সমন্বিত করিল এবং যথাসময়ে দরবারে বসিল (২০ ঃ ৫৭-৬০)।

এখানেই পরবর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ পাক উহা বর্ণনা করেন।

(١١٣) وَجَآءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓا اِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ ○

(١١٤) قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ○

১১৩. যাদুকররা ফিরআউনের নিকট আসিয়া বলিল, আমরা যদি বিজয়ী হই তবে আমাদের জন্য পুরস্কার থাকিবে তো?

১১৪. সে বলিল, হ্যাঁ এবং তোমরা আমার সান্নিধ্যপ্রাপ্তদেরও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা ফিরআউনের সহিত আমন্ত্রিত যাদুকরদের শর্ত আরোপের খবর দিতেছেন। তাহাদের মধ্যে এই শর্ত হইল যে, যাদুকররা যদি মূসা (আ.)-কে পরাভূত করিয়া জয়ী হইতে পারে, তাহা হইলে ফিরআউন তাহাদিগকে তাহাদের আকাংক্ষিত পুরস্কার দিয়া ধন্য করিবে এবং তাহাদিগকে তাহার সভাসদগণের অন্তর্ভুক্ত করিয়া তাহার নৈকট্য লাভের মর্যাদা দিবে। এই চুক্তি পাকাপোক্ত করিয়া যাদুকররা মূসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইল।

(١١٥) قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِمَّآ اَنْ تُلْقِيَ وَاِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ ○

(١١٦) قَالَ اَلْقُوْا ۚ فَلَمَّآ اَلْقَوْا سَحَرُوْٓا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَآءُوْ بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ ○

১১৫. তাহারা বলিল, হে মূসা! তুমিই কি নিক্ষেপ করিবে, না আমরা নিক্ষেপ করিব?

১১৬. সে বলিল, তোমরাই নিক্ষেপ কর; যখন তাহারা নিক্ষেপ করিল, তখন তাহারা লোকের চোখে যাদু করিল ও তাহাদিগকে গোলক ধাঁধায় ফেলিল এবং তাহারা বড় রকমের এক যাদু দেখাইল।

তাফসীর ঃ ইহা ছিল মূসা (আ.)-এর সহিত যাদুকরগণের সরাসরি প্রতিযোগিতা। তাই তাহারা বলিল ঃ

اِمَّا اَنْ تُلْقِيَ وَاِمَّا اَنْ نَكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ অর্থাৎ হয় তুমি আগে যাদু দেখাও, নয়তো আমরাই তোমার আগে লাঠি ফেলিয়া যাদু দেখাই।

যেমন আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

وَاِمَّا اَنْ نَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى অর্থাৎ অথবা আমরা প্রথম নিক্ষেপকারী হই (২০ ঃ ৬৫)।

তদুত্তরে মূসা (আ.) বলিলেন, তোমরাই প্রথম নিক্ষেপকারী হও।

একদল বলেন ঃ ইহার ভিতর হিকমত হইল এই যে, দর্শকরা প্রথম ভ্রান্ত ও অসার যাদুর ক্ষমতা ও দৌড় দেখুক। তারপর সত্য মু'জিযা ও উহার বিজয়ী শক্তি দেখিলে স্বভাবতই তাহাদের সামনে একই সংগে যাদুর অসারতা ও মু'জিযার সত্যতা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হইবে। তাহারা যখন যাদুর কারসাজী ও ধাঁধাঁবাজী প্রদর্শনীর কৃত্রিমতা নিয়া চিন্তা ভাবনার পরোক্ষণে অকৃত্রিম মু'জিযা ও উহার অচিন্ত্যনীয় শক্তি দেখিতে পাইবে তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে উহার সত্যতা ও সারবত্তা মানিয়া লইবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

তাই আল্লাহ্ এখানে বলেন– فَلَمَّا اَلْقَوْا سَحَرُوْا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ অর্থাৎ তাহাদের চোখে গোলকধাঁধাঁ সৃষ্টি করিল। কেননা তাহারা যাহা দেখাইয়াছে বাস্তবে তাহা আদৌ অস্তিত্ব লাভ করে নাই। উহা ছিল শুধুই তাহাদের কলাকৌশল ও খেয়ালী ব্যাপারের কারসাজী। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى فَاَوْجَسَ فِىْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى ، قُلْنَا لَاتَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى ، وَاَلْقِ مَا فِىْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَاصَنَعُوْا اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰى -

অর্থাৎ উহাদের যাদুর প্রভাবে অকস্মাৎ মূসার মনে হইল, উহাদের দড়ি ও লাঠিগুলি ছুটাছুটি করিতেছে। মূসা তাহার অন্তরে কিছু ভীতি অনুভব করিল। আমি বলিলাম, ভয় করিও না, তুমিই প্রবল। তোমার দক্ষিণ হস্তে যাহা আছে তাহা নিক্ষেপ কর; ইহা উহারা যাহা করিয়াছে তাহা গ্রাস করিয়া ফেলিবে। উহারা যাহা করিয়াছে তাহা তো কেবল যাদুকরের কৌশল। যাদুকর যেখানেই আসুক সফল হইবে না (২০ ঃ ৬৬-৬৯)।"

ইব্ন আব্বাস (রা.) হইত বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ "তাহারা শক্ত রশি ও লম্বা লাঠি নিক্ষেপ করিয়া যাদুর প্রভাব বিস্তার করিল। তাই মনে হইল যে, উহা দৌড়াইতেছে।"

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ যাদুকরদের সংখ্যা ছিল পনের হাজার এবং তাহাদের প্রত্যেকের নিকটই একটি করিয়া রশি ও লাঠি ছিল। তাহারা কাতারবন্দী হইয়া একযোগে যাদুর খেলা দেখাইতে দণ্ডায়মান হইল। পক্ষান্তরে মূসা (আ.) শুধু তাহার ভাইকে নিয়া লাঠি ভর দিয়া সেখানে হাযির হইলেন। যখন ফিরআউন সপারিষদ আসিয়া দরবারে আসন গ্রহণ করিল, তখন যাদুকরগণ বলিল ঃ হে মূসা! হয় তুমি আগে লাঠি নিক্ষেপ কর অথবা আমরাই আগে উহা নিক্ষেপ করি। মূসা (আ.) বলিলেন, তোমরাই আগে নিক্ষেপ কর।

তাহারা যাদু দ্বারা প্রথমে মূসা (আ.) ও ফিরআউনের চোখে গোলকধাঁধা সৃষ্টি করিল। তারপর সকল দর্শকের দৃষ্টিভ্রম সৃষ্টি করিল। অতঃপর তাহাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ হস্তস্থিত রশি ও লাঠি নিক্ষেপ করিল, অমনি উহা পাহাড়ের ন্যায় এক একটি সাপ হইয়া ময়দান পূর্ণ করিয়া ফেলিল এবং একটির উপর আরেকটি জড়াজড়ি করিতে লাগিল।

সুদ্দী (র.) বলেন ঃ তাহারা সংখ্যায় ছিল ত্রিশ হাজারের অধিক এবং তাহাদের প্রত্যেকের হাতেই লাঠি ও রশি ছিল। ইব্ন জারীর (র.) ----- কাসিম ইব্ন আবূ বার্রা হইতে বর্ণনা করেন ঃ

"ফিরআউন সত্তর হাজার যাদুকর একত্রিত করিয়াছিল। তাহারা সত্তর হাজার দড়ি ও সত্তর হাজার লাঠি নিক্ষেপ করিয়াছিল এবং তাহারা যাদুর মাধ্যমে দেখাইতেছিল যে, সবগুলিই দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। তাই আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَجَاءُوْ بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ অর্থাৎ তাহারা বড় রকমের যাদু দেখাইল।

(১১৭) وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ۝

(১১৮) فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

(১১৯) فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ ۝

(১২০) وَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ۝

(১২১) قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

(১২২) رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ۝

১১৭. মূসার প্রতি আমি প্রত্যাদেশ পাঠাইলাম, তুমিও তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর ; সহসা উহা তাহাদের অলীক সাপগুলি গ্রাস করিতে লাগিল।

১১৮. ফলে সত্য প্রতিষ্ঠিত হইল এবং তাহারা যাহা করিতেছিল তাহা মিথ্যা প্রতিপন্ন হইল।

১১৯. সেখানে তাহারা পরাভূত ও লাঞ্ছিত হইল।

১২০. আর যাদুকররা সিজদাবনত হইল।

১২১. তাহারা বলিল, আমরা ঈমান আনিলাম জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রতি–

১২২. যিনি মূসা ও হারূনেরও প্রতিপালক।

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা জানাইতেছেন যে, এইরূপ এক সংকট সন্ধিক্ষণে আমি আমার বান্দা ও রাসূল মূসার নিকট ওয়াহী পাঠাইলাম আর সেই প্রত্যাদেশ বাস্তবায়নের ফলে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়া গেল। আমি তাহাকে তাহার হাতের লাঠিটি নিক্ষেপের নির্দেশ দিলাম। যখন সে উহা নিক্ষেপ করিল অমনি উহা বিশাল এক আজদাহায় রূপান্তরিত হইয়া অন্যান্য সাপগুলি গিলিয়া ফেলিল।

مَا يَأْفِكُوْنَ অর্থাৎ তাহারা যেই রশি ও লাঠিগুলি নিক্ষেপ করিয়াছিল এবং উহা অলীক সাপ হইয়া দৌড়াইতেছিল।

ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন ঃ যাদুকররা তাহাদের রশি ও লাঠির যাদুর এই করুণ পরিণতি দেখিয়া বুঝিতে পাইল যে, ইহা আসমানী প্রতিশোধ ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না এবং ইহা কখনও যাদুর কারসাজী হইতে পারে না। তখনই তাহারা সন্ত্রস্তভাবে সিজদায় পড়িয়া গেল এবং বলিল ঃ اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، رَبِّ مُوْسٰى وَهَارُوْنَ অর্থাৎ আমরা সৃষ্টিকুলের প্রতিপালকের উপর ঈমান আনিলাম যিনি মূসা ও হারূনেরও প্রতিপালক।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র.) বলেন ঃ যাদুকররা যে সব দড়ি ও লাঠি নিক্ষেপ করিয়াছিল সেইগুলি একের পর এক সবাইকে মূসা (আ.)-এর লাঠি অজগর হইয়া গিলিয়া ফেলিল বেশী কিছুই দেখা গেল না। ময়দানে উহার সংখ্যা। অতঃপর মূসা (আ.) তাহার লাঠিকে ধরিয়া ফেলিল এবং আগের মতই উহা মূসা (আ.)-এর হাতের লাঠি হইয়া গেল। ইহা দেখিয়া যাদুকরগণ সিজদায় পড়িয়া বলিয়া উঠিল– আমরা জগতসমূহের প্রতিপালকের উপর ঈমান আনিলাম যিনি মূসা ও হারূনের প্রতিপালক। যদি ইহা যাদু হইত তাহা হইলে আমরা পরাভূত হইতাম না।

কাসিম ইব্ন আবূ বুর্রা বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ওয়াহী পাঠাইয়া মূসা (আ.) নির্দেশ দিলেন– তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর। যখন তিনি লাঠি ফেলিলেন তখন উহা বিশাল অজগর হইয়া যাদুকরদের সাপরূপী রশি ও লাঠিগুলি গিলিয়া ফেলিল। অমনি যাদুকরগণ সিজদায় পড়িয়া গেল। তাহাদের কর্তা ব্যক্তিরা ইহাতে অসন্তুষ্ট ছিল। তাহারা সিজদাবনত অবস্থায় জান্নাত ও জাহান্নাম এবং উহাদের বাসিন্দাদের অবস্থা দেখিতে পাইল।

(১২৩) قَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِى الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَآ اَهْلَهَا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ○

(১২৪) لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ○

(১২৫) قَالُوْٓا اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ○

(১২৬) وَمَا تَنْقِمُ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا ۚ رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ ○

১২৩. ফিরআউন বলিল, কী! আমি তোমাদিগকে অনুমতি দিবার পূর্বে তোমরা উহাতে বিশ্বাস করিলে ? ইহা তো এক চক্রান্ত, তোমরা এই চক্রান্ত করিয়াছ নগরবাসিগণকে উহা হইতে বহিষ্কারের জন্য। আচ্ছা, শীঘ্রই তোমরা ইহার পরিণাম জানিবে।

১২৪. আমি তোমাদের হস্তপদ বিপরীত দিক হইতে অবশ্যই কর্তন করিবই; অতঃপ তোমাদিগের সকলকেই শূলবিদ্ধও করিবই।

১২৫. তাহারা বলিল, আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করিব।

১২৬. তুমি তো আমাদিগকে শাস্তিদান করিতেছ এই জন্য যে, আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনে বিশ্বাস করিয়াছি যখন উহা আমাদের কাছে আসিয়াছে। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে ধৈর্য দান কর এবং আমাদিগকে মৃত্যু দান কর মুসলমান অবস্থায়।

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা জানাইতেছেন যে, যাদুকরগণ পরাভূত হইয়া সংগে সংগে মূসা (আ.)-এর উপর ঈমান আনায় জনগণের উপর ইহার যে প্রভাব-প্রতিক্রিয়া দেখা দিল উহাকে অভিশপ্ত ফিরআউন একটি পূর্বপরিকল্পিত চক্রান্ত ভাবিয়া যাদুকরগণকে কিভাবে শাসাইয়াছিল। তিনি বলেন ঃ

اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِى الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَا اَهْلَهَا

অর্থাৎ তোমরা যে তোমাদের উপর মূসাকে আজ বিজয়ী করিয়াছ ইহা তোমাদের পূর্ব পরিকল্পিত সম্মিলিত চক্রান্ত ও যোগসাজশ। তোমরা উভয় দল পরামর্শ করিয়া পারস্পরিক সম্মতি সহকারে ইহা করিয়াছ। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ফিরআউনের এই বক্তব্য উদ্ধৃত করেন ঃ

انه لكبيركم الذى علمكم السحر। অর্থাৎ নিশ্চয়ই মূসা তোমাদের গুরু যে তোমাদিগকে যাদু শিখাইয়াছে। সে সকল কিছু জানে আর সে হইল তোমাদের মধ্যমণি বা কেন্দ্রীয় ব্যক্তি।

অবশ্য ফিরআউন যাহা বলিল তাহা চরম ভুল কথা। কারণ, মূসা (আ.) মাদায়েন হইতে আসিয়া সরাসরি আল্লাহ্‌র পথের দাওয়াত নিয়া তাহার নিকট হাযির হইয়াছেন। তিনি যে বিস্ময়কর মু'জিযাসমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা তাঁহার নবূওয়াত ও রিসালাতের সত্যতা প্রমাণের জন্য। তাহারই সামনে ফিরআউন তাহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত মাদায়েন ও অন্যান্য শহর হইতে যাদুকরগণকে মিসরে সমবেত করার জন্য সংগ্রাহক প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছে। ইহা ছিল তাহার ও তাহার সভাসদগণের পরামর্শক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্ত। যাদুকররা তাহার নিকট উপস্থিত হওয়ার পর তিনি তাহাদিগকে বিজয়ী হইতে পারিলে উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। সুতরাং জনগণকে এই ব্যাপারে উৎসুক করা ও তাহাদের নিকট এই অবস্থাটি প্রকাশ পাওয়া এবং ফিরআউনের দরবারে তাহাদের আগমন এই সব কিছুর জন্য তাহারা নিজেরাই দায়ী। মূসা (আ.) যাদুকরদের কাহাকেও চিনেন না, তাহাদিগকে কখনও দেখেন নাই এবং আগে তাহাদের সহিত কোথাও মিলিত হন নাই। ফিরআউন নিজেও তাহা ভালভাবে জানে। তথাপি জনতার সামনে উহা বলার উদ্দেশ্যে হইল তাহাদিগকে বোকা বানানো এবং বানোয়াট কথা বলিয়া তাহাদিগকে নিজের দলে বহাল রাখা। এইভাবে সে তাহাদের মূর্খতার সুযোগ নিয়া তাহাদিগকে নানা বানোয়াট কথার মাধ্যমে বোকা বানাইয়া রাজত্ব চালাইয়া যাইতেছে ছিল। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ فاستخف قومه فاطاعوه অর্থাৎ উহাতে তাহার সম্প্রদায় ভীত হইয়া তাহার অনুগত হইল। এমনকি তাহার মূর্খ সম্প্রদায় তাহার انا ربكم الاعلى অর্থাৎ 'আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ প্রতিপালক প্রভু' দাবীটিও মানিয়া নিয়াছে। অথচ এই দাবী ছিল সৃষ্টিকুলের ভিতর সব চাইতে মূর্খতা পূর্ণ ও ভ্রান্ত দাবীদারের বক্তব্য।

اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِى الْمَدِيْنَةِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্ন আব্বাস (রা.) ও ইব্ন মাসউদ (রা.) সহ বিভিন্ন সাহাবা হইতে নির্ভরযোগ্য সূত্রে ইমাম সুদ্দী (র.) তাহার তাফসীরে বলেন ঃ যাদুকরদের সর্দার ও মূসা (আ.)-এর ভিতর যখন দেখা-সাক্ষাত হইল তখন মূসা (আ.) যাদুকর সর্দারকে বলিলেন ঃ তোমার কি খেয়াল, যদি আমি তোমাকে পরাজিত করিয়া জয়ী হই তাহা হইলে কি তুমি আমার উপর ঈমান আনিবে এবং আমি যাহা নিয়া আসিয়াছি তাহা সত্য বলিয়া সাক্ষ্য দিবে? যাদুকর প্রধান বলিল– আগামী দিন আমরা এমন যাদুর খেলা দেখাইব যাহা কোন যাদুই পরাভূত করিতে পারিবে না। তবে আল্লাহ্‌র শপথ! যদি তুমি আমার উপর জয়ী হও, তাহা হইলে অবশ্যই আমি তোমার উপর ঈমান আনিব এবং অবশ্যই আমি সাক্ষ্য দিব যে, তুমি সত্য। ফিরআউন তাহাদের এই কথোপকথন লক্ষ্য করিয়াছিল। তাই যাদুকরগণকে উপরোক্ত অভিযোগে অভিযুক্ত করিল।

لِتُخْرِجُوْا مِنْهَا اَهْلَهَا অর্থাৎ মূসা ও তোমরা জনগণকে সমবেত করিয়া তাহাদিগকে প্রভাবিত করিবে ও রাষ্ট্র কর্তাগণকে বিতাড়িত করিয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করিবে।

فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ আমি তোমাদের ব্যাপারে কিরূপ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করি তাহা শীঘ্রই টের পাইবে।

অতঃপর ফিরআউন সেই কঠোর ব্যবস্থার ব্যাখ্যা দান করিল ঃ

لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ অর্থাৎ ডান হাত ও বাম পা অথবা বাম হাত ও ডান পা কাটিব।

لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ অর্থাৎ অবশ্যই তোমাদিগকে শূলবিদ্ধ করিব। অন্যত্র তিনি বলেন ঃ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ অর্থাৎ খেজুর শাখায় ঝুলাইয়া ফাঁসী দিব।

ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন ঃ পৃথিবীতে ফিরআউনই প্রথম শূলবিদ্ধ করা ও বিপরীত দিকের হাত-পা কাটার দণ্ড চালু করেন।

যাদুকররা বলিল ঃ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ অর্থাৎ ইহা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট যে, আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট ফিরিয়া যাইতেছি। কারণ, তাঁহার শাস্তি তোমার শাস্তি হইতেও ভয়াবহ এবং তাঁহার লাঞ্ছনা তোমাদের লাঞ্ছনা হইতে আরও মারাত্মক। তুমি সেই যাদুর খেলার দিকে আমাদিগকে ডাকিতেছ যাহা আমরা অপসন্দ ও ঘৃণা করি। উহাই তো আমাদের জন্য লাঞ্ছনা। তাই আমরা আজ তোমার দণ্ডের জন্য ধৈর্য ধারণ করিব। যাহাতে আল্লাহ্‌র শাস্তি হইতে বাঁচিতে পারি।

অতঃপর তাহারা প্রার্থনা করিল ঃ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا অর্থাৎ হে আমাদের প্রতিপালক! এই কঠিন সংকটে তুমি আমাদিগকে ধৈর্য দাও যেন আমরা তোমার দীনের উপর স্থির ও সুদৃঢ় থাকিতে পারি।

وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ অর্থাৎ তোমার নবী মূসা (আ.)-এর অনুসারী হিসাবে মৃত্যুদান কর। অতঃপর তাহারা ফিরআউনকে বলিল ঃ

فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا . إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ . إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ . وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلَىٰ -

অর্থাৎ অতএব তুমি যাহা করিতে চাও কর ; তুমি তো কেবল এই পার্থিব জীবনের উপর কর্তৃত্ব করিতে পার। আমরা আমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনিয়াছি যাহাতে তিনি ক্ষমা করেন আমাদের স্বেচ্ছাকৃত অপরাধ ও তুমি আমাদিগকে যে যাদু করিতে বাধ্য করিয়াছ সেই অপরাধ। আর আল্লাহ্ সর্বোত্তম ও স্থায়ী। যে তাহার প্রতিপালকের নিকট অপরাধী হইয়া উপস্থিত হইবে তাহার জন্য তো আছে জাহান্নাম, সেখানে সে মরিবেও না, বাঁচিবেও না। আর যাহারা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবে মু'মিন অবস্থায় সৎকাজ করিয়া, তাহাদের জন্য রহিয়াছে সর্বোচ্চ মর্যাদা (২০ ঃ ৭২ – ৭৫)।

অতঃপর যাহারা পূর্বাহ্নে ছিল ঘৃণ্য যাদুকর, তাহারাই অপরাহ্নে পুণ্যাত্মা শহীদে পরিণত হইল। ইব্‌ন আব্বাস, উবায়েদ ইব্‌ন উমায়ের, কাতাদা ও ইব্‌ন জুরাইজ (র.) বলেন ঃ তাহারা পূর্বাহ্নে যাদুকর ছিল ও অপরাহ্নে শহীদ হইল।

(১২৭) وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ ۚ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ○

(১২৮) قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ۖ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ○

(১২৯) قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ۚ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ○

১২৭. ফিরআউন সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলিল, আপনি কি মূসাকে ও তাহার সম্প্রদায়কে রাজ্য বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে এবং আপনাকে ও আপনার দেবতাগণকে বর্জন করিতে দিবেন ? সে বলিল, আমরা তাহাদের পুত্রদিগকে হত্যা করিব ও তাহাদের নারীদিগকে জীবিত রাখিব আর আমরা তো তাহাদের উপর প্রবল।

১২৮. মূসা তাহার সম্প্রদায়কে বলিল, আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্যধারণ কর। রাজ্য তো আল্লাহ্‌রই! তিনি তাহার বান্দাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা উহার উত্তরাধিকারী করেন এবং শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য।

১২৯. তাহারা বলিল, 'আমাদের নিকট তোমার আসিবার পূর্বেও আমরা নির্যাতিত হইয়াছি এবং তোমার আসিবার পরেও। সে বলিল, শীঘ্রই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শত্রু ধ্বংস করিবেন এবং তিনি তোমাদিগকে রাজ্যে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত করিবেন; অতঃপর তোমরা কী কর তাহা তিনি লক্ষ্য করিবেন।

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা ফিরআউন ও তাহার সভাসদগণ মূসা (আ.) ও তাহার সম্প্রদায়ের উপর যে অত্যাচার চালাইয়াছিল ও ভবিষ্যতেও যাহা চালাইবার পরিকল্পনা নিয়াছিল তাহা জানাইতেছেন। তিনি বলেন ঃ

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ অর্থাৎ ফিরআউনের সম্প্রদায়ের একদল লোক ফিরআউনকে বলিল।

أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ অর্থাৎ আপনি কি মূসা ও তাহার সম্প্রদায়কে পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করিতে এবং আপনার প্রজাপুঞ্জকে আপনার ইবাদত ছাড়িয়া আল্লাহ্র ইবাদত করার আহবান জানাইয়া ফিরিতে সুযোগ দিতে চাহেন ?

হায় আল্লাহ্! কী আশ্চর্য! তাহারা মূসা (আ.) ও তাহার সম্প্রদায়ের ফাসাদের (!) জন্যে ভয় পাইতেছে ? জানিয়া রাখ, ফিরআউন ও তাহার সম্প্রদায়ই ফাসাদ সৃষ্টিকারী। কিন্তু তাহারা উহা বুঝে না। তাই তাহারা বলিল ঃ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ অর্থাৎ আপনাকে ও আপনার দেবতাগণকে বর্জন করিবে।

একদল তাফসীরকার বলেন ঃ এখানে واو অক্ষরটি অবস্থা প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ আপনি কি মূসা ও তাহার সম্প্রদায়কে ফাসাদপূর্ণ অরাজক অবস্থা সৃষ্টির জন্য সুযোগ দিতে চাহেন ? সে তো আপনার ইবাদত আগেই বর্জন করিয়াছে ! উবাই ইব্ন কা'ব (র.) এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ তাহাদের অবস্থা এই দাঁড়াইয়াছে যে, তাহারা আপনার ও আপনার দেবতাগণের ইবাদত বর্জন করিয়াছে। ইব্ন জারীর (র.) ইহা বর্ণনা করেন।

একদল آلِهَتَكَ স্থলে اِلاهتك পড়েন। অর্থাৎ আপনার ইবাদত। ইব্ন আব্বাস (রা.) ও মুজাহিদ (র.) প্রমুখ হইতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। একদল বলেন ঃ এখানে واو সংযোজক শব্দ। অর্থাৎ আপনি কি তাহাদিগকে ফাসাদ সৃষ্টি ও আপনার প্রভুগণকে বর্জনের সুযোগ দিতে চাহেন ? আপনি তো তাহাদিগকে সেই প্রতিশ্রুতিই দিয়াছেন।

পূর্বোক্ত কারণের ভিত্তিতে একদল বলেন ঃ ফিরআউনের একটি দেবতা ছিল। সে উহার উপাসনা করিত। হাসান বাসরী বলেন ঃ ফিরআউনের একটি দেবতা ছিল। সে গোপনে উহার উপাসনা করিত। একদল বলেন ঃ তাহার কাধে ঝুলানো একটি ফুল থাকিত এবং সে উহাকেই পূজা করিত ও প্রণতি জানাইত।

وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে সুদ্দী বলেন ঃ ইব্ন আব্বাস (রা.) মনে করেন, কোন সুন্দর গাভী দেখিলেই ফিরআউন উহাকে পূজা করার জন্য সকলকে নির্দেশ দিত। এই কারণেই তাহাদের পূজার জন্য একটি সুন্দর সবল হাম্বারবকারী দামড়া বাছুর সৃষ্টি করা হইয়াছিল।

ফিরআউন তাহাদের প্রশ্নের জবাবে জানাইল ঃ আমরা বনী ইসরাঈলদের পুত্রগণকে হত্যা করিব ও নারীগণকে রাখিয়া দিব। ফিরআউন তাহাদের ব্যাপারে এইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের ইহা দ্বিতীয় দফা। প্রথম দফা এইরূপ করিয়াছিল মূসা (আ.)-এর জন্মের আগে। তাহার আগমন ঠেকাইবার জন্য। কিন্তু তাহার সেই পরিকল্পনা ও অভিলাষ ব্যর্থ করিয়া মূসা (আ.) আবির্ভূত হন। দ্বিতীয় দফার পরিকল্পনাও সেইরূপ ব্যর্থতার মুখ দেখিল। তাহারা বনী ইসরাঈলকে লাঞ্ছিত ও নিষ্পীড়িত করিবার এই দ্বিতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আগেই আল্লাহ্র তরফ হইতে

ইহার বিপরীত পরিকল্পনা আসিয়া হাযির হইল। ফলে সে লাঞ্ছিত হইল ও বনী ইসরাঈগণ মর্যাদাপ্রাপ্ত হইল। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে সসৈন্য নীল নদে ডুবাইয়া মারিলেন।

ফিরআউন যখন বনী ইসলাঈলগণের বিরুদ্ধে উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের কথা ঘোষণা করিল, তখন মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলগণকে বলিলেন ঃ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا অর্থাৎ আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা কর ও ধৈর্য ধারণ কর। অতঃপর তাহাদের এই সুসংবাদ দিলেন যে, শীঘ্রই এই রাষ্ট্রের তোমরাই উত্তরাধিকারী হইবে।

তাহারা বলিল ঃ قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا অর্থাৎ হে মূসা! তোমার আসার আগেও আমরা এই নির্যাতন তোমার উপলক্ষেই ভোগ করিয়াছি এবং এখনও তোমার উপলক্ষে আবার ভোগ করিতেছি। ইহার জবাবে তিনি বলেন ঃ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ অর্থাৎ শীঘ্রই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শত্রু ধ্বংস করিবেন। ইহা ছিল তাহাদিগকে দৃঢ় থাকার জন্য উৎসাহ দান ও বিপদের বদলে নিয়ামত লাভের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনমূলক বক্তব্য।

(١٣٠) وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ○

(١٣١) فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ ۖ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ ۗ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ○

১৩০. আমি তো ফিরআউনের অনুসারিগণকে দুর্ভিক্ষ ও ফল-ফসলের ক্ষতিরদ্বারা আক্রান্ত করিয়াছি যাহাতে তাহারা অনুধাবন করে।

১৩১. যখন তাহাদের কোন কল্যাণ হইত, তাহারা বলিত, ইহা তো আমাদের প্রাপ্য; আর যখন কোন অকল্যাণ হইত তখন উহার জন্য মূসা আর তাহার সংগীগণের উপর দোষ চাপাইত। শোন, তাহাদের অকল্যাণ আল্লাহ্র নিয়ন্ত্রণাধীন ; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ ইহা জানে না।

তাফসির ঃ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ অর্থাৎ ফিরআউনের অনুসারিগণকে আমি পরীক্ষা করিয়াছি দুভিক্ষ দিয়া।

بِالسِّنِينَ অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের বৎসরগুলি দ্বারা ও শস্য হানি ঘটাইয়া।

وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ অর্থাৎ ফল-ফসল হ্রাস করিয়া। মুজাহিদ (র.) বলেন ঃ ইহা দুর্ভিক্ষের বৎসর ভিন্ন অন্য বৎসর।

রাজা ইব্ন হায়াত (র.) হইতে আবূ ইসহাক (র.) বলেন ঃ খেজুর বৃক্ষে একবার মাত্র খেজুর হইত।

لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ অর্থাৎ তাহারা যেন যথার্থ উপলব্ধি অর্জন করে।

فَاِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ অর্থাৎ যখন তাহাদের ফল-ফসলের প্রাচুর্য দেখা দিত।

قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ অর্থাৎ আমরা পরিশ্রম করিয়াছি বলিয়াই ইহা অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছি।

وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ অর্থাৎ যখন তাহাদের দুর্দিন দেখা দেয়।

يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ অর্থাৎ ইহা মূসা ও তাহার সংগীদিগের স্বরূপ তাহাদের কারণে হইয়াছে অভিশাপ।

اَلَا اِنَّمَا طٰۤئِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ অর্থাৎ জানিয়া রাখ, তাহাদের এই দুর্দিন আসে আল্লাহ্‌র তরফ হইতে। ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে আবূ তালহা (র.) বলেন ঃ তাহাদের যাহা কিছু বালা মুসীবত তাহা আল্লাহ্‌র তরফ হইতে আসে। ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে ইব্ন জুরাইজ (র.) ও অনুরূপ বর্ণনা করেন।

وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ তাহাদের অধিকাংশ লোকই এই সত্যটি উপলব্ধি করে না।

(١٣٢) وَقَالُوْا مَهْمَا تَاْتِنَا بِهٖ مِنْ اٰيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا ۙ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ○

(١٣٣) فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ اٰيٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ○

(١٣٤) وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوْا يٰمُوْسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۚ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ ○

(١٣٥) فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ اِلٰۤى اَجَلٍ هُمْ بٰلِغُوْهُ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ ○

১৩২. তাহারা বলিল, আমাদিগকে যাদু করিবার জন্য তুমি যে কোন নিদর্শন আমাদের নিকট পেশ কর না কেন আমরা তোমার উপর ঈমান আনিব না।

১৩৩. অতঃপর আমি তাহাদিগকে প্লাবন, পংগপাল, উকুন, ভেক ও রক্ত দ্বারা আক্রান্ত করি। এইগুলি স্পষ্ট নির্দশন ; কিন্তু তাহারা দাম্ভিকই রহিয়া গেল ; আর তাহারা ছিল এক অপরাধী সম্প্রদায়।

১৩৪. এবং যখন তাহাদের উপর শাস্তি আসিত তাহারা বলিত– হে মূসা! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা কর তোমার সহিত আমাদের যে অংগীকার রহিয়াছে তদনুযায়ী ; যদি তুমি আমাদের উপর হইতে শাস্তি অপসারিত কর তবে আমরা তো তোমার উপর ঈমান আনিবই, এমন কি বনী ইসরাঈলগণকেও তোমার সহিত যাইতে দিব।

১৩৫. যখনই তাহাদের উপর হইতে শাস্তি অপসারণ করিতাম, এক নির্দিষ্ট কালের জন্য যাহা তাহাদের জন্য নির্ধারিত ছিল, তাহারা তখনই তাহাদের অংগীকার ভংগ করিত।

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে ফিরআউন সম্প্রদায়ের ধৃষ্টতা, দাম্ভিকতা, সত্য বিরোধিতা ও মিথ্যার উপর বারংবার আঁকড়াইয়া থাকার সংবাদ প্রদান করা হইতেছে। তাহারা বলে ঃ

مَهْمَا تَاْتِنَا بِهٖ مِنْ اٰيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ তুমি যতই নিদর্শন দেখাও আর দলীল-প্রমাণ উপস্থিত কর না কেন, আমরা কিছুতেই তোমার উপর ঈমান আনিব না। এমন কি তুমি যাহা নিয়া আসিয়াছ তাহার উপরও বিশ্বাস স্থাপন করিব না। তাই আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা লইয়া মতান্তর দেখা দিয়াছে। ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে প্রাপ্ত একটি বর্ণনামতে طوفان অর্থ হইল অতি বৃষ্টি থাকার ফলে পানির প্লাবন হইয়া ফল-ফসল সব তলাইয়া ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। যাহ্হাক ইব্ন মুযাহিম (র.) এই মত পোষণ করেন।

ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর অন্য একটি বর্ণনামতে উহা ছিল মড়ক ও প্লেগ, আতাও এই মতের অনুসারী।

মুজাহিদ তুফান'-এর ব্যাখ্যায় প্লাবন ও প্লেগ উভয়ই উল্লেখ করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র.) —— —— আয়িশা (রা.) হইতে বর্ণনা করেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন– তুফান অর্থ হইল মড়ক।

ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়ামানের সূত্রে ইব্ন মারদুবিয়া (র.) ইহা বর্ণনা করেন। তবে হাদীছটি গরীব পর্যায়ের।

ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর অপর বর্ণনামতে উহা আল্লাহ্‌র এমন এক ব্যবস্থা যাহা তাহাদের উপর পরিবেষ্টন করিয়াছিল। অতঃপর তিনি পাঠ করেন ঃ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون অর্থাৎ অতঃপর তাহাদের উপর দিয়া প্রদক্ষিনকারী একটি প্রবাহ প্রবাহিত হইল যখন তাহারা ছিল নিদ্রিত। অর্থাৎ তাণ্ডব সৃষ্টিকারী টর্নেডো বা ঘুর্ণিঝড়। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

الجراد হইল সুপরিচিত টিড্ডি এবং ইহা খাওয়া বৈধ। সহীহ্ সংকলনদ্বয়ে ইহার বর্ণনা রহিয়াছে। যেমন ঃ

আবূ ইয়াফূর (র.) হইতে সহীহ্দ্বয়ে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন– আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফা (রা.)-কে 'জারাদ' সম্পর্কে প্রশ্ন করায় তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সহিত সাতটি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছি এবং আমরা তখন টিড্ডি ভক্ষণ করিতাম।

ইমাম শাফিঈ, আহমদ ইব্ন হাম্বল ও ইব্ন মাজা (র.)– — — –ইব্ন উমর (রা.) হইতে যায়েদ ইব্ন আসলাম সূত্রে আবদুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ নবী করীম (সা.) বলিয়াছেন, আমাদের জন্য দুইটি মৃত জীব ও দুইটি রক্ত বৈধ করা হইয়াছে। তাহা হইল মাছ ও টিডডি এবং যকৃত ও প্লিহা।

আবুল কাসিম বাগাবী (র.) — — — –ইব্ন উমর (রা.) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

আবূ দাউদ (র.) – — — – সালমান (রা.) হইতে বর্ণনা করেন ঃ রাসূল (সা.)-কে জারাদ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন– উহা সাধারণত আল্লাহ্র সৈন্যদল। আমি উহা খাই না, হারামও জানি না।

রাসূল (সা.) উহা বৈধ জানিয়াও তেমনি এড়াইয়া চলিতেন যেভাবে তিনি গুইসাপ বৈধ বলা সত্ত্বেও নিজে খাইতেন না। ইহা ছিল তাহার রুচির প্রশ্ন। হাফিজ ইব্ন আসাকির (র.) তাঁহার সংকলনে জারাদ সম্পর্কে আবূ সাঈদ (র.) হাসান ইব্ন আলী আদবী হইতে একটি হাদীছ উদ্ধৃত করেন। যেমন ঃ

ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে তিনি বর্ণনা করেন ঃ রাসূল (সা.) টিডডি খাইতেন না, কিডনীও খাইতেন না, গুইসাপও খাইতেন না, অথচ উহা অবৈধ বলিতেন না। টিডডী হইল আযাব ও শাস্তির নিদর্শন। কিডনী বা লিভার-প্লীহা মূত্রাশয় সংলগ্ন বস্তু। গুই সাপের চেহারায় বিকৃতি সৃষ্টির ভয় রহিয়াছে। ইব্ন আসাকির (র.) বলেন– হাদীছটি গরীব। এই সূত্র ছাড়া অন্য কোন সূত্রে ইহা উদ্ধৃত করি নাই।

আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) টিড্ডি অত্যন্ত পসন্দ করিতেন ও খাবার জন্য খুবই আগ্রহী ছিলেন। ইব্ন উমর (রা.) হইতে আবদুল্লাহ্ ইব্ন দীনার (র.) বর্ণনা করেন যে, উমর (রা.)-কে টিডডি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন ঃ আহা! আমাদের কাছে যদি উহার দু'এক টুকরা থাকিত তাহা হইলে খাইতাম!

ইব্ন মাজা (র.)— — — —আনাস ইব্ন মালিক (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসূল (সা.)-এর বিবিগণ একে অপরকে টিডডির বদলে টিডডি হাদিয়া দিতেন।

আবুল কাসিম বাগাবী (র.) – — — –আবূ উমামা হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ উমামা (র.) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলিয়াছেন– মারয়াম বিন্ত ইমরান (আ.) তাহার প্রতিপালকের কাছে রক্ত মুক্ত মাংস খাইতে চাহিলে তিনি তাহাকে টিডডি খাইতে দেন। তখন সে প্রার্থনা করিল, হে আল্লাহ্! উহাকে স্তন্যপান ছাড়াই বাঁচাইয়া রাখিও এবং বংশধারা ছড়াইয়া দিও।

আবূ যুহায়ের নুমায়রী হইতে আবূ বকর ইব্ন আবূ দাউদ (র.) বর্ণনা করেন যে, নুমায়রী বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলিয়াছেন– জারাদের সহিত যুদ্ধ করিও না। উহারা আল্লাহ্র বিরাট সৈন্যদল। অবশ্য হাদীছটি অত্যন্ত গরীব।

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে মুজাহিদ হইতে ইব্ন আবূ নাজীহ বলেন– উহারা দরজাসমূহের পেরেকগুলি খাইয়া ফেলিত ও কাঠগুলি ফেলিয়া যাইত।

আওযাঈ হইতে ইব্ন আসাকির (র.) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি একবার ময়দানে বাহির হইলাম। আকাশে বহু টিড্ডি ছিল। উহার একটি মাটিতে নামিয়াছিল। হঠাৎ উহা পায়ের নীচে পড়িতেই লোহার কাঁটার মত পায়ে বিঁধিতেছিল। অমনি সরিয়া গিয়া উহা হাত পাতিয়া ডাকিলে হাতে আসিয়া বসিল। উহা তখন বলিয়া উঠিল– দুনিয়া বাতিল উহার ভিতর যাহা আছে তাহাও বাতিল। দুনিয়া বাতিল, উহার ভিতর যাহা আছে তাহাও বাতিল। দুনিয়া বাতিল উহার ভিতর যাহা আছে তাহাও বাতিল।

হাফিজ আবুল ফারাজ আল মুআফী ইব্ন যাকারিয়া হাবারী (র.) বর্ণনা করেন যে, আমের বলেন ঃ শুরায়েহকে কারী জার্রাদ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন– জার্রাদাকে আল্লাহ্ বড়ই কুৎসিত গড়ন দিয়াছেন। উহা সাতটি বিচিত্র অংশের এক অদ্ভুত সৃষ্টি। উহার মাথা হইল ঘোড়ার মাথা। ঘাড় হইলো বলদের ঘাড়। সীনা হইল সিংহের সীনা। পাখা দুইটি শকুনের পাখা। চরণ দুইটি উটের চরণ। লেজটি হইল সাপের লেজ। পেটটি ইহল বৃশ্চিকের পেট।

আমরা أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে উদ্ধৃত একটি হাদীছে আগেও জার্রাদ সম্পর্কে বর্ণনা করিয়া আসিয়াছি। হাদীছটি আবূ হুরায়রা (রা.) হইতে আবুল মহযিম সূত্রে হাম্মাদ ইব্ন সালমা (র.) বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন– আমরা নবী করীম (সা.)-এর সংগে হজ্জ কিংবা উমরা উপলক্ষে সফরে বাহির হইলাম। আমাদের সম্মুখে একটি টিড্ডি পাইলাম। আমরা তখন মুহরিম। তথাপি আমরা খুব মজা করিয়া উহা খাইলাম। অতঃপর হুযূর (সা.)-কে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন– সমুদ্রের প্রাণী শিকারে কোন পাপ নাই।

ইব্‌ন মাজা (র.)—— ——জাবির (রা.) হইতে বর্ণনা করেন ঃ রাসূল (সা.) টিডডির উৎপাত বন্ধের জন্য এইরূপ দু'আ করিতেন ঃ

اللهم اهلك كباره - و اقتل صفاره - وافسد بيضه - واقطع دابره و خذ بافواهه عن معا يشنا وارزاقنا انك سميع الدعاء -

অর্থাৎ আয় আল্লাহ্! উহার বড়গুলিকে ধ্বংস কর, ছোটগুলিকে হত্যা কর, ডিমগুলিকে নষ্ট কর এবং উহার শিকড় কাটিয়া দাও। আর উহার মুখ হইতে আমাদের জীবিকা ও রুযী রক্ষা কর। নিশ্চয় তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী।

তখন তাঁহাকে জাবির (রা.) প্রশ্ন করিলেন– হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি কি আল্লাহ্‌র সেনাবাহিনী একটি দলের মূলোচ্ছেদ চাহিলেন ? তিনি বলিলেন– উহা সামুদ্রিক মাছ হইতে উৎক্ষিপ্ত এক প্রাণী বিশেষ।

হিশাম (র.) বলেন ঃ আমাকে যিয়াদ এক প্রত্যক্ষদর্শী হইতে এই খবর দিয়াছেন যে, যখন সেই মাছ ডিম পাড়ার সময় হয় কিনারায় চলিয়া আসে। সেখানে ডিম ছাড়িলে পানি সুস্বাদু হয় এবং সূর্যালোকে উহা প্রস্ফুটিত হয়। তখন উহা টিডডি পাখীতে রূপ নেয়।

এই ব্যাপারটি আমি الا امم امثالكم আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে উদ্ধৃত একটি হাদীছে পূর্বেও বর্ণনা করিয়াছি। যেমন, উমর (রা.)-এর বর্ণিত সেই হাদীছে আছে– আল্লাহ্ তা'আলা এক হাজার শ্রেণীর জীব সৃষ্টি করিয়াছেন। উহার ছয়শত জলভাগে ও চারিশত স্থলভাগে রহিয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে টিডডি।

আবূ বকর ইব্‌ন দাউদ (র.)—— ——বারা ইব্‌ন আযিব (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলিয়াছেন– 'তরবারির সাথে ব্যাধি নাই আর টিডডির দেহে চর্ম নাই।' হাদীছটি গরীব।

قمل (কুম্‌মাল) গমের পোকা। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণিত আছে যে, উহা গমের মধ্যে উৎপন্ন হয় ও উহা হইতে নির্গত হয়।

ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, উহা হইল 'দবা' টিডডির ক্ষুদ্র সংস্করণ। উহার কোন পাখা নাই। মুজাহিদ, ইকরামা, কাতাদা প্রমুখও তাই বলেন। হাসান ও সাঈদ ইব্‌ন জুবায়ের (র.) বলেন– উহা হইল ক্ষুদ্রাকৃতির কালো পোকা।

আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র.) বলেন ঃ কুম্মাল হইল কাঠসম।

ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ 'কুমলাতুন' শব্দের বহু বচন হইল কুম্মাল। উহা উটের পোকার মতই এক ধরনের পোকা। উহা উটকে দংশন করে ও পীড়া দেয়। কবি আ'শ বলেন ঃ

قوم يعالج قملا ابنا ئهم * وسلاسلا اجد وبابا موصدا

জাতির মত নষ্ট ছেলে কুম্মালসম দুষ্টকীট
ওষুধ হল রুদ্ধ দুয়ার শিকল বাঁধা বেদম পিট।

ইব্‌ন জারীর (র.) বলেন ঃ আরবী ভাষাভাষী বসরার একদল আলিম বলেন, **'কুম্মাল'** আরবদের পরিভাষায় 'হুমনান' যাহার একবচন হইল হুমনানাহ্। উহা এঁটেল পোকা হইতে ছোট ও উকুন হইতে বড়। তিনি আরও বলেন ঃ

ইব্‌ন হুসাইদ রাযী (র.) ...... সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের হইতে বর্ণনা করেন ঃ যখন মূসা (আ.) ফিরআউনের নিকট আসিয়া বলিলেন– আমার সংগে বনী ইসরাঈলগণকে যাইতে দাও, তখন সে উহাতে রাযী হইল না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তুফান বা প্রবল বৃষ্টিপাত ঘটাইলেন। ফিরআউন উহাকে আযাব ভাবিয়া ভয় পাইল ও মূসা (আ.)-কে বলিল– তুমি তোমার প্রভুকে ডাকিয়া আমাদিগকে এই শাস্তি হইতে মুক্তি দাও। তাহা হইলে আমরা তোমার উপর ঈমান আনিব ও তোমার সংগে বনী ইসরাঈলগণকে যাইতে দিব। অতঃপর মূসা (আ.) তাহা করিলেন। কিন্তু তাহারা ঈমান আনিল না ও বনী ইসরাঈলগণকে তাহার সংগে যাইতে দিল না। তবে সেই বছর এত ফল-ফসল হইল যাহা পূর্বে কখনও হয় নাই। তখন তাহারা বলিল, আমরা তো ইহাই পাবার যোগ্য। তখন আল্লাহ্ তা'আলা টিডডি পাঠাইলেন। তাহাদের সকল ক্ষেত খামারে উহা ছড়াইয়া পড়িল। তাহারা বুঝিতে পারিল, ফল ফসল আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। তাই তাহারা বলিল– হে মূসা! আমাদিগকে দু'আ করিয়া টিড্ডি মুক্ত কর। তাহা হইলে আমরা ঈমান আনিব এবং বনী ইসরাঈলগণকে তোমার সংগে যাইতে দিব। তখন মূসা (আ.) আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করায় টিড্ডি চলিয়া গেল। কিন্তু তাহারা ঈমান আনিল না ও বনী ইসরাঈলগণকে মূসা (আ.)-এর সহিত যাইতে দিল না। পক্ষান্তরে তাহারা গৃহগুলি সুরক্ষিত করিয়া উহাতে আশ্রয় লইয়া বলিল, আমরা এখন নিরাপদ অবস্থানে রহিয়াছি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা কুম্মাল প্রেরণ করিলেন। উহা গমের কীট এবং গম হইতেই উহা নির্গত হইত। তখন তাহারা আবার বলিল– হে মূসা! তোমার প্রভুকে বলিয়া আমাদিগকে দুষ্ট কীট হইতে উদ্ধার কর। তাহা হইলে আমরা তোমার উপর ঈমান আনিব এবং তোমার সংগে বনী ইসরাঈলগণকে যাইতে দিব। মূসা (আ.) তাহাই করিলেন। দুষ্টকীট উধাও হইল। কিন্তু তাহারা এবারেও ঈমান আনিল না ও বনী ইসরাঈলগণকে তাঁহার সংগে যাবার অনুমতি দিল না।

ইত্যবসরে মূসা (আ.) ফিরআউনের দরবারে উপস্থিত হইলেন। হঠাৎ ফিরআউন ব্যাঙের ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর শব্দ শুনিতে পাইল। তখন তিনি ফিরআউনকে বলিলেন– তুমি ও তোমার সম্প্রদায় কি এই জীবের কখনও দেখা পাইয়াছ ? সে বলিল– ইহা হয়ত

আরেক চক্রান্ত। তখনও সন্ধ্যা হয় নাই। এমন সময় একটি লোক আসিয়া বলিল। তাহার চোয়ালে একটি ব্যাঙ বসিল। যখন সে অন্যান্যের সহিত কথা বলিতে মুখ খুলিল, অমনি তাহার মুখের ভিতর ব্যাঙ ঢুকিয়া গেল। এইসব উৎপীড়ন হইতে বাঁচার জন্য তাহারা আবার মূসা (আ.)-কে বলিল– হে মূসা! তোমার প্রতিপালককে ডাকিয়া আমাদিগকে ব্যাঙের উৎপাত হইতে রক্ষা কর। আমরা তোমার উপর ঈমান আনিব এবং বনী ইসরাঈলগণকে তোমার সংগে যাইতে দিব। তিনি তখন তাহাই করিলেন। ফলে ব্যাঙ বিদায় হইল। কিন্তু তাহারা ঈমান আনিল না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা রক্ত পাঠাইলেন। উহার প্রাচুর্য এরূপ ছিল যে, তাহাদের নদী, নালা, ঝরনা, কূপ এমনকি পানির পাত্রগুলিও রক্তে পরিপূর্ণ হইল। তখন তাহারা ফিরআউনের কাছে এই দুরবস্থার কথা জানাইল। তাহারা বলিল, আমরা রক্তের মহা বিপদে আক্রান্ত। আমরা আদৌ পানি পাইতেছি না। তখন সে বলিল, নিশ্চয়ই মূসা যাদু করিয়া তোমাদের কিছু লোকের পানি নষ্ট করিয়াছে। তাহারা বলিল, পানিতো কোথাও নাই। শুধু সর্বত্র রক্ত আর রক্ত। তখন সকলে মূসা (আ.)-এর নিকট আসিয়া বলিল– হে মূসা! আমাদের জন্য তোমার প্রভুকে ডাক। তিনি আমাদিগকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করুন। তাহা হইলে আমরা ঈমান আনিব এবং তোমার সংগে বনী ইসরাঈলগণকে যাইতে দিব। তিনি তাঁহার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করিলেন। তাহারাও রক্তমুক্ত হইল। কিন্তু তাহারা ঈমান আনিল না এবং বনী ইসরাইলগণকেও তাহার সংগে যাইতে দিল না।

ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। সুদ্দী ও কাতাদাসহ বেশ কিছু পূর্বসূরী ইমাম এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার (র.) বলেন ঃ

যখন আল্লাহ্‌র দুশমন ফিরআউন দেখিল, যাদুকরগণ পরাজিত ও হতচিত্ত হইয়া ঈমান আনিয়াছে, তখনও সে কুফরীর উপর দৃঢ় রহিল ও পাপাচারের চরমে পৌছিল। তাই আল্লাহ্ তা'আলা পর পর কয়েক বৎসর একটার পর একটা নিদর্শন পাঠাইলেন। প্রথমে ঝড়তুফান, তারপর পংগপাল, তারপর শস্যকীট, তারপর ব্যাঙ, তারপর রক্ত পাঠাইলেন। ঝড় তুফান আসিয়া দেশ পানিতে তলাইয়া দিল। উহা স্থির হইয়া থাকার ফলে না উহাতে চাষাবাদ চলিল, না চলাফিরা। সকল কাজকর্ম বন্ধ। সকলেই না খাইয়া কষ্ট পাইতে লাগিল। তখন বাধ্য হইয়া মূসা (আ.)-এর শরণাপন্ন হইয়া বলিলঃ হে মূসা! আমাদের জন্য তোমার প্রভুর কাছে প্রার্থনা কর। যদি আমাদের উপর হইতে এই বিপদ অপসৃত হয়, তাহা হইলে আমরা তোমার উপর ঈমান আনিব এবং তোমার সহিত বনী ইসরাঈলগণে অবশ্যই পাঠাইব। তখন মূসা (আ.) তাহাদের জন্য দু'আ করিলেন এবং তাহাদের বিপদ কাটিয়া গেল। কিন্তু তাহারা কোন প্রতিশ্রুতিই পালন করিল না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের উপর পংগপাল প্রেরণ করিলেন। উহারা সব গাছপালা ফল-ফসল খাইয়া উজাড় করিল। এমনকি দরজা-জানলার কপাটের লোহার কব্জি তারকাটা পর্যন্ত খাইয়া ফেলিল। ফলে ঘর বাড়ী সব অরক্ষিত হইয়া গেল। তাই আবার তাহারা পূর্বানুরূপ আবেদন জানাইল। মূসা (আ.)ও

পূর্বানুরূপ দু'আ করিয়া বিপদ তাড়াইলেন। কিন্তু তাহারা এবারেও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিল না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা গম কীট পাঠাইলেন। এই কীটের উৎপীড়নে তাহারা দলে দলে পাহাড়ের টিলায় গিয়া ঘর বাঁধিয়াও রেহাই পাইল না। তাহাদের নিদ্রা ও স্বস্তি সাবাড় হইল। অগত্যা তাহারা মূসা (আ.)-কে পূর্বানুরূপ বলিল। তিনিও পূর্বানুরূপ দু'আ করিলেন। তাহাদের বিপদ কাটিয়া গেল। কিন্তু তাহারা কোন প্রতিশ্রুতিই রক্ষা করিল না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ব্যাঙ পাঠাইলেন তাহাদের শাস্তির জন্য। উহা আসিয়া তাহাদের ঘরবাড়ী খানাপিনা থালাবাটি সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। অবস্থা এই দাঁড়াইল, তাহাদের কাপড় চোপড়ে ব্যাঙ, খানাপিনায় ব্যাঙ, বিছানাপত্রে ব্যাঙ, এক কথায় সর্বত্রই শুধু ব্যাঙ আর ব্যাঙ। অতিষ্ঠ হইয়া তাহারা আবার মূসা (আ.)-এর নিকট পূর্বানুরূপ আবেদন করিল। মূসা (আ.) ও পূর্বানুরূপ দু'আ করিলেন। তাহাদের বিপদ কাটিয়া গেল। কিন্তু তাহারা কোন প্রতিশ্রুতিই পালন করিল না। অবশেষে আল্লাহ্ পাক তাহাদের শাস্তির জন্য রক্ত পাঠাইলেন। ফলে ফিরআউন সম্প্রদায়ের সকল পানি রক্ত হইয়া গেল। কূপ কিংবা নালা কোথাও তাহারা একচুল্লী পানি পাইল না। সর্বত্রই শুধু রক্ত আর রক্ত।

ইব্ন আবূ হাতিম (র.) ······ উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আমর হইতে বর্ণনা করেন যে, উবায়দুল্লাহ্ বলেন ঃ তোমরা ব্যাঙ হত্যা করিও না। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা যখন ফিরআউন সম্প্রদায়কে শাস্তি দানের জন্য ব্যাঙ পাঠাইলেন, তখন উহার একটি তাহাদের অগ্নিপূজার উনূনে পড়িয়া গিয়াছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তখন সেই উনূনের আগুন ঠাণ্ডা পানিতে পরিণত করেন এবং উহাদের ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর আওয়াজকে তাসবীহতে পরিণত করেন।

ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে ইকরামার সূত্রেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। যায়েদ ইব্ন আসলাম (র.) বলেন ঃ রক্তের গযবটি এই ছিল যে, অহরহ তাহাদের নাক দিয়া রক্ত ঝরিত। ইব্ন আবূ হাতিম (র.) ইহা বর্ণনা করেন।

(১৩৬) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنٰهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِاٰيٰتِنَا
وَكَانُوا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ○

(১৩৭) وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَا
رِبَهَا الَّتِي بٰرَكْنَا فِيْهَا ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِيْ
إِسْرَآءِيْلَ ۙ بِمَا صَبَرُوْا ۖ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهٗ
وَمَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ ○

১৩৬. সুতরাং আমি তাহাদিগকে শাস্তি দিয়াছি এবং তাহাদিগকে অতল সমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়াছি; কারণ, তাহারা আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করিত এবং এই সম্বন্ধে তাহারা ছিল গাফিল।

১৩৭. যে সম্প্রদায়কে দুর্বল গণ্য করা হইত, তাহাদিগকে আমি আমার কল্যাণপ্রাপ্ত রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিম দিকের উত্তাধিকারী করি এবং বনী ইসরাঈল সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালকের শুভ বাণী সত্যে পরিণত হইল, যেহেতু তাহারা ধৈর্য ধারণ করিয়াছিল। আর ফিরআউন ও তাহার সম্প্রদায়ের শিল্পকার্য এবং যেসব প্রাসাদ তাহারা নির্মাণ করিয়াছিল তাহা ধ্বংস করিয়াছি।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এখানে জানাইতেছেন যে, ফিরআউন সম্প্রদায় যখন একের পর এক বালা মসীবত দেখিয়াও বারবার ঈমান আনার প্রতিশ্রুতি ভংগ করিয়া তাহাদের কুফরী ও নাফরমানী অব্যাহত রাখিল, তখন তিনি প্রতিকার ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন এবং তাহাদিগকে নদীতে ডুবাইয়া মারিলেন। মূসা (আ.) ও তাহার সম্প্রদায় যখন নদী বিভক্ত করিয়া মাঝপথ দিয়া পার হইয়া গেলেন, তখন ফিরআউন ও তাহার সেনাদল সেই পথ ধরিয়া অগ্রসর হইলে মাঝামাঝি পথ পার হওয়ামাত্র নদী মিশিয়া গেল এবং তাহাদের শেষ ব্যক্তিটি পর্যন্ত ডুবিয়া মরিল। ইহা এইজন্য যে, তাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনগুলি অস্বীকার করিয়া চরম অবহেলা ও ঔদাসিন্য দেখাইয়াছে।

তিনি আরও জানাইলেন যে, ফিরআউন সম্প্রদায় ধ্বংস হইবার পর মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায় তাহার রাজ্যের সকল এলাকার উত্তরাধিকারী হইলেন। অথচ তাহারা ইতিপূর্বে ছিল মজলুম ও দুর্বল জনগোষ্ঠী। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّ نَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ ، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ -

অর্থাৎ আমার ইচ্ছা দুর্বলদের উপর অনুগ্রহ করিব ও তাহাদিগকে নেতৃত্বে সমাসীন করিব এবং তাহাদিগকে ভূখণ্ডের উত্তরাধিকারী করিব। পরন্তু তাহাদিগকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করিব। পক্ষান্তরে ফিরআউন ও হামান এবং তাহাদের সৈন্যদলকে তাহাই দেখাইব যাহা তাহারা ভয় পাইতেছিল (২৮ ঃ ৫)।

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন ঃ

كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنّٰتٍ وَّ عُيُوْنٍ ، وَّ زُرُوْعٍ وَّ مَقَامٍ كَرِيْمٍ ، وَّنَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فٰكِهِيْنَ ، كَذٰلِكَ وَاَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ -

অর্থাৎ তাহারা কত বাগবাগিচা ও নহর ঝরনা ছাড়িয়া গিয়াছে! আর কত ক্ষেত-খামার ও শহর বন্দর পরিত্যক্ত করিয়াছে। তেমনি সুন্দর সুমিষ্ট ফল-ফসল ফেলিয়া গিয়াছে। এইভাবেই হইয়া থাকে। অতঃপর আমি উহার উত্তরাধিকারী করিয়াছি অন্য জাতিকে (৪৪ ঃ ২৫)।

مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে হাসান বসরী ও কাতাদা বলেন ঃ উহা সিরিয়া এলাকা।

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ بِمَا صَبَرُوْا আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে মুজাহিদ ও ইব্‌ন জারীর (র.) বলেন ঃ সেই শুভবাণীটি হইল এই আয়াত –

وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا ..... مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ -

আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهٗ অর্থাৎ ফিরআউন ও তাহার সম্প্রদায় যেই সকল সৌধরাজী ও ক্ষেতখামার গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহা ধ্বংস করিলাম।

ইব্‌ন আব্বাস (রা.) ও মুজাহিদ (র.) বলেন ঃ يَعْرِشُوْنَ অর্থ يَبْنُوْنَ অর্থাৎ গড়িয়া তুলিয়াছিল।

(১৩৮) وَجٰوَزْنَا بِبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتَوْا عَلٰى قَوْمٍ يَّعْكُفُوْنَ عَلٰٓى اَصْنَامٍ لَّهُمْ ۚ قَالُوْا يٰمُوْسَى اجْعَلْ لَّنَآ اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ ۚ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ○

(১৩৯) اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيْهِ وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

১৩৮. এবং বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করাইয়া দেই; অতঃপর তাহারা প্রতিমা পূজায় রত এক জাতির নিকট উপস্থিত হয়। তাহারা বলিল, হে মূসা! তাহাদের দেবতার ন্যায় আমাদের জন্যও এক দেবতা গড়িয়া দাও; সে বলিল, তোমরা তো এক মূর্খ সম্প্রদায়।

১৩৯. এইসব লোক যাহাতে লিপ্ত রহিয়াছে তাহা তো বিধ্বস্ত হইবে এবং তাহারা যাহা করিতেছে তাহাও বাতিল।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এখানে মূসা (আ.)-এর নিকট তাহার সম্প্রদায়ের মূর্খতা জনিত প্রস্তাব সম্পর্কে খবর দিতেছেন। তাহারা সমুদ্র পার হইয়া অপরদেশে পৌঁছিয়া সেখানকার সম্প্রদায়ের পৌত্তলিকতা দেখার পর এই প্রস্তাব পেশ করিয়াছিল। অথচ তাহারা ইতিপূর্বে আল্লাহ্ পাকের বহু নিদর্শন স্বচক্ষে দেখিয়াছিল।

فَاَتَوْا অর্থাৎ তাহারা অতিক্রম করিয়াছিল।

عَلٰى قَوْمٍ يَّعْكُفُوْنَ اِسْرَائِيْلَ عَلٰٓى اَصْنَامٍ لَّهُمْ অর্থাৎ এমন এক সম্প্রদায় যাহারা তাহাদের প্রতিমা পূজায় নিরত ছিল।

একদল তাফসীরকার বলেন– তাহারা ছিল কিন্‌আনের বাসিন্দা। একদল বলেন– তাহারা লুখামের লোক।

ইব্‌ন জারীর (র.) বলেন ঃ তাহারা গাভীর প্রতিমা বানাইয়া পূজা করিত। এই কারণে ইহার প্রভাবে বনী ইসরাঈলগণ পরবর্তী সালে বাছুর পূজায় রত হইয়াছিল।

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলগণের উপর কি কি অনুগ্রহ বর্ষণ করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করেন। তাহাদিগকে তিনি হিদায়েত দান করিয়াছেন তাহাদের নবী মূসা (সা.)-এর সহিত সরাসরি কথার মাধ্যমে। তাহা ছাড়া তিনি তাহাদিগকে তাওরাত দান করিয়াছেন যাহাতে তাহাদের জীবন ব্যবস্থার সকল বিধি-বিধান বিধৃত রহিয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ্ বলেন ঃ আমি মূসার জন্য প্রথমে ত্রিশ রাত্রি নির্ধারণ করিয়াছিলাম। তাফসীরকারগণ বলেন– মূসা (আ.) তখন রোযা ও উপবাস উভয় কষ্টই বরণ করিয়াছিলেন। যখন নির্ধারিত সময় পূর্ণ হইল, তিনি গাছের বাকল দিয়া মিসওয়াক করিলেন। তখন আল্লাহ্ উহার মেয়াদ আরও দশরাত্রি বৃদ্ধি করিয়া চল্লিশ পূর্ণ করিতে বলিলেন।

এই চল্লিশ রাত্রির ব্যাপারে তাফসীরকারদের মতভেদ রহিয়াছে। অধিকাংশের মতে ত্রিশদিন হইল যিলকাদ মাস ও দশদিন যিলহাজ্জ মাসের। মুজাহিদ, মাসরূক ও ইব্‌ন জুরাইজ (র.) এই মতের প্রবক্তা। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) প্রমুখ হইতেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। এই মত অনুসারে মূসা (আ.)-এর নির্ধারিত সফরের পরিসমাপ্তি ঘটে কুরবানীর দিন। সেইদিনই তিনি আল্লাহ্ পাকের সহিত কথা বলেন। এই দিনেই আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ (সা.)-এর দীনকে পূর্ণতা দান করেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

অর্থাৎ আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামত সুসম্পন্ন করিলাম আর তোমাদের জন্য ইসলামকেই একমাত্র দীন হিসাবে মনোনীত করিলাম (৫ ঃ ৩)।

যখন মূসা (আ.) তাঁহার নির্ধারিত সময় পূর্ণ করার জন্য তূর পাহাড়ে যাওয়ার মনস্থ করিলেন, তখন তিনি ভাই হারূন (আ.)-কে তাহার অনুপস্থিতিতে বনী ইসরাঈলদের পরিচালনার জন্য স্থলাভিষিক্ত করিলেন এবং তাহাকে ওসীয়াত করিয়া গেলেন হিদায়েত ও সংশোধনের কাজ করার জন্য আর সতর্ক করিয়া গেলেন ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পথ হইতে দূরে থাকার জন্য। ইহা নিছক সতর্কতা ও উপদেশমূলক কথা। অন্যথায় হারূন (আ.) নিজেই অত্যন্ত শরীফ ও সম্মানিত নবী ছিলেন। আল্লাহ্ পাক তাঁহার মর্যাদা ও দরজা এবং প্রভাব ও প্রতিপত্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি করিয়াছেন। তাঁহার এবং অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরামের উপর আল্লাহ্ পাকের সালাত ও সালাম বর্ষিত হউক।

(١٤٣) وَلَمَّا جَآءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهٗ رَبُّهٗ ۙ قَالَ رَبِّ اَرِنِىْ اَنْظُرْ اِلَيْكَ ؕ قَالَ لَنْ تَرٰىنِىْ وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوْفَ تَرٰىنِىْ ۚ فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا ۚ فَلَمَّآ اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

১৪৩. মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হইল এবং তাহার প্রতিপালক তাহার সহিত কথা বলিলেন, তখন সে বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দর্শন দাও, আমি তোমাকে দেখিব; তিনি বলিলেন, তুমি কখনও আমাকে দেখিতে পাইবে না। তুমি বরং পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্য কর, উহা স্বস্থানে স্থির থাকিলে তবে তুমি আমাকে দেখিবে। যখন তাহার প্রতিপালক পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করিলেন, তখন উহা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিল আর মূসা সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া গেল। যখন সে জ্ঞান ফিরিয়া পাইল তখন বলিল, মহিমাময় তুমি ; আমি অনুতপ্ত হইয়া তোমার নিকট তওবা করিলাম এবং আমিই মু'মিনদের মধ্যে প্রথম।

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা জানাইতেছেন যে, মূসা (আ.) যখন তাঁহার নির্দেশে নির্ধারিত সময় পূরণ করার জন্য তূর পাহাড়ে হাযির হন, তখন তিনি আল্লাহ্ পাকের সহিত কথা বলার সুযোগ লাভ করিয়া তাঁহার দর্শন লাভের আকাংক্ষা পেশ করেন। যেমন ঃ

رَبِّ اَرِنِىْ اَنْظُرْ اِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرٰىنِىْ অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দর্শন দান করুন। আমি আপনাকে স্বচক্ষে দেখিব। আল্লাহ্ বলিলেন, আমাকে কখনই দেখিতে পাইবে না।

আয়াতের لن শব্দটি নিয়া তাফসীরকারদের ভিতর মতভেদ দেখা দিয়াছে। কারণ, لن ব্যবহৃত হয় না বোধক বাক্যে জোর দেওয়ার জন্য। এই আয়াতের ভিত্তিতেই মু'তাযিলাগণ দুনিয়া ও আখিরাত সর্বত্রই আল্লাহ্‌র দীদার অসম্ভব বলেন। মূলত এই অভিমতটি অত্যন্ত দুর্বল। কারণ, মুতাওয়াতার বহু হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, মু'মিনগণ আখিরাতে আল্লাহ্‌র দীদার লাভ করিবেন। আমি শীঘ্রই সেই সকল হাদীছ وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظره আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে পেশ করিব। তখন প্রসংগত كلا انهم عن ربهم لمحجوبون (কাফিররা কখনই আল্লাহ্‌র দীদার লাভ করিবেনা) আয়াতেরও বিশ্লেষণ প্রদান করা হইবে।

একদল বলেন, এখানে لن শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে পার্থিব জীবনে স্থায়ীভাবে দীদার না হওয়ার কথা বুঝাইবার জন্য। এই মতটি আলোচ্য আয়াত ও উদ্ধৃত আয়াতদ্বয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করে। অর্থাৎ পার্থিব জীবনে কখনও দর্শনলাভ ঘটিবে না বটে, কিন্তু পারলৌকিক জীবনে অবশ্যই দীদার হইবে।

একদল বলেন, এখানকার এই আয়াতটি সূরা আন'আমের এই আয়াতটির মতই তাৎপর্যবহ ঃ

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ -

"কোন চক্ষুই তাহাকে দেখে না, তবে তিনি সবার চক্ষুগুলি দেখেন আর তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তুর সর্বাধিক খবর রাখেন" (৬ ঃ ১০৩)।

এই আয়াতের সবিস্তার বিশ্লেষণ সূরা আন'আমে প্রদত্ত হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা এখানে মূসা (আ.)-কে বলেন, তুমি জীবদ্দশায় কখনও আমাকে দেখিবে না, তবে মৃত্যুর পর দেখিতে পাইবে। তাই তিনি এখানে বলেন ঃ

فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوْسَى صَعِقًا -

অর্থাৎ যখন তাহার প্রতিপালক পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করিলেন। তখন উহা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিল এবং মূসা সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া গেল (৭ ঃ ১৪৩)।

ইব্ন জারীর তাবারী (র.) তাহার তাফসীর গ্রন্থে নিম্ন হাদীছটি বর্ণনা করেন ঃ

ইব্ন জারীর (র.) ...... আনাস (রা.) নবী করীম (সা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ যখন তাহার প্রতিপালক পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করিলেন, তিনি অংগুলি সংকেত করিলেন, তাই পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হইল। এই বলিয়া আবূ ইসমাঈল আমাদিগকে শাহাদত অংগুলি দেখাইলেন।

এ সনদে জনৈক ব্যক্তি অপরিজ্ঞাত। অপর একটি হাদীছে ঃ

মুছান্না (র.) ...... নবী করীম (সা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا আয়াতটি পাঠ করিয়া অংগুলী সংকেত করেন। তিনি বৃদ্ধাংগুলি তর্জনীর উপর স্থাপন পূর্বক বলেন– এইভাবে উহা চূর্ণ হয়। এই বর্ণনাগুলি হাম্মাদ লাইছের সূত্রে আনাস হইতে সংগ্রহ করেন। তবে মশহূর হইল ছাবিতের সূত্রে আনাস (রা.) হইতে হাম্মাদ ইব্ন সালমার বর্ণনা।

ইব্ন জারীর (র.) ...... আনাস (রা.) হইতে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا আয়াতাংশ পাঠ করিয়া তাঁহার বৃদ্ধাংগুলি কনিষ্ঠাংগুলির কাছাকাছি নিয়া বলেন– অতঃপর পাহাড় অদৃশ্য হইল। হাম্মাদ (র.) বলেন ঃ ছাবিত আমাকে ইহা বর্ণনা করিয়া হাত উঠাইয়া আমার বুকে মারিয়া বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এইরূপ বলিয়াছেন। আমি কি উহা গোপন করিব ?

ইমাম আহমদ তাহার মুসনাদ সংকলনে এইরূপ বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সা.) হইতে ...... আবুল মুছান্না মু'আয ইব্ন মাআয আম্বারী (র.) বর্ণনা করেন যে, فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ আয়াতাংশ সম্পর্কে তিনি বলেন– পাহাড় উধাও হইল। এই কথা বলিতে গিয়া তিনি কনিষ্ঠাংগুলি প্রদর্শন করিলেন। আহমদ (র.) বলেন– মুআয আমাদিগকে উহা দেখাইল। তখন হুমাইদ আত তাবীল বলিল– হে আবূ

মুহাম্মদ! ইহা দ্বারা কি বুঝাইতে চাহেন ? তখন তিনি তাহার বুকে সজোরে হাত মারিয়া বলিলেন– হে হুমাইদ! তুমি ইহা প্রশ্ন করার কে ? ইহা তোমার ব্যাপার নহে। স্বয়ং নবী করীম (সা.) হইতে আনাস ইব্ন মালিক (রা.) এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

তিরমিযী এই আয়াতের তাফসীর প্রসংগে অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করেন। তিনি মুআয ইব্ন মাআয হইতে আবদুল ওহাব ইব্ন হাকাম ওরাকের সনদে এবং হাম্মাদ ইব্ন সালমা হইতে দাবিমীর সনদে অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ হাদীছটি হাসান সহীহ্ গরীব। হাম্মাদের সূত্র ছাড়া অন্য কোন সূত্রে ইহা বর্ণিত হয় নাই।

হাকীম (র.) তাহার মুস্তাদরাকেও অনুরূপ বর্ণনা করেন। তিনিও হাম্মাদের সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন– ইমাম মুসলিমের শর্তে হাদীছটি সহীহ। কিন্তু বুখারী ও মুসলিমে ইহা উদ্ধৃত হয় নাই।

হাম্মাদ ইব্ন সালমা (রা.) হইতে আবূ মুহাম্মদ আল হাসান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আলী আল খাল্লাল (র.) পূর্বানুরূপ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন– এই সনদটি ত্রুটিমুক্ত ও বিশুদ্ধ।

আনাস হইতে মারফূ' সূত্রে দাউদ ইব্ন মুহাব্বার উহা বর্ণনা করেন। এই বর্ণনা ভিত্তিহীন। কারণ, দাউদ ইব্ন মুহাব্বার মিথ্যাবাদী বলিয়া সাব্যস্ত।

আনাস (রা.) হইতে মারফূ সূত্রে হাফিজ আবুল কাসিম তাবারানীও উহা বর্ণনা করেন। ইব্ন উমর (রা.) হইতে ইব্ন মারদুবিয়াও উহা বর্ণনা করেন। ইহাও অশুদ্ধ বলিয়াছেন ইমাম তিরমিযী। হাকীম সনদটিকে ইমাম মুসলিমের শর্তে শুদ্ধ বলিয়াছেন।

فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে ইকরামার সূত্রে সুদ্দী (র.) বর্ণনা করেন ঃ তিনি মাত্র কনিষ্ঠাংগুলি পরিমাণ জ্যোতি প্রদান করেন। جَعَلَهُ دَكًّا অর্থাৎ পাহাড় ধূলিস্যাৎ হইল। وَخَرَّ مُوْسَى صَعِقًا অর্থাৎ মূসা (আ.) মূর্ছা গেলেন। ইহা ইব্ন জারীরের বর্ণনা।

কাতাদা (র.) বলেন ঃ وَخَرَّ مُوْسَى صَعِقًا অর্থাৎ মূসা (আ.) মৃত হইয়া পড়িয়া গেলেন। সুফিয়ান ছাওরী (র.) বলেন ঃ পাহাড়টি মাটিতে ধসিয়া সাগরে পরিণত হইল।

فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে আবূ বকর আল-হুযলী (র.) হইতে সুনায়েদ বর্ণনা করেন ঃ প্রবল কম্পনে পাহাড়টি মাটির নীচে ধসিয়া গেল এবং কিয়ামত পর্যন্ত সেই অবস্থায়ই থাকিবে।

কোন কোন হাদীছে আসিয়াছে যে, উহা মাটির নীচে ধসিয়া গিয়াছে এবং উহা কিয়ামত পর্যন্ত সেখানেই থাকিবে। ইব্‌ন মারদুবিয়া (র.) ইহা বর্ণনা করেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম— — — —আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) হইতে বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সা.) বলেন– "যখন আল্লাহ্ পাক পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করিলেন, তাঁহার সম্ভ্রমে সন্ত্রস্ত পাহাড়টি ছয় টুকরা হইয়া ছিটকাইয়া দূরদূরান্তে নিক্ষিপ্ত হইল। তখন উহার তিন টুকরা মক্কায় ও তিন টুকরা মদীনায় পড়িল। মদীনায় হইল উহুদ, ওরাকান ও রিজভী পাহাড় এবং মক্কায় হইল হেরা, ছবীর ও ছওর পাহাড়। এই হাদীছটি শুধু গরীবই নয়, মুনকারও।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র.) বলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বলখ উল্লেখ করেন যে, উরুয়া ইব্‌ন রুইয়াম হইতে হায়ছামা ইব্‌ন খারিজা (র.) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ মূসা (আ.)-এর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাজাল্লী প্রকাশের আগে পাহাড়টি ছিল তূর এলাকায় সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। যখন জ্যোতি প্রকাশ পাইল তখন উহা ধসিয়া গেল এবং মাটি বিদীর্ণ হইয়া বিরাট গর্তে পরিণত হইল।

রবী ইব্‌ন আনাস (র.) বলেন ঃ فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا অর্থাৎ যখন পাহাড়ের আবরণ উন্মুক্ত হইল ও নূর দেখিতে পাইল, তখন প্রকম্পিত হইয়া ধসিয়া গেল। কেহ কেহ বলেন– ভীত-বিহ্বল ও মোহাচ্ছন্ন হইল।

وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوْفَ تَرَانِىْ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে মুজাহিদ (র.) বলেন ঃ পাহাড় তোমা হইতে অনেক বড়। উহার দিকে তাকাইয়া দেখ, যদি উহা আমার জ্যোতির ভার সহ্য করিয়া স্থির থাকিতে পারে তাহা হইলে শীঘ্রই তুমি আমাকে দেখিতে পাইবে।

فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ অর্থাৎ অতঃপর যখন সে পাহাড়ের দিকে তাকাইল, দেখিতে পাইল, পাহাড় অস্থির হইয়া দেখিতে না দেখিতে ধসিয়া গেল এবং পাহাড়ের এই ভয়াবহ পরিণতি দেখিয়া সে বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া গেল।

ইকরামা (র.) বলেন ঃ جَعَلَهٗ دَكًّا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা পাহাড়ের দিকে দৃষ্টি দিলেন। সংগে সংগে উহা মাটির ময়দান হইয়া গেল। এইরূপ অর্থের কিরাত কোন কোন কারী পাঠ করিয়াছেন। ইব্‌ন জারীর উহার মধ্যে সেই অর্থটি পসন্দ করিয়াছেন যাহার সমর্থনে ইব্‌ন মারদুবিয়ার বর্ণিত আরেক হাদীছ রহিয়াছে। উহার صعقه অর্থ বেহুঁশ হওয়া বুঝানো হইয়াছে। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) প্রমুখ এই ব্যাখ্যা দান করেন। কিন্তু কাতাদা (র.) উহার অর্থ করিয়াছেন মৃত্যু। ইব্‌ন জারীর (র.) এই অর্থ প্রত্যাখান করেন। অবশ্য এই অর্থের সমর্থনে কুরআনের আয়াত রহিয়াছে। যেমন ঃ

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ -

অর্থাৎ আর শিঙার ফুঁক দেওয়া হইলে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বাসিন্দারা সকলেই মরিয়া যাইবে। শুধুমাত্র আল্লাহ যাহাকে চাহিবেন বাঁচাইতে সে বাঁচিবে। অতঃপর উহাতে পুনরায় ফুঁক দেওয়া হইলে সহসা সকলেই দাঁড়াইয়া তাকাইতে থাকিবে (৩৯ ঃ ৬৮)।

তবে এখানে মৃত্যু অর্থ গ্রহণের আনুসংগিকতা যেমন সুস্পষ্ট, তেমনি আলোচ্য আয়াতে বেহুঁশী অর্থ গ্রহণের আনুসংগিকতাও সুস্পষ্ট। কারণ, ইহার পরেই বলা হইয়াছে فَلَمَّا اَفَاقَ অর্থাৎ অতঃপর তাহার হুঁশ ফিরিল। বেহুঁশ না হইলে হুঁশ ফিরার কথা আসে না। قَالَ سُبْحَانَكَ অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্রতা, মহত্ত্ব ও প্রতিপত্তি এতই অধিক যে, জীবদ্দশায় পৃথিবীতে তাঁহাকে কেহ দেখতে পাবে না।

تُبْتُ اِلَيْكَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র.) বলেন ঃ আমি তোমাকে দেখিতে চাওয়ার ব্যাপারে তওবা করিলাম।

وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্‌ন আব্বাস (রা.) ও মুজাহিদ (র.) বলেন ঃ বনী ইসরাঈলের মধ্য হইতে আমি প্রথম মু'মিন। ইবন জারীর এই ব্যাখ্যাটি পসন্দ করিয়াছেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে অপর এক বর্ণনায় উহার ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌কে পৃথিবীতে দেখিতে না পাওয়ার প্রথম বিশ্বাসী মূসা (আ.)। আবুল আলিয়া (র.) বলেন ঃ মূসা (আ.) পূর্বেও মু'মিন ছিলেন। তবে কিয়ামত পর্যন্ত কোন সৃষ্টি যে আল্লাহ্‌কে স্বচক্ষে দেখিতে পহিবে না, এই ঈমান প্রথম তাহারই হইয়াছে। এই অভিমতটি সুন্দর।

মুহাম্মদ ইবনে জারীর (র.) তাহার তাফসীরে এই ব্যাপারে একটি লম্বা বিস্ময়কর ও দুর্লভ আছার উদ্ধৃত করিয়াছেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার উহার বর্ণনাকারী। মনে হয় উহা ইসরাইলী বর্ণনা। আল্লাহই ভাল জানেন।

وَخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا আয়াতাংশ প্রসংগে নবী করীম (সা.) হইতে আবূ সাঈদ ও আবূ হুরায়রার দুইটি বর্ণনা রহিয়াছে। আবূ সাইদ (র.)-এর হাদীছটি ইমাম বুখারী তাঁহার সংকলনে উদ্ধৃত করিয়াছেন। যেমন ঃ আবূ সাইদ খুদরী হইতে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ নবী করীম (সা.)-এর নিকট এক

ইয়াহুদী আগমন করিল। তাহার মুখমণ্ডলে থাপ্পর মারা হইয়াছিল। সে আফসোস করিল – হে মুহাম্মদ! আপনার এক সাহাবী আমার মুখমণ্ডলে থাপ্পর মারিয়াছে। তিনি বলিলেন – তাহাকে ডাকিয়া আন। যখন তাহাকে ডাকিয়া আনা হইল, তখন তিনি প্রশ্ন করিলেন –কেন তুমি তাহার মুখে চপেটাঘাত করিলে ? সে জবাব দিল – হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি এই ইয়াহুদীর নিকট দিয়া যাইতেছিলাম। শুনিতে পাইলাম সে বলিতেছে, সেই আল্লাহ্ যিনি মূসা (আ.)-কে মানব জাতির উপর শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দান করিয়াছেন। আমি প্রশ্ন করিলাম – মুহাম্মদ (সা.)-এর উপরেও ? সে বলিল– মুহাম্মদের উপরেও। ইহা শুনিয়া আমি ক্রোধ সামলাইতে পারি নাই। তাই থাপ্পর মারিয়াছি। রাসূল (সা.) বলিলেন – নবীদের মধ্যে আমাকে শ্রেষ্ঠ বলতে যাইও না। কারণ, কিয়ামতের দিন সকলেই বেহুঁশ হইয়া যাইবে। অতঃপর প্রথম আমি জাগ্রত হইব। আমি চোখ মেলিয়া দেখিতে পাইব মূসা (আ.) আরশের একটি পায়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাই আমি জানি না, কিয়ামতের বেহুঁশী হইতে তিনি কি আমার আগে জাগিয়াছেন, না আমার সংগে জাগিয়াছেন ?

ইমাম বুখারী (র.) তাহার সংকলনের বিভিন্ন স্থানে ইহা উদ্ধৃত করেন। ইমাম মুসলিম (র.) তাঁহার সংকলনের আহাদীছুল আম্বিয়া অধ্যায়ে উহা উদ্ধৃত করেন। আবূ দাউদ (র.) তাহার সুনানের এক খণ্ডে উহা অন্য সনদে উদ্ধৃত করেন। আবূ সাঈদ সা'দ ইব্ন মালিক ইব্ন সিনান খুদরী (র.) হইতে ও আমর ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন উমারা ইব্ন আবুল হাসান (র.) উহা বর্ণনা করেন।

আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীছ সম্পর্কে ইমাম আহমদ (র.) তাঁহার মুসনাদে বলেন ঃ আবূ হুরায়রা (রা.) হইতে পর্যায়ক্রমে আবদুর রহমান ইব্ন আরাজ, আবূ সালমা ইব্ন আবদুর রহমান, ইব্ন শিহাব, ইবরাহীম ইব্ন সা'দ, আবূ কামিল ও আহমদ বর্ণনা করেন ঃ একজন মুসলমান ও একজন ইয়াহুদী ঝগড়ায় লিপ্ত হইল। মুসলমানটি বলিল– সেই সত্তার শপথ! যিনি মুহাম্মদ (সা.)-কে সকল সৃষ্টি জগতের উপর মর্যাদা দান করিয়াছেন। তখন ইয়াহুদীটি বলিল– সেই সত্তার শপথ! যিনি মূসা (আ.)-কে সকল সৃষ্টি জগতের উপর মর্যাদা দিয়াছেন। ইহাতে মুসলমানটি ইয়াহুদীটির উপর চটিয়া গিয়া তাহাকে চপেটাঘাত করিল। অতঃপর ইয়াহুদীটি রাসূল (সা.)-এর নিকট আসিয়া অভিযোগ করিল। তিনি মুসলমানটিকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করায় সে আনুপূর্বিক ঘটনা ব্যক্ত করিল। তখন তিনি বলিলেন– আমাকে মূসা (আ.)-এর উপরে স্থান বিলতে যাইও না। কারণ, কিয়ামতের দিন সকল লোক বেহুঁশ হইয়া যাইবে। অতঃপর প্রথম আমার হুঁশ হইবে। তখন আমি দেখিব যে, মূসা (আ.) আরশের একটি পায়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। আমি জানি না তিনি আমার আগে হুঁশ ফিরিয়া পাইয়াছেন, না আমাদের সকলের ভিতর হইতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে কোন স্বতন্ত্রী মর্যাদা দান করিয়াছেন ?

যুহরীর সনদে বুখারী ও মুসলিমেও ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে। হাফিজ আবূ বকর ইব্ন আবুদ দুনিয়া বর্ণনা করেন যে, ইয়াহুদীকে চপেটাঘাতকারী মুসলিম হইলেন আবূ বকর (রা.)। তবে বুখারী ও মুসলিমে মুসলমানটিকে আনসার বলা হইয়াছে। ইহাই বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

রাসূল (সা.)-এর 'আমাকে মূসা (আ.)-এর উপরে স্থান দিও না, বক্তব্য তাঁহার "আমাকে নবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিও না ও ইউনুস ইব্ন মাত্তার উপরেও স্থান দিও না।" বক্তব্যটির মতই। ইহার বিভিন্ন ব্যাখ্যা রহিয়াছে।

কেহ বলেন– ইহা বিনয়সূচক বক্তব্য। কেহ বলেন– ইহা তাঁহার অপরিজ্ঞাত বিষয়টি জানার পূর্বেকার বক্তব্য। কেহ বলেন– উত্তেজনা ও বিদ্বেষের ভিত্তিতে নবীদের ভিতর পার্থক্য সৃষ্টি না করার জন্য ইহা বলা হইয়াছে।

কেহ বলেন – দুই উম্মতের ঝগড়া মিটাবার জন্য ইহা তাঁহার একটি আপোষমূলক রায় মাত্র। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

রাসূল (সা.)-এর বক্তব্য 'কিয়ামতের দিন সকল মানুষ বেহুঁশ হইয়া পড়িবে' এর তাৎপর্য সুস্পষ্ট। সেদিনের ময়দানের প্রচণ্ড কোন ভয়াবহ ব্যাপার হইতেই তাহা ঘটিবে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। তবে ইহাও হইতে পারে যে, আল্লাহ্ পাক যখন মাখলুকাতের বিচারের জন্য জ্যোতির্ময় বিচারের আসনে অধিষ্ঠিত হইবেন, তখন সেই জ্যোতির প্রচণ্ড ধাক্কায় তূর পাহাড়ে মূসা (আ.)-এর মতই সকলে বেহুঁশ হইবে। তাই হুযূর (সা.) তূর পাহাড়ের বেহুঁশী কথাটি তাঁহার বক্তব্যে সংযুক্ত করিয়াছেন।

কাজী আয়াজ (র.) তাহার 'কিতাবুশ্ শিফা' গ্রন্থের শুরুতে এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেন ঃ আবূ হুরায়রা (রা.) . . . . . . বর্ণনা করেন– নবী করীম (সা.) বলেন, 'আল্লাহ্ পাক যখন মূসা (আ.)-এর জন্য তাজাল্লী প্রকাশ করিলেন, তখন তিনি দেখিতে ছিলেন যে, একটি পিঁপড়া অমাবস্যার রাতে পিচ্ছিল শ্বেত পাথরের উপর দিয়া বত্রিশ মাইল সফরের কসরৎ চালাইতেছে।

অতঃপর কাজী আয়াজ (র.) মন্তব্য করেন– ইহা অসম্ভব নহে যে, আমাদের নবী (সা.)-কে মি'রাজ লাভ ও সেখানকার আল্লাহ্ পাকের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন অবলোকনের বৈশিষ্ট্যে আম্বিয়ায়ে কিরামের ভিতর বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হইবে।

কাজী আয়াজের মন্তব্যে মনে হয়, তিনি তাহার উদ্ধৃত হাদীছটি বিশুদ্ধ ভাবিয়াছেন। কিন্তু হাদীছটি বিশুদ্ধতা সম্পর্কে প্রশ্ন রহিয়াছে, উহার বর্ণনাকারীদের একাধিক ব্যক্তি অপরিচিত। তাহাদের সততা ও স্মৃতি শক্তি অজ্ঞাত। এই প্রসংগ এখানেই শেষ। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

(١٤٤) قَالَ يٰمُوْسٰۤى اِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلٰتِىْ وَ بِكَلَامِىْ ۖ٭
فَخُذْ مَاۤ اٰتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ○
(١٤٥) وَكَتَبْنَا لَهٗ فِى الْاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ مَّوْعِظَةً وَّ تَفْصِيْلًا
لِّكُلِّ شَىْءٍ ۚ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّاْمُرْ قَوْمَكَ يَاْخُذُوْا بِاَحْسَنِهَا ۚ
سَاُورِيْكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ ○

১৪৪. তিনি বলিলেন, হে মূসা! আমি তোমাকে আমার রিসালাত ও বাক্যালাপ দ্বারা মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি; সুতরাং আমি যাহা দিলাম তাহা গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞ হও।

১৪৫. আমি তাহার জন্য ফলকে সর্ব-বিষয়ে উপদেশ ও সকল বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা লিখিয়া দিয়াছি; সুতরাং এইগুলি শক্তভাবে ধর এবং তোমাদের সম্প্রদায়কে উহাতে নির্দেশিত উত্তম কাজগুলি গ্রহণ করিতে নির্দেশ দাও। আমি শীঘ্রই সত্যত্যাগীদের বাসস্থান তোমাদিগকে দেখাইব।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এখানে উল্লেখ করিতেছেন যে, তিনি মূসা (আ.)-কে রিসালাত ও বাক্যালাপের মর্যাদা দিয়া তৎকালীন মানবগোষ্ঠীর ভিতর শ্রেষ্ঠত্বদান করিয়াছিলেন। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, মুহাম্মদ (সা.) সর্বকালের সমস্ত আদম সন্তানদের সর্দার। তাই তাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা পরিপূর্ণ দীনের সর্বশেষ নবী হওয়ার মর্যাদা দিয়াছেন এবং তাহার শরীআতকে কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানব জাতির জন্য মনোনীত করিয়াছেন। ফলে সকল নবীর মিলিত উম্মত হইতেও তাঁহার উম্মত অধিক হওয়ার মর্যাদা তাহাকে দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার পরেই মর্যাদা হইল হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ (আ.)-এর এবং তাঁহার পরে স্থান হইল মূসা ইব্‌ন ইমরান কালীমুল্লাহ্ (আ.)-এর। তাই আল্লাহ্ পাক তাঁহাকে বলেন ঃ

فَخُذْ مَا اٰتَيْتُكَ অর্থাৎ আমি তোমাকে আমার কালাম ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব হইতে যাহা দান করিলাম উহা গ্রহণ কর।

وَكُنْ مِّنَ الشَّاكِرِيْنَ অর্থাৎ যাহা পাইয়াছ উহা লইয়াই কৃতজ্ঞ থাক এবং যাহা ধারণের ক্ষমতা তোমার নাই তাহা চাহিও না।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা জানাইতেছেন যে, তিনি মূসা (আ.)-কে সকল বিষয়ের উপদেশ ও সবিস্তার বিবরণ সম্বলিত ফলকসমূহ দান করিয়াছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা উহাতে মূল্যবান উপদেশমালা এবং হালাল ও হারাম, কল্যাণ ও অকল্যাণ, পুণ্য ও পাপের সবিস্তার বিধি-বিধান লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। উহারই সমন্বিত গ্রন্থ হইল তাওরাত। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى
بَصَائِرَ لِلنَّاسِ -

অর্থাৎ আমি পূর্বের বহুকাল বিলীন করার পর মূসাকে তাওরাত দিয়াছি মানুষের দিকদর্শনরূপে (২৮ ঃ ৪৩)।

একদল বলেন – মূসা (আ.)-কে তাওরাতের আগে ফলকসমূহ প্রদান করা হইয়াছে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

যাহা হউক, যে কোন অবস্থায় এইগুলি ছিল মূসা (আ.)-এর আল্লাহ্‌কে দেখিতে চাওয়ার বদলে প্রদত্ত দানসমূহ। তিনি এইগুলি দান করিয়া তাহাকে অবাস্তব দাবী উত্থাপন হইতে নিবৃত্ত করেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ অর্থাৎ অনুসরণের দৃঢ় সংকল্প লইয়া উহা গ্রহণ কর।

وَاْمُرْ قَوْمَكَ يَاْخُذُوْا بِاَحْسَنِهَا আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে পর্যায়ক্রমে ইকরামা, আবূ সা'দ ও সুফিয়ান ইব্‌ন উআইনা (র.) বলেনঃ মূসা (আ.)-কে নির্দেশ দেওয়া হইল যেন তিনি তাহার সম্প্রদায়ের জন্য প্রদত্ত বিধি-বিধানগুলি তাহাদের ভিতর বাস্তবায়নের ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

سَاُورِيْكُمْ دَارَ الْفَاسِقِيْنَ অর্থাৎ যাহারা আমার নির্দেশের বিরোধিতা করে ও আমার আনুগত্য অস্বীকার করে তাহাদের ধ্বংসাত্মক ভয়াবহ পরিণতি তোমরা শীঘ্রই দেখিতে পাইবে।

উপরোক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন জারীর (র.) বলেন ঃ কেহ যেমন কাহাকেও উদ্দেশ্য করিয়া তাহার বিরোধিতাকারী সম্পর্কে হুঁশিয়ারী বাক্য উচ্চারণ করেন যে, সে যাহা করিতেছে তাহার ফল সে আগামীকালই দেখিতে পাইবে, ইহাও সেই ধরনের হুঁশিয়ারী বাক্য।

অতঃপর ইব্‌ন জারীর (র.) মুজাহিদ ও হাসান বসরীর সূত্রে উক্ত আয়াতাংশের তাৎপর্য প্রসংগে বলেন ঃ সেই নাফরমানরা হইল সিরিয়াবাসী এবং তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া সেই এলাকা তোমাদিগকে দেওয়া হইবে।

একদল বলেন– ফিরআউনের সম্প্রদায়ের এলাকা ও বাড়ীঘর তোমাদিগকে দেওয়া হইবে।

প্রথম মতটি উত্তম, আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ। এই কারণে প্রথমটি উত্তম যে, এই আয়াতে বর্ণিত ঘটনা হইল মূসা (আ.) ও তাহার সম্প্রদায়ের মিসর ত্যাগ করিয়া তীহ্ প্রান্তরে প্রবেশের পূর্বেকার ব্যাপার। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

(١٤٦) سَاَصۡرِفُ عَنۡ اٰیٰتِیَ الَّذِیۡنَ یَتَکَبَّرُوۡنَ فِی الۡاَرۡضِ بِغَیۡرِ الۡحَقِّ ؕ وَ اِنۡ یَّرَوۡا کُلَّ اٰیَۃٍ لَّا یُؤۡمِنُوۡا بِہَا ۚ وَ اِنۡ یَّرَوۡا سَبِیۡلَ الرُّشۡدِ لَا یَتَّخِذُوۡہُ سَبِیۡلًا ۚ وَ اِنۡ یَّرَوۡا سَبِیۡلَ الۡغَیِّ یَتَّخِذُوۡہُ سَبِیۡلًا ؕ ذٰلِکَ بِاَنَّہُمۡ کَذَّبُوۡا بِاٰیٰتِنَا وَ کَانُوۡا عَنۡہَا غٰفِلِیۡنَ ○

(١٤٧) وَ الَّذِیۡنَ کَذَّبُوۡا بِاٰیٰتِنَا وَ لِقَآءِ الۡاٰخِرَۃِ حَبِطَتۡ اَعۡمَالُہُمۡ ؕ ہَلۡ یُجۡزَوۡنَ اِلَّا مَا کَانُوۡا یَعۡمَلُوۡنَ ○

১৪৬. পৃথিবীতে যাহারা অন্যায়ভাবে দম্ভ করিয়া বেড়ায়, তাহাদের দৃষ্টি আমার নিদর্শন হইতে ফিরাইয়া দিব, তাহারা আমার প্রত্যেকটি নিদর্শন দেখিয়াও উহাতে বিশ্বাস করিবে না, তাহারা সৎপথ দেখিলেও উহাকে পথ বলিয়া গ্রহণ করিবে না; কিন্তু তাহারা ভ্রান্ত পথ দেখিলে উহাকে তাহারা পথ বলিয়া গ্রহণ করিবে। ইহা এই কারণে যে, তাহারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং সেই সম্বন্ধে তাহারা ছিল গাফিল।

১৪৭. যাহারা আমার নিদর্শন ও পরকালের সাক্ষাতকে অস্বীকার করে তাহাদের কার্য নিষ্ফল হয়। তাহারা যাহা করে তদনুযায়ী তাহাদিগকে ফল দেওয়া হইবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ বলেন ঃ سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِىَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ অর্থাৎ যাহারা আমার আনুগত্য দম্ভভরে অস্বীকার করে ও মানুষের উপর অন্যায়ভাবে দাম্ভিক আচরণ চালায় সেই সকল দাম্ভিক অন্তরসমূহকে আমি আমার শ্রেষ্ঠত্বের এবং আমার শরীআত ও বিধি-বিধানের যৌক্তিকতা ও দলীল প্রমাণ উপলব্ধি হইতে বিরত ও বঞ্চিত রাখিব। অতীতেও যাহারা দাম্ভিক ছিল তাহাদিগকে আমি অজ্ঞতার অভিশাপ দ্বারা লাঞ্ছিত করিয়াছি। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَنُقَلِّبُ اَفْـِٕدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖۤ اَوَّلَ مَرَّةٍ -

অর্থাৎ আমি তাহাদের অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ সেইভাবে উল্টাইয়া দিব সেই মনোভাব ও দৃষ্টির কারণে তাহারা প্রথমবারের জীবনে উহাতে ঈমান আনে নাই (৬ ঃ ১১০)।

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

فَلَمَّا زَاغُوْۤا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ

অর্থাৎ যখন তাহারা সত্য গ্রহণে কুণ্ঠিত হইল আল্লাহ্ তখন তাহাদের অন্তরগুলি সংকুচিত করিয়া দিলেন (৬১ ঃ ৫)।

একদল পূর্বসূরী বলেন ঃ দাম্ভিক ও চঞ্চলগণ ইলম হাসিল করিতে ব্যর্থ
এক দল বলেন ঃ যে ব্যক্তি ইলমের জন্য একঘন্টা ধৈর্য ধরিতে ব্যর্থ হয় (
অজ্ঞতার লাঞ্ছনা ভোগ করিতে বাধ্য হয়।

عَنْ اٰيٰتِىَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে সুফিয়ান ইব্ন উআইনা (র.) বলেন ঃ ড
আমার নিদর্শন ও কুরআন বুঝার ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করিব।

ইব্ন জারীর (র.) বলেন ঃ তাহার এই ব্যাখ্যায় বুঝা যায় যেন
আমাদের বর্তমান উম্মতের জন্য বলা হইয়াছে।

সেক্ষেত্রে আমার বক্তব্য এই যে, ইব্ন উআইনা (র.) তাহার ব্যাখ্যা
বুঝাইয়াছেন যে, উহা মূলত সকল উম্মতের জন্যই প্রযোজ্য। এই উম্মত
উম্মত পৃথক ভাবা এখানে নিষ্প্রয়োজন। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا অর্থাৎ যদি তাহারা সকল
দেখিতে পায় তথাপি তাহারা ঈমান আনিবে না।

অনুরূপ তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

ذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَايُؤْمِنُوْنَ ، وَلَوْ جَاۤءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ
وَالْعَذَابَ الْاَلِيْمَ -

অর্থাৎ যাহাদের বিরুদ্ধে তোমার প্রভুর সিদ্ধান্ত সক্রিয় রহিয়াছে তাহ
আনিবে না। এমন কি তাহারা প্রত্যেকটি নিদর্শনের উপস্থিতি দেখিলেও য
উহারা মর্মন্তদ শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে (১০ ঃ ৯৬-৯৭)।

তিনি আরও বলেন ঃ

وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الرُّشْدِ لَايَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا

অর্থাৎ যদি তাহারা সঠিক পথ দেখেও তথাপি উহাকে পথ হিসাবে গ্রহ
না

মোট কথা তাহারা মুক্তির পথ দেখিতে পাইলেও সেই পথে চলিবে না।
তাহারা ভ্রান্তি ও ধ্বংসের পথ জানিতে পাইয়াও সেই পথে চলিবে। ইহ
সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন ঃ

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا অর্থাৎ ইহা এই জন্য যে, তাহা
নিদর্শনাবলী অস্বীকার করিয়াছে। কারণ, তাহাদের অন্তরগুলি উহা ভ
করিয়াছে।

وَكَانُوْا عَنْهَا غَافِلِيْنَ অর্থাৎ তাই উহারা উহাতে যাহা কিছু আছে তাহা কার্যকর করার ব্যাপারে উদাসীন ছিল।

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَاءِ الْاٰخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ অর্থাৎ তাহাদের যাহারা এই অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যানের উপর আমৃত্যু স্থির রহিয়াছে তাহারা তাহাদের গোটা জীবনের কার্যাবলী বরবাদ করিয়াছে।

هَلْ يُجْزَوْنَ اِلاَّ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ তাহারা যেমন কর্ম তেমন ফল পাইবে। ভাল কর্মে ভাল ফল মন্দ কর্মে মন্দ ফল। যেমন দান তেমন দক্ষিণা।

(١٤٨) وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوْسٰى مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ ؕ اَلَمْ يَرَوْا اَنَّهٗ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيْهِمْ سَبِيْلًا ۘ اِتَّخَذُوْهُ وَكَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ○

(١٤٩) وَلَمَّا سُقِطَ فِيْۤ اَيْدِيْهِمْ وَرَاَوْا اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوْا ۙ قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

১৪৮. মূসার সম্প্রদায় তাহার অনুপস্থিতিতে নিজেদের অলংকার দ্বারা এক গো-বৎস গড়িল, (এমন) এক অবয়বে, যাহা হাম্বা রব করিত। তাহারা কি দেখিল না যে, উহা তাহাদের সহিত কথা বলে না ও তাহাদিগকে পথ দেখায় না ? তাহারা উহাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিল এবং তাহারা ছিল জালিম।

১৪৯. তাহারা যখন অনুতপ্ত হইল ও দেখিল যে, তাহারা বিপথগামী হইয়া গিয়াছে, তখন তাহারা বলিল, আমাদের প্রতিপালক যদি আমাদের প্রতি দয়া না করেন ও আমাদিগকে ক্ষমা না করেন তবে আমরা নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইব।

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলদের যাহারা বিভ্রান্তির শিকার হইয়াছিল তাহাদের অবস্থা জানাইতেছেন। তাহারা একটি স্বর্ণের বাছুর তৈরী করিয়া তাহার পূজায় লিপ্ত হইয়াছিল। তাহারা কিবতীদের নিকট হইতে স্বর্ণালংকার ধার করিয়া উহা দ্বারা 'সামেরী' বাছুর তৈরী করিল এবং উহার অভ্যন্তরে জিবরাঈল (আ.)-এর অশ্বের পদচিহ্নের এক মুষ্টি মৃত্তিকা স্থাপন করিল। ফলে উহা হাম্বারব করিতেছিল।

এই ঘটনা ঘটিয়াছিল আল্লাহ্র নির্দেশে মূসা (আ.)-এর নির্ধারিত স্থানে গমনের পর। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে সেই তূর পাহাড়ে এই সংবাদ জ্ঞাপন করেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

فَاِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْۢ بَعْدِكَ وَاَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ -

অর্থাৎ তোমার আসার পর আমি তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষার সম্মুখীন করিয়াছি এবং তাহাদিগকে সামেরী বিভ্রান্ত করিয়াছে (২০ ঃ ৮৫)।

বাছুরের আকৃতি-প্রকৃতি নিয়া তাফসীরকারদের ভিতর মতভেদ রহিয়াছে। উহা কি রক্তমাংসের বাছুরে রূপান্তরিত হইয়া হাম্বারব করিতেছিল, না স্বর্ণের বাছুরেই হাওয়া ঢুকাইয়া বিশেষ প্রক্রিয়ায় হাম্বা রব সৃষ্টি করা হইতেছিল ? এই দুইটি মতই বিদ্যমান। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

বলা হয়, বাছুরটি যখনই তাহাদের উদ্দেশ্যে হাম্বা রব করিত, তখন তাহারা উহার চর্তুষ্পার্শ্বে আসিয়া নৃত্য শুরু করিত ও ইহাকে সেবা দিত আর বলিত ইহাই আমাদের প্রভু। আর মূসার (আ.) প্রভু বিস্মৃত হইল।

আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন ঃ اَفَلَا يَرَوْنَ اَلَّا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلاً وَّلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا অর্থাৎ তাহারা কি দেখে না যে, উহা তাহাদের কোন কথার জবাব দেয় না এবং তাহাদের কোন ক্ষতি বা উপকার সাধনের ক্ষমতা রাখে না (২০ঃ৮৯)?

এখানে তিনি বলেন ঃ اَلَمْ يَرَوْا اَنَّهٗ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيْهِمْ سَبِيْلاً "তাহারা কি দেখে না যে, উহা তাহাদের কোন কথায় সাড়া দেয় না এবং তাহাদিগকে পথও দেখায় না ?" অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সেই বিভ্রান্ত বনী ইসরাঈলের বাছুর পূজার প্রতি অসন্তোষ ও উহার অসারতা প্রকাশ করিতেছেন। কারণ, তাহারা আকাশ ও পৃথিবীর সকল কিছুর স্রষ্টা ও মালিক মহান প্রতিপালক আল্লাহ্র পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া তাঁহার সহিত এমন একটা বাছুরকে ইবাদতে শরীক করে যাহার না কোন কথার উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা আছে আর না উহা তাহাদের কোন উপকার বা ক্ষতি সাধনে সমর্থ, আর না তাহাদিগকে কল্যাণের পথ দেখাইয়া থাকে। বরং মূর্খতা ও বিভ্রান্তি তাহাদের চোখের দৃষ্টিশক্তি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। ইমাম আহমদ ও আবূ দাউদ (র.)-এর এক বর্ণনায় রহিয়াছে ঃ

আবূ দারদা (রা.) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলিয়াছেন ঃ কোন কিছুর আসক্তি অন্ধ ও বধির করে।

وَلَمَّا سُقِطَ فِىْ اَيْدِيْهِمْ অর্থাৎ কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইল।

وَرَاَوْا اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوْا قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا অর্থাৎ যখন তাহারা দেখিল যে, তাহারা পথভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহারা বলিল, আমাদের প্রতিপালক যদি আমাদিগকে দয়া ও ক্ষমা না করেন-।

একদল তাফসীরকার يرحمنا স্থলে ترحمنا ও يغفرلنا স্থলে تغفرلنا পড়িয়াছে এবং ربنا কে সম্বোধন পদ বানাইয়াছেন।

لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ অর্থাৎ ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হইব। ইহা তাহাদের পাপের স্বীকৃতি ও আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় গ্রহণের আকুতি।

(১৫০) وَلَمَّا رَجَعَ مُوْسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا ۙ قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُوْنِيْ مِنْ بَعْدِيْ ۚ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ ۚ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيْهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ۚ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوْنِيْ وَكَادُوْا يَقْتُلُوْنَنِيْ ۖ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِيْ مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ○

(১৫১) قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِأَخِيْ وَأَدْخِلْنَا فِيْ رَحْمَتِكَ ۖ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ○

১৫০. মূসা যখন ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হইয়া স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাবর্তন করিল তখন বলিল, 'আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা আমার কত নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্ব করিয়াছ! তোমাদের প্রতিপালকের আদেশ আসিবার আগেই তোমরা তাড়াহুড়া করিলে ? এই বলিয়া সে ফলকগুলি ফেলিয়া দিল আর স্বীয় ভ্রাতাকে চুলে ধরিয়া নিজের দিকে টানিয়া আনিল। হারূন বলিল, হে আমার সহোদর! লোকেরা তো আমাকে দুর্বল মনে করিয়াছিল এবং আমাকে প্রায় হত্যা করিয়া ফেলিয়াছিল। তুমি আমার সহিত এমন ব্যবহার করিও না যাহাতে শত্রুরা আনন্দিত হয় এবং আমাকে জালিমদের অন্তর্ভুক্ত করিও না।

১৫১. মূসা বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার ভ্রাতাকে ক্ষমা কর এবং আমাদিগকে তোমার দয়ার আশ্রয় দাও আর তুমিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এখানে জানাইতেছেন যে, মূসা (আ.) আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে নির্ধারিত কালের অবস্থান শেষে পথভ্রষ্ট নিজ সম্প্রদায়ের নিকট ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ চিত্তে প্রত্যাবর্তন করেন। আবূ দারদা (রা.) বলেন – الاسف। অর্থাৎ অত্যাধিক ক্রোধ।

قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُوْنِيْ مِنْ بَعْدِيْ অর্থাৎ মূসা (আ.) বলিলেন, তোমাদিগকে রাখিয়া আমার চলিয়া যাওয়ার পর তোমরা বাছুর পূজা করিয়া খুবই খারাপ কাজ করিয়াছ।

أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র তরফ হইতে তোমাদের জন্য যে দুর্ভাগ্য নির্ধারিত ছিল তাহা তোমরা তাড়াহুড়া করিয়া দ্রুত ঘটাইয়া ফেলিলে ?

وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيْهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ অর্থাৎ মূসা (আ.) বিধি-বিধানের ফলকগুলি তাহার সম্প্রদায়ের উপর নিক্ষেপ করিলেন এবং স্বীয় ভ্রাতা

হারূন (আ.)-কে চুল ধরিয়া কাছে টানিয়া আনিলেন। কেহ বলেন, ফলকগুলি যমররদ পাথরের ছিল। কেহ বলেন, ইয়াকুত পাথরের আর কেহ বলেন, বরফের এবং কেহ বলেন, নবক বা লোটাস বৃক্ষের।

এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, হাদীছের বক্তব্য 'সরে যমীনে দেখা শোনা আর খবরাখবরের মাধ্যমে পরিচালনা' এক হয় না তাহা অত্যন্ত বাস্তব কথা। আয়াতের বক্তব্যের ধরন হইতে বুঝা যায় যে, মূসা (আ.) ফলকগুলি তাহার পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের উপর নিক্ষেপ করেন। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী প্রায় সকল আলিমেরই এই মত।

অথচ এই ব্যাপারে কাতাদা (র.)-এর বরাত দিয়া এক ব্যতিক্রমধর্মী আজব কাহিনী ইব্‌ন জারীর (র.) বর্ণনা করিয়াছেন। উহার সূত্র কাতাদার সহিত সম্পৃক্ত করা ঠিক নহে। ইব্‌ন আতীয়া (র.) প্রমুখ উহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। উহা প্রত্যাখ্যান করাই উত্তম। মনে হয় কাতাদা (র.) আহলে কিতাবীদের কাহারো নিকট হইতে শুনিয়া ইহা বর্ণনা করেন। অথচ ইসরাঈলীদের মধ্যে অধিকাংশই মিথ্যাবাদী, মিথ্যা বর্ণনা সৃষ্টিকারী, জঘন্য অপবাদকারী ও কাফির।

وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيْهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ অর্থাৎ মূসা (আ.) আশংকা করিয়াছিলেন যে, হারূন (আ.) হয়ত বনী ইসরাঈলগণকে কঠোরভাবে বাধা প্রদান করেন নাই। তাই তিনি তাহার কর্তব্যে অবহেলার কথা ভাবিয়া চুল ধরিয়া জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কাছে টানিয়া আনেন। যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন ঃ

قَالَ يَا هٰرُوْنُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوْا أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِيْ -

অর্থাৎ হে হারূন! তুমি যখন দেখিলে তাহারা বিভ্রান্ত হইয়াছে তখন তাহাদিগকে বাধা দিতে কোনবস্তু তোমাকে ঠেকাইয়াছিল ? কেন তুমি আমার অনুসরণ করিলে না? তুমি কি আমার দায়িত্ব উপেক্ষা করিয়াছ ? (২০ ঃ ৯২)

قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِيْ وَلَا بِرَأْسِيْ - إِنِّيْ خَشِيْتُ أَنْ تَقُوْلَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِيْ -

অর্থাৎ হারূন বলিল, হে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা! আমার দাড়ী ও চুল ধরিও না। আমি তো ভয় করিয়াছি যে, তুমি বলিবে, 'বনী ইসরাঈলকে তো বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছ এবং আমার কথা রক্ষা কর নাই (২০ ঃ ৯৪)।

এখানে আল্লাহ্ বলেন ঃ

ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوْنِيْ وَكَادُوْا يَقْتُلُوْنَنِيْ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ الخ -

অর্থাৎ হে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা! জাতি আমাকে দুর্বল বানাইয়াছে এবং তাহারা আমাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছে। সুতরাং আমার সহিত এমন ব্যবহার করিও না যাহাতে

শত্রুরা খুশী হয় এবং আমাকে তাহাদের চালে চালাইও না ও তাহাদের দলভুক্ত করিও না (৭ ঃ ১৫০)।

বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বলিয়া মূলত দৃষ্টি আকর্ষণ ও প্রীতি অর্জনের চেষ্টা করা হইয়াছে। অন্যথায় তিনি পিতা ও মাতা উভয় দিক দিয়াই মূসা (আ.)-এর ভাই। মূসা (আ.) যখন হারূন (আ.)-এর পবিত্রতা ও দায়িত্বশীলতার ব্যাপারে নিশ্চিত হইলেন তখন প্রার্থনা করিলেন ঃ

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ -

অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার ভ্রাতাকে ক্ষমা কর এবং তোমার রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দান কর। আর তুমি তো শ্রেষ্ঠতম দয়ালু (৭ ঃ ১৫১)।

এভাবে তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي -

"আর অবশ্যই হারূন তাহাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছিল, হে আমার জাতি! তোমরা উহা দ্বারা পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছ। অথচ তোমাদের প্রতিপালক বড়ই দয়ালু, অতএব আমাকে অনুসরণ কর ও আমার নির্দেশ পালন কর" (২০ ঃ ৯০)।

ইব্ন আবূ হাতিম ––––– ইব্ন আব্বাস (আ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন ঃ আল্লাহ্ মূসা (আ.)-কে রহম করুন। সংবাদ প্রাপ্তি ও স্বচক্ষে দর্শন সমান হয় না। তাহাকে তাহার প্রতিপালক যখন খবর দিলেন যে, তাহার অবর্তমানে তাহার সম্প্রদায় পথভ্রষ্ট হইয়াছে, তখন তিনি ফলকগুলি ফেলেন নাই; কিন্তু যখন স্বচক্ষে আসিয়া উহা দেখিলেন তখন নির্দেশিত ফলকগুলি ছুড়িয়া ফেলিলেন।

(১৫২) إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ○

(১৫৩) وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

১৫২. যাহারা গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে পার্থিব জীবনে তাহাদের উপর তাহাদের প্রভুর ক্রোধ ও লাঞ্ছনা আপতিত হইবে; আর এইভাবে আমি মিথ্যা রচনাকারীদিগকে প্রতিফল দিয়া থাকি।

১৫৩. যাহারা অসৎকার্য করে তাহারা পরে অনুতপ্ত হইলে ও ঈমান আনিলে তোমার প্রতিপালক তো পরম ক্ষমাশীল, অতীব দয়ালু।

তাফসীর ঃ বনী ইসরাঈলগণ গো-বৎস উপাসনার জন্য আল্লাহ্‌র তরফ হইতে এই শাস্তিপ্রাপ্ত হইল যে, আল্লাহ্ তা'আলা ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের তওবা কবূল করিবেন না যতক্ষণ না তাহারা একদল অপরদলকে হত্যা করিবে। সূরা বাকারায় ইহার বর্ণনা পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। যেমন ঃ

فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ -

অর্থাৎ সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তন কর এবং তোমরা তোমাদের নিজদিগকে হত্যা কর। তোমাদের স্রষ্টার নিকট ইহাই শ্রেয়। তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমা পরবশ হইবেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (২ ঃ ৫৪)।

অতঃপর যে লাঞ্ছনার জীবনের কথা বলা হইয়াছে তাহাও তাহারা পার্থিব জীবনে ভোগ করিবে। আল্লাহ্ পাক এখানে বলেন ঃ

وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ অর্থাৎ যাহারাই কোন শির্ক বিদআতের উদ্ভব ঘটাইবে তাহাদিগকেই একই ধরনের শাস্তি দেওয়া হইবে। বস্তুত বিদআত সৃষ্টি ও হিদায়েত বিরোধিতার লাঞ্ছনা তাহার অন্তরে মিলিত হইয়া দুই কাঁধে জাঁকিয়া বসে।

হাসান বসরী বলেন ঃ অবশ্যই বিদআত সৃষ্টির অভিশাপ তাহাদের স্কন্ধসমূহে খচ্চরের খুরধ্বনি ও জিনপোষের আওয়াজের মত অহরহ শ্রুত হইতে থাকে।

আবূ কিলাবা জারামী (র.) হইতে আইয়ুব সখতিয়ানী (র.)ও এইরূপ বর্ণনা করেন। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ পড়িয়া বলিলেন– আল্লাহ্‌র কসম! কিয়ামত পর্যন্ত বিদআত সৃষ্টিকারীর লাঞ্ছনা চলিতে থাকিবে।

সুফিয়ান ইব্ন উআইনা (র.) বলেন ঃ প্রত্যেক বিদআত স্রষ্টাই লাঞ্ছিত। অতঃপর আল্লাহ্ পাক তাঁহার বান্দাগণকে সর্তক করেন এবং তাহাদিগকে আশ্বাস দেন যে, তিনি তাহাদের যে কোন পাপের জন্য তওবা কবূল করিবেন, এমনকি তাহা কুফর, শির্ক, নিফাক, নাফরমানী যাহাই হউক না কেন। তাই তিনি উপসংহারে বলেন ঃ

وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ

অর্থাৎ হে মুহম্মদ! হে তাওবার রাসূল! হে রহমতের নবী!

مِنْ بَعْدِهَا অর্থাৎ পাপ করার পর তওবা করিলে ও ঈমান আনিলে।

لَغَفُورٌ رَحِيمٌ অর্থাৎ তোমার প্রভু অবশ্যই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ হইতে পর্যায়ক্রমে আলকামা, হাসানুল উরনী, আয়রাহ, কাতাদা, আবান, মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম ও ইব্ন আবূ হাতিম (র.) বর্ণনা করেন ঃ

আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদকে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইল যে লোক প্রথম ব্যভিচার করিয়া ব্যভিচারকৃত নারীকে বিবাহ করিয়াছিল। তখন তিনি উপরোক্ত আয়াত একে একে দশবার তিলাওয়াত করেন। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে সেই ব্যাপারে 'হ্যাঁ' বাচক বা 'না'বাচক কোন নির্দেশই দিলেন না।

(١٥٤) وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ ۖ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ○

১৫৪. মূসার ক্রোধ যখন প্রশমিত হইল তখন সে ফলকগুলি তুলিয়া লইল; যাহারা তাহাদের প্রভুকে ভয় করে তাহাদের জন্য উহাতে যাহা লিখিত ছিল তাহাতে ছিল পথ নির্দেশ ও রহমত।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ وَلَمَّا سَكَتَ অর্থাৎ যখন শান্ত হইল।

عَنْ مُّوسَى الْغَضَبُ অর্থাৎ তাহার জাতির উপর তাহার ক্রোধ।

أَخَذَ الْأَلْوَاحَ অর্থাৎ জাতির বাছুর পূজার কারণে আল্লাহ্র মহব্বতে ক্ষিপ্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া ছুড়িয়া ফেলা ফলকগুলি তুলিয়া লইলেন।

وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে অধিকাংশ তাফসীরকার বলেন ঃ ফলকগুলি যখন নিক্ষিপ্ত হয়, তখন উহা ভাংগিয়া যায়। তারপর উহা মিলাইয়া নেওয়া হয়। তাই পূর্বসূরীদের কেহ কেহ বলেনঃ তখন উহাতে শুধু হিদায়েত ও রহমতের বাণী পাওয়া গিয়াছে। অথচ বিস্তারিত বিধি-বিধান উধাও হইয়াছে। তাহারা মনে করেন, সেই কুড়াইয়া নেওয়া ফলকগুলি ইসলাম আসা পর্যন্ত ইয়াহূদী দেশগুলির কোষাগারে সর্বদা মওজুদ ছিল। আল্লাহ্ই ইহার সত্যাসত্য ভাল জানেন। তবে সুস্পষ্ট দলীল দ্বারা প্রমাণিত যে, ফেলিয়া দেওয়ায় উহা খণ্ড বিখণ্ড হইয়াছিল। উহা ছিল জান্নাতী ধাতুর তৈরী ফলক। তাই আল্লাহ্ জানাইলেন ঃ ফেলিয়া দেওয়ার পর যখন উহা আবার তুলিয়া লওয়া হইল। তখন উহাতে খোদাভীরুদের জন্য হিদায়েত ও রহমত অবশিষ্ট ছিল।

এখানে الرهبة। অর্থ ভয় মিশ্রিত বিনয়।

أَخَذَ الْأَلْوَاحَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে কাতাদা (র.) নিম্ন কাহিনীটি বর্ণনা করেন ঃ "ফলকগুলি হাতে লইয়া মূসা (আ.) বলিলেন – হে আমার প্রতিপালক! আমি ইহাতে এমন এক উত্তম উম্মত দেখিতে পাইতেছি যাহারা গোটা মানবজাতির জন্য বাছাই হইবে, তাহাদিগকে ন্যায়ের পথে পরিচালিত করিবে ও অন্যায় হইতে বিরত রাখিবে। তাহাদিগকে আমার উম্মত বানাও। আল্লাহ্ বলিলেন– উহা তো আহমদের উম্মত। তখন মূসা (আ.) বলিলেন– হে আমার প্রতিপালক! ফলকসমূহে

আমি এমন এক উম্মত দেখিতেছি যাহারা শেষে আসিয়াও অগ্রগামী হইবে। অর্থাৎ তাহাদের সৃষ্টি হইবে সর্বশেষে, কিন্তু জান্নাতে যাইবে সর্বাগ্রে। তাহাদিগকে আমার উম্মত বানাও। আল্লাহ্ বলিলেন – ইহাও আহমদের উম্মত। মূসা (আ.) বলিলেন– হে আমার প্রতিপালক! আমি ফলকের ভিতর পাইতেছি যে, এমন এক উম্মত হইবে যাহাদের ঐশীবাণীসমূহ তাহাদের অন্তরে অবস্থান করিবে এবং সেখান হইতেই তাহারা উহা পাঠ করিবে। তাহাদের পূর্বে উহারা কিতাব দেখিয়া পড়িত এবং যখন উহা হটানো হইত তখন তাহাদের কিছুই স্মরণ থাকিত না এবং উহার কোন পরিচয়ই জানিত না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে স্মরণ শক্তি দান করিলেন যাহা পূর্বে কোন উম্মতকে দান করা হয় নাই। হে প্রভু ! তাহাদিগকে আমার উম্মত বানাও। আল্লাহ্ বলেন– তাহারা আহমদের উম্মত। মূসা (আ.) বলিলেন– হে আমার প্রতিপালক! ফলকে এমন এক উম্মত দেখিতে পাইতেছি যাহারা আদি ও অন্ত সকল কিতাবের উপর ঈমান আনিবে এবং পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়গুলির সহিত একের পর এক জিহাদ চালাইয়া যাইবে। এমন কি তাহারা এক চক্ষু বিশিষ্ট কাজ্জাবের সহিত জিহাদ করিবে। তাহাদিগকে আমার উম্মত বানাও। আল্লাহ্ বলিলেন– তাহারা আহমদের উম্মত। মূসা (আ.) বলিলেন– হে আমার প্রতিপালক! ফলকে এমন এক উম্মতের পরিচয় পাই যাহাদের সাদকা যাকাত তাহাদের লোকেরাই খাইতে পারে, তথাপি তাহারা সাওয়াব পায়। অথচ তাহাদের পূর্বেকার উম্মতদের যাকাত সাদকা যদি কবূল হইত তবে তাহা আল্লাহ্র প্রেরিত আগুন আসিয়া গ্রাস করিত আর যদি তাহা কবূল না হইত তাহা হইলে হিংস্র পশু পাখি খাইত। অথচ তাহাদের ধনীদের যাকাত সাদকা তাহাদের গরীবরা খায়। হে প্রভু! তাহাদিগকে আমার উম্মত বানাও। আল্লাহ্ বলিলেন– তাহারা আহমদের উম্মত মূসা (আ.) বলিলেন– হে আমার প্রতিপালক! ফলকে এমন এক উম্মত দেখিতে পাইতেছি যাহাদের কেহ যদি কোন নেক কাজের উদ্যোগ নেয় এবং তাহা নাও করিতে পারে, তথাপি তাহার নামে নেকী লেখা হয়। আর যদি উহা করিতে পারে তবে দশটি নেকী লেখা হয়। এমনকি অবস্থাভেদে উহা সাতশত গুণ করা হয়। প্রভু হে! তাহাদিগকে আমার উম্মত কর। আল্লাহ্ বলিলেন– উহা আহমদের উম্মত। মূসা (আ.) বলিলেন– হে আমার প্রতিপালক! ফলকে এমন উম্মত দেখিতে পাই যাহাদের শাফায়াতকারী রহিয়াছে এবং তাহারা নিজেরাও শাফায়াতকারী। তাহাদিগকে আমার উম্মত কর। আল্লাহ্ বলিলেন– তাহারা আহমদের উম্মত।

কাতাদা (র.) বলেন– অতঃপর আমাদিগকে বলা হইল যে, মূসা (আ.) তখন তক্তিগুলি ছুড়িয়া ফেলিলেন। অতঃপর প্রার্থনা করিলেন– আয় আল্লাহ্! আমাকেও আহমদের উম্মত বানাও।

(١٥٥) وَاخْتَارَ مُوسٰى قَوْمَهٗ سَبْعِيْنَ رَجُلًا لِّمِيْقَاتِنَا ۚ فَلَمَّآ اَخَذَ
تْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِّنْ قَبْلُ وَاِيَّايَ ؕ
اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَآءُ مِنَّا ۚ اِنْ هِيَ اِلَّا فِتْنَتُكَ ؕ تُضِلُّ
بِهَا مَنْ تَشَآءُ وَتَهْدِيْ مَنْ تَشَآءُ ؕ اَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا
وَاَنْتَ خَيْرُ الْغٰفِرِيْنَ ○

(١٥٦) وَاكْتُبْ لَنَا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُدْنَآ
اِلَيْكَ ؕ قَالَ عَذَابِيْٓ اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَآءُ ۚ وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ
كُلَّ شَيْءٍ ؕ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ
وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ ○

১৫৫. মূসা স্বীয় সম্প্রদায় হইতে সত্তরজন লোককে আমার নির্ধারিত স্থানে সমবেত হওয়ার জন্য মনোনীত করিল। তাহারা যখন ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হইল, তখন মূসা বলিল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি ইচ্ছা করিলে পূর্বেই তো ইহাদিগকে এবং আমাকেও ধ্বংস করিতে পারিতে! আমাদের মধ্যে যাহারা নির্বোধ তাহারা যাহা করিয়াছে সেই জন্য কি তুমি আমাদিগকে ধ্বংস করিবে ? ইহা তো শুধু তোমার পরীক্ষা যাদ্দারা তুমি যাহাকে ইচ্ছা বিপথগামী কর এবং যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত কর। তুমিই তো আমাদের অভিভাবক; সুতরাং আমাদিগকে ক্ষমা কর ও আমাদের প্রতি দয়া কর এবং ক্ষমাশীলদের মধ্যে তুমিই তো শ্রেষ্ঠ।

১৫৬. আমাদের জন্য নির্ধারিত কর ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ, আমরা তোমার নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়াছি। আল্লাহ্ বলিলেন, আমার শাস্তি যাহাকে ইচ্ছা দিয়া থাকি আর আমার দয়া তাহাতো প্রত্যেক বস্তুতে ব্যাপ্ত; সুতরাং আমি উহা তাহাদের জন্য নির্ধারিত করিব যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয় ও আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করে।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে আলী ইব্‌ন তালহা (র.) বলেন ঃ আল্লাহ্ পাক মূসা (আ.)-কে তাহার সম্প্রদায় হইতে সত্তরটি লোক বাছাই করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। সেমতে তিনি সত্তরজন লোক মনোনীত করিলেন। তাহারা আল্লাহ্র নির্দেশিত স্থানে পৌঁছিয়া আল্লাহ্ পাকের কাছে যাহার যাহা কিছু প্রার্থনা তাহা করিতে লাগিল। তাহারা ইবাদতান্তে প্রার্থনা করিল– 'আয় আল্লাহ্! তুমি আমাদিগকে এমন কিছু দান কর যাহা অতীতে কাহাকেও দাও নাই এবং ভবিষ্যতেও দিবে না।' আল্লাহ্ তা'আলা ইহাতে নারাজ হইলেন এবং তাহাদিগকে ভূমিকম্পের শিকার করিলেন।

قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِّنْ قَبْلُ وَاِيَّايَ অর্থাৎ তখন মূসা (আ.) প্রার্থনা করিলেন– আয় পরোয়ারদেগার! তুমি ইচ্ছা করিলে তো আমাকে সহ তুমি তাহাদিগকে আগেই ধ্বংস করিতে পারিতে! ইত্যাদি।

সুদ্দী (র.) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ.)-কে নির্দেশ দিলেন বনী ইসরাঈলগণের মধ্য হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে একদল লোক আল্লাহ্র নির্দেশিত স্থানে নিয়া আসিতে যাহারা বনী ইসরাঈলদের গো-বৎস পূজার জঘন্য অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া অনুরূপ ভুল আর কখনও না করার পাকা প্রতিশ্রুতি দান করিবে।

وَاخْتَارَ مُوْسٰى قَوْمَهٗ سَبْعِيْنَ رَجُلًا অর্থাৎ তদনুসারে মূসা (আ.) তাহার সম্প্রদায় হইতে সত্তরজন লোক নির্বাচন করিয়া ক্ষমা প্রার্থনার জন্য যথাস্থানে পৌঁছিলেন। তাহারা সেখানে পৌঁছিয়া বায়না ধরিল ঃ

لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً অর্থাৎ হে মূসা! তুমি তো আল্লাহ্র সহিত কথা বলিয়াছ। এখন তুমি আমাদিগকে আল্লাহ্কে দেখাও। তাহা না হইলে আমরা কিছুতেই তোমার কথা বিশ্বাস করিব না।

فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ অর্থাৎ অমনি তাহাদিগকে ভূমিকম্প পাকড়াও করিল এবং তাহারা সকলেই মারা গেল। তখন মূসা (আ.) কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং আল্লাহ্র দরবারে করজোড়ে দাঁড়াইয়া প্রার্থনা করিলেন– হে আমার প্রতিপালক! আমি বনী ইসরাঈলদের বাছাবাছা লোকগুলি তোমার নির্ধারিত স্থানে ডাকিয়া আনিয়াছি। এখন আমি তাহাদের নিকট গিয়া কী জবাব দিব ? তুমি তো তাহাদের নেতৃস্থানীয় সকলকে মারিয়া ফেলিলে।

رَبِّ لَوْ شِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِّنْ قَبْلُ وَاِيَّايَ অর্থাৎ হে প্রভু! তুমি চাহিলে তো আগেই তাহাদিকে ধ্বংস করিতে পারিতে এবং আমাকেও।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র.) বলেন ঃ মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবৃন্দের মধ্য হইতে সত্তরজন লোক বাছাই করিলেন। অতঃপর তাহাদিগকে বলিলেন– আল্লাহ্র সকাশে তওবা করার জন্য চল। তোমরা সম্প্রদায়ের অন্যান্যের জন্যেও আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। গো-বৎস পূজার অভিশাপ হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য তোমাদিগকে ইহা করিতে হইবে। ইহার পূর্বপ্রস্তুতি স্বরূপ তোমরা রোযা রাখ, দেহ ও বসন পবিত্র করিয়া নাও। তাহারা সেইভাবে তাহার সহিত আল্লাহ্র নির্ধারিত সময়ে সিনাই উপত্যকার তূর পাহাড়ে চলিয়া গেল। কারণ, আল্লাহ্র নির্দেশ ও অনুমোদন ছাড়া তাঁহার সকাশে কেহ যাইতে পারিত না। সেখানে গিয়া সত্তর ব্যক্তি মূসা (আ.)-কে বলিল– এ পর্যন্ত যাহা কিছু বলিয়াছ সকল কিছুই করিয়াছি এবং তোমার সংগে তোমার প্রভুর সহিত সাক্ষাত করিতে আসিয়াছি। এখন তুমি তাহাকে বল, আমরা আমাদের প্রতিপালকের কথা শুনিতে চাই। মূসা (আ.) বলিলেন–

আমাকে অনুসরণ কর। অতঃপর মূসা (আ.) যখন পাহাড়ের কাছে পৌঁছিলেন, তখন পাহাড়কে মেঘমালার সৌধরাজী ঘিরিয়া ফেলিল। মূসা (আ.) অগ্রসর হইয়া উহাতে প্রবেশ করিলেন এবং সংগিকে অগ্রসর হইতে বলিলেন। মূসা (আ.) যখন তাহার প্রতিপালকের সহিত কথা বলিতেছিলেন তখন তাহার মুখমণ্ডলে তীর্যক আলো ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। উহার দিকে তাকাইয়া দেখার ক্ষমতা কোন বনী আদমের নাই। তাই উহার চারপাশে আবরণ রাখা হইয়াছিল। মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায়ের লোকগণ তাহাকে অনুসরণ করিয়া মেঘের ভিতর প্রবেশ করিল এবং সিজদায় পড়িয়া রহিল। তখন তাহারা প্রতিপালকের কথা শুনিতে পাইল। তিনি মূসা (আ.)-কে যাহা করণীয় ও যাহা বর্জনীয় তাহা সম্পর্কে বিধি-নিষেধ জ্ঞাপন করিতেছিলেন। অতঃপর যখন মেঘমালা অপসৃত হইল, মূসা (আ.)-এর সংগিগণ বলিয়া উঠিল– হে মূসা। আল্লাহকে প্রকাশ্যে দেখিতে না পাওয়া পর্যন্ত আমরা বিশ্বাসী হইব না। সংগে সংগে তাহারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হইল। ফলে তাহাদের প্রাণবায়ু উড়িয়া গেল ও তাহারা সকলেই মারা গেল। তখন মূসা (আ.) দাঁড়াইয়া প্রভুর দরবারে কান্নাকাটা করিয়া প্রার্থনা করিলেন– হে আমার প্রতিপালক! তুমি ইচ্ছা করিলে তো পূর্বে তাহাদিগকে ও আমাকে ধ্বংস করিতে পারিতে! তাহারা অবশ্যই মূর্খতার পরিচয় দিয়াছে। তাই বলিয়া তুমি আমাকে রাখিয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করিলে আমি বনী ইসরাঈলদের নিকট কি জবাব দিব ? আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা.) হইতে সুফিয়ান ছাওরী বর্ণনা করেন ঃ মূসা, হারূন, শিবর ও শিব্বীর একদা পাহাড়ের পাদদেশে গেলেন। হারূন পাহাড়ের উপত্যকায় আরোহণ করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা সেখানে তাহাকে মৃত্যু দান করলেন। অতঃপর যখন মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলগণের নিকট একাকী ফিরিলেন, তখন তাহারা প্রশ্ন করিল– হারূন কোথায় ? তিনি জবাব দিলেন– আল্লাহ্ পাক তাহাকে মৃত্যু দান করিয়াছেন। তাহারা বলিল– তুমিই তাহার নম্রতা ও নিখুঁত অবয়বের জন্য হিংসাপরবশ হইয়া তাহাকে হত্যা করিয়াছ। অথবা এই ধরনের অন্য কিছু বলিল। তখন মূসা (আ.) বলিলেন– তোমাদের মধ্য হইতে ইহার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য পসন্দমতে লোক মনোনীত কর। তাহারা সত্তরজন লোক মনোনীত করিল। এই সত্তরজন সম্পর্কেই আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে বলিয়াছেন।

তাহারা যখন পাহাড়ের উপত্যকায় পৌঁছিয়া হারূন (আ.)-এর লাশকে প্রশ্ন করিল– হে হারূন! কে তোমাকে হত্যা করিয়াছে ? তিনি জবাব দিলেন– আমাকে কেহই হত্যা করে নাই, কিন্তু আল্লাহ্ আমাকে মৃত্যু দান করিয়াছেন। তাহারা বলিল– আজ হইতে তুমি আর কখনও আমাদের অবাধ্য হইও না। এই কথা বলামাত্র তাহারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হইল ও সকলেই মৃত্যুবরণ করিল। তখন মূসা (আ.) ডানে ও বামে তাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন– হে আমার প্রতিপালক! তুমি ইচ্ছা করিলে আগেই আমাকে সহ তাহাদিগকে ধ্বংস করিতে পারিতে। তুমি কি কতিপয় মূর্খের কৃতকর্মের জন্যে আমাদিগকে ধ্বংস করিবে ? ইহা তোমার পরীক্ষা ছাড়া কিছুই নহে। ইহা দ্বারা তুমি যাহাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত কর ও যাহাকে ইচ্ছা পথ দেখাও। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে জীবিত করিলেন এবং তাহাদের সকলকে নবীর অনুসারী বানাইলেন।

এই আছারটি অত্যন্ত গরীব এবং অন্যতম বর্ণনাকারী আম্মার ইব্ন উবায়েদ সম্পূর্ণ অপরিচিত। অবশ্য শু'বাও আবূ ইসহাক (র.) হইতে জনৈক বনী সলূলের মাধ্যমেও বর্ণিত হয়। তবে ইব্ন আব্বাস (র.), কাতাদা, মুজাহিদ ও ইব্ন জারীর (র.) বর্ণনা করেন ঃ উক্ত সত্তর জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ভূমিকম্প দ্বারা এই জন্য আক্রান্ত হইল যে, তাহারা তাহাদের সম্প্রদায়কে গো-বৎস পূজা চালাইয়া যাইতে দিয়াছে এবং তাহাদিগকে উহা হইতে বিরত রাখিতে সচেষ্ট হয় নাই। মূসা (আ.)-এর বক্তব্যেও উহা প্রকাশ পায়। যেমন তিনি বলেন ঃ তুমি কি আমাদের কতিপয় আহম্মকের কৃতকর্মের জন্য আমাদিগকে ধ্বংস করিবে ?

إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ। অর্থাৎ তোমার পরীক্ষা, ইমতিহান ও আজমায়েশ। ইব্ন আব্বাস, সা'দ ও ইব্ন যুবায়ের, আবুল আলীয়া, রবী ইব্ন আনাস প্রমুখ বেশ কিছু পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের আলিম এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া অন্যরূপ কোন ব্যাখ্যা ইহার নাই। মূসা (আ.) বলেন ঃ তোমার নির্দেশ ছাড়া কাহারও নির্দেশ চলে না এবং তোমার বিধান ছাড়া কাহারও বিধান নাই। তাই তুমি যাহা করিয়াছ তাহাই হইয়াছে। তুমি যাহাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট হইতে দাও এবং যাহাকে ইচ্ছা পথ দেখাও ; যাহাকে তুমি পথভ্রষ্ট হইত দাও তাহাকে পথ দেখাবার কেহই নাই। আর তুমি যাহাকে পথ দেখাও তাহাকে বিভ্রান্ত করার কেহই নাই। তুমি যাহাকে না দাও তাহাকে কেহ দিতে পারে না আর তুমি যাহাকে দাও তাহাকে কেহ বঞ্চিতও করিতে পারে না। সকল রাষ্ট্রই তোমার আর বিধি-বিধানও সবই তোমার। সৃষ্টিও তোমার আর বিধানও তোমার।

أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِيْنَ অর্থাৎ তুমিই আমাদের অভিভাবক, আমাদিগকে ক্ষমা কর ও অনুগ্রহ কর; এবং তুমিই সর্বোত্তম ক্ষমাশীল। الغفر। অর্থ আবরণ বা আচ্ছাদন ও পাপের জন্য পাকড়াও না করা। الرحمة। শব্দটি যখন الغفر। শব্দের সংগে মিলিত হয় তখন উহার তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে, ভবিষ্যতে উহার মত ঘটনা আর ঘটিবে না।

وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِيْنَ অর্থাৎ তুমি ছাড়া এই পাপ মাফ করার আর কেহই নাই।

وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ প্রথম কাজ হইল পথের প্রতিবন্ধক দূর করার জন্য প্রার্থনা করা ও পরবর্তী কাজ হইল মনজীলে মাকসূদে পৌঁছার প্রার্থনা জ্ঞাপন করা। আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল এই ঃ আমাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ অপরিহার্য ও সুপ্রতিষ্ঠিত কর। সূরা বাকারায় حسنة শব্দের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ। অর্থাৎ আমরা তওবা করিলাম, তোমার কাছে প্রত্যাবর্তন করিলাম এবং তোমার সান্নিধ্য গ্রহণ করিলাম

ইব্ন আব্বাস (রা.), সা'দ ইব্ন যুবায়ের, মুজাহিদ, আবুল আলিয়া, ইসহাক, ইবরাহীম তায়মী, সুদ্দী, কাতাদা (র.) প্রমুখ অনেক বিশেষজ্ঞ এই ব্যাখ্যা প্রদান করেন। আভিধানিক অর্থও ইহার সমর্থক। আলী (রা.) হইতে ইব্ন জারীর (র.) বর্ণনা করেন ঃ বনী ইসরাঈলগণ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ বলার কারণেই তাহারা ইয়াহূদী নামে আখ্যায়িত হইয়াছে। তবে এই বর্ণনার অন্যতম বর্ণনাকারী জাবির ইব্ন ইয়াযীদ জা'ফী সে দুর্বল বর্ণনাকারী।

মূসা (আ.) যখন বলিলেন, ইহা আপনার একটি পরীক্ষামাত্র এবং আসলে যাহাকে চাহেন আপনি পথ হারাইতে দেন আর যাহাকে চাহেন পথ দেখান, তখন আল্লাহ্ তা'আলা নিজের পক্ষ হইতে জবাব দিতেছেন- عَذَابِىْ أُصِيْبُ بِهٖ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ অর্থাৎ হ্যাঁ, আমার যাহা ইচ্ছা তাহাই করি এবং ইচ্ছামতই ফায়সালা করিব বটে; কিন্তু তাহার সবকিছুর পিছনেই আমার কর্মকুশলতা ও ন্যায়নীতি সক্রিয় থাকে। বস্তুত তিনি মহান ও পবিত্র, তিনি ভিন্ন অন্য কোনই মাবূদ নাই।

وَرَحْمَتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ এই মহা তাৎপর্যপূর্ণ আয়াতে সকল কিছুই সাধারণভাবে আল্লাহ্র রহমতের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। আল্লাহ্ পাক তাঁহার আরশবাহী ও পার্শ্ববর্তী ফেরেশতাগণের বক্তব্যেও ইহা প্রকাশ করেন ঃ

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَىْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا অর্থাৎ আমাদের প্রতিপালকের রহমতই হইল সর্বত্র পরিব্যপ্ত (৪০ ঃ ৭)।

জুন্দব ইব্ন আবদুল্লাহ্ বাজালী (র.)— — ——ইমাম আহমদ হইতে বর্ণনা করেন যে, জুন্দব বলেন ঃ "এক আরব বেদুঈন আসিয়া উটটি বসাইয়া গাছের সহিত বাঁধিয়া নিল। অতঃপর রাসূল (সা.)-এর পিছনে নামায পড়িল। রাসূল (সা.) নামায শেষ করিলে সে উট উঠাইয়া রশি খুলিয়া সওয়ার হইল এবং জোরে জোরে বলিতেছিল- আয় আল্লাহ্! আমাকে ও মুহাম্মদকে দয়া কর এবং আমাদের এই দয়ায় অন্য কাহাকেও শরীক করিও না। তখন রাসূল (সা.) সকলকে বলিলেন- তোমরা এই লোকটিকে বেশী বিভ্রান্ত বলিবে, না তাহার উটকে? সে কি বলিয়াছে তাহা শুনিয়াছ? তাহারা বলিল- হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা.)! আল্লাহ্র সর্বব্যাপী রহমতকে সে সীমাবদ্ধ করিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা একশত রহমত সৃষ্টি করিয়াছেন। উহা হইতে একটি রহমত অবতীর্ণ করিয়াছেন যাহা মানুষ, জিন, জীব-জানোয়ার সকলকে জুড়িয়া রহিয়াছে। অবশিষ্ট নিরানব্বাই ভাগ তাঁহার কাছে সংরক্ষিত রহিয়াছে। তোমরা এই লোকটিকে বেশী বিভ্রান্ত বলিবে, না তাহার উটকে?

আবদুস সামাদ ইব্ন আবদুল ওয়ারিছ হইতে আলী ইব্ন নসরের সূত্রে আবূ দাউদ ঃ ইমাম আহমদ (র.) ইহা বর্ণনা করেন। নবী করীম (সা.)— — ——হইতে

ইমাম আহমদ (র.) বর্ণনা করেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার একশত রহমত রহিয়াছে। তন্মধ্যে হইতে একটি রহমত সমগ্র সৃষ্টিকে প্রদত্ত হইয়াছে। এমন কি হিংস্র জন্তুর সন্তান বাৎসল্য উহারই অংশ বিশেষ। অবশিষ্ট নিরানব্বইটি রহমত তিনি কিয়ামতের পরের জন্য রাখিয়াছেন। ইমাম মুসলিম (র.) একাই নিজ সূত্রে বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেন।

নবী করীম (সা.) হইতে— — ——ইমাম মুসলিম (র.) অনুরূপ বর্ণনা করেন।

নবী করীম (সা.) হইতে— — ——ইমাম আহমদ (র.) বর্ণনা করেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার এক শত রহমত রহিয়াছে। তন্মধ্য হইতে নিরানব্বইটি তিনি নিজের কাছে সংরক্ষণ করিয়াছেন। বাকী একভাগ তোমাদের কাছে পাঠাইয়াছেন। উহা দ্বারা জিন, ইনসান ও অন্যান্য সৃষ্টি তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক দয়া ও অনুকম্পার লেন-দেন করে। কিয়ামত অনুষ্ঠিত হইলে অবশিষ্ট রহমত প্রয়োগ করিবেন। এই সনদে শুধু ইমাম আহমদই বর্ণনা করেন।

আহমদ (র.)— — ——আবূ সাঈদ (রা.) হইতে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন- আল্লাহ্ পাকের একশত রহমত রহিয়াছে। উহা হইতে একটিমাত্র তিনি সৃষ্টিকুলের ভিতর বন্টন করিয়াছেন। উহা দ্বারা ইনসান, জানোয়ার ও পাখ-পাখালী তাহাদের পারস্পরিক স্নেহ-প্রীতি ও ভক্তির আদান-প্রদান করিয়া থাকে।

আ'মাশ (র.) হইতে আবূ মুআবিয়ার সূত্রে ইব্ন মাজা (র.) ও অনুরূপ বর্ণনা করেন।

আবুল কাসিম তাবারানী— — ——হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান (রা.) হইতেবর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা.) বলেন ঃ যাঁহার হাতে আমার প্রাণ তাঁহার শপথ! অবশ্যই দীনের অন্তর্ভুক্ত পাপাচারী বেহেশতে যাইবে যদি সে আহাম্মক হিসাবে জীবন-যাপন করে। যাঁহার হাতে আমার প্রাণ তাঁহার শপথ! যাহার অর্জিত পাপ তাহাকে জাহান্নামের দিকে হাঁকাইবে সেও অবশ্য জান্নাতে যাইবে। যাহার হাতে আমার প্রাণ তাহার শপথ! আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন এত দরাজ হস্তে ক্ষমা করিবেন যে, ইবলীসও ক্ষমা পাওয়ার আশা করিবে।

এই হাদীছটি চরম গরীব। সা'দ অপরিজ্ঞাত রাবী।

فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ অর্থাৎ ফলে আমার রহমত লাভ তাহাদের জন্য জরুরী হইয়া যাইবে তাহাদের প্রতি ইহসান হিসাবে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন ঃ كتب ربكم على نفسه الرحمة অর্থাৎ তোমাদের প্রভু নিজের ওপর অপরিহার্য করিয়াছেন দয়া করা। لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ অর্থাৎ বর্ণিত গুণাবলী যাহাদের ভিতর থাকিবে তাহারাই রহমত পাইবে এবং তাহারা হইল উম্মতে মুহাম্মদী (সা.)। الذين يتقون অর্থাৎ যাহারা শিরক ও কবীরা গুনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকে।

وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ অর্থাৎ নফসের যাকাত কিংবা মালের যাকাত অথবা উভয় যাকাত। মতই রহিয়াছে। আয়াতটি মক্কী আয়াত।

وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ যাহারা আমার নিদর্শনের সত্যতা ঘোষণা করে।

(১৫৭) اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ ز يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ط فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ لا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

১৫৭. যাহারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উম্মী নবীর, যাহার উল্লেখ তাওরাত ও ইনজীল– যাহা তাহাদের নিকট রহিয়াছে তাহাতে লিপিবদ্ধ পায়, যে তাহাদিগকে সৎকার্যের নির্দেশ দেয় ও অসৎকার্যে বাধা দেয়, যে তাহাদের জন্য পবিত্র বস্তু বৈধ করে ও অপবিত্র বস্তু অবৈধ করে এবং যে মুক্ত করে তাহাদিগকে তাহাদের গুরুভার হইতে ও শৃংখল হইতে যাহা তাহাদের উপর ছিল। সুতরাং যাহারা তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাহাকে সম্মান করে, তাহাকে সাহায্য করে এবং যে নূর তাহার সাথে অবতীর্ণ হইয়াছে উহার অনুসরণ করে তাহারাই সফলকাম।

তাফসীর ঃ অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.)-এর ইহা অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে, অন্যান্য নবীদের গ্রন্থেও তাঁহার পরিচয় ও গুণাবলী বিদ্যমান রহিয়াছে যেন তাহারা তাহাদের উম্মতের লোকজনকে তাঁহার সুসংবাদ প্রদান করে ও তাঁহার আগমনের পর তাহাকে অনুসরণ করে। যেহেতু তাহাদের ঐশী গ্রন্থসমূহে সর্বদা উহা বিদ্যমান ছিল তাই তাহাদের উলামা ও মাশায়েখরা তাঁহার সম্যক পরিচয় সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত ছিল।

ইমাম আহমাদ (র.) ······· জনৈক বেদুঈন হইতে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সময় আমি মদীনায় দুধ বিক্রয় করিতে আসিয়াছিলাম। দুধ বিক্রয় শেষে আমি স্থির করিলাম, লোকটির সহিত আমি অবশ্যই দেখা করিব এবং তাহার কথা শুনিব। অতঃপর আমি তাহাকে দেখিতে পাইলাম, আবূ বকর ও উমরকে সংগে নিয়া পথ হাটিতে হাটিতে এক ইয়াহূদী ব্যক্তির নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। সে তাওরাত পাঠ ও প্রচারের জন্য খ্যাত ছিল। তাহার একটি সুন্দর যুবক পুত্র মৃত্যু পথ যাত্রী ছিল। রাসূল (সা.) লোকটিকে বলিলেন ঃ আমি তোমার কাছে তাওরাত অবতরণকারীর দোহাই দিয়া জানিতে চাই যে, তোমাদের এই কিতাবে আমার পরিচয় ও আবির্ভাব

সম্পর্কে কোন কিছু আছে ? সে মাথা নাড়িয়া না বলিল। তখন তাহার ছেলে বলিল– তাওরাত অবতারকের শপথ! আমি আমাদের কিতাবে তোমার পরিচয় ও আবির্ভাবের কথা পাইয়াছি। তাই আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন মাবূদ নাই এবং আমি সাক্ষ্য দিতেছি, নিশ্চয় তুমি আল্লাহ রাসূল। তখন রাসূল (সা.) বলিলেন– এই ইয়াহূদীকে তোমাদের ভাই বলিয়া গ্রহণ কর। ইত্যবসরে তাহার মৃত্যু ঘটিল। তাহাকে কাফন পরাইয়া জানাযা পড়া হইল।

এই হাদীছটি অত্যন্ত শক্তিশালী। সহীহ্ সংকলনে আনাস (রা.) হইতে ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

হিশাম ইব্‌ন আস উমুবী হইতে– — — –হাকিম (র.) তাহার মুস্তাদরাকে বর্ণনা করেন ঃ

আমি ও অপর এক ব্যক্তি রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াসের দরবারে প্রেরিত হইলাম। তাহাকে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো ছিল আমাদের কাজ। আমরা তদুদ্দেশ্য বাহির হইয়া দামেশকের শহরতলীতে জাবালা ইব্‌ন আবহাম গাস্‌সানীর দরবারে উপস্থিত হইলাম। তখন তিনি তাহার আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি আমাদের সাথে কথা বলার জন্য একজন দূত নিয়োগ করিলেন। আমরা বলিলাম– আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা কোন দূতের সহিত কথা বলিব না। আমাদিগকে সম্রাটের কাছে পাঠানো হইয়াছে। যদি আমাদিগকে তাহার সহিত কথা বলিতে দেওয়া হয় তবেই আমরা কথা বলিব। অন্যথায় কোন দূতের মাধ্যমে কথা বলিব না। অর্থাৎ দূত ফিরিয়া গিয়া তাহাকে ইহা জানাইল। তিনি আমাদিগকে তাহার সহিত কথা বলার অনুমতি দিলেন।

বর্ণনাকারী বলেন ঃ তখন হিশাম ইব্‌ন আস তাহার সহিত কথা বলিলেন এবং গাস্‌সানীকে ইসলাম গ্রহণের জন্য আহ্বান জানাইলেন। নগর রক্ষকের পরিধানে তখন কালো পোশাক ছিল। হিশাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন– আপনি কালো পোশাক পরিয়াছেন কেন ? গাস্‌সানী বলিলেন– ইহা পরিধান করিয়া শপথ গ্রহণ করিয়াছি যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদিগকে সিরিয়া হইতে বহিষ্কার না করিব, ততদিন ইহা খুলিব না। তখন আমরা বলিলাম– আপনার এই দরবারকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি, আল্লাহ্‌র শপথ! আমরাই উহা আপনার দেহ হইতে খুলিয়া নিব এবং ইনশাআল্লাহ আমরা আপনাদের বিশাল সাম্রাজ্য করতলগত করিব। আমাদের নবী মুহাম্মদ (সা.) আমাদিগকে এই সংবাদ দান করিয়াছেন। তিনি বলিলেন– তোমরা সেই জাতি নহ। তাহারা দিনভর রোযা থাকিবে ও রাতভর ইবাদত করিবে। তোমাদের রোযা কি রকম? আমরা তখন আমাদের রোযার বর্ণনা দিলাম। সংগে সংগে তাহার মুখ মলিন হইয়া গেল। অতঃপর বলিলেন– তোমরা এখন উঠ। আমাদিগকে তিনি সম্রাটের নিকট পৌছাইয়া দেওয়ার জন্য সংগে একজন দূত দিলেন। আমরা সেখান হইতে

সম্রাটের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া এমন কি মূল শহরের কাছে পৌঁছাইলাম। আমাদের সংগীটি আমাদিগকে বলিল– তোমাদের এই বাহনজন্তু নগরীতে প্রবেশ করিবে না। যদি তোমরা চাও তো আমরা তোমাদিগকে দক্ষ অথবা ভারবাহী অশ্বে বহন করিতে পারি। আমরা বলিলাম, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা আমাদের বাহন ছাড়া অন্য কোন বাহনে চড়িব না। তাহারা সম্রাটের কাছে এই খবর পৌঁছাইল। সম্রাট তাহাদিগকে নির্দেশ দিলেন আমাদের বাহনের নিয়ে যাওয়ার। অতঃপর আমরা সেখানে আমাদের বাহনে চড়িয়া তরবারি ঝুলাইয়া প্রবেশ করিলাম। যখন আমরা তাহার প্রাসাদের দরবারই কক্ষে গেলাম তখন বাহাদুরের মতই উহা কোষাবদ্ধ করিলাম। সম্রাট আমাদের দিকে তাকাইয়া দেখিতেছিলেন। আমরা তখন সুউচ্চ কণ্ঠে বলিলাম– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবর। অতঃপর আল্লাহ্‌ই জানেন, কিভাবে তাহার প্রাসাদ প্রকম্পিত হইয়া অংশ বিশেষ ভগ্ন হইল। উহা যেন কোন প্রবল বায়ুপ্রবাহে ধসিয়া পড়িল। ইহাতে তাহারা ভীত হইয়া আমাদিগকে আমাদের ধর্মীয় কথাগুলি জোরে উচ্চারণ করিতে নিষেধ করিল এবং আমাদিগকে সম্রাটের কাছে বসার অনুমতি দিল।

আমরা সম্রাটের নিকট উপনীত হইলাম। তিনি গদীতে উপবিষ্ট ছিলেন এবং তাহার সম্মুখে বসা ছিল দেশের নেতৃস্থানীয় আমীর উমারা ও সভাসদবৃন্দ। তাহার দরবারের সকল কিছুই ছিল লাল বর্ণের। তাহার চর্তুষ্পার্শ্বেও লাল বর্ণের সমারোহ ছিল। তাহার দেহের বসনও ছিল লাল বর্ণের। আমরা তাহার সম্মুখীন হইলাম। তিনি হাসিমুখে আমাদিগকে বরণ করিলেন। অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলেন– তোমরা কেন আমাকে কুর্নিশ করিয়া ঢুকিলে না ? তোমাদের মধ্যে কি কুর্নিশ করার কোন রীতি নাই? তখন তাহার পার্শ্বে একজন অনাবীল বিশুদ্ধ ভাষায় আরবী বলার দোভাষী উপস্থিত ছিল। আমরা তাহাকে বলিলাম– আমরা পরস্পর যে সালাম বিনিময় করি তাহা তোমাদিগকে করা জায়েয নহে। তেমনি তোমরা যে পদ্ধতিতে কুর্নিশের আদান-প্রদান কর তাহা আমাদের জন্য জায়েয নহে। তাই আমরা উহা করি নাই। তখন তিনি প্রশ্ন করিলেন– তোমাদের অভিবাদন পদ্ধতিটি কিরূপ ? আমরা বলিলাম- আস্‌সালামু আলায়কা। তিনি প্রশ্ন করিলেন– তোমাদের বাদশাহ্‌কে কিভাবে অভিবাদন জানাও ? আমরা বলিলাম– একইভাবে। তিনি প্রশ্ন করিলেন– বাদশাহ কিভাবে উহার জবাব দেন ? আমরা বলিলাম– অনুরূপভাবে। প্রশ্ন করিলেন– তোমাদের দীনের বাক্যসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাক্যটি কি ? জবাবে বলিলাম– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর। আমরা উক্ত বাক্য বলা মাত্র, আল্লাহ্ জানেন, তাহার দরবার কক্ষের ছাদ ফাটিয়া গেল। অমনি তিনি উপরের দিকে সংক্ষেপে তাকাইয়া দেখিলেন। অতঃপর বলিলেন– এই বাক্যই আমার ছাঁদ ও গেট ভাংগিয়াছে। তোমরা যখন তোমাদের ঘরে এই বাক্য উচ্চারণ কর তখন কি তাহাও ভগ্ন হয় ? আমরা বলিলাম– না। আপনার এখানে ছাড়া আর কখনও এই বাক্য এইরূপ ঘটনা ঘটায় নাই। তিনি বলিলেন– আমি অবশ্যই পসন্দ করি যে, যখন তোমরাও উহা উচ্চারণ করিবে, এখন তোমাদের

উপরও ভাংগিয়া চুরিয়া পড়ুক। আমি আমার অর্ধেক রাষ্ট্র হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছি। আমরা প্রশ্ন করিলাম– কেন ? তিনি বলিলেন, উহার কারণ এই যে, কোন নবুওয়াতের প্রভাবে উহা না ঘটিয়া। একটা বিশেষে মন্ত্রবলে ও নিছক মানবীয় শক্তিতে ইহা ঘটা আমার জন্যে উত্তম হইবে।

অতঃপর তিনি আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য জানিতে চাহিলে আমরা তাহাকে ইসলামের দাওয়াত দিলাম। তিনি বলিলেন– তোমাদের নামায ও রোযা কিরূপ ? আমরা তাহাকে জানাইলাম। তখন তিনি বলিলেন– ঠিক আছে, তোমরা এখন উঠ। অতঃপর তিনি আমাদিগকে একটি উত্তম ঘরে রাখার নির্দেশ দিলেন। আমরা সেখানে স্বচ্ছন্দে তিন দিন অবস্থান করিলাম। অতঃপর রাত্রিবেলা তিনি আমাদের কাছে লোক পাঠাইলেন। আমরা তাহার নিকট গেলাম। তিনি আমাদিগকে সেই কলেমার পুনরাবৃত্তি করিতে বলিলেন। আমরা তাহাই করিলাম। অতঃপর তিনি কোন কিছুকে বলিলেন। অমনি একটি স্বর্ণ নির্মিত বিশাল বৃত্তাকার গৃহাকৃতি উপস্থিত করা হইল। উহাতে ছোট ছোট বহু ঘর রহিয়াছে। প্রত্যেকটি ঘরের দরজা রহিয়াছে। উহার তালাবদ্ধ দরজা খোলা হইলে উহা হইতে একটি কালো সিল্কের বস্ত্র বাহির করা হইল। উহা আমাদের সামনে দেওয়া হইলে আমরা উহা খুলিয়া মেলিয়া দেখিলাম। উহাতে দেখিতে পাইলাম, একটি লাল বর্ণের প্রতিকৃতি। একজন হৃষ্টপুষ্ট বড় বড় চক্ষুবিশিষ্ট ও লম্বা লম্বা চরণ ও প্রলম্বিত গ্রীবাসম্পন্ন শ্মশ্রুবিহীন ব্যক্তি। তাহার দুইটি বেনী রহিয়াছে। আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে তাহা সর্বোত্তম মনে হইল। তিনি প্রশ্ন করিলেন– তোমরা কি ইহাকে চিন ? আমরা বলিলাম– না! তিনি বলিলেন– ইনিই আদম (আ.)। তাহার বেনীবাঁধা চুলগুলি বিপুল মানব সন্তানের ইংগিতবাহী।

অতঃপর দ্বিতীয় দরজাটি খুলিয়া উহা হইতেও একটি কালো রেশমী বস্ত্র বাহির করিলেন। উহাতে একটি সাদা প্রতিকৃতি দেখিতে পাইলাম। তাহার কোঁকড়ানো চুল ঃ লাল চক্ষু; সুউচ্চ দেহ, সুন্দর দাড়ী। তিনি প্রশ্ন করিলেন– তোমরা ইহাকে চিন ? আমরা বলিলাম, না। তিনি বলিলেন– ইনিই নূহ্ (আ.)। অতঃপর আরেকটি দরজা খুলিল। সেখান হইতে একটি কালো রেশমী বস্ত্র বাহির করিল। উহাতে অত্যন্ত শ্বেতাকায় সুন্দর চক্ষু বিশিষ্ট, প্রশস্ত ললাট, আলম্বিত কপাল ও সাদা শ্মশ্রুমণ্ডিত একটি প্রতিকৃতি ছিল। মনে হইতেছিল, তিনি হাসিতেছেন। তিনি প্রশ্ন করিলেন– তোমরা ইহাকে চিন ? আমরা বলিলাম, না। তিনি বলিলেন– ইনি হযরত ইবরাহীম (আ.)। অতঃপর তিনি অপর একটি দরজা খুলিলেন। উহাতে দেখিতে পাইলাম, আমাদেরই নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতিকৃতি। তিনি প্রশ্ন করিলেন– এই লোকটিকে চিনিতে পার ? আমরা বলিলাম, হাঁ, ইনি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)। আমরা ইহা বলিয়া আবেগে কাঁদিয়া ফেলিলাম। আল্লাহ্ জানেন, তিনি সোজা দাঁড়াইয়া গেলেন, আবার বসিলেন এবং বলিলেন– আল্লাহ্‌র শপথ! ইনিই কি সেই লোক ? আমরা বলিলাম– হ্যাঁ। ইনিই তিনি। তখন তিনি গভীরভাবে কিছুক্ষণ উহা

নিরীক্ষণ করিলেন। অতঃপর উহা গুটাইয়া নিয়া বলিলেন, ইহা সর্বশেষ ঘরে রক্ষিত ছিল। কিন্তু তোমাদের জন্য আমি আগেই উহা বাহির করিলাম। তোমাদের দীন সঠিক কিনা তাহাই দেখা ছিল আমার উদ্দেশ্য। অতঃপর তিনি আবার একটি দরজা খুলিলেন। উহা হইতেও একটি কালো রেশমী বস্ত্র বাহির করিলেন। উহাতে ছিল কালসে গোধূম বর্ণের নাদুসনুদুস আকৃতির কোঁকড়ানো কেশ বিশিষ্ট ব্যতিক্রমধর্মী চক্ষু এবং কঠোর ও তির্যক দৃষ্টি সম্পন্ন একটি লোকের প্রতিকৃতি। তাহার দাঁতগুলি পরস্পর জড়িত, ওষ্ঠদ্বয় অসংলগ্ন এবং মনে হয় যেন তিনি ক্রোধান্বিত। তিনি প্রশ্ন করিলেন - তোমরা ইহাকে চিন ? আমরা বলিলাম - না। তিনি বলিলেন - ইনিই মূসা (আ.)। তাঁহারই পার্শ্বে প্রায় তাঁহার সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ একটি প্রতিকৃতি ছিল। লোকটি তৈলাক্ত কেশবিশিষ্ট, প্রশস্ত ললাটসম্পন্ন এবং চক্ষুদ্বয় ভাসমান ও সংলগ্ন। তিনি প্রশ্ন করিলেন - ইহাকে চিন? আমরা বলিলাম - না। তিনি বলিলেন - ইনিই হারূন ইব্ন ইমরান (আ.)। অতঃপর অপর একটি দরজা খুলিলেন ও উহা হইতে একটি সাদা রেশমী বস্ত্র বাহির করিলেন। উহাতে একজন কৃষ্ণকায় মাঝারী গড়নের উত্তেজিত প্রতিকৃতি ছিল। তিনি বলিলেন - ইহাকে চিন ? আমরা বলিলাম - না। তিনি বলিলেন - ইনি হইলেন লূত (আ.)। অতঃপর তিনি অপর একটি দরজা খুলিয়া একটি সাদা রুমাল বাহির করিলেন। উহাতে শ্বেতকায়, প্রীতিমাখা, লালাভ, হালকা সুন্দর চেহারার এক প্রতিকৃতি রহিয়াছে। তিনি বলিলেন - চিনিয়াছ ? আমরা বলিলাম - না। তিনি বলিলেন - এই হইলেন ইসহাক (আ.)। অতঃপর তিনি আরেকটি দরজা খুলিয়া একটি সাদা রেশমী কাপড় বাহির করিলেন। উহাতে প্রায় ইসহাক (আ.)-এর মতই একটি প্রতিকৃতি রহিয়াছে। শুধু তাহার ঠোঁটে একটি সৌন্দর্যচিহ্ন বিদ্যমান। প্রশ্ন করিলেন - চিনিতে পারিয়াছ ? আমরা বলিলাম - না। তিনি বলিলেন - ইয়াকূব (আ.)। অতঃপর তিনি অপর একটি দরজা খুলিয়া একটি কালো রেশমী বস্ত্র বাহির করিলেন। উহাতে শ্বেতকায় সুশ্রী চেহারা, ঈগল সমুন্নত দেহী ও আলোকোজ্জ্বল ও বিনয় বিনম্র ব্যক্তি মুখমণ্ডল বিশিষ্ট প্রতিকৃতি ছিল। তিনি প্রশ্ন করিলেন তোমরা চিনিতে পারিয়াছ? আমরা বলিলাম, না। তিনি বলিলেন- ইনিই হযরত ইসমাঈল (আ.)। তোমাদের নবী (সা.)-এর ইনি আদি পুরুষ। অতঃপর তিনি অন্য একটি দরজা খুলিলেন এবং উহা হইতে একটি সাদা রেশমী বস্ত্র বাহির করিলেন। উহাতে আদম (আ.)-এর প্রতিকৃতির মতই একটি প্রতিকৃতি রহিয়াছে। তবে তাহার মুখগুলটি সূর্যের মত জ্বল জ্বল করিতেছিল। তিনি বলিলেন- ইহাকে চিনিয়াছি কি ? আমরা বলিলাম- না। তিনি বলিলেন- ইনিই হযরত ইউসুফ (আ.)। অতঃপর তিনি অপর এটি দরজা খুলিলেন এবং সেখান হইতে একটি সাদা রেশমী বস্ত্র বাহির করিলেন। উহাতে রৌদ্রদগ্ধ চরণদ্বয়, দিনকানা চক্ষুদ্বয়, মেদমুক্ত উদর ও কোষাবদ্ধ তরবারি সমন্বিত এক প্রতিকৃতি বিদ্যমান। তিনি প্রশ্ন করিলেন- চিনিতে পার কি? আমরা বলিলাম- না। তিনি বলিলেন- দাউদ (আ.)। অতঃপর তিনি অন্য এক দরজা

খুলিলেন। উহা হইতে একটি কালো পশমী বস্ত্র বাহির করিলেন। উহাতে ভারী উরু ও প্রলম্বিত চরণ বিশিষ্ট এক অশ্বারোহী ব্যক্তির প্রতিকৃতি ছিল। তিনি প্রশ্ন করিলেন- চিনিয়াছ কি? আমরা বলিলাম- না। তিনি বলিলেন- ইনি সুলায়মান (আ.)। অবশেষে তিনি অপর একটি দরজা খুলিয়া একটি কালো পশমী বস্ত্র বাহির করিলেন। উহাতে এক শ্বেতায় কৃষ্ণ শ্মশ্রু ও বিপুল কেশ বিমণ্ডিত এবং সুন্দর চক্ষু ও আকর্ষণীয় চেহারা বিশিষ্ট এক তেজোদ্দীপ্ত তরুণের প্রতিকৃত ছিল। তিনি প্রশ্ন করিলেন- তোমরা ইহাকে চিনিয়াছ কি ? আমরা জবাব দিলাম- না। তিনি বলিলেন- এই তরুণই হইল ঈসা ইব্ন মারয়াম (আ.)। আমরা প্রশ্ন করিলাম- আপনি এইসব প্রতিকৃতি কোথায় পাইয়াছেন ? আমরা জ্ঞাত হইলাম যে, এইগুলি আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ.)-এর যথার্থ প্রকৃতি, কেননা আমরা আমাদের নবী করীম (সা.)-এর হুবহু প্রতিকৃতি এখানে দেখিতে পাইয়াছি।

তিনি জবাবে বলিলেন- হযরত আদম (আ.) তাঁহার প্রভুর কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তিনি যেন তাহার সন্তানদের উল্লেখযোগ্য নবীগণের প্রতিকৃতি তাহাকে দেখান। তাই তাহার নিকট ইহা প্রেরিত হয়। আদম (আ.) উহা তাঁহার মাল গুদামে সংরক্ষণ করেন। উহা ছিল সূর্যাস্তের পশ্চিমদিগন্তে অবস্থিত। জুলকারনাইন সেখান হইতে উহা উদ্ধার করেন। অতঃপর তিনি উহা দানিয়েল (আ.)-এর নিকট পাঠাইয়া দেন। অতঃপর বলিলেন- আল্লাহ্র শপথ! আমার অন্তর উৎফুল্ল হইবে যদি আমি আমার দেশ হইতে চলিয়া যাই। আমি অবশ্যই তোমাদের হইতে অতি নিকৃষ্ট বান্দা ছিলাম এবং আমৃত্যু হয়ত তাহাই থাকিয়া যাইতাম। অবশেষে তিনি আমাদিগকে সুন্দর সুন্দর হাদিয়া তোহ্ফা দিয়া বিদায় করিলেন।

আমরা আসিয়া আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর নিকট আনুপূর্বিক ঘটনা বর্ণনা করিলাম এবং আমরা যাহা দেখিয়াছি, যাহা শুনিয়াছি ও যাহা পাইয়াছি সব কিছুই বলিলাম। তখন আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন ঃ হতভাগা! যদি আল্লাহ্ তা'আলা তাহার কল্যাণ চাহেন তো তিনি অবশ্যই তাহা করিবেন। অতঃপর তিনি বলেন- আমাকে রাসূল (সা.) এই খবর দিয়াছেন যে, খৃষ্টান ও ইয়াহূদীগণের নিকট রাসূল (সা.)-এর পরিচয় ও গুণাবলী সুস্পষ্টভাবে রহিয়াছে।

অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাফিজে হাদীছ আবূ বকর বায়হাকী ইহা তাঁহার বিখ্যাত 'দালাইলুন নবূওয়াহ্ গ্রন্থে হাকাম হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন- ইহার সনদ নিরাপদ।

আতা ইব্ন ইয়াসার হইতে পর্যায়ক্রমে হিলাল ইব্ন আলী, ফালীহ্, উছমান ইব্ন উমর, আল-মুছান্না ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, আতা (র.) বলেন ঃ আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমরের সহিত দেখা করিয়া তাহাকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সেই

গুণাবলী সম্পর্কে জানিতে চাহিলাম যাহা তাওরাতে বিদ্যমান ছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন– আল্লাহ্র শপথ! তাহার পরিচয় ও গুণাবলী সম্পর্কে তাওরাত তাহাই ছিল যাহা কুরআনের রহিয়াছে। যেমন ঃ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

অর্থাৎ হে নবী! আমি তোমাকে সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী করিয়া পাঠাইয়াছি (৩৩ ঃ ৪৫)। পরন্তু তুমি উম্মীদের সুরক্ষিত দুর্গ। তুমি আমার বান্দা ও রাসূল। তোমার নাম মুতাওয়াক্কিল। তুমি কঠোর প্রকৃতির কর্কশ ভাষী নহ। তাহাকে আল্লাহ্ বিভ্রান্ত জাতিকে পথে না আনা পর্যন্ত কখনও তুলিয়া নিবেন না। অর্থাৎ যতক্ষণ তাহারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু না বলিবে ততক্ষণ তিনি তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকিবেন। তাহার দ্বারা বদ্ধ অন্তরগুলি খোলা হইবে, বধিরকে শ্রবণ শক্তি দান করা হইবে ও অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি দান করা হইবে।

আতা (র.) বলেন ঃ আমি কা'বের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই ব্যাপারে প্রশ্ন করিলে তিনি শুধু তিনটি শব্দের প্রয়োগে বিভিন্নতা সৃষ্টি করিয়াছেন। অর্থাৎ আবদল্লাহ্ ইব্ন আমরের قلوبا غلفاو اذانا صماو اعينا عميا স্থলে তিনি قلوبا غلو فيا واذانا صموميا واصبنا عموميا বলিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র.) তাহার সহীহ্ সংকলনে হিলাল ইব্ন আলী, ফালীহ ও মুহাম্মদ ইব্ন সিনানের সনদে বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেন। তবে সেখানে ليس بفظ ولا غليظ বাক্যাংশের পরে ولا صحاب فى الاسواق ولايجزى بالسيئة السيتة ولكن يعفوا ويصفح বাক্যাংশটুকু সংযোগ করা হইয়াছে। অর্থাৎ তিনি হাটবাজারে শোরাগোলাকারী নহেন, তিনি অন্যায়ের প্রতিদানে অন্যায়কে বৈধ করেন না; বরং ক্ষমা ও মার্যনার পথ অনুসরণ করেন। ইমাম বুখারী (র.) আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমরের হাদীছটির ভাষ্য উল্লেখ করিয়া বলেন। পূর্বসূরীদের অনেকের বক্তব্যেই উহা আসিয়াছে। আহলে কিতাবের কিতাবসমূহ বুঝাইবার জন্য উহার প্রধান কিতাব তাওরাতকে উল্লেখ করা হইয়াছে। অন্যান্য কতিপয় হাদীছে ইহার প্রায় কাছাকাছি বর্ণনা রহিয়াছে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

আবদল্লাহ্ ইব্ন আমরের হাদীছের ভাষ্য এই ঃ

قال والله انه لموصوف فى التوراة كصفة فى القران ـ يا ايها النبى انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونزيرا ـ وحرز الامين انت عبدى ورسولى اسمك المتوكل ليس بفظ ولاغليظ ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بان يقولوا لا اله الا الله ويفتح به قلوبا غلفا واذانا صماو واعينا عمينا ـ

হাফিজ আবুল কাসিম তাবারানী বলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্ন যুবায়ের ইব্ন মুতঈম (র.) হইতে পর্যায়ক্রমে সাঈদ ইব্ন মুহাম্মদ, ইব্ন যুবায়ের, উম্মু উছমান বিন্ত সাঈদ, মুহাম্মদ ইব্ন উমর ইব্ন ইবরাহীম, মুহাম্মদ ইব্ন ইদরীস ইব্ন ওরাক ইবনুল হুমায়দী ও মূসা ইব্ন হারূন আমার নিকট এই হাদীছ বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ ইব্ন যুবায়ের ইব্ন মুতঈম বলেন– আমি ব্যবসা উপলক্ষে সিরিয়ায় বাহির হইলাম। আমি যখন সিরিয়ার অদূরে পৌছিলাম, তখন এক আহলে কিতাবের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে জিজ্ঞসা করিল– তোমাদের কাছে কি কোন নবী আসিয়াছে ? আমি বলিলাম– হ্যাঁ। তিনি প্রশ্ন করিলেন– তাহার প্রতিকৃতি দেখিয়া চিনিতে পার কি ? বলিলাম– হ্যাঁ। তখন সে আমাকে একটি ঘরে নিয়া গেল। সেখানে অনেকগুলি প্রতিকৃতি বিদ্যমান ছিল। কিন্তু উহার ভিতর নবী করীম (সা.)-এর প্রতিকৃতি দেখিতে পাইলাম না। আমি যখন উহা দেখিতেছিলাম, তখন একটি লোক তাহাদের মধ্য হইতে আসিয়া বলিল– তুমি কি খুঁজিতেছ ? তখন আমি নবী (সা.)-কে না পাওয়ার কথা বলিলাম। সে আমাকে নিয়া তাহার ঘরে গেল। আমি সেখানে ঢুকামাত্রই নবী (সা.)-এর প্রতিকৃতি দেখিতে পাইলাম। একটি লোক তাহার প্রতিকৃতির পিছনে দণ্ডায়মান ছিল। আমি প্রশ্ন করিলাম– এই লোকটি কে যে তাঁহার পিছনে দণ্ডায়মান রহিয়াছে ? সে বলিল– লোকটি যদিও নবী নহেন, তথাপি নবীর স্থলাভিষিক্ত হইবেন। যেহেতু এই নবীর পরে কোন নবী হইবেন না, তাই তিনি নবীর খলীফা হইবেন। মূলত তাকাইয়া দেখিলাম তিনি হযরত আবূ বকর (রা.)।

উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর মুআযি্যন করা হইতে পর্যায়ক্রমে আবদুল্লাহ্ ইব্ন শাকীম, সাঈদ ইব্ন আয়াস আল জারীরী, হাম্মাদ ইব্ন সালমা, উমর ইব্ন হাফ্স আবূ আমর আয-যাবীর ও আবূ দাউদ বর্ণনা করেন যে, আকরা বলেন ঃ উমর (রা.) আমাকে আসকাফের কাছে পাঠাইলেন তাহাকে ডাকার জন্য। আমি তাহাকে ডাকিয়া আনিলে তিনি প্রশ্ন করিলেন– তোমাদের কিতাবে কি আমাকে পাইয়াছো ? সে বলিল– হ্যাঁ। তিনি বলিলেন– কিভাবে আমাকে পাইয়াছে ? সে বলিল, আপনাকে শিংবিশিষ্ট পাইয়াছি। ইহা শুনিয়া উমর (রা.) চাবুক তুলিলেন। অতঃপর বলিলেন– শিংতো ঠিক আছে। কিন্তু কিসের ? সে বলিল লৌহ শৃংগ। উহার অর্থ শক্ত শাসক। তিনি প্রশ্ন করিলেন– আমার পরের ব্যক্তিকে কিরূপ পাইয়াছ ? সে বলিল– অতি নেক্কার খলীফা। তবে আপনজনের প্রভাব এড়াইতে পারিবেন না। তিনি বলিলেন– আল্লাহ্ উছমানকে রহম করুন। ইহা তিনি তিনবার বলিলেন। তারপর তিনি প্রশ্ন করিলেন– তাহার পরবর্তী লোকটিকে কিরূপ দেখিতে পাইয়াছ ? সে বলিল– লৌহ মরিবার মত দেখিতে পাইয়াছি। তখন উমর (রা.) তাহার মাথায় হাত রাখিলেন। – – – – তখন সে বলিল– তিনি অত্যন্ত নেককার ও যোগ্য খলীফা হইবেন। কিন্তু যখন তিনি খিলাফত লাভ করিবেন, তখন তরবারি কোষমুক্ত থাকিবে ও শোনিত প্রবহমান হইবে।

অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন ঃ

يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ

অর্থাৎ সে তাহাদিগকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করে ও অকল্যাণ হইতে বিরত রাখে। ইহাও রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং অতীতের গ্রন্থসমূহেও ইহা বর্ণিত রহিয়াছে।

বস্তুত রাসূল (সা.) কল্যাণের কাজ ছাড়া কোন কাজের নির্দেশ দিতেন না এবং অকল্যাণের কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজ হইতে বিরত রাখিতেন না। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) বলেন ঃ যখন আমি শুনিতাম, আল্লাহ্ বলিতেছেন– 'হে ঈমানদারগণ!' তখনই আমি কান সজাগ রাখিতাম যে, হয় কোন কল্যাণের নির্দেশ আসিতেছে, নতুবা কোন অকল্যাণ নিষিদ্ধ হইতেছে। উহার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ কল্যাণের নির্দেশ হইল একমাত্র তাঁহারই ইবাদতের নির্দেশ এবং তিনি ভিন্ন সকল কিছুর ইবাদতের উপর নিষেধাজ্ঞা। ঠিক এই কাজেই অতীতের সকল নবীকে পাঠানো হইয়াছিল। যেমন ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ -

অর্থাৎ আমি নিঃসন্দেহে প্রত্যেক জাতির ভিতর রাসূল পাঠাইয়াছি যেন তাহারা একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত করে ও তাগূত হইতে বাঁচিয়া থাকে (১৬ ঃ ৩৬)।

আবূ হুমাইদ ও আবূ উসায়েদ (রা.) হইতে পর্যায়ক্রমে আবদুল মালিক ইব্‌ন সাঈদ, রবীআ ইব্‌ন আবূ আবদুর রহমান, সুলায়মান ইব্‌ন বিলাল, আবদুল মালিক ইব্‌ন আমর তথা আবূ আমের ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন ঃ যখন তোমরা আমার কোন হাদীছ শুনিতে পাও এবং তোমাদের অন্তরসমূহ উহা চিনিতে পায়, তোমাদের অংগ-প্রত্যংগ ও পশমগুলি উহার প্রতি আকৃষ্ট হয় আর তোমরা উহাকে আপন কিছু হিসাবে দেখিতে পাও, তখন আমি উহার মাধ্যমে তোমাদের নিকটবর্তী হইয়া থাকি। পক্ষান্তরে যখন তোমরা আমার কোন হাদীছ শুনিতে পাও এবং উহা তোমাদের অন্তরসমূহ অপসন্দ করে এবং তোমাদের অংগ-প্রত্যংগ ও পশমগুলি উহার প্রতি বিরক্তিবোধ করে আর তোমরা উহাকে দূরের কিছু বলিয়া দেখিতে পাও, তখন আমি উহার মাধ্যমে তোমাদের হইতে দূরে সরিয়া যাই।

ইমাম আহমদ (র.) অত্যন্ত উত্তম সনদে হাদীছটি বর্ণনা করেন। অবশ্য অন্য কোন হাদীছ সংকলনে এই হাদীছটি উদ্ধৃত হয় নাই।

ইমাম আহমদ (র.) অত্যন্ত উত্তম সনদে হাদীছটি বর্ণনা করেন। অবশ্য অন্য কোন হাদীছ সংকলনে এই হাদীছটি উদ্ধৃত হয় নাই।

আলী (রা.) হইতে পর্যায়ক্রমে আবুল বাখতারী, আমর ইব্‌ন মুররাহ্, আ'মাশ, আবূ মুআবিয়া ও ইমাম আহমদ (র.) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ যখন তোমরা রাসূল (সা.) হইতে কোন হাদীছ শুনিবে, তখন উহা সম্পর্কে এই ধারনা পোষণ করিবে যে, উহা সর্বাধিক হিদায়েতের, সর্বাধিক কল্যাণের ও সর্বাধিক সতর্কতার ব্যাপার।

আলী (রা.) হইতে ইয়াহ্‌ইয়া বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ যখন তোমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হইতে কোন হাদীছ বর্ণনা কর, তখন উহা সম্পর্কে ধার না রাখিবে যে, উহা সর্বাধিক হিদায়েতের, সর্বাধিক কল্যাণের ও সর্বাধিক সতর্কতার বিষয়।

অতঃপর আল্লাহ্ বলেন ঃ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ "সে তাহাদের জন্য পবিত্র বস্তু বৈধ করে ও নোংরা বস্তু অবৈধ করে।" অর্থাৎ তাহারা নিজেদের জন্য বাহীরা, সাইবা, ওসীলা ও হাম ইত্যাদি অবৈধ করিয়া নিয়াছিল। কেননা, উহা তাহাদের অন্তরকে সংকুচিত করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু রাসূল (সা.) উহা তাহাদের জন্য বৈধ করিয়া দিয়াছেন। আর তিনি সেইগুলিই অবৈধ করিয়াছেন যাহা স্বভাবতই ঘৃণ্য বস্তু, দীন ও স্বাস্থ্য উভয়ের জন্য যাহা ক্ষতিকর। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে আলী ইব্‌ন তালহা (র.) বলেন ঃ অবৈধ বস্তুর উদাহরণ হইল শূকরের মাংস ও সূদ এবং যে সকল খাদ্যবস্তু আল্লাহ্ নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

একদল আলিম বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যেসব খাদ্য বস্তু হালাল করিয়াছেন, উহা পবিত্র, ও উত্তম এবং দীন ও স্বাস্থ্যের জন্য কল্যাণকর। পক্ষান্তরে তিনি যাহা কিছু হারাম করিয়াছেন উহা অপবিত্র ও নিকৃষ্ট, এবং স্বাস্থ্য ও দীনের জন্য ক্ষতিকর।

সে সব দার্শনিক স্বভাবগত উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট হওয়াকে হালাল ও হারাম হওয়ার মানদণ্ড বলেন, তাহারা এই আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করেন। আমরা উহার বিস্তারিত জবাব দিয়াছি। এখানে সেই সব সবিস্তার আলোচনা চলে না। ঠিক একইভাবে এই আয়াত দ্বারা তাহারাও দলীল পেশ করেন যাহারা মনে করেন যে, যেসব খাদ্যবস্তুকে আল্লাহ্ পাক হারাম বা হালাল কিছুই করেন নাই এবং যেইগুলিকে আরববাসী বিলাসী খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে উহা হালাল। তেমনিভাবে উহার যেইগুলি স্বভাবগত অপসন্দনীয় তাহা হারাম। এই মতেরও জবাব প্রদান করা হইয়াছে। এই আলোচনা অনেক দীর্ঘ। তাই এখানে আলোচনা সম্ভব নহে।

অতঃপর আল্লাহ্ বলেন ঃ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلَالَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ "আর সে তাহাদিগকে গুরুভার হইতে মুক্ত করে আর মুক্ত করে শৃংখল হইতে যাহা তাহাদের উপর ছিল।" অর্থাৎ তিনি সহজ ও উদারনীতি নিয়া আসিয়াছেন। বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হাদীছে বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন ঃ আমি সহজ সরল

উদারতা নিয়া প্রেরিত হইয়াছি। অন্যত্র তিনি তাহার মনোনীত গর্ভনর মাআয ও আবূ মূসা আশআরীকে ইয়ামান পাঠাইবার প্রাক্কালে উপদেশ দেন ঃ "তোমরা লোকদিগকে খুশী করিও, দুঃখ দিও না, তাহাদের কাজ সহজ করিও, কঠিন করিও না আর তাহাদের আনুকূল্য নিয়া কাজ করিও, প্রতিকূলতা সৃষ্টি করিও না।"

আবূ বরযাহ আসলামী (র.) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহচর্যে ছিলাম। আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, তিনি সকল কিছুর সহজ পন্থা নির্দেশ ও অনুসরণ করিতেন। আমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের শরীআতে কাঠিন্য ও সংকীর্ণতা ছিল। এই উম্মতের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা উহা সহজ ও উদার করিয়া দিয়াছেন। তাই আল্লাহ্ রাসূল (সা.) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মতের মনের পাপগুলির যাহা সে বলে নাই ও করে নাই, তাহা মাফ করিয়া দিয়াছেন। তিনি আরও বলেন ঃ আমার উম্মতের ভুলচুক ও জবরদস্তির কোন কৃতকাজ হইতে তাহাদিগকে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা এই উম্মতকে অনুরূপ প্রার্থনার জন্য নির্দেশ দিলেন ঃ

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَاتُحَمِّلْنَا مَالَا طَاقَةَ لَنَابِهٖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ -

"হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা কিছু ভুলিয়া যাই অথবা ভুল কাজ করি তবে তুমি আমাদিগকে অপরাধী করিও না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পূর্ববর্তিগণের উপর যেরূপ গুরু-দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছিলে, আমাদের উপর সেরূপ দায়িত্ব অর্পণ করিও না। হে আমাদের প্রতিপালক! এমন ভার আমাদের উপর অর্পণ করিও না যাহা বহন করিবার শক্তি আমাদের নাই। আমাদের পাপ মোচন কর, আমাদিগকে ক্ষমা কর, আমাদের প্রতি দয়া কর, তুমিই আমাদের অভিভাবক। সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের উপর আমাদিগকে বিজয়ী কর (২ ঃ ২৮৬)।

সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত প্রার্থনাগুলির প্রত্যেকটির জবাবে বলেন ঃ নিঃসন্দেহে আমি করিলাম, অবশ্যই আমি করিয়াছি।

فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ অর্থাৎ তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছি ও সম্মানিত করিয়াছি।

وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْۤ اُنْزِلَ مَعَهٗ অর্থাৎ কুরআন ও ওয়াহী– যাহার প্রচারক হইয়া তিনি মানুষের নিকট আসিয়াছেন।

اُولٰۤئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ অর্থাৎ ইহকাল ও পরকাল উভয়ক্ষেত্রেই তাহারা সফলকাম।

(١٥٨) قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۖ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ○

১৫৮. বল, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহ্র রাসূল, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই। তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান; সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্র প্রতি ও তাহার সেই বার্তাবাহক উম্মী নবীর প্রতি যে আল্লাহ্ ও তাঁহার বাণীতে ঈমান রাখে। আর তোমরাও তাহার অনুসরণ কর যাহাতে তোমরা পথ পাও।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাহার নবী ও রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-কে বলিতেছেনঃ হে মুহাম্মদ! তুমি বল, হে মানুষ! তুমি সাদা হও, কালো হও, আরবী হও কিংবা অনারব হও, আমি তোমাদের সকলের নিকট প্রেরিত রাসূল।

এই ঘোষণাটিও তাহার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম পরিচায়ক। তাহার সর্বশেষ নবী হওয়া ও সকল মানবগোষ্ঠীর নিকট প্রেরিত হওয়া তাহার শ্রেষ্ঠত্বের নির্দশন বৈ নহে। যেমন আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন ঃ

قُلِ اللّٰهُ شَهِيْدٌۢ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ وَاُوْحِيَ اِلَيَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ -

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! তুমি বল, আমার ও তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ সাক্ষী রহিয়াছেন এবং তিনি আমার প্রতি এই কুরআন ওয়াহীর মাধ্যমে পৌঁছাইয়াছেন যেন আমি তোমাদিগকে সতর্ক করি ও যাহাদের কাছে ইহা পৌঁছে তাহাদিগকেও (৬ ঃ ১৯)।

আল্লাহ্ পাক আরও বলেন ঃ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ অর্থাৎ যেই দল তাহাকে অস্বীকার করিবে জাহান্নাম তাহাদের জন্য প্রতিশ্রুত (১১ ঃ ১৭)।

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْاُمِّيّٖنَ ءَاَسْلَمْتُمْ فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ -

"আর হে মুহাম্মদ! আহলে কিতাব ও উম্মী লোকদিগকে বল, তোমরা কি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছ ? যদি তোমরা ইসলাম গ্রহণ করিয়া থাক, তাহা হইলে পথপ্রাপ্ত

হইয়াছ। আর যদি তোমরা মুখ ফিরাইয়া থাক, তাহা হইলে আমার দায়িত্ব শুধু পৌঁছাইয়া দেওয়া (৩ ঃ ২০)।"

এই প্রসংগে আরও বহু আয়াত রহিয়াছে। তেমনি এই ব্যাপারে অসংখ্য হাদীছ বিদ্যমান। দীন ইসলাম প্রসংগে উহার রাসূল (সা.) ব্যাপারে ইহা জানা অপরিহার্য যে, তিনি গোটা মানবজাতির জন্য প্রেরিত হইয়াছেন। ইমাম বুখারী (র.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ

আবূ দারদা (রা.) হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ ইদরীস আল-খাওলানী, হিসার ইব্ন আবদুল্লাহ্, আবদুল্লাহ্ ইব্নুল আলা ইব্ন যায়েদ, ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম, সুলায়মান ইব্ন আবদুর রহমান, মূসা ইব্ন হারূন এবং বুখারী (র.) বর্ণনা করেন যে, আবূ দারদা (রা.) বলিয়াছেন– আবূ বকর (রা.) ও উমর (রা.)-এর মধ্যে একদিন কথা কাটাকাটি হইল। এমনকি উভয়ই উত্তপ্ত হইলেন। উমর (রা.) অধিক উত্তেজিত হইয়া আবূ বকর (রা.)-এর নিকট হইতে চলিয়া যাইতেছিলেন। আবূ বকর (রা.) তাহার পিছনে পিছনে যাইতেছিলেন এবং তাহার কাছে ক্ষমা চাহিতেছিলেন। কিন্তু উমর (রা.) তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিলেন না এবং ঘরে গিয়া তাহার মুখের উপর দরজা বন্ধ করিলেন। অগত্যা আবূ বকর (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট আসিলেন। আমরা তখন সেখানে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন রাসূল (সা.) বলেন– তোমাদের এই সাথী বড়ই উত্তেজিত। ইত্যবসরে উমর (রা.) নিজ কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হইয়া রাসূল (সা.)-এর নিকট ছুটিয়া আসিলেন এবং সালাম দিয়া রাসূল (সা.)-এর কাছে বসিলেন। অতঃপর তিনি তাহার কাছে ঘটনাটি বর্ণনা করিলেন। রাসূল (সা.) শুনিয়া রাগ করিলেন। ফলে আবূ বকর (রা.) বলিয়া উঠিলেন– আল্লাহ্র শপথ! হে আল্লাহ্র রাসূল! আমিই বড় জালিম। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলিলেন– তোমরা কি আমার জন্য আমার সাথীকে ছাড়িয়া দিতে পারিবে? অর্থাৎ তাহাকে কোন কষ্ট দিবে না অথচ আমি ঘোষণা করিয়াছি যে, হে মানব! আমি তোমাদের সকলের রাসূল। এখন তোমরা বলিয়াছিলে তুমি মিথ্যা বলিয়াছ। আবূ বকর (রা.) বলিয়াছিল আপনি সত্য বলিয়াছেন।

এই হাদীছটি শুধু ইমাম বুখারীই বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে মারফূ সূত্রে পর্যায়ক্রমে মাকসাম, ইয়াযীদ ইব্ন আবূ যিয়াদ, আবদুল আযীয ইব্ন মুসলিম, আবদুস সামাদ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা.) বলিয়াছেন ঃ

اعطيت خمسا لم يعطهن نبى قبلى ولا اقوله فخرا بعثت الى الناس كافة الاحمر والاسود ونصرت بالرعب مسيرة شهروا حلت لى الغنائم ولم تحل لاحد قبلى وجعلت لى الارض مسجدا وطهورا واعطيت الشفاعة فأخرتها لامتى يوم القيامة فهى لمن لم يشرك بالله شيئا ـ

অর্থাৎ আমাকে পাঁচটি বিশেষত্ব দান করা হইয়াছে। আমার পূর্বে অন্য কোন নবীকে ইহা দান করা হয় নাই। তবে আমি ইহা বড়াই করার জন্য বলিতেছি না। আমি লাল-কালো সকল মানুষের জন্য প্রেরিত হইয়াছি। এক মাসের সফরের দূরত্বেও আমার প্রভাব পড়িবে। আমার জন্য গনীমত বৈধ হইয়াছে যাহা আমার পূর্বে অন্য কাহারো জন্য হয় নাই। আমার জন্য যমীনকে নামায আদায় ও পবিত্রতা অর্জনের উপায় বানানো হইয়াছে। আমাকে শাফাআতের ক্ষমতা দান করা হইয়াছে যাহা আমি সেই সব উম্মতের শাফায়াতের জন্য কিয়ামতের দিন প্রয়োগ করিব যাহারা আল্লাহ্র সহিত কাহাকেও শরীক করে নাই।

এই সনদটি খুবই উত্তম। অবশ্য অন্য কেহ ইহা বর্ণনা করেন নাই। ইমাম আহমদ (র.) আরও বলেন ঃ

শুআয়বের পিতা হইতে পর্যায়ক্রমে শুআয়ব, আমর ইব্ন শুআয়ব, আবুল হাদ, বকর ইব্ন মুযার ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ বর্ণনা করেন ঃ তাবূকের যুদ্ধের বছর রাসূল (সা.) রাত্রিকালীন নামাযে রত হইলেন। তাহার পিছনে বহু সাহাবা সমবেত হইয়া পাহারা দিতেছিলেন। নামায শেষ করিয়া তিনি তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন ঃ এই রাত্রিতে আমাকে পাঁচটি এমন বস্তু দান করা হইয়া যাহা আমার পূর্বে আর কাহাকেও দান করা হয় নাই। ইহা হইল যে, আমি সকল মানুষের কাছে সার্বজনীন রাসূলরূপে প্রেরিত হইয়াছি। অথচ আমার পূর্বের নবীগণ বিশেষ জাতির নিকট প্রেরিত হইতেন। আর আমাকে এমন প্রভাব দান করা হইয়াছে যে, একমাসের পথের দূরত্বের শত্রুও আমার নামে ভীত-সন্ত্রস্ত হইবে। আর আমার জন্য গনীমতের সম্পদ খাওয়া বৈধ করা হইয়াছে। অথচ আমার পূর্বে উহা খাওয়া বৈধ ছিল না, জ্বালাইয়া দেওয়া হইত। আর আমার জন্য সমগ্র যমীন মসজিদ ও উহার মাটি পবিত্র তা আইনের উপায় করা হইয়াছে। যেখানেই আমার নামায উপস্থিত হয়, মাটি দিয়া মাসেহ করিব ও সেখানেই নামায পড়িব। আমার পূর্বে কেহ ইহা বৈধ ভাবিত না। তাহারা উপাসনালয় ও গীর্জা ছাড়া নামায পড়িত না। আর পঞ্চম ব্যাপারটি কি হইবে তাহাকে আমাকে চাহিতে বলা হইল। কারণ, প্রত্যেক নবীই কিছু চাহিয়াছেন। তখন আমি আমার চাওয়াটি কিয়ামতের দিনের জন্য রাখিয়া দিয়াছি। উহা তোমাদেরই জন্য আর তাহাদের জন্য যাহারা সাক্ষ্য দিল– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্।

এই হাদীছের সনদ ও অত্যন্ত মজবুত ও উত্তম। তবে অন্য কেই উহা উদ্ধৃত করেন নাই। ইমাম আহমদ (র.) আরও বলেন ঃ

আবূ মূসা আশআরী (রা.) হইতে পর্যায়ক্রমে সাঈদ ইব্ন যুবায়ের, আবূ বাশার, শু'বা ও মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর (র.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন ঃ যে আমার খবর শুনিয়াছে আমার উম্মতের মাধ্যমে, সে ইয়াহূদী হউক কিংবা নাসারা হউক, আমার উপর ঈমান না আনিলে সে জান্নাতে যাইবে না।

এই হাদীছটি সহীহ্ মুসলিমে অন্য সনদে আবূ মূসা আশআরী (রা.) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলেন যে, রাসূল (সা.) বলিয়াছেন– যাহার হাতে আমার প্রাণ তাঁহার

শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার সম্পর্কে এই উম্মত হইতে যে লোক জানিতে পাইবে, সে ইয়াহূদী হউক কিংবা নাসারা, আমার উপর ঈমান না আনিলে জাহান্নামে যাইবে।

আবূ হুরায়রা (রা.) হইতে পর্যায়ক্রমে সেলিম ইব্ন যুবায়ের, আবূ ইউনুস ইব্ন লাহীআ, হাসান ও ইমাম আহমদ (র.) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা.) বলেন ঃ যাহার হাতে আমার প্রাণ তাঁহার শপথ! এই উম্মতের মাধ্যমে যে ব্যক্তি আমার খবর জানিয়াও সে ইয়াহূদী হউক বা নাসারা আমার শরীআতের উপর ঈমান না আনিয়া যদি মারা যায় তাহা হইলে সে জাহান্নামী হইবে। ইহা শুধু ইমাম আহমদ (র.) উদ্ধৃত করিয়াছেন।

আবূ মূসা (রা.) হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ বুরদাহ, আবূ ইসহাক, ইসরাঈল, হুসায়েন ইব্ন মুহাম্মদ ও ইমাম আহমদ (র.) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা.) বলেন ঃ আমাকে পাঁচটি বিশেষত্ব দেওয়া হইয়াছে। আমি লাল ও কালো সকল মানুষের জন্যে প্রেরিত। আমার জন্য যমীনকে মসজিদ ও মাটিকে পবিত্রতাদায়ক করা হইয়াছে। আমার জন্য গনীমতের মাল হালাল করা হইয়াছে। অথচ আমার পূর্বে কাহারও জন্য হালাল ছিল না। আমাকে এক মাসের পথের দূরত্ব পর্যন্ত প্রভাব দান করা হইয়াছে। আমাকে শাফায়াতের অধিকার দান করা হইয়াছে। অথচ এমন কোন নবী নাই যিনি শাফাআত চাহেন নাই। আমি আমার শাফাআত ক্ষমতাকে সুপ্ত রাখিয়াছি। উহা আমি আমার সেই সকল উম্মতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিব যাহারা আমৃত্যু আল্লাহ্‌র সহিত কাহাকেও শরীক করে নাই।

এই সনদটি বিশুদ্ধ। তবে অন্য কেহই ইহা উদ্ধৃত করেন নাই। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন। ইব্ন উমর (রা.) হইতেও অনুরূপ হাদীছ উত্তম সনদে বর্ণিত হইয়াছে। জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) সূত্রে সহীহ্দ্বয়ে এই হাদীছটি বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলেন ঃ

"রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলিয়াছেন– আমাকে এমন পাঁচটি বিশেষত্ব দান করা হইয়াছে যাহা অন্য কোন নবীকে দেওয়া হয় নাই। আমাকে এক মাসের পথের দূরত্ব পর্যন্ত প্রভাব দান করা হইয়াছে। আমার জন্য গোটা পৃথিবীকে মসজিদ ও উহার মাটিকে পবিত্রতাদায়ক করা হইয়াছে। তাই আমার উম্মতের যে কেহ যেখানেই নামাযের ওয়াক্ত আসুক সেখানে নামায পড়িবে। আমার জন্য গনীমাত বৈধ করা হইয়াছে যাহা আমার পূর্বে কাহারও জন্য বৈধ ছিল না। আমাকে শাফাআতের ক্ষমতা দান করা হইয়াছে। আমাকে সকল মানুষের জন্য পাঠানো হইয়াছে। অথচ প্রত্যেক নবীকে তাহার জাতির নিকট পাঠানো হইয়াছে।

الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ অর্থাৎ রাসূল (সা.) আল্লাহ্ পাকের গুণ বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন যে, আমাকে যিনি পাঠাইয়াছেন তিনি সকল কিছুর স্রষ্টা ও প্রতিপালক এবং সকল রাষ্ট্রের মালিক তিনিই, তিনিই মানুষকে বাঁচান ও মারেন। এক কথায় একমাত্র তাঁহারই বিধি-বিধান চলিবে, অন্য কাহারও নহে।

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ অর্থাৎ প্রথমে আল্লাহ্ তা'আলা জানাইয়া দিয়াছেন যে, মুহাম্মদ (সা.) মানব জাতির জন্য প্রেরিত আল্লাহ্‌র রাসূল এবং এখানে তিনি মানবকুলকে নির্দেশ দিতেছেন তাহার উপর ঈমান আনার ও তাহাকে অনুসরণ করার জন্য।

النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ। অর্থাৎ যেই উম্মী নবীর প্রতিশ্রুতি ও সুসংবাদ তোমাদিগকে পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহের মাধ্যমে প্রদান করা হইয়াছিল ইনিই সেই নবী। উক্ত গ্রন্থসমূহে তাহার এই পরিচয়ই প্রদান করা হইয়াছে।

الَّذِىْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ। অর্থাৎ তাঁহার কথা ও কাজকে যাহারা সত্য বলিয়া স্বীকার করে তাহারাই তাহার উপরে অবতীর্ণ আল্লাহ্‌র কিতাবের সত্যতার উপর ঈমান আনিয়াছে।

وَاتَّبِعُوْهُ অর্থাৎ যাহারা তাহার তরীকা অবলম্বন করিয়াছে ও তাহার পদাংকানুসরণ করিয়াছে।

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ অর্থাৎ তোমরা সিরাতুল মুস্তাকীমে অবস্থিত থাকিবে।

(১৫৯) وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰٓى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ ○

১৫৯. মূসার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একদল রহিয়াছে যাহারা অন্যকে ন্যায়ভাবে পথ দেখায় ও ন্যায় বিচার করে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এখানে জানাইতেছেন যে, বনী ইসরাঈলগণের মধ্যে এমন একদল লোক রহিয়াছে যাহারা সত্যানুসারী ও ন্যায় বিচারক।

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ -

অর্থাৎ আহলে কিতাবগণের একদল লোক এমন রহিয়াছে যে, তাহারা আল্লাহ্‌র কালাম তিলাওয়াত করে ও গভীর রাত্রিতে সিজদা নিরত থাকে (৩ ঃ ১১৩)।

অন্যত্র আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ -

"আহলে কিতাবদের একটি দল অবশ্যই আল্লাহ্‌র উপর, তোমাদের উপর যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে ও তাহাদের উপর যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে উহার উপর ঈমান রাখে আর আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং অল্প মূল্যে আল্লাহ্‌র কালাম বিক্রয় করে না। এই দলের জন্য অবশ্যই তাহাদের যথাযোগ্য সাওয়াব তাহাদের প্রতিপালকের নিকট রহিয়াছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি দ্রুত হিসাব গ্রহণ করিবেন" (৩ ঃ ১৯৯)।

তিনি আরও বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ، وَاِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهٖٓ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَآ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ ، اُولٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا

অর্থাৎ যাহাদিগকে ইহার পূর্বে আমি কিতাব দান করিয়াছি তাহারা উহার উপর ঈমান রাখে। তাই যখন তাহাদের সামনে এই কিতাব পাঠ করা হয় তখন তাঁহারা বলে, আমরা ইহাতেও ঈমান আনিয়াছি। ইহাও আমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে সত্যরূপে অবতীর্ণ। আমরা তো ইহার পূর্বেও মুসলমানই ছিলাম। তাহাদিগকে তাহাদের যথাযথ ছাওয়াব দ্বিগুণ দান করা হইবে, তাহাদের এই ধৈর্যের কারণে (২৮ ঃ ৫২-৫৪)।

তিনি আরও বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖٓ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ -

"যাহাদিগকে কিতাব দান করিয়াছি তাহারা যথাযথভাবে উহা তিলাওয়াত করে, তাহারাই উহার প্রতি ঈমান রাখে (২ ঃ ১২১)।"

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖٓ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا ، وَّيَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ، وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا -

অর্থাৎ নিশ্চয় আমি ইহার পূর্বে যাহাদিগকে ঐশীজ্ঞান দান করিয়াছি, তাহাদের সামনে যখন আমার বাণী পাঠ করা হয় তখন তাহারা সিজদায় পড়িয়া দাড়ী মৃত্তিকাসংলগ্ন করে আর বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি পবিত্র মহান। আমাদের প্রতিপালক যদি কোন প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকেন তাহা অবশ্যই বাস্তবায়িত হইয়া থাকিবে। আর তাহারা দাড়ী মৃত্তিকা সংলগ্ন অবস্থায় পড়িয়া থাকিয়া ক্রন্দনরত হয় ও তাহাদের খোদাভীতি বাড়িয়া যায় (১৭ ঃ ১০৭-১০৯)।

আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে ইব্‌ন জারীর (র.) এক আশ্চর্য ঘটনা বর্ণনা করেন। ইব্‌ন জুরাইজ (র.) হইতে পর্যায়ক্রমে হাজ্জাজ, আল-হুসায়েন, আল-কাসিম

ও ইব্‌ন জারীর (র.) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন জুরাইজ (র.) বলেন ঃ আমার কাছে এই খবর পৌঁছিয়াছে যে, বনী ইসরাঈলগণ যখন তাহাদের নবীগণকে হত্যা করিল ও কুফরীতে লিপ্ত হইল, তখন তাহাদের দ্বাদশ গোত্রের একটি গোত্র অন্যদের কার্যকলাপে খুবই ক্ষুন্ন হইয়া নিজদিগকে উহা হইতে পবিত্র রাখিল। তাহারা আল্লাহ্‌র কাছে ওজরখাহী করিল ও প্রার্থনা জানাইল, তিনি যেন তাহাদের ও নাফরমানদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করিয়া দেন। আল্লাহ্ তা'আলা তখন তাহাদের জন্য একটি সুড়ঙ্গ পথ উন্মুক্ত করেন। তাহারা সেই সুড়ঙ্গ পথ ধরিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। অবশেষে চীন দেশ পার হইয়া গেল। সহসা তাহারা সেখানে একদল সত্যানুসারী মুসলমান দেখিতে পাইল যাহারা আমাদের কিবলার দিকে ফিরিয়া ইবাদত করে। ইব্‌ন জুরাইজ (র.) বলেন– ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলিয়াছেন, ইহাদের উদ্দেশ্যেই অবতীর্ণ হইয়াছে ঃ

وَّقُلْنَا مِنْ بَعْدِهٖ لِبَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ اسْكُنُوا الْاَرْضَ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيْفًا -

অর্থাৎ ইহার পর আমি বনী ইসরাঈলগণকে বলিলাম, তোমরা ভূপৃষ্ঠে বসবাস কর এবং যখন কিয়ামতের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হইবে তখন আমি তোমাদের সকলকে একত্র করিয়া উপস্থিত করিব (১৭ ঃ ১০৪)।

এই আয়াতে وعد الاخره বলিতে ঈসা (আ.)-কে বুঝানো হইয়াছে। ইব্‌ন জুরাইজ (র.) বলেন ঃ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলিয়াছেন যে, সুড়ঙ্গের সফরে তাহাদের দেড় বছর লাগিয়াছিল। সুদ্দী (র.) হইতে সাদাকা আবুল হুযায়েলের সূত্রে ইব্‌ন উআইনা (র.) বলেন ঃ

وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰٓى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ আয়াতের সেই সত্যানুসারী দল ও তোমাদের মধ্যভাগে একটি মধুর নহর প্রবহমান।

(١٦٠) وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا ۚ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى
اِذِ اسْتَسْقٰىهُ قَوْمُهٗٓ اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۚ فَانْۢبَجَسَتْ مِنْهُ
اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۚ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۚ وَظَلَّلْنَا
عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ۚ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ
مَا رَزَقْنٰكُمْ ۚ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ○
(١٦١) وَاِذْ قِيْلَ لَهُمُ اسْكُنُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ
وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيْٓئٰتِكُمْ ۚ سَنَزِيْدُ
الْمُحْسِنِيْنَ ○
(١٦٢) فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَرْسَلْنَا
عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ○

১৬০. তাহাদিগকে আমি দ্বাদশ গোত্রে তথা দলে বিভক্ত করিয়াছি। মূসার সম্প্রদায় যখন তাহার নিকট পানি প্রার্থনা করিল, তখন তাহার প্রতি প্রত্যাদেশ করিলাম, তোমার লাঠির দ্বারা পাথরে আঘাত কর; ফলে উহা হইতে দ্বাদশ প্রস্রবণ উৎসারিত হইল, প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পানস্থান চিনিয়া লইল। আর মেঘ দ্বারা তাহাদের উপর ছায়া বিস্তার করিয়াছিলাম ; তাহাদের নিকট মান্না ও সালওয়া পাঠাইয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম, ভাল ভাল রুযী তোমাদিগকে যাহা দান করিয়াছি তাহা আহার কর। তাহারা আমার প্রতি কোন জুলুম করে নাই, কিন্তু তাহারা নিজেদের প্রতিই জুলুম করিয়াছে।

১৬১. স্মরণ কর, তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, 'এই জনপদে বাস কর ও যথা ইচ্ছা আহার কর এবং বল, ক্ষমা চাই এবং নতশিরে প্রবেশ কর। আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিব। আমি সৎকর্মশীলদের জন্য আমার দান বাড়াইয়া দিব।

১৬২. কিন্তু তাহাদের মধ্যে যাহারা জালিম ছিল, তাহাদিগকে যাহা বলা হইয়াছিল, তাহার পরিবর্তে তাহারা অন্য কথা বলিল। সুতরাং আমি আকাশ হইতে তাহাদের উপর শাস্তি প্রেরণ করিলাম, যেহেতু তাহারা সীমালংঘন করিতেছিল।

তাফসীর ঃ সূরা বাকারায় উপরোক্ত আয়াতসমূহের সবিস্তার ব্যাখ্যা পূর্বেই প্রদত্ত। উহা ছিল মাদানী সূরা। আলোচ্য আয়াতসমূহ যদিও মক্কী তথাপি বিশ্লেষণে কোন তারতম্য নাই। তাই এখানে উহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা একমাত্র আল্লাহ্র জন্যেই নিবেদিত।

(١٦٣) وَاسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُوْنَ فِى السَّبْتِ اِذْ تَاْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَّ يَوْمَ لَا يَسْبِتُوْنَ لَا تَاْتِيْهِمْ ۚ كَذٰلِكَ ۚ نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ○

১৬৩. তাহাদিগকে সমুদ্রতীরবর্তী জনপদবাসীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর, তাহারা শনিবারে সীমালংঘন করিত; শনিবার উদ্‌যাপনের দিন মাছ পানিতে ভাসিয়া তাহাদের নিকট আসিত। কিন্তু যেদিন শনিবার উদ্‌যাপন করিত না সেদিন উহারা তাহাদের নিকট আসিত না; এইভাবে তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম, যেহেতু তাহারা সত্য ত্যাগ করিত।

তাফসীর ঃ এই আয়াতটিও সূরা বাকারার وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِى السَّبْتِ আয়াতের বিশ্লেষণ। আল্লাহ্ তা'আলা এখানে তাঁহার নবীকে বলিতেছেন– وسئلهم অর্থাৎ তোমার সম্মুখে সমুপস্থিত ইয়াহূদীগণকে তাহাদের সেই সংগীগণের কথা জিজ্ঞাসা কর যাহারা আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্য করার কারণে অকস্মাৎ

আল্লাহ্র গযব তাহাদের কূটকৌশল, বাড়াবাড়ি ও হিলাসাজীর প্রতিদানরূপে তাহাদিগকে পাকড়াও করিল। তাই তুমি তাহাদিগকে সতর্ক কর যেন তাহারা তাহাদের কিতাবে তোমার যে পরিচয় ও গুণাবলী বিদ্যমান তাহা গোপন না করে। তাহা হইলে তাহার সম্প্রদায়ের নিকট সত্য উদ্‌ঘাটিত হইবে যাহা তাহাদের পূর্ববর্তিগণের নিকট সুস্পষ্ট ছিল।

উক্ত গযবপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের গ্রামের নাম ছিল আয়লা। লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত।

ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে পর্যায়ক্রমে ইকরামা, দাউদ ইব্ন হিসীন ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করেন ঃ আলোচ্য আয়াতের নাফরমান সম্প্রদায়ের বাসস্থানের নাম আয়লা। উহা মাদায়েন ও তূর পর্বতের মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত।

ইকরামা, মুজাহিদ, কাতাদা ও সুদ্দীর মত ইহাই। আবদুল্লাহ্ ইব্ন কাছীর আল-কারী বলেন ঃ আমরা শুনিতে পাইয়াছি যে, উক্ত গ্রামের নাম আয়লা। কেহ কেহ বলেন– উহার নাম মাদায়েন। এই বর্ণনাটিও ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণিত।

ইব্ন যায়েদ (র.) বলেন– উহার নাম মানতানা। উহা মাদায়েন ও আইয়ূনার মাঝখানে অবস্থিত।

اِذْ يَعْدُوْنَ فِى السَّبْتِ অর্থাৎ শনিবারে তাহারা সীমালংঘন করিত এবং আল্লাহ্র নির্দেশ ও ওসীয়াত অমান্য করিত।

اِذْ تَاْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا আয়াতাংশ সম্পর্কে যাহ্হাক বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন ঃ অর্থাৎ মাছগুলি পানির উপরে ভাসমান হইত।

ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে আওফী (র.) বলেন ঃ উহা প্রত্যেক বাড়ীর নদীর ঘাটে ভাসিয়া উঠিত।

وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُوْنَ لَا تَاْتِيْهِمْ كَذٰلِكَ نَبْلُوْهُمْ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্ন জারীর (র.) বলেন ঃ অর্থাৎ তাহাদিগকে আমি পরীক্ষা করার জন্য যেদিন মাছ শিকার তাহাদের জন্য নিষিদ্ধ সেদিন মাছগুলি পানির উপরে ভাসমান রাখিতাম এবং অন্যান্য হালাল দিবসে উহা পানির নীচে লুকাইয়া থাকিত।

كَذٰلِكَ نَبْلُوْهُمْ অর্থাৎ এইভাবে আমি তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়াছি।

بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্র আনুগত্যের বাহিরে গিয়া পাপাচার অনুসরণ করায় উক্তরূপ পরীক্ষায় ফেলিয়াছি। প্রকাশ্যে তাহারা দেখাইত যে, নাফরমানী করিতেছে না। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাহারা কূট-কৌশল পাকাইয়া নাফরমানীর কাজ করিত।

ফকীহ্ ইমাম আবূ আবদুল্লাহ্ ইবন বাত্তাহ (র.) বলেন ঃ আবূ হুরায়রা (রা.) হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ সালমা, মুহাম্মদ ইব্ন আমর, ইয়াযীদ ইব্ন হারূন, আল-হাসান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সাবাই আয-যাফরানী ও আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সলম বর্ণনা করেন ঃ ইয়াহূদীরা যে পাপাচারে লিপ্ত হইয়াছিল, তোমরাও উহাতে লিপ্ত হইও না। তাহারা আল্লাহ্র নির্দেশিত হারাম কার্য নগণ্য চাতুর্যের মাধ্যমে হালাল বানাইয়া নিত।

এই সনদটি খুবই ভাল। আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সলম (র.) সম্পর্কে আল-খতীব তাহার ইতিহাস গ্রন্থে বলেন– তিনি নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। অন্যান্য বর্ণনাকারিগণের নির্ভরযোগ্যতা মশহুর। এই ধরনের বহু সনদকে ইমাম তিরমিযী বিশুদ্ধ বলেন।

(١٦٤) وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ۙ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ○

(١٦٥) فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ○

(١٦٦) فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ○

১৬৪. স্মরণ কর, তাহাদের একদল বলিয়াছিল, আল্লাহ্ যাহাদিগকে ধ্বংস করিবেন কিংবা কঠোর শাস্তি দিবেন, তোমরা তাহাদিগকে সদুপদেশ দাও কেন ? তাহারা বলিয়াছিল, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট দায়িত্ব মুক্তির জন্য এবং যাহাতে তাহারা সাবধান হইবে এই জন্য।

১৬৫. যে উপদেশ তাহাদিগকে দেওয়া হইল তাহা যখন তাহারা বেমালুম ভুলিয়া গেল, তখন যাহারা অসৎকার্য হইতে নিবৃত করিত তাহাদিগকে আমি উদ্ধার করিলাম এবং যাহারা জুলুম করে তাহারা কুফরী করিত বলিয়া আমি তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি দিলাম।

১৬৬. তাহারা যখন নিষিদ্ধ কার্য ঔদ্ধত্য সহকারে করিতে লাগিল তখন তাহাদিগকে বলিলাম– ঘৃণিত বানর হইয়া যাও।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এখানে জানাইতেছেন যে, ইয়াহূদীরা তখন তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিল। এক শ্রেণীর কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তাহারা শনিবারে আল্লাহ্র হারামকৃত মৎস শিকার কূট-কৌশলের মাধ্যমে হালাল করিয়া নিত। সূরা বাকারায় তাহাদের সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করা হইয়াছে। অন্য শ্রেণী

তাহাদিগকে এই জঘন্য ছলচাতুরীর পথ অনুসরণ করিতে নিষেধ করিত ও নিজেরা উহা হইতে দূরে থাকিত। তৃতীয় শ্রেণী উহা করিত না, কিন্তু যাহারা করিত তাহাদিগকে নিষেধ করিত না; বরং চুপ থাকিত। পরন্তু যাহারা নিষেধ করিত তাহাদিগকে উহা হইতে বিরত থাকিতে বলিত। তাহাদিগকে বলিত ঃ لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمًا ن اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا অর্থাৎ উহাদিগকে কেন বাধা দিতেছ ? তোমরা তো জানই যে, তাহারা নিজদিগকে ধ্বংসের পথে ঠেলিয়া দিয়াছে এবং তাহারা আল্লাহ্র শাস্তির হকদার হইয়াছে। সুতরাং তাহাদিগকে উপদেশ দিয়া কোন লাভ নাই।

বাধা প্রদানকারীরা জবাবে বলিল ঃ مَعْذِرَةً اِلٰى رَبِّكُمْ অর্থাৎ ইহা করিতেছি তোমাদের প্রতিপালকের প্রদত্ত দায়িত্ব পালনের জন্য। তাহা হইল ভাল কাজের নির্দেশ দান ও মন্দ কাজ হইতে বিরত রাখা। এই দায়িত্ব আদায় না করিলে আমাদিগকে জবাব দিতে হইবে। وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ অর্থাৎ ইহার ফলে হয়ত তাহারা সতর্ক হইবে এবং যেই পাপাচারে লিপ্ত হইয়াছে উহা হইতে বিরত হইবে। এমন কি তাহারা তওবা করিয়া আল্লাহ্র পথে ফিরিয়া আসিবে। তখন আল্লাহ্ তাহাদিগকে দয়াপরবশ হইয়া ক্ষমা করিবেন।

অতঃপর আল্লাহ্ বলেন ঃ فَلَمَّا نَسُوْا مَاذُكِّرُوْا بِهٖ অর্থাৎ যখন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল।

اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْءِ وَاَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا অর্থাৎ বাধা প্রদানকারিগণকে বিপদমুক্ত রাখিলাম ও পাপাচারিগণকে পাকড়াও করিলাম।

بِعَذَابٍ بَئِيْسٍ অর্থাৎ অবমাননাকর শাস্তি।

উপরোক্ত আয়াতে প্রমাণিত হয় যে, যাহারা পাপাচারে বাধা দিয়াছে তাহারা নিরাপদ রহিয়াছে এবং যাহারা পাপচারী তাহারা ধ্বংস হইয়াছে। কিন্তু যাহারা চুপ তাহাদের সম্পর্কে কিছুই বলা হয় নাই। কারণ, কার্যকারণ দ্বারা ফলাফল নির্ণীত হয়। যাহারা ভাল কাজ করে তাহারা প্রশংসনীয় হয় এবং মন্দ কাজ করিলে নিন্দনীয় হয়। যেহেতু তাহারা এই ক্ষেত্রে প্রশংসাযোগ্য কাজ করে নাই। তাই তাহাদের প্রশংসা করা হয় নাই। তেমনি সেই মন্দ কাজেও জড়িত হয় নাই। তাই নিন্দাও করা হয়নি। তাহারা এ ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় ছিল বলিয়া তাহাদের ব্যাপারে চুপ থাকা হইয়াছে।

এখানে আসিয়া ইমামগণ মতভেদের শিকার হইয়াছেন। চুপ থাকার দলটি কি মুক্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, না ধ্বংসপ্রাপ্তদের ? এই ব্যাপারে দুইটি মত রহিয়াছে।

ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে আবূ তালহা (র.) বর্ণনা করেন যে, وَاِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمًا ن اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে তিনি বলেন ঃ আয়াতের উদ্দিষ্ট দলটির বাসস্থান হইল আয়লা। উহা সাগর তীরে মাদায়েন ও মিসরের মাঝখানে অবস্থিত। আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলদের জন্য শনিবারে মাছ শিকার করা হারাম করিয়াছিলেন। তাই সেইদিন সাগরের মাছ ভাসমান হইয়া তীরে আসিয়া ভীড় জমাইত। কিন্তু শনিবার পার হইলে আর মাছের সন্ধান পাওয়া যাইত না। এইভাবে কিছুদিন কাটিল। অতঃপর একদল শনিবারে মাছ শিকার শুরু করিল। তখন একদল তাহাদিগকে উহা করিতে নিষেধ করিল। তাহারা বলিল– তোমরা শনিবারে মাছ ধরিতেছ ? অথচ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য উহা হারাম করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে তাহাদের জিদ ও নাফরমানী আরও বাড়িয়া গেল। এইভাবে যখন কিছুদিন তাহারা ব্যর্থ প্রয়াস চালাইল, তখন নির্বিকার দলটি বলিল– কেন তোমরা উহাদিগকে নিষ্ফল উপদেশ দিতেছ ? আল্লাহ্র শাস্তিতো উহাদের প্রাপ্য হইয়া গিয়াছে।

لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمًا ن اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ অর্থাৎ আল্লাহ্ যাহাদিগকে ধ্বংস করিবেন তাহাদিগকে উপদেশ দিয়া কি লাভ হইবে ? তাহারা তো যে কোন দল হইতে আল্লাহ্র অধিকতর গযবের উপযোগী হইয়াছে। উপদেশতাগণ জবাবে বলিল ঃ

مَعْذِرَةً اِلٰى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্র নিকট দায়িত্বমুক্ত হওয়ার জন্য এবং হয়ত তাহারা সতর্ক হইবে এই আশায় উহা করিতেছি। অতঃপর যখন তাহাদের উপর আল্লাহ্র গযব নাযিল হইল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা উপদেশদাতা দল ও তাহাদিগকে যাহারা নিষ্ফল উপদেশ দিতে নিষেধ করিত, তাহাদের উভয় দলকে গযব হইতে মুক্তি দিলেন এবং শনিবারে মাছ ধরার দলটিকে বানরে পরিণত করিলেন।

ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে আওফী (র.) ও প্রায় অনুরূপ বর্ণনা করেন। ইব্ন হাম্মাদ ইব্ন যায়েদ– — — –আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন ঃ যাহারা নসীহত করিতে নিষেধ করিয়াছিল তাহারা গযব হইতে মুক্তি পাইয়াছিল কিনা তাহা আমার জানা নাই।

ইকরামা (র.)- — — –আবদুর রায্যাক (র.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ একদিন ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর নিকট গিয়া দেখিলাম। তিনি কাঁদিতেছেন। তাহার বগলে কুরআন পাক ছিল। তাই আমি তাহার নিকটবর্তী হইতে সংকোচবোধ করিতেছিলাম। কিছুক্ষণ পর তাহার নিকট গিয়া বসিলাম। আমি প্রশ্ন করিলাম– হে ইব্ন আব্বাস! আপনি কাঁদিতেছেন কেন ? আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গিত

করিয়াছেন। তিনি বলিলেন– কুরআনের এই পৃষ্ঠাগুলি আমি দেখিলাম, উহা ছিল সূরা আ'রাফ। তিনি প্রশ্ন করিলেন– আয়লা এলাকাটি চিন ? আমি বলিলাম– হ্যাঁ। তিনি বলিলেন– সেখানে ইয়াহূদীদের একটি গোত্র ছিল। শনিবার দিন নদীর মাছগুলি তাহাদের নিকট ছুটিয়া আসিত এবং অন্যান্য দিন গা ঢাকা দিত। তখন অনেক চেষ্টায়ও উহা ধরা যাইত না। অথচ শনিবারে উহা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভাসিয়া কিনারায় আসিত। উহা ছিল সাদা তৈলাক্ত ও লোভনীয় মাছ। কিনারায় আসিয়া কেলি করিত ও লুটোপুটি খেলিত। এইভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হইল। অতঃপর শয়তান তাহাদিগকে বুদ্ধি যোগাইল যে, শনিবার উহা খাওয়া তোমাদের জন্য নিষেধ বটে, কিন্তু ধরা তো নিষেধ নহে। তাই শনিবারে উহা ধরিয়া রাখ এবং অন্যদিনে খাও। সেমতে তাহারা নিজ সম্প্রদায়ের নিকট এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলে একদল বলিল, উহা ঠিক নহে। কারণ, তোমাদিগকে উহা শনিবারে খাওয়া, ধরা বা শিকার করা সবই নিষেধ করা হইয়াছে। এই মতবিরোধ পরবর্তী জুমুআ পর্যন্ত চলিল। শুক্রবার সকালে দেখা গেল, বিরোধিতাকারিগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়াছে। একদল হইল ডানপন্থী ও অন্যদল হইল বামপন্থী। তাহারা আবার পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া বাদানুবাদে লিপ্ত হইল।

বামপন্থীরা নাফরমানীর ব্যাপারে উদার নীতি অনুসরণ করিয়া চুপ থাকিল। ডানপন্থীরা রক্ষণশীল মনোভাব নিয়া নাফরমানদের কাজের প্রতিবাদ করিতে গিয়া বলিল ঃ 'হায় আল্লাহ্! তোমরা কি করিতেছে ? আমরা তোমাদিগকে আল্লাহ্র শাস্তির পথে পা বাড়াইতে নিষেধ করিতেছি। বামপন্থীরা তাহাদের এই অযাচিত উপদেশ পসন্দ করিল না। বলিল ঃ কেন তোমরা তাহাদিগকে ব্যর্থ উপদেশ দিতেছ যাহাদের জন্য আল্লাহ্ ধ্বংস ও কঠিন শাস্তির নির্ধারণ করিয়াছেন। ডানপন্থীরা জবাবে বলিল ঃ তোমাদের প্রভুর কাছে নিজেদের দায়মুক্তির জন্য আর তাহারা হয়ত বিরত হইবে এই প্রত্যাশায় ইহা করিতেছি। আমরা খুশী হই যখন তাহারা নাফরমানী ত্যাগ করিয়া আল্লাহ্র গযব হইতে বাঁচিয়া যায় ও অনিবার্য ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পায়। তবে যদি তাহারা নাও ফিরে তাহা হইলে আমরা অন্তত আল্লাহ্র দরবারে জবাবদেহী হইতে রেহাই পাইব।

অবশ্য নাফরমানরা নাফরমানী করিয়াই চলিল। অবশেষে ডানপন্থিগণ নিরাশ হইয়া বলিল– হে আল্লাহ্র দুশমন দল! আল্লাহ্র কসম! আমরা অবশ্যই এক রাত্রিতে আসিয়া তোমাদের এলাকায় দেখিতে পাইব যে, তোমাদের সকাল হইবে এক ভয়াবহ দুর্যোগের বার্তা নিয়া। হয় তোমরা ধসিয়া যাইবে, নতুবা ভাসিয়া যাইবে অথবা আল্লাহ্র অন্য কোন শাস্তির শিকার হইবে।

অতঃপর একদিন সকালে তাহাদের শহরে গিয়া সবাই দেখিল, গোটা শহরের দরজা বন্ধ রহিয়াছে। তাহাদিগকে ডাকাডাকি করা হইল, কিন্তু কোন জবাব আসিল না। অতঃপর সিঁড়ি লাগাইয়া শহরের দেওয়াল টপকাইয়া এক ব্যক্তি ভিতরে গিয়া হাঁক ডাক শুরু করিল– হায়, হায়, আল্লাহ্র বান্দারা সব বানর হইয়া গিয়াছে। তাহাদের লম্বা লেজ গজাইয়াছে! সেই লোকটি অতঃপর শহরের গেট খুলিয়া দিল। দলে দলে লোক সেখানে ঢুকিয়া হতভম্ব হইয়া গেল। সেই বানর সম্প্রদায় নিজ নিজ গোষ্ঠীর মানুষ চিনিলেও তাহারা স্বগোত্রের বানরগুলি চিনিতেছে না। তাই বানর সম্প্রদায় হইতে ছুটিয়া আসিয়া মানব জাতি-গোষ্ঠীর মাঝে দাঁড়াইয়া কাপড় ধরিয়া টানিতেছিল আর কান্নাকাটি করিতেছিল। তখন মানব আত্মীয়-স্বজনরা বলিল– আমরা কি তোমাদিগকে সাবধান করি নাই ? বানরগণ তখন 'হ্যাঁ' সূচক মাথা নাড়াইয়া স্বীকার করিবে। অতঃপর ইব্ন আব্বাস (রা.) পাঠ করিলেন ঃ

فَلَمَّا نَسُوْامَا ذُكِّرُوْا بِهٖ اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْءِ وَاَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍ بَئِيْسٍ -

অতঃপর বলিলেন ঃ এই আয়াতে দেখিতেছি, যাহারা বাধা দিয়াছিল, তাহারা মুক্তি পাইয়াছে। অন্য কোন দলের মুক্তির উল্লেখ নাই। আমরাও তো তেমনি এমন কিছু দেখি যাহা পসন্দ করি না, অথচ উহার প্রতিবাদও করি না।

বর্ণনাকারী বলেন ঃ আমি বলিলাম, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গিত প্রাণ করিয়াছেন। আপনি কি দেখিতেছেন না যে, অন্য দলটি উহা অপসন্দ করিত এবং পাপাচারীদের শাস্তি নিশ্চিত জানিয়া তাহারা বাধা প্রদানকারিগণকে নিষ্ফল বাধা প্রদান হইতে বিরত থাকিতে বলিল ? তিনি বলিলেন– ইহা আমার জন্য একটি কঠিন সমস্যা। আমি এই ক্ষেত্রে দোদুল্যমান ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

মুজাহিদ (র.) ও ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে অনুরূপ বর্ণনা প্রদান করেন।

মালিক (র.) হইতে পর্যায়ক্রমে আশহাব ইব্ন আবদুল আযীয, ইউনুস ও ইব্ন জারীর (র.) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ

تاتيهم حيتا نهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لاياتيهم - অর্থাৎ শনিবার দিন তাহাদের নিকট মাছগুলি উপস্থিত হইত এবং সন্ধ্যা হইলেই চলিয়া যাইত। ফলে পরবর্তী শনিবারের আগে আর তাহারা মাছের দেখা পাইত না। তাই এক ব্যক্তি জালের ঘের দিয়া শনিবারে পানির ভিতরে মাছ আটকাইয়া রাখিল। রবিবার রাত্রে সে উহা ধরিয়া রান্না করিল। আশে-পাশের লোক মাছ রান্নার ঘ্রাণ পাইল। তাহারা আসিয়া তাহাকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করিল। সে সাফ অস্বীকার করিয়া তাহাদের সহিত ঝগড়ায় লিপ্ত হইল। যখন তাহারা কোনমতেই তাহাকে ছাড়িল না, তখন বলিল– উহা তাজা মাছেরই ঘ্রাণ। আমরা উহা ধরিতে পারিয়াছি।

তারপর যখন পরবর্তী শনিবার আসিল, সে পূর্ববৎ উহা করিল। বর্ণনকারী বলেন– তিনি হয়ত বলিয়াছেন, দুইটি মাছ রাখিয়াছেন, অতঃপর যখন রবিবার রাত্রি আসিল, সে উহা ধরিয়া ভাজি করিল। তখন অন্যান্য লোক উহার ঘ্রাণ পাইল। তাহারা আবার আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিল। তখন সে বলিল– আমি যে কৌশলে মাছ ধরিয়াছি, ইচ্ছা করিলে তোমরাও সেরূপ ধরিতে পার। তাহারা প্রশ্ন করিল– তুমি কি কৌশল অবলম্বন করিয়াছ ? সে তখন তাহাদিগকে উহা জানাইল। তখন হইতে তাহার পাড়াপড়শীরাও সেই পথ অবলম্বন করিল। এইভাবে তাহাদের সংখ্যা বাড়িয়া চলিল। তাহাদের শহরটি ছিল প্রাচীর বেষ্টনী দ্বারা সুরক্ষিত। উহার গেট তালাবদ্ধ করিয়া রাখিত। যখন রাত্রিকালে তাহারা বানরে পরিণত হইল, সকাল বেলা পার্শ্ববর্তী এলাকার লোক বিভিন্ন কাজে তাহাদের খোঁজ নিতে আসিয়া শহরটি তালাবদ্ধ দেখিল। তখন তাহাদিগকে ডাকা হইল। কিন্তু ভিতর হইতে কোন উত্তর আসিল না। তখন তাহারা দেয়াল টপকাইয়া ভিতরে ঢুকিয়া শুধুই বানর দেখিতে পাইল। বানরগুলি যাহাকে যাহাকে চিনিল তাহার নিকট আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল।

সূরা বাকারায় এই ব্যাপারে বিভিন্ন সাহাবীর বিস্তারিত বর্ণনা উদ্ধৃত হইয়াছে। উহাই যথেষ্ট। সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার প্রাপক আল্লাহ্ তা'আলা।

দ্বিতীয় মত ঃ চুপ থাকার দল ধ্বংস হইয়াছিল। মুহাম্মদ ইসহাক– — — –ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন– বনী ইসরাঈলদের জন্য যখন শনিবার মর্যাদার দিন হিসাবে নির্ধারিত হইল, তখন সেই দিনের মর্যাদা রক্ষার ব্যাপারে তাহাদের পরীক্ষা লওয়া হইল। তাহা এই যে, সেইদিন তাহাদের জন্য মাছ ধরা ও খাওয়া হারাম করা হইল। অবস্থা এই ছিল যে, শনিবার আসিলেই সমুদ্রের মাছগুলি ভাসিয়া উঠিয়া কিনারায় ছুটিয়া আসিত। তাহারা শুধু তাকাইয়া দেখিত। শনিবার গত হওয়া মাত্র মাছগুলি চলিয়া যাইত। তারপর পরবর্তী শনিবার ছাড়া উহাদের দেখা মিলিত না। এইভাবে আল্লাহ্র মর্যীতে কিছুদিন চলিল। অতঃপর তাহাদের এক লোক এক শনিবারে গোপনে একটি মাছ ধরিল। অতঃপর সে উহার নাকের রশি লাগাইয়া সমুদ্র তীরে পানিতে বাঁধিয়া রাখিল। পরদিন সে উহা উঠাইয়া রান্না করিয়া খাইল। আশে পাশের লোক তাহাকে এইরূপ করিতে দেখিয়াও নিষেধ করিল না এবং ঘৃণাও প্রকাশ করিল না। তবে একটি দল এই জঘন্য নাফরমানীর প্রতিবাদ করিল এবং তাহাকে উহা হইতে বিরত থাকিতে বলিল। কিন্তু সে আরও বাড়িয়া গেল। এমনকি প্রকাশ্যে হাটে বাজারে সে মাছ নিয়া হাযির হইল। তখন একদল লোক নিষেধকারিগণকে বলিল, কি লাভ তাহাদিগকে উপদেশ দিয়া? আল্লাহ্ই তাহাদিগকে ধ্বংস করিবেন ও শাস্তি দিবেন। তাহারা জবাব দিল– আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করিতেছি যেন আল্লাহ্র আমাদিগকে জবাবদেহী না করেন। তাহা ছাড়া তাহাদের পাপাচারের প্রতি ঘৃণা ও ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে সতর্ক হওয়ার জন্য সুযোগ দিতেছি। ইহার ফলে হয়ত তাহারা পথে আসিবে।

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ ... قِرَدَةً خَاسِـئِيْنَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন ঃ এই ব্যাপারে সেই বনী ইসরাঈলগণ তিনভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। একদল হইল পাপাচারী, একদল নিষেধকারী ও অপর দল নীরব দর্শক। তিন দলের শুধু নিষেধকারীরা রক্ষা পাইল ও অপর দুই দল ধ্বংস হইল। এই বর্ণনাটি ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে অতি উত্তম সনদে বর্ণিত হইয়াছে।

সম্ভবত ইহাই তাঁহার প্রথম অভিমত ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি এই মত হইতে ইকরামা বর্ণিত মতে পৌঁছিয়াছেন। অর্থাৎ নীরব দর্শক দলকেও মুক্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। কারণ, পরবর্তী আয়াতাংশে উহা প্রকাশ পায়। যেমন ঃ

وَاَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍۭ بَئِيْسٍ অর্থাৎ আমি পাপাচারিগণকে কঠিন শাস্তি দিলাম। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, অন্য দুই দল মুক্তিপ্রাপ্ত।

بَئِيْسٍ শব্দের বিভিন্ন তাৎপর্য বর্ণিত হইয়াছে। মুজাহিদ (র.) বলেন, কঠিন বা কঠোর। অন্য বর্ণনায় কষ্টদায়ক। কাতাদা (র.) বলেন – পীড়াদায়ক ও হয়রানিমূলক। মূলত সকল অর্থই প্রায় সমার্থক। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।

خَاسِـئِيْنَ অর্থাৎ লাঞ্ছিত, অপমানিত ও ঘৃণিত।

(١٦٧) وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ يَّسُوْمُهُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ ؕ اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيْعُ الْعِقَابِ ۖۚ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১৬৭. স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক ঘোষণা করেন যে, তিনি তো কিয়ামত পর্যন্ত তাহাদের উপর এমন লোকদিগকে শক্তিশালী করিতে থাকিবেন যাহারা তাহাদিগকে কঠিন শাস্তি দিতে থাকিবে। আর তোমার প্রভু অবশ্যই শাস্তিদানে তৎপর এবং তিনি পরম ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

তাফসীর ঃ تَاَذَّنَ অর্থাৎ ঘোষণা সহকারে বলিলেন বা ঘোষণা করিলেন। এই ব্যাখ্যাটি মুজাহিদ হইতে বর্ণিত। অন্যরা বলেন ঃ নির্দেশ দিলেন। এই ধরনের শব্দ প্রয়োগ দ্বারা বক্তব্যকে জোরদার করা হয় এবং উহা অনেকটা শপথের তাৎপর্য বহন করে। তাই উহার পরের শব্দে লাম তাকীদ ব্যবহার করা হইয়াছে। যেমন ঃ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের উপর অবশ্যই প্রেরিত হইবে।

اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ يَّسُوْمُهُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ অর্থাৎ এমন সম্প্রদায় যাহারা কিয়ামত পর্যন্ত তাহাদের উপর প্রাধান্য স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি ও নির্যাতনের শিকার করিবে। ইহা তাহাদের নাফরমানী, আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলীর বিরোধিতা ও তাহার শরীআতের ক্ষেত্রে তাহাদের টাল বাহানা অর্থাৎ হারামকে হালাল বানানোর-কূট কৌশলের স্বাভাবিক প্রতিবিধান।

এই প্রতিবিধান সম্পর্কে বলা হয়, মূসা (আ.) তাহাদিগের উপর কর ধার্য করিয়াছিলেন সাত বৎসর কেহ বলেন, তের বৎসর। আর তিনিই সর্বপ্রথম কর ধার্য করার প্রচলন করিয়াছিলেন সেই অভিশপ্ত জীবনের পর তাহারা সাময়িকভাবে রাষ্ট্র পাইয়াও যথাক্রমে গ্রীক, কাযদানী ও কালদানীদের দ্বারা তাহারা ক্ষমতাচ্যুত ও পদানত হইয়া জীবন কাটায়। অতঃপর তাহারা খৃষ্টানদের শাসন, শোষণ ও নির্যাতনের শিকার হয়। তাহারা জিযিয়া ও খিরাজ আদায় করিয়া তাহাদিগকে দরিদ্র ও লাঞ্ছিত জীবনের অধিকারী করে। অবশেষে তাহারা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রচারিত ইসলামের প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনে জিযিয়া ও খিরাজ দিয়া শাসিত হইয়া চলে।

এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে আওফী (র.) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ উহা হইল রাষ্ট্রবিহীন থাকা ও অপরের শাসিত রাষ্ট্রে জিযিয়া দিয়া বসবাস করা।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা বলেন ঃ উহা হইল জিযিয়া দিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে জীবন যাপন। এবং وَالَّذِيْنَ يَسُوْمُهُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ আয়াতের দ্বারা মুহাম্মদ (সা.) ও তাহার উম্মতগণের দ্বারা শাস্তি প্রদানের কথা বুঝানো হইয়াছে। ইহা কিয়ামত পর্যন্ত চলিতে থাকিবে।

সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের, ইব্‌ন জুরাইজ, সুদ্দী ও কাতাদা (র.) প্রমুখ এই ব্যাখ্যা সমর্থন করেন।

সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়িব (র.) হইতে পর্যায়ক্রমে আবদুল করীম আল জাযরী, মুআম্মার ও আবদুর রায্‌যাক বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন– জিযিয়া আদায়কারী সম্প্রদায় তাহাদের উপর প্রেরিত হইবে।

আমার বক্তব্য এই ঃ তাহাদের ব্যাপারে সর্বশেষ শাস্তি হইবে এই যে, তাহারা দাজ্জালের অনুসারী ও সাহায্যকারী হইয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে মুসলমানগণ ঈসা (আ.)-এর নেতৃত্বে তাহাদিগকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া হত্যা করিবে। ইহাই হইবে শেষ যুগ।

وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ অর্থাৎ যাহারা তওবা করিবে ও তাঁহার বিধি-বিধানের দিকে প্রত্যাবর্তন করিয়া তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিবে তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে ক্ষমা ও দয়া করিবেন। আলোচ্য আয়াতে শাস্তির কথা বলার পরেই রহমতের কথা একযোগে বলার উদ্দেশ্য হইল বান্দাগণ নিরাশ না হইয়া যেন আশান্বিত থাকিতে পারে। একই সংগে বহুস্থানে উৎসাহ দান ও হুঁশিয়ারী প্রদানের মাধ্যমে তিনি বান্দাকে আশা-নিরাশার মাঝখানে সদা সতর্ক অবস্থায় রাখিতে চাহেন।

(١٦٨) وَقَطَّعْنٰهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا ۚ مِنْهُمُ الصّٰلِحُوْنَ وَمِنْهُمْ دُوْنَ ذٰلِكَ ۚ وَبَلَوْنٰهُمْ بِالْحَسَنٰتِ وَالسَّيِّاٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝

(١٦٩) فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَّرِثُوا الْكِتٰبَ يَأْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰى وَيَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُ لَنَا ۚ وَاِنْ يَّاْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ يَاْخُذُوْهُ ۚ اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِّيْثَاقُ الْكِتٰبِ اَنْ لَّا يَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوْا مَا فِيْهِ ۚ وَالدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ۚ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

(١٧٠) وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ ۝

১৬৮. পৃথিবীতে আমি তাহাদিগকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করি ; তাহাদের কতক নেক্‌কার ও কতক অন্যরূপ। আর মংগল ও অমংগল দ্বারা আমি তাহাদিগকে পরীক্ষা করি যাহাতে তাহারা পথে ফিরিয়া আসে।

১৬৯. অতঃপর অযোগ্য উত্তরপুরুষগণ একের পর এক তাহাদের স্থলাভিষিক্তরূপে কিতাবের উত্তরাধিকারী হয় ; তাহারা এই তুচ্ছ দুনিয়ার স্বার্থ হাসিল করে আর বলে, শীঘ্রই আমাদিগকে ক্ষমা করা হইবে; আর যদি তাহাদের নিকট অনুরূপ স্বার্থ আবার আসে তাহাও গ্রহণ করে। কিতাবের অঙ্গীকার কি তাহাদের নিকট হইতে লওয়া হয় নাই যে, তাহারা আল্লাহ্ সম্পর্কে সত্য ব্যতীত বলিবে না ? এবং তাহারা তো উহাতে যাহা আছে তাহা অধ্যয়নও করে ; যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাহাদের জন্য পরকালের আবাসই শ্রেয়, তোমরা কি ইহা অনুধাবন কর না ?

১৭০. যাহারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে ও সালাত কায়েম করে, আমি তো এইরূপ নেক্‌কারগণের পুরস্কার নষ্ট করি না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ পাক এখানে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, তিনি পৃথিবীতে বিভিন্ন উম্মত সৃষ্টি করিয়া মানব জাতিকে বিভক্ত করিয়াছেন। তাহারা বহু মত ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত হইয়াছে। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهٖ لِبَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اسْكُنُوا الْاَرْضَ فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيْفًا ـ

অর্থাৎ আর আমি বনী ইসরাঈলকে বলিলাম, তোমরা ভূপৃষ্ঠে বসবাস কর এবং যখন কিয়ামতের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হইবে তখন আমি তোমাদের সকলকে একত্র করিয়া উপস্থিত করিব (১৭ ঃ ১০৪)।

مِنْهُمُ الصَّالِحُوْنَ وَمِنْهُمْ دُوْنَ ذٰلِكَ অর্থাৎ তাহাদের ভিতর নেক্‌কার ও বদকার সহ সকল ধরনের লোক রহিয়াছে। যেমন জিনদের একজন বলিল ঃ

وَاَنَّا مِنَّا الصَّالِحُوْنَ وَمِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا ـ

অর্থাৎ অবশ্যই আমাদের ভিতর নেক্‌কার রহিয়াছে এবং নেককার ছাড়াও অন্যান্য শ্রেণী রহিয়াছে। আমরা বিভিন্ন মত ও পথে বিভক্ত (৭২ ঃ ১১)।

وَبَلَوْنَاهُمْ অর্থাৎ আমি তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়াছি।

بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ অর্থাৎ দুর্দিন ও সুদিন, সুখ ও দুঃখ ঔদার্য ও কঠোরতা দ্বারা।

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ অর্থাৎ তাহারা যেন পথে ফিরিয়া আসে। অতঃপর আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَّرِثُوا الْكِتَابَ يَاْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰى ـ

অর্থাৎ নেক্‌কার ও বদকারের এই দলটির পরে উত্তরসূরী হইয়া যাহারা আসিল তাহাদের ভিতর কল্যাণের কিছুই ছিল না। অথচ তাহারাও তাওরাত যথারীতি তিলাওয়াত করিত।

মুজাহিদ (র.) বলেন ঃ উত্তরসূরী সেই দলটি হইল নাসারা সম্প্রদায়। মূলত উহা ব্যাপকার্থক।

يَاْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰى অর্থাৎ তাহারা পার্থিব স্বার্থের বিনিময়ে সত্যকে বিক্রয় করিত। হয় সত্যকে যথাযথভাবে প্রকাশ করিত না, অথবা সত্যকে বিকৃত করিত। কিংবা সত্যকে এড়াইয়া যাইত ও নিজেদের ভিতরে লুকাইয়া রাখিত। অতঃপর তওবা দ্বারা উহা মিটাইতে চাহিত। তারপর যখন আবার কোন পার্থিব স্বার্থ দেখা দিত, তখন আবার পূর্বানুরূপ করিত। তাই আল্লাহ্ বলেন ঃ وَاِنْ يَّاْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ يَاْخُذُوْهُ অর্থাৎ অতঃপর পুনরায় তদ্রূপ পার্থিব স্বার্থ দেখা দিলে তাহারা আবার সত্য বিসর্জন দিয়া উহা অর্জন করিত।

সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের (র.) বলেন ঃ তাহারা পাপ করিয়া তওবা করিত আল্লাহ্‌র নিকট যে, উহা আর করিবে না। কিন্তু যদি পুনরায় সেইরূপ সুযোগ হাতে আসিত অমনি তাহা নির্দ্বিধায় গ্রহণ করিত।

يَأْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰى وَيَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُلَنَا অর্থাৎ তাহারা অমূলক ও চরম প্রতারণামূলক প্রত্যাশা আল্লাহ্র নিকট করিত। ইহাতে তাহারাই প্রতারিত হইত।

وَاِنْ يَّأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ يَأْخُذُوْهُ অর্থাৎ যখনই তাহাদের সামনে পার্থিব কোন স্বার্থ উপস্থিত হইত তখন তাহাদের কোন ব্যস্ততা তাহাদিগকে উহা হইতে অমনোযোগী করিত না এবং কোন নিষেধাজ্ঞা উহা হইতে বিরত রাখিত না। তাহারা হালাল-হারামের কোন পরোয়া না করিয়াই উহা গ্রহণ করিত।

فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় সুদ্দী (র.) বলেন ঃ বনী ইসরাঈলদের কাযী বা বিচারকগণের কেহই বিনা ঘুষে কোন রায় দিত না। যদিও তাহাদের নেতৃস্থানীয়গণ একত্র হইয়া পরস্পর শপথ করিয়া ছিল যে, তাহারা কখনও ঘুষের লেন-দেন করিবে না ও অন্যায় রায় দিবে না। অতঃপর একদিন দেখা গেল, তাহাদেরই একজন ঘুষ খাইয়া অন্যায় রায় প্রদান করিল। তখন তাহাকে প্রশ্ন করা হইল– কি ব্যাপার ? আপনি যে ঘুষ খাইয়া অন্যায় রায় দিলেন ? সে বলিল– আমাকে ক্ষমা করা হইবে। অন্যান্যরা ইহা শুনিয়া তাহাকে নিন্দা করিল। বনী ইসরাঈলগণ তাহার এই কাজ অপসন্দ করিল। যখন সে মারা যেত, কিংবা অপসৃত হইত ও তদস্থলে সেই নিন্দাকারীদের কেহ স্থলাভিষিক্ত হইত, সেও সেই কাজই করিত। তাই আল্লাহ্ বলেন– অন্যান্যের কাছেও যদি পার্থিব প্রলোভন আসিত, তাহা হইলে তাহারাও ন্যায় ও সত্যের বিনিময়ে উহা গ্রহণ করিত।

اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِّيْثَاقُ الْكِتٰبِ اَنْ لَّا يَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের উক্তরূপ কার্যকলাপে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, তাহাদের নিকট হইতে শক্ত প্রতিশ্রুতি লওয়া হইয়াছিল যাহাতে তাহারা মানুষের কাছে খোদার নির্দেশিত সত্য প্রকাশ করে এবং তাহার কিতাবের কোন কিছুই গোপন না করে। আল্লাহ্ তা'আলা এই প্রসংগে অন্যত্র বলেন ঃ

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ فَنَبَذُوْهُ وَرَاءَ ظُهُوْرِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ ـ

অর্থাৎ সেই দিনটি স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ আহলে কিতাবগণের নিকট হইতে শক্ত ওয়াদা নিলেন যে, তাহারা মানুষের কাছে উহা যথাযথভাবে অবশ্যই বর্ণনা করিবে এবং উহার কিছুই গোপন করিবে না। অতঃপর তাহারা সেই প্রতিশ্রুতি পশ্চাতে নিক্ষেপ করিল এবং উহার বিনিময় নগণ্য মূল্য উপার্জন করিল। তাই কতই নিকৃষ্ট তাহাদের সেই কেনা-বেচা (৩ ঃ ১৮৭)!

اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِّيْثَاقُ ... اِلَّا الْحَقَّ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে ইব্ন জুরাইজ (র.) বর্ণনা করেন ঃ তাহারা আল্লাহ্র নিকট ক্ষমাপ্রাপ্তির আশায় পাপ করিত এবং সর্বদাই উহার পুনরাবৃত্তি করিতে থাকিত। উহা হইতে বিরত থাকার তওবা করিত না।

وَالدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে পারলৌকিক অসংখ্য পুরস্কারের জন্য উৎসাহ প্রদান করিতেছেন এবং তাহার কঠোর শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করিতেছেন। অর্থাৎ আমার পুরস্কার ও যাহা কিছু পরকালে দেওয়ার জন্য আমার নিকট রহিয়াছে উহা অনেক উত্তম এবং উহা তাহাদের জন্য নির্ধারিত যাহারা হারাম হইতে দূরে রহিয়াছে, খেয়াল খুশীমতে চলে নাই ও নিজ প্রতিপালকের অনুগত রহিয়াছে।

اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ বলেন – যাহারা তুচ্ছ পার্থিব স্বার্থের বিনিময়ে আমার নিকট রক্ষিত পারলৌকিক অনন্ত পুরস্কার বিসর্জন দিতেছে, তাহারা কি নির্বোধ? তাহাদের বুদ্ধি কি আচ্ছন্ন ও নষ্ট হইয়া গিয়াছে ?

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের প্রশংসা করিলেন যাহারা নিজেদের কিতাবের উপর সুদৃঢ় থাকিয়া উহার নির্দেশিত পরবর্তী রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসারী হইয়াছে।

وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ অর্থাৎ আল্লাহ্র কিতাব শক্তভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে ও উহার নির্দেশাবলী অনুসরণ করিয়াছে এবং উহার নিষিদ্ধ কাজগুলি বর্জন করিয়াছে।

وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ অর্থাৎ আর যাহারা সালাত কায়েম করিয়াছে নিশ্চয় আমি এই সফল পরিশুদ্ধ ব্যক্তিগণের পুরস্কার নষ্ট করি না।

(১৭১) وَاِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَاَنَّهٗ ظُلَّةٌ وَّظَنُّوْٓا اَنَّهٗ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ۚ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝

১৭১. স্মরণ কর, যখন আমি পর্বতকে তাহাদের ঊর্ধ্বে উত্তোলন করি, আর উহা ছিল যেন এক চন্দ্রাতপ ; তাহারা ভাবিল যে, উহা তাহাদের মাথায় পড়িবে ; বলিলাম, আমি যাহা দিলাম তাহা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং উহাতে যাহা আছে তাহা স্মরণ কর, যাহাতে তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হও।

তাফসীর ঃ وَاِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা (র.) বলেন ঃ যখন আমি পাহাড়টি উত্তোলন করিলাম। আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْرَ অর্থাৎ তাহাদের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণকালে আমি তাহাদের মাথার উপর তূর পর্বত তুলিয়া ধরিয়াছিলাম।

ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে পর্যায়ক্রমে সাঈদ ইব্ন যুবায়ের, আ'মাশ ও সুফিয়ান ছাওরী (র.) বলেন ঃ ফেরেশতারা তাহাদের মাথার উপর উহা তুলিয়া ধরিয়াছিলেন।

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْرَ আয়াতাংশের তাৎপর্য ইহাই।

ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে কাসিম ইব্‌ন আবূ আইয়ূব (র.) বর্ণনা করেন ঃ অতঃপর যখন তাহারা আল্লাহ্‌র গযব মুক্ত হইয়া মূসা (আ.)-এর সহিত পবিত্র ভূমির দিকে সফর করিতেছিল, তখন মূসা (আ.) আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী সম্পর্কিত ফলকগুলি গ্রহণ করিলেন এবং আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ পালনার্থে তিনি উহা হইতে তাহাদের করণীয় আমলসমূহ প্রকাশ ও প্রচার করিলেন। কিন্তু আমলগুলিকে তাহারা কষ্টকর ভাবিয়া উহা পালন করিতে অস্বীকার করিল। ফলে তাহাদিগকে সতর্ক করার জন্য তাহাদের মাথার উপর পাহাড় তুলিয়া ধরা হইল।

كَاَنَّهٗ ظُلَّةٌ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন ঃ ফেরেশতারা তাহাদের মাথার উপর পাহাড়টি তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। ইমাম নাসাঈ (র.) এই বর্ণনাটি সবিস্তারে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

সুনায়েদ ইব্‌ন দাঊদ (র.) তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে হাজ্জাজ ইব্‌ন মুহাম্মদের সূত্রে আবূ বকর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.) হইতে বর্ণনা করেন ঃ মূসা (আ.) বলিলেন– এই তোমাদের ঐশী কিতাব। ইহাতে কি কি কাজ তোমাদিগকে করিতে হইবে এবং কি কি বস্তু তোমাদিগকে বর্জন করিতে হইবে তাহার বর্ণনা রহিয়াছে। তোমরা কি ইহা মানিয়া লইয়াছ ? তাহারা বলিল, উহা আমাদের সামনে বর্ণনা কর। যদি উহার পালনীয় ও বর্জনীয় কাজগুলি সহজ হয় তাহা হইলে আমরা উহা গ্রহণ করিব। তিনি বলিলেন– উহাতে যাহাই থাকুক না কেন, তোমরা গ্রহণ কর। তাহারা বলিল, না, আমরা যতক্ষণ উহার ফরয, ওয়াজিব, হালাল, হারাম ইত্যাদি কার্য সম্পর্কে জ্ঞাত না হইব, ততক্ষণ আমরা উহা গ্রহণ করিব না। তাহারা বারংবার এইভাবে উহা প্রত্যাখ্যান করিতেছিল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা পাহাড়কে নির্দেশ দিলেন– উৎপাটিত হও ও উত্তোলিত হও এবং আসমান ও যমীনের মাঝখানে তাহাদের মাথার উপর ঝুলন্ত থাক।

তখন মূসা (আ.) তাহাদিগকে বলিলেন – তোমরা কি শুনিতে পাইতেছ না, আমার প্রভু কি বলিতেছেন ? তোমরা যদি তাওরাত গ্রহণ না কর তবে অবশ্যই তোমাদের মাথার উপর পাহাড়টি নিক্ষিপ্ত হইবে।

হাসান বসরী (র.) বলেন ঃ যখন তাহারা উপরে তাকাইয়া মাথার উপর পাহাড় দেখিতে পাইল, তখন আতংকে সবাই সিজদায় পড়িয়া গেল। কিন্তু বামদিক সিজদারত রাখিয়া ডানদিক বাঁকা করিয়া উপরে তাকাইয়া দেখিতেছিল পাহাড়টি তাহাদের উপর পড়িতেছে কিনা। এই কারণেই ইয়াহূদীদের এমন কোন দিন যায় না যেদিন তাহারা বামদিকে ভর করিয়া সিজদা না করে। তাহারা ভাবে, এইরূপ সিজদাই আমাদিগকে আপদমুক্ত রাখে।

অবশেষে আবূ বকর (র.) বলেন ঃ অতঃপর আল্লাহ্‌র কিতাবের ফলকগুলি তাহাদের সামনে প্রকাশ করা হইল যাহা স্বয়ং আল্লাহ্‌র লেখা। কিন্তু উহা পৃথিবীর

জল, স্থল, পর্বত, বৃক্ষ কোথাও এখন নাই। এখন যাহা তাহাদের সামনে রহিয়াছে উহা বিকৃত, অস্পষ্ট ও বিলুপ্ত প্রায়। উহার আসল বস্তু পরিবর্তিত হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ فَسَيُنْغِضُوْنَ اِلَيْكَ رُءُوْسَهُمْ তাহারা তোমার নিকট তাহাদের আসল জিনিস বিকৃত করিয়া উপস্থাপন করিবে। আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।

(১৭২) وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِيْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ ۚ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؕ قَالُوْا بَلٰى ۛۚ شَهِدْنَا ۛۚ اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ ۝

(১৭৩) اَوْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اَشْرَكَ اٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْۢ بَعْدِهِمْ ۚ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ ۝

(১৭৪) وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝

১৭২. স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ হইতে তাহার বংশধরকে বাহির করেন এবং তাহাদের নিজেদের সম্পর্কে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন– আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নহি ? তাহারা বলিল, নিশ্চয়ই। আমরা সাক্ষী রহিলাম। এই স্বীকৃতি গ্রহণ এইজন্য যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বল, আমরা তো এই বিষয়ে উদাসীন ছিলাম।

১৭৩. কিংবা তোমরা যেন না বল, আমাদের পূর্বপুরুষগণই তো আমাদের পূর্বে শিরক করিয়াছে আর আমরা তো তাহাদের পরবর্তী বংশধর ; তবে কি পথভ্রষ্টদের কৃতকর্মের জন্য তুমি আমাদিগকে ধ্বংস করিবে ?

১৭৪. এইভাবে আমি নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করি যাহাতে তাহারা ফিরিয়া আসে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা জানাইতেছেন যে, তিনি বনী আদমকে তাহাদের পৃষ্ঠদেশ হইতে নির্গত করিয়া তাহাদিগকেই সাক্ষী বানাইয়া এই স্বীকৃতি আদায় করিয়াছেন যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাদের প্রতিপালক প্রভু এবং একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নাই। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টিই করিয়াছেন অনুরূপ প্রকৃতি দিয়া। তিনি বলেন ঃ

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ -

অর্থাৎ তুমি নিজেকে ভারসাম্যপূর্ণ জীবন বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত কর। উহা আল্লাহ্‌র সেই প্রকৃতি যাহার উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন ; আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন নাই (৩০ ঃ ৩০)।

সহীহ্দ্বয়ে আবূ হুরায়রা (রা.) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন ঃ كل مولود يولد على الفطرة অর্থাৎ প্রতিটি মানব শিশু স্বভাবজাতের উপর জন্ম গ্রহণ করে।

অন্য বর্ণনায় আছে ঃ على هذه الملة فابواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه অর্থাৎ এই মিল্লাতেই জন্ম নেয়। অতঃপর তাহার পিতামাতা তাহাকে ইয়াহূদী বানায়, নাসারা বানায় ও মজূসী বানায়।

সহীহ্ মুসলিমে আয়াজ ইব্ন হিমার বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা.) বলেন ঃ আল্লাহ্ পাক বলেন যে, আমি আমার বান্দাকে সঠিক দীনের উপর সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপর শয়তান তাহাদের নিকট গিয়া তাহাদিগকে দীন হইতে বিচ্যুত করিয়াছে এবং আমি তাহাদের জন্য যাহা বৈধ করিয়াছি সে তাহা তাহাদের জন্য অবৈধ করিয়াছে।

বনূ সাআদের আসওয়াদ ইব্ন সারী (রা.) হইতে পর্যায়ক্রমে আল হাসান ইব্ন আবুল হাসান, আস্ সিরীআ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, ইব্ন ওয়াহাব, ইউনুস ইব্ন আবদুল আলা ও ইব্ন জারীর (র.) বর্ণনা করেন যে, আস্ওয়াদ ইব্ন সারী (রা.) বলেন ঃ

আমি রাসূল (সা.)-এর সহিত চারিটি জিহাদে শরীক হইয়াছি। তখন যুদ্ধ শেষে লোকগণ স্বচ্ছ ও উত্তম শস্য আহার করিত। রাসূল (সা.) ইহা শুনিয়া রাগ করিলেন। বলিলেন, লোকদের হইল কি যে, (রণাংগণে) উত্তম ও স্বচ্ছ খাদ্য ভক্ষণে মগ্ন হইয়াছে? তখন এক ব্যক্তি বলিল– হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তাহারা কি মুশরিকের সন্তান ছিল না ? তখন তিনি বলিলেন– মুশরিক সন্তানগণই এখন তোমাদের উত্তম ব্যক্তিবর্গ। হ্যাঁ, তবে তাহারা এখন সেই জন্মসূত্রে প্রাপ্ত অবস্থায় নাই। অবশ্য মনে রাখিও, প্রত্যেকেই স্বভাবজাত ধর্ম নিয়া জন্মগ্রহণ করে। যখন তাহার বোধ শক্তি সক্রিয় হয় ও ভাষাজ্ঞান অর্জিত হয়, তখন তাহার পিতামাতা তাহাকে ইয়াহূদী বানায় ও নাসারা বানায়।

হাসান (র.) বলেন– আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্ পাক তাঁহার কিতাবে ঠিক এই কথাই বলেন ঃ وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِىْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ অর্থাৎ আমি আদম সন্তানগণকে তাহাদের পৃষ্ঠদেশ হইতে নির্গত করিয়া আমার প্রভুত্বের স্বীকৃতি গ্রহণ করিয়াছিলাম।

হাসান বসরী (র.) হইতে পর্যায়ক্রমে ইউনুস ইব্ন উবায়েদ ইসমাঈল ইব্ন উলিয়া ও ইমাম আহমদ (র.) উহা বর্ণনা করেন। আসওয়াদ ইব্ন সারীআ (রা.) হইতে পর্যায়ক্রমে আল-হাসান, হুশাইম ইব্ন ইউনুস ইব্ন উবায়েদ ও নাসাঈ উহা

বর্ণনা করেন। তবে তিনি হাসান বসরীর বক্তব্য উদ্ধৃত করেন নাই। প্রাসংগিক আয়াতও উল্লেখ করেন নাই।

অবশ্য আদম (আ.)-এর মেরুদণ্ড হইতে তাহার সন্তানদের উৎপন্ন করা এবং তাহাদিগকে ডানপন্থী ও বামপন্থীতে বিভক্ত করা সম্পর্কে বেশ কিছু হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। কোন কোন হাদীছে তাহাদের আল্লাহ্কে প্রভু হিসাবে স্বীকৃতি দানের কথাও আসিয়াছে।

নবী করীম (সা.) হইতে পর্যায়ক্রমে আনাস ইব্ন মালিক, আবূ ইমরান আল জাওফী, শু'বা, হাজ্জাজ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা.) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন এক দোযখীকে জিজ্ঞাসা করা হইবে– তুমি কি মনে কর, যদি পৃথিবীর বুকে কৃত তোমার কোন ব্যাপার এখন তোমাকে আনিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে তুমি জাহান্নামের মুক্তিপণ হিসাবে উহা ব্যবহার করিতে পার ? সে বলিবে– হ্যাঁ। তবে ইহা হইতে সহজ কিছু আশা করিয়াছিলাম। আমাকে আদমের পৃষ্ঠদেশে থাকিতেই এই প্রতিশ্রুতি লওয়া হইয়াছিল যে, আল্লাহ্‌র সহিত কোন কিছু শরীক করিব না। অবশ্য পরে কার্যত উহা অস্বীকার করিয়াছি।

শু'বার সূত্রে সহীহ্দ্বয়েও উহা বর্ণিত হইয়াছে।

অপর হাদীছ ঃ নবী করীম (সা.) হইতে পর্যায়ক্রমে ইব্ন আব্বাস, সাঈদ ইব্ন যুবায়ের, কুলসুম ইব্ন যুবায়ের, জারীর ইব্ন হাশিম, হুসায়েন ইব্ন মুহাম্মদ ও ইমাম আহমদ (র.) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ

"নিশ্চয় আল্লাহ্ ত'আলা আরাফাতের দিন আদম (আ.)-এর পৃষ্ঠদেশে রক্তপিণ্ডের অবস্থায় অবস্থিত তাহার সন্তানগণের নিকট হইতে শক্ত ওয়াদা গ্রহণ করিয়াছেন। আদম সন্তানগণ তাহার পৃষ্ঠদেশ হইতে নির্গত হইয়া তাঁহার সামনে দণ্ডায়মান হইলে তিনি সামনাসামনি তাহাদের সাথে কথা বলেন। তিনি প্রশ্ন করেন ঃ আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নহি ? তাহারা জবাব দিল হ্যাঁ, আমরা সাক্ষী হইলাম। অতঃপর তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বল যে, আমরা তো এই সব ব্যাপারে বেখেয়াল ছিলাম অথবা বলিবে .....।

হুসাইন ইব্ন মুহাম্মদ মারুফী হইতে পর্যায়ক্রমে মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহীম ও ইমাম নাসাঈও তাহার সুনানের তাফসীর অধ্যায়ে উক্ত হাদীছ উদ্ধৃত করেন। হুসাইন ইব্ন মুহাম্মদের সনদে ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবূ হাতিম (র.) ও হাদীছটি বর্ণনা করেন। তবে ইব্ন আবূ হাতিম (র.) উহা মাওকূফ হাদীছরূপে বর্ণনা করেন। হুসাইন ইব্ন মুহাম্মদের সূত্রে হাব্বান তাহার মুস্তাদরাকেও ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই সনদে জারীর ইব্ন হাযিম হইতে কুলছুম (র.) রহিয়াছেন। হাকাম এই সনদকে সহীহ্ বলিয়াছেন। তবে সহীহ্দ্বয়ে এই সনদের বর্ণনাটি উদ্ধৃত হয় নাই। ইমাম মুসলিম (র.) ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে পর্যায়ক্রমে সাঈদ ইব্ন যুবায়ের, কুলছুম ইব্ন

যুবায়ের ও আবদুল ওয়ারিছের সূত্রে ইহা মাওকূফ হাদীছ রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি ইহা যুবায়ের হইতে পর্যায়ক্রমে কুলছুম ইব্‌ন যুবায়ের, রবীআ ইব্‌ন কুলছুম, ওয়াকী ও ইসমাঈল ইব্‌ন উলিয়ার সনদেও বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে যথাক্রমে সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের, আলী ইব্‌ন বুজায়মা, হাবীব ইব্‌ন আবূ ছাবিত ও আতা ইব্‌ন সায়েবও ইহা বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র.) আওফীও ইহা বর্ণনা করেন। সুতরাং এই বর্ণনাটি বহুসূত্রে বর্ণিত ও সুপ্রমাণিত। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ হামযা যবঈ, আবূ হিলাল, ওয়াকী, ইব্‌ন ওয়াকী ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ

"আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ.-এর পৃষ্ঠদেশ হইতে বারি কণার মত তাহার সন্তান নির্গত করেন।"

জারীর হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ মাসউদ, যুমরাহ্ ইব্‌ন রবীআ ও আলী ইব্‌ন সাহল বলেন যে, জারীর বলেন ঃ যাহ্হাক ইব্‌ন মুযাহিমের ছয়দিনের শিশু মারা গেল। তিনি বলিলেন ঃ হে জারীর! যখন তুমি আমার সন্তানকে কবরে রাখিবে, তখন কাফনের উপরিভাগের গিঁট খুলিয়া তাহার মুখ বাহির করিয়া রাখিবে। কারণ, আমার ছেলেকে বসাইয়া প্রশ্ন করা হইবে। আমি তাহাই করিলাম। যখন আমি দাফন সারিয়া অবসর হইলাম, তখন বলিলাম, আপনাকে আল্লাহ্ রহম করুন। আপনার সন্তানকে প্রশ্নকারী কি প্রশ্ন করিবে? তিনি বলেন– আদমের মেরুদণ্ডে থাকিয়া যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল সেই সম্পর্কে তাহাকে প্রশ্ন করা হইবে। আমি বলিলাম হে আবুল কাসিম! আদম (আ.)-এর পৃষ্ঠদেশে থাকিয়া কি প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল ? তিনি বলিলেন– আমাকে ইব্‌ন আব্বাস (র.) এই বর্ণনা শুনাইয়াছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ.)-এর মেরুদণ্ড স্পর্শ করামাত্র কিয়ামত পর্যন্ত তাহার যত সন্তান হইবে তাহাদের সকলের সৃষ্ট আত্মা উহা হইতে নির্গত হইল। তখন তাহাদের নিকট হইতে এই প্রতিশ্রুতি লওয়া হইয়াছে যে, তাহারা একমাত্র আল্লাহ্রই ইবাদত করিবে এবং তাহার সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না। ইহার ফলে তাহাদের রুযীদান ও প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়। অতঃপর আত্মাগুলি মেরুদণ্ডে ফিরিয়া গেল। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত এমন কেহ জন্ম নিবে না যাহার সহিত প্রতিশ্রুতির আদান-প্রদান হয় নাই। তাই যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুতির শেষাংশ পাইয়া উহা পূরণ করিয়াছে, সে প্রথমটির কল্যাণও পাইবে। কিন্তু যে ব্যক্তি শেষাংশ পাইয়াও উহা মান্য করিল না, সে প্রথমাংশেরও কল্যাণ পাইব না। যে সন্তান শৈশবেই মারা গেল এবং প্রতিশ্রুতির শেষটি পাইল না, সে প্রথম প্রতিশ্রুতির তথা স্বভাব ধর্মের উপর মৃত্যু বরণ করিল।

উপরোক্ত সকল সনদই শক্তিশালী। তবে সনদটি মাওকুফ।

ইহা ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-এর বক্তব্য। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

অপর হাদীছ ঃ ইব্‌ন জারীর (র.) ––– –––আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা.) বলেন ঃ রাসূল (সা.) বলিয়াছেনঃ চিরুনীর সাহায্যে যেভাবে মাথা হইতে উকুন বাহির করা হয়, পৃষ্ঠদেশ হইতে তেমনি প্রাণ বাহির করা হইয়াছে। অতঃপর প্রাণগুলিকে আল্লাহ্ তা'আলা প্রশ্ন করিলেন– আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নহি ? তাহারা বলিল, হ্যাঁ। ফেরেশতারা বলিলেন– আমরা সাক্ষী রহিলাম, কিয়ামতের দিন যেন তোমরা না বল, আমরা এই সম্পর্কে গাফিল ছিলাম।

আহমদ ইব্‌ন আবূ তাইয়িবা হইলেন আবূ মুহাম্মদ আল জুরজানী যিনি কৌমাসের কাযী ছিলেন। তিনি অন্যতম সাধক ছিলেন। নাসাঈ তাহার সুনানে তাহার বর্ণনা গ্রহণ করেন। আবূ হাতিম রাযী (র.) বলেন, তাহার হাদীছ গ্রহণযোগ্য। ইব্‌ন আদী (র.) বলেন ঃ তিনি বহু অদ্ভুত হাদীছ বর্ণনা করেন।

অবশ্য এই হাদীছটি অন্য সনদেও বর্ণিত হয়। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা.) হইতে অবদুর রহমান ইব্‌ন হামযা ইব্‌ন মাহ্দীও ইহা বর্ণনা করেন। মানসূরের সনদে ইব্‌ন জারীর (র.) ও বর্ণনা করেন। এই সনদটি সর্বাধিক বিশুদ্ধ। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

অপর হাদীছ ঃ ইমাম আহমদ (র.)– – –––উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা.)হইতে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে উমর (রা.)-কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন ঃ রাসূল (সা.)-কে এই প্রসংগে প্রশ্ন করায় তিনি বলিয়াছেন– আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তাহার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিলে উহা হইতে তাহার সন্তানগণ নির্গত হয়। আল্লাহ্ বলিলেন, ইহাদিগকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি। তাহারা জান্নাতবাসীর আমল অনুসরণ করিবে। অতঃপর তিনি আবার তাহার পৃষ্ঠ স্পর্শ করিলেন। তখন অবশিষ্ট সন্তানগণ নির্গত হইল। তিনি বলেন, ইহাদিগকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি। জাহান্নামবাসীর যাহা করার ইহারা করিবে। তখন একদল প্রশ্ন করিল– হে আল্লাহ্র রাসূল! তাহা হইলে আর আমল কিসের জন্য ? রাসূল (সা.) বলিলেন, যখন আল্লাহ্ তা'আলা কোন বান্দাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেন, তখন সে আজীবন জান্নাতের উপযোগী আমল করিতে ইচ্ছুক হয় এবং তদ্রূপ আমল করিয়া জান্নাতবাসী হয়। তেমনি যে বান্দাকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করা হয়, সে জাহান্নামের উপযোগী কাজের জন্য ইচ্ছুক হয় এবং আজীবন তদ্রূপ আমল করিয়া জাহান্নামে প্রবেশ করে।

কা'নাবীর সূত্রে আবূ দাউদ (র.) কুতায়বার সূত্রে নাসাঈ (র.) ও ইসহাক ইব্‌ন মূসার সূত্রে মাআন (র.) হইতে তিরমিযী (র.) তাহার তাফসীর অধ্যায়ে ইহা বর্ণনা

করেন। এবং ইব্ন আবূ হাতিম (র.) ইউনুস ইব্ন আবদুল আলা সূত্রে ইব্ন ওয়াহার (র.) থেকে এবং ইব্ন সবীর (র.) রওহ ইব্ন উবাদা ও সাঈদ ইব্ন আবদুল হামীদ ইব্ন জা'ফর (র.) ইহা বর্ণনা করেন।

ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (র.) হইতে আবূ মুসআব আল-যুবায়রী প্রমুখের সূত্রে ইব্ন হিব্বান (র.) তাহার সহীহ্ সংকলনে ইহা উদ্ধৃত করেন। ইমাম তিরমিযী বলেন– হাদীছটি হাসান পর্যায়ের। মুসলিম ইব্ন ইয়াসার (র.) উমর (রা.) হইতে ইহা শুনেন নাই, আবূ হাতিম ও আবূ যুরআ (র.) এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন। আবূ হাতিম (র.) নাঈম ইব্ন রবীআ এই সনদে অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন। আর ইহাই আবূ দাউদ (র.) তাহার সুনানে উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) হইতে নাঈম ইব্ন রবীআ সূত্রে মুসলিম ইব্ন ইয়াসার (র.) – –– –– – বর্ণনা করেন।

হাফিজ দারে কুতনী (র.) বলেন– উমর ইব্ন জুছুম ইব্ন যায়েদ ইব্ন সিনান হইল আবূ ফরোয়া রাহাবীর অনুসারী। তাহাদের বক্তব্য মালিকের বক্তব্য হইতেও সঠিক। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

আমার বক্তব্য (গ্রন্থকার) ঃ ইমাম মালিক ইচ্ছাকৃতভাবেই নুআইম ইব্ন রবীআর উল্লেখ করেন নাই। কারণ, নুআইমের অবস্থা তাহার জানা নাই এবং তিনি তাহাকে চিনেন না। এই হাদীছ ছাড়া আর কোথাও তাহার পরিচিতি নাই। এই কারণেই একদল রাবীর উল্লেখ করা হয় নাই যাহাদের সন্তোষজনক পরিচিতি ছিল না। ফলে অনেক মারফূ হাদীছ মুরসাল ও অনেক মাওকূফ হাদীছ মাকতু হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

অপর হাদীছ ঃ এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন ঃ আবূ আবদ ইব্ন হুসাইদ (র.)–– ––হুরায়রা (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা.) বলেন– আল্লাহ্ পাক যখন আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করিলেন তখন তাহার পিঠে হাত বুলাইলেন। সংগে সংগে কিয়ামত পর্যন্ত আদমের যত সন্তান তিনি সৃষ্টি করিবেন তাহাদের সকলের প্রাণসত্তা আদমের পৃষ্ঠদেশ হইতে নির্গত হইল। দেখা গেল প্রতিটি সন্তানের দুই চোখের মধ্যবর্তী স্থলে একটি নূরের সাদা তিলক চমকাইতেছে। তাহাদিগকে আদম (আ.)-এর সামনে পেশ করা হইল। তিনি বলিলেন– প্রভু হে! ইহারা কাহারা ? আল্লাহ্ বলিলেন, ইহারা তোমারই সন্তান-সন্ততি। তখন তিনি একজনকে তাহাদের মধ্য হইতে দেখিয়া অবাক হইলেন। তাহার দুই চক্ষুর মধ্যবর্তী স্থানে একটি নূরের টীকা চমকাইতেছিল। তিনি প্রশ্ন করিলেন– হে প্রভু! এই লোকটি কে ? আল্লাহ্ বলিলেন– তোমার সন্তানদের শেষ উম্মতসমূহের একজন। ইহার নাম দাউদ। তিনি বলিলেন, হে প্রভু! তাহার বয়স কত নির্ধারণ করিয়াছ ? আল্লাহ্ বলিলেন– ষাট বছর। তিনি বলিলেন– হে প্রভু! আমি আমার বয়স হইতে চল্লিশ বছর তাহাকে দান করিলাম। অতঃপর আদম (আ.)-এর

নির্ধারিত বয়স যখন পূর্ণ হইল তখন মালিকুল মউত উপস্থিত হইলেন। আদম (আ.) বলিলেন– আমার কি এখনও চল্লিশ বৎসর বয়স বাকী নহে ? মালিকুল মউত বলিলেন– আপনি কি উহা আপনার সন্তান দাউদকে দান করেন নাই ? আদম (আ.) ইহা লইয়া ঝগড়া করিলেন। তাই তাহার সন্তানরা ঝগড়াটে হইল। তিনি ভুলিয়া গিয়াছিল। তাই তাহার সন্তানরা ভুলের শিকার হইল। তিনি ত্রুটির শিকার হইলেন। তাই তাহার সন্তানরাও ত্রুটিমুক্ত থাকিল না।

অতঃপর ইমাম তিরমিযী বলেন– হাদীছটি হাসান সহীহ্। আবূ হুরায়রা (রা.) হইতে অন্য সূত্রেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। হাকিম (র.) তাহার মুস্তাদরাকে আবূ নুআইম ফযল ইব্ন দুকাইন সূত্রে ইহা বর্ণনা করেন। অতঃপর তিনি বলেন, ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীছটি সহীহ্, কিন্তু সহীহ্দ্বয়ে উহা সংকলিত হয় নাই।

ইব্ন আবূ হাতিম (র.) তাহার তাফসীরে – –– – –আবূ হুরায়রা সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হইতে হাদীছটি বর্ণনা করেন। তবে তাহার বর্ণনায় অতিরিক্ত বক্তব্য হইল এইঃ "অতঃপর আদমের সামনে তাহার সন্তানগণকে উপস্থিত করা হইল। তারপর আল্লাহ্ বলিলেন– হে আদম। এই হইল তোমার সন্তানবৃন্দ। তখন দেখা গেল তাহাদের ভিতর পঙ্গু, অন্ধ, কুষ্ঠ, রোগী ও নানাবিধ ব্যাধিগ্রস্ত লোক রহিয়াছে। তখন আদম (আ.) বলিলেন, আমার সন্তানদের এই দশা করিয়াছ কেন ? তিনি বলিলেন– যাহাতে তুমি আমার নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা আদায় করিতে পার। পুনরায় আদম (আ.) বলিলেন– হে প্রভু! নূরদীপ্ত উজ্জ্বল লোকগুলি কাহারা ? তিনি বলিলেন– হে আদম! উহারা তোমার সন্তানদের মধ্যকার নবীগণ। অতঃপর বর্ণনাকারী পূর্বানুরূপ দাউদের ঘটনা বর্ণনা করেন।

অপর হাদীছ ঃ আব্দুর রহমান ইব্ন কাতাদা (র.) – –– – –হিশাম ইব্ন হাকীম (রা.) বর্ণনা করেন যে, হিশাম বলেন ঃ "এক ব্যক্তি নবী করীম (সা.)-কে প্রশ্ন করিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! যাহা কিছু প্রকাশ পায় তাহা কি মানুষের কাজ, না মানুষের মাধ্যমে পূর্ব নির্ধারিত কাজগুলির বহিঃপ্রকাশ মাত্র। তখন আল্লাহ্র রাসূল বলেন– আল্লাহ্ তা'আলা আদমের পৃষ্ঠ হইতে তাহার সন্তানগণকে বাহির করিলেন। অতঃপর তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকেই সাক্ষী রাখিলেন। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে দুই তালুতে ঠাঁই দিয়া বলিলেন– এই দল জান্নাতী ও এই দল জাহান্নামী। সুতরাং জান্নাতীরা স্বভাবতই জান্নাতের কাজ করার জন্য সক্রিয় থাকে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামের কাজ নিয়া ব্যস্ত থাকে। ইব্ন জারীর ও ইব্ন মারদুবিয়া (র.) বিভিন্ন সূত্রে ইহা বর্ণনা করেন।

অপর হাদীছ ঃ যঈফ রাবী জা'ফর ইব্ন যুবায়ের (র.)–– –– – –আবূ উমামা (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলিয়াছেন– আল্লাহ্ যখন তাহার সৃষ্টিকার্য শেষ করিলেন, তখন ডানপন্থিগণকে ডান হাতে ও

বামপন্থিগণকে বাম হাতে ধারণ করিয়া বলিলেন, হে ডান হাতে আমলনামা প্রাপকবৃন্দ! তাহারা জবাব দিল– আমরা উপস্থিত আছি। তিনি বলিলেন– আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নহি ? তাহারা বলিল– হ্যাঁ। অতঃপর তিনি ডাকিলেন– হে বাম হাতে আমালনামা প্রাপকবৃন্দ! তাহারা জবাব দিল– আমরা হাযির। তিনি প্রশ্ন করিলেন– আমি কি তোমাদের প্রভু নহি ? তাহারা জবাব দিল– হ্যাঁ। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে মিলাইয়া ফেলিলেন। তখন এক প্রশ্নকারী প্রশ্ন করিল– হে প্রভু! উভয় দলকে মিলাইয়া ফেলিলেন কেন ? তিনি বলিলেন– ইহা ছাড়াও তাহাদের অনেক করণীয় কাজ রহিয়াছে। তাহারা সেইগুলি করিবে। এখানে যাহা করিলাম তাহা এই জন্য যে, তাহারা যেন কিয়ামতের দিন না বলিতে পারে, আমরা ইহার কিছুই জানিতাম না। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে আদমের পৃষ্ঠে ফিরাইয়া দিলেন। ইব্ন মারদুবিয়া ইহা বর্ণনা করেন।

অপর হাদীছে ঃ আবূ জা'ফর রাযী– — — –উবাই ইব্ন কা'ব (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে তিনি বলেন ঃ

"সেইদিন আদম (আ.)-এর সামনে কিয়ামত পর্যন্ত সৃষ্টি হওয়ার তাহার সকল সন্তান-সন্ততিকে সমবেত করা হয়। তাহাদিগকে স্ব-স্ব আকৃতিতে হাযির করা হয় ও কথা বলার শক্তি দেওয়া হয়। তারপর তাহাদের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হয়। তাহাদিগকে বলা হয় যে, তোমরা নিজেরাই সাক্ষ্য প্রদান কর যে, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক প্রভু নহি ? তাহারা সাক্ষ্য দিল– হ্যাঁ। তখন আল্লাহ্ বলেন, আমি তোমাদের এই কথার উপর সপ্ত আকাশ ও সপ্ত ভূখণ্ডকে সাক্ষী রাখিলাম, সাক্ষী রাখিলাম তোমাদের পিতা আদমকে যেন কিয়ামতের দিন তোমরা না বল, আমরা এই ব্যাপার ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তোমরা জানিয়া রাখ, আমি ভিন্ন কোন প্রভু নাই এবং আমি ছাড়া কোন প্রতিপালক নাই। সুতরাং আমার সহিত কাহাকে বা কোন কিছুকে শরীক বানাইও না। অবশ্যই আমি যথাশীঘ্র তোমাদের নিকট রাসূল পাঠাইব। তাহারা তোমাদিগকে এই প্রতিশ্রুতি ও শপথ সম্পর্কে সতর্ক করিবে। আর তোমাদের নিকট কিতাব অবতীর্ণ করিব। তখন তাহারা বলিল– আমরা সাক্ষ্য দিতেছি, নিশ্চয় আপনি আমাদের প্রতিপালক ও প্রভু। আপনি ছাড়া আমাদের কোন প্রতিপালক প্রভু নাই। আজ আমরা আপনার আনুগত্য ও ইবাদতের প্রতিশ্রুতি দান করিলাম। তখন তাহাদের পিতা আদম তাহাদের দিকে তাকাইলেন। তিনি দেখিলেন, তাহাদের ভিতর ধনী ও দরিদ্র, সুন্দর ও কুৎসিত সব ধরনের মানুষ রহিয়াছে। তখন তিনি বলিলেন– হে আমার প্রতিপালক! তাহাদের সকলকে সমান করিলেন না কেন? তিনি বলিলেন– আমি কৃতজ্ঞতা পাইতে ভালবাসি। আদম (আ.) আরও দেখিলেন– তাহাদের মধ্যে

সূর্যের মত আলোকদীপ্ত নবীগণ রহিয়াছেন। তাহাদের নিকট হইতে রিসালাতের দায়িত্ব পালনের জন্য বিশেষ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হইল। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ "আর স্মরণ কর, আমি যখন নবীগণের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিলাম। এই সব কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ তাই তোমাকে দীনে হানীফে প্রতিষ্ঠিত রাখ, উহা হইল আল্লাহ্র প্রকৃতিজাত দীন।" অন্যত্র তিনি বলেন ঃ এই সতর্কীকরণের তো আদি সতর্কীকরণ পুনরাবৃত্তি। তিনি আরও বলেন ঃ আমি তাহাদের অধিকাংশকেই প্রতিশ্রুতির উপর পাই নাই।"

আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইমাম আহমদ (র.) তাহার পিতার মুসনাদে এবং ইব্ন আবূ হাতিম, ইব্ন জারীর ও ইব্ন মারদুবিয়া (র.) তাহাদের তাফসীর গ্রন্থে ইব্ন জা'ফর রাযী (র.)-এর সূত্রে ইহা বর্ণনা করেন।

মুজাহিদ, ইকরামা, সাঈদ ইব্ন যুবায়ের, হাসান, কাতাদা, সুদ্দী (র.) প্রমুখ বহু পূর্বসূরী এই হাদীছের অনুকূলে বর্ণনা প্রদান করেন। তাই প্রসংগটি দীর্ঘয়িত করিয়া হাদীছ ও আছারসহ সবিস্তারে আলোচনা শেষ করিলাম। আল্লাহ্ই একমাত্র সহায়ক।

আলোচিত হাদীছ ও আছারসমূহ প্রমাণ দেয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা আদম সন্তানগণকে তাহার পৃষ্ঠদেশ হইতে বাহির করিয়া বেহেশতী ও দোযখীর বিভক্তি দেখাইয়াছেন। তবে তখন তাহাদের এই সাক্ষ্যদান যে, আল্লাহ্ই তাহাদের একমাত্র প্রতিপালক প্রভু, তাহা শুধু ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে সাঈদ ইব্ন যুবায়ের সূত্রে কুলছুম ইব্ন যুবায়েরের বর্ণিত হাদীছ এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.)-এর বর্ণিত হাদীছে পাওয়া যায়। আমরা আগেই বলিয়া আসিয়াছি যে, এই হাদীছ দুইটি মারফূ নহে, মওকূফ। অবশ্য পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী আলিমগণ যে উক্তরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার তাৎপর্য হইল এই যে, আদর্শ সন্তানগণকে প্রকৃতিগতভাবেই তাওহীদ বিশ্বাসী করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে। আবূ হুরায়রা (রা.) আয়াজ ইব্ন হিমার ও আসওয়াদ ইব্ন সারীআ হইতে হাসান বসরীর হাদীছে উহা স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাই তাহারা আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন ঃ আল্লাহ্ পাক আদমের প্রতিশ্রুতির কথা বলেন নাই। বলিয়াছেন বনী আদমের প্রতিশ্রুতির কথা। তাই তিনি 'পৃষ্ঠদেশ' হইতে বলেন নাই, বলিয়াছেন 'পৃষ্ঠদেশসমূহ' হইতে। আর তাহার সন্তানগণকে একদিনে একসংগে রূপদান করেন নাই; বরং দলে দলে যুগে যুগে তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْاَرْضِ অর্থাৎ তিনিই পৃথিবীতে তোমাদের এক দলের পর অপর দলকে স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন (৬ ঃ ১৬৫)।

তিনি আরও বলেন ঃ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ অর্থাৎ তোমাদিগকে পৃথিবীতে একের পর এক স্থলাভিষিক্ত করা হইয়াছে (২৭ ঃ ৬২)।

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ অর্থাৎ যেমন আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি শেষ জাতির বংশধররূপে (৬ ঃ ১৩৩)।

অতঃপর এখানে তিনি বলেন وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ অর্থাৎ তাহাদিগকে আমি আমার প্রভুত্বের স্বীকৃতিদাতারূপে ও কথায় পাইয়াছি (৭ ঃ ১৭২)। সাক্ষ্যদান কখনও ভাবে হয়, কখনও কথায় হয়। কথায় হয় যেমন- قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا অর্থাৎ তাহারা বলিল, আমরা নিজেরাই নিজেদের সাক্ষী হইলাম (৬ ঃ ১৩০)। তেমনি কখনও ভাবে হয় যেমন مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ অর্থাৎ মুশরিকগণের জন্য ইহা সম্ভব নহে যে, তাহারা আল্লাহ্র ঘরসমূহ আবাদ করিবে। কারণ, তাহারা নিজেরাই কুফরীর সাক্ষ্যদাতারূপে বিরাজমান (৯ ঃ ১৭)। অর্থাৎ এখানে কুফরীর সাক্ষ্য তাহারা কথায় দিতেছে না, দিতেছে তাহাদের ভাবে বা অবস্থায়। ইহার অপর উদাহরণ হইল وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ অর্থাৎ সে অবশ্যই ইহার সাক্ষীরূপে বিদ্যমান।

এভাবে কোন কিছু চাওয়াও কখনও কথায় ও কখনও ভাবে হইয়া থাকে। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ واتاكم من كل ما سألتموه অর্থাৎ তোমরা যাহা কিছু চাহিয়াছ তাহার প্রত্যেকটি সরবরাহ করা হইয়াছে।

তাহারা বলেন ঃ এই সব কিছু দলীল প্রমাণের দ্বারা আয়াতের যে তাৎপর্য বুঝা যায় তাহা এই যে, আয়াতটি মুশরিকদের শির্কের বিরুদ্ধে একটি প্রধান যুক্তি। যদি ইহা তাওহীদ ও প্রভুত্বের স্বীকৃতি আদায়ের ব্যাপার হইত তাহা হইলে উহার প্রত্যেকটি ব্যাপারই উল্লেখ করা হইত। যদি বলা হয়, রাসূল (সা.)-কে খবর দেওয়ার জন্য তাহার অস্তিত্বই যথেষ্ট, উহার জবাব এই যে, মুশরিকদের মিথ্যাবাদীরা রাসূল (সা.)-এর আনীত সকল কিছুকেই মিথ্যা বলিত, শুধু তাওহীদের ব্যাপারই নহে। তাই ইহাকে একটি স্বতন্ত্র দলীল হিসাবে পেশ করা হইয়াছে।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, আয়াতে উল্লেখিত তাওহীদের স্বীকৃতি ছিল প্রকৃতিগত যাহার উপর মানুষকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। তাই আল্লাহ্ বলেন ঃ أَنْ تَقُولُوا - অর্থাৎ তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বল إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ অর্থাৎ তাওহীদ সম্পর্কে আমরা কিছুই জানিতাম না। অথবা বলিতে না পার যে, আমাদের পূর্বপুরুষ মুশরিক ছিল বলিয়া আমরা মুশরিক হইয়াছি।

(১৭৫) وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ○

(১৭৬) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ۚ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۚ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ○

(১৭৭) سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ○

১৭৫. তাহাদিগকে ঐ ব্যক্তির বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া শুনাও যাহাকে আমি নিদর্শন দিয়াছিলাম, অতঃপর সে উহাকে বর্জন করে ও শয়তান তাহার পিছনে লাগে, আর সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৭৬. আমি ইচ্ছা করিলে ইহা দ্বারা তাহাকে উচ্চ মর্যাদা দান করিতাম, কিন্তু সে দুনিয়ার দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে ও তাহার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। তাহার অবস্থা কুকুরের ন্যায়। উহার উপর তুমি বোঝা চাপাইলে সে হাঁপাইতে থাকে এবং তুমি বোঝা না চাপাইলেও হাঁপায়। যে সম্প্রদায় আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তাহাদের অবস্থাও তদ্রূপ; তুমি এই সব বৃত্তান্ত বিবৃত কর যাহাতে তাহারা চিন্তা করে।

১৭৭. যে সম্প্রদায় আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে ও নিজেদের প্রতি জুলুম করে তাহাদের অবস্থা কত মন্দ!

তাফসীর ঃ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে বিভিন্ন মত রহিয়াছে। ইব্ন মাসঊদ (রা.) হইতে ও আবদুর রায্যাক (র.) বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) বলেন ঃ উক্ত ব্যক্তি হইল বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের বালআম ইব্ন বাউরা।

মানসূর (র.) হইতে শু'বাসহ একাধিক বর্ণনাকারীও উহা বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে কাতাদা সূত্রে সাঈদ ইব্ন আবূ আরূবা (র.) বলেন ঃ লোকটি হইল সায়ফী ইব্ন রাহিব।

কা'ব বলেন ঃ লোকটি বলকাবাসিগণের অন্যতম। সে ইসমে আজম শিখিয়াছিল এবং সে বায়তুল মুকাদ্দাসে জাব্বারীনদের সহিত থাকিত।

ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে আওফী (র.) বলেন ঃ লোকটি ইয়ামানের অধিবাসী এবং তাহার নাম বালআম। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে নিদর্শন দান করিয়াছিলেন। অতঃপর সে উহা বর্জন করিল।

মালিক ইব্ন দীনার বলেন ঃ সে বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের অন্যতম আলিম ছিলেন। তাহার দু'আ ও মুনাজাত অবশ্যই কবূল হইত। তাই যে কোন কঠিন সমস্যায় তাহাকেই সামনে আগাইয়া দেওয়া হইত। মূসা (আ.) তাই তাহাকে মাদায়েনের বাদশাহর নিকট তাহাকে আল্লাহর পথে ডাকার জন্য পাঠাইলেন। কিন্তু সেখানে গিয়া তিনি প্রলোভনে পড়িয়া আল্লাহ্র দীন বর্জন করিলেন ও বাদশাহর দীন গ্রহণ করিলেন।

ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনা (র.) বলেন ঃ তিনি হইলেন বালআম ইব্ন বাউরা। মুজাহিদ ও ইকরামা (র.) ও অনুরূপ বলেন।

ইব্ন জারীর (র.)--- --- ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করেন ঃ লোকটি হইল বালআম।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর হইতে- -- ---শু'বা (র.) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন ঃ লোকটি হইল তোমাদেরই সাথী উমাইয়া ইব্ন আবুস সালত। অন্য সূত্রেও তাহার নিকট ইহা বর্ণিত হইয়াছে। তিনি এই ব্যাখ্যাই সঠিক মনে করেন। তাহার মতে আয়াতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির বৈশিষ্টের সাথে উমাইয়া ইব্ন সালতের সামঞ্জস্য রহিয়াছে। উমাইয়া অতীতের আসমানী কিতাবসমূহ সম্পর্কে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তাহার সেই জ্ঞান ভাণ্ডার তাহার কোনই উপকারে আসে নাই। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যামানা পাইয়াছেন। তাঁহার নিদর্শন, পরিচিতি ও মু'জিযাসমূহ দেখিতে পাইয়াছেন। যাহার ন্যূনতম দিব্যজ্ঞান ছিল সে অবশ্যই তাঁহাকে নবী হিসাবে চিনিতে পারিয়াছে। অথচ এত কিছু জানা ও দেখা সত্ত্বেও সেই লোক তাঁহাকে অনুসরণ না করিয়া মুশরিকদের বন্ধু, সহায়ক ও প্রশংসাকারী সাজিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, সে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী নিহত মুশরিক নেতাদের জন্য এরূপ শোকগাথা রচনা করিয়াছে যাহা আল্লাহ্র কাছে খুবই অপসন্দীয় হইয়াছে। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতে উহার নিন্দা করিলেন।। বিভিন্ন হাদীছে আসিয়াছে যে, যেই ব্যক্তি ভাষার পরিপাট্য অর্জন করা সত্ত্বেও অন্তরকে পরিপাটি করে নাই, তাহার এই কাব্যশক্তি, সূক্ষ্মজ্ঞান ও ভাষালঙ্কার থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্ পাক ইসলামের জন্য তাহার অন্তরকে উন্মুক্ত করেন না।

ইব্ন আবূ হাতিম-- -- ---ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে তিনি বলেন ঃ উহা সেই ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা তিনটি মকবূল মুনাজাতের অধিকারী করিয়াছিলেন। তাহার এক স্ত্রী ছিল এবং স্ত্রীর গর্ভে একটি ছেলে জন্ম নিয়াছিল। তাহার স্ত্রী আব্দার করিল, তোমার তিনটি প্রার্থনার একটি আমার জন্য কর। তিনি বলিলেন, ঠিক আছে, তুমি কি চাও? সে বলিল- তুমি প্রার্থনা কর যেন আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে বনী ইসরাঈলের ভিতর সর্বাধিক সুন্দরী রমণীতে পরিণত করেন। তিনি সেই প্রার্থনা করার সাথে সাথে সে সর্বাধিক সুন্দরী নারীতে রূপান্তরিত হইল। যখন সে দেখিতে পাইল যে, তাহা হইতে সুন্দরী রমণী আর কেহই নাই, তখন আর উহার প্রতি তাহার আকর্ষণ রহিল না। তাহার ইচ্ছা জাগিল অন্য কিছু হওয়ার। তখন দ্বিতীয়বার মুনাজাত করিয়া তাহাকে

কুত্তীতে রূপান্তরিত করা হইল। ফলে তাহার দুই প্রার্থনা শেষ হইল। এখন মাত্র একটি রহিল। তখন তাহার বংশধর ও জ্ঞাতিগোষ্ঠী আসিয়া বলিল, ইহা তো একটা খারাপ ব্যাপার হইল। আমরা কোথাও মুখ দেখাইতে পারিতেছি না। আপনি তাহাকে আবার মানুষে পরিণত করুন। তখন তিনি তৃতীয় প্রার্থনা দ্বারা তাহাকে প্রথমাবস্থায় ফিরাইয়া দিলেন। ফলে তাহার তিন প্রার্থনাই বেকার গেল। তাই তিনি আল বসূস নামে খ্যাত হইলেন।

এই বর্ণনাটি অবশ্য 'গরীব' শ্রেণীভুক্ত। আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পটভূমি সম্পর্কে বিখ্যাত মত উহাই যে, লোকটি বনী ইসরাঈলদের প্রাথমিক যুগের ব্যক্তি বিশেষ ছিলেন। ইব্ন মাসউদ (র.) সহ বিভিন্ন পূর্বসূরী তাহাই বলিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা (র.) ও বলেন- তিনি ছিলেন প্রতাপশালী এলাকার এক লোক। নাম ছিল বালআম। সে ইসমে আকবর জানিত।

আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম (র.) সহ কতিপয় আলিম বলেন- লোকটি মুস্তাজাবুদ দাওয়াত ছিলেন। তাহার প্রত্যেকটি প্রার্থনা কবূল হইত। তবে যে ব্যক্তি বলে যে, লোকটি নবী ছিলেন, পরে পথভ্রষ্ট হইয়াছেন, সে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী, কল্পনাপ্রসূতও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত কথা বলে। ইব্ন জারীর (র.) এইরূপ একটা অভিমত উদ্ধৃত করিয়াছেন। উহা সম্পূর্ণ অশুদ্ধ বর্ণনা।

ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা (র.) বলেন ঃ মূসা (আ.) যখন জাব্বারীনদের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন, তখন বালআমের কাছে তাহার বংশের ও সম্প্রদায়ের লোকজন আসিয়া বলিল- মূসা খুবই কঠোর প্রকৃতির। তাহার সহিত অনেক সৈন্য আছে। তাই তিনি আমাদের উপর বিজয়ী হইলে আমাদিগকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবেন। সুতরাং তুমি আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করবে তিনি আমাদিগকে মূসা ও তাহার সৈন্যদের হাত হইতে রক্ষা করেন। তখন তিনি বলিলেন- আমি যদি মূসা ও তাহার সাথীগণের বিরুদ্ধে প্রার্থনা করি তাহা হইলে আমার দুনিয়া ও আখিরাতে সবই বরবাদ হইবে। ইহা বলা সত্ত্বেও তাহারা নাছোড়বান্দা হইয়া তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিল। ফলে তিনি প্রার্থনা করিলেন। সংগে সংগে আল্লাহ্ তাহাকে যাহা দিয়াছিলেন তাহা তুলিয়া নিলেন। তাই আল্লাহ্ বলেন- অতঃপর সে উহা বর্জন করে এবং শয়তান তাহার পিছনে লাগে।

সুদ্দী (র.) বলেন ঃ আল্লাহ্ পাকের ঘোষিত চল্লিশ বছরের মেয়াদ যখন উত্তীর্ণ হইল, তখন ইউশা (আ.) নবী হিসাবে তাহাদের ভিতর আবির্ভূত হইলেন। তিনি বনী ইসরাঈলগণকে সমবেত করিয়া জানাইয়া দিলেন যে, তিনি মনোনীত হইয়াছেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে জাব্বারীনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়াছেন। তখন তাহারা তাহার হাতে বায়আত হইল ও তাহার নবুওয়াতের সত্যতা মানিয়া লইল। তখন বালআম নামক এক আলিম তাহাদের দল হইতে চলিয়া গেল। সে গুপ্ত

ইসমে আজম জানিত। সে নবীকে অস্বীকার করিয়া কাফির হইল। তাহার উপর আল্লাহ্র লানত হইল। সে জাব্বারীনদের নিকট গিয়া বলিল— বনী ইসরাঈলগণকে ভয় পাইও না। যখন তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে বাহির হইবে, তখন আমি তাহাদের উপর তোমাদের বিজয়ের জন্য সহায়তা করিব। ফলে তাহারা ধ্বংস হইয়া যাইবে। তাহাদের নিকট পার্থিব সকল উপায়-উপকরণ মওজুদ ছিল। সে যাহা চাইত তাহাই পাইত। শুধু নারীর সান্নিধ্যকে ভয় পাইত। অবশেষে সে উহাতেও মত্ত হইল। তাই আল্লাহ্ বলিলেন— সে আল্লাহ্র দান বর্জন করিল। অতঃপর শয়তান তাহার পিছনে লাগিল। অর্থাৎ শয়তান তাহার ও তাহার প্রতিটি কাজের নিয়ন্ত্রণ হাতে নিল। ফলে সে পরিপূর্ণভাবে শয়তানের অনুগত হইল। তাই আল্লাহ্ বলেন— সে ধ্বংস প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হইলে।

অনুরূপ মর্মে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত একটি হাদীছ আবূ ইয়ালী মুসেলী তাহার মুসনাদে বর্ণনা করেন। যেমন ঃ

হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামানী (রা.) হইতে আবূ ইয়ালী মোসেলী (র.) বর্ণনা করেন যে, হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান বলেন ঃ

রাসূল (সা.) বলিয়াছেন— আমি তোমাদিগকে সেই লোক সম্পর্কে সতর্ক করিতেছি যাহার কুরআন তিলাওয়াত এমন পর্যায়ে পৌঁছিবে যে, তাহার চেহারায় আলো চমকাইবে এবং ইসলাম তার চাদর বা আচ্ছাদনে পরিণত হইবে। আল্লাহ্র ইচ্ছায় তার এত উন্নতির পর সে উহা বর্জন করিয়া পশ্চাতে ছুড়িয়া ফেলিবে। তাহার পার্শ্ববর্তী লোকেরা তাহার তরবারির নিয়ন্ত্রণে আসিবে এবং তাহার তীর শির্কের প্রসার ঘটাইবে। আমি প্রশ্ন করিলাম— হে আল্লাহ্র নবী! শির্কের ক্ষেত্রে তীর নিক্ষেপকারী বড়, না নিক্ষিপ্তরা ? তিনি বলিলেন— নিক্ষেপকারী।"

এই সনদটি উত্তম। সাল্ত ইব্ন বাহরাম কূফীদের অন্যতম নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল ও ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুঈন প্রমুখ তাহাকে ছিকা রাবী বলিয়াছেন।

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا অর্থাৎ যদি আমি ইচ্ছা করিতাম তাহা হইলে তাহাকে সে নিদর্শন দিয়াছিলাম তাহার বদৌলতে আমি তাহাকে পার্থিব নীচতা ও নোংরামী হইতে ঊর্ধ্বে তুলিতে পারিতাম।

وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ অর্থাৎ সে পার্থিব জীবনের চাকচিক্যের দিকে আকৃষ্ট হইল, উহার ধন-সম্পদ দ্বারা প্রলুব্ধ হইল এবং উহার ভোগ-বিলাস তাহাকে নিমজ্জিত করিল। যেভাবে অন্যান্য স্থূলদর্শী মূর্খরা পৃথিবী দ্বারা প্রতারিত হয় সেও তদ্রূপ হইল।

وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ আয়াতাংশের ব্যাখ্য প্রসংগে আবূ রাহবিয়া বলেন ঃ শয়তান তাহাকে ধনরত্নের ভিতর সকল উন্নতি ও সুখশান্তি প্রদর্শন করিয়াছিল। ফলে যেখানে গর্দভীও আল্লাহ্কে সিজদা করে, সেখানে বালআম শয়তানকে সিজদা করিল।

আবদুর রহমান ইব্ন যুবায়ের ইব্ন নুমায়ের (র.)ও অনুরূপ বর্ণনা করেন। ইব্ন জারীর (র.) বলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আলা (র.) বর্ণনা করেন যে, মুতামার তাহার পিতাকে আলোচ্য আয়াতের উদ্দিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করায় তিনি বলেন ঃ সাইয়ার (র.) বলিয়াছেন, লোকটির নাম বালআম। তিনি মুস্তাজাবুদ দাওয়াত ছিলেন। মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলগণকে নিয়া যখন তাহার দেশ সিরিয়া জয় করার জন্য অগ্রসর হইলেন, তখন দেশবাসী ভীষণ ভয় পাইয়া বালআমের কাছে আসিল। তাহারা বলিল— আক্রমণকারী লোকটিও তাহার দলবলের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করুন। তখন তিনি বলিলেন— আমার প্রতিপালকের নির্দেশ ছাড়া আমি উহা করতে পারি না। অতঃপর তিনি তাহার প্রতিপালকের নিকট দু'আর অনুমতি চাহিলে তাহাকে নির্দেশ দেওয়া হইল তাহাদের বিরুদ্ধে দু'আ না করার জন্য। কারণ, তাহারা আল্লাহ্র অনুগত বান্দা ও তাহাদের ভিতর নবী রহিয়াছেন। তখন তিনি তাহার সম্প্রদায়কে বলিলেন— আমি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনার অনুমতি চাহিলে তিনি আমাকে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রার্থনা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তখন তাহারা তাহাকে প্রচুর হাদিয়া তোহফা দিল। তিনি উহা গ্রহণ করিলেন। অতঃপর তাহারা আবার তাহার নিকট ফিরিয়া আসিল। আবার তাহাকে অনুরোধ করিল, আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে প্রার্থনা করুন। তিনি বলিলেন, আল্লাহ্র অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত উহা করিতে পারিব না। অতঃপর তিনি আল্লাহ্র কাছে অনুমতি লাভের প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু তাহাকে কিছুই বলা হইল না। তখন তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, আমি অনুমতি চাহিলাম, কিন্তু আমাকে হ্যাঁ-না কিছুই বলা হইল না। তখন তাহারা যুক্তি পেশ করিল, যদি আপনার প্রভু উহা অপসন্দ করিতেন তাহা হইলে সেভাবেই নিষেধ করিতেন, যেভাবে প্রথমবারে আপনাকে নিষেধ করা হইয়াছে।

বর্ণনাকারী বলেন ঃ অতঃপর তিনি বনী ইসরঈলগণের বিরুদ্ধে প্রার্থনা করিতে হাত তুলিলেন। যখন তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে প্রার্থনা করিলেন, তাহার জিহ্বা উহা তাহারই কওমের বিরুদ্ধে উচ্চারণ করিল। যখন তিনি নিজ সম্প্রদায়ের বিজয়ের জন্য প্রার্থনা করিলেন, উহা মূসা (আ.) ও তাহার বাহিনীর বিজয়ের জন্য উচ্চারিত হইল। কিংবা আল্লাহ্ পাক যাহা চাহিয়াছেন সেইভাবে হইল।

তখন তাহার সম্প্রদায় বলিল— আপনি তো আমাদের বিরুদ্ধে দু'আ করিতেছেন! তিনি বলিলেন, আমার জিহ্বা তো তাহা ছাড়া অন্য কিছু উচ্চারণ করিতেছে না। যদি আমি আবারও তাহাদের বিরুদ্ধে দু'আ করি তাহা হইলেও উহা কবূল হইবে না। আমি বরং তোমাদিগকে একটি মোক্ষম পথ বাতলাইতেছি। সেই পথে হয়ত তোমরা তাহাদিগকে ধ্বংস করিতে পারিবে। আল্লাহ্ পাক যিনায় অত্যন্ত নারাজ হন। যদি তাহারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাহা হইলে তাহারা ধ্বংস হইবে। কারণ, আল্লাহ্ পাকই তাহাদিগকে ধ্বংস করিবেন। তোমরা তোমাদের যুবতিগণকে তাহাদের মধ্যে ঘোরাফেরা কবার জন্য বাহির কর। তাহারা প্রবাসী। হয়ত তাহারা ব্যাভিচারে লিপ্ত

হইবে। ফলে তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। বর্ণনাকারী বলেন ঃ তখন তাহারা তাহাই করিল। বনী ইসরাঈলগণের সামনে তাহাদের নারীগণকে ছাড়িয়া দিল। তাহাদের বাদশাহর একটি কন্যা ছিল। আল্লাহই তাহার সৌন্দর্য ও জাঁকজমক সম্পর্কে ভাল জানেন। তাহার পিতা তাহাকে বলিল– মূসা ছাড়া তুমি কাহারও নিকট অবস্থান করিবে না।

বর্ণনাকারী বলেন ঃ অতঃপর বনী ইসরাঈলগণ ব্যভিচারে লিপ্ত হইল। ইত্যবসরে বনী ইসরাঈলের গোত্রসমূহের এক গোত্রপতি বাদশাহজাদীর নিকট আসিয়া তাহার অভিলাষ চরিতার্থের প্রস্তাব দিল। সে বলিল– আমি মূসা ছাড়া কাহারও শয্যা-সংগিনী হইব না। তখন তাহাকে তাহার পিতার কাছে এই ব্যাপারে অনুমতি আনার জন্য পাঠানো হইল। তাহার পিতা উচ্চ গোত্রপতির শয্যা-সংগিনী হবার অনুমতি দিল। তাহারা যখন ব্যভিচারে লিপ্ত হইল, তখন হারুন (আ.)-এর জনৈক বংশধর বর্শা নিয়া তাহাদের সম্মুখে হাযির হইল এবং উভয়কে বর্শ বিদ্ধ করিল। আল্লাহ্ তা'আলা গায়বী মদদে তাহাকে এমন শক্তিশালী করিলেন যে, সে উভয়কে বর্শাবিদ্ধ করিয়া উর্ধ্বে তুলিয়া ধরিল। সকল লোক তাহা দেখিতে পাইল।

বর্ণনাকারী বলেন ঃ তখন আল্লাহ্ তাহাদিগকে প্লেগ মহামারীর শিকার করিলেন। ফলে তাহাদের সত্তর হাজার লোক মারা গেল।

আবুল মু'তামার (র.) বর্ণনা করেন যে, আমাকে সাইয়ার (র.) বলেন ঃ বালআম তখন একটি গর্দভীতে আরোহণ করিল। উদ্দিষ্ট স্থানে যাওয়ার পথে গর্দভীকে যাইতে মারিতে থাকিলেন। তখন সে দাঁড়াইয়া গেল এবং বলিল– কেন আমাকে মারিলে ? তোমার সামনে কে তাহা দেখিয়াছ ? তখন হঠাৎ তাহার সামনে শয়তান দণ্ডায়মান হইল। বালআম তৎক্ষণাৎ গর্দভী হইতে নামিয়া শয়তানকে সিজদা করিল। তাই আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا الَّذِىْ .... لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ -

বর্ণনাকারী বলেন ঃ সাইয়ার (র.) আমাকে এই বর্ণনা শুনাইয়াছেন। আমি জানিনা, ইহাতে অন্য কোন হাদীছের অংশ সংযুক্ত হইয়াছে কিনা ?

আমার বক্তব্য ঃ আলোচ্য আয়াতের উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নাম বালআম। তাহাকে বালআম ইব্ন বাউরা ও বালআম ইব্ন আবরও বলা হয়। তাহাকে ইব্ন বাউরা ইব্ন শাহতুম ইব্ন কোশতুম ইব্ন মাব ইব্ন লূত ইব্ন হারান ইব্ন আযরও বলা হয়। বলকা শহরের এক পল্লীতে সে বাস করিত। ইব্ন আসাকির বলেন ঃ বালআম ইসমে আজম জানিত। অতঃপর সে দীন হইতে সরিয়া গেল। কুরআনে তাহা বলা হইয়াছে। অতঃপর ওয়াহাব প্রমুখ হইতে উপরোক্ত কাহিনী বর্ণনা করেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

সালিম আবূ নযর (র.) হইতে মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার (র.) বর্ণনা করেন ঃ মূসা (আ.) যখন বনূ কিনআনের দেশ সিরিয়ায় উপস্থিত হইলেন, তখন বালআমের সম্প্রদায় তাহার নিকট আসিল। অতঃপর তাহারা বলিল ঃ আগন্তুক ব্যক্তি হইলেন বনী ইসরাঈলের মূসা ইব্ন ইমরান। সে আমাদিগকে আমাদের দেশ হইতে বহিষ্কার করার জন্য আসিয়াছে। আর আমাদিগকে তাহারা হত্যা করিবে। অতঃপর এই দেশে বনী ইসরাঈলগণ বসতি স্থাপন করিবে। আমরা আপনার সম্প্রদায়। আমাদের কোন উপায় নাই। আপনার প্রার্থনা কবূল হয়। আপনি বাহির হইয়া তাহাদের জন্য বদদু'আ করুন। সে বলিল– তোমাদের দুর্ভাগ্য বটে। তাহাদের সহিত নবী, ফেরেশতা ও মু'মিনগণ রহিয়াছেন। আমি কি করিয়া তাহাদের জন্য বদদু'আ করিতে পারি ? আমি আল্লাহ্র তরফ হইতে যাহা জানিতে পাই তাহা তোমরা জান না। তাহারা বলিল– তাহা হইলে তো আমাদের কোনই উপায় নেই। অতঃপর তাহারা সর্বক্ষণ তাহাকে ঘিরিয়া রহিল ও কান্নাকাটি করিতে লাগিল। এভাবে তাহারা তাহাকে কঠিন সমস্যায় ফেলিল। এমন কি সে বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়া গর্দভীতে আরোহণ করিল এবং বনী ইসরাঈলগণের সেনাদলের পর্বতের অপর পার্শ্বে অবস্থিত ঘাঁটির দিকে অগ্রসর হইল। উক্ত পর্বতের নাম হুসবান পর্বত। যখন সে পর্বতের পথে কিছুটা অগ্রসর হইল, উহা তাহার পথে অন্তরায় হইল। তখন সে গর্দভী হইতে নামিয়া উহাকে আঘাত করিলে উহা চলিয়া পড়িল। গর্দভী দাঁড়াইলে তখন সে পুনরায় গর্দভীতে চড়িয়া অগ্রসর হইল। কিন্তু কিছুটা অগ্রসর হইতেই পর্বত আবার তাহার পথে অন্তরায় হইল। আবার সে উহাকে আঘাত করিল। পুনরায় উহা চলিয়া পড়িল। তখন গর্দভীকে কথা বলিতে শক্তি দেওয়া হইল এবং উহা বলিয়া উঠিল– হে বালআম! তোমার দুর্ভাগ্য! তুমি কোথায় যাইতেছ? তুমি কি আমার সম্মুখে ফেরেশতা দেখিতেছ না ? তাহারা আমাকে দিয়া তোমাকে বাধা দেওয়াইতেছে। তুমি নবী ও মু'মিনগণের বিরুদ্ধে বদ দু'আ করিতে যাইতেছ। তুমি কেন উহা হইতে বিরত হইতেছ না ? তখন সে আবার গর্দভী আঘাত করিল।

তখন আল্লাহ্ পাক তাহার রাস্তা মুক্ত করিয়া দিলেন এবং তাহাকে প্রার্থনা করিতে যাওয়ার সুযোগ দিলেন। অতঃপর সে গিয়া হুসবান পর্বতের চূড়ায় উঠিয়া মূসা (আ.)-এর সেনাদল ও বনী ইসরাঈলগণের মুখামুখী হইল এবং তাহাদের বিরুদ্ধে বদ দু'আ শুরু করিল। কিন্তু সে যে বদ দু'আই করিল, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার মুখে উহা নিজ সম্প্রদায়ের জন্যে উচ্চারণ করাইলেন। সে কল্যাণের জন্য যে দু'আ করে তাহা বনী ইসরাঈলের জন্যে উচ্চারিত হয় এবং অকল্যাণের জন্য যে দু'আ করে তাহার নিজ সম্প্রদায়ের জন্য উচ্চারিত হয়। তখন তাহার সম্প্রদায় তাহাকে প্রশ্ন করিল– তুমি কি

তুমি তো তাহাদের জন্য কল্যাণের ও আমাদের জন্য অকল্যাণের দু'আ করিতেছ। তদুত্তরে সে বলিল– যাহা হইতেছে তাহার উপর আমার কোন হাত নাই। আল্লাহ্‌ই আমাকে দিয়া ইহা করাইতেছেন।

বর্ণনাকারী বলেন ঃ এই কথা বলার সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছাই তাহার জিহ্বা মুখ হইতে বাহির করিয়া বক্ষের উপর পতিত হইল। তখন সে নিজ সম্প্রদায়কে বলিল– আমার দুনিয়া ও আখিরাত সবই গিয়াছে। এখন চক্রান্ত আর হিলাসাজী ছাড়া কিছুই করার নাই। আমি এক্ষুণি তোমাদের জন্য একটি চক্রান্তের পথ বাতলাইতেছি। তোমাদের নারীগণকে সুসজ্জিত কর এবং তাহাদের প্রত্যেকের কাছে ব্যবসা-বিষয়ক পণ্য দিয়া বনী ইসরাঈলের সৈন্যগণের কাছে ফেরি করিয়া ফেরার জন্য পাঠাও। তখন যদি কোন সৈন্য তাহাদের কাহাকেও ব্যবহার করিতে চায় সে যেন উহাতে আপত্তি না করে। কারণ, তাহাদের একজনও যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাহা হইলে উহাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হইবে। অতঃপর তাহারা তাহাই করিল। যখন সুসজ্জিত নারীরা সৈন্যদের নিকট গেল, তখন এক কিনআনী গোত্রপতির কন্যা কিসবতীকে শামউন ইব্‌ন ইয়াকূব ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (আ.)-এর গোত্রের অধিপতি যুমরী ইব্‌ন শুলুম দেখিতে পাইয়া চমৎকৃত হইল এবং হাত ধরিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া আনিল এবং তাহাকে লইয়া মূসা (আ.)-এর সামনে হাযির হইল। এবং বলিল– আমি মনে করি যে, আপনি এক্ষুণি বলিবে, ইহা তোমার জন্য হারাম, ইহার কাছে আসিবে না। মূসা (আ.) বলিলেন, ইহা তোমার জন্য হারাম। সে বলিল– আল্লাহ্‌র কসম! আমি আপনাকে এই ব্যাপারে অনুসরণ করিব না। এই বলিয়া সে নারীটিকে নিয়া নিজ তাঁবুতে প্রবেশ করিল এবং তাহার সহিত ব্যভিচার করিল। আল্লাহ্ তা'আলা তখন বনী ইসরাঈলগণের জন্য প্লেগ মহামারী নাযিল করিলেন। মূসা (আ.)-এর কার্যাদি তখন আঞ্জাম দিতেন ফিনহাস ইব্‌ন আইযার ইব্‌ন হারূন। যুমরী ইব্‌ন শুলুম যখন এই অপকর্ম করিতেছিল তখন তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। ততক্ষণে প্লেগ দেখা দিল। ফিনহাস এই খবর পাইয়া তাহার লৌহ নির্মিত অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া যুমরীর কুঠুরীতে প্রবেশ করিলেন এবং উভয়কেই শয্যারত অবস্থায় হত্যা করিলেন। অতঃপর তাহাদের উভয়কে উর্ধ্বে তুলিয়া তিনি বাহিরে আসিলেন। তাহার অস্ত্রগুলি বাহুতে ধারণ করিয়া কনুইয়ে ঝুলাইয়া নিলেন। অতঃপর আইযার তনয় বলিলেন– আয় আল্লাহ্! যেই ব্যক্তি আপনার অবাধ্যতা করিবে তাহাকে এইরূপই করিব। যুমরীর ব্যভিচার কার্য হইতে শুরু করিয়া ফিনহাসের হাতে তাহার নিহত হওয়া পর্যন্ত সময়ের ভিতর প্লেগে বনী ইসরাঈলের সর্বোচ্চ হিসাব মতে সত্তর হাজার ও সর্বনিম্ন হিসাবমতে বিশ হাজার লোক মারা যায়। অর্থাৎ দিনের এক প্রহরের মধ্যে এই সকল লোক মারা যায়। সেই হইতে বনী ইসরাঈলগণ ফিনহাস ইব্‌ন আইযারকে বিভিন্নভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিত। বালআম ইব্‌ন বাউরা প্রসংগেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي .... لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

অতঃপর আল্লাহ্ বলেন ঃ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে আলিমগণের ভিতর মতভেদ দেখা দিয়াছে। আবুল নযর হইতে সালিমের সূত্রে ইব্‌ন ইসহাক (র.) বলেন ঃ বালআমের জিহবা বাহির করিয়া সে বক্ষদেশে ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছিল উহারই উদাহরণ হইল জিহ্বা বাহির করিয়া চলা কুকুর। কারণ, সেই কুকুর হাঁকাও বা নাহাঁকও সর্বাবস্থায় উহার জিহ্বা বাহির করিয়া হাঁপাইতে থাকিবে। কেহ বলেন ঃ উহা বালআমের বিভ্রান্তি ও উহাতে লাগিয়া থাকার উদাহরণ হইল সেই কুকুর। তাই তাহাকে ঈমানের দিকে ডাকা আর না ডাকা উভয়ই সমান। কারণ, কোন অবস্থায় সেই কামনা ও আহ্বান তাহার উপকারে আসিবে না। যেমন আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন ঃ

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

অর্থাৎ তাহাদিগকে ভয় দেখাও আর না দেখাও, তাহারা ঈমান আনিবে না (২ ঃ ৬)। তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ

অর্থাৎ তুমি তাহাদের মাগফিরাত চাও আর না চাও (সমান কথা)। তুমি যদি তাহাদের জন্য সত্তর বারও মাগফিরাত চাও আল্লাহ্ কখনও তাহা কবূল করিবেন না (৯ ঃ ৮০)।

একদল বলেন ঃ কাফির, মুনাফিক ও বিভ্রান্তদের অন্তর দুর্বল ও দিশাহারা থাকে। ফলে উহা সর্বদা ধুক ধুক করিতে থাকে। তাই সদা জিহ্বা বাহির করা কুকুরের হাঁপানোর সহিত উহাকে তুলনা করা হইয়াছে। হাসান বসরী (র.) প্রমুখ হইতে এই অভিমত বর্ণিত হইয়াছে।

فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নবী মুহাম্মদ (সা.)-কে বলিতেছেন, এই কাহিনী তুমি বনী ইসরাঈলের আলিমগণকে স্মরণ করাইয়া দাও। তাহাদের নিকট বালআমের বিভ্রান্তির ফলে তাহার যে করুন পরিণতি হইয়াছিল সেই কাহিনী শুনাও। আল্লাহ্ এক নিয়ামত লাভকারী নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা আল্লাহ্‌র নিয়ামত ইসমে আজম ও মকবুল দু'আ তাঁহার নাফরমানদের পক্ষে ফরমাবরদার নবী মূসা ও মু'মিনদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করিতে গিয়া কিভাবে আল্লাহ্‌র রহমত হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হইল তাহা তাহাদের সামনে তুলিয়া ধর। রাসূল (সা.) ইহা স্মরণ করিয়াছিল বনী ইসরাঈলের আলিমগণ চিন্তা-ভাবনা করিবে। তাহারা হয়ত

বুঝিতে পারবে যেই যমানায় যে নবী আসেন তাহাকে মানিয়া চলা এবং তাহার পক্ষে কাজ করাই অতীতের বুযুর্গদের কাজ। لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ অর্থাৎ তাহা হইলে তাহারা ভয় পাইবে যে, তাহারাও অনুরূপ পরিণতির শিকার হইবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ওয়াহীর জ্ঞানে ধন্য করিয়াছেন এবং উহার বদৌলতে তাহারা আরবের অন্যান্য গোত্র হইতে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত ছিল। তাহাদের সামনে মুহাম্মদ (সা.)-এর পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্যগুলি এরূপ উজ্জ্বল হইয়া বিদ্যমান যেরূপ তাহাদের নিজ সন্তানেদের পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। সুতরাং মানবগোষ্ঠীর ভিতর তাহাদের সর্বাগ্রে ও সর্বোত্তমভাবে তাহাকে অনুসরণের ও সাহায্য করার জন্য আগাইয়া আসা উচিত। কারণ, তাহাদের নবীগণ সেই খবর ও নির্দেশই তাহাদিগকে দিয়া গেছেন। সুতরাং তাহাদের ভিতর যাহারা তাহাদের কিতাবের নির্দেশ অমান্য করিয়াছে ও উহা অন্যের কাছে গোপন করিয়াছে তাহারাও পরকালে লাঞ্ছনার শিকার হইয়াছে ও হইবে। سَاءَ مَثَلَانِ الْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا অর্থাৎ আল্লাহ্ বলেন, তাহাদের উদাহরণ কতই নিকৃষ্ট যাহারা আল্লাহ্র নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে। তাহাদের উদাহরণ হইল সেই কুকুর যাহার জিহ্বা সর্বদা লালায়িত থাকে খাওয়ার জন্য আর প্রবৃত্তি লালায়িত থাকে শৌচাগারের জন্য। তাহারা ওয়াহী ইলমের প্রভাব ও হিদায়েতের পথ বিস্মৃত হইয়া শুধু প্রকৃতির তাড়নায় উহারই নির্দেশ অনুসরণ করিয়া চলে। সুতরাং তাহাদের উপমা শুধু কুকুরই হইতে পারে আর ইহা কতই নিকৃষ্ট উপমা।

সহীহ্ হাদীছে তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন ঃ ইহা হইতে নিকৃষ্ট উপমা আমাদের জন্য আর কিছুই নাই যে, উপঢৌকনের দ্রব্য ফিরাইয়া আনার উপমা হইল যেন কুকুরের খাদ্য যখন। সে বমি করিয়া নিক্ষেপ করে পুনরায় তাহা ভক্ষণ করে।

اَنْفُسَهُمْ كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তাহাদের উপর কোনই জুলুম করেন নাই, কিন্তু তাহারাই নিজেদের উপর জুলুম করিয়াছে। আর তাহা হইল তাহাদের হিদায়েত অনুসরণ, প্রভুর আনুগত্য হইতে ফিরিয়া থাকা, নশ্বর এই পরীক্ষাগারের উপর নির্ভরতা ও প্রকৃতির চাহিদা মুতাবিক আয়েশ ও লজ্জার চরম আকর্ষণ ও আসক্তি।

(١٧٨) مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيْ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

১৭৮. আল্লাহ্ যাহাকে পথ দেখান সেই পথ পায় এবং যাহাদিগকে তিনি বিপথগামী করেন তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ আল্লাহ্ যাহাকে পথ প্রদর্শন করেন তাহাকে কেহই পথভ্রষ্ট করিতে পারিবে না। তেমনি আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন সে চরম হতাশা ও ক্ষতিগ্রস্ত হইল এবং সে নিশ্চিতভাবেই পথ হারাইল। আল্লাহ্ পাক তা'আলা

যাহা চাহেন তাহাই হয় এবং যাহা চাহেন না তাহা হয় না। তাই ইব্ন মাসউদ (রা.) বর্ণিত হাদীছে বলা হইয়াছে ঃ

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا - من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادى له واشهد ان لا اله الله وحده لاشريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رواه لامام احمد واهل السنن وغيرهم -

অর্থাৎ নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্র জন্য। আমরা তাঁহার প্রশংসা করিতেছি, তাঁহার সাহায্য চাহিতেছি, তাঁহার কাছে হিদায়েত কামনা করিতেছি, তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি আর আমরা আমাদের প্রবৃত্তির কুমন্ত্রণা হইতে আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাহিতেছি, পানাহ চাহিতেছি আমাদের বদ আমলসমূহ হইতে। আল্লাহ্ যাহাকে পথ প্রদর্শন করেন তাহার কোন পথ ভ্রষ্টকারী নাই এবং আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন। অতঃপর তাহার কোন পথ প্রদর্শনকারী নাই। আর আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নাই এবং তিনি এক ও লা-শারীক। আর আমি সাক্ষ্য দিতেছি, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্র বান্দা ও প্রেরিত রাসূল। সম্পূর্ণ হাদীছটি ইমাম আহমদ ও অন্যান্য সুনান সংকলকগণ বর্ণনা করেন।

(١٧٩) وَلَقَدْ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۖ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ۚ وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا ۚ وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ؕ اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ○

১৭৯. নিঃসন্দেহে আমি বহু জিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি। তাহাদের হৃদয় আছে, কিন্তু তদ্দ্বারা তাহারা উপলব্ধি করে না; তাহাদের চক্ষু আছে, তদ্দ্বারা তাহারা অবলোকন করে না, তাহাদের কর্ণ আছে, তদ্দ্বারা তাহারা শ্রবণ করে না। ইহারা পশুর ন্যায়, বরং উহা অপেক্ষাও অধিক বিভ্রান্ত। তাহারাই গাফিল।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَلَقَدْ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَ অর্থাৎ আমি তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং জাহান্নামের উপযোগী বানাইয়াছি। كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ অর্থাৎ বহু জিন ও মানুষকে জাহান্নামের উপযোগী করিয়াছি এই জন্যে যে, তাহারা জাহান্নামের উপযোগী কাজ করে।

আল্লাহ্ তা'আলা যখন মাখলুক সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নেন, তখনই তিনি জানিতে পান তাহারা সৃষ্ট হইয়া কি কাজ করিবে। তাই তিনি উহা তাঁহার কিতাবে লিপিবদ্ধ করেন। ইহা করেন তিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে। সহীহ্ মুসলিমে

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা.) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা.) বলেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি জগতের কর্মলিপি লিপিবদ্ধ করেন আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে, তখন তাঁহার আরশ ছিল পানির উপর।

উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) হইতে তাঁহার ভাগ্নেয়ী আয়িশা বিন্ত তালহার সূত্রে ইমাম মুসলিম (র.) বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সা.)-কে এক আনসারের শিশুপুত্রের জানাযার জন্য বলা হইল। তখন আমি বলিলাম– হে আল্লাহ্র রাসূল! সুসংবাদ সেই জান্নাতের ক্ষুদ্র পাখীগুলির অন্যতম পাখীটিকে! না সে কোন অপরাধ করিয়াছে, না সে উহা বুঝিয়াছে। তখন রাসূল (সা.) বলিলেন হে আয়িশা! ইহার ব্যতিক্রমও তো হইতে পারে! নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাত সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহার বাসিন্দাও সৃষ্টি করিয়াছেন এখন তাহারা তাহাদের পূর্বপুরুষগণের পৃষ্ঠদেশে বিদ্যমান। তেমনি তিনি জাহান্নাম সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহার বাসিন্দা সৃষ্টি করিয়াছেন এখনও তাহারা তাহাদের পূর্বপুরুষগণের পৃষ্ঠদেশে বিদ্যমান। ইব্ন মাসউদ (রা.) হইতে সহীহ্দ্বয়ে বর্ণিত আছে ঃ অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহার নিকট ফেরেশতা পাঠাইলেন। তাহাকে চারিটি বিষয়ে লিপিবদ্ধ করার জন্য নির্দেশ দিলেন। তাহার রিযিক, আয়ু, পাপ আমল ও পুণ্য আমল।

আগেই বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্ পাক যখন আদমের পৃষ্ঠাদেশ হইতে তাহাদিগকে বাহির করেন, তখন তাহাদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন। দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী। অতঃপর বলেন ঃ এই দল নিঃসন্দেহের জান্নাতী ও এই দল অবশ্যই জাহান্নামী।

এই প্রসংগে বহু হাদীছ রহিয়াছে। তকদীরের মাসআলাটি বড়ই জটিল। উহা সবিস্তরে আলোচনার স্থান ইহা নহে।

لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّايَفْقَهُوْنَ بِهَا ـ ـ ـ ـ وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّايَسْمَعُوْنَ بِهَا

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের হিদায়েত প্রাপ্তির জন্য যে অন্তর, চক্ষু ও কর্ণ দিয়াছেন উহা দ্বারা তাহারা কোনই উপকার লাভ করিতেছে না। যেমন, অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَّ اَبْصَارًا وَّاَفْئِدَةً فَمَا اَغْنٰى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا اَبْصَارُهُمْ وَلَا اَفْئِدَتُهُمْ مِّنْ شَيْءٍ اِذَا كَانُوْا يَجْحَدُوْنَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ -

অর্থাৎ আমি তাহাদের জন্য কর্ণ, চক্ষু ও অন্তরসমূহ সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপর তাহাদের সেই কর্ণ, চক্ষু ও অন্তরসমূহ তাহাদের কোনই কাজে আসল না। ফলত তাহারা আল্লাহ্র নিদর্শন লইয়া ঝগড়া করিতে লাগিল (৪৬ ঃ ২৬)।

তেমনি আল্লাহ্র পাক অন্যত্র বলেন ঃ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ

অর্থাৎ তাহারা বধির, বোবা ও অন্ধ সাজিয়াছে। ফলে তাহারা পক্ষে ফিরিবে না।

এই বক্তব্যটি ছিল মুনাফিকদের জন্য। কাফিরদের বেলায় বলা হইয়াছে ঃ

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَايَرْجِعُوْنَ অর্থাৎ তাহারা বধির, বোবা ও অন্ধ। তাহারা বুঝিতেই ব্যর্থ হইয়াছে। কেননা তাহারা হিদায়েতের কথাই শুধু বুঝে না, অন্যসব কিছুই বুঝে। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَّاَسْمَعَهُمْ وَلَوْ اَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ -

অর্থাৎ যদি আল্লাহ্ তাহাদের ভিতর কল্যাণ দেখিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই তাহারা শ্রবণ করিত আর যদি তাহারা শ্রবণ করিত তবুও তাহারা ফিরিয়া যাইত বিমুখিতা করিয়া (৮ ঃ ২৩)।

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন ঃ

فَاِنَّهَا لَاتَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِيْ فِي الصُّدُوْرِ -

অর্থাৎ তাহাদের চোখ অন্ধ নহে, অন্ধ তাহাদের বক্ষে অবস্থিত অন্তরগুলি (২২ ঃ ৪৬)। তিনি আরও বলেন ঃ

وَ مَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ ، وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ -

অর্থাৎ যে আল্লাহ্র স্মরণ হইতে বিস্মৃত হয় আমি তাহার জন্য একটি শয়তান নিয়োজিত করি এবং সেই তাহার সংগী হয়। শয়তানেরাই মানুষকে সৎপথ হইতে বিরত রাখে, অথচ মানুষ মনে করে তাহারা সৎপথে পরিচালিত হইতেছে। (৪৩ ঃ ৩৬-৩৭)।

اُولٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ অর্থাৎ যাহারা সত্য পথ দেখে না তাহারা সেই সকল পশুর মত যাহাদের চক্ষু কর্ণগুলি শুধু ভোগ্য দ্রব্যের দিকে নিবদ্ধ বলিয়া কাহাকে দেখিতে পায় না এবং কাহারও ডাক শুনিয়া কিছু বুঝিতেও পায় না। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِيْ يَنْعِقُ بِمَا لَايَسْمَعُ اِلَّا دُعَاءً وَّنِدَاءً

অর্থাৎ কাফিরদের উপমা হইল সেই পশু রাখাল ডাকিলে যে পশু শুধু আওয়াজই শুনিতে পায়, কিছুই বুঝিতে পায় না (২ ঃ ১৭১)। তাই আল্লাহ্ এখানে বলেন ঃ

بَلْ هُمْ اَضَلُّ অর্থাৎ তাহারা চতুষ্পদ জীব হইতেও অধম। কারণ, পশুগুলি রাখালের ভাষা না বুঝিলেও ডাকাডাকি শুনিয়া তাহার দিকে আকৃষ্ট হয়। অথচ কাফিররা তাহাও হয় না। তাহা ছাড়া পশুগুলিকে যে জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং যে প্রবৃত্তিতে তাহাদিগকে সৃষ্টি করা হইয়াছে, উহারা তাহাই করে। পক্ষান্তরে

কাফিরগণকে আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং উহার অনুকূল প্রকৃতিতেই সৃষ্টি করা হইয়াছে। অথচ তাহারা উহার বিপরীত কাজ করে। তাহারা এক আল্লাহ্কে অস্বীকার করে এবং তাহার সহিত শরীক করে। এই কারণেই যে ব্যক্তি আল্লাহ্র অনুগত হয় তাহার মর্যাদা ফেরেশতা হইতেও উপরে হয়। তেমনি যে ব্যক্তি তাঁহার নাফরমান হয়, তাহার স্তর জানোয়ার হইতেও নিম্নে হয়। তাই আল্লাহ্ বলেন ঃ তাহারা পশুর মত, বরং উহা হইতেও অধম; তাহারাই যথার্থ উদাসীন।

(١٨٠) وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اَسْمَآئِهٖ ۗ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

১৮০. আল্লাহ্র উত্তম নামসমূহ রহিয়াছে; তোমরা তাঁহাকে সেই সব নামেই ডাকিবে ; যাহারা তাঁহার নাম বিকৃত করে তাহাদিগকে বর্জন করিবে; তাহাদের কৃতকর্মের ফল তাহাদিগকে দেওয়া হইবে।

তাফসীর ঃ আবূ হুরায়রা (রা.) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ পাকের এক কম একশত অর্থাৎ নিরানব্বইটি নাম রহিয়াছে। যে ব্যক্তি উহা গুনিয়া স্মরণ রাখিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। তিনি বেজোড় এবং ভালও বাসেন বেজোড়।

সহীহ্দ্বয়ে উক্ত হাদীছ আরাজ (র.) হইতে আবূ যিনাদ সূত্রে সুফিয়ান ইব্ন উআয়নার সনদে বর্ণিত হইয়াছে। আবূ যিনাদ (র.) হইতে– – – –ইমাম বুখারী (র.) ও উহা বর্ণিত করেন। শুআয়েব হইতে– – – –ইমাম তিরমিযী (র.) ও তাহার জামে সংকলনে উহা উদ্ধৃত করেন। অবশ্য তাহার বর্ণনায় সংযোজিত হইয়াছেঃ তিনি বেজোড় ভালবাসেন তিনি এক আল্লাহ্ তিনি ভিন্ন অন্য কোন ইলাহ নাই। তিনি রহমান, রহীম, মালিক কুদ্দুস, সালাম, মু'মিন, মুহায়মিন, আযীয, জব্বার, মুতাকাব্বির, মালিক, বারী, মুসাব্বির, গাফ্ফার, কাহ্হার, ওয়াহব, রায্যাক, ফাতাহ্, আলীম, কাবিয, বাসিত, খাফিয, রাফি, মুঈয, মুযিল, সামী, বাসীর, হাকাম, আদল, লতীফ, খবীর, হালীম, আজীম, গাফূর, শাকূর, আলী, কবীর, হাফীয, মুকীত, হাসীব, জলীল, করীম, রকীব, মুজীব, ওয়াসি, হাকীম, ওয়াদূদ, মাজীদ, বাইছ, শাহীদ, হক, ওয়াকীল, কবী, মতীন, ওলী, হামীদ, মাহসী, মবদিউ, মুঈদ, মুহয়ী, মুমীত, হাই, কাইয়ূম, ওয়াজিদ। মাজিদ ওয়াহিদ, আহমদ, ফরদ, সামাদ, কাদির, মুকতাদির, মুকাদ্দিম, মুআখখির আউয়াল, আখির, জাহির, বাতিন, ওয়ালী, মুতাআলী, বার, তাউয়াব, মুন্তাকিম, আফুউ রউফ, মালিকুল মূলক, যুল জালাল ওয়াল ইকরাম, মুকসিত, জমি, গনী, মুগনী, মানি, যাব, নাফি, নূরহাদী, বদী, বাকী, ওয়ারিছ রশীদ, সবূর।

এই হাদীছ বর্ণনাপূর্বক ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ হাদীছটি গরীব। আবূ হুরায়রা (রা.) ভিন্ন অন্য সূত্রে ও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। এই হাদীছ ভিন্ন অন্য কোন হাদীছে এত

বেশী আসমাউল হুসনা বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। সাফওয়ানের সূত্রে ইব্ন হিব্বান (র.) তাহার সহীহ্ সংকলনে ইহা উদ্ধৃত করেন। আবূ হুরায়রা (রা.) হইতে আরজ (র.) সূত্রে মূসা ইব্ন উকবা (র.)-এর সনদে ইব্ন মাজা (র.) মারফূ হাদীছ হিসাবে উহা তাহার সুনানে উদ্ধৃত করেন। তাহার বর্ণনায় কম বেশী উক্ত আসমাউল হুসনা পূর্বানুরূপ সবিস্তারে রহিয়াছে। হাদীছের হাফিজদের একদল বলেন, আসমাউল হুসনার নামগুলি পরে হাদীছে সংবেদন করা হইয়াছে। যুহায়েব ইব্ন মুহাম্মদ (র.) হইতে আবদুল মালিক ইব্ন মুহাম্মদ সানাআনী ও ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম বর্ণনা করেন ঃ তিনি একাধিক আলিম হইতে জানিতে পাইয়াছেন যে, তাহারা ইহা কুরআন হইতে একত্রিত করিয়া হাদীছে সংযোজন করিয়াছেন। জা'ফর ইব্ন মুহাম্মদ, সুফিয়ান ইব্ন উআইনা ও আবূ যায়েদ লগভী (র.) ও ইহা বর্ণনা করেন। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

ইমাম আহমদ (র.)-এর বর্ণিত হাদীছে জানা যায় যে, আল্লাহ্ পাকের আসমাউল হুসনা নিরানব্বইতে সীমাবদ্ধ নহে। যেমন ঃ

আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) হইতে ইমাম আহমদ (র.) তাহার মুসনাদে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা.) বলেন ঃ কোন লোকের যখন কোন দুঃখ ও দুর্ভাবনা দেখা দেয় তখন যেন সে পাঠ করে–

اللهم انى عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيقى بيدك ماض فى حكمك
عدل فى قضائك اسئلك بكل اسم هولك سميت به نفسك او انزلته فى
كتابك او علمته احد امن خلقك او استأثرت به فى علم الغيب عندك ان
تجعل القرآن العظيم ربيع قلبى ونور صدرى وجلاء حزفى تها و ذهاب همى
الا اذهب الله حزنه وهمه وابدل مكانه فرحا –

তখন প্রশ্ন করা হইল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কি উহা শিক্ষা দিবেন না? তিনি জবাব দিলেন– যে ব্যক্তি উহা শুনিতে পাইয়াছে তাহার উচিত অপরকে শিক্ষা দেওয়া।

ইমাম আবূ হাতিম ইব্ন হিব্বান আল-বুস্তী (র.) তাহার সহীহ্ সংকলনেও অনুরূপ বর্ণনা করেন। মালিকী ইমামদের অন্যতম ইমাম আবূ বকর ইবনুল আরাবী তাহার আল-আহওয়াজী ফী শারহিত তিরমিযী' কিতাবে উল্লেখ করেন যে, তাহাদের কিছু ইমাম কুরআন ও হাদীছ হইতে আল্লাহ্ তা'আলার এক হাজার নাম সংগ্রহ করিয়াছেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে আওফী (র.) উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ মুলহিদরা 'লাত' কে আল্লাহ্র নামসমূহের অন্তর্ভুক্ত করিয়া এই বিকৃতি ঘটাইয়াছে।

وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِىْ اَسْمَائِهِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে মুজাহিদ (র.) হইতে বলেন ঃ মুশরিক ও কাফিররা আল্লাহ্ হইতে 'লাত' ও ' আল-আযীম' হইতে 'আল-উয্যা নামের উদ্ভব ঘটাইয়াছে।

কাতাদা (র.) বলেন ঃ يُلْحِدُوْنَ অর্থাৎ মুশরিকরা আল্লাহ্র নামেও শির্ক করিয়াছে।

ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে আলী ইব্ন তালহা (র.) বলেন ঃ الحاد এর অর্থ التكذيب। অর্থাৎ মিথ্যা বানানো। আরবদের পরিভাষায় ইলহাদ মধ্য পন্থা পরিহার, পদস্খলন, বাড়াবাড়ি ও ফিরিয়া যাওয়া ? ইহা হইতেই কবরের ভিতরে লাহাদ সৃষ্টির কথা বলা হয়। অর্থাৎ কবরে মৃতকে কিবলার দিকে ফিরাইয়া রাখা হয়।

(১৮১) وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ ۝

১৮১. যাহাদিগকে আমি সৃষ্টি করিয়াছি তাহাদের মধ্যে এক দল রহিয়াছে যাহারা ন্যায় পথ প্রদর্শন করে ও ন্যায় বিচার অনুসরণ করে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا اُمَّةٌ অর্থাৎ আমার সৃষ্টি করা কোন এক সম্প্রদায় يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ অর্থাৎ কথায় ও কাজে তাহারা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। তাহারা ন্যায় কথাই বলে এবং ন্যায়ের দিকেই ডাকে।

وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ অর্থাৎ তাহারা নিজেরাও ন্যায় কাজ করে এবং অন্যের ব্যাপারেও ন্যায় বিচার করে।

সাহাবায়ে কিরামের বিভিন্ন বর্ণনামতে উক্ত সম্প্রদায় হইল আমাদের এই মুসলিম সম্প্রদায়।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগ কাতাদা (র.) হইতে সাঈদ (র.) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি জানিতে পাইয়াছি যে, নবী করীম (সা.) এই আয়াত তিলাওয়াত করিতে গিয়া বলিতেন– এই বক্তব্য তোমাদের জন্য। তবে তোমাদের সামনে যে পূর্বেকার উম্মত রহিয়াছে তাহাদিগকেও এই মর্যাদা দেওয়া হইয়াছিল। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ

অর্থাৎ মূসা সম্প্রদায়ের ভিতরও এমন একদল রহিয়াছে যাহারা মানুষকে ন্যায় পথে ডাকে এবং নিজেরাও কথা ও কাজে ন্যায়ের অনুসরণ করেও ন্যায়বিচার করে।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে রবী' ইব্ন আনাস (র.) হইতে আবূ জা'ফর রাযী (র.) বলেন যে, নবী করীম (সা.) বলেন ঃ অবশ্যই আমার একদল উম্মত সর্বদা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, এবং সেই অবস্থায় হযরত ঈসা (আ.)-এর অবতরণ ঘটিবে।

সহীহদ্বয়ে মুআবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান (র.) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূল (সা.) বলেন ঃ

لانزال طائفة من امتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولامن خالفهم حتى تقوم الساعة -

অর্থাৎ আমার উম্মতের কোন কোন দল সত্য নিয়া মাথা উঁচু করিয়া থাকিবে। কোন নৈরাজ্য কিংবা বিরোধিতা তাহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিবে না। এমনকি সেই অবস্থায় কিয়ামত উপস্থিত হইবে।

অপর বর্ণনায় আছে ঃ حتى ياتى امر الله وهم على ذالك অর্থাৎ কিয়ামত উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তাহারা উহার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। অন্য বর্ণনায় আছে ঃ

وهم بالشام অর্থাৎ তাহারা তখন সিরিয়ায় অবস্থান করিবে।

(১৮২) وَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

(১৮৩) وَ اُمْلِىْ لَهُمْ ۚ اِنَّ كَيْدِىْ مَتِيْنٌ ۝

১৮২. যাহারা আমার নিদর্শনকে মিথ্যা বলিয়া বেড়ায়, আমি তাহাদিগকে ধীরে ধীরে এমনভাবে ধ্বংসের দিকে নিয়া যাইব যে, তাহারা টেরও পাইবে না।

১৮৩. আমি তাহাদিগকে সময় দিয়া থাকি। আমার কলা-কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ।

তাফসীর ঃ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ আয়াতটির তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা অবিশ্বাসীদের জন্য রিযিকের দরজা খুলিয়া দেন এবং পৃথিবীতে তাহাদের জীবন-জীবিকার বিভিন্ন পথ সুগম ও সহজ করিয়া দেন। ফলে তাহারা ধোঁকায় পড়িয়া যায় এবং মনে করে যে, তাহারা নিশ্চয়ই সঠিক পথে আছে বলিয়া এত সৌভাগ্য দেখা দিতেছে। যেমন আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন ঃ

فَلَمَّا نَسُوْا مَاذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَىْءٍ حَتّٰى اِذَا فَرِحُوْا بِمَا اُوْتُوْا اَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَاِذَاهُمْ مُّبْلِسُوْنَ -

"যখন তাহারা প্রদত্ত উপদেশ বিস্মৃত হইল, তাহাদের জন্য সকল কিছুর দরজা খুলিয়া দিলাম। যখন তাহারা সকল কিছু পাইয়া খুশীতে মত্ত হইল, হঠাৎ তাহাদিগকে পাকড়াও করিলাম। তখন তাহারা চরম পাপাসক্ত ছিল" (৬ ঃ ৪৪)।

তিনি অতঃপর বলেন ঃ

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

অতঃপর সেই সম্প্রদায়ের মূলোচ্ছেদ ঘটানো হইল যাহারা জুলুম করিয়াছিল। আর সমস্ত প্রশংসা নিখিল সৃষ্টির প্রতিপালকের জন্য" (৬ ঃ ৪৫)।

তাই এখানে আল্লাহ্ বলেন ঃ وَاُمْلِىْ لَهُمْ অর্থাৎ তাহারা সেই অবস্থায় আছে উহা দীর্ঘতর করিল। اِنَّ كَيْدِىْ مَتِيْنٌ অর্থাৎ আমার কলা-কৌশল খুবই বলিষ্ঠ।

(১৮৪) اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا سـ مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ○

১৮৪. তাহারা কি চিন্তা করে না যে, তাহাদের সহচর (মুহাম্মদ) আদৌ উন্মাদ নহে ? সে তো স্পষ্ট এক সতর্ককারী।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ পাক এখানে প্রশ্ন তুলিয়াছেন ঃ اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا অর্থাৎ আমার নিদর্শনসমূহ প্রত্যাখ্যানকারীরা কি ভাবিয়া দেখে না ? مَا بِصَاحِبِهِمْ অর্থাৎ তাহাদের সহচর নবী মুহাম্মদ (সা.) مِنْ جِنَّةٍ অর্থাৎ জিনগ্রস্ত উন্মাদ নহে, বরং সে যথার্থই আল্লাহ্‌র রাসূল এবং সে সত্যের দিকেই ডাকিয়াছে।

اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ। অর্থাৎ যাহার জ্ঞানকুঞ্জি ও বোধ অনুভূতি রহিয়াছে সে জানে যে, সেই লোক সুস্পষ্ট একজন সতর্ককারী। যেমন আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন ঃ

وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ অর্থাৎ তোমাদের সহচর আদৌ উন্মাদ নহে (৮১ ঃ ২২)।

আল্লাহ্ পাক আরও বলেন ঃ

قُلْ اِنَّمَا اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مَثْنٰى وَفُرَادٰى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ -

অর্থাৎ তুমি তাহাদিগকে বল, আমি তোমাদের নিকট একটি কাজই দাবী করি আর তাহা হইল যে, তোমরা শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য দাঁড়াবার মত দাঁড়াইয়া যাও। সেক্ষেত্রে কোনরূপ সংকীর্ণতা ও বিদ্বেষের প্রশ্রয় দিও না। অতঃপর একাকী হউক বা মিলিতভাবে হউক, তোমরা ঠাণ্ডা মাথায় ভাবিয়া দেখ, আল্লাহ্‌র তরফ হইতে এই

লোকটি যে রাসূল হওয়ার দাবী নিয়া আসিয়াছে, সে কি উন্মাদ, না সুস্থ মস্তিষ্কের করিতেছে তাহা কি তুমি জান ? লোক। তোমরা যদি চিন্তা-ভাবনা কর, তাহা হইলে তাহার রাসূল হওয়ার সত্যতা তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট হইয়া ধরা দিবে (৩৪ ঃ ৪৬)।

শানে নুযূল ঃ কাতাদা ইব্‌ন দুআমা (র.) বলেন– আমাদের কাছে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, নবী করীম (সা.) সাফা পাহাড়ের দাঁড়াইয়া কুরায়েশগণকে ডাকিলেন। তাহারা সকলে কাছাকাছি আসিয়া সমবেত হইলে তিনি সবাইকে হে অমুক গোত্র! হে অমুক গোত্র! বলিয়া সম্বোধন করিলেন। অতঃপর তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র কঠোর শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করিলেন এবং তাঁহার অসীম প্রভাব প্রতিপত্তির কথা শুনাইলেন। তখন তাহাদের মধ্য হইতে একজন বলিল, এই লোকটি অবশ্যই উন্মাদ। সকাল পর্যন্ত সে চিৎকার করে। এই ঘটনা উপলক্ষ্যে নাযিল হইল ঃ

اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ

(১৮৫) اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِىْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَىْءٍ ۙ وَّاَنْ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ قَدِ اقْتَرَبَ اَجَلُهُمْ ۚ فَبِاَىِّ حَدِيْثٍ ۭ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ ○

১৮৫. তাহারা কি লক্ষ্য করে না, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম কর্তৃত্ব সম্পর্কে এবং আল্লাহ্ যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার সম্পর্কে এবং ইহার সম্পর্কেও যে, সম্ভবত তাহাদের নির্ধারিত কাল নিকটবর্তী, সুতরাং ইহার পর তাহারা আর কোন্ কথায় বিশ্বাস করিবে!

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যানকারী এই লোকগুলি কি ভাবিয়া দেখে না যে, নভমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম কর্তৃত্ব এবং উহার অন্তর্ভুক্ত সকল সৃষ্ট বস্তুর সংরক্ষণ ও নিবন্ধন কাহার হাতে রহিয়াছে ? তাহারা ইহা লইয়া চিন্তা-ভাবনা করিলে অবশ্যই জানিতে পাইবে যে, তিনি এখন এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অনন্য শক্তি যাহার কোন উপমা ও সাদৃশ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সুতরাং তাঁহারই দীন অনুসরণ ও একমাত্র তাঁহারই ইবাদত ছাড়া অন্য কোন দীন অনুকরণ বা অন্য কাহারো ইবাদত করা কখনও উচিত হইতে পারে না। তাই তাঁহার একত্বের উপর ঈমান আনা, তাঁহার রাসূলকে সত্য জানা, তাঁহার ইবাদতের দিকে মনোযোগী হওয়া, তাঁহার শরীক ও প্রতিমাসমূহ বর্জন করা, নিজেদের নির্ধারিত সময় নিকটবর্তী জানা ও পরকালে কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক থাকাই তাহাদের একান্ত কর্তব্য।

فَبِاَىِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ আখিরী নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর এই সত্যের আহবান ও অসত্য সম্পর্কে সতর্কতা যদি তাহারা প্রত্যাখ্যান করে তাহা হইলে আর কি কোন নবী আসিবে যে তাহারা তাহার উপর ঈমান আনিবে ? ইহাই তো

তাহাদের শেষ সুযোগ। ইহার পরে তো আর কোন ঐশী গ্রন্থের উপর ঈমান আনার সুযোগ তাহাদের থাকিবে না।

আবূ হুরায়রা (রা.) হইতে ..... ইমাম আহমদ (র.) বর্ণনা করেন ঃ

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন ঃ মি'রাজের রাত্রিতে আমি কিছু ব্যাপার দেখিতে পাইয়াছি। আমি যখন সপ্ত আকাশে পৌঁছাইলাম, তখন উপরের দিকে তাকাইলাম। সেখানে শুধু বজ্র, বিদ্যুৎ ও আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। অতঃপর আমি একদল লোকের নিকট আসিলাম। তাহাদের পেটগুলি ঘরের মত বড়। উহার ভিতর বিভিন্ন জীব-জানোয়ার। বাহির হইতে স্বচ্ছ পেটের সকল কিছু দেখা যায়। প্রশ্ন করিলাম- হে জিবরাঈল ? ইহারা কাহারা ? তিনি বলিলেন- ইহারা সূদখোর। অতঃপর যখন পৃথিবীর আকাশে অবতরণ করিলাম, তখন নীচের দিকে তাকাইলাম। তখন আমি ধূলিঝড়, আগুন ও বিকট শব্দ দেখিতে ও শুনিতে পাইলাম। তখন আমি প্রশ্ন করিলাম- হে জিবরাঈল! ইহা কি হইতেছে ? উহা যত সব শয়তানের কাণ্ড কারখানা। তাহারা পৃথিবীতে এইরূপ তাণ্ডব সৃষ্টি করিয়া বনী আদমকে নিখিল সৃষ্টির তত্ত্ব নিয়া ভাবিবার সুযোগ দিতেছে না। যদি ইহা না হইত তাহা হইলে মানুষ সৃষ্টির ভিতরে স্রষ্টার বিস্ময়কর পরিচিতি দেখিতে পাইত। অবশ্য আলী ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন জুদআন মুনকার হাদীছ বর্ণনা করেন।

(١٨٦) مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ ؕ وَيَذَرُهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ○

১৮৬. আল্লাহ্ যাহাকে বিপথগামী করেন তাহাদের কোন পথ প্রদর্শক নাই আর তাহাগিকে তিনি তাহাদের অবাধ্যতায় উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতে দেন।

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ যাহার কাঠলিপিতে বিভ্রান্তি লেখা রহিয়াছে তাহাকে কেহ পথ দেখাইবে না। যদি কেহ উহার জন্য সচেষ্টও হয় সফল হইবে না। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا

অর্থাৎ আল্লাহ্ কাহাকেও পরীক্ষায় ফেলি চাহিলে তখন তুমি তাহার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট হইতে কোনই সাহায্য পাইবে না (৫ ঃ ৪১)।

অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন ঃ

قُلِ انْظُرُوْا مَاذَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا تُغْنِى الْاٰيٰتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ -

অর্থাৎ তুমি বল তোমরা নভমণ্ডল ও পৃথিবীর সমুদয় বস্তুর দিকে তাকাইয়া দেখ, যাহারা ঈমান আনিবে না, তাহাদিগকে কতই নিদর্শন কিংবা ভয়, দেখাও না কেন তাহাদের কোনই উপকারে আসিবে না (১০ ঃ ১০১)।

(١٨٧) يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا ؕ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ ۚ لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَاۤ اِلَّا هُوَ ؔ ثَقُلَتْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ لَا تَاْتِيْكُمْ اِلَّا بَغْتَةً ؕ يَسْـَٔلُوْنَكَ كَاَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ؕ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

১৮৭. তাহারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে কিয়ামত কখন ঘটিবে। বল, এই বিষয়ের জ্ঞান শুধু আমাদের প্রতিপালকেরই আছে। শুধু তিনিই যথাসময়ে উহার প্রকাশ ঘটাইবেন; উহা আকাশমণ্ডলীও পৃথিবীতে একটি ভয়ানক ঘটনা হইবে। আকস্মিকভাবেই উহা তোমাদের উপর আসিবে। তুমি এই বিষয়ে সবিশেষ অবহিত মনে করিয়া তাহারা তোমাকে প্রশ্ন করে। বল, এই বিষয়ের জ্ঞান শুধু আল্লাহ্‌র আছে, কিন্তু অধিকাংশ লোক উহা জানে না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ পাক এখানে বলেন ঃ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ অর্থাৎ তাহারা কি তোমাকে জিজ্ঞাসা করে যে, কিয়ামত কখন ঘটিবে ?

যেমন অন্যত্র তিনি বলেন ঃ يَسْـَٔلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ অর্থাৎ লোকসকল তোমাকে কি কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছে ?

একদল বলেন- মক্কার কুরায়েশদের প্রশ্নের জবাবে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। অপর একদল বলেন- মদীনার ইয়াহূদীদের প্রশ্নের জবাবে ইহা অবতীর্ণ হয়। প্রথম অভিমতটি সংশয়মুক্ত।কারণ, ইহা মাক্কী আয়াত। কুরায়েশরা যেহেতু কিয়ামতের বিশ্বাসী ছিল না, তাই উহা অসম্ভব ও মিথ্যা ভাবিয়া এইরূপ প্রশ্ন করিত। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ -

"আর তাহারা বলে, এই প্রতিশ্রুত দিন কবে আসিবে ? যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক তো (দেখাও) (৩৪ ঃ ২৯)।

আল্লাহ্ আরও বলেন ঃ

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مُشْفِقُوْنَ مِنْهَا وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهَا الْحَقُّ اَلَا اِنَّ الَّذِيْنَ يُمَارُوْنَ فِى السَّاعَةِ لَفِيْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ -

অর্থাৎ তাহারা এখনই কিয়ামত (দেখিতে) চাহিতেছে যাহারা উহাতে বিশ্বাসী নহে। যাহারা উহাতে বিশ্বাসী তাহারা উহাকে ভয় করে। তাহারা জানে, উহা সত্য। সাবধান যাহারা কিয়ামতে সংশয় পোষণ করে তাহারা বিভ্রান্তির চরমে পৌঁছাইয়াছে (৪২ ঃ ১৮)।

আল্লাহ্ পাক এখানে অবিশ্বাসীদের বক্তব্য উদ্ধৃত করেন ঃ أَيَّانَ مُرْسَاهَا "উহা কবে ঘটিবে?"

ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা (র.) বলেন ঃ مُرْسَاهَا অর্থ منتهاها অর্থাৎ متى محطها (কবে পৃথিবীর মেয়াদ শেষ হইয়া কিয়ামত শুরু হইবে)।

قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ অর্থাৎ কিয়ামতের সময় সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাব সম্পর্কে আল্লাহ্ তাঁহার রাসূলকে নির্দেশ দিলেন যে, এই প্রশ্নের জবাব শুধু আল্লাহ্রই জানা আছে বিধায় তুমি উহা তাঁহার হাওয়ালা করিয়া দাও। উহা প্রকাশের নির্ধারিত সময়সূচী আল্লাহ্ ছাড়া কাহারও জানা নহে।

ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ আয়াতাংশের তাৎপর্য সম্পর্কে কাতাদা (র.) হইতে মুআম্মারের সূত্রে আবদুর রায্যাক (র.) বলেন ঃ আকাশ ও পৃথিবীবাসীদের জন্য উহার বাস্তব জ্ঞান সঞ্চয় অত্যন্ত দুরূহ ও ভয়াবহ ব্যাপার। হাসান (র.) হইতে মুআম্মার (র.) বলেন ঃ উহার উপস্থিতি আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীদের জন্য অত্যন্ত ভয়ংকর ব্যাপার। তিনি বলেন, ইহা তাহাদের জন্য দুর্বহ হইবে।

ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে যাহ্হাক (র.) উহার ব্যাখ্যায় বলেন ঃ কিয়ামতের দিন সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বস্তুই আঘাতপ্রাপ্ত হইবে, কিছুই রেহাই পাইবে না।

আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্ন জুরাইজ (র.) বলেন ঃ কিয়ামত উপস্থিত হইলে আকাশ বিদীর্ণ হইবে, নক্ষত্ররাজী ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইবে, সূর্য নিষ্প্রভ হইবে, পাহাড়-পর্বত চলমান হইবে, তখনই আল্লাহ্র বাণীর ثَقُلَتْ শব্দটির যথার্থ বাস্তবায়ন ঘটিবে।

ইব্ন জারীর (র.) ثَقُلَتْ শব্দের প্রথম তাৎপর্যটি গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ কিয়ামতের নির্ধারিত সময়সূচী জানা আকাশ ও পৃথিবীর বাসিন্দাদের জন্য দুর্বহ ব্যাপার। কাতাদা (র.)-রও এই মত। তাই আল্লাহ্ ইহার পরেই বলেন ঃ

لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً অর্থাৎ উহা তোমাদের নিকট আকস্মিকভাবে উপস্থিত হইবে। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে সুদ্দী (র.) বলেন ঃ আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীদের কাছে ইহা এরূপ গোপন রাখা হইয়াছে যে, কোন নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতা কিংবা কোন প্রেরিত রাসূলও ইহার সময় জানেন না।

لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً অর্থাৎ তোমাদের উদাসীন মুহূর্তে হঠাৎ ইহা উপস্থিত হইবে।

আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে কাতাদা (র.) বলেন ঃ আকস্মিকভাবে কিয়ামত ঘটানোই আল্লাহ্ তা'আলার ফায়সালা। তিনি আরও বলেন– আমরা জানিতে

পাইয়াছি যে, রাসূল (সা.) বলিতেন– কিয়ামত মানুষের কাছে এরূপ আকস্মিকভাবে উপস্থিত হইবে যে, তখন কোন লোক তাহার কূপ সংস্কারে ব্যস্ত থাকিবে, কোন লোক উহাতে পশুকে পানি খাওয়াইতেছে, কোন লোক পণ্য বেচা-কেনা করিতে থাকিবে আর কোন লোক দাড়ী পাল্লায় মালের ওজন দিতে থাকিবে।

ইমাম বুখারী (র.) – – – – –আবূ হুরায়রা (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা.) বলেন– যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্য পশ্চিম দিক হইতে উদিত না হইবে ততক্ষণ কিয়ামত হইবে না। যখন উহা উদিত হইতে সবাই দেখিবে, তখন সকলেই ঈমান আনিবে। কিন্তু তখন তাহাদের ঈমান কোনই কল্যাণ দেবে না। তবে যদি পূর্ব হইতেই সে ঈমান আনিয়া নেক আমল করিয়া থাকে, তাহার কথা স্বতন্ত্র। আর অবশ্যই কিয়ামত এমনভাবে আসিবে যে, ক্রেতা ও বিক্রেতা কাপড় সামনে লইয়া দামদর করিতেছে, অথচ বেচা-কেনা তো দূরে, গুছাইয়াও যাইতে পারিবে না। এরূপ আকস্মিকভাবে কিয়ামত ঘটিবে যে, একটি লোক দুগ্ধ দোহন করিয়া প্রস্তুত করিল, উহা মুখে দিয়া যাইতে পারিবে না। এরূপ সহসা উহা আসিবে যে, কেহ কূপ সংস্কার করিল পানি পানের জন্য, কিন্তু পানি পান করিয়া যাইতে পারিবে না। এরূপ হঠাৎ উহা উপস্থিত হইবে যে, কেহ লোকমা তুলিবে খাবার জন্য। কিন্তু উহা মুখে দিবার ফুরসৎ পাইবে না।

সহীহ্ মুসলিমে যুহায়ের ইব্ন হারব (র.)– – – –আবূ হুরায়রা (রা.) হইতে হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলিয়াছেন– কিয়ামত এরূপ হঠাৎ আসিবে যে, দুগ্ধ দোহনকারী দুগ্ধে টান দিয়াছে, কিন্তু দুগ্ধ তখনো পাত্রে আসিয়া পানকারীর মুখে পৌঁছিতে পারে নাই। সহসা কিয়ামত উপস্থিত! ক্রেতা-বিক্রেতা কাপড় মেলিয়া দর দাম কষিতেছে, কাপড় গুছাইয়া হাতে নিতে পারে নাই, হঠাৎ কিয়ামত হাযির। একটি লোক পুকুরে গোসলের জন্য ডুব দিয়া মাথা তুলিতে পারে নাই, অকস্মাৎ কিয়ামত দেখা দিল।

يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা নিয়া মতভেদ রহিয়াছে।

ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে আওফী (র.) বলেন ঃ এখানে আল্লাহ্ বলেন যে, তাহারা তোমার ঘনিষ্ঠজন সাজিয়া তোমার নিকট হইতে কিয়ামতের নির্ধারিত তারিখ জানিয়া নিতে চাহিতেছে।

ইব্ন আব্বাস (রা.) আরও বলেন ঃ নবী করীম (সা.)-কে যখন তাহারা এই প্রশ্ন করিতেছিল তখন তাহারা তাঁহাকে খুবই সহৃদয় ও প্রীতিময় দেখিতে পাইয়াছিল। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে সুস্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিলেন, উহার জ্ঞান শুধু আল্লাহ্রই রহিয়াছে। এমনকি তাঁহার কোন প্রিয় ফেরেশতা বা রাসূলকেও সেই সম্পর্কে অবহিত করা হয় নাই।

কাতাদা (র.) বলেন ঃ কুরায়েশরা আসিয়া মুহাম্মদ (সা.)-কে বলিল– আপনি আমাদের অত্যন্ত আপনজন। সুতরাং আমাদিগকে কিয়ামতের রহস্য সম্পর্কে অবহিত করুন। তাই আল্লাহ্ আলোচ্য আয়াত নাযিল করিলেন।

মুজাহিদ, ইকরামা, আবূ মালিক, সুদ্দী (র.) প্রমুখও এই মতের পরিপোষক।

يَسْئَلُوْنَكَ كَاَنَّكَ حَفِىٌّ عَنْهَا আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্ন আবূ নাজীহ (র.) প্রমুখ হইতে মুজাহিদ (র.) বর্ণনা করেন ঃ আল্লাহ্ বলেন– কিয়ামতের নির্ধারিত সময় জানার মতলবেই তাহারা অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিল।

ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে যাহ্হাক (র.) উহার ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আল্লাহ্ বলেন যে, তাহারা এমনভাবে প্রশ্ন করিতেছে যেন উহা তুমি মূলত জান। অথচ তোমার সে সম্পর্কে কিছুই জানা নাই। তাই তুমি বল, উহা শুধু আল্লাহ্রই জানা রহিয়াছে।

পূর্বসূরীদের কাহারও নিকট হইতে মুআম্মার (র.) উহার ব্যাখ্যায় বলেন ঃ তুমি যেন উহা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ।

আবদুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম (র.) বলেন ঃ كَاَنَّكَ حَفِىٌّ عَنْهَا অর্থাৎ তুমি যেন উহার বিশেষজ্ঞ। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার সমগ্র সৃষ্টির নিকট উহার প্রকাশকাল গোপন রাখিয়াছেন।

অতঃপর তিনি পাঠ করেন ঃ ان الله عنده علم الساعة

অর্থাৎ কিয়ামত সম্পর্কিত জ্ঞান শুধু আল্লাহ্র নিকট সংরক্ষিত। পূর্বোক্ত অভিমত হইতে এই মতটি প্রাধান্য পাবার যোগ্য। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! তুমি বলিয়া দাও যে, কিয়ামতের খবর কেবল আল্লাহ্ই রাখেন। অথচ এই কথাটুকু অধিকাংশ লোকের জানা নাই।

এই কারণেই যখন জিবরাঈল (আ.) জনৈক মরুবাসীর রূপ নিয়া মানুষকে দীনের মৌলিক কথা কয়টি শিখাইয়া দিবার জন্য রাসূল (সা.)-এর সামনেএকজন প্রশ্নকারী হিসাবে বসিলেন এবং তাঁহাকে জ্ঞাতার্থে একে একে প্রশ্ন করিলেন– ইসলাম কাহাকে বলে ? ঈমান কাহাকে বলে ? ইহসান কাহাকে বলে ? অবশেষে প্রশ্ন করিলেন– কিয়ামত কবে হইবে ? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) জবাব দিলেন– জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি জিজ্ঞাসাকারী হইতে ভাল জানেন না। অর্থাৎ কিয়ামত সম্পর্কে আমি আপনার চাইতে বেশী কিছু জানি না। আর কেহই উহা সম্পর্কে কাহারও হইতে বেশী জানে না। অতঃপর নবী করীম (সা.) পাঠ করিলেন ঃ ان الله عنده علم الساعة।

অন্য বর্ণনায় আছে, অতঃপর জিবরাঈল (আ.) কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে প্রশ্ন করেন ? রাসূল (সা.) তখন তাহাকে উহা বর্ণনা করেন। অতঃপর বলেন– পাঁচটি ব্যাপার সম্পর্কে আল্লাহ্ ছাড়া কেহই কিছু জানে না। অতঃপর তিনি সেই সম্পর্কিত আয়াতটি পাঠ করিলেন।

জিবরাঈল (আ.)-এর প্রতিটি প্রশ্নের জবাব যখন রাসূল (সা.) দিতে ছিলেন, তখন জিবরাঈল (আ.) প্রত্যেকটি জবাব শুনিয়া বলিতেন, ঠিক বলিয়াছেন। সাহাবায়ে কিরাম অবাক হইয়া ভাবিতেছিলেন– কে এই ব্যক্তি যে জানার জন্য প্রশ্ন করিয়া প্রত্যেকটি প্রশ্নের জবাব শুনিয়া বলে– ঠিক আছে ? তাই যখন জিবরাঈল (আ.) বিদায় নিলেন, তখন রাসূল (সা.) বলিলেন, ইনিই জিবরাঈল (আ.)। তোমাদিগকে দীন শিখাইতে আসিয়াছিলেন।

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, তিনি বলেন ঃ তিনি আমার কাছে যখন আসিতেন তখনই তাহাকে পরিচয় করিতে পারিতাম। শুধু এইবার ইহার ব্যতিক্রম প্রথমে পরিচয় করিতে পারি নাই।

আমি এই হাদীছটি ইহার সনদসহ সহীহ্, মুসনাদ ও অন্যান্য সংকলন হইতে শরহে বুখারীর প্রথম খণ্ডে উল্লেখ করিয়াছি। সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহ্র প্রাপ্য।

উক্ত মরুবাসী ব্যক্তি যখন রাসূল (সা.)-কে প্রশ্ন করিলেন, তখন উচ্চ কণ্ঠে সম্বোধন করিলেন– হে মুহাম্মদ! রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাহাকে প্রায় সমকণ্ঠে জবাব দিলেন– هاؤم হাউম। তিনি প্রশ্ন করিলেন– কিয়ামত কবে হইবে ? রাসূল (সা.) জবাব দিলেন– আল্লাহ্ তোমাকে রহম করুন। কিয়ামত অবশ্যই ঘটিবে। কিন্তু তাহার জন্য তুমি কি প্রস্তুতি নিয়াছ। তিনি বলিলেন– আমি কিছুই প্রস্তুতি গ্রহণ করি নাই তবে আমি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলকে ভালবাসি। তখন রাসূল (সা.) বলিলেন– المرء مع من احب। অর্থাৎ যে যাহাকে ভালবাসে সে তাহারই সাথী হয়।

এই হাদীছটি মুসলমানগণকে যে আনন্দ দিয়াছে তাহার তুলনা হয় না। সহীহ্দ্বয় ও অন্যান্য সংকলনে বিভিন্ন সূত্রে المرء مع من احب। হাদীছটি বর্ণিত হইয়াছে। একদল সাহাবী রাসূল (সা.) হইতে হাদীছটি বর্ণনা করেন। বহু হাফিজে হাদীছ ও ফকীহ্ হাদীছটিকে মুতাওয়াতির বলিয়া বর্ণনা করেন। হাদীছটিতে দেখা যায় যে, রাসূল (সা.) কিয়ামতের নির্ধারিত সময় যাহা মানুষের জন্য অপ্রয়োজনীয় তাহা না জানিলেও যাহা মানুষের প্রয়োজন তাহা বলিয়াছেন। তাহা হইল উহার নিদর্শনাবলি আলামতসমূহ।

সহীহ্ মুসলিমে আবূ কুরায়েব (র.) ...... আয়িশা (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা.) বলেন ঃ মরুবাসীরা যখন রাসূল (সা.)-এর নিকট আসিত, তখন তাহারা কিয়ামত কবে হইবে তাহা জানিতে চাহিত। তখন তিনি তাহাদের ভিতর সব চাইতে তরুণ লোকটির দিকে তাকাইয়া বলিতেন– এই ছেলে যদি বাঁচিয়া থাকে, তাহা হইলে, তোমাদের উপর কিয়ামত না আসা পর্যন্ত তাহাকে বার্ধক্য পাইবে না।" অর্থাৎ তাহাদের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত সে বৃদ্ধ হইবে না।

সহীহ্ মুসলিমে আবূ বকর ইব্ন শায়বা (র.)– — — –আনাস (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূল (সা.)-কে কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে রাসূল (সা.) বলেন ঃ এই ছেলেটি যদি বাঁচিয়া থাকে তাহা হইলে হয়ত কিয়ামত না আসা পর্যন্ত সে বৃদ্ধ হইবে না। এই হাদীছটি শুধু মুসলিম শরীফেই বর্ণিত হইয়াছে।

হাজ্জাজ ইব্ন শায়ের (র.)– — — –আনাস ইব্ন মালিক (রা.) হইতে বর্ণনা করেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূল (সা.)-কে প্রশ্ন করিলেন– কিয়ামত কবে হইবে ? কিছুক্ষণ রাসূল (সা.) চুপ থাকিলেন। অতঃপর একটি ছেলের দিকে তাকাইয়া বলিলেন– এই ছেলে যদি দীর্ঘজীবী হয় তাহা হইলে কিয়ামত না আসা পর্যন্ত সে বৃদ্ধ হইবে না। আনাস (রা.) বলেন– ছেলেটি ছিল আমার সমবয়সী।

আনাস (রা.) হইতে পর্যায়ক্রমে ইমাম বুখারী (র.) তাহার সহীহ্ সংকলনের 'কিতাবুল আদব' অধ্যায়ে বর্ণনা করেন ঃ পল্লী এলাকার এক ব্যক্তি আসিয়া রাসূল (সা.)-কে প্রশ্ন করিল– হে আল্লাহ্র রাসূল! কিয়ামত কবে হইবে ? অতঃপর তিনি উপরোক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন এবং উহার সহিত যোগ করেন– তখন মুগীরা ইব্ন শু'বার ছেলেটি চলিয়া গেল।

হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.)– — — –আনাস (রা.) হইতে বর্ণনা করেন ঃ মুগীরা ইব্ন শু'বার ছেলে যাইতেছিল। সে ছিল আমার সমবয়সী। তখন নবী করীম (সা.) বলিলেন– যদি তাহাকে দীর্ঘজীবী করা হয়, তাহা হইলে কিয়ামত না আসা পর্যন্ত সে বৃদ্ধ হইবে না।

আয়িশা (রা.)-এর বর্ণিত হাদীছে যে, 'তোমাদের উপর কিয়ামত না আসা পর্যন্ত' বলা হইয়াছে, উক্ত অর্থই পরবর্তী হাদীছের ব্যাপকার্থক 'কিয়ামত না হওয়া পর্যন্ত' বাক্যাংশেও প্রযোজ্য।

ইব্ন জুরাইজ (র.) বলেন ঃ আমাকে আবূ যুবায়ের (র.) জানাইয়াছেন যে, তিনি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্কে বলিতে শুনিয়াছেন– মৃত্যুর একমাস পূর্বে আমি রাসূল (সা.)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন ঃ তোমরা আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করিতেছ? উহার ইল্‌ম একমাত্র আল্লাহ্র নিকটেই সংরক্ষিত। আজ যাহারা পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছে আগামী একশত বছরে তাহারা বিচরণ করিবে আমি আল্লাহ্র নামে শপথ করিয়া ইহা বলিতেছি। এই বর্ণনাটি মুসলিমের।

সহীহ্দ্বয়ে ইব্ন উমর (রা.) হইতে অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। ইব্ন উমর (রা.) বলেন ঃ রাসূল (সা.) নিঃসন্দেহে এই যুগ অতিক্রম করার কথা বলিতে চাহিতেছেন।

ইমাম আহমদ (র.)– — — –ইব্ন মাসঊদ (রা.) হইতে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলিয়াছেন– মি'রাজের রাত্রিতে আমি ইবরাহীম (আ.) মূসা (আ.) ও ঈসা (আ.)-এর সহিত সাক্ষাত করি। তাহাদের মাঝে কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা

হল। প্রথমে ইবরাহীম (আ.)-কে এই বিষয় প্রশ্ন করা হয়। তিনি বলেন, এই ব্যাপার আমার জানা নাই। তখন মূসা (আ.)-এর কাছে প্রশ্ন করা হয়। তিনিও বলেন, উহা আমার জানা নাই। তখন ঈসা (আ.)-এর কাছে প্রশ্ন করা হয়। তখন তিনি বলেন, উহা কখন ঘটিবে তাহা আল্লাহ্ ছাড়া কেহই জানে না। উহার নির্ধারিত কাল তাহারই নিকট সংরক্ষিত তবে উহার প্রাক্কালে দাজ্জাল বাহির হইবে। আমার সাথে দুইটি লৌহদণ্ড থাকিবে। যখনই সে আমাকে দেখিবে তখন বুলেটের মত তীব্র বেগে পলায়মান হইবে। তখন তাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা ধ্বংস করিবেন। আমাকে দেখিয়া বৃক্ষ ও প্রস্তর পর্যন্ত বলিয়া দেবে– হে মুসলিম! আমার আড়ালে এক কাফির লুকাইয়া আছে। আস, তাহাকে হত্যা কর। এইভাবে আল্লাহ্ কাফিরগণকে ধ্বংস করিবেন। তখন মানুষ নিশ্চিন্ত মনে নিজ নিজ শহর ও দেশে ফিরিয়া যাইবে। ইত্যবসরে ইয়াজুজ-মাজুজ বাহির হইবে। তাহারা চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িবে। তাহারা যে শহরই অতিক্রম করিবে তাহা ধ্বংস করিয়া যাইবে এবং যে পানির উপর দিয়া যাইবে উহা পান করিয়া নিঃশেষ করিবে। তখন মানুষ আমার নিকট ছুটিয়া আসিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ করিবে। তখন আমি আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করিব। তিনি তাহাদিগকে এমনভাবে ধ্বংস করিবেন যে, সর্বত্র লাশ আর লাশ দেখা যাইবে এবং পৃথিবী লাশের দুর্গন্ধে ভরপুর হইবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এমন মুষলধারে বৃষ্টিবর্ষণ করিবেন যে, বৃষ্টির প্রবল স্রোত লাশগুলিকে ভাসাইয়া সমুদ্রে লইয়া যাইবে।

ইমাম আহমদ (র.) বলেন যে, ইয়াযীদ ইব্ন হারূন বলেন ঃ অতঃপর পাহাড় পর্বত ধূলিস্যাৎ করা হইবে এবং পৃথিবীকে চামড়ার মত প্রশস্ত সমতল করা হইবে।

হুশায়েম (র.) বলেন ঃ অতঃপর আমার প্রভুর প্রতিশ্রুতি হইল এই যে, এই সব ঘটার পর কিয়ামতের অবস্থা হইবে পূর্ণগর্ভা রমণীর মত। কোন্ মুহূর্তে সে যে সন্তান প্রসব করিবে তাহা কেহই বলিতে পারে না। সে কি রাত্রে প্রসব করিবে, না দিনে করিবে এই ভাবনায় সবাই অস্থির থাকে।

আওআম ইব্ন হাওশাব (র.) হইতে ইব্ন মাজা (র.) ও অনুরূপ বর্ণনা করেন। মোট কথা, শীর্ষস্থানীয় রাসূলগণও কিয়ামত কবে অনুষ্ঠিত হইবে সে খবর রাখেন না। অবশেষে ব্যাপারটি ঈসা (আ.)-এর কাছে উপস্থাপন করা হইলে তিনিও জানাইলেন যে, ইহা ঘটার মুহূর্তটি কেবল আল্লাহ্রই জানা আছে। তবে উহা ঘটার নিদর্শনগুলি জানাইলেন। কারণ, তিনি এই উম্মতের শেষ পর্যায়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন এবং মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বিধি-বিধান সমগ্র বিশ্বে প্রবর্তন করিবেন। তিনি দাজ্জালকে হত্যা করিবেন এবং তাহারই দু'আয় আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াজুজ-মাজুজগণকে ধ্বংস করিবেন। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা এই ব্যাপার তাহাকে আগাম জানাইয়াছেন বিধায় তিনি এতটুকু বলিতে সক্ষম হইয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র.) · · · · · · হুযায়ফা (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, হুযায়ফা (রা.) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইল। তিনি তদুত্তরে বলিলেন ঃ উহার জ্ঞান একমাত্র আমার প্রতিপালকের নিকট সংরক্ষিত। যথাসময়ে তিনিই উহার প্রকাশ ঘটাইবেন। কিন্তু আমি শীঘ্রই তোমাদিগকে উহার নির্দশনাবলী সম্পর্কে খবর দিব যাহা উহার প্রাক্কালে দেখা দিবে। উহার প্রাক্কালে চলিবে শুধু ভয়ংকর ফিতনা ফাসাদ ও চরম অস্থিরতা। তখন প্রশ্ন করা হইল, হে আল্লাহ্র রাসূল! ফিতনা ফাসাদ তো আমরা মোটামুটি জানি। কিন্তু অস্থিরতা (هرج) কিরূপ ? তিনি বলিলেন– আবিসিনিয়দের ভাষায় 'হারাজ' হইল হত্যাযজ্ঞ। তিনি আরও বলেন ঃ তখন মানুষের ভিতর কলহ বিবাদ চরম রূপ পরিগ্রহ করিবে। অবস্থা এই দাঁড়াইবে যেন কেহ কাহাকে চিনেই না।

সিহাহ্ সিত্তাহ্র সংকলকগণের কেহই এই সূত্রের হাদীছটি বর্ণনা করেন নাই।

তারিক ইব্ন শিহাব (র.) হইতে ইব্ন আবূ খালিদের সূত্রে ওয়াকী (র.) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা.) আলোচ্য يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا আয়াতটি নাযিল হওয়ার আগেও সর্বদা কিয়ামত নিয়া আলোচনা করিতেন। ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদ হইতে ঈসা ইব্ন ইউনুসের সূত্রে ইমাম নাসাঈ (র.) ও এই হাদীছটি বর্ণনা করেন। এই হাদীছটির সনদ উত্তম ও শক্তিশালী।

আমাদের এই উম্মী নবী ছিলেন রাসূলগণের সর্দার, তাঁহাদের ধারার পরিসমাপক, তাঁহার উপর স্বয়ং আল্লাহ্ পাক দরূদ ও সালাম পাঠাইয়াছেন, তিনি রহমতের নবী, তওবার নবী, তিনি নবীউল মালহামা, তিনি আকিব, তিনি মাকফী ও তিনিই হাশের অর্থাৎ তিনি সকল মানুষকে তাহার করণতলে সমবেত করিবেন।

সহীহ্ সংকলনে আনাস সহ ইব্ন সা'দ (রা.) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা.) বলেন ঃ 'আমি ও কিয়ামত যমজরূপে প্রেরিত হইয়াছি। তখন তিনি তাহার দুই অংগুলি একত্র করিয়া যমজের রূপ প্রদর্শন করিয়াছেন। এতদসত্ত্বেও যখন তাহাকে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইল, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে নির্দেশ দিলেন, কিয়ামতের নির্ধারিত সময় সম্পর্কিত জ্ঞান আল্লাহ্ হাতে ন্যস্ত কর। যেমন ঃ

قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَعْلَمُوْنَ -

অর্থাৎ তুমি বল, উহা কেবল আল্লাহ্রই জানা আছে। কিন্তু অধিকাংশ লোক উহা জ্ঞাত নহে।

(১৮৮) قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ نَفْعًا وَّلَاضَرًّا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ۭ وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ۖۚ وَمَا مَسَّنِىَ السُّوْٓءُ ۚ اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝

১৮৮. বল, আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা করেন তাহা ব্যতীত আমার নিজের ভাল-মন্দের উপরও আমার কোন হাত নাই। আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানিতাম তবে তো আমি প্রভূত কল্যাণই লাভ করিতাম এবং কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করিত না। আমি তো শুধু মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদ দাতা।

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা.)-কে নির্দেশ দিতেছেন যেন তিনি তাহার ব্যাপারগুলি আল্লাহ্র হাতে সোপর্দ করেন এবং সকলকে যেন জানাইয়া দেন, তিনি গায়েব জানেন না। তাই ভবিষ্যতে কি ঘটিবে বা না ঘটিবে তাহা আল্লাহ্ না জানাইলে তিনি কিছুই বলিতে পারেন না। অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন ঃ

عَالِمُ الْغَيْبِ وَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖ اَحَدًا -

অর্থাৎ অদৃশ্য ব্যাপারে জ্ঞান শুধু তাহারই রহিয়াছে এবং তিনি উহা কাহারো কাছে প্রকাশ করেন না (৭২ ঃ ২৬)।

এখানে আল্লাহ্ বলেন ঃ وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ অর্থাৎ যদি আমি গায়েব জানিতাম, তাহা হইলে অবশ্যই আমি বেশী বেশী কল্যাণ অর্জন করিতাম।

এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে মুজাহিদ হইতে পর্যায়ক্রমে আবদুর রাযযাক (র.) বর্ণনা করেন ঃ যদি আমার জানা থাকিত যে, কখন আমার মৃত্যু হইবে তাহা হইলে আমি বেশী বেশী করিয়া পুণ্য কাজ করিতাম। মুজাহিদ (র.) হইতে ইব্ন আবূ নাজীহ্ (র.) ও অনুরূপ বর্ণনা করেন। ইব্ন জুরাইজ (র.) এইরূপ বলিয়াছেন। তবে এই মতটি প্রশ্ন সাপেক্ষ। কারণ, রাসূল (সা.)-এর আমল ছিল সর্বক্ষণই নেক আমল।

অন্য বর্ণনায় আছে, যখন তিনি কোন কাজ করিতেন, তখন তাহার প্রতিটি কাজই হইত আল্লাহ্কে রাযী খুশী করার জন্য। তিনি যেন সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ্র দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ রাখিয়া চলিতেন। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে যাহ্হাক (র.) যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহাই উত্তম। তিনি ' اَلْخَيْرِ ' শব্দের অর্থ করিয়াছেন اَلْمَال অর্থাৎ ধন-সম্পদ।

অপর এক বর্ণনায় আছে, তাহা হইলে অবশ্যই আমি কোন কিছু ক্রয় করিতে গিয়া জানিতাম উহাতে আমার কত লাভ হইবে। ফলে যাহাতে লাভ হইবে না তাহা কিনিতাম না। পরিণামে আমি দরিদ্র থাকিতাম না।

ইব্ন জারীর বলেন ঃ অন্যান্যরা উহার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন যে, আমি যদি গায়েব জানিতাম তাহা হইলে অবশ্যই আমি কোন বছর ফসল মরিয়া যাইবে আর কোন বছর ফসলের প্রাচুর্য হইবে তাহা জানিতাম এবং তদনুসারে প্রাচুর্যের বছর কম মূল্যে ফসল খরিদ করিয়া রাখিতাম। ফলে ঘাটতির বছর চড়াদামে কিনিতে হইত না।

وَمَا مَسَّنِىَ السُّوْءُ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র.) বলেন ঃ আমি তাহা হইলে আমার ক্ষতির ব্যাপার জানিতে পাইয়া সতর্ক থাকার ফলে আমার কোনই ক্ষতি দেখা দিত না। আমি সকল ক্ষতি হইতে বাঁচিয়া যাইতাম।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা জানাইলেন ঃ মুহাম্মদ (সা.) একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা মাত্র। তিনি আল্লাহ্‌র আযাব হইতে মানুষকে সতর্ক করেন ও মু'মিনগণকে জান্নাতের সুসংবাদ দান করেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَتُنْذِرَ بِهٖ قَوْمًا لُّدًّا ـ

অর্থাৎ আমি তোমার মাতৃভাষায় কুরআন অবতীর্ণ করিয়া উহা তোমার জন্য সহজবোধ্য করিয়াছি যেন তুমি খোদাভীরুগণকে উহা দ্বারা সুসংবাদ প্রদান ও বিদ্রোহী বিভ্রান্ত সম্প্রদায়কে ভয় প্রদর্শন করিতে পার (১৯ ঃ ৯৭)।

(١٨٩) هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا ۚ فَلَمَّا تَغَشّٰهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهٖ ۚ فَلَمَّاۤ اَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ○

(١٩٠) فَلَمَّاۤ اٰتٰىهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهٗ شُرَكَآءَ فِيْمَاۤ اٰتٰىهُمَا ۚ فَتَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

১৮৯. তিনিই তোমাদিগকে এক ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন ও উহা হইতে তাহার সংগিনী সৃষ্টি করেন যাহাতে সে তাহার নিকট শান্তি পায়। অতঃপর যখন সে তাহার সহিত সংগত হয় তখন সে এক লঘু গর্ভধারণ করে এবং ইহা লইয়া সে অনায়াসে চলাফেরা করে; গর্ভ যখন গুরুভার হয় তখন তাহারা উভয়ে তাহাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করে, যদি তুমি আমাদিগকে এক পূর্ণাংগ সন্তান দান কর, তবে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞ থাকিব।

১৯০. তিনি যখন তাহাদিগকে একটি ভাল সন্তান দান করেন, তাহারা তাহাদিগকে যাহা দেওয়া হয় সে সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র শরীক করে ; কিন্তু তাহারা যাহাকে শরীক করে আল্লাহ্ তাহা অপেক্ষা অনেক ঊর্ধ্বে।

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে সতর্ক করিয়া জানাইতেছেন যে, সকল মানুষকে এক আদম হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে। প্রথমে আদম হইতে হাওয়াকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। অতঃপর তাহাদের উভয় হইতে সারা দুনিয়ায় মানুষ বিস্তার লাভ করিয়াছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ ـ

অর্থাৎ হে মানুষ! আমি তোমাদিগকে পুরুষ ও নারী হইতে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তোমাদিগকে শাখা-প্রশাখা ও গোত্রে বিভক্ত করিয়াছি যেন পরস্পরকে চিনিতে পার। নিশ্চয়ই তোমাদের সেই লোকই আল্লাহ্‌র নিকট অধিক মর্যাদাবান যে সর্বাধিক মুত্তাকী (৪৯ ঃ ১৩)।

তিনি আরও বলেন ঃ

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

অর্থাৎ হে মানব! তোমরা সেই প্রতিপালককে ভয় কর যিনি এক ব্যক্তিত্ব হইতে তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহা হইতেই তাহার স্ত্রীকে সৃষ্টি করিয়াছেন (৪ ঃ ১)।

এখানে আল্লাহ্ বলেন ঃ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا অর্থাৎ তাহা হইতে তাহার স্ত্রীকে এই জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে, যেন সে উহাকে ভালবাসিয়া স্বস্তি ও শান্তি পায়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَمِنْ اٰيَاتِهٖ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ـ

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের ইহাও একটি নিদর্শন যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের হইতেই স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তোমরা তাহাদের ভিতর শান্তি ও স্বস্তি খুঁজিয়া পাও। আর তিনিই তোমাদের ভিতর ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। অন্য দুইটি আত্মার ভালবাসা কখনও স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসার চাইতে বড় হইতে পারে না। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, কোন যাদুকরের পক্ষেও স্বামী-স্ত্রীর ভিতর বিচ্ছেদ ঘটানো খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয় (৩০ ঃ ২১)।

فَلَمَّا تَغَشّٰهَا অর্থাৎ যখন পুরুষটি তাহার স্ত্রীর সহিত সংগম সম্পন্ন করে। حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيْفًا অর্থাৎ গর্ভের সূত্রপাত ঘটিল ও অত্যন্ত হাল্কা ধরনের গর্ভ হইল। ফলে স্ত্রীর জন্য উহা কোন কষ্টকর বোঝা হইল না। প্রারম্ভে মণিসংযোগ, অতঃপর রক্তপিণ্ড, তারপর মাংস পিণ্ড।

فَمَرَّتْ بِهٖ বাক্যাংশের তাৎপর্যে মুজাহিদ (র.) বলেন ঃ সে তাহার গর্ভ নিয়া অনায়াসে চলাফিরা করে। হাসান, ইবরাহীম নাখঈ এবং সুদ্দী (র.) ও এই মত পোষণ করেন। মিহরান (র.) হইতে তাহার পুত্র মায়মূন (র.) বলেন ঃ সে উহা লুকাইয়া চলে।

আইয়ুব (র.) বলেন ঃ হাসানকে উহার তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, সে তাহার গর্ভ নিয়া চলাফিরা করে।

ইব্‌ন জারীর (র.) বলেন ঃ উহার অর্থ হইল, তখনও সে পানি লইয়া দাঁড়াইতে ও বসিতে পারে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে আওফী (র.) বলেন ঃ সে উহা লইয়া চলাফিরা করে ও সংশয়ী অভিযোগ তোলে যে, তাহার গর্ভ হইল নাকি ?

فَلَمَّا أَثْقَلَتْ অর্থাৎ যখন গর্ভ ভারী হইল ও তাহার জন্য উহা বোঝা হইয়া দাঁড়াইল।

সুদ্দী (র.) বলেন ঃ যখন তাহার গর্ভে বাচ্চা বড় হইল।

دَّعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا অর্থাৎ উভয়ে আল্লাহ্‌র কাছে একটি নিখুঁত সন্তান চায়।

ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে যাহ্‌হাক উহার তাৎপর্য বলেন ঃ উভয়ই শংকিত হয় না জানি কোন জীব-জানোয়ার পয়দা হয়।

আবুল বাখতারী ও আবূ মালিক (র.) বলেন ঃ তাহারা ভয় পায় যে, হয়ত মানুষ না হইয়া অন্য কিছু পয়দা হইবে।

হাসান বসরী (র.) বলেন ঃ এই কারণেই তাহারা প্রার্থনা জানায়– যদি আমাদিগকে একটি নিখুঁত সন্তান দেন, আমরা অবশ্যই তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিব। আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ-

অর্থাৎ অতঃপর যখন আল্লাহ্ তাহাদিগকে একটি নিখুঁত সন্তান দান করেন তখন তাহারা উহাতে শরীক নির্ধারণ করে। অথচ উক্ত শরীক হইতে আল্লাহ্‌র অবস্থান অনেক উর্ধ্বে।

এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগ বহু হাদীছ ও আছার বিদ্যমান। তাফসীরকারগণ উহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমি ইনশাআল্লাহ্ যথা স্থানে উহা উদ্ধৃত ও পর্যালোচনা করিব এবং উহার ভিতর বিশুদ্ধ মত কোনটি তাহাও নির্ণয় করার প্রয়াস পাইব।

নবী করীম (সা.) হইতে পর্যায়ক্রমে ইমাম আহমদ (র.) তাহার মুসনাদে বর্ণনা করেনঃ

"হাওয়া (আ.) যখন সন্তান জন্ম নিল, তখন ইবলীস তাহার চারিপাশে ঘুর ঘুর করিতেছিল। মা হাওয়ার কোন সন্তান বাঁচিত না। ইবলীস বলিল– উহার নাম আবদুল হারিছ রাখ, তাহা হইলে সে বাঁচিবে। তাই তিনি তাহার নাম আবদুল হারিছ রাখিলেন এবং সে বাঁচিয়া রহিল। ইহা ঘটিল শয়তানের ওয়াহী ও তাহার নির্দেশ মতে।

আবদুস সামাদ ইব্‌ন আবদুল উয়ারিছ (র.) হইতে ইব্‌ন জারীর (র.) ও উহা বর্ণনা করেন। ইমাম তিরমিযী তাঁহার তাফসীর অধ্যায়ে আবদুস সামাদ হইতে মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্নার সূত্রে হাদীছটি উদ্ধৃত করিয়া মন্তব্য করেন ঃ হাদীছটি 'হাসান গরীব' শ্রেণীর এবং উমর ইব্‌ন ইবরাহীমের সনদ ভিন্ন অন্য কোন সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। আবদুস সামাদ হইতে তাহাদের কেহ কেহ হাদীছটি মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

হাকিম (র.) তাহার 'মুস্তাদরাক' সংকলনে হাদীছটি মারফূ হিসাবে আবুদস সামাদের সূত্রে উদ্ধৃত করিয়া বলেন ঃ হাদীছটির সনদ বিশুদ্ধ, কিন্তু সহীহ্‌দ্বয়ে ইহা উদ্ধৃত হয় নাই।

উমর ইব্‌ন ইবরাহীম (র.) হইতে আবূ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ হাতিম (র.) তাহার তাফসীরে মারফূ সনদে হাদীছটি উদ্ধৃত করেন।

আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়া (র.) উহা তাহার তাফসীরে মারফূ সনদে উমর ইব্‌ন ইবরাহীম (র.) হইতে শাজ ইব্‌ন ফাইয়াজের সূত্রে বর্ণনা করেন।

আমি বলিতেছি ঃ শাজই মূলত হিলাল ইব্‌ন ফাইয়াজ, শাজ হইল তাহার ডাক নাম। মোট কথা তিনটি কারণে হাদীছটি ত্রুটিপূর্ণ।

এক ঃ আমর ইব্‌ন ইবরাহীম বসরার লোক। ইব্‌ন মুঈন তাহাকে নির্ভরযোগ্য বলিলেও আবূ হাতিম রাযী বলেন, তাহার হাদীছ দলীল হওয়ার যোগ্য নহে। অবশ্য ইব্‌ন মারদুবিয়া (র.) সামুরা হইতে মুতামারের সনদে মারফূ সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।

দুই ঃ হাদীছটি মারফূ তো নহেই, বরং সামুরার বক্তব্য হিসাব বর্ণিত হইয়াছে। যেমন ইব্‌ন জারীর (র.) বলেন ঃ আবুল আলা ইব্‌ন শিখ্‌খীর হইতে ইব্‌ন আবদুল আলা বর্ণনা করেন যে, সামুরা ইব্‌ন জুন্দুব (রা.) বলেন ঃ আদম (আ.) তাহার পুত্রের নাম রাখিলেন আবদুল হারিছ।

তিন ঃ হাসান নিজেই এই আয়াতের অন্যরূপ ব্যাখ্যাদান করিয়াছেন। যদি সামুরা (র.) হইতে মারফূ সূত্রে তিনি উক্তরূপ তাফসীর পাইতেন তাহা হইলে অবশ্যই তিনি উহার বদলে অন্য ব্যাখ্যা দিতেন না। হাসান (র.) ইব্‌ন ওয়াকী ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, তিনি উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন ঃ আদম (আ.) নহেন, বরং তাহার বংশধর সম্প্রদায়গুলির কোন কোন লোক উক্তরূপ শরীক নির্ধারণ করিত।

মুআম্মার (র.) হইতে যথাক্রমে মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা বলেন ঃ হাসান (র.) বলিয়াছেন, আলোচ্য আয়াতে আদম (আ.)-এর পরে তাহার বংশধরগণের মধ্যকার শির্‌ককারীদের কথা বলা হইয়াছে।

কাতাদা (র.) হইতে যথাক্রমে বাশার বলেন ঃ হাসান (র.) বলিতেন ঃ আয়াতে উল্লেখিত শির্‌ককারিগণ হইল ইয়াহূদী ও নাসারা। আল্লাহ্ পাক তাহাদিগকে নিখুঁত সন্তান দান করেন। অথচ তাহারা তাহাদিগকে ইয়াহূদী ও নাসারা বানায়।

হাসান (রা.) হইতে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা সম্বলিত এই সকল বর্ণনা বিশুদ্ধ। ইহাই আয়াতের উত্তম তাফসীর। আয়াত হইতেও ইহাই সুস্পষ্ট বুঝা যায়। যদি প্রথমোক্ত হাদীছটি রাসূল (সা.) হইতে সুরক্ষিত বিশুদ্ধ বর্ণনা হইত তাহা হইলে হাসান (রা.) ও অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম কখনও আয়াতের অন্যরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিতেন না। কারণ, উহা তাহাদের স্বীকৃত তাকওয়া ও ন্যায়নিষ্ঠার পরিপন্থী ব্যাপার। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মূলত হাদীছটি কোন কোন সাহাবীর ব্যক্তিগত বক্তব্য। হয়ত তাহারা আহলে কিতাব হইতে আগত কাব, ওয়াহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ্ প্রমুখ হইতে এই বক্তব্য আহরণ করিয়াছেন। আমি অচিরেই উহা বিশ্লেষণ করিব ইনশাআল্লাহ্। সেখানে হাদীছটি মারফূ কিনা তাহা নির্ণীত হইবে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র.) – – – –ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন ঃ শুরুতে আদম (আ.)-এর ঔরসে ও হাওয়া (আ.)-এর গর্ভে সন্তান জন্ম নিত। তাহারা উহাকে আল্লাহ্‌র বান্দা হিসাবে স্থির করিয়া নাম রাখিত আবদুল্লাহ্, উবায়দুল্লাহ্ ইত্যাদি। কিন্তু তাহারা বাঁচিত না। অতঃপর একদিন ইবলীস আসিয়া তাহাদিগকে বলিল– যদি তোমরা সন্তানের নাম যাহা রাখিতেছে তাহা না রাখিয়া অন্য নাম রাখ তাহা হইলে অবশ্যই সন্তান বাঁচিবে। অতঃপর তাহাদের একটি পুত্র সন্তান হইল। তাহারা তাহার নাম রাখিলেন– আবদুল হারিছ। তাই আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাযিল করেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতটি আদম (আ.) সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। আয়াতের فَمَرَّتْ بِهِ অংশের তাৎপর্য হইল, গর্ভবর্তী হইলেন, না কি হইলেন তাহা বুঝিতে না পারিয়া অভিযোগ তুলিলেন। যখন পূর্ণগর্ভা হইয়া আল্লাহ্‌র কাছে নিখুঁত সন্তানের জন্য উভয়ে প্রার্থনা জানাইলেন, তখন শয়তান আসিয়া তাহাদিগকে বলিল, তোমরা কি জিনিস জন্ম দিতে যাইতেছ তাহা কি তোমরা জান ? অথবা বলিল, তোমরা পশু জন্ম দিতেছ কিনা তাহা কি তোমাদের জানা আছে ? এইভাবে সে তাহাদিগকে বিবিধ বাতিল ধারণায় বিভূষিত করিল। কারণ সে নিজে চরম বিভ্রান্ত। ইতিপূর্বে তাহারা দুইটি সন্তান জন্ম দিয়াছিল। তাহারা শৈশবেই মারা

গেল। তাই শয়তান তাহাদিগকে বুঝাইল, যদি তোমরা আমার সাথে সংযোগ ছাড়া নাম রাখ তাহা হইলে সন্তানও ভাল হইবে না এবং বাঁচিবেও না। তোমাদের আগের সন্তানদের এই কারণে মারা গিয়াছে। এই সব শুনিয়া তাহারা তাহাদের ভাবী সন্তানের নাম রাখিল আবদুল হারিছ। আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে তাহাই বলিয়াছেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে যথাক্রমে সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের, খসীফ, শুরাইক ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক (র.) বর্ণনা করেন যে তিনি বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতেও فَلَمَّا تَغَشَّاهَا অর্থাৎ আদম (আ.) যখন সংগত হইলেন, حَمَلَتْ অর্থাৎ হাওয়া (আ.) যখন সবেমাত্র গর্ভধারণ করিলেন, তখন উভয়ের নিকট ইবলীস আসিল। সে বলিল, আমি তোমাদের সেই সহচর যে তোমাদিগকে জান্নাত হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছে। আমার কথা শোনার কারণেই তাহা ঘটিয়াছে। অথবা আমি তোমার গর্ভজাত বস্তুকে অবশ্যই শিংওয়ালা হরিণ বানাইব। তাই উহা প্রসব করা তোমার জন্য ভয়ানক কষ্টদায়ক হইবে। আমি অবশ্যই তোমাদিগকে সুনিশ্চিত ভয়ের কথা বলিতেছি। তোমরা তাই উহার নাম আবদুল হারিছ রাখ। কিন্তু তাহারা উভয়ে শয়তানের কথা মানিতে অস্বীকার করিল। দেখা গেল, তাহাদের একটি মৃত সন্তান হইয়াছে। দ্বিতীয়বার গর্ভধারণ করিলে শয়তান পুনরায় তাহাদের নিকট আসিয়া। বলিল, আমি যাহা বলার বলিয়াছিলাম। আবারও তোমাদিগকে সেই ভয় দেখাইতেছি। কিন্তু তাহারা এবারেও তাহার কথা মানিতে অস্বীকৃতি জানাইল। দেখা গেল, এবারেও একটি মৃত সন্তান জন্ম নিয়াছে। তৃতীয়বারে যখন গর্ভ দেখা দিল, তখন আবার শয়তান আসিয়া তাহাদিগকে পিছনের কথা স্মরণ করাইল। এদিনে তাহাদের সন্তান বাৎসল্য জন্ম নিল। তাই এবার তাহারা ভাবী সন্তানের নাম রাখিল আবদুল হারিছ। আলোচ্য আয়াতে এই ঘটনাই বুঝানো হইয়াছে। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র.) ইহা বর্ণনা করেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-এর বর্ণিত এই আছারগুলি মুজাহিদ, সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের, ইকরামা প্রমুখ তাহার শাগরিদগণ এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্য হইতে কাতাদা ও সুদ্দীর মত তাবিঈ এবং পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী বহু ইমাম, মুফাস্‌সির ও মুহাদ্দিছ বর্ণনা করিয়া আসিয়াছেন। মূলত আল্লাহ্ই ভাল জানেন, উহার উৎস হইল আহলে কিতাব হইতে ঈমান প্রাপ্ত সাহাবায়ে কিরাম। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) ইহা বর্ণনা করেন উবায় ইব্‌ন কা'ব হইতে। যেমন ইব্‌ন আবূ হাতিম (র.) বলেন ঃ

উবায় ইব্‌ন কা'ব (রা.) হইতে পর্যায়ক্রমে ইব্‌ন আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদা, সাঈদ ইব্‌ন বাশীর ইব্‌ন উকবা। আবুল জামাহির বর্ণনা করেন– যখন মা হাওয়া গর্ভবতী হইলেন, তখন তাহার নিকট শয়তান উপস্থিত হইল। সে তাহাকে বলিল, তুমি আমার কথা মানিয়া চল, তোমার সন্তানকে নিরাপদে থাকিতে দিব। তুমি

তোমার সন্তানের নাম রাখ আবদুল হারিছ। মা হাওয়া উহার কথা শুনিলেন না। অতঃপর তিনি একটি মৃত সন্তান প্রসব করিলেন। দ্বিতীয়বার যখন গর্ভবতী হইলেন, শয়তান আসিয়া পূর্ববৎ বলিল। তিনি তাহা শুনিলেন না। আবারও মৃত সন্তান হইল। তৃতীয়বার গর্ভবতী হইলে শয়তান আসিয়া বলিল, এবারে আমার কথা না শুনিলে চতুষ্পদ জীব জন্ম নিবে। ইহাতে ভীত হইয়া বাবা আদম ও মা হাওয়া তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিলেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

এই আছারগুলির উৎস দেখা যায় আহলে কিতাব হইতে আগত সাহাবী, অথচ আহলে কিতাবের বর্ণনা সম্পর্কে নবী করীম (সা.)-এর হাদীছ হইল ঃ اذا حدثكم اهل الكتاب فلا تصدقوهم ولاتكذبوهم অর্থাৎ যখন কোন আহলে কিতাবের বর্ণনা শুনিবে তখন তোমরা উহা সত্য বলিয়াও গ্রহণ করিও না এবং মিথ্যা বলিয়াও উড়াইও না। দ্বিতীয়ত তাহাদের বর্ণনাগুলি তিন ধরনের। এক ধরনের বর্ণনা আমরা কুরআন, হাদীছের দলীলের ভিত্তিতে সত্য বলিয়া জানিতে পাই। অপর শ্রেণীর বর্ণনা কুরআন-হাদীছের বিপরীত বিধায় মিথ্যা বলিয়া জানি। তৃতীয় শ্রেণীর বর্ণনা সম্পর্কে কুরআন হাদীছ নীরব। এরূপ বর্ণনা সম্পর্কে হুযূর (সা.) বলেন ঃ বনী ইসরাঈল হইতে এই ধরনের বর্ণনা গ্রহণে কোন ক্ষতি নাই।

এই হাদীছটিকেও আমরা হুযূর (সা.)-এর ইরশাদ মুতাবিক সত্য কি মিথ্যা কোনটিই বলিব না। তবে হাদীছটি বনী ইসরাঈলের বর্ণনার দ্বিতীয় শ্রেণীর, না তৃতীয় শ্রেণীর তাহা ভাবিবার বিষয়। সাহাবা ও তাবিঈদের যাহারা ইহা বর্ণনা করিয়াছে তাহারা তৃতীয় শ্রেণীর মনে করিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। তবে আমরা হাসানের অনুসারীরা মনে করি, আয়াতের ইশারা ইংগিত বলিতেছে যে, শির্ককারীদ্বয় আদম হাওয়া নন, বরং তাহার বংশধরদের মুশরিকগণ। তাই আল্লাহ্ বলিলেন ঃ فَتَعَالَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ। অর্থাৎ তাহারা যাহাকে শরীক বানায় আল্লাহ্ তাহা হইতে অনেক উর্ধ্বে।

তিনি বলেন ঃ আয়াতে যে আদম ও হাওয়ার ইংগিত আসিয়াছে উহা হইল পরবর্তীর জন্য ভূমিকা স্বরূপ। আদি পিতা-মাতা দ্বারা অন্য সব পিতা-মাতাকে বুঝানো হইয়াছে। ইহা হইল ব্যক্তির উল্লেখ দ্বারা জাতি বুঝানোর প্রক্রিয়া। যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন ঃ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ অর্থাৎ নিঃসন্দেহে আমি পৃথিবীর আকাশকে নক্ষত্রমণ্ডলী দ্বারা সুসজ্জিত করিয়াছি (৬৭ ঃ ৫)। ইহা নিশ্চিত কথা যে, এই নক্ষত্র এবং ছুড়িয়া মারা নক্ষত্র এক নহে। এখানেও আকাশ না সাজানোর নক্ষত্র বলিয়া ছুড়িয়া মারার নক্ষত্র তথা সকল জাতের নক্ষত্রকেই বুঝানো হইয়াছে। ইহাই কুরআনের আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্য।

(১৯১) اَيُشْرِكُوْنَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ ○

(১৯২) وَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ لَهُمْ نَصْرًا وَّلَآ اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ ○

(১৯৩) وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى لَا يَتَّبِعُوْكُمْ ۚ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ
اَدَعَوْتُمُوْهُمْ اَمْ اَنْتُمْ صَامِتُوْنَ ○

(১৯৪) اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ فَادْعُوْهُمْ
فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

(১৯৫) اَلَهُمْ اَرْجُلٌ يَّمْشُوْنَ بِهَآ ۖ اَمْ لَهُمْ اَيْدٍ يَّبْطِشُوْنَ بِهَآ ۖ اَمْ لَهُمْ
اَعْيُنٌ يُّبْصِرُوْنَ بِهَآ ۖ اَمْ لَهُمْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ۗ قُلِ ادْعُوْا
شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيْدُوْنِ فَلَا تُنْظِرُوْنِ ○

(১৯৬) اِنَّ وَلِيِّۦَ اللّٰهُ الَّذِيْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ ○

(১৯৭) وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَكُمْ وَلَآ
اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ ○

(১৯৮) وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى لَا يَسْمَعُوْا ۖ وَتَرٰىهُمْ يَنْظُرُوْنَ
اِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ○

১৯১. তাহারা কি এমন বস্তুকে শরীক করে যাহারা কিছুই সৃষ্টি করে না ? বরং উহারা নিজেরাই সৃষ্ট।

১৯২. উহারা তাহাদিগকে সাহায্য করিতে পারে না, এমনকি উহাদের নিজদেরকেও নহে।

১৯৩. তোমরা উহাদিগকে সৎপথে আহ্বান করিলে উহারা তোমাদিগকে অনুসরণ করিবে না; তোমরা উহাদিগকে আহ্বান কর বা চুপ করিয়া থাক, তোমাদের পক্ষে উভয়ই সমান।

১৯৪. আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাহাদিগকে ডাকিয়া থাক তাহারা তো তোমাদের ন্যায়ই বান্দা; তোমরা তাহাদিগকে ডাক, তাহারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

১৯৫. তাহাদের কি চলিবার চরণ আছে ? তাহাদের কি ধরিবার হস্ত আছে ? তাহাদের কি দেখিবার নয়ন আছে ? কিংবা তাহাদের কি শ্রবণ করিবার কর্ণ আছে? বল, তোমরা যাহাদিগকে আল্লাহ্‌র শরীক করিয়াছ তাহাদিগকে ডাকিয়াও আমার বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে ষড়যন্ত্র কর এবং আমাকে আদৌ অবকাশ দিও না

১৯৬. আমার অভিভাবক তো আল্লাহ্ যিনি কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং তিনিই নেক্‌কারগণের অভিভাবকত্ব করিয়া থাকেন।

১৯৭. আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাহাদিগকে ডাকিয়া থাক তাহারা তো তোমাদের কোন সাহায্য করিতে পারে না। এমনকি তাহাদের নিজেদেরও সাহায্য করিতে পারে না।

১৯৮. যদি তাহাদিগকে সৎপথে আহ্বান কর তবে তাহারা শ্রবণ করিবে না এবং তুমি দেখিতে পাইবে যে, তাহারা তোমার দিকে তাকাইয়া আছে ; কিন্তু তাহারা দেখিতে পায় না।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিমা ও অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুকে আল্লাহ্‌র শরীক করার অসারতা ও অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতেছেন। কারণ, উহারা তো আল্লাহ্‌রই সৃষ্টি এবং তাঁহারই দয়ায় প্রতিপালিত। এমনকি উহারা মানুষের হাতে বানানো কৃত্রিম বস্তু। উহাদের তো কোনই ক্ষমতা নাই। উহারা না কাহারো ক্ষতি করিতে পারে, না কাহারো উপকার করিতে পারে। উহারা দেখেও না, শুনেও না। উহারা নিজ উপাসনাকারিগণকে কোনই সাহায্য করিতে পারে না। উহারা তো অসার পদার্থ, নড়িতে পারে না, সরিতে পারে না, দেখিতে পায় না এবং শুনিতেও পায় না। উহাদের হইতে উহাদের উপাসকরা সর্বদিক দিয়াই পরিপূর্ণ। উপাসকরা দেখিতে পায়, শুনিতে পায় ও কোন কিছু ধরিতে পারে। তাই আল্লাহ্ পাক সবিস্ময়ে বলেন ঃ أَيُشْرِكُونَ مَالَايَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ অর্থাৎ তোমরা কি এমন কিছুকে শরীক করিতেছ যাহারা কোন কিছু সৃষ্টি করে না ; বরং উহারা নিজেরাই সৃষ্ট বস্তু ? তোমাদের সেই মাবূদগণের তো কোন কিছুই করার ক্ষমতা নাই। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

يَا اَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِاجْتَمَعُوْا لَهٗ وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَايَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ ، مَاقَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ -

অর্থাৎ হে মানব! তোমাদিগকে একটি উদাহরণ দেওয়া হইতেছে, উহা শ্রবণ করঃ নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছুকে ডাকে, তাহারা একটি মাছিও সৃষ্টি করিতে পারে না, উহার জন্য সেই উপাস্যগণ এক জোট হইয়াও পারে না। আর যদি কোন

মাছি তাহাদের কিছু ছিনাইয়া নেয় তাহা হইলে উহারা তাহা ছাড়াইয়াও আনিতে পারে না। যেমন দুর্বল উপাসক, তেমনি দুর্বল উপাস্য! তাহারা আল্লাহ্‌র যথার্থ মূল্যায়নে ব্যর্থ হইল। নিশ্চয় আল্লাহ্ অশেষ শক্তিশালী, মহা প্রতাপশালী (২২ ঃ ৭৩-৭৪)।

আল্লাহ্ পাক এখানে সুস্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, যাহারা নিজেদের রুযীটুকু নগণ্য মাছির হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে না আর নিজেদের সাহায্যই নিজেরা করিতে পারে না, তাহারা কি করিয়া উপাসকগণকে রুযী দিবে আর তাহাদিগকে কিরূপে সাহায্য করিবে ?

لَايَخْلُقُ شَيْئًا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা এই যে, তাহারা সৃষ্টি করিবে তো দূরের কথা, নিজেরাই সৃষ্ট ও হাতেগড়া বস্তু।

وَلَايَسْتَطِيْعُوْنَ لَهُمْ نَصْرًا অর্থাৎ তাহারা উপাসকগণকে সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে না।

وَلَا اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ অর্থাৎ এমনকি তাহাদের কেহ কোন ক্ষতি করিতে চাহিলে নিজেরা নিজেদের সাহায্য করিয়া ক্ষতি হইতে বাঁচিতে পারে না।

হযরত ইবরাহীম (আ.) তাহার সম্প্রদায়ের মূর্তিগুলি ভাংগার সময় এই সকল যুক্তিই উত্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, ইহারা যেমন হীন বস্তু, ইহার উপাসকরা তাহা হইতেও হীন জীব। যেমন আল্লাহ্ পাক তাহার বন্ধুর সেই কার্যাবলী সম্পর্কে আমাদিগকে জানান ঃ

فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِيْنِ অর্থাৎ তিনি দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিলেন উহাদিগকে আঘাত হানার জন্য (৩৭ ঃ ৯৩)।

فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ অর্থাৎ অতঃপর তিনি উহা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিলেন কেবলমাত্র বড় মূর্তিটি বাদ দিয়া-যেন তাহারা এই জন্য উহাকে দায়ী করে (২১ ঃ ৫৮)।

মুআয ইব্‌ন আমর ইব্‌ন জামূহ ও মাআয ইব্‌ন জাবাল (রা.) তাহাই করিয়াছিলেন। তাহারা উভয়ে যুবক ছিলেন। অতঃপর উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। যখন তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খিদমতে মদীনায় আসিলেন। অতঃপর সিদ্ধান্ত নিলেন, এক রাত্রিতে তাহারা নিজ সম্প্রদায়ের মুশরিকদের মূর্তিগুলির উপর চড়াও হইয়া উহা ভগ্ন ও ধ্বংস করিবেন এবং উহাদের হাতের কাছে লাঠি রাখিয়া দিবেন যেন মুশরিকরা উহাদিগকে দায়ী করে ও তাহারা বাঁচিয়া যায়।

মুআযের পিতা আমর ইব্ন জামূহ নিজ সম্প্রদায়ের সর্দার ছিলেন। তিনি মূর্তি তৈরী করিয়াছিলেন উপাসনার জন্য। উহাকে সুঘ্রাণে বিমণ্ডিত করিয়া পূজা করা হইত। মুআয ও মাআয পূর্ব সিদ্ধান্ত মতে রাত্রি বেলা আসিয়া উহার মাথা ভাংগিল ও উহাকে বিবর্ণ ও নোংরা করিয়া রাখিল। সকাল বেলা আমর ইব্ন জামূহ পূজা করিতে আসিয়া উপাস্য দেবতার সকরুণ অবস্থা দেখিলেন। অতঃপর তিনি উহাকে গোসল করাইয়া সুঘ্রাণ লাগাইয়া হাতের কাছে একটি তরবারি রাখিয়া দিয়া বলিলেন– এখন হইতে নিজেকে নিজে সাহায্য করুন। পরবর্তী রাত্রিতে মুআয ও মাআয পুনরায় আসিয়া উহার সহিত পূর্ববাৎ ব্যবহার করিলেন। অতঃপর উহাকে একটি মৃত কুকুরের সহিত রশিতে জড়াইয়া পার্শ্ববর্তী কূপে নিক্ষেপ করিলেন। সকালে আমর ইব্ন জামূহ আসিয়া যখন এই অবস্থা দেখিলেন, তখন বুঝিতে পারিলেন যে, একটি বাতিল দীন তিনি অনুসরণ করিতেছেন। তাই বলিলেন ঃ

تا الله لو كنت الها مستدن * لم تك والكلب جميعا فى قرن -

"আল্লাহ্ কসম! তুমি যদি সত্য দীনের দেবতা হইতে তাহা হইলে তুমি কুকুরের সাথে এইভাবে রশিতে জড়াইয়া কূপে পড়িয়া থাকিতে না।"

অতঃপর সে ইসলাম গ্রহণ করিল। কতই সৌভাগ্যজনক হইল তাহার ইসলাম গ্রহণ! তিনি উহুদের অন্যতম শহীদের মর্যাদা পাইলেন। মাওলা তাহার উপর রাযীখুশী হইলেন এবং তাহাকে ঠাঁই দিলেন জান্নাতুল ফিরদাউসে।

وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى لَايَتَّبِعُوْكُمْ অর্থাৎ তাহাদিগকে যদি হিদায়েতের দিকে ডাক তাহা হইলে তাহারা তোমাদের অনুসরণ করিবে না। কারণ, এই সকল প্রতিমাও কাহারও কোন ডাক শুনিতে পায় না। তাহাদিগকে ডাক আর না ডাক সমান কথা। তাই ইবরাহীম (আ.) বলিয়াছিলেন ঃ

يَا اَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَالَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِىْ عَنْكَ شَيْئًا -

অর্থাৎ হে পিতা! কেন তুমি এমন বস্তুর পূজা কর যাহা শুনিতে পায় না, দেখিতেও পায় না এবং তোমার কোনই উপকারে আসে না (১৯ ঃ ৪২)।

অতঃপর আল্লাহ্ বলেন, উহারা তো উহাদের উপাসকদের মতই নগণ্য সৃষ্টবান্দা মাত্র। বরং উহাদের মানুষ উপাসকরা উহাদের হইতে উত্তম। কারণ, তাহারা দেখিতে, শুনিতে ও ধরিতে পারে। অথচ উহারা তাহাও পারে না।

قُلِ ادْعُوْا شُرَكَاءَكُمْ অর্থাৎ আমার বিরুদ্ধে সাহায্যের জন্য তোমাদের দেবতাগণকে ডাকিয়া লও এবং আমাকে মুহূর্তমাত্র অবকাশ দিও না। এমন কি তোমরা সকলে মিলিয়া আমার বিরুদ্ধে প্রাণপণ চেষ্টা কর।

اِنَّ وَلِيِّ اللّٰهُ الَّذِىْ نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ই আমার অভিভাবক, তিনিই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনিই আমার সহায়ক, তাহারই উপর আমার ভরসা ও তিনিই আমার আশ্রয়। তিনি দুনিয়া ও আখিরাতে আমার একমাত্র পৃষ্ঠপোষক। আমার পরেও তিনি নেক্কারদের অভিভাবক থাকিবেন।

হূদ (আ.)ও তাহার সম্প্রদায়ের জবাবে ঠিক এই ভাবেই বলিয়াছিলেন। যেমন ঃ

اِنْ نَّقُوْلُ اِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ اٰلِهَتِنَا بِسُوْءٍ قَالَ اِنِّىْ اُشْهِدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُوْا اَنِّىْ بَرِىْءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ، مِنْ دُوْنِهٖ فَكِيْدُوْنِىْ جَمِيْعًا ثُمَّ لَاتُنْظِرُوْنَ ، اِنِّىْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّىْ وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ -

"আমরা তো ইহাই বলি, আমাদের কোন ইলাহ তোমাকে অভিশাপ দিয়াছেন। সে বলিল, আমি আল্লাহ্কে সাক্ষী করিতেছি এবং তোমরাও সাক্ষী হও যে, আমি তাহা হইতে পবিত্র যাহাকে তোমরা আল্লাহ্র শরীক কর, আল্লাহ্ ব্যতীত। তোমরা সকলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর। অতঃপর আমাকে অবকাশ দিও না। আমি নির্ভর করি আমাদের ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্র উপর, এমন কোন জীবজন্তু নাই, যাহা তাহার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নহে। আমার প্রতিপালকই সরল পথে রহিয়াছেন (১১ ঃ ৫৪-৫৬)।

হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ (আ.) বলেন ঃ

اَفَرَءَيْتُمْ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ، اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمُ الْاَقْدَمُوْنَ ، فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّىْ اِلَّا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ ، الَّذِىْ خَلَقَنِىْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ -

অর্থাৎ তোমরা কি তাহার সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখ নাই, তোমরা কিসের পূজা করিতেছিলে তোমরা ও তোমাদের পূর্ব পুরুষগণ ? তাহারা অবশ্যই আমার শত্রু। আমার পক্ষে শুধু নিখিল সৃষ্টির প্রতিপালক, যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তারপর আমাকে পথ নির্দেশ করিয়াছেন (২৬ ঃ ৭৫-৭৮)।

তিনি নিজ পিতা ও তাহার সম্প্রদায়কে বলিলেন ঃ

اِنَّنِىْ بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ ، اِلَّا الَّذِىْ فَطَرَنِىْ فَاِنَّهٗ سَيَهْدِيْنِ ، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِىْ عَقِبِهٖ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ -

অর্থাৎ আমি অবশ্যই তোমরা যাহা পূজা করিতেছ তাহা হইতে পবিত্র। আমি তাহারই উপাসক যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর তিনি আমাকে আশু পথ দেখাইতেছেন। তাহার এই হিদায়েতকে চিরন্তন বাণীরূপ দিয়াছেন যাহাতে তাহার অসাক্ষাতে মানুষ পথে ফিরিয়া আসে, (৪৩ ঃ ২৬)।

وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ আয়াতটি মূলত পূর্ব কথার উপর জোর দেওয়ার জন্য আসিয়াছে। পূর্বের আয়াতে যেখানে সম্বোধন-সূচক বাক্য ছিল, এখানে তাহা নাম-পুরুষের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হইয়াছে। তাই বলা হইয়াছে- لَايَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَكُمْ وَلَا اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ অর্থাৎ তাহারা না তোমাদের কোন সাহায্য করিতে পারে, না নিজেদের কোন সাহায্য করে।

وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى لَايَسْمَعُوْا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ وَهُمْ لَايُبْصِرُوْنَ অর্থাৎ যদি তুমি তাহাদিগকে সৎপথে আহ্বান কর তাহা হইলে তাহারা শুনবে না এবং তুমি তাহাদিগকে দেখিবে, তোমার দিকে তাকাইয়া আছে। অথচ তাহারা দেখে না। একই অর্থে অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ وَهُمْ لَايُبْصِرُوْنَ অর্থাৎ সে তোমার চোখের দিকে চোখ রাখিয়া তাকাইয়াই থাকিবে। কারণ, উহা তো প্রস্তর মূর্তির চোখ। দেখিতে উহা চোখের মত হইলেও মূলত দৃষ্টিহীন। তেমনি নির্বোধ মানুষেরা মানুষের মত চোখ, কান, অন্তর সব কিছু থাকা সত্ত্বেও সত্যকে দেখে না, শুনে না ও বুঝে না।

সুদ্দী (র.) বলেন – এই আয়াত দ্বারা মুশরিকগণকে বুঝানো হইয়াছে। মুজাহিদ (র.) হইতেও অনুরূপ তাৎপর্য বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য প্রথম তাৎপর্যই উত্তম। ইব্ন জারীর (র.) উহা পসন্দ করিয়াছেন। উহার বর্ণনাকারী হইলেন কাতাদা (র.)।

(١٩٩) خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ○

(٢٠٠) وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۚ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

১৯৯. তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন কর, সৎকার্যের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞদেরকে উপেক্ষা কর।

২০০. যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে আল্লাহ্র আশ্রয় চাইবে। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

তাফসীর ঃ خُذِ الْعَفْوَ বাক্যের তাৎপর্য সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে আলী ইব্ন তালহা (র.) বলেন ঃ অর্থাৎ তাহাদের সম্পদ হইতে উদ্বৃত্ত যাহা তোমাকে প্রদান করে তাহা তুমি গ্রহণ কর আর তোমাকে তাহারা যে বস্তুই দেয় তাহা নাও। অবশ্য এই বিধান ছিল যাকাত ফরয হওয়ার পূর্বে। নির্ধারিত যাকাত ফরযের বিধান জারী হওয়ার পর ইহা নফল সাদকার পর্যায়ে নামিয়া যায়। এই বর্ণনাটি সুদ্দীর।

ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে যাহ্হাক (র.) বলেন ঃ خُذِ الْعَفْوَ অর্থ انفق الفضل অর্থাৎ উদ্বৃত্ত সম্পদ দান কর।

ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে সাঈদ ইব্ন যুবায়ের (র.) বলেন ঃ خُذِ الْعَفْوَ অর্থাৎ উদ্বৃত্ত সম্পদ গ্রহণ কর।

আবদুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম বলেন ঃ خُذِ الْعَفْوَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা দশ বৎসরকাল মুশরিকদের ক্ষেত্রে ক্ষমা ও উপেক্ষার নীতি অনুসরণের জন্য হুযূর (সা.)-কে নির্দেশ দেন। অতঃপর তিনি তাহাদের প্রতি কঠোর হওয়ার নির্দেশ দেন। ইব্ন জারীর (র.) এই অভিমত গ্রহণ করিয়াছেন।

মুজাহিদ (র.) হইতে একাধিক ব্যক্তি বর্ণনা করেন ঃ এই বাক্যটি দ্বারা মানুষের অশোভন আচার-আচরণ ও সাধারণ অন্যায় কার্যাবলী ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

উরওয়া (র.) হইতে হিশাম ইব্ন উরওয়া (র.) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে রাসূল (সা.)-কে মানুষের সাথে অশোভন আচার-আচরণ না করার জন্য নির্দেশ দেন। তাহার অন্য বর্ণনায় বলা হয় ঃ মানুষের অংশ হইতে উদ্বৃত্ত যাহা তোমাকে প্রদান করে তাহা গ্রহণ কর। বুখারী শরীফে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়ের (রা.) হইতে উরওয়া সূত্রে হিশাম (র.) হইতে বর্ণিত আছে ঃ আয়াতটিতে মানুষের ব্যবহারগত ত্রুটির ক্ষেত্রে ক্ষমার পথ অনুসরণের জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

ইব্ন উমর (রা.) হইতে উরওয়া হিশাম (র.) উহা বর্ণনা করেন। আয়িশা (রা.) হইতেও যথাক্রমে উরওয়া সূত্রে হিশাম (র.) অনুরূপ বর্ণনা করেন। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

আবূ যুবায়ের (র.) হইতে পর্যায়ক্রমে ওয়াহাব ইব্ন কায়সান, হিশাম, আবূ মুআবিয়া ও সাঈদ ইব্ন মানসূর (র.) বর্ণনা করেন ঃ خُذِ الْعَفْوَ অর্থাৎ মানুষের আচার-আচরণের ক্ষেত্রে ক্ষমার পথ অনুসরণ কর। আল্লাহ্ মানুষকে রাসূল (সা.)-এর ক্ষমাশীল বিনম্র সংস্রব দ্বারা পথে আনিতে চাহেন। এই মতটিই সর্বাধিক খ্যাত। ইব্ন জারীরের বর্ণনা ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ইব্ন আবূ হাতিমও এই মতের সমর্থনে বর্ণনা উদ্ধৃত করেন।

উআইনা (র.) হইতে পর্যায়ক্রমে সুফিয়ান ইব্ন উআইয়া, ইউনুস, ইব্ন আবূ হাতিম ও ইব্ন জারীর (র.) বর্ণনা করেন যে, উআইনা বলেন ঃ রাসূল (সা.)-এর উপর যখন خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ আয়াতটি নাযিল হয় তখন তিনি প্রশ্ন করেন, হে জিবরাঈল! ইহার অর্থ কি? জিবরাঈল (আ.) বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে এই নির্দেশ দিলেন- যে আপনাকে কষ্ট দিবে তাহাকে ক্ষমা করিবেন, যে আপনাকে বঞ্চিত করিবে, তাহাকে দান করিবেন এবং যে আপনাকে বর্জন করিবে তাহার কাছে আপনি যাইবেন।

শা'বী (র.) হইতে পর্যায়ক্রমে সুফিয়ান, আস্‌বা' ইবনুল ফারাজ, আবূ ইয়াযীদ আল কারাতিসী ও ইব্ন আবূ হাতিমও অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে এই বর্ণনাটি সর্বাবস্থায়ই মুরসাল। অবশ্য এই মতের সমর্থনে অন্যান্য সূত্রে যথা জাবির, কায়েস ইব্ন সা'দ ইব্ন উবাদা নবী করীম (সা.) হইতে মারফূ হাদীছও বর্ণনা করেন। ইব্ন মারদুবিয়া হাদীছ দুইটি উদ্ধৃত করেন।

উকবা ইব্ন আমের (রা.) হইতে পর্যায়ক্রমে আল-কাসিম ইব্ন আবূ উসামা আল-বাহেলী, আলী ইব্ন ইয়াযীদ, মুআয ইব্ন রিফাআ, শু'বা, আবুল মুগীরা ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, উকবা ইবন আমির (রা.) বলেন ঃ আমি রাসূল (সা.)-এর সহিত সাক্ষাত করিলাম। অতঃপর তাহার হাতে হাত দিয়া বলিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে কিছু উত্তম আমল বলিয়া দিন। তিনি বলিলেন – হে উকবা! যে তোমাকে বর্জন করিয়াছে, তুমি তাহাকে অর্জন কর, তোমাকে যে বঞ্চিত করিয়াছে, তুমি তাহাকে দান কর এবং যে তোমাকে নিপীড়ন করিয়াছে, তুমি তাহাকে উপেক্ষা কর।

আলী ইব্ন ইয়াযীদ (র.) হইতে উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যুহরের সূত্রে ইমাম তিরমিযী (র.)ও উহা বর্ণনা করেন। হাসান বলেন ঃ আমার মতে আলী ইব্ন ইয়াযীদ ও তাহার শায়েখ কাসিম আবূ আবদুর রহমান (র.) উভয়ই দুর্বল রাবী।

ইমাম বুখারী (র.) বলেন ঃ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে পর্যায়ক্রমে উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উতবা, যুহরী, শুআয়েব ও আবুল ইয়ামান (র.) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন ঃ উআইনা ইব্ন হিস্‌ন ইব্ন হুযায়ফা একদা আগমন করিল। তখন তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র হুর ইব্ন কায়েসও আমার নিকট অবতরণ করিল। তাহারা আমীরুল মু'মিনীন উমর (রা.)-এর মজলিসে বসিল। তাহাদের দলে যুবক ও বৃদ্ধ সব স্তরের লোক ছিল। উআইনা তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে বলিল– হে ভ্রাতুষ্পুত্র। আমীরুল মু'মিনের সহিত তোমার সম্পর্ক রহিয়াছে। সুতরাং আমার জন্য তাহার সহিত কথা বলার অনুমতি নাও। সে বলিল– আমি এক্ষুণি আপনার জন্য অনুমতি নিতেছি। অতঃপর হুর তাহার চাচা উআইনার জন্য খলীফার অনুমতি গ্রহণ করিল। যখন সে খলীফার নিকট উপনীত হইল, তখন বলিল, হে ইবনুল খাত্তাব! আল্লাহ্‌র কসম, তুমি আমাদিগকে পর্যাপ্ত পরিমাণ দাও না এবং আমাদের উপর ইনসাফ করিতেছ না। ইহাতে উমর (রা.) ক্ষুব্ধ হইলেন এবং শাস্তি প্রদানে উদ্যোগী হইলেন। তখন হুর বলিল– 'হে আমীরুল মু'মিনীন! নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁহার নবীকে নির্দেশ দিয়াছেন خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ (ক্ষমা অনুসরণ কর, কল্যাণের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞদিগকে উপেক্ষা কর) এই লোকটিও অজ্ঞ। আল্লাহ্‌র কসম! আয়াতটি তিলাওয়াতের সংগে সংগে উমর (রা.) ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন এবং তাহার ব্যাপারে আর কিছুই বলিলেন না।

শুধুমাত্র ইমাম বুখারীই হাদীছটি উদ্ধৃত করেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন নাফি (র.) হইতে পর্যায়ক্রমে মালিক ইব্ন আনাস, ইব্ন ওয়াহাব, ইউনুস ইব্ন আবদুল আলা ও ইব্ন আবূ হাতিম (র.) বলেন ঃ মালিক ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর একদা সিরিয়ার এক দল বিভ্রান্ত লোকের এলাকা দিয়া অতিক্রম করিলেন। সেখানে তখনও বাদ্যযন্ত্র ও গানবাজনা চালু ছিল। তখন তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, ইহা তো নিষিদ্ধ হইয়াছে। তাহারা বলিল, এই ব্যাপারে আমরা ভাল জানি। নিষিদ্ধ হইয়াছে বড় বাদ্যযন্ত্র, এইগুলি নহে। ইহা ব্যবহারে কোন দোষ নাই। মালিক তখন চুপ হইয়া গেলেন এবং বলিলেন ঃ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ অর্থাৎ অজ্ঞদিগকে উপেক্ষা কর।

ইমাম বুখারী (র.) বলেন ঃ আয়াতে উল্লেখিত عرف অর্থ হইল মারূফ বা ভাল কাজ। রওয়া ইব্ন যুবায়ের সুদ্দী, কাতাদা ও ইব্ন জারীর (র.) সহ অনেকের বর্ণনায়ই ইহার সমর্থন মিলে। ইব্ন জারীর (র.) বলেন ঃ عارفا - معروفا - عارفة শব্দগুলির প্রত্যেকটির অর্থই معروف বা ভাল ও কল্যাণকর কাজ। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাহার নবী (সা.)-কে নির্দেশ দিয়াছেন যেন তিনি আল্লাহ্‌র বান্দাগণকে নেক কাজ করার জন্য আদেশ করেন। নেক বা ভাল কাজের ভিতর সর্বপ্রকারের ইবাদত ও আনুগত্য অন্তর্ভুক্ত। তেমনি তিনি তাহাকে অজ্ঞদিগকে উপেক্ষা করার আদেশ করিতে বলিয়াছেন। যদিও এই নির্দেশ নবী (সা.)-কেও দিয়া থাকেন, তথাপি তাহা মাখলুককে শিক্ষা দিবার জন্যই দিয়াছেন। কারণ, তাহাদের উপরেও নিপীড়ন এবং বাড়াবাড়ি দেখা দিবে। তবে জাহিলগণকে এড়াইয়া চলা বা উপেক্ষা করার অর্থ ইহা নহে যে, আল্লাহ্ তা'আলার ফরয হক সম্পর্কে কিংবা ঈমান ও কুফর অথবা শিরক ও তাওহীদের ব্যাপারে কোন মুসলমানের অজ্ঞতাকে উপেক্ষা করিতে হইবে। উহা তো দারুল হরবের মুসলমানদের ক্ষেত্রে শুধু প্রযোজ্য।

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে কাতাদা (র.) হইতে সাঈদ ইব্ন আবূ আরূবা (র.) বর্ণনা করেন ঃ ইহা আচার-আচরণ সম্পর্কিত নৈতিক নীতিমালা। আল্লাহ্ তা'আলা তাহার নবীকে ইহা অনুসরণ করিয়া চলিতে নির্দেশ দিয়াছেন। ইহার প্রমাণ এই যে, عفو শব্দকে বিজ্ঞ পণ্ডিতগণ সাদৃশ্যপূর্ণ দুই ঘরের সেতুবন্ধন অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন জনৈক কবি বলেন ঃ

خذ العفو وامر بعرف كما * امرت واعرض عن الجاهلين

ولن فى الكلام لكل الانام * فمتحسن من ذوى الجاهلين

"ক্ষমা করা, কল্যাণের পথে ডাকা ও মূর্খদিগকে উপেক্ষা করার নির্দেশ তোমাকে দেওয়া হইয়াছে। তাই প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে নরম সুরে বাক্যালাপ করিবে। কেননা মর্যাদাবান লোকের জন্য নমনীয়তাই উত্তম।"

একদল আলিম আয়াতের তাৎপর্য সম্পর্কে বলেন ঃ মানুষের ভিতর দুই ধরনের লোক আছে। এক শ্রেণীর মানুষ স্বভাবতই নেক্‌কার। তাই তাহারা খুশী হইয়া তোমাকে যাহা দান করে তাহাই গ্রহণ কর। তাহাদের ক্ষমতার বাহিরে তাহাদিগকে চাপ দিও না। এমন কিছু করিও না যাহা তাহাদের জন্য কষ্টকর ও ক্ষতিকর হয়। কিন্তু যাহারা বদকার তাহাদিগকে কল্যাণের পথে ডাক। তথাপি যদি তাহারা বিভ্রান্তির উপর স্থায়ী হয় ও তোমার নাফরমানী করিতে থাকে এবং তাহাদের মূর্খতার উপর চলিতে থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগকে উপেক্ষা কর ও তাহাদের শুভবুদ্ধি উদয়ের জন্য অপেক্ষা কর। চক্রান্ত হইতে হয়ত তাহারা এক সময়ে ফিরিয়া আসিবে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ ، وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنَ ، وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ -

অর্থাৎ নিকৃষ্ট ব্যবহারে বিনিময়ে উৎকৃষ্ট ব্যবহার কর। তাহারা যাহা করিতেছে তাহা আমি ভাল করিয়াই জানি। আর তুমি বল, হে আমার প্রতিপালক? শয়তানের চক্রান্ত জাল হইতে আমি তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। আর আমি তোমার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি যাহা কিছু উপস্থিত হয় তাহা হইতে (২৩ ঃ ৯৬-৯৮)।

অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلاَتَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ ، وَمَا يُلَقَّاهَا اِلاَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَمَايُلَقَّاهَا اِلاَّ ذُوْحَظٍّ عَظِيْمٍ -

অর্থাৎ ভাল ও মন্দ সমান নহে। মন্দের জবাব ভাল দিয়া দাও। ফলে একদিন তাহার ও তোমার মধ্যকার শত্রুতা সুমধুর মিত্রতায় পরিণত হইবে। একমাত্র ধৈর্যশীল ব্যতীত এই পর্যায়ে পৌঁছিতে পারে না। বিরাট ভাগ্যবান ব্যতীত এই উপদেশ মান্য করিতে পারে না (৪১ ঃ ৩৪-৩৫)।

এখানে আল্লাহ্ বলেন ঃ وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ। এই ধরনের আয়াতত্রয় সূরা আ'রাফ, মু'মিনূন ও হা-মীম সিজদায়

বিদ্যমান। এইরূপ চতুর্থ কোন আয়াত নাই। এই আয়াতত্রয়ে আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দেন যে, নাফরমান মানুষের সহিত উত্তম ও ন্যায় ব্যবহার করিতে হইবে। ইহার ফলে তাহার ভিতর যে বক্রতা ও জিদ রহিয়াছে তাহা আল্লাহ্‌র ফজলে সোজা ও বিদূরীত হইবে। তাই আল্লাহ্ বলিয়াছেন– ফলে তোমার ও তাহার ভিতর যে শত্রুতা রহিয়াছে তাহা মিত্রতায় পর্যবসিত হইবে। অতঃপর আল্লাহ্ পাক নির্দেশ দিতেছেন জিন শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনার জন্য। কারণ, উহার প্রতি মানবতা ও উদারতা দেখাইয়া কোন ফল হইবে না। কারণ, সে তোমার সম্পূর্ণ ধ্বংস ও বিলুপ্তি চাহে। সে তোমার ও তোমার আদি পিতার সুস্পষ্ট ও বিঘোষিত শত্রু।

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন জারীর (র.) বলেন ঃ অর্থাৎ শয়তান যদি তোমার ভিতর কোনরূপ ক্রোধ সৃষ্টি করে যাহাতে জাহিলদের দুর্ব্যবহার উপেক্ষা করার পথে তোমার বাধা সৃষ্টি হয় এবং তোমাকে তাহাদের প্রতিকার গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলে।

فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ অর্থাৎ তখন তুমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর সেই শয়তানের চক্রান্ত হইতে।

اِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্ অজ্ঞদের অজ্ঞতাপূর্ণ কথা বার্তা শুনিয়াছেন এবং তুমি যে শয়তানের চক্রান্ত হইতে বাঁচার জন্য তাহার আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছ তাহাও শুনিয়াছেন। অজ্ঞদের কথাবার্তার প্রভাব ও শয়তানের কুমন্ত্রণার প্রতিক্রিয়া কি হইতে পারে তাহা আল্লাহ্‌র জানা আছে এবং উহা হইতে কিভাবে পরিত্রাণ ও সুফল পাইবে তাহাও আল্লাহ্ ভাল ভাবেই জানেন। কারণ, উহা সবই তাঁহার সৃষ্টিকার্যের অন্তর্ভুক্ত।

আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন আসলাম বলেন ঃ যখন خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ আয়াতটি নাযিল হইল, তখন রাসূল (সা.) আরয করিলেন– হে আমার প্রতিপালক। ক্রোধ কিভাবে প্রশমিত করিব ? তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করিলেন ঃ

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

আমি বলিতেছি ঃ ইস্তিআযা বা আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনার প্রসংগটি পূর্বেও আলোচিত হইয়াছে। সেখানে একটি হাদীছ উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাতে বর্ণিত আছে, হুযূর (সা.)-এর সম্মুখে বসিয়া দুই ব্যক্তি পরস্পর গালাগালিতে লিপ্ত হইল। এমনকি

একজন উত্তেজিত হইয়া অপর ব্যক্তির নাকে ঘুসি মারিল। তখন রাসূল (সা.) উত্তেজিত লোকটিকে বলিলেন– আমি এমন একটি বাক্য জানি যাহা তুমি বলিলে তোমার ভিতর যে উত্তাপ সৃষ্টি হইয়াছে তাহা দূর হইবে। তাহা হইল– আউজু বিল্লাহে মিনাশ্ শায়তানির রাজীম।' তাহাকে যখন ইহা বলা হইল, তখন সে বলিল – আমার ভিতর এখন কোন উত্তেজনা বা উন্মত্ততা নাই।

সকল কুমন্ত্রণার মূল হইল ফাসাদ সৃষ্টি। উত্তেজনা বা অন্য কিছু মাধ্যমে হউক। আল্লাহ্ বলেন ঃ وَقُلْ لِّعِبَادِىْ يَقُوْلُوْا الَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ

"আমার বান্দাগণকে বলিয়া দাও, তাহারা যেন সদাচরণ বজায় রাখে। নিশ্চয় শয়তান তাহাদের পরস্পরকে প্ররোচিত করে ঃ (১৭ ঃ ৫৩)।

العياذ। অর্থ হইল ক্ষতি হইতে আশ্রয় চাওয়া ও الملاذ। অর্থ হইল কোন কল্যাণ চাওয়া। যেমন হাসান ইব্ন হানী তাহার কবিতায় বলেন ঃ

يا من الوذبه فيما أؤمله * ومن اعوذ به مما احاذره

لايجبر الناس عظما انت كاسره * ولايهيضون عظما انت جابره -

"আমি আশা পূরণের জন্য যাহার মুখাপেক্ষী ও ভয় হইতে বাঁচার জন্য যাহার আশ্রয় গ্রহণ করি হে সেই মহান সত্তা! তুমি যে হাড় ভাঙ্গিয়া দিবে মানুষ তাহার জোড়া লাগাইবে। আর যে হাড়কে তুমি জোড়া লাগাইবে মানুষ তাহা ভাংগিতে পারে।

তাফসীরের শুরুতেই আমি ইস্তিআযার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সংক্রান্ত হাদীছ উদ্ধৃত করিয়া আসিয়াছি। সুতরাং এখানে উহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

(٢٠١) اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ ۝

(٢٠٢) وَاِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوْنَهُمْ فِى الْغَىِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُوْنَ ۝

২০১. যাহারা তাকওয়ার অধিকারী হয় তাহাদিগকে শয়তান যখন কুমন্ত্রণা দেয় তখন তাহারা আত্মসচেতন হয় এবং তৎক্ষণাৎ তাহাদের চক্ষু খুলিয়া যায়।

২০২. তাহাদের সংগী সাথীগণ তাহাদিগকে ভ্রান্তির দিকে টানিয়া লয় এবং এ বিষয়ে তাহারা ত্রুটি করে না।

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার মুত্তাকী বান্দাগণের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন। তাহারা আল্লাহ্র নির্দেশিত পথে চলে ও আল্লাহ্র নিষিদ্ধ পথ পরিহার করে।

اِذَا مَسَّهُمْ طٰٓئِفٌ অর্থাৎ যখন তাঁহাদের সংস্পর্শে শয়তান আসে বা তাহাদিগকে স্পর্শ করে ও প্রভাব বিস্তারে প্রয়াসী হয়। একদল পাঠ করেন – طَائِفٌ

অবশ্য হাদীছে এই দুইটি পাঠই বিখ্যাত। একদল বলেন ঃ দুইটির অর্থ একই। অপরদল বলেন– দুই শব্দের অর্থে পার্থক্য রহিয়াছে। একদল শব্দটির অর্থ করিয়াছেন উত্তেজনা বা ক্রোধ। একদল উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন শয়তানের উত্তেজনাকর স্পর্শ। একদল উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন পাপাসক্তি দ্বারা আবিষ্ট হওয়া। একদল উহার ব্যাখ্যা করেন, পাপ দ্বারা স্পর্শিত হওয়া।

تَذَكَّرُوْا অর্থাৎ আল্লাহ্র প্রচণ্ড শাস্তি ও প্রচুর পুরস্কার সম্পর্কে তখন তাহারা সচেতন হয় এবং তওবা, তাউযূর মাধ্যমে আল্লাহ্র আশ্রয় ও নৈকট্য লাভ করে।

فَاِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ অর্থাৎ তাহারা স্থির হইয়া যায় এবং স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসে।

হাফিজ আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া (র.) এই প্রসংগে একটি হাদীছ উদ্ধৃত করেন। মুহাম্মদ ইব্ন আমর– — — –আবূ হুরায়রা (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট এক মহিলা আসিল। সে জিনগ্রস্ত ছিল। সে বলিল– হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করুন যেন তিনি আমাকে সুস্থ করেন। তিনি বলিলেন – তুমি যদি চাও তো আমি আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি তোমাকে সুস্থ করেন। আর যদি তুমি ধৈর্য সহকারে এই অবস্থায় থাক তাহা হইলে তোমার হিসাব লওয়া হইবে না। তখন সে বলিল, বরং আমি ধৈর্য ধারণ করিব এবং আমার কোন হিসাব নিকাশ হইবে না। একাধিক সুনান সংকলক হাদীছটি বর্ণনা করেন। তবে তাহাদের বর্ণনাটি এই ঃ মহিলাটি বলিল– হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার উপর জিনের আছর হইয়াছে এবং আমার মনে যাহা আসে তাহাই বলিতে থাকি। তাই আমার জন্য আল্লাহ্র কাছে বলুন যেন তিনি আমাকে ভাল করেন। রাসূল (সা.) বলিলেন– যদি তুমি চাও তো আমি আল্লাহ্র কাছে দু'আ করি যেন তিনি তোমাকে সুস্থ করেন। তবে যদি তুমি ইহাতে ধৈর্য ধারণ কর তাহা হইলে তোমার জন্য জান্নাত। মহিলাটি বলিল, আমি বরং ধৈর্য ধারণ করিব এবং আমার জন্য জান্নাত হউক। তবে আমার মনের কথা সব প্রকাশ হওয়ার ব্যাপারটি বন্ধের জন্যে দু'আ করুন। রাসূল (সা.) তাহাই করিলেন এবং তাহার আবল-তাবল বকা বন্ধ হইল।

হাকিম তাহার মুস্তাদরাকে ইহা উদ্ধৃত করেন। অতঃপর তিনি বলেন– ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীছটি বিশুদ্ধ। কিন্তু সহীহদ্বয়ে ইহা উদ্ধৃত হয় নাই। হাফিজ ইব্ন আসাকির তাহার রচিত ইতিহাস গ্রন্থে আমর ইব্ন জামে'র জীবন-চরিত আলোচনা প্রসংগে একটি ঘটনার উল্লেখ করেন। তাহা এই ঃ

এক যুবক সবর্দা মসজিদে ইবাদতে মশগুল থাকিত। কিন্তু এক নারী তাহাকে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস পাইত। একবার সে তাহাকে সম্ভোগের জন্য যুবককে ডাকিল। যতক্ষণ সে রাযী হইল না ততক্ষণ সে পিছনে লাগিয়া রহিল। অবশেষে সে তাহাকে বশীভূত করিয়া নিজের সংগে তাহাকে ঘরের দুয়ার পর্যন্ত নিয়া আসিল। হঠাৎ যুবকটির এই আয়াত মনে পড়িল ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ অমনি সে বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া গেল। অতঃপর তাহার হুঁশ ফিরিল। কিন্তু আবার উহা মনে পড়ায় পুনরায় বেহুঁশ হইল এবং সেই অবস্থায় তাহার মৃত্যু হইল। তখন উমর (রা.) সেখানে আসিলেন এবং তাহার শোক-সন্তপ্ত পিতাকে সান্ত্বনা দিলেন। অবশ্য তাহার পিতা তাহাকে রাতারাতিই দাফন করিয়াছিল। উমর (রা.) তাহার সংগীগণকে লইয়া কবর সামনে নিয়া জানাযা পড়িলেন। অতঃপর তিনি ডাকিয়া বলিলেন– হে যুবক! وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ (আর যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের যথার্থ অবস্থান উপলব্ধি করিয়া সন্ত্রস্ত হইয়াছে তাহার জন্য দুইটি জান্নাত) কি ঠিক? অমনি কবরের ভিতর হইতে যুবকটি জবাব দিল– হে উমর! আমার মহান প্রতিপালক আমাকে দুই বারে দুই জান্নাতই দান করিয়াছেন।"

অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ وَاِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوْنَهُمْ অর্থাৎ জিন শয়তানের মানুষ অনুসারিগণ। যেমন আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন ঃ

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ ـ

অর্থাৎ অবশ্যই অপব্যয়কারিগণ শয়তানের ভাই (১৭ ঃ ২৭)।

মোট কথা শয়তানের অনুসারী ও তাহার নির্দেশ মান্যকারিগণকে শয়তান বিভ্রান্তির চরমে পৌঁছাইয়া থাকে। তাহারা অনুসারীদের জন্য বিভ্রান্তির পথ সহজগম্য ও আকর্ষণীয় করিয়া তোলে। আমি (গ্রন্থকার) বলিতেছি ঃ المد অর্থাৎ الزيادة। অর্থাৎ তাহাদের বিভ্রান্তি বাড়াইয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়। الغَىّ। অর্থ মূর্খতা ও অজ্ঞতা।

ثُمَّ لَا يُقْصِرُوْنَ আয়াতাংশের তাৎপর্য সম্পর্কে কেহ কেহ বলেন ঃ শয়তান তাহার অনুসারিগণকে এমন ভাবে বিভ্রান্তির চরমে পৌঁছায় যে, তাহার অন্যান্য কার্যাবলী আদৌ ব্যাহত হয় না। ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা (র.) বলেন ঃ না মানুষ যাহা করিতেছিল তাহাতে কোন ত্রুটি করে আর না শয়তান তাহার কাজ-কর্মে বাধা সৃষ্টি করে।

يَمُدُّوْنَهُمْ فِى الْغَىِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُوْنَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে আওফী বলেন ঃ শয়তান তাহার মানুষ বন্ধুদের নিকট ওয়াহী (কুমন্ত্রণা) পৌঁছাইতেই থাকে এবং উহাতে কোন শৈথিল্য করে না।

সুদ্দী (র.) প্রমুখও অনুরূপ ব্যাখ্যা করেন। তাহারা বলেন ঃ শয়তান তাহার মানব বন্ধুগণকে বিভ্রান্তির পথে টানিয়া নেয় এবং তাহাদিগকে শিরক ও কুফরের কাজে সহায়তা করিতে আদৌ বিস্মৃত হয় না। কারণ উহা তাহার স্বভাবগত সহজাত কাজ। لَا يُقْصِرُوْنَ অর্থাৎ না সেই কাজে ত্রুটি করে, না সেই কার্যসূচী বাতিল করে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اَنَّا اَرْسَلْنَا الشَّيَاطِيْنَ عَلَى الْكَافِرِيْنَ تَؤُزُّهُمْ اَزًّا ـ

"তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আমি কাফিরদের জন্য শয়তানদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছি উহাদিগকে মন্দ কাজে বিশেষভাবে প্রলুব্ধ করার জন্য" (১৯ ঃ ৮৩)।

ইব্ন আব্বাস (রা.) প্রমুখ বলেন ঃ তাহাদিগকে পাপের পথে অহরহ টানিতেই থাকে।

(২০৩) وَاِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِاٰيَةٍ قَالُوْا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا ۚ قُلْ اِنَّمَآ اَتَّبِعُ مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ مِنْ رَّبِّيْ ۚ هٰذَا بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

২০৩. তুমি যখন তাহাদের নিকট কোন নিদর্শন উপস্থিত না কর, তখন তাহারা বলে, তুমি নিজেই একটি নিদর্শন পসন্দ করিয়া লও না কেন ? বল, আমার প্রতিপালক দ্বারা আমি যে বিষয়ে প্রত্যাদিষ্ট হই, আমি শুধু তাহাই অনুসরণ করি ; এই কুরআন তোমাদের প্রতিপালকের নিদর্শন, বিশ্বাসীদের জন্য ইহা পথ নির্দেশ ও দয়া।

তাফসীর ঃ قَالُوْا لَوْ لَا اجْتَبَيْتَهَا আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা (র.) বলেন ঃ তুমি যদি পসন্দ করিয়া লইতে। অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন ঃ তুমি যদি তৈরী করিয়া বা রচনা করিয়া লইতে।

وَاِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِاٰيَةٍ قَالُوْا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে মুজাহিদ (র.) হইতে আবদুল্লাহ্ ইব্ন কাছীর সূত্রে ইব্ন জারীর (র.) বর্ণনা করেন ঃ তোমার প্রয়োজন মুতাবিক নিদর্শন ঠিক করিয়া লও বা নিজেই বানাইয়া লও। কাতাদা, সুদ্দী ও আবদুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম (র.) ও অনরূপ বলেন। ইব্ন জারীর (র.) এই মতটি পসন্দ করিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে আওফী (র.) বলেন ঃ আল্লাহ্র সহিত যোগাযোগ করিয়া তাহার নিকট হইতে নিদর্শন আনয়ন কর না কেন ?

যাহ্হাক (র.) বলেন ঃ لَوْ لَا اجْتَبَيْتَهَا অর্থাৎ তুমি আকাশ হইতে উহা নামাইয়া আনিতেছ না কেন ?

وَاِذَا لَمْ تَاْتِهِمْ بِاٰيَةٍ অর্থাৎ মু'জিযা বা অলৌকিক ব্যাপার। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنْ نَّشَاْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَاءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِيْنَ

অর্থাৎ যদি আমি চাহিতাম তাহা হইলে আকাশ হইতে এমন অলৌকিক নিদর্শন পাঠাইতাম যাহার সামনে তাহাদের ঘাড় অবনত হইত (২৬ ঃ ৪)।

অবিশ্বাসীরা রাসূল (সা.)-কে বলিতেছিল, তুমি নিজ উদ্যোগে আল্লাহ্ তা'আলাকে বলিয়া কোন অলৌকিক কাণ্ড আমাদিগকে দেখাও তাহা হইলে আমরা ঈমান আনিব। তাই আল্লাহ্ তাঁহার রাসূলকে বলেন ঃ

قُلْ اِنَّمَا اَتَّبِعُ مَا يُوْحٰى اِلَيَّ مِنْ رَّبِّيْ অর্থাৎ আমি নিজ উদ্যোগে আগাইয়া কিছু করিতে পারি না। আমি তো যাহা আমার প্রতিপালক হইতে আদিষ্ট হই তাহাই করি। আমার কাছে যে ওয়াহী আসে উহা বাস্তবায়ন ও অনুসরণই আমার কাজ। যদি আমার কাছে কোন নিদর্শন প্রেরিত হয় আমি উহা গ্রহণ করি। কিন্তু যদি উহা না আসে তবে আমি উহা উদ্যোগী হইয়া চাহিতে পারি না। হ্যাঁ, যদি আল্লাহ্ আমাকে উহার অনুমতি দেন তাহা হাইলেই সম্ভব ; কারণ, তিনি শ্রেষ্ঠতম কুশলী ও সর্বজ্ঞ। অতঃপর আল্লাহ্ বলেন ঃ

هٰذَا بَصَائِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ এই কুরআনই সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন বা অলৌকিক বস্তু। উহা উজ্জ্বলতম দলীল, সর্বাধিক সত্য প্রমাণ ও রহমত মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য।

(٢٠٤) وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ○

২০৪. যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগের সহিত উহা শ্রবণ করিবে এবং নিশ্চুপ হইয়া থাকিবে যাহাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ পাক যখন আমাদিগকে জানাইলেন যে, কুরআন পাক মানুষের জন্য উপদেশ, হিদায়েত ও রহমতের ভাণ্ডার, তখন স্বভাবতই তিনি নির্দেশ দিলেন উহা তিলাওয়াতের সময়ে পূর্ণ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করার। তাহা হইলেই কেবল উহার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হইবে। যেমন কুরায়েশ কাফিররা ইহার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া অনুসারিগণকে বলিয়াছেন ঃ لا تسمعوا لهذا القران والغوفيه "এই কুরআন কেহ শুনিও না এবং উহা পাঠের সময় গোলযোগ সৃষ্টি কর।"

পূর্ণ মনোযোগ সহকারে শ্রবণের ব্যাপারটি বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে ফরজ নামাযে ইমামের সরবে কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে। ইমাম মুসলিম তাহার সহীহ্

সংকলনে আবূ মূসা আশআরী (রা.) হইতে ইহার সমর্থনে একটি হাদীছ বর্ণনা করেন। আবূ মূসা আশআরী (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা.) বলেন ঃ "অবশ্যই ইমামকে ইমাম বানানো হইয়াছে নামাযকে পূর্ণ করার জন্য। তাই যখন সে তাকবীর বলিবে, তোমরাও তাকবীর বলিবে এবং যখন সে তিলাওয়াত করিবে, মনোযোগ দিয়া শুনিবে।"

সুনান সংকলকগণও অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছেন। উহা আবূ হুরায়রা (রা.) হইতে বর্ণিত হইয়াছে এবং মুসলিম ইব্‌ন হাজ্জাজ উহা সহীহ্ বলিলেও তিনি তাহার সহীহ্ সংকলনে উহা উদ্ধৃত করেন নাই।

আবূ হুরায়রা (রা.) হইতে আবূ আয়াজ সূত্রে ইবরাহীম ইব্‌ন মুসলিম হিজরী বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ মুসল্লীরা নামাযের ভিতর কথাবার্তা বলিত। অতঃপর এই আয়াত নাযিল হইল -

وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا -

(যখন কুরআন তিলাওয়াত করা হইবে তখন উহা শুন এবং কান লাগাইয়া মনোযোগ দিয়া শুন) ইহাতে কথাবার্তা বন্ধ করিয়া মনোযোগ দিয়া তিলাওয়াত শুনার নির্দেশ প্রদান করা হইল।

ইব্‌ন মাসউদ (রা.) হইতে পর্যায়ক্রমে মুসাইয়িব ইব্‌ন রাফি' আসিম আবূ বকর ইব্‌ন আইয়াশ, আবূ কুরায়েব ও ইব্‌ন জারীর (র.) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন মাসউদ (রা.) বলেন ঃ আমরা নামাযের ভিতর পরস্পর সালাম বিনিময় করিতাম। অতঃপর নাযিল হইল ঃ

وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ -

বশীর ইব্‌ন জাবির (র.) হইতে পর্যায়ক্রমে দাউদ ইব্‌ন আবূ হিন্দ, আল-মুহারিবী, আবূ কুরাইব ও ইব্‌ন জারীর (র.) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) এক জায়গায় নামায পড়িলেন। তিনি শুনিতে পাইলেন, লোকেরা ইমামের সহিত কুরআন মিলাইয়া কিরআত পড়িতেছে। নামায শেষ হইলে তিনি বলিলেন- তখন তোমাদের কাজ হইল কিরাত শুনা ও তাহা বুঝা। অতঃপর তিনি আলোচ্য আয়াত পাঠ করিয়া বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে সেই নির্দেশই দিয়াছেন।

যুহরী (র.) হইতে পর্যায়ক্রমে আশআছ, হামাস, আবূ সাইব ও ইব্‌ন জারীর (র.) বর্ণনা করেন ঃ আলোচ্য আয়াতটি এক আনসারী যুবককে কেন্দ্র করিয়া নাযিল হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন কোন আয়াত তিলাওয়াত করিতেন, সাথে সাথে সেও উহা তিলাওয়াত করিত। অতঃপর এই আয়াত নাযিল হইল।

ইমাম আহমদ (র.)— — — —আবূ হুরায়রা (রা.) হইতেবর্ণনা করেন যে, রাসূল (রা.) একবার সরব কিরাতের নামায শেষ করিয়া বলিলেন— তোমাদের কি কেহ আমার সুরে সুর মিলাইয়া আমার সহিত কিরাত পাড়িয়াছ ? এক ব্যক্তি বলিল— হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বলিলেন — আমি বলিতেছি, আমার কিরাতের সহিত দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা উচিত নহে। তখন হইতে আর কেহ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সহিত নামাযে কিরাত পাঠ করিত না। বরং সকলে মনোযোগ দিয়া তাহার কিরাত শুনিত।

ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, হাদীছটি বিশুদ্ধ। আবূ হাতিম রাযী (র.) ও ইহাকে সহীহ্ বলিয়াছেন।

যুহরী (র.) হইতে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক (র.) বলেন ঃ জেহরী কিরাতের নামাযে ইমামের পিছনে কেহ কিরাত পড়িবে না। কারণ ইমামের কিরাতই তাহার কিরাত। তাহার আওয়াজ মুক্তাদী শুনুক বা না শুনুক। তবে নীরব কিরাতের নামাযে মনে মনে সূরা কিরাত পড়িতে পারে। কিন্তু সরব কিরাতের নামাযে মনে মনেও কিরাতের পড়া যাইবে না। কারণ আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا

আমার বক্তব্য এই ঃ একদল আলিমের মাযহাব হইল এই যে, জেহরী কিরাতের নামাযে মুক্তাদী কিরাত কিংবা সূরা ফাতিহা কিছুই পড়িবে না। ইমাম শাফিঈর পূর্বের অভিমত ইহাই ছিল। ইমাম মালিকের মাযহাব ইহাই। ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বলের অন্যতম অভিমত ইহা। আমি ইতিপূর্বে দলীল প্রমাণসহ ইহা আলোচনা করিয়াছি। শাফিঈর পরবর্তী অভিমত হইল এই যে, ইমামের নীরব কিরাতের নামাযে মুক্তাদী শুধু সূরা ফাতিহা নীরবে পাঠ করিবে। একদল সাহাবীর মতও তাই। তাবিঈ ও তাবিঈ-তাবিঈনের একদল এই মত অনুসরণ করিয়াছেন।

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র.) বলেন ঃ নীরব হউক কিংবা সরব কোন অবস্থাতেই মুক্তাদীর কিরাত পড়া জরুরী নয়। কারণ হাদীছে আছে ঃ من كان له امام فقراته قراة له অর্থাৎ যাহার ইমাম থাকে ইমামের কিরাতই তাহার কিরাত। ইমাম আহমদ (র.) তাহার মুসনাদে জাবির (রা.) হইতে মারফূ' সূত্রে হাদীছটি উদ্ধৃত করেন। অবশ্য উহা ইমাম মালিকের মুআত্তায় জাবির (রা.) হইতে মওকূফ সূত্রে উদ্ধৃত হয়। ইহাই সঠিক। এই মাসআলাটি খুবই বিস্তৃত। এই স্থান উহার জন্য উপযোগী নহে। ইমাম আবূ আবদুল্লাহ্ বুখারী (র.) এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মত ব্যক্ত করেন। তিনি সরব কি নীরব সকল কিরাতের নামাযেই ইমামের পিছনে মুক্তাদীর কিরাত পড়া ওয়াজিব বলিয়াছেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা (র.) বলেন ঃ এই হুকুম ফরয নামাযের কিরাতের ব্যাপারে প্রযোজ্য। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুগাফ্ফালও অনুরূপ বর্ণনা করেন।

তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন কুরাইয হইতে পর্যায়ক্রমে আল্-জারীরী, বাশার ইবনুল মুফায্যাল, হুমাইদ ইব্ন মাসআদাও ইব্ন জারীর (র.) বর্ণনা করেন যে, তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ বলেন ঃ উবাইদ ইব্ন উমাইর ও আতা ইব্ন আবূ রাবাহকে একদিন কথাবার্তা ও গাল-গল্পে মশগুল দেখিলাম। আমি প্রশ্ন করিলাম— আপনারা কি কুরআন তিলাওয়াত হইতেছে তাহা শুনিতেছেন না ? আপনার তো আপনাদের উপর আযাব ওয়াজিব করিতেছেন। তাহারা উভয়ে আমার দিকে তাকাইয়া আবার কথাবার্তায় মগ্ন হইলেন। আমি আবার আগের মতই বলিলাম। তাহারা আমার দিকে তাকাইয়া এক বার কথাবার্তা চালাইতে লাগিলেন। আমি তৃতীয়বার তাহাদিগকে সতর্ক করিলাম। তখন তাহারা উভয়ে আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন ঃ উক্ত আয়াত তো নামাযের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

আলোচ্য আয়াত প্রসংগে মুজাহিদ (র.) হইতে আবূ হাশিম ইসমাঈল ইব্ন কাছীর ও সুফিয়ান ছাওরী বলেন ঃ উহা নামাযের বেলায়।

মুজাহিদ (র.) হইতে একাধিক ব্যক্তি ইহা বর্ণনা করেন।

মুজাহিদ (র.) হইতে যথাক্রমে লাইছ, ছাওরী ও আবদুর রায্যাক বলেন ঃ কেহ যদি নামায ছাড়া তিলাওয়াত করে তখন কথাবলায় কোন দোষ নাই।

সাঈদ ইব্ন যুবায়ের, যাহ্হাক, ইবরাহীম নাখঈ, কাতাদা, শা'বী, সুদ্দী এবং আবদুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলামও এই অভিমত ব্যক্ত করেন। তাহারা বলেন— আলোচ্য আয়াত দ্বারা নামাযের তিলাওয়াত বুঝানো হইয়াছে।

মুজাহিদ (র.) হইতে পর্যায়ক্রমে ইবরাহীম ইব্ন আবূ হামযা, মানসূর ও শু'বা বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতে নামায ও জুমুআর খুতবার তিলাওয়াতের কথা বলা হইয়াছে।

আতা (র.) হইতে ইব্ন জুরাইজ (র.) ও অনুরূপ বর্ণনা করেন। হাসান (র.) হইতে হুশায়েম বলেন ঃ নামাযসহ যে কোন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রেই এই আয়াত প্রযোজ্য।

সাঈদ ইব্ন যুবায়ের হইতে পর্যায়ক্রমে ছাবিত ইব্ন আজলান, বাকীয়াহ্ ও ইব্ন মুবারক (র.) বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতে ঈদুল আযহা, ঈদুল ফিত্র ও জুমুআর খুতবা এবং সরব তিলাওয়াতের নামাযের কথা বুঝানো হইয়াছে। ইব্ন জারীর (র.) এই মত গ্রহণ করিয়া বলেন— নামায ও খুতবার তিলাওয়াতই আলোচ্য আয়াতের লক্ষ্য। কারণ, বিভিন্ন হাদীছে ইমামের পিছনে নামাযের ও খুতবার তিলাওয়াত চুপ করিয়া মনোযোগের সহিত শোনার তাগাদা আসিয়াছে।

মুজাহিদ হইতে যথাক্রমে লাইছ, ছাওরী ও আবদুর রায্‌যাক বলেন ঃ ইমাম যখন নামাযে ভয় কিংবা দয়ার কোন আয়াত তিলাওয়াত করে, তখন তাহার পিছনে কাহারো কথা বলাকে তিনি অত্যন্ত অপসন্দ করিতেন।

হাসান (র.) হইতে মুবারক ইব্‌ন ফাযালা (র.) বলেন ঃ যখন তুমি কোন কুরআন তিলাওয়াতের মজলিসে বসিবে তখন চুপ করিয়া তিলাওয়াত শুনিবে।

আবূ হুরায়রা (রা.) হইতে পর্যায়ক্রমে আল-হাসান, উবাদ ইব্‌ন মাইসারা, বনূ হাশিমের মুক্ত গোলাম আবূ সাঈদ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বলিয়াছেন – আল্লাহ্‌র কিতাবের একটি আয়াত যে মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করিল তাহার জন্য দ্বিগুণ ছাওয়াব লেখা হইল। আর যে ব্যক্তি উহা তিলাওয়াত করিল, তাহার জন্য কিয়ামতের দিন নূর সৃষ্টি করা হইবে। হাদীছটি একমাত্র ইমাম আহমদই বর্ণনা করেন।

(٢٠٥) وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّ خِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ
مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَ الْاٰصَالِ وَ لَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ ○
(٢٠٦) اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ
وَ يُسَبِّحُوْنَهٗ وَ لَهٗ يَسْجُدُوْنَ ○

২০৫. তোমার প্রতিপালককে মনে মনে সবিনয়ে ও সশংকচিত্তে নীরবে প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় স্মরণ করিবে এবং তুমি উদাসীন হইবে না।

২০৬. যাহারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রহিয়াছে তাহারা দম্ভভরে তাঁহার ইবাদতে বিমুখ হয় না এবং তাঁহারই মহিমা ঘোষণা করে ও তাঁহারই নিকট সিজদাবনত হয়।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা দিনের প্রথম ও শেষভাগে তাঁহাকে অধিক স্মরণ করার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। তেমনি তিনি এই দুই সময়ে তাঁহার ইবাদতের জন্যও নির্দেশ দিয়াছেন।

যেমন অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ -

অর্থাৎ তাই তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাপূর্ণ তাসবীহ পাঠ কর সূর্যোদয়ের আগে ও সূর্যাস্তের পূর্বে (৫০ ঃ ৩৯)।

এই আয়াতগুলি মক্কী। মি'রাজ রজনীতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার পূর্বের এইসব নির্দেশ। এখানে الغدو অর্থ দিনের শুরুর অংশ ও الاصال হইল اصيل এর

বহুবচন, যেমন الايمان হইল يمين এর বহুবচন। تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً অর্থাৎ তোমার প্রতিপালককে মনে মনে অত্যন্ত আগ্রহ ও ভীতি নিয়া এবং উচ্চারণ করিয়া চিৎকার ব্যতীত স্মরণ কর।

وَدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ অর্থাৎ পসন্দনীয় যিকির হইল নীরব অনুচ্চকণ্ঠের যিকির। সরবে সুউচ্চ কণ্ঠের যিকির ঠিক নহে। এই কারণেই যখন একদল সাহাবী রাসূল (সা.)-কে প্রশ্ন করিলেন– আমাদের প্রতিপালক কি আমাদের খুব নিকটে যে, আমরা ফিসফিসাইয়া তাহাকে যাহা বলার বলিব, না তিনি অনেক দূরে যে, ডাকিয়া কিছু বলিতে হইবে ? ইহারই জবাবে অবতীর্ণ হইল ঃ

وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ -

অর্থাৎ যখন আমার বান্দা তোমাকে আমার অবস্থান সম্পর্কে প্রশ্ন করে (তখন তাহাদিগকে বল) আমি অবশ্যই খুব নিকটে। যখনই কোন ডাকার লোক আমাকে ডাকে, আমি তাহার জবাব দেই (২ ঃ ১৮৬)।

সহীহ্‌ বুখারী ও মুসলিম শরীফে আবূ মূসা আশআরী (রা.) হইতে বর্ণিত আছে ঃ লোকেরা কখনও বা খুব সুউচ্চ কণ্ঠে দু'আ কালাম পাঠ করিত। তাহাদিগকে নবী (সা.) বলিলেন– হে লোক সকল! তোমরা স্বাভাবিক মৃদুকণ্ঠে উহা কর। নিশ্চয়ই তোমরা কোন বধির বা অনুপস্থিত কাহাকে ডাকিতেছ না। তোমরা যাহাকে ডাক তিনি নিকটতম শ্রোতা। তোমাদের কাহারো সওয়ারীর ঘাড় আরোহীর যতখানি কাছে তিনি তাহা হইতেও তোমাদের নিকটবর্তী।

উপরোক্ত আয়াতসমূহের তাৎপর্য অন্য একটি আয়াতে সুস্পষ্ট হইয়াছে। যেমন ঃ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَوَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيْلاً অর্থাৎ তোমাদের নামাযে কণ্ঠ অতিউচ্চ করিও না এবং অতিশয় ক্ষীণও করিও না। উভয়ের মাঝামাঝি পথ অনুসরণ কর (১৭ ঃ ১১০)।

কারণ, মুশরিকরা যখন তিলাওয়াত শুনিত, তখন কুরআন তিলাওয়াতকারী, উহার অবতারক ও অবতারিত সকলকেই তাহারা গালি দিত। সুতরাং তিনি তাহার নবীকে নির্দেশ দিলেন এরূপ উচ্চ কণ্ঠে তিলাওয়াত না করার জন্যে যাহাতে মুশরিকরা শুনিতে পায় এবং এরূপ মৃদুভাবে তিলাওয়াত না করার জন্যে যাহাতে সাহাবারা শুনিতে না পায়। অর্থাৎ তিনি যেন সরব ও নীরব তিলাওয়াতের মাঝামাঝি মৃদুকণ্ঠে তিলাওয়াত করেন। আলোচ্য আয়াতেও সকলকে এই নির্দেশই দেওয়া হইয়াছে। আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন আসলাম ও ইব্‌ন জারীর (র.) ধারণা করিয়াছেন যে, এই আয়াতের তাৎপর্য হইল, যে লোক তিলাওয়াত শুনিতেছে সে নিজে মৃদুস্বরে যিকির করিবে। ইহা একটি অবাস্তব ধারণা। উহা মনোযোগ দিয়া তিলাওয়াত শুনার নির্দেশেরও পরিপন্থী।

আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য যে নামাযের তিলাওয়াত তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। উহাতে খুতবার তিলাওয়াতও অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। তাই জানা কথা যে, নামাযে চুপ থাকিয়া ইমামের তিলাওয়াতে মনোঃসংযোগ করা নিজের কিছু পাঠ করা হইতে উত্তম, তাহা সে নীরবে করুক কিংবা সরবে। সুতরাং তাহাদের দুইজনের মতের প্রবক্তা তাঁহারাই, উহা আর কেহ অনুসরণ করে নাই।

মূলত আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য হইল বান্দারা যাহাতে সকাল সন্ধ্যায় বেশী বেশী যিকির ও তিলাওয়াতে লিপ্ত থাকে তাহার জন্য অনুপ্রাণিত করা। ফলে তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের ব্যাপারে উদাসীন হইতে পারিবে না।

তাই আল্লাহ্ পাক এখানে ফেরেশতাগণের প্রশংসা করিয়াছেন যাহারা দিনরাত তাঁহার স্তুতিমূলক তাসবীহ পাঠ করে এবং বিন্দুমাত্র শৈথিল্য ও ত্রুটি দেখা দেয় না। যেমন তিনি বলেন ঃ إِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَايَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ অর্থাৎ তোমার প্রতিপালকের নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতারা তাহার ইবাদত অবহেলা ভরে বিমুখ থাকে না। সন্দেহ নাই, এখানে তাহাদের লাগাতার ইবাদতের উল্লেখ এই জন্য করা হইয়াছে যেন বান্দারা উহাতে অনুপ্রাণিত হইয়া বেশী বেশী ইবাদত করে। আর এই কারণে এখানে আল্লাহ্‌র জন্যে ফেরেশতাদের সিজদার উল্লেখের সাথে সংহতির জন্য বান্দাদের সিজদা দান ওয়াজিব করা হইয়াছে। হাদীছেও ফেরেশতাদের পদ্ধতিতে ইবাদত করার কথা আসিয়াছে। যেমন ঃ

الا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها يتمون الصفوف الاول فالاول ويتراصون فى الصف ـ

অর্থাৎ তোমরা কেন ফেরেশতারা যেভাবে তাহাদের প্রতিপালকের সামনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ায় সেইভাবে দাঁড়াও না? তাহারা প্রথমে প্রথম কাতার পূর্ণ করে ও পরে পরবর্তী কাতার এবং এভাবে সামরিক শৃংখলা সহকারে কাতার সজ্জিত করে।

কুরআন পাকের এই সিজদাটিই তিলাওয়াতের প্রথম সিজদা। ইহা তিলাওয়াতকারী ও শ্রোতা উভয়ের জন্য সর্বসম্মত ভাবে ওয়াজিব করা হইয়াছে। নবী করীম (সা.) হইতে আবূ দারদা (রা.)-এর সূত্রে ইব্‌ন মাজা (র.) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা.) কুরআনের তিলাওয়াত সংশ্লিষ্ট সিজদাসমূহের ভিতর সূরা আ'রাফের শেষ আয়াতের সিজদাটি শুমার করেন।

সূরা আ'রাফের তাফসীর সমাপ্ত।

সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য নিবেদিত।

ولله الحمد والمنة

সূরা আনফাল

৭৫ আয়াত, ১০ রুকূ, মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।।

এই সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ হওয়ায় ইহাকে মাদানী সূরা বলা হয়। ইহাতে পঁচাত্তরটি আয়াত, এক হাজার ছয়শত একত্রিশটি শব্দ এবং পাঁচ হাজার দুইশত চুরানব্বইটি অক্ষর রহিয়াছে।

(١) يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ۖ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗٓ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

১. তোমার নিকট লোকেরা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছে ? তুমি বল যে, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলের। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আর নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন কর। যদি তোমরা মু'মিন হও, তবে আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাহার রাসূলের আনুগত্য কর।

তাফসীর ঃ ইমাম বুখারী (র.) বলেন ঃ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) আনফাল শব্দের দ্বারা যুদ্ধলব্দ সম্পদ বা গনীমতের সম্পদের অর্থ বুঝান হইয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহীম, সাঈদ ইব্‌ন সুলায়মান, হাশিম, আবূ বাশার, সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের (র.) প্রমুখ ধারাবাহিকভাবে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন যুবায়ের বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-এর নিকট সূরা আনফাল কখন নাযিল হয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বদর যুদ্ধ প্রান্তরে অবতীর্ণ হয় বলিয়া জবাব দিলেন। এ বিষয় ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে বুখারীতে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা বর্ণনা করেন যে, আনফাল যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বা গনীমতকে বলা হয়। ইহা একমাত্র মহানবী (সা.)-এর জন্য বিশেষভাবে নির্ধারিত। ইহাতে অন্য কাহারও কোন অংশ নাই। মুজাহিদ, ইকরামা, আতা, যাহ্হাক, কাতাদা, আতা খুরাসানী, মুকাতিল

ইব্ন হইয়ান, আবদুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম (র.) সহ বহু লোক এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কালবী আবূ সালিহ্ সূত্রে ইব্ন আব্বাসের উদ্ধৃতি দিয়া বলিয়াছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা.) আনফাল শব্দের অর্থ গনীমত বলিয়াছেন। কবি লবীদের নিম্ন লিখিত চরণেও এই অর্থ প্রকাশ পায়।

ان تقوى ربنا خير نفل * باذن الله ريقى والعجل -

অর্থাৎ আমাদের প্রভুর ভয় উত্তম গনীমত। আল্লাহ্র হুকুমে তাহা দৃশ্য হইবে এবং তরান্বিত হইবে।

ইব্ন জারীর (র.) বলেন ঃ আমার নিকট ইউনুস, ইব্ন ওয়াহাব, মালিক ইব্ন আনাস প্রমুখ ইব্ন শিহাব ও কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ (র.) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন কাসিম (র.) বলেনঃ আমি কয়েক ব্যক্তিকে ইব্ন আব্বাসের নিকট আনফাল শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিতে শুনিয়াছি। তাহাদের জবাবে ইব্ন আব্বাস (রা.) বলিয়াছেন ঃ উহার দ্বারা যুদ্ধলব্ধ ঘোড়া এবং যুদ্ধে নিহত ব্যক্তির লুণ্ঠিত অর্থ-সম্পদ বুঝায়। দ্বিতীয়বার এই প্রশ্ন করা হইলে ইব্ন আব্বাস (র.) অনুরূপ জবাব দিলেন। উহাদের মধ্যে একলোক জিজ্ঞাসা করিল, আল্লাহ্ পাক আল-কুরআনে যে আনফালের কথা বলিয়াছেন উহার অর্থ কি? কাসিম (রা.) বলেন, এমনিভাবে প্রশ্ন করিতে থাকায় ইব্ন আব্বাস (রা.) উত্তেজিত হইয়া তাহাকে কিছু করিতে উদ্যত হইলেন। অতঃপর আত্মস্থ হইয়া ইব্ন আব্বাস (রা.) বলিলেন ঃ এই লোকটির কাহার ন্যায় হইতে পারে তোমরা জান কি ? এই লোকটি হইল সেই লেকাটি ন্যায় যাহার প্রশ্ন করার দরুন উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) তাহাকে পিটাইয়া রক্তাক্ত করিলেন।

কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ (র.) হইতে পর্যায়ক্রমে যুহরী, মুআম্মার ও আবদুর রায্যাক (র.) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাহার নবীকে বিভিন্ন বিষয় হুঁশিয়ারকারী এবং বৈধ অবৈধ নিরূপণকারীরূপে প্রেরণ করিয়াছেন। কাসিম (র.) বলেন ঃ ইব্ন আব্বাস (রা.) উক্ত ব্যক্তির অনেক উচ্চ বাচ্য বলিয়া ভর্ৎসনা করিলেন। অতঃপর তাহার নিকট আনফালের অর্থ জিজ্ঞাসা করা হইলে ইব্ন আব্বাস (রা.) জবাব দিলেন– যুদ্ধক্ষেত্রে কোন লোক সেনাকে হত্যা করিয়া তাহার ঘোড়া ও হাতিয়ার হস্তগত করা হইল আনফালের অর্থ। লোকটি আবার প্রশ্ন করিলে তিনি অনুরূপ জওয়াব দিলেন। লোকটি তৃতীয়বার প্রশ্ন করিলে ইব্ন আব্বাস উত্যক্ত হইয়া বলিলেন– এই ব্যক্তির উদাহরণ কি হইতে পারে তোমরা জান কি? এ লোক হইল সেই লোকের ন্যায় যাহাকে উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) মারিয়া ছিলেন এবং রক্তদ্বারা তাহার পৃষ্ঠদেশ ও পদযুগল রঞ্জিত করিয়া দিলেন। লোকটি তখন উত্তর দিল যে, তুমি এমন হইও না যে আল্লাহ্ উমরের প্রতিশোধ তোমা হইতে গ্রহণ করুক। এই হাদীছের সনদটি বিশুদ্ধ। ইব্ন আব্বাস (রা.) আনফালের ব্যাখ্যায় এইরূপ

বলিয়াছেন যে, ইমাম কতিপয় লোককে যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তিদের পরিত্যক্ত অর্থ-সম্পদ হইতে মূল গনীমত বন্টনের পর যাহা কিছু প্রদান করিয়া থাকেন তাহাকেই আনফাল বলা হয়।

নফল বা আনফাল শব্দের ব্যাখ্যায় বহু ফিকাহ শাস্ত্রবিদ হইতে এইরূপ অভিমত প্রকাশ হইয়াছে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইব্ন আবূ নাজীহ্ (র.) মুজাহিদের উদ্ধৃতি দিয়া বলেন ঃ

লোকেরা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হইতে চার-পঞ্চমাংশ পৃথক করার পর অবশিষ্ট অংশটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেই يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

ইব্ন মাসউদ (রা.) ও মাসরূক (রা.) বলেন ঃ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের উপর নফল শব্দটি প্রযোজ্য হয় না; অর্থাৎ উহা দ্বারা ঐ দিনের হস্তগত সম্পদ বুঝায় না; বরং সেনাবাহিনী শত্রুর মুখামুখি দণ্ডায়মান হইবার পূর্বে উহাকে নফল বলা হয়। ইহাদের উভয় হইতে এই বক্তব্য ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন মুবারক প্রমুখ — — — আতা ইবন আবূ বাবাহ (র.) হইতে অনেকে يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ আয়াতাংশের অর্থ এইরূপ করিয়াছেন যে, হে নবী! বিনা যুদ্ধে মুসলমানগণ মুশরিকদিগের হইতে গবাদী পশু বা দাসদাসী বা অন্যান্য যেসব বিষয়-সম্পদ লাভ করে সে বিষয় আপনার নিকট উহারা জিজ্ঞাসা করিতেছে। সুতরাং এই সম্পদ নবীর জন্য বিশেষভাবে নিবেদিত, তিনি তাহার ইচ্ছা মাফিক উহা ব্যয় করবেন।

এই কথার দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, তাহারা কাফিরদের হইতে বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ (ফায়ের সম্পদ) দ্বারা আলোচ্য আনফাল সম্পদের ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র.)-সহ অন্যান্য লোকের অভিমত হইল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেনা দলের ছোটখাট ঝটিকা অভিযানে শত্রু বাহিনীর যুদ্ধ না করিয়া ফেলিয়া যাওয়া যে সম্পদ হস্তগত হয়, উহাকেই আনফাল শব্দ দ্বারা বুঝান হইয়াছে।

ইব্ন জারীর (র.) বলেন ঃ আমার নিকট হারিছ, আবদুল আযীয, আলী ইব্ন সালিহ্ ইব্ন হাই প্রমুখ ধারাবাহিকভাবে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। আলী ইব্ন সালিহ্ তিনি বলেনঃ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ আয়াত প্রসঙ্গে আমি অবহিত হইয়াছি যে, উহা দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেনাদলের ঝটিকা যুদ্ধে দখলকৃত বিনাযুদ্ধে শত্রু সেনা কতৃর্ক ফেলিয়া যাওয়া সম্পদ বুঝান হইয়াছে। ইহার অর্থ হইল সেনাধ্যক্ষ কর্তৃক উৎসাহ বর্ধন এবং কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ সাধারণ বন্টনের চেয়ে অধিক কিছু প্রদান করা।

শা'বী (র.) ও এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। ইব্ন জারীর (র.) সাধারণ বন্টনের উপর কতক সেনাকে পুরস্কার ও উৎসাহ বর্ধনের নিমিত্ত কিছু প্রদান করার অভিমতটিই

গ্রহণ করিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূলে প্রদত্ত বিবরণই এই মতবাদ সঠিক হওয়ার প্রমাণ বহন করে। শানে নুযূলের বিবরণ দানে ইমাম আহমদ (র.) নিম্নরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ

ইমাম আহমদ (র.)— — — —সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা.) হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বদরের যুদ্ধের দিন রণক্ষেত্রে আমার ভাই উমায়েরকে হত্যা করা হইলে আমিও ইব্‌ন আসকে হত্যা করিয়া তাহার "যুল কুতায়ফা" নামক তরবারিটি হস্তগত করত মহানবী (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন– উহা দখলকৃত সম্পদের সাথে রাখ। আমি উহা রাখিবার জন্য চলিলাম। একদিকে ভাই নিহত হওয়ার শোক, অপর দিকে ছিনাইয়া আনা তরবারি না পাওয়া। এই অবস্থায় মনের ভাব কি হইতে পারে, তাহা আল্লাহই ভাল জানেন। কিন্তু আমি কিছুদূর যাইতে না যাইতেই সূরা আনফাল অবতীর্ণ হইল। অতঃপর মহানবী (সা.) আমাকে বলিলেন ঃ তুমি যাহা ছিনাইয়া আনিয়াছ, তাহা নিয়া যাও।

ইমাম আহমদ (র.) — — — —সা'দ ইব্‌ন মালিক (রা.) হইবে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেনঃ আমি বলিলাম– হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে মুশরিকদের হইতে পরিত্রাণ দিয়াছেন। অতএব আমাকে এই তরবারিটি দান করুন। মহানবী (সা.) উত্তর করিলেন– এই তরবারি তোমারও নয়, আমারও নয়; উহা যথাস্থানে রাখিয়া দাও। আমি উহা যথাস্থানে রাখিয়া চলিয়া আসিলাম। তখন মনে মনে বলিলাম, এই তরবারি হয়ত এমন এক লোককে প্রদান করা হইবে যে আমার ন্যায় দাবীদার নয় এবং সে আমার ন্যায় বিপদের ঝুঁকিও গ্রহণ করে নাই। ইত্যবসরে আমাকে কোন এক লোক পিছন হইতে ডাক দিলে আমি মহানবী (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলাম– আমার বিষয় কোন ওয়াহী অবতীর্ণ হইয়াছে কি ? মহানবী (সা.) জবাব দিলেন– তুমি যখন তরবারি চাহিয়াছিলে, তখন উহা আমার মালিকানাধীন ছিল না। এখন আল্লাহ্ উহা আমার মলিকানাধীন করিয়া দিয়াছেন। তুমি উহা নিয়া যাও। আল্লাহ্ এই আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছেন ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ

ইমাম আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, প্রমুখ এই হাদীছকে আবূ বকর ইব্‌ন আইয়াশের সূত্র হইতে বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইমাম তিরমিযী ইহাকে 'হাসান' ও 'সহীহ্' নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

অনুরূপভাবে আবূ দাউদ তায়ালিসী (র.) সা'দ (রা.) প্রমুখ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। সা'দ (রা.) বলেন ঃ আমার সম্পর্কে আল-কুরআনে চারিটি আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে। আমি বদরের রণক্ষেত্রে একটি তরবারি হস্তগত করিয়াছিলাম। উহা নিয়া আমি মহানবী (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া ইহা আমাকে প্রদান করার জন্য বলিলে মহানবী (সা.) জবাব দিলেন– যেখান হইতে আনিয়াছ সেখানেই রাখ। আমি

দ্বিতীয়বার চাহিলে মহানবী (সা.) আবার বলিলেন ঃ যেখান হইতে আনিয়াছ সেখানেই রাখ। অতঃপর আল- কুরআনের يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ আয়াত অবতীর্ণ হয়। দ্বিতীয় আয়াতটি হইল وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا আয়াত, আর তৃতীয়টি হইল اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ আয়াত এবং চতুর্থটি হইল অসিয়ত সম্পর্কীয় আয়াত। ইমাম মুসলিম (র.) তদীয় কিতাবে এই হাদীছটিকে ঠিক অনুরূপভাবেই শু'বা (র.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র.)— — — —বনী সা'দার কোন এক লোক হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সে লোক বলে ঃ আমি আবূ উসায়েদ মালিক ইব্‌ন রবীআকে বলিতে শুনিয়াছি যে, বদরের রণক্ষেত্রে ইব্‌ন আয়াজের তরবারিটি আমার হস্তগত হইল। এই তরবারিটি 'মারযবান' তরবারি নামে প্রসিদ্ধ ছিল। মহানবী (সা.) গনীমতের সম্পদ যাহার নিকট যাহা কিছু রহিয়াছে উহা যথাস্থানে জমা করার নির্দেশ প্রদান করিলে আমি উহা যথাস্থানে জমা করিলাম। কোন লোক মহানবী (সা.)-এর নিকট কিছু চাহিলে তাহাকে বিমুখ না করাই ছিল তাঁহার অভ্যাস। সুতরাং আরকাম ইব্‌ন আবুল আরকাম মাখযুমী ঐ তরবারিটি দেখিয়া উহা মহানবী (সা.)-এর নিকট চাহিলে তিনি উহা তাহাকে দিয়া দিলেন। ইব্‌ন জারীর এই হাদীছটি অন্য এক সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় শানে নুযূল ঃ ইমাম আহমদ (র.)— — — —আবূ উমামা (র.) হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ উমামা বলেনঃ আমি উবাদার নিকট গনীমত (আনফাল) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি জবাবে বলিলেন– বদর যুদ্ধে আমরা যাহারা অংশ গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহাদের মধ্যে গনীমতের সম্পদ নিয়া কঠোর মতবিরোধের সৃষ্টি হইলে এবং আমাদের চরিত্র কালুষিত হওয়ার উপক্রম হইলে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করিয়া মতবিরোধ নিরসন করেন এবং আমাদের হাত হইতে ছিনিয়া নিয়া তাঁহার রাসূলের হাতে অর্পণ করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) উহা মুসলমানদের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করিয়া দিলেন।

ইমাম আহমদ (র.) আরও বলেন ঃ আমাদের নিকট আবূ মুআবিয়া ইব্‌ন উমর (র.)— — — —উবাদা ইব্‌ন সামত (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ আমরা মহানবী (সা.)-এর সাথী হইয়া বদর প্রান্তরে উপস্থিত হইলাম। আমাদের এবং মক্কার কাফির এই দুইদল লোকের মধ্যে ভয়াবহ লড়াই চলিল। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের শত্রুসেনাকে পরাজিত করিলেন। আমাদের মধ্যের একদল সেনা পলায়ন-পর শত্রুসেনাকে পিছু ধাওয়া করিয়া হত্যা করিতে লাগিল। আমাদের আর একদল শত্রুসেনাকে অবরোধ করত বন্দী করিয়া একত্রিত করিতে লাগিল। আমাদের আর একদল সেনা যাহাতে মহানবী (সা.)-এর উপর কোনরূপ আঘাত না আসে, তাঁহার প্রতিরক্ষা ও মহানবী (সা.)-এর হিফাজতের কাজে নিমগ্ন রহিলেন। এদিকে

লড়াইর অবসান হইয়া রাত্রির আগমন হইল। যাহারা গনীমতের সম্পদ একত্রিত করিয়া ছিল, তাহারা বলিল এই সম্পদ আমরা গুছাইয়া একত্রিত করিয়াছি। তাই ইহাতে কাহারও কোন অংশ নাই, আমরাই ইহার মালিক। তেমনি যাহারা শত্রুর খোঁজে ছিল, তাহারা বলিল তোমরা আমাদের তুলনায় ইহার বেশী দাবীদার হইতে পার না। আমরা শত্রু প্রতিহত করার কাজে ছিলাম এবং আমরাই উহাদিগকে পরাভূত করিয়াছি। তেমনি যাহারা মহানবী (সা.)-কে আবেষ্টন করিয়া তাহার হিফাজতের কাজে নিয়োজিত ছিল, তাহারা বলিল, আমরা মহানবী (সা.)-এর প্রতি শত্রুপক্ষ হইতে আঘাত হানার আশংকায় ছিলাম। সুতরাং আমরা তাহার প্রতিরক্ষার কাজে নিযুক্ত রহিয়াছি। অতএব গনীমতের সম্পদে আমাদের অংশী না থাকার কোন কারণ নাই। এহেন বাক-বিতণ্ডা, কথা কাটাকাটি ও মতানৈক্যের মুহূর্তেই আল্লাহ্ তা'আলা يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ আয়াত অবতীর্ণ করেন। অতঃপর মহানবী (সা.) উহা মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন। মহানবী (সা.) নিয়ম এই ছিল যে, শত্রুর সাথে যুদ্ধরত অবস্থায় ঐদিনই গনীমতের সম্পদের এক-চর্তুথাংশ বণ্টন করিতেন। যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় বণ্টন করিতেন এক-তৃতীয়াংশ। আর নিজের জন্য গনীমতের সম্পদকে অপসন্দ করিতেন।

এই হাদীছটি তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজা (র.) সুফিয়ান ছাওরী (র.) সূত্রে আবদুর রহমান ইব্‌ন হারিছ হইতে অনুরূপভাবেই বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র.) ইহাকে 'সহীহ্' বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। ইব্‌ন হিব্বান (র.) তাহার কিতাবে এবং হাকিম (র.) মুস্তাদরাক কিতাবে আবদুর রহমান ইব্‌ন হারিছের উদ্ধৃতি দিয়া হাদীছটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম হাকিম (র.) ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী ইহার সনদকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন। কিন্তু সহীহ্দ্বয়ে ইহা সংকলিত হয় নাই। ইমাম আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইব্‌ন জারীর ও ইব্‌ন মারদুবিয়াও এই হাদীছকে উল্লেখিত ভাষায় সংকলিত করিয়াছেন।

ইব্‌ন হিব্বান ও হাকিম দাউদ (র.) ইব্‌ন আবূ হিন্দ সূত্রে ইকরামার সনদে ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেনঃ বদরের যুদ্ধের দিন মহানবী (সা.) বলিয়াছেন– যে লোক এই এই কাজ করিবে, তাহার জন্য এই এই পুরস্কার রহিয়াছে। সুতরাং যুব সম্প্রদায় উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল এবং ঝাণ্ডা বৃদ্ধগণ সংরক্ষণ করিয়া ও পরিখায় থাকিয়া শত্রুর মুকাবিলা করিতে লাগিলেন। যুদ্ধ শেষে গনীমত জমা হওয়ার পর যাহার জন্য যাহা ঘোষণা করা হইয়াছিল তাহারা উহা নেওয়ার জন্য আসিল। এই সময় বৃদ্ধগণ বলিল তোমরা আমাদের উপর প্রাধান্য পাইতে পার না। তোমরা হারিয়া গেলে আমাদের নিকটই আসিয়া আশ্রয় নিতে। আমরা তোমাদের পিছনে প্রতিরক্ষার দায়িত্বে ছিলাম। সুতরাং ইহাদের মধ্যে

বাক-বিতণ্ডা হইয়া একপ্রকার কলহের সৃষ্টি হইল। এই সময়ই আল্লাহ্ তা'আলা يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ হইতে وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ পর্যন্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন। ইমাম ছওরী (র.) ঃ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে বলেন, যে ইব্‌ন আব্বাস (র.) বলিয়াছেন– বদরের যুদ্ধের দিন মহানবী (সা.) এই ঘোষণা দিলেন– যে লোক কোন একজনকে হত্যা করিতে পারিবে তাহার জন্য এই এই পুরস্কার। আর যে লোক তাহাকে বন্দী করিয়া আনিতে পারিবে, তাহার জন্যও এই এই পুরস্কার রহিয়াছে। অতএব আবুল ইয়াসার দুইটি লোককে বন্দী করিয়া আনিয়া মহানবী (সা.)-কে বলিল– হে আল্লাহ্র রাসূল! এখন আপনার অংগীকার পূরণ করার সময় হইয়াছে। এই সময় সা'দ ইব্‌ন উবাদা দাঁড়াইয়া বলিল হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি যদি এইভাবে ইহাদিগকে দান করিতে থাকেন, তবে আপনার অন্যান্য সংগীদের জন্য কিছুই থাকিবে না। অথচ উক্ত ঘোষণা আমাদের পুরস্কার পাবার অন্তরায় নহে এবং শত্রুর মুকাবিলা হইতেও আমরা বিরত ছিলাম না। এখানে আমরা আপনার হিফাজতের জন্য দণ্ডায়মান রহিয়াছি। কারণ পিছন দিক দিয়া আপনার প্রতি আঘাত হানার আশংকা ছিল। মোট কথা সাহাবীগণের পরস্পরের মধ্যে কিছু উচ্চ-বাচ্য ও কথা কাটাকাটি হইলে তখন আল্লাহ্ পাক يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ আয়াত অবর্তীণ করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন– وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ (তোমরা জানিয়া রাখ যে তোমাদের লাভকৃত যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক-পঞ্চমাংশের মালিকানা হইতেছে আল্লাহ্র) হইতে শেষ আয়াত পর্যন্ত এই উপলক্ষে অবতীর্ণ হয়।

ইমাম আবূ উবায়দুল্লাহ্ কাসিম ইব্‌ন সাল্লাম "কিতাবুল আমওয়ালিশ শারীয়াহ' গ্রন্থে যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদের বিভিন্ন দিক এবং ব্যয়ের স্থানসমূহের সবিস্তার আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ যুদ্ধের ময়দানে প্রাপ্ত সম্পদ এবং যুদ্ধরত অমুসলিম শত্রুদের (আহলে হরব) হইতে মুসলমানের প্রাপ্ত প্রত্যেকটি বস্তুর বেলায়ই আনফাল শব্দটি প্রযোজ্য হয়। সুতরাং যুদ্ধলব্ধ সম্পদের (আনফালের) সর্ব প্রথম অধিকারী হইলেন আল্লাহ্র রাসূল। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ -

সুতরাং মহানবী (সা.) আল্লাহ্র নির্দেশ মাফিক এবং পঞ্চমাংশ রাখা ব্যতিরেকেই বদরের দিন উহা সকলের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন। যেমন ইতিপূর্বে সা'দ বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার পরই আল্লাহ্ তা'আলা এক-পঞ্চমাংস উল্লেখ করিয়া আয়াত অবতীর্ণ করেন। সুতরাং পহেলা আয়াতের হুকুম বাতিল হইয়া যায়। আমি বলিতেছি ঃ এইরূপ কথাই অর্থাৎ পহেলা আয়াতের বিধান বাতিল হওয়ার কথা আলী ইব্‌ন আবূ তালহা সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণিত পাওয়া যায়।

মুজাহিদ, ইকরামা ও সুদ্দী (র.) এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ইব্ন যায়েদ (র.) বলেন, পহেলা আয়াতের বিধান বাতিল হয় নাই বরং উহা দৃঢ়তার সাথে বর্তমান রহিয়াছে। আবূ উবায়েদ (র.) বলেন, এই বিষয় আরও অনেক আছার বর্ণিত।

আনফাল মূলত সঞ্চয়কৃত যুদ্ধলব্ধ সম্পদকেই বলা হয়। কুরআন হাদীছের বর্ণনা মাফিক উহার এক-পঞ্চমাংশ রাসূলের পরিবারবর্গের জন্য নির্বাচিত।

আরবী ভাষায় যে কাজ অপরিহার্য নয়, বরং স্বেচ্ছা প্রণোদিত উপকার ও কল্যাণ-জনিত কাজ হয় তাহাকে আনফাল বলা হয়। সুতরাং ইহাই হইল সেই যুদ্ধলব্ধ সম্পদ যাহা আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনগণের শত্রুদের সম্পদ হইতে তাহাদের জন্য বৈধ করিয়া দিয়াছেন। ইহা এমন এক বস্তু যাহা আমাদের উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্যই নির্দিষ্ট। তাহাদের পূর্বে অন্যান্য উম্মতের বেলায় গনীমত গ্রহণ ও ভক্ষণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা এই উম্মতের জন্য গনীমতকে যে হালাল করিয়া দিয়াছেন ইহাই হইল আনফাল বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদের মূলতত্ত্ব।

আমার বক্তব্য এই ঃ বুখারী ও মুসলিম শরীফে উল্লেখিত হাদীছ দ্বারা এবক্তব্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন জাবির (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলিয়াছেনঃ আমাকে পাঁচটি বিশেষ নিয়ামত দেওয়া হইয়াছে, যাহা আমার পূর্বে কাহাকেও দেওয়া হয় নাই।

হাদীছে ইহা বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলেন ঃ আমার জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বৈধ করা হইয়াছে। আমার পূর্বে কাহারও জন্য ইহা বৈধ করা হয় নাই। অতঃপর তিনি সম্পূর্ণ হাদীছটি বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর আবূ উবায়িদ (র.) বলেন ঃ এই কারণেই ইমাম যোদ্ধাগণের জন্য যে পুরস্কার ঘোষণা করেন উহাকে নফল বলা হয়। আর ইহা গনীমতের সাধারণ অংশ ব্যতীত কতকের উপর কতকের জন্যে অধিক্যরূপে হয়। আর ইহাই উহাদিগকে ইসলামের সম্মানকে সমুন্নত রাখার এবং শত্রুর উপর কঠোরভাবে আঘাত হানার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। ইমাম যে কতক সেনাদের জন্য সাধারণ অংশ ছাড়া অধিক গনীমত দ্বারা পুরস্কৃত করার ঘোষণা দিয়া থাকেন তাহা চারি প্রকারে হয় এবং প্রত্যেক প্রকারই নিজ স্থানে অপরটি হইতে পৃথক।

১. প্রথম প্রকার হইল নিহত শত্রু সেনার দখলকৃত সম্পদ ও উপায় উপকরণাবলী দেওয়া হয়, ইহা হইতে কোন পঞ্চমাংশ আলাদা করিয়া রাখা হয় না।

২. দ্বিতীয় প্রকার হইল যাহা গনীমত হইতে এক-পঞ্চামাংশ সতন্ত্রভাবে রাখার পর দেওয়া হয়। যেমন ইমামের প্রেরিত স্বল্প সেনাদলকে অভিযান থেকে গনীমতসহ প্রত্যাবর্তন করিল। সুতরাং এই সেনাদল যাহা কিছু আনিয়াছে, উহা হইতে

এক-পঞ্চামাংশ রাখার পর উহার এক-চর্তুথাংশ বা এক-তৃতীয়াংশ উহাদিগকে দেওয়া হয়।

৩. তৃতীয় প্রকার হইল যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হইতে এক-পঞ্চমাংশ রাখার পর অবশিষ্ট সম্পদ বণ্টন করা এবং উক্ত এক-পঞ্চমাংশ হইতে ইমাম নিজ ইচ্ছায় কর্ম মাফিক যে কোন সেনাকে উপযুক্ত পরিমাণে প্রদান করা।

৪. চতুর্থ প্রকার হইল সমুদয় যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হইতে এক-পঞ্চমাংশ রাখার পূর্বেই তাহা হইতে যাহারা পানি পান করায় এবং সেনাদের পশুগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করে ও মাঠে চরায় তাহাদিগকে প্রদান করা হয়। প্রত্যেকটি শ্রেণীর ক্ষেত্রেই মতানৈক্য বিদ্যমান।

রবী (র.) বর্ণনা করেন যে, ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন ঃ যুদ্ধলব্ধ মূল সম্পদ হইতে এক-পঞ্চমাংশ পৃথক করার পূর্বে নিহত শত্রুসেনার ধন-সম্পদ ও সরঞ্জামাদি মুজাহিদগণকে প্রদান করাকেই আনফাল বলা হয়। আবূ উবায়িদ বলেন, আনফালের আরেক ব্যাখ্যা হইল ঃ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হতে অতিরিক্ত প্রদানের দ্বিতীয় পদ্ধতি অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর জন্য রক্ষিত এক-পঞ্চমাংশের অতিরিক্ত সম্পদ হইতে প্রদান করা। কেননা তাহার জন্য প্রত্যেক যুদ্ধলব্ধ সম্পদের পাঁচ ভাগের এক ভাগ (পঞ্চমাংশ) থাকে। সুতরাং ইমামের উচিত উহা হইতে প্রদান করা। শত্রু সেনার সংখ্যা অধিক এবং তাহাদের শক্তি সামর্থ প্রচণ্ড হইলে রাসূলের সুন্নাতের অনুসরণ করিয়া মুজাহিদগণের জন্য এমনি যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হইতে সাধারণ বণ্টন ছাড়া আরও কিছু (নফলের) ঘোষণা দেওয়া উচিত। তবে এমন অবস্থা সৃষ্টি না হইলে এ ধরনের ঘোষণার প্রয়োজন নাই।

অতিরিক্ত প্রদানের তৃতীয় পদ্ধতি হইল ইমাম কোথাও ছোটখাট অভিযানে সেনাদল প্রেরণ করিলে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বেই উহা হইতে তাহাদিগকে অতিরিক্ত প্রদানের (নফল) ঘোষণা দিবে। আর ইহা হইবে এক-পঞ্চমাংশ পৃথক করার পর এবং ইমাম কর্তৃক আরোপিত শর্ত মাফিক। কেননা উহারা এই ঘোষিত শর্তের কথা শুনিয়া এবং তাহাতে সম্মত হইয়া মরণপণ লড়াই করিবে।

যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা হইয়াছে যে, বদরের লড়াইতে প্রাপ্ত সম্পদ হইতে এক-পঞ্চমাংশ পৃথক করিয়া রাখা হয় নাই, এই কথায় অবশ্য প্রশ্নের অবকাশ রহিয়াছে। কারণ ইহার বিপরীত হাদীছ ও বর্ণিত পাওয়া যায় যে, আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা.) বদরের লড়াইর যুদ্ধলব্ধ প্রাপ্ত সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ হইতে দুইটি উট পাইয়াছিলেন। আমি এই বিষয় 'কিতাবুস সীরাত' গ্রন্থে সবিস্তার ও সবিশদ আলোচনা করিয়াছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

উপরোক্ত فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ আয়াতাংশে আল্লাহ্ পাক বলেনঃ তোমাদের যাবতীয় ব্যাপারেই আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় কর। আর তোমাদের

পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ও সদ্ভাব গড়িয়া তোল। তোমরা পরস্পর আত্মকলহ ঝগড়া-বিবাদ, বাক-বিতণ্ডা ও কথা কাটাকাটি করিয়া নিজদের ঐক্য ও সংহতিকে বিনষ্ট করিও না এবং একে অপরের প্রতি জুলুম অত্যাচার করিও না। আল্লাহ্ পাক তোমাদিগকে যে পথের দিশা এবং ওয়াহীর জ্ঞান দান করিয়াছেন তাহা তোমাদের বিবাদীয় বস্তুর চাইতে বহুগুণ কল্যাণকর। সুতরাং তোমরা পরস্পর ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া জীবন-যাপন কর।

আলোচ্য أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ আয়াতাংশের মর্ম হইল, আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ও মর্যী মাফিক মহানবী (সা.) তোমাদের মধ্যে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ যে নিয়মে বণ্টন করিয়াছেন, তাহা তোমরা বিনা বাক্যে মানিয়া নাও। কেননা মহানবী (সা.) আল্লাহ্ নির্দেশিত ইনসাফ ও সুবিচার অনুযায়ীই উহা বণ্টন করার নির্দেশ দিয়াছেন। তোমরা কোনরূপ উচ্চবাচ্য না করিয়া এ ক্ষেত্রেও আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাহার রাসূলের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন কর।

ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন ঃ এই আয়াতটি আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁহার রাসূলের পক্ষ হইতে ধমক বিশেষ। এখানে আল্লাহ্‌কে ভয় করিয়া রাসূলের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা এবং পরস্পর সদভাব বজায় রাখিয়া চলার কথা বলা হইয়াছে। মুজাহিদ (র.) এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

সুদ্দী (র.) বলিয়াছেন ঃ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ আয়াতাংশের মর্ম হইল তোমরা পরস্পর ঝগড়া-ফাসাদ ও কটূক্তি করিও না। বরং আল্লাহ্‌কে ভয় করিয়া পরস্পর ভ্রাতৃত্ব সৌহার্দ ও সদ্ভাব বজায় রাখিয়া চল।

আমরা এখানে হাফিজ আবূ ইয়ালী আহমদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মুছান্না মুসলীর মুসনাদ কিতাবে বর্ণিত হাদীছটি উল্লেখ করিতেছি।

তিনি বলেন ঃ আমাদের নিকট মুজাহিদ ইব্‌ন মূসা (র.) ---- আনাস (রা.) হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। আনাস (রা.) বলেনঃ আমরা কোন এক সময় মহানবী (সা.)-এর নিকট বসা ছিলাম। তখন আমরা মহানবী (সা.)-কে এমনভাবে মিটিমিটি হাসতে দেখিলাম যে তাঁহার সম্মুখের দাঁতগুলি দেখা যাইতেছিল। তখন উমর (রা.) বলিলেন- হে আল্লাহ্‌র রাসূল আপনি কি কারণে হাসিতেছেন ? আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কুরবান হউক, আপনি আমাদেরকে কারণ অবহিত করুন। মহানবী (সা.) জবাব দিলেন- আমার উম্মতের দুইটি লোক আল্লাহ্ রব্বুল ইজ্জতের সম্মুখে দুই জানু হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। উহার একজনে বলিতেছে, হে রব্বুল ইজ্জাত! আমার ভাই আমার প্রতি জুলুম করিয়াছে। আপনি আমাকে জুলুমের প্রতিশোধ লইয়া দিন। দ্বিতীয় লোকটি বলিল, হে প্রভু! আমার এমন কোন পুণ্যই

অবশিষ্ট নাই, যাহা দ্বারা আমি উহার দাবী পরিশোধ করিতে পারি। তখন মজলুম লোকটি বলিল- হে প্রভু! জুলুমের প্রতিশোধে আমার গুনাহ্ উহার উপর চাপাইয়া দিন। আনাস বলেন- মহানবী (সা.) এই কথা বলিতে বলিতে বাষ্পরুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার আঁখির পাতা অশ্রুজলে ভিজিয়া গেল। অতঃপর মহানবী (সা.) বলিলেন, এই দিনটি মহাবিপদের দিন। মানুষ নিজের পাপের বোঝাকে অপরের মাথায় চড়াইয়া দেওয়ার কথা ভাবিবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বাদীকে বলিলেন- তুমি ঐ জান্নাতের পানে তাকাইয়া দেখত ? লোকটি মাথা উত্তোলন করিয়া বলিবে, হে প্রভু! আমি রৌপ্য নির্মিত বহু শহর দেখিতেছি এবং স্বর্ণ নির্মিত মণিমুক্তা খচিত বহু মহল ও অট্টালিকা দেখিতে পাইতেছি। হে প্রভু! এইসব মহল ও অট্টালিকাসমূহ কি নবী সিদ্দিকীন ও শহীদানের জন্য আপনি তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছেন ? আল্লাহ্ উত্তর করিবেন, উহা বিশেষ কাহারও জন্য নয়। বরং যাহারা উহার মূল্য প্রদান করিবে তাহারাই উহার মালিক হইবে। লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করিবে- হে প্রভু ! উহার মূল্য দিয়া কাহারা মালিক হইতে পারে। আল্লাহ্ বলিবেন- তুমিও উহার মূল্য প্রদান করিয়া মালিক হইতে পার। লোকটি তখন বলিবে, আমি কিরূপে মূল্য প্রদান করিব প্রভু ! আল্লাহ্ বলিবেন- তুমি তোমার ভাইকে ক্ষমা করিলেই মূল্য প্রদান করা হইবে। তখন লোকটি বলিবে হে প্রভু! আমি উহাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছি। আল্লাহ্ তখন বলিবেন, তুমি তোমার ভাইর হাত ধর এবং উভয় একত্রে জান্নাতে প্রবিষ্ট হও। অতঃপর মহানবী (সা.) বলিলেন ঃ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ (আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং পরস্পর ক্ষমাসুলভ চরিত্র প্রদর্শন করিয়া ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ পূর্ণ জীবন যাপন কর।) কেননা আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন মু'মিনগণের মধ্যে সদ্ভাব ও সৌহার্দ প্রতিষ্ঠা করিয়া দিবেন।

(২) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ○

(৩) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ○

(৪) أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ○

২. নিঃসন্দেহে ঈমানদার তাহারাই যাহাদের অন্তর আল্লাহ্‌র স্মরণ করা হইলেই ভীত ও কম্পিত হয়। আর যখন তাঁহার আয়াত পাঠ করা হয়, তখন উহাদের ঈমান প্রবল ও শক্তিশালী হয়। আর উহারা উহাদের প্রতিপালকের উপরই হয় নির্ভরশীল।

৩. যাহারা সালাত কায়েম করে এবং উহাদিগকে আমি যাহা কিছু রিযিক দিয়াছি, তাহা ব্যয় করে, উহারাই প্রকৃত মু'মিন।

৪. তাহাদের প্রতিপালকের নিকট তাহাদের জন্য সুউচ্চ মর্যাদা ও সম্মান রহিয়াছে। আর রহিয়াছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা।

তাফসীর ঃ আলী ইব্ন আবূ তালহা (র.) ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়া إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ আয়াতাংশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেনঃ আল্লাহ্‌র ফরয ইবাদত পালনের সময় তাঁহার যিকির দ্বারা মুনাফিকদের অন্তঃকরণে কিছুই প্রবিষ্ট হয় না। উহারা আল্লাহ্‌র কোন আয়াতের প্রতি আন্তরিকভাবে ঈমান রাখে না এবং তাঁহার প্রতি ভরসাও করে না। উহারা যেমন নামায যথারীতি আদায় করে না এবং দূরে অবস্থানকালে নামাযও পড়ে না, তেমনি ধন-সম্পদের যাকাতও দেয় না। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা এই বলিয়া সংবাদ দিয়াছেন যে, উহারা মু'মিন নয়। অতঃপর তিনি মু'মিনদের পরিচয় স্বরূপ তাহাদের গুণাবলী উল্লেখিত আয়াতাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। এখানে আল্লাহ্ বলেন, নিঃসন্দেহে ঐ সকল লোকগণই মু'মিন যাহাদের অন্তঃকরণ আল্লাহ্‌র যিকির করা হইলে ভীত ও কম্পিত হয়। ফলে উহারা আল্লাহ্‌র অর্পিত ফরয দায়িত্ব কর্তব্যসমূহ পালন করে। ফলে যখন উহাদিগকে আল্লাহ্‌র আয়াত পাঠ করিয়া শুনান হয়, তখন উহাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং উহা সতেজ ও সজীব হইয়া ওঠে। তখন উহারা সর্ব বিষয় আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল হয়। তাই অন্য কোন সত্তার প্রতি তাহারা অনুরাগী হয় না এবং অন্য কাহারও নিকট কিছু প্রত্যাশা করে না।

وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ এর ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র.) বলিয়াছেনঃ উহা দ্বারা অন্তঃকরণ কম্পিত ও ভীত হওয়ার কথা বুঝান হইয়াছে। সুদ্দী (র.) সহ অনেকেই ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ করিয়াছেন। মু'মিনগণের আসল বৈশিষ্ট্য হইল এইসব গুণাবলী। যখন আল্লাহ্‌র স্মরণ করা হয় তখন উহাদের মন ভীত ও প্রকম্পিত হয়। ফলে তাহারা আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী পালন করিয়া চলে এবং তাঁহার নিষিদ্ধ কাজসমূহ পরিহার করিয়া চলে। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্য এক আয়াতে বলেন ঃ

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ -

অর্থাৎ আর মু'মিনগণের মধ্যে যদি কেহ অশ্লীল কাজ বা আত্মার উপর অত্যাচার করিয়া বসে, তবে সাথে সাথেই তাহাদের মনে আল্লাহ্‌র স্মরণ হয়। সুতরাং তাহারা নিজদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত পাপ ক্ষমা করার আর কে আছে ? ভুলবশত পাপ কাজ করিয়া ফেলিলেও তাহা বারবার করে না। কেননা তাহারা জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান (৩ ঃ ১৩৫)।

কুরআনের আর একস্থানে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى . فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

(যাহাদের মনে আল্লাহ্‌র সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবার ভয় রহিয়াছে এবং স্বীয় মনকে গর্হিত ও পাপের কাজ হইতে বিরত রাখে; তাহাদের জন্য রহিয়াছে চিরন্তন জান্নাত (৭৯ ঃ ৪০)।)

এ কারণে সুফিয়ান ছাওরী (র.) বলেন, আমি সুদ্দীকে إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ আয়াত প্রসংগে মরদে মু'মিনের ব্যাখ্যা এইরূপ করিতে শুনিয়াছি যে একজন ঈমানদার লোক যখন জুলুম করার বা পাপকাজ করার ইচ্ছা করে তখন তাহাকে যদি বলা হয় যে আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তখন তাহার অন্তঃকরণ আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত ও কম্পিত হইয়া ওঠে। সুফিয়ান ছওরী (র.) উম্মু দারদা (রা.) হইতে إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ আয়াত প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, অন্তরে ভয় সৃষ্টি হওয়াটা কর্মকারের চর্মজলার মত। তুমি কি অন্তরে এই জ্বলন অনুভব কর ? বলিল হ্যাঁ, অনুভব করি। তিনি তখন বলিলেন যখন তুমি এই রূপ জ্বালা অনুভব করিবে তখন তুমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা কর। কেননা প্রার্থনাই হইতেছে এ জ্বালা নিবারক।

আর উপরোক্ত وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল, মু'মিনের সম্মুখে আল্লাহ্‌র আয়াত পাঠ করা হইলে, তাহাতে তাহাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং প্রবল শক্তিশালী হয়। যেমন আল্লাহ্ পাক আল-কুরআনের অন্য এক স্থানে বলিয়াছেন ঃ

وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ -

("আর যখন কোন সূরা অবতীর্ণ করা হয়, তখন উহাদের মধ্যে কেহ বলিয়া ওঠে তোমাদের মধ্যে কাহার ঈমান বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং শক্তিশালী হইয়াছে ? সুতরাং যাহারা ঈমানদার তাহাদের ঈমান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর জান্নাতের সুসংবাদ উহাদের জন্যই" (৯ ঃ ১২৪)।

এই আয়াত এবং এই ধরনের অন্যান্য আয়াত দ্বারা ইমাম বুখারী (র.)সহ অনেক ইমাম প্রমাণ করিয়াছেন যে ঈমান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং অন্তঃকরণে সতেজ হইয়া উহার শক্তি প্রবল হয়। যেমন জমহূর (অধিকাংশ) ইমামগণ এই মতবাদের প্রবক্তা। বরং অনেক ইমাম হইতে এই মতবাদের উপর ইজমা (সম্মিলিত রায়) হইয়াছে বলিয়া বর্ণিত রহিয়াছে যেমন ইমাম শাফিঈ আহমদ ইব্ন হাম্বল ও আবূ উবায়িদ (র.) বর্ণনা করিয়াছেন। আমি এই বিষয় "শরহে বুখারীর" প্রথম দিকে সবিস্তারে আলোকপাত করিয়াছি। আল্লাহ্‌ই সমস্ত প্রশংসার মালিক।

আলোচ্য وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত কাহারও পানে মনোনিবেশ করে না, তাহাতে পাওয়াই হয় একমাত্র উদ্দেশ্য। তাহার নিকটই আশ্রয় গ্রহণ করে। আর একমাত্র সমস্ত অভাব অভিযোগ তাহার নিকটই পেশ করে এবং তাহা পূরণের নিমিত্ত প্রার্থনা জানায়, আর তাহার পানেই অনুরাগী হয়। তাহারা ইহা জ্ঞাত যে আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা করেন তাহা হইয়া যায় এবং যাহা ইচ্ছা করেন না তাহা হয় না। সব কিছু তাহারই মালিকানাভুক্ত ও নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনিই একক সত্তা তাহার কোন অংশী নাই। তাহার হুকুমকে কেহ পদদলিত করিতে পারে না, তিনিই দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। এ কারণেই সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের (র.) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্‌র প্রতি তাওয়াক্কুল ও নির্ভরতাই হইতেছে ঈমানের শক্তি।

আলোচ্য اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ আয়াতের মর্ম হইল আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনগণের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস উল্লেখ করার পর এখানে তাহাদের কার্যাবলীর বিবরণ দিতেছেন। এই কার্যাবলীর মধ্যে সর্বপ্রকার কল্যাণমূলক কার্যাবলীর কথা নিহিত রহিয়াছে। আর উহার প্রধান হইল নামায জায়েয করা, নামায হইল বান্দার নিকট আল্লাহ্‌র পাওনা অধিকার।

কাতাদা (র.) বলেন, যথাসময় নামাযের হিফাজত করা এবং উযূ, রুকূ-সিজ্‌দা সহ নামায আদায় করা দ্বারাই নামায কায়েম করা হয়।

মুকাতিল ইব্‌ন হায়্যান (র.) বলেন, নামাযের জন্য উহার সময়গুলির সংরক্ষণ, পূর্ণরূপে পবিত্রতা অর্জন করা, রুকূ-সিজদা করা, উহাতে কুরআন পাঠ করা এবং আত্যাহিয়্যাতু-সহ মহানবীর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করা ইত্যাদি কার্যাবলি পুরাপুরিভাবে সম্পন্ন করাকেই নামায কায়েম দ্বারা বুঝান হইয়াছে। আর উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবিকা হইতে ব্যয় করা দ্বারা যাকাত ফরয হইলে ধন-সম্পদের যাকাত আদায় করা সহ বান্দার সমুদয় অপরিহার্য ও স্বেচ্ছা প্রণোদিত হক আদায় করার কথা বলা হইয়াছে। সৃষ্টিকুল হইল আল্লাহ্‌র পরিবার বিশেষ। সুতরাং আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকুলের উপকার যে যত বেশী করে আল্লাহ্‌র নিকট সে ততো বেশী প্রিয়।

কাতাদা وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ আয়াতাংশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ পাক তোমাদিগকে যে জীবিকা দান করিয়াছেন, তাহা হইতে তোমরা ব্যয় কর। কেননা এই সব ধন-সম্পদ ও বিষয়-সম্পত্তি হইতেছে তোমাদের নিকট গচ্ছিত সম্পদ বিশেষ। হে আদম সন্তান! খুব দ্রুতই তোমরা তোমাদের সহায়-সম্পদ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া অনিবার্য। সুতরাং ধন-সম্পদের ভালবাসার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়া উচিত নয়।

আলোচ্য اُولٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا আয়াতাংশের মর্ম হইল যাহারা এই সব গুণে গুণান্বিত এবং এইসব বিশেষণে বিভূষিত সত্যিকার অর্থে তাহারাই খাঁটি মু'মিন লোক।

হাফিজ আবুল কাসিম তাবারানী (র.) বলেন ঃ আমাদের নিকট মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল-হাজরামী (র.) আবূ কুরাইব, যায়েদ ইবনুল হিব্বাব, ইব্‌ন লাহীয়া খালিদ ইব্‌ন ইয়াযীদ আল-সাকাফী, সাঈদ ইব্‌ন আবূ হিলাল ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবুল জুহম হারিছ ইব্‌ন মালিক আনসারী (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে তিনি মহানবী (সা.) নিকট উপস্থিত হইলে মহানবী (সা.) তাহাকে বলিলেনঃ হে হারিছ! তুমি কি অবস্থায় প্রভাত করিলে ? হারিছ জবাব দিল, আমি একজন খাঁটি মু'মিনরূপে প্রভাত করিয়াছি। মহানবী আবার বলিলেন– খুব গভীরভাবে চিন্তা করিয়া বল। কেননা প্রত্যেকটি বস্তুরই মূলতত্ত্ব রহিয়াছে। তোমার ঈমানের মূলতত্ত্ব কি তাহা চিন্তা করিয়া বল। হারিছ জবাব দিল, পার্থিব জগতের ভালবাসার শৃঙ্খল হইতে আমি আমার মনকে বিমুক্ত করিয়াছি। সুতরাং রাত্রি জাগরণ করিয়া নামায আদায় করি এবং দিনভর উপবাস থাকিয়া রোযা রাখি। আমার মানসিক অবস্থা এইরূপ হইয়াছে, যেন আমি আমার প্রতিপালকের আরশের পানে তাকাইলে উহা উন্মুক্ত দেখিতে পাই। আর জান্নাতবাসিগণকে পরস্পর সাক্ষাত করিতে দেখিতে পাই এবং দোযখীদের দেখিতে পাই মহা-বিপদের মধ্যে নিপতিত। মহানবী বলিলেন– হে হারিছ! তুমি ঈমানের মূলতত্ত্বের পরিচয় লাভ করিয়াছ। সুতরাং তুমি উহাকে আঁকড়াইয়া ধর। মহানবী (সা.) এইরূপ তিনবার বলিয়াছেন।

উপরোক্ত আয়াত প্রসঙ্গে আমর ইব্‌ন মুর্‌রাহ (র.) বলিয়াছেন যে, এখানে حَقًّا শব্দটির একটি সাহিত্যগত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। আল্লাহ্ পাক কুরআন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করিয়াছেন। সুতরাং উল্লেখিত আয়াতাংশ হইল নিম্নলিখিত আরবী বাক্যসমূহের ন্যায়। যেমন তোমরা বল– فلان سيد حقا وفى القوم سادة (অর্থাৎ সম্প্রদায়ের অনেক নেতা রহিয়াছে বটে কিন্তু আসল নেতা অমুকে) وفلان تاجر حقا وفى القوم تجار (সমাজে বহু ব্যবসায়ী রহিয়াছে কিন্তু সত্যিকারের ব্যবসায়ী হইল অমুক ব্যক্তি।) وفلان شاعر حقا وفى القوم شعراء ("সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু কবি থাকিলেও আসল কবি হইল অমুকে।")

আলোচ্য لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল এহেন গুণ সম্পন্ন লোকগণই মহান সম্মানের অধিকারী হইবে এবং জান্নাতে সুউচ্চ মর্যাদা লাভ করিবে। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্য এক আয়াতে বলিয়াছেন ঃ

هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ

আল্লাহ্‌র নিকট উহাদের জন্য মহান সম্মান ও সুউচ্চ মর্যাদা রহিয়াছে। তাহারা যাহা কিছু করিতেছে আল্লাহ্ তাহা দেখিতেছেন (৩ ঃ ১৬৩)।

আলোচ্য وَمَغْفِرَةٌ এর অর্থ হইল আল্লাহ্ উহাদের পাপসমূহ ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং উহাদের পুণ্যসমূহ কবূল করিবেন।

আলোচ্য وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত কাহারও পানে মনোনিবেশ করে না, তাহাতে পাওয়াই হয় একমাত্র উদ্দেশ্য। তাহার নিকটই আশ্রয় গ্রহণ করে। আর একমাত্র সমস্ত অভাব অভিযোগ তাহার নিকটই পেশ করে এবং তাহা পূরণের নিমিত্ত প্রার্থনা জানায়, আর তাহার পানেই অনুরাগী হয়। তাহারা ইহা জ্ঞাত যে আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা করেন তাহা হইয়া যায় এবং যাহা ইচ্ছা করেন না তাহা হয় না। সব কিছু তাহারই মালিকানাভুক্ত ও নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনিই একক সত্তা তাহার কোন অংশী নাই। তাহার হুকুমকে কেহ পদদলিত করিতে পারে না, তিনিই দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। এ কারণেই সাঈদ ইব্ন যুবায়ের (র.) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্র প্রতি তাওয়াক্কুল ও নির্ভরতাই হইতেছে ঈমানের শক্তি।

আলোচ্য اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ আয়াতের মর্ম হইল আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনগণের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস উল্লেখ করার পর এখানে তাহাদের কার্যাবলীর বিবরণ দিতেছেন। এই কার্যাবলীর মধ্যে সর্বপ্রকার কল্যাণমূলক কার্যাবলীর কথা নিহিত রহিয়াছে। আর উহার প্রধান হইল নামায জায়েয করা, নামায হইল বান্দার নিকট আল্লাহ্র পাওনা অধিকার।

কাতাদা (র.) বলেন, যথাসময় নামাযের হিফাজত করা এবং উযূ, রুকূ-সিজ্দা সহ নামায আদায় করা দ্বারাই নামায কায়েম করা হয়।

মুকাতিল ইব্ন হায়্যান (র.) বলেন, নামাযের জন্য উহার সময়গুলির সংরক্ষণ, পর্ণরূপে পবিত্রতা অর্জন করা, রুকূ-সিজদা করা, উহাতে কুরআন পাঠ করা এবং আত্যাহিয়্যাতু-সহ মহানবীর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করা ইত্যাদি কার্যাবলি পুরাপুরিভাবে সম্পন্ন করাকেই নামায কায়েম দ্বারা বুঝান হইয়াছে। আর উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবিকা হইতে ব্যয় করা দ্বারা যাকাত ফরয হইলে ধন-সম্পদের যাকাত আদায় করা সহ বান্দার সমুদয় অপরিহার্য ও স্বেচ্ছা প্রণোদিত হক আদায় করার কথা বলা হইয়াছে। সৃষ্টিকুল হইল আল্লাহ্র পরিবার বিশেষ। সুতরাং আল্লাহ্র সৃষ্টিকুলের উপকার যে যত বেশী করে আল্লাহ্র নিকট সে ততো বেশী প্রিয়।

কাতাদা وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ আয়াতাংশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ পাক তোমাদিগকে যে জীবিকা দান করিয়াছেন, তাহা হইতে তোমরা ব্যয় কর। কেননা এই সব ধন-সম্পদ ও বিষয়-সম্পত্তি হইতেছে তোমাদের নিকট গচ্ছিত সম্পদ বিশেষ। হে আদম সন্তান! খুব দ্রুতই তোমরা তোমাদের সহায়-সম্পদ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া অনিবার্য। সুতরাং ধন-সম্পদের ভালবাসার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়া উচিত নয়।

আলোচ্য اُولٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا আয়াতাংশের মর্ম হইল যাহারা এই সব গুণে গুণান্বিত এবং এইসব বিশেষণে বিভূষিত সত্যিকার অর্থে তাহারাই খাঁটি মু'মিন লোক।

হাফিজ আবুল কাসিম তাবারানী (র.) বলেন ঃ আমাদের নিকট মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-হাজরামী (র.) আবূ কুরাইব, যায়েদ ইবনুল হিব্বাব, ইব্ন লাহীয়া খালিদ ইব্ন ইয়াযীদ আল-সাকাফী, সাঈদ ইব্ন আবূ হিলাল ও মুহাম্মদ ইব্ন আবুল জুহম হারিছ ইব্ন মালিক আনসারী (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে তিনি মহানবী (সা.) নিকট উপস্থিত হইলে মহানবী (সা.) তাহাকে বলিলেনঃ হে হারিছ! তুমি কি অবস্থায় প্রভাত করিলে ? হারিছ জবাব দিল, আমি একজন খাঁটি মু'মিনরূপে প্রভাত করিয়াছি। মহানবী আবার বলিলেন– খুব গভীরভাবে চিন্তা করিয়া বল। কেননা প্রত্যেকটি বস্তুরই মূলতত্ত্ব রহিয়াছে। তোমার ঈমানের মূলতত্ত্ব কি তাহা চিন্তা করিয়া বল। হারিছ জবাব দিল, পার্থিব জগতের ভালবাসার শৃঙ্খল হইতে আমি আমার মনকে বিমুক্ত করিয়াছি। সুতরাং রাত্রি জাগরণ করিয়া নামায আদায় করি এবং দিনভর উপবাস থাকিয়া রোযা রাখি। আমার মানসিক অবস্থা এইরূপ হইয়াছে, যেন আমি আমার প্রতিপালকের আরশের পানে তাকাইলে উহা উন্মুক্ত দেখিতে পাই। আর জান্নাতবাসিগণকে পরস্পর সাক্ষাত করিতে দেখিতে পাই এবং দোযখীদের দেখিতে পাই মহা-বিপদের মধ্যে নিপতিত। মহানবী বলিলেন– হে হারিছ! তুমি ঈমানের মূলতত্ত্বের পরিচয় লাভ করিয়াছ। সুতরাং তুমি উহাকে আঁকড়াইয়া ধর। মহানবী (সা.) এইরূপ তিনবার বলিয়াছেন।

উপরোক্ত আয়াত প্রসঙ্গে আমর ইব্ন মুর্‌রাহ (র.) বলিয়াছেন যে, এখানে حَقًّا শব্দটির একটি সাহিত্যগত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। আল্লাহ্ পাক কুরআন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করিয়াছেন। সুতরাং উল্লেখিত আয়াতাংশ হইল নিম্নলিখিত আরবী বাক্যসমূহের ন্যায়। যেমন তোমরা বল– فلان سيد حقا وفى القوم سادة (অর্থাৎ সম্প্রদায়ের অনেক নেতা রহিয়াছে বটে কিন্তু আসল নেতা অমুকে) وفلان تاجر حقا وفى القوم تجار (সমাজে বহু ব্যবসায়ী রহিয়াছে কিন্তু সত্যিকারের ব্যবসায়ী হইল অমুক ব্যক্তি।) وفلان شاعر حقا وفى القوم شعراء ("সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু কবি থাকিলেও অসল কবি হইল অমুকে।")

আলোচ্য لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল এহেন গুণ সম্পন্ন লোকগণই মহান সম্মানের অধিকারী হইবে এবং জান্নাতে সুউচ্চ মর্যাদা লাভ করিবে। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্য এক আয়াতে বলিয়াছেন ঃ

هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ

আল্লাহ্র নিকট উহাদের জন্য মহান সম্মান ও সুউচ্চ মর্যাদা রহিয়াছে। তাহারা যাহা কিছু করিতেছে আল্লাহ্ তাহা দেখিতেছেন (৩ ঃ ১৬৩)।

আলোচ্য وَمَغْفِرَةٌ এর অর্থ হইল আল্লাহ্ উহাদের পাপসমূহ ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং উহাদের পুণ্যসমূহ কবূল করিবেন।

যাহ্হাক (র.) لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ঃ জান্নাতী লোকদিগের কতক কতকের চাইতে অধিক মর্যাদা সম্পন্ন এবং সুমহান সম্মান লাভ করিবে। আর তাহারা নিজেদের চাইতে নিম্নস্তরের জান্নাতীদের প্রতি তাকাইয়া গৌরব বোধ করিতে থাকিবে। কিন্তু নিম্ন স্তরের জান্নাতিগণ উচ্চস্তরের জান্নাতিগণের পানে হিংসার দৃষ্টিতে তাকাইবে না। এইজন্যই বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, মহানবী (সা.) বলিয়াছেন ঃ উঁচুস্তরের জান্নাতিগণের পানে নিম্ন স্তরের জান্নাতিগণ এমনভাবে তাকাইবে যেরূপ তোমরা সুদূর নীলিমার নক্ষত্রমালাকে অবলোকন করিয়া থাক। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিল হে আল্লাহ্র রাসূল! এই সুমহান মর্যাদা কি নবী রাসূলগণ লাভ করিবে, অন্য কোন লোক কি লাভ করিতে পারিবে না ? মহানবী (সা.) জবাব দিলেন ঃ যাহার নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ তাহার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যাহারা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনিয়াছে এবং তাহার রাসূলগণকে বিশ্বাস করিয়াছে, তাহারাই এই সুমহান মর্যাদা লাভ করিবে।

আর একটি হাদীছ ইমাম আহমদ (র.) সহ সুনান কিতাবসমূহের সকল সংকলকই ইব্ন আবূ আতীয়া (র.) ও আবূ সাঈদ (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন! আবূ সাঈদ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) বলিয়াছেন ঃ সাধারণ জান্নাতিগণ উচ্চ মর্যাদা-সম্পন্ন জান্নাতিগণের প্রতি এমনভাবে তাকাইবে যেরূপ তোমরা আকাশের দূরপ্রান্তরের তারকাগুলির পানে তাকাইয়া থাক। আবূ বকর ও উমর (রা.) ঐ সুউচ্চ মর্যাদাবান ও মহান সম্মানের অধিকারী লোকদের মধ্যে হইবেন। আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি তাহার অপরিসীম নিয়ামত দান করিয়াছেন।

(٥) كَمَآ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْۢ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ۖ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ ۙ

(٦) يُجَادِلُوْنَكَ فِى الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوْنَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ۗ

(٧) وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّآئِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ ۙ

(٨) لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ۚ

৫. ইহা এইরূপ, যেমন তোমার প্রতিপালক তোমাকে ন্যায়ভাবে তোমার গৃহ হইতে বাহির করিয়াছেন, অথচ মু'মিনগণের একটি দল ইহা পসন্দ করে নাই।

৬. সত্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরও উহারা তোমার সহিত বিতর্ক করিতেছে। মনে হয় যেন উহাদিগকে কেহ মৃত্যুর দিকে তাড়াইয়া নিয়া যাইতেছে এবং উহারা তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছে।

৭. স্মরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, দুইদলের কোন এক দল তোমাদিগের আয়ত্তাধীন হইবে। অথচ নিরস্ত্র দলটি তোমাদের আয়ত্তাধীন হওয়ার আশা তোমরা করিতেছিলে। আর আল্লাহ্ তাহার বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠা করিতে এবং কাফিরগণকে নির্মূল করিতে চাহেন।

৮. তিনি সত্যকে সত্য এবং অসত্যকে অসত্য প্রমাণিত করার জন্য ইহা করিতে চাহেন। যদিও অপরাধিগণ ইহা পসন্দ করে না।

তাফসীর ঃ ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উল্লেখিত كَمَا اَخْرَجَكَ رَبُّكَ আয়াতের ك (সাদৃশ সূচক) অক্ষরটি ব্যবহৃত হওয়ার কারণ সম্পর্কে ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হইয়াছে। কতক ব্যাখ্যাকার বলেন, ك অক্ষরটিকে মু'মিনগণের কল্যাণ, তাহাদের প্রতিপালককে ভয়করণ, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব বজায় রাখা এবং আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য প্রদর্শনের সাথে সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্য বুঝাইবার জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে। ইকরামা (র.) হইতেও এরূপ বর্ণিত পাওয়া যায়। সুতরাং ইহার তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ তোমরা ইতিপূর্বে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লইয়া যেরূপ পরস্পর মতানৈক্য ও কথা কাটাকাটিতে লিপ্ত হইলে আল্লাহ্ তা'আলা উহা তোমাদের হইতে ছিনিয়া নিয়া বন্টনের জন্য তাহার রাসূলের নিকট অর্পণ করিলেন এবং রাসূল সমানভাবে ন্যায়নীতিমত তোমাদের মধ্যে বন্টন করিলেন। সুতরাং ইহাই হইল তোমাদের জন্য পূর্ণাংগ কল্যাণ। এক্ষণে তোমরা সশস্ত্র ও শক্তিশালী দলটির সহিত লড়াই করাকেও অপসন্দ করিয়াছিলে। এ সশস্ত্র দলটি তাহাদের বাণিজ্যিক কাফিলাটিকে নিরাপদকল্পে সহায়তা করার জন্য বাহির হইয়াছিল। সুতরাং পরিশেষে এই দলটির সহিত তোমরা যুদ্ধ করাকে অপসন্দ করিয়াছিলে। অথচ আল্লাহ্ যুদ্ধ করাকেই তোমাদের জন্য নির্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন, আর তিনি তোমাদের এই সশস্ত্র দলটির সহিত কোনরূপ চুক্তি ও ঘোষণা ব্যতিরেকেই যুদ্ধে লিপ্ত করাইয়া বিজয়ী ও সফলকাম করিলেন। ফলে হিদায়েতের পথে তোমরা আরও দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইলে। যেমন আল্লাহ্ পাক কুরআনের অন্য একস্থানে ঘোষণা করিয়াছেন ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسٰى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ -

("আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি লড়াইকে ফরজ করিয়া দিয়াছেন। অথচ তোমরা উহাকে অপসন্দ করিয়াছ। বহুবস্তু তোমরা অপসন্দ কর অথচ উহাই

তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর বহু বস্তু তোমরা খুব পসন্দ কর, অথচ উহাই তোমাদের জন্য খারাপ ও অকল্যাণকর। ভবিষ্যত সম্পর্কে তোমরা কিছুই জ্ঞাত নয়। আল্লাহ্ই পূর্ণরূপে জ্ঞাত" (২ ঃ ২১৬)।)

ইব্‌ন জরীর (র.) বলেন ঃ كَمَا اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ আয়াতের অর্থ অন্যান্য লোকে এই বলিয়াছেন যে মু'মিনগণের একটি উপদল ঘর হইতে বাহির হওয়া যেরূপ অপসন্দ করিয়াছিল তেমনি যুদ্ধ করাকেও তাহারা অপসন্দ করে। তাহারা সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও আপনার সাথে বাকবিতণ্ডা ও বির্তক করে। মুজাহিদ (র.) হইতেও এই রূপ কথা উল্লেখ রহিয়াছে। তিনি كَمَا اَخْرَجَكَ رَبُّكَ আয়াতের অর্থ বলিয়াছেন যে এইরূপ উহারা সত্যের ব্যাপারে আপনার সাথে বির্তক করিতেছে।

সুদ্দী (র.) বলিয়াছেন, বদর প্রান্তরের দিকে রওয়ানা হইবার সময় এবং মহানবী (সা.)-এর সাথে এই বিষয় বির্তক করা কালেই আল্লাহ্ তা'আলা ঃ كَمَا اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكَارِهُوْنَ আয়াত অবতীর্ণ করেন। এখানে মুশরিকগণের সশস্ত্র সাহায্যকারী দলটি অনুসন্ধানের জন্য বাহির হওয়ার কথা বলা হইয়াছে। আর এই বাহির হওয়াকেই একদল মু'মিন লোক অপসন্দ করিয়াছিলেন। আর يُجَادِلُوْنَكَ فِى الْحَقِّ بَعْدَ مَاتَبَيَّنَ আয়াতও এই সময় অবতীর্ণ হয়। কতকলোকে এই আয়াতের অর্থ এইরূপ বলিয়াছেন যে, মু'মিনগণের কতক লোকে আপনার সাথে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে নানারূপ প্রশ্ন করিয়া বির্তক করিতেছে। বদরের যুদ্ধে বাহির হইবার প্রক্কালেও এইরূপ উহারা আপনার সাথে বির্তকে লিপ্ত হইয়া ছিল। তখন উহারা বলিয়াছিল যে আমাদিগকে ব্যবসায়ী কাফেলার উদ্দেশ্যে বাহির করা হইয়াছে, আমাদিগকে আপনি লড়াই করার কথা জানান নাই। অবশেষে উহারা উহার জন্য প্রস্তুত হইয়া গেল।

আমার বক্তব্য এই ঃ মহানবী (সা.) পূর্বেই সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, মক্কার কাফির সর্দার আবূ সুফিয়ান কুরায়েশদের জন্য সিরিয়া হইতে বহু ধনসম্পদ ও মালামালসহ বিরাট এই বাণিজ্যিক কাফেলার নেতৃত্ব দিয়া মক্কাভিমুখে যাত্রা শুরু করিয়াছি। সুতরাং মহানবী (সা.) এই কাফেলাকে অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের মালামাল হস্তগত করার জন্য মদীনা হইতে বাহির হইলেন। তিনি এ ব্যাপারে মুসলমানদিগকে উৎসাহিত করিয়া তিনশত দশজনের কিছু বেশী লোক সহ বদর প্রান্তরের পথ ধরিয়া উপকুলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এদিকে আবূ সুফিয়ান মহানবী (সা.)-এর সদল-বলে আগমনের সংবাদ পাইয়া যমযম ইব্‌ন আমরকে সতর্ককারী রূপে মক্কাবাসীদিগকে এই সংবাদ অবহিত করার জন্য পাঠাইয়া দিল। মক্কাবাসিগণ এই সংবাদ পাইয়া প্রায় এক হাজার সশস্ত্র লোক নিয়া কাফেলার সহায়তার জন্য আগাইয়া আসিল। এদিকে আবূ সুফিয়ান অন্য এক উপকূলীয় পথ

সীফুল বাহার ধরিয়া নিরাপদে চলিয়া গেল। আর এদিকে সহায়তাকারী দলটি বদর কুয়ার প্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইল। আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ব অনির্ধারিত ও অঘোষিতভাবে মুসলামন ও কাফিরদিগকে মুখামুখী একস্থানে একত্রিত করিলেন। আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা হইল মুসলমান ও ইসলামের ঝাণ্ডাকে সমুন্নত করা এবং মুসলমানগণকে সহায়তা করিয়া তাহাদের শত্রুর উপর বিজয়ী করা। আর উদ্দেশ্য হইল হক ও বাতিলের মধ্যে চিরস্থায়ীরূপে একটি পার্থক্য রেখা সৃষ্টি করিয়া দেওয়া। মোটকথা মহানবী (সা.) যখন কাফেলার সহায়তাকারী দলটির আগমন সংবাদ পাইলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহার নিকট দুইটি দলের যেকোন একটিকে গ্রহণ করার কথা বলিয়া ওয়াহী পাঠাইলেন। অধিকাংশ মুসলমানের আগ্রহ ছিল বাণিজ্যিক কাফেলাকে গ্রহণ করা, কেননা লড়াই ব্যতিরেকেই এই কাফেলা হইতে বহু ধনসম্পদ পাওয়ার আশা ছিল। যেমন আল্লাহ্ পাক উপরোক্ত এই আয়াতে বলিয়াছেন ঃ

وَتَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهٖ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِيْنَ -

হাফিজ আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়া (র.) তাহার তাফসীর গন্থে বলেন ঃ আমাদের নিকট সুলায়মান ইব্‌ন আহমদ তাবরানী (র.) ······ আবূ আইউব আনসারী (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ আইউব আনসারী বলেন ঃ যে, আমরা মদীনায় ছিলাম মহানবী (সা.) বলিয়াছেন ঃ আমাকে আবূ সুফিয়ানের বাণিজ্যিক কাফেলা আগমনের সংবাদ দেওয়া হইল। তোমরা কি এই কাফেলার আগমনের পূর্বেই মদীনার বাহিরে চলিয়া আসিবে ? হয়ত আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে উহা হইতে প্রচুর গনীমত দান করিবেন। আমরা বলিলাম, অবশ্যই বাহির হইব। অতএব আমরা মহানবী (সা.)-এর সাথে বাহির হইয়া পড়িলাম। আমরা একদিন বা দুই দিনের পথ অতিক্রম করিলাম। অতঃপর আমাদিগকে মহানবী (সা.) বলিলেন ঃ তোমরা কাফেলার সহায়তায় আগমনকারী দলটির সাথে লড়াই করিতে চাও কি ? উহারা আমাদের আগমনের সংবাদ অবহিত হইতে পারিয়াছে। আমরা জবাব দিলাম। না আল্লাহ্‌র শপথ শত্রুর সহিত লড়াই করিবার শক্তি-সামর্থ আমাদের নাই। আমরা কাফেলার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছি। মহানবী (সা.) আবার বলিলেন ঃ তোমরা মক্কার কাফিরগণের সাথে লড়াই করা সম্পর্কে কি বল ? আমরাও আবার পূর্ববৎ জবাব দিলাম। এই সময় মিকদাদ ইব্‌ন আমর বলিলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায় মূসাকে কিরূপ জবাব দিয়াছিল, আমরা সেইরূপ জবাব আপনাকে দিতে পারি না। তাহারা বলিয়াছিল হে মূসা! তুমি এবং তোমার প্রতিপালক গিয়া যুদ্ধ কর। আমরা এখানে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছি। আবূ আইউব আনসারী (রা.) বলেন, আমরা আনসারগণের কাছে মিকদাদের বক্তব্যের ন্যায় বক্তব্যের আশা পোষণ করিয়াছিলাম। তাহাদের এইরূপ বলা আমাদের নিকট বিপুল সহায়-সম্পদের

চাইতে বেশী পসন্দনীয় হইত। বর্ণনাকারী বলেন ঃ তখন আল্লাহ্ পাক তাহার রাসূলের নিকট كَمَا اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكَارِهُوْنَ. আয়াত অবতীর্ণ করেন। অতঃপর বর্ণনাকারী পূর্ণ হাদীছটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র.) ইব্ন লাহীয়া (র.) হইতে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন মারদুবিয়া অপর এক সনদে বর্ণনা করিয়াছেন যে মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন আলকামা ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস লাইছী তাহার পিতা ও দাদার উদ্ধৃতি দিয়া বলিয়াছেন যে মহানবী (সা.) বদরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া যখন রওয়াহায় উপস্থিত হইলেন, তখন সকল সঙ্গীগণকে একত্র করিয়া বলিলেন– তোমাদের অভিমত কি ? আবূ বকর (রা.) উঠিয়া বলিলেন – হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা সংবাদ পাইয়াছি যে কাফেলা অমুক জায়গায় এই এই অবস্থায় রহিয়াছে। বর্ণনাকারী বলেন – মহানবী আবার তাহার ভাষণে বলিলেন– তোমাদের অভিমত কি ? তখন উমর (রা.) আবূ বকর (রা.) ন্যায় উত্তর করিলেন। মহানবী আবার তাহার ভাষণে বলিলেন– তোমাদের অভিমত কি ? তখন সা'দ ইব্ন মাআয বলিলেনঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার উদ্দেশ্য কি ? আল্লাহ্ শপথ করিয়া বলিতেছি আমরা আপনার প্রতি সম্মান প্রর্দশন করিব। আল্লাহ্ তা'আলা আপনার চলার পথের নির্দেশ দিয়া আপনার নিকট কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন, যে সম্পর্কে আমাদের কোনই জ্ঞান নাই। যদি আপনি ইয়ামান দেশের বরকুল গামাদ স্থানেও যান, তবে আমরা আপনার সাথে যাইব। আমরা সেইরূপ হইব না যেরূপ মূসা (আ.)-কে তাহার সঙ্গীগণ বলিয়াছিল– তুমি এবং তোমার প্রতিপালক একত্রে হইয়া যুদ্ধ কর। আমরা এখানে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছি। বরং আমরা বলিব, আপনি এবং আপনার প্রভু উভয় লড়াই করুন, আমরাও আপনাদের সাথে থাকিয়া লড়াই করিব। হয়ত আপনি কোন উদ্দেশ্য নিয়াই মদীনা হইতে বাহির হইয়াছেন। পথে আল্লাহ্ তা'আলা উহা ব্যতীত নূতন কোন উদ্দেশ্য আপনার সম্পর্কে উপস্থিত করিয়াছেন। আপনি সেই সম্পর্কে চিন্তা করুন এবং সেই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পথে চলুন। যাহার ইচ্ছা আপনার সাথে সম্পর্কে বজায় রাখুক বা ছিন্ন করুক বা আপনার হইতে ফিরিয়া যাক অথবা আপনার সাথে সন্ধি করিয়া থাকুক! সবই তাহাদের ইচ্ছা। ইহার জন্য আপনি চিন্তা করিবেন না। আপনি আমার জান মালামাল সব নিয়া নিন। এই সময়ই সা'দের কথার উপর আল্লাহ্ তা'আলা كَمَا اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكَارِهُوْنَ - আয়াত অবতীর্ণ করেন।

ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়া আওফী (র.) বলিয়াছেনঃ মহানবী (সা.) শত্রুর সাথে লড়াই করিবার বিষয় যখন পরামর্শ করিতেছিলেন, তখন উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। সা'দ ইব্ন উবাদাও এইরূপ বলিয়াছেন যে মহানবী (সা.)

বদরের দিন তাহার সঙ্গীদিগকে নিয়া পরামর্শ করার পর যখন লড়াইর জন্য উৎসাহিত করিলেন এবং শক্তি প্রয়োগ করার নির্দেশ দিলেন তখন ইহা কিছু মুসলমান অপসন্দ করিয়াছিল। এই সময় আল্লাহ্ পাক এই আয়াত নাযিল করেন ঃ

كَمَا اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكَارِهُوْنَ ، يُجَادِلُوْنَكَ فِى الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوْنَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ -

মুজাহিদ (র.) يُجَادِلُوْنَكَ فِى الْحَقِّ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে ইহার অর্থ হইল উহারা লড়াইর ব্যাপারে আপনার সাথে বির্তক করিতেছে।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র.) يُجَادِلُوْنَكَ فِى الْحَقِّ এর অর্থ এই রূপ করিয়াছেন যে যখন মু'মিনগণের নিকট কাফিরগণের সাথে লড়াই করার কথা উত্থাপন করা হইল, তখন ইহাকে উহারা অপসন্দ করিল এবং মহানবী (সা.)-এর সাথে কুরায়েশদের সাথে মুকাবিলা করার পথে চলিতে অস্বীকৃতি জানাইল।

সুদ্দী يُجَادِلُوْنَكَ فِى الْحَقِّ بَعْدَ مَاتَبَيَّنَ আয়াতাংশের অর্থ এইরূপ বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ পাক আপনার প্রতি কাফিরগণের সাথে লড়াই করার নির্দেশে প্রকাশ হইবার পরও উহারা লড়াই সম্পর্কে আপনার সাথে তর্কবির্তক করিতেছে।

ইব্ন জারীর (র.) অন্যান্যগণ বলিয়াছেন যে, উক্ত আয়াতে মহানবী (সা.)-এর সাথে মুশরিকগণের বিতর্কের কথা বলা হইয়াছে। আমার নিকট ইউনুস ইব্ন ওয়াহাব (র.) হাদীছ বর্ণনা করিয়াছে যে ইব্ন যায়েদ (র.) ঃ يُجَادِلُوْنَكَ فِى الْحَقِّ بَعْدَ مَاتَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوْنَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ আয়াতের অর্থ এইরূপ বলিয়াছেন যে মুশরিকগণ সত্যের ব্যাপারে বির্তক করিতেছে। উহাদিগকে যখন ইসলামের দিকে আহবান জানান হয়, তখন মনে হয় যে, উহারা মৃত্যুর পানে চালিত হইতেছে এবং উহারা তাকাইয়া রহিয়াছে। ইব্ন যায়েদ (র.) আরও বলিয়াছেন যে, উল্লেখিত আয়াতে বর্ণিত গুণাবলী কখনও মু'মিনের গুণাবলী হইতে পারে না। কাফিরগণের বেলায়ই এই গুণাবলী প্রযোজ্য হইতে পারে এবং তাহাদের বেলায়ই এখানে এই গুণাবলীর কথা বর্ণনা করা হইয়াছে।

অতঃপর ইব্ন জারীর ইব্ন যায়েদের এ বক্তব্যের সমালোচনায় বলিয়াছেন যে, ইহা ভিত্তিহীন কথা। এই বক্তব্যের পিছনে কোন যুক্তি নাই। কেননা يُجَادِلُوْنَكَ فِى الْحَقِّ আয়াতের পূর্বে মু'মিনগণের কথা বিবৃত হইয়াছে। আর ইহার পর যে আয়াত অবতীর্ণ করা হইয়াছে তাহাও মু'মিনগণেরই সংবাদে বর্ণিত। এক্ষেত্রে ইব্ন আব্বাস

(রা.) ও ইব্ন ইসহাকের বক্তব্যই সঠিক ও যুক্তিযুক্ত। ইব্ন জারীরও তাহাদের মতবাদের সমর্থন দিয়া বলিয়াছেন যে, ইহাই সঠিক কথা এবং পূর্বের আয়াত দ্বারা এই বক্তব্যেরই প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ্ পাকই সর্বজ্ঞ।

ইমাম আহ্মদ (র.) বলেন ঃ আমাদের নিকট ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বকর এবং আবদুর রায্যাক---- ----ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর নিকট বদরের যুদ্ধ শেষে বলা হইল যে, এখন আপনি বাণিজ্যিক কাফেলাটি, ধনসম্পদ হস্তগত করুন। এখন আর আপনার সম্মুখে কোন বাঁধা বিপত্তি নাই। তখন আব্বাস ইব্ন আবদুল মত্তালিব (রা.) যিনি বদর যুদ্ধে বন্দী হইয়া আসিয়াছিলেন, তিনি উঠিয়া বলিলেন– ইহা আপনার জন্য সমীচীন হইবে না। জিজ্ঞাসা করা হইল কেন সমীচীন হইবে না ? আব্বাস (রা.) জবাব দিল, আল্লাহ্ তা'আলা দুইটি দলের কোন একটি আপনার আয়ত্তাধীন করিয়া দেওয়ার জন্য অঙ্গীকার করিয়াছেন। সুতরাং আল্লাহ্ তাহার অঙ্গীকার পূরণ করিয়াছেন। (অতএব আপনার পক্ষে অপর দলটি পরাভূত করিয়া তাহাদের ধন-সম্পদ করায়ত্ব করা কিরূপে সমীচীন হইতে পারে।) ইহা আল্লাহ্র ইচ্ছার পরিপন্থী হইবে। এই হাদীছ বুখারী মুসলিমসহ সুনান কিতাবের কোন লেখকই সংকচিত করেন নাই। কিন্তু ইহার সনদ খুব শক্তিশালী।

আর আলোচ্য وَتَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ আয়াতের তাৎপর্য হইল তোমরা শক্তিহীন বাণিজ্যিক কাফেলাটিকেই লক্ষ্যরূপে পসন্দ করিতেছিলে। কারণ উহাকে তোমরা বিনা যুদ্ধে ও বিনা বাধায় অনায়াসেই হস্তগত করিতে পারিতে। তোমাদের কোনই কষ্ট-ক্লেশ করিতে হইত না। কিন্তু আল্লাহ্র ইচ্ছা অন্যরূপ। তিনি তোমাদিগকে এবং সশস্ত্র দলটিকে একত্র করিয়া তোমাদের মধ্যে লড়াই বাঁধাইয়া তোমাদিগকে তাহাদের মুকাবিলায় সাহায্য করিয়া বিজয়ী করিতে চাহেন। ফলে তাহার দীনও সমস্ত বাতিল দীনের উপর বিজয়ী হইবে এবং সমগ্র দুনিয়ায় ইসলামের কলেমা ও আওয়াজ বুলন্দ হইয়া তাঁহার ঝাণ্ডা সমুন্নত থাকিবে। তিনি কাজের পরিণতি সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিফহাল এবং তিনি তোমাদের কাজের ব্যবস্থাপনা অতি সুন্দরভাবেই করিবেন। যদিও তাহার বান্দাগণ ইহার পরিপন্থী কাজকে পসন্দ করিয়া থাকেন। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্য এক আয়াতে বলিয়াছেন ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ـ وَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
وَعَسٰى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র.) বলেন ঃ আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিম যুহরী আসিম ইব্ন আমর ইব্ন কাতাদা, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর, ইয়াযীদ ইব্ন রূমান (র.) প্রমুখ উরওয়া ইব্ন যুবায়ের আমাদের অনেক উলামায় কিরামও আবদুল্লাহ্ ইব্ন

আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহারা প্রত্যেকেই এই হাদীছের কিছু কিছু বর্ণনা করিয়াছেন। বদরের যুদ্ধ সম্পর্কীয় হাদীছের যাহা কিছু বাদ রহিয়াছে উহা একত্রিত করিয়া তাহারা বলিয়াছেন যে মহানবী (সা.) আবূ সুফিয়ান সিরিয়া হইতে বহু মালামালসহ এক কাফেলা নিয়া আসিবার সংবাদ জানিতে পারিয়া মুসলমানগণকে ডাকিলেন এবং বলিলেন ঃ কাফেলাটি কুরায়েশদের কাফেলা, তাহাদের জন্য বহু মালামাল এই কাফেলা নিয়া আসিতেছে। তোমরা উহার পানে অগ্রসর হও। হয়ত আল্লাহ্ পাক তোমাদিগকে উহা হইতে বহু ধন-সম্পদ দান করিবেন। সুতরাং কতক লোক সম্মুখে অগ্রসর হইল, কতক ভীত হইয়া পড়িল এবং কতক একাজকে একটি ভারী ও কষ্টদায়ক বোঝা ভাবিল। মহানবী (সা.) যুদ্ধ করিবেন এমন ধারণা কখনই তাহাদের মনে উদয় হয় নাই। আবূ সুফিয়ান হিজাযের নিকটে আসিয়া সংবাদ সরবরাহের জন্য গুপ্তচর লাগাইয়া দিল। তাহারা পথিকদের নিকট পথের ভয়-ভীত সম্পর্কে নানাবিধ কথা জিজ্ঞাসা করিল। পরিশেষে তাহাদের কাফেলার ধন-সম্পদ করায়াত্ত করার নিমিত্ত মুহাম্মদের আগমনের কথা কোন এক পাথিকের মারফতে জানিতে পারিল। আবূ সুফিয়ান এই সংবাদ পাইয়া ভীত হইয়া পড়িল এবং যমযম ইব্ন আমর গিফরীকে মক্কাবাসীদের কাছে এই বলিয়া পাঠাইয়া দিল যে তুমি তাহাদিগকে আমাদের কাফেলার মালামাল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি সহায়তাকারী দল অতিশীঘ্র নিয়া আসিবার কথা বলিবে। ইহাও বলিবে যে মুহাম্মদ তাহার অনুচরগণসহ আমাদের কাফেলার মালামাল লুষ্ঠন করার জন্য আসিতেছে। অতএব যমযম ইব্ন আমর খুব দ্রুত গিয়া মক্কায় পৌছিল। এদিকে মহানবী (সা.) সাহাবীগণের একটি দলসহ যাফরান নামক স্থানে আসিয়া পৌছিলেন। সেখানে অবস্থানকালে সংবাদ সরবরাহের জন্য লোক প্রেরণ করিলে উক্ত সংবাদ বাহক মহানবী (সা.) হইতে উক্ত কাফেলাকে উদ্ধার করার সংকল্পে কুরায়েশদের একটি দল আগমনের সংবাদ দিলেন। সুতরাং এই সময় মহানবী (সা.) সাহাবীগণের এক পরামর্শ সভা ডাকিলেন এবং কুরায়েশদের আগমনের সংবাদ অবহিত করিলেন। আবূ বকর (রা.) দণ্ডায়মান হইয়া এক সুন্দর অভিমত ব্যক্ত করিলেন। তেমনিভাবে ব্যক্ত করিলেন উমর (রা.) ও এক অভিমত। অতঃপর মিকদাদ ইব্ন আমর দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন– হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্ যে নির্দেশ দিয়াছেন তাহা আপনি করিয়া যান। আমরা আপনার সাথে রহিয়াছি। আল্লাহ্র নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, আমরা সেইরূপ কথা বলিব না, যেরূপ বনী ইসরাঈলগণ হযরত মূসা (আ.)-কে বলিয়াছিল। তাহারা মূসা (আ.)-কে বলিয়াছিল, তুমি এবং তোমার প্রভু একত্রে যুদ্ধ করিয়া আস। আমরা এখানে অপেক্ষায় রহিলাম। কিন্তু আমাদের বক্তব্য হইবে এইরূপ যে, তুমি

এবং তোমার প্রতিপালক যুদ্ধ কর। আমরাও তোমার সাথে থাকিয়া যুদ্ধ করিব। যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছেন, তাহার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আপনি যদি আমাদিগকে আবিসিনিয়ার বারকুল গামাদেও নিয়া যান, আমরা আপনার সাথেই সেখানে গিয়া উপনীত হইব। ইহা ব্যতীত আর কোথায়ও যাইব না। ইহা শুনিয়া মহানবী (সা.) তাহাকে ধন্যবাদ দিলেন এবং তাহার জন্য দু'আ করিলেন। অতঃপর মহানবী (সা.) বলিলেন– তোমরা সকলের সাথে পরামর্শ কর। ইহা দ্বারা তিনি আনসারগণের সাথে পরামর্শের কথা বুঝাইয়া ছিলেন। কেননা তাহারা সংখ্যায় ছিলেন অনেক বেশী। তাহা ছাড়া আকাবায় বাসিয়া আনসারগণ মহানবী (সা.)-এর হাতে এই কথায় বায়আত করিয়াছিলেন যে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, মদীনায় পৌঁছার পর আপনি সম্পূর্ণ আমাদের জিম্মাদারীতে থাকিবেন। আমরা আমাদের নারীপুরুষ ও সন্তান-সন্ততিসহ আপনার বিরোধিগণকে বাঁধা প্রদান করিব। তবে মহানবী (সা.) এই আশংকা পোষণ করিতে ছিলেন যে আনসারগণ তো মদীনার বাহিরে শত্রুর সাথে যুদ্ধ করার শপথ করে নাই। সুতরাং এ ক্ষেত্রে তাহারা সহায়তা না করিতে পারে। মদীনা ছাড়িয়া শত্রুর সহিত লড়াই করিতে যাওয়া তাহাদের অপরিহার্য দায়িত্বও তখন ছিল না। সুতরাং মহানবী (সা.) পরামর্শের কথা যখন বলিলেন তখন সা'দ ইব্‌ন মাআয দাঁড়াইয়া বলিলেন – আল্লাহ্‌র শপথ করিয়া বলিতেছি, আপনি আমাদের বেলায় কি মনস্থ করিয়াছেন, মহানবী (সা.) বলিলেন– আমি চাই তোমরাও আমার সাথে চল। সা'দ জবাব দিলেন– আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনিয়াছি, আপনাকে বিশ্বাস করিয়াছি এবং আপনি যাহা কিছু নিয়া আসিয়াছেন, তাহা সত্য বলিয়া সাক্ষ্য দিয়াছি। আর এ বিষয় আমরা আপনাকে সহায়তা করার ওয়াদা করিয়াছি এবং আপনার কথা শোনার আনুগত্য করিয়া চলারও অঙ্গীকার আমরা করিয়াছি। সুতরাং আল্লাহ্‌র নির্দেশমত আপনি অগ্রসর হউন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ আপনাকে সত্য দীনসহ প্রেরণ করিয়াছেন। আপনি যদি আমাদিগকে নিয়া সমুদ্রে ঝাপ দিতে চাহেন তবে আমরা অবশ্যই আপনার সাথে ঝাপ দিব। আমাদের মধ্যে কেহই আপনার সাথে মতবিরোধ করিবে না এবং আপনি আমাদিগকে নিয়া শত্রুর সহিত যুদ্ধ চাইলেও কেহ অপসন্দ করি না। আমরা রণক্ষেত্রে চরম ধৈর্যের পরিচয় দিব এবং শত্রুর সাথে মুকাবিলার সময়ও সততার পরিচয় দিব। আপনার দৃষ্টির নিকটে যাহাকিছু রহিয়াছে হয়ত আল্লাহ্ পাক আমাদের দ্বারা আপনাকে তাহা দেখাইবেন। আপনি আল্লাহ্‌র করুণার উপর নির্ভরশীল হইয়া আমাদের প্রতি খুশী থাকুন। মহানবী (সা.) সা'দের কথায় খুব আনন্দিত হইলেন এবং অতঃপর বলিলেন ঃ আল্লাহ্ পাকের করুণার উপর নির্ভর করিয়া তোমরা সম্মুখ অগ্রসর হও, এবং সকলকে আমাদের বিজয়ের সুসংবাদ জানাইয়া দাও। কেননা আল্লাহ্ পাক দুইটি দলের কোন একটি দল করায়াত্ত করার অঙ্গীকার করিয়াছেন। আমি যেন কাফির সম্প্রদায়ের লাশগুলি দেখিতে পাইতেছি।

আওফা (র.) হইতেও এইরূপ হাদীছ বর্ণিত রহিয়াছে, আর সুদ্দী, কাতাদা, আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র.) সহ আমাদের একালের সেকালের অনেক উলামায় কিরাম অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা এখানে পূর্বোল্লেখিত মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র.)-এর বর্ণনাকে যথেষ্ট ভাবিয়া অন্য বক্তব্যসমূহ সংক্ষিপ্ত করিয়াছি।

(৯) إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَٰٓئِكَةِ مُرْدِفِينَ ○

(১০) وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ○

৯. স্মরণ কর, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলে। তিনি উহা কবূল করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, আমি তোমাদেরকে এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করিব যাহারা একের পর এক আসিবে।

১০. আল্লাহ্ ইহা করেন কেবল তোমাদেরকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য এবং এই উদ্দেশ্যে যাহাতে তোমাদের মন প্রশান্তি লাভ করে; এবং সাহায্য কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র নিকট হইতেই আসে, আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর ঃ ইমাম আহমদ (র.) বলেন ঃ আবূ নূহ্ কারাদ (র.) ······ উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা.) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেনঃ বদরের যুদ্ধের দিন মহানবী (সা.) তাঁহার সঙ্গীদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে, তাহাদের সংখ্যা তিনশতের কিছু বেশী। আর মুশরিকগণের সংখ্যা দেখিতে পাইলেন, এক হাজারের উর্ধ্বে। সুতরাং মহানবী (সা.) কিবলার দিকে মুখ করিয়া আল্লাহ্‌র ধ্যানে বসিয়া গেলেন। এই সময় তাহার পরিধানে একটি লুঙ্গী ও কাঁধের উপর একখানা চাঁদর ছিল। অতঃপর আল্লাহ্‌র নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিলেন ঃ হে প্রভু! আমার নিকট যে অঙ্গীকার করিয়াছ তাহা এই স্থানে পূরণ কর। তুমি যদি ইসলামের এই ক্ষুদ্র অনুসারী দলটিকে ধ্বংস করিয়া দাও, তবে এই পৃথিবীর বুকে তোমার উপসনাকারী বলিতে কেহ থাকিবে না। চিরদিনের জন্য নির্মূল হইয়া যাইবে। বর্ণনাকারী বলেন, মহানবী (সা.) এইভাবে কাকুতি-মিনতি করিয়া তাহার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করিতে করিতে তাহার স্কন্ধ হইতে চাঁদর পড়িয়া গেল। আবূ বকর (রা.) আসিয়া চাঁদর আবার উঠাইয়া দিলেন এবং তাঁহার পিছনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! এখন থামুন, আপনার প্রতিপালক আপনার প্রার্থনা মঞ্জুর করিবেন এবং

আপনার কাছে যে অঙ্গীকার করিয়াছেন তাহাও তিনি অতিশীঘ্র পূরণ করিবেন। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা তাহার নবীকে সুসংবাদ প্রদানপূর্বক এই আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ

اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّىْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ ـ

সুতরাং সেই দিন দুই দলের মধ্যে দুর্ধর্ষ লড়াই শুরু হইয়া গেল এবং পরিশেষে আল্লাহ্ পাক মুশরিকগণকে চরমভাবে পরাজিত করিলেন। মুসলমানদের হাতে উহাদের সত্তর জন লোক নিহত হইল এবং সত্তর জন বন্দী হইল। আর মহানবী (সা.) বন্দীদের বিষয় আবূ বকর, উমর ও আলী (রা.)-এর নিকট পরামর্শ চাহিলে আবূ বকর (রা.) বলিলেন– হে আল্লাহ্র রাসূল! এই বন্দী লোকেরা আপনারই ভাই-বেরাদর এবং বংশ ও সম্প্রদায়ের লোক। আমার মতে ইহাদিগকে হত্যা না করিয়া বরং অর্থের বিনিময় (ফিদিয়া) ছাড়িয়া দেওয়া হউক। ইহা করা হইলে কাফিরদের মুকাবিলায় আমরা আর্থিক দিক দিয়া আরও শক্তিশালী হইব। আল্লাহ্ তা'আলা ইহাদিগকে সৎপথ প্রদর্শন করিয়া ইসলাম গ্রহণ করার তাওফীক দিলে উহারাই আমাদের সাহায্যকারী হইবে। অতঃপর মহানবী (সা.) বলিলেন– হে উমর! ইহাদের ব্যাপারে তোমার অভিমত কি ? উমর (রা.) জবাব দিলেন– আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিতেছি, আবূ বকর যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছে। আমি সেই অভিমতের প্রবক্তা নহি; বরং আমার অভিমত হইল, আপনি যদি উমরের অমুক, নিকট আত্মীয়ের বেলায় নির্দেশ দেন, তবে আমি তাহার গর্দান দ্বিখণ্ডিত করিব। অনুরূপ আলীকে তাহার ভ্রাতা আকীলের ব্যাপারে নির্দেশ দিলে সে তাহাকে হত্যা করিবে। অনুরূপ হামযাকে তাহার অমুক ভাইর বেলায় নির্দেশ দিলে সে তাহার শিরশ্ছেদ করিবে। ইহা করিয়া আমরা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে প্রমাণ করিতে চাই যে, আমাদের অন্তরে মুশরিকদের প্রতি বিন্দুমাত্র সমবেদনা নাই। ইহারা কাফির মুশরিকদেরই পথ প্রদর্শক সর্দার ও নেতা। কিন্তু মহানবী (সা.) আমার অভিমতের কোন গুরুত্ব না দিয়া আবূ বকরের অভিমতকে প্রাধান্য দিয়া উহাদিগকে অর্থের বিনিময় ছাড়িয়া দিলেন। অতঃপর আমি পরদিন মহানবী (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলাম যে, মহানবী (সা.) এবং আবূ বকর (রা.) উভয়ই কাঁদিতেছেন। আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি এবং আপনার সাথী কেন কাঁদিতেছেন। কারণ জানিতে পারিলে আমিও কাঁদিতাম আর ক্রন্দন না আসিলে ক্রন্দনের ভান করিতাম। মহানবী (সা.) জবাব দিলেন– অর্থের বিনিময় উহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়ার কারণে কাঁদিতেছি এবং এই অপরাধের কারণে আমার নিকটতম এই বৃক্ষটির চাইতেও অতি নিকটে তোমাদের উপর শাস্তি দেখিতেছি।

এই সময় আল্লাহ্ পাক এই আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ

مَا كَانَ لِنَبِىٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ الى قوله فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلًا طَيِّبًا ـ

দেশ আক্রমণমুক্ত হইয়া স্থিতিশীল না হওয়া পর্যন্ত কোন নবীর কাছে বন্দী রাখা ঠিক নয় ...... যুদ্ধে যাহা কিছু লাভ করিয়াছ তাহা পবিত্র ও বৈধ মনে করিয়া আহার কর (৮ ঃ ৬৭-৬৯)।

তখন হইতে তাহাদের জন্য গনীমত হালাল হইল। বলা বাহুল্য পরের বৎসর উহুদের যুদ্ধে অর্থের বিনিময় বদর যুদ্ধের বন্দী মুক্তিকরণ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছিল। মুশরিক বাহিনীর হাতে রাসূলের সত্তরজন সাহাবীর একটি দল শহীদ হইয়াছিল। আর রাসূলের সম্মুখের চারিটি দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল এবং তিনি মাথায় এমন আঘাত পাইলেন, যাহা হইতে রক্ত প্রবাহিত হইয়া তাঁহার চেহারা মুবারক রক্তিম হইয়া গিয়াছিল। তখন আল্লাহ্ পাক নিম্নলিখিত আয়াত অবতীর্ণ করেন।

اَوَلَمَّا اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ اَنّٰى هٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ

"যখন তোমরা বিপদের মধ্যে নিপতিত হইলে, এইরূপ বিপদে তোমরা ইতিপূর্বেও নিপতিত হইয়াছিল। তখন তোমরা বলিলে, ইহা কোথা হইতে আসিল ? হে নবী! বল, ইহা তোমাদের নিজদের কারণে অর্থাৎ অর্থের বিনিময় বন্দী ছাড়িয়া দেওয়ার দরুন হইয়াছে। আল্লাহ্ প্রতিটি বস্তুর উপর ক্ষমতাবান" (৩ ঃ ১৬৫)।

এই হাদীছ ইমাম মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইব্ন জারীর ও ইব্ন মারদুবিয়া (র.) ইকরামা ইব্ন আম্মার (র.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আলী ইব্ন মাদীনী ও ইমাম তিরমিযী ইহাকে বিশুদ্ধ আখ্যায়িত করিয়া বলিয়াছেন যে, ইকরামা ইব্ন আম্মার ইয়ামানী বর্ণিত হাদীছ ব্যতীত এই বিষয় আর কোন হাদীছের সাথে আমাদের পরিচয় নাই। এমনিভাবে আলী ইব্ন আবূ তালহা ও আওফী ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতেও হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা.) বলিয়াছেন ঃ اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ আয়াতটি মহানবী (সা.)-এর বদরের যুদ্ধের কাতর প্রার্থনাকালে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইয়াযীদ ইব্ন তাবীজ, সুদ্দী ও ইব্ন জুরায়েজ অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ বকর ইব্ন আইয়াস (র.) আবূ হাসীন সূত্রে আবূ সালিহ্ (র.) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলিয়াছেন ঃ বদরের যুদ্ধের দিন মহানবী (সা.) অতি কাতর ও বিনম্রভাবে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করিতেছিলেন। এই সময় উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) আসিয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্ রাসূল! প্রার্থনাকে সংক্ষিপ্ত করুন। আপনার নিকট আল্লাহ্কৃত অঙ্গীকার অবশ্যই তিনি পূরণ করিবেন।

ইমাম বুখারী (র.) তদীয় কিতাবের মাগাযী অধ্যায়ে এই আয়াত দ্বারা একটি পরিচ্ছেদ রচনা করিয়া বলিয়াছেন ঃ

اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ - اِلى قوله فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

আবূ নুআইম (র.)-- — — - ইব্ন শিহাব হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি ইব্ন মাসউদ (রা.)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে আমি মিকদাদ ইব্ন আসওয়াদের একটি বিষয় প্রত্যক্ষ করিলাম তাহা আমার কাছে সব কিছুর বিনিময় হাসিল করাও পসন্দনীয়। মুশরিকদের বিরুদ্ধে প্রার্থনা করার সময় তিনি মহানবী (সা.)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন- মূসার সম্প্রদায় যেরূপ বলিয়াছিল আমরা সেইরূপ বলিব না। তাহারা বলিয়াছিল, তুমি এবং তোমার প্রতিপালক গিয়া যুদ্ধ কর। আমরা এখানে অপেক্ষা করিতেছি। পক্ষান্তরে, আমরা আপনার ডানে, বামে, সম্মুখে ও পিছনে থাকিয়া কাফিরদের সাথে লড়াই করিয়া যাইব। আমি দেখিলাম যে, এই কথা শুনিয়া মহানবী (সা.)-এর চেহারা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে এবং এই কথায় তিনি অতিশয় খুশী হইয়াছেন।

মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাওশাব (র.) – — — – ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন ঃ মহানবী (সা.) বদরের যুদ্ধের দিন বলিয়াছেন- হে প্রভু ! তুমি তোমার কৃত চুক্তি ও অঙ্গীকারকে কার্যকরী কর। হে প্রভু ! ইহা না করিলে এই জগতে তোমার ইবাদত করার কোন লোকই থাকিবে না। তখন আবূ বকর মহানবী (সা.)-এর হাত ধরিয়া বলিলেন- ইহাই আপনার জন্য যথেষ্ট। অতঃপর তিনি এই কথা বলিতে বলিতে বাহির হইলেন যে, আল্লাহ্ অতিশীঘ্রই শত্রুবাহিনীকে পরাস্ত করিবেন এবং উহারা পলায়নপর হইয়া পিছনের দিকে ভাগিয়া যাইবে।

এই হাদীছকে ইমাম নাসাঈ (র.) বিন্দার (র.) সূত্রে আবদুল মজীদ ছাকফী প্রমুখ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

আলোচ্য بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِيْنَ আয়াতাংশের মর্ম হইল আল্লাহ্ তা'আলা এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করিবেন যাহারা একের পর এক আসিতে থাকিবে কিংবা এক দলের পিছনে আরেক দল অবতীর্ণ হইবে।

হারূন ইব্ন হুরায়রা (র.) ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে مُرْدِفِيْنَ শব্দের অর্থ বলিয়াছেন, অনুসরণকারী। অর্থাৎ একদলের অনুসরণ করিয়া আরেক দল আসিতে থাকিবে। এখানে مُرْدِفِيْنَ শব্দ দ্বারা তোমাদিগকে ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করিয়া শক্তিশালী করিব এই অর্থের সম্ভাবনাও বিদ্যমান। যেমন আওফী (র.) ইব্ন আব্বাসের উদ্ধৃতি দিয়া বলিয়াছেন যে مُرْدِفِيْنَ শব্দের অর্থ সাহায্য করা। যেমন

তোমরা কাহাকেও বলিয়া থাক انت لرجل زده كذا كذا (তাহাকে এই এই ভাবে সাহায্য করিয়াছ)। এমনিভাবে মুজাহিদ, ইব্ন কাছীর আল-কারী, ও ইব্ন যায়েদও مُرْدِفِيْنَ শব্দের অর্থ সাহায্যকারী বলিয়াছেন।

আবূ কাদায়না (র.)— — — – ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِيْنَ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে প্রত্যেক ফেরেশতার পিছনে এক একজন ফেরেশতা থাকিবে। এই একই সনদের আর এক বর্ণনায় পাওয়া যায় ঃ مُرْدِفِيْنَ শব্দের অর্থ হইল উহাদের কতকে কতকের পদাংক অনুসরণ করিয়া চলিবে। আবূ জবীয়ান, যাহ্হাক ও কাতাদা (র.) অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র.) বলেন ঃ মুছান্না (র.)— — — – আলী (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আলী (রা.) বলেন ঃ হযরত জিবরাঈল (আ.) এক হাজার ফেরেশতাসহ অবতরণ করিয়া মহানবী (সা.)-এর ডানদিকের বাহিনীর সাথে শামিল হন। এই বাহিনীতে আবূ বকর (রা.) ছিলেন ঃ তেমনি মিকাঈল (আ.) এক হাজার ফেরেশতাসহ অবতরণ করিয়া মহানবী (সা.)-এর বাম দিকের বাহিনীর সাথে আসিয়া মিলিত হন। আমি এই বামদিকের বাহিনীতেই ছিলাম।

এই হাদীছ এই দাবীই জানায় যে, এক হাজার ফেরেশতা অনুরূপভাবে পিছনে পিছনে আসিয়াছেন। এ কারণেই কতকলোকে উক্ত শব্দের د অক্ষরের উপর যবর দিয়া مُرْدَفِيْنَ পাঠ করিয়া থাকেন। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ। এক্ষেত্রে আলী ইব্ন আবূ তালহা (র.) ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণিত ব্যাখ্যাই বিখ্যাত। আল্লাহ্ পাক তাহার নবী এবং মু'মিনগণকে এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা সহায়তা করিয়াছিলেন। সুতরাং জিবরাঈল (আ.) পাঁচশত ফেরেশতার নেতৃত্ব দিয়া সহায়তা করিয়াছিলেন এবং মিকাঈল সহায়তা করিয়াছিলেন অবশিষ্ট পাঁচশত ফেরেশতা সেনার নেতৃত্ব দিয়া।

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর ও মুসলিম (র.)— — — – ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর সূত্রে উমর (রা.)-এর পূর্বোল্লেখিত হাদীছটিকে উদ্ধৃত করিয়াছেন। অতঃপর আবূ যুমাইল (র.) বলেন, আমার নিকট ইব্ন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আমাদের মধ্যের একজন মুসলিম সেনা এক মুশরিক লোককে পিছনে পিছনে অনুসরণ করিতেছিল। সে তাহার সম্মুখে উহার মাথার উপর চাবুকের আঘাত শুনিতে পাইল এবং এক সওয়ারী [illegible] শব্দ শুনিতে পাইল। সে বলিতেছে যে, কঠিন পথে অগ্রসর হও। মুশরিক লোকটিকে সে দেখিতে পাইল যে, সে সম্মুখে ধরাশায়ী হইয়াছে, তাহার দেহে বহু আঘাত রহিয়াছে এবং তাহার চেহারা চাবুকের আঘাতে ফাটিয়া গিয়াছে। অতঃপর এই অনুসরণকারী আনসার লোকটি মহানবী (সা.) নিকট

এই ঘটনা বিবৃত করিলে তিনি বলিলেন– তুমি সত্যই বলিয়াছ। ইহা আসমানের গায়েবী মদদ। এই দিনের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে উহাদের সত্তরজন লোক নিহত এবং সত্তরজন লোক বন্দী হইয়াছিল।

"বদরের যুদ্ধে ফেরেশতা উপস্থিত হওয়ার" অধ্যায়ে ইমাম বুখারী বলেন ঃ ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র.) — — — — রিফাআ ইব্‌ন রাফি' যুরকী (যিনি একজন বদরের যোদ্ধা ছিলেন হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ জিবরীল (আ.) মহানবী (সা.)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন– আপনাদের মধ্যকার বদরের যোদ্ধাগণকে কিরূপ ভাবিয়া থাকেন ? মহানবী (সা.) জওয়াব দিলেন– তাহারা মুসলমানদের মধ্যে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। অথবা এইরূপ অন্যকোন কথা বলিয়া ছিলেন। অতঃপর জিবরীল বলিলেন– এমনিভাবে ফেরেশতাকুলের মধ্যে যাহারা বদরের যুদ্ধে উপস্থিত হইয়া ছিল, তাহাদেরকে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম ভাবা হয়। ইমাম বুখারী (র.) এককভাবেই এই হাদীছকে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম তাবারানী (র.) তদীয় "মুয়া'জমূল কবীর" গ্রন্থে রাফি ইব্‌ন খাদীজ (র.) বর্ণিত একটি হাদীছ উদ্ধৃত করিয়াছেন বটে কিন্তু বর্ণনাকারী বর্ণনায় ভুল করিয়াছেন। বুখারীর উদ্ধৃত বর্ণনাটিই সঠিক ও বিশুদ্ধ।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে যে, যখন হাতিব ইব্‌ন আবূ বালতাকে হত্যা করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হইল, তখন মহানবী (সা.) উমরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন– এ লোকটি বদরের যুদ্ধে উপস্থিত ছিল। তুমি ইহার সম্পর্কে কিছুই জান না, কিন্তু আল্লাহ্ পাক বদরের যোদ্ধাগণ সম্পর্কে পূর্ণরূপে জ্ঞাত। তাহাদের বেলায় তিনি বলিয়াছেন– তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয় করিয়া যাও। তোমাদিগকে ক্ষমা করা হইয়াছে।

আলোচ্য আয়াতাংশ وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلاَّ بُشْرٰى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ اِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ তাৎপর্য হইল আল্লাহ্ পাক ফেরেশতা প্রেরণ করিয়া সাহায্য করা কেবল তোমাদিগকে খুশী করা এবং তোমাদিগের মন সন্তুষ্ট করার জন্যই করিয়াছেন। নতুবা তিনি অন্যভাবেও শত্রুর মুকাবিলায় তোমাদিগকে সাহায্য করার এবং তোমাদের মন সন্তুষ্ট করার ক্ষমতা রাখেন। ফেরেশতা হইল একটি বাহ্যিক রূপবিশেষ। মূল সাহায্যকারী হইলেন আল্লাহ্। সাহায্য আল্লাহ্‌র পক্ষ ব্যতীত আর কোন পক্ষ হইতে হয় না। এ কারণে উল্লেখিত আয়াতে وَمَا النَّصْرُ اِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন আল্লাহ পাক কালামে মজীদের অন্য স্থানে বলিয়াছেন ঃ

فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتّٰى اِذَا اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا - ذٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لاَ نْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لِيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُضِلَّ اَعْمَالَهُمْ ، سَيَهْدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ - وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ -

"যখন তোমরা কাফিরদের সাথে লড়াই কর তখন উহাদের শিরশ্ছেদ করিয়া ফেল। আর তোমরা উহাদিগকে পরাভূত করিয়া বিজয়ী হইলে উহাদিগকে বন্দী-শৃঙ্খল দ্বারা কয়েদী কর। অতঃপর হয় ক্ষমা করিয়া দাও অথবা অর্থের বিনিময় ছাড়িয়া দাও যেন লড়াই বন্ধ হইয়া যায়। ইহা এই জন্য যে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হইলে স্বয়ং নিজেই উহাদিগকে সাহায্য করিতে পারিতেন। কিন্তু আসলে তিনি কতককে কতকের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া থাকেন। যাহারা আল্লাহ্‌র পথে লড়াই করে তাহাদের আমলকে আল্লাহ্ কখনও নষ্ট করিবেন না। তাহাদিগকে তিনি পথপ্রদর্শন করিবেন এবং তাহাদের অবস্থা তিনি ঠিক করিয়া দিবেন। আর তাহাদিগকে তিনি জান্নাতে দাখিল করাইবেন যাহা হইল উহাদেরই জন্য নির্ধারিত" (৪৭ ঃ ৪-৬)।

আল্লাহ্ পাক অন্য এক আয়াতে বলিয়াছে ঃ

وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللّٰهُ لاَيُحِبُّ الظَّالِمِيْنَ ، وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِيْنَ -

"আমি দিনগুলিকে মানুষের মধ্যে এইভাবে অদল-বদল করিয়া থাকি। উদ্দেশ্য হইল ঈমানদারগণকে যেন আল্লাহ্ জানিয়া নিতে পারেন এবং তোমাদের মধ্য হইতে শহীদগণকে নিজস্ব করিয়া নিতে পারেন। আল্লাহ্ জালিমগণকে ভালবাসেন না। তাহার উদ্দেশ্য হইল ঈমানদারগণকে এই কঠিন পরীক্ষার দ্বারা পূতঃপবিত্র করা এবং কাফিরদিগকে ধ্বংস করা" (৩ ঃ ১৪০-১৪১)।

জিহাদ সম্পর্কে ইহাই হইতেছে শরীআতের সিদ্ধান্ত। আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের হাতে কাফিরদেরকে শায়েস্তা করার জন্যই জিহাদের প্রবর্তন করিয়াছেন। পরবর্তী কালের উম্মতগণের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা অমুসলিম ও কাফির সম্প্রদায়ের জন্য এই ব্যবস্থা রাখিয়াছেন। অতীতে যাহারা নবী-রাসূলদেরকে মিথ্যা ভাবিত এবং তাহাদের কথায় ঈমান আনিত না তাহাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা সাধারণভাবে বিশেষ বিশেষ শাস্তি দিয়া ধ্বংস ও শায়েস্তা করিয়াছেন। যেমন নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়কে তুফান দ্বারা; আদি 'আদ সম্প্রদায়কে ঘূর্ণিবায়ু দ্বারা; ছামূদ সম্প্রদায়কে অকস্মাৎ বিজলীর গর্জন দ্বারা; লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়কে ভূমি ধস এবং কঙ্কর বর্ষণ দ্বারা; আর শুআয়ব (আ.)-এর সম্প্রদায়কে অন্ধকারময় দিন দ্বারা নিপাত করিয়াছিলেন। আর আল্লাহ্

তা'আলা মূসা (আ.)-কে নবীরূপে প্রেরণ করিয়া তাহার শত্রু ফিরআউন ও তাহার সম্প্রদায়কে নীল দরিয়ায় ডুবাইয়া নিপাত করিয়াছিলেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ.)-এর নিকট তাওরাত কিতাব অবতীর্ণ করেন এবং তাহাতে কাফিরদের সাথে লড়াই করার নিয়ম ও বিধান প্রবর্তন করেন। অতঃপর এই বিধানকে অবশিষ্টের ক্ষেত্রেও বলবৎ রাখেন। ইহার পর হইতেই এই বিধান আজ পর্যন্ত প্রবর্তিত রহিয়াছে। যেমন–কালামে পাকে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ مِنْۢ بَعْدِ مَا اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى بَصَائِرَ -

আমি মূসাকে কিতাব প্রদান করিয়াছি। আর তাহার পূর্বের জাতিসমূহকেও নিপাত করিয়াছি। ইহার মধ্যে মানুষের জন্য উপদেশ গ্রহণের বিষয় রহিয়াছে (২৮ ঃ ৪৩)।

মু'মিনদের হাতে কাফিরদের শায়েস্তা হওয়া ও নিহত হওয়া কাফিরদের জন্য একদিকে চরম লাঞ্ছনা ও অপমানের বিষয়, অপরদিকে মু'মিনদের জন্য প্রসন্নচিত্ত ও আনন্দদায়ক বিষয়। যেমন আল্লাহ্ পাক এই উম্মতের মু'মিনদের সম্পর্কে বলিয়াছেন ঃ

قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ -

কাফিরদিগের সহিত যুদ্ধ কর, আল্লাহ্ পাক তোমাদের হাতে উহাদিগকে লাঞ্ছিত করিবেন এবং শাস্তি দিবেন। আর উহাদের মুকাবিলায় তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন। আর মু'মিন সম্প্রদায়ের অন্তঃকরণকে বিশুদ্ধ ও আনন্দিত করিবেন (৯ ঃ ১৪)।

এই কারণেই কুরায়েশ নেতৃবর্গকে তাহাদের শত্রু মু'মিনদের হাতেই নিপাত করা হইয়াছিল। উহারা মু'মিনদিগের প্রতি খুব তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকাইত। তাই আল্লাহ্ পাক মু'মিনদের হাতেই উহাদিগকে চরমভাবে শায়েস্তা করিলেন এবং মু'মিনদের অন্তরকে করিলেন অনাবিল ও আনন্দিত। সুতরাং আবূ জাহেলকে যুদ্ধের ময়দানে চরম লাঞ্ছিত অবস্থায় নিহত হইতে দেখা গিয়াছে। শয্যায় থাকিয়া মৃত্যু হইলে এমনি লাঞ্ছিত ও অপমানিত অবস্থায় তাহার মৃত্যু হইত না। তেমনি আবূ লাহাবের মৃত্যু এমন অবমাননাকর অবস্থায় হইয়াছিল যে তাহার অতি নিকটআত্মীয়গণও লাশের নিকটে আসিতে পারে নাই। দূর হইতে পানি ছিটাইয়া দিয়া গোসলের কাজ সমাধা করিতে হইয়াছিল। পরন্তু দাফনের নামে একটি কূপ খনন করিয়া তাহাতে মাটি চাপা দেওয়া হইয়া ছিল। এ কারণেই আলোচ্য আয়াতে اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ বর্ণিত হইয়াছে। অর্থাৎ, আল্লাহ্ রাসূল এবং মু'মিনগণের জন্যই হইল মান-সম্মান। এই জগতে যেমন তাহারা মহাসম্মানিত, তেমনি পরকালেও হইবে তাহারা মহাসম্মানের অধিকারী। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ -

"নিশ্চয় আমি আমার রাসূলগণকে এবং তাহাদের অনুসারী ঈমানদারগণকে সাহায্য করিব পার্থিব জগতে এবং যেদিন সাক্ষিগণ দণ্ডায়মান হইবে" (৪০ ঃ ৫১)।

আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত حَكِيْمٌ শব্দটির তাৎপর্য হইল, আল্লাহ্ মহা প্রজ্ঞাময় ও মহাকৌশলী। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদিগকে ধ্বংস ও নিপাত করার ক্ষমতা রাখা সত্ত্বেও তাহাদের সাথে লড়াই করার যে বিধান প্রবর্তন করিয়াছেন, তাহাতে যে বিরাট গূঢ় রহস্য নিহিত রহিয়াছে, সে সম্পর্কে তিনিই একমাত্র অবহিত। আর এ কারণেই আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালীও প্রজ্ঞাময়।

(١١) اِذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهٖ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰنِ وَلِيَرْبِطَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ ۝

(١٢) اِذْ يُوْحِيْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ اَنِّيْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ سَاُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ۝

(١٣) ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَمَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

(١٤) ذٰلِكُمْ فَذُوْقُوْهُ وَاَنَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ ۝

১১. সেই সময়টির কথা স্মরণ কর, যখন তিনি তাঁহার পক্ষ হইতে প্রশান্তির জন্য তোমাদিগকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলেন এবং আকাশ হইতে তোমাদের উপর বারি বর্ষণ করেন। ইহা তোমাদেরকে পবিত্র করার জন্য এবং তোমাদের হইতে শয়তানের কুমন্ত্রণা দূর করার জন্য ; তোমাদের মন দৃঢ় করার জন্য এবং তোমাদের পদযুগল প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য করা হইয়াছে।

১২. সেই সময়টি স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাগণের নিকট এই ওয়াহী পাঠাইলেন যে, আমি তোমাদের সাথে রহিয়াছি। সুতরাং ঈমানদারগণকে অবিচল রাখ ; যাহারা বেঈমান তাহাদের অন্তরে আমি ভীতি সৃষ্টি করিব ; সুতরাং উহাদের স্কন্ধে ও সর্বাংগে আঘাত কর।

১৩. ইহা এইজন্য করা হইয়াছে যে, তাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের বিরোধিতা করে এবং কেহ আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের বিরোধিতা করিলে আল্লাহ্ তো শাস্তিদানে কঠোর।

১৪. তোমরা ইহার আস্বাদ গ্রহণ কর এবং বেঈমানদের জন্য রহিয়াছে আগুনের শাস্তি।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ পাক মুসলমানদের প্রতি তাহার উপকার ও নিয়ামতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লাহ্ মুসলমানদেরকে তন্দ্রা দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া সর্ববিধ ভয়-ভীতি মুক্ত করিলেন। বদরের যুদ্ধে প্রতিপক্ষের সংখ্যাধিক্যতা এবং তদানুপাতে নিজদের স্বল্পতা অবলোকন করিয়া মুসলমানদের মধ্যে ভীতি ও কাপুরুষতা সৃষ্টি হইয়াছিল। আল্লাহ্ পাক তাহাদের চোখে তন্দ্রা আনিয়া এই ভয়ভীতি দূর করিয়া তাহাদেরকে সাহসী করিয়া তুলিলেন। উহুদের যুদ্ধেও মুসলমানদের সাথে আল্লাহ্ এইরূপ ব্যবহার করিয়া ছিলেন। যেমন কালামে মজীদে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَائِفَةً مِّنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ -

অতঃপর দুঃখ ও চিন্তার পর তোমাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ করা হইয়াছিল যাহা তন্দ্রার রূপে তোমাদের মধ্যে একটি দলকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। আর একটি দল নিজদিগকে চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছিল (৩ ঃ ১৫৪)।

আবূ তালহা (র.) বলেন ঃ উহুদের যুদ্ধে আমার মধ্যেও তন্দ্রার সঞ্চয় হইয়াছিল। যাহার ফলে কয়েকবার আমার হাত হইতে তরবারি পড়িয়া গিয়াছিল। বার বার পড়িয়া যাইত আর বারবার আমি উঠাইয়া হাতে নিতাম। আর আমি অনেককেই ঢাল মাথার নিচে রাখিয়া নিদ্রায় বিভোর থাকিতে দেখিয়াছি।

হাফিজ আবূ ইয়ালা (র.) বলেনঃ আমাদের নিকট যুহায়ের (র.)– — –– আলী (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আলী (রা.) বলেন ঃ বদরের যুদ্ধে আমাদের মধ্যে মিকদাদ (রা.) ব্যতীত আর কোন অশ্বরোহী সেনা ছিল না। আমাদের মধ্যে সকলেই তন্দ্রায় বিভোর ছিল। কিন্তু মহানবী (সা.) গাছতলায় নামাযে নিমগ্ন ছিলেন এবং আল্লাহ্র দরবারে কান্নাকাটি করিয়াই রাত্রি ভোর করিয়া দিলেন।

সুফিয়ান ছওরী (র.) -- — ––– আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (র.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন মাসউদ (রা.) বলেন– যুদ্ধের ময়দানে তন্দ্রা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে স্বস্তি ও প্রশান্তি স্বরূপ। আর সালাতের মধ্যে তন্দ্রা হয় শয়তানের পক্ষ হইতে।

কাতাদা (র.) বলেন ঃ তন্দ্রা সৃষ্টি হয় মস্তিষ্কে এবং নিদ্রা সৃষ্টি হয় অন্তঃকরণে।

আমি বলিতেছি, উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের মধ্যে তন্দ্রা সঞ্চার হওয়ার ব্যাপারটি একটি প্রসিদ্ধ কথা। এই আয়াতটি বদরের যুদ্ধ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ বিধায় ইহা দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, বদরের যুদ্ধেও মুসলমানদের মধ্যে তন্দ্রার সঞ্চার হইয়াছিল। যুদ্ধের প্রকটতা ও কঠোরতার সময় মু'মিনদের মধ্যে তন্দ্রা সঞ্চার হওয়া আল্লাহ্র মদদপুষ্ট হওয়ারই আলামত। ইহা দ্বারা মনের গ্লানি ও কষ্ট বিদূরিত হইয়া স্বস্তি ও প্রশান্তি সৃষ্টি হয় এবং নতুন উদ্যম ও সাহসিকতার সঞ্চার হয়। ইহা মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ্র বিশেষ দান ও রহমত বিশেষ। আর তাহাদের প্রতি আল্লাহ্র নিয়ামতও বটে। যেমন আল্লাহ্ পাক বলিয়াছেন ঃ

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (নিশ্চয় দুঃখের পর সুখ এবং কষ্টের পর প্রশান্তি।)

এ কারণেই সহীহ্ হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, মহানবী (সা.) বদরের যুদ্ধে তাহার জন্য নির্মিত হুজরায় আবূ বকরসহ দিন যাপন করিতেন। তাহারা উভয়ই রাত্রিকালে আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনারত ছিলেন। ঐদিন মহানবীর তন্দ্রা সৃষ্টি হইয়াছিল। তিনি তন্দ্রা হইতে উঠিয়া মিটিমিটি হাস্যবদনে বলিলেন– হে আবূ বকর! খুশী হও, এই মাত্র জিবরীল উত্তেজিত অবস্থায় আসিয়াছেন। অতঃপর তিনি হুজরা হইতে বাহির হইয়া এই আয়াত পাঠ করিলেন– سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ ("অতিশীঘ্রই শত্রুদল পরাজিত হইয়া পশ্চাৎমুখী হইয়া পলাইতে থাকিবে (৫৪ ঃ ৪৫।")

আলোচ্য وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً আয়াতাংশের মর্ম হইল, আল্লাহ্ পাক বদরের যুদ্ধের দিন মুসলমানদের কল্যাণার্থে আকাশ হইতে বৃষ্টিও বর্ষণ করিয়াছিলেন। ইহা ছিল মুসলমানদের জন্য আল্লাহ্র দ্বিতীয় নিয়ামত। আলী ইব্ন আবূ তালহা ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন ঃ মহানবী (সা.) যখন বদর প্রান্তরের দিকে চলিলেন, তখন মুশরিক বাহিনী বদর প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া সর্বপ্রথম তথাকার পানির কূপটি নিজদের দখলে নিয়া এমনভাবে শিবির স্থাপন করিল যে, তাহাদের শিবিরটি মুসলমান বাহিনী ও পানির কূপটির মধ্যবর্তী স্থানে ছিল। অথচ মুসলিম বাহিনীর সম্মুখে প্রচণ্ড বালুর স্তূপ ছিল। ফলে মুসলিম বাহিনী নিদারুন অসুবিধার সম্মুখীন হইল। পানির অভাবে তাহারা খুব দুর্বল হইয়া পড়িল। এই মুহূর্তে শয়তান মুসলমানদের মনে এই বলিয়া কুমন্ত্রণা দিতে প্রয়াস পাইল যে, তোমরা ধারণা কর যে, তোমরা আল্লাহ্র প্রিয়ভাজন লোক এবং তোমাদের মধ্যে রাসূলও বর্তমান। অথচ মুশরিকগণ পানি অবরোধ করিয়া তোমাদিগকে চরমভাবে দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছে। এমন কি তোমরা অপবিত্র অবস্থায় নামায পড়িয়া থাক। এই সময় আল্লাহ্ পাক মুসলমানদের সাহায্যার্থে আকাশ হইতে প্রবলরূপে

বারিধারা বর্ষণ করিলেন। মুসলমানগণ প্রাণ ভরিয়া পানি পান করিল এবং উযূ গোসল করিয়া পবিত্র হইল। এইভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাদের মনের শয়তানী কুমন্ত্রণাকে অপসারিত করিলেন এবং বালির স্তূপগুলি বৃষ্টির পানির ফলে মাটির সাথে মিশিয়া গেল। ফলে লোকজন ও পশুগুলি নির্বিঘ্নে চলাফেরা করিতে লাগিল। অতঃপর তাহারা শত্রুর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। আল্লাহ্ পাক তাহার নবী ও মু'মিনগণকে এক হাজার ফেরেশতা দিয়া মদদ করিলেন। জিবরীল পাঁচ শত ফেরেশতা নিয়া সহযোগিতা প্রদর্শন করিলেন এবং মিকাঈল পাঁচশত ফেরেশতা নিয়া যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিলেন।

আওফী (র.) ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ কুরায়েশ সম্প্রদায়ের মুশরিকগণ আবূ সুফিয়ানের বাণিজ্যিক কাফেলার সহায়তার জন্য বাহির হইল এবং মুসলমানদের সাথে যুদ্ধের জন্য বদরের দিন বদর প্রান্তরে কূপটির নিকট শিবির স্থাপন করিল। মুসলমানগণকে এভাবে পানি হইতে বঞ্চিত রাখার ফলে তাহারা মুসলমানদের বেকায়দায় ফেলিয়া দুর্বল করিয়া রাখিল। সেই দিন মুসলমানগণ ভীষণভাবে পানির তৃষ্ণায় ছটফট করিতেছিল এবং অপবিত্র অবস্থায় নামায আদায় করিয়াছিল। যাহার ফলে শয়তান তাহাদের মনে নানারূপ কুমন্ত্রণা দিয়া তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিতে চাহিয়াছিল। এই সময় আল্লাহ্ পাক আকাশ হইতে এমন মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করিলেন যে, সমস্ত মাঠ পানির স্রোতে ভাসিয়া গেল। মুসলমানরা তৃপ্তিসহকারে পানি পান করিল এবং পাত্রগুলি ভরিয়া পানি রাখিয়াছিল। পরন্তু নিজদের জীব-জন্তুগুলিকেও পানি পান করাইল এবং নিজেরা গোসল করিয়া পবিত্র হইল। ইহা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা উহাদিগকে পবিত্র করিলেন এবং তাহাদিগকে ময়দানে দৃঢ়পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কেননা মুসলমান ও কাফিরদের মধ্যবর্তী স্থানে বালুর স্তূপ ছিল। আল্লাহ্র বর্ষণকৃত বৃষ্টির পানির ফলে বালির স্তূপ মাটির সাথে মিশিয়া শক্ত হইয়া গেল। ফলে মুসলমানদের অবস্থান আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হইল এবং তাহাদের জন্য যুদ্ধের কৌশলগত পথ আরও সুগম হইল। কাতাদা এবং সুদ্দী (র.) হইতেও এরূপ হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে।

সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব, শা'বী, যুহরী ও আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র.) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, বদরের যুদ্ধের দিন কিছু মুষলধারে বৃষ্টি হইয়াছিল। একথা সর্বজনের কাছেই পরিচিত যে, মহানবী (সা.) বদরের দিকে রওয়ানা হইয়া উহার অনতিদূরে একটি পানির কুয়ার নিকট শিবির স্থাপন করিলেন। ইহাকেই ঐ প্রান্তরের পহেলা পানির ঘাঁটি বলা হয়। তখন হুবাব ইব্‌ন মুনযির অগ্রসর হইয়া বলিলেন– হে আল্লাহ্র রাসূল এই স্থানে কি আল্লাহ্র নির্দেশমত অবস্থান নিয়াছেন, যেখান হইতে আর সম্মুখে অগ্রসর হওয়া যাইবে না; না লড়াইর উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং শত্রুসেনাকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে এখানে অবস্থান নিয়াছেন ? মহানবী (সা.) উত্তর দিলেন, লড়াইর স্বার্থ এবং উহাদিগকে

প্রতারণার উদ্দেশ্যে করিয়াছি। তখন ইব্‌ন মনযির বলিলেন– হে আল্লাহ্র রাসূল! এই স্থানটি আমাদের উপযোগী স্থান নয় ; বরং আমার সাথে চলুন। পানির সেই সর্বশেষ ঘাঁটির নিকটে গিয়া আমাদের শিবির স্থাপন করিতে হইবে যাহা শত্রুর অতি নিকটে। আমরা উহাদের পিছনের দিকে নালা খনন করিয়া পানি আটকাইয়া রাখিব এবং হাউজ করিয়া পানি ভরিয়া রাখিব। সুতরাং পানি আমাদেরই আয়ত্ত থাকিবে, উহারা পানি পাইবে না। মহানবী (সা.) তাহার কথা মত সম্মুখে চলিয়া অনুরূপই কাজ করিলেন। উমুবী লিখিত মাগাযী কিতাবে উল্লেখ রহিয়াছে যে, হুবাব যখন এই প্রস্তাব উত্থাপন করিল, তখন আসমান হইতে একজন ফেরেশতা আসিয়াছিল এবং জিবরীলও মহানবী (সা.)-এর নিকট বসা ছিলেন। উক্ত ফেরেশতা বলিল– হে মুহাম্মদ! আল্লাহ্ আপনাকে সালাম দিয়াছেন এবং হুবাব যে পরামর্শ দিয়াছে তাহাই আপনার জন্য যথার্থ পদক্ষেপ বলিয়া তিনি জানাইয়া দিয়াছেন। মহানবী (সা.) জিবরীল (আ.)-এর দিকে তাকাইয়া বলিলেন– ইহার সাথে কি তোমার পরিচয় আছে ? তখন জিবরীল উহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন সকল ফেরেশতার সাথে আমার পরিচয় নাই। তবে এ ফেরেশতা নিশ্চয় শয়তান নয়।

মাগাযী কিতাবের সংকলক ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার (র.) অতি সুন্দর এক হাদীছই বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ আমার নিকট ইয়াযীদ ইব্‌ন রূমান উরওয়া ইব্‌ন যুবায়ের (রা.) হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ পাক আকাশ হইতে প্রবল বারিধারা বর্ষণ করিলেন। যাহার ফলে বালির স্তূপ মাটির সাথে মিশিয়া ভূমি শক্ত হইয়া গেল। মহানবী (সা.) এবং তাহার অনুচরগণের চলাফেরায় কোন বাধা রহিল না। কুরায়েশদের দিকের ভূমি ছিল নিচু। যাঁহার দরুন বৃষ্টির পানির তথায় জমা হইয়া মাঠ কর্দমাক্ত হইয়া গেল এবং তাহাদের চলাফেরায় দারুন অসুবিধা সৃষ্টির হইল। এমন কি তাহারা ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হইয়াও চলিতে সক্ষম হইল না।

মুজাহিদ (র.) বলেন ঃ আল্লাহ্ পাক তন্দ্রা সঞ্চার করিবার আগেই আকাশ হইতে বারিধারা বর্ষণ করিলেন। ফলে ধূলা বালি নিবারণ হইল এবং মাটি শক্ত হইয়া গেল। মুসলমানগণ ইহাতে খুব খুশী হইল এবং ময়দানে তাহাদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহারা আরও দৃঢ়পদে প্রতিষ্ঠিত হইল।

ইব্‌ন জারীর (র.) বলেনঃ আমাদের নিকট হারূন ইব্‌ন ইসহাক (র.)— — —— আলী (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আলী (রা.) বলেন ঃ ভোরবেলাই লড়াই শুরু হইবে কিন্তু আল্লাহ্ পাক রাত্রিকালে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করিলেন। আমরা বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য গাছতলায় গিয়া আশ্রয় নিলাম। মহানবী (সা.) সারা রাত্র সজাগ থাকিয়া মানুষকে লড়াইর জন্য উৎসাহিত করিতেছিলেন।

আলোচ্য لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهِ আয়াতাংশের মর্ম হইল, বৃষ্টির পানি দ্বারা ছোট বড় সকল বাহ্যিক অপবিত্রতা হইতে সকলকে পবিত্র করা। আর وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ আয়াতাংশ দ্বারা শয়তানের কুমন্ত্রণা ও দাগাবাজীকে সাহাবীগণের মন হইতে অপসারণ করিয়া তাহাদিগকে বাতেনীভাবে পবিত্র করার কথা বলা হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্ পাক বেহেশতীদের সম্পর্কে বলিয়াছেন ঃ

عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَّاِسْتَبْرَقٌ وَّحُلُّوْا اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ -

("পরিধানের জন্য তাহারা রেশমের সবুজ পোশাক লাভ করিবে এবং স্বর্ণ রৌপ্যের অলংকার থাকিবে (৭৬ ঃ ২১)। এই আয়াতে আল্লাহ্ পাক উহাদের বাহ্যিক সাজ-সজ্জার কথা বলিয়াছেন। পরবর্তী وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا ("উহাদের প্রতিপালক উহাদিগকে পবিত্র শরবত ও পানীয় পান করাইবেন।) আয়াতাংশ দ্বারা উহাদিগকে হিংসা-বিদ্বেষ পরশ্রীকারতা ইত্যাদি হইতে বাতেনীভাবে পবিত্র করিবেন বলিয়া বুঝাইয়াছেন এবং ইহা হইল তাহাদের বাতেনী সাজ-সজ্জা।

আলোচ্য وَلِيَرْبِطَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ আয়াতাংশ দ্বারা শত্রুর মুকাবিলায় ধৈর্য অবলম্বন ও দৃঢ়পদে প্রতিষ্ঠিত থাকার দ্বারা আভ্যন্তরীণভাবে মনের সাহসিকতা এবং وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ দ্বারা বাহ্যিক সাহসিকতার কথা বুঝান হইয়াছে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

আলোচ্য اِذْ يُوْحِىْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰئِكَةِ اَنِّىْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আয়াতাংশের মর্ম হইল আল্লাহ্ পাক এখানে মুসলমানদের প্রতি তাহার গোপন সাহায্যের কথা প্রকাশ করিয়াছেন যেন তাহারা এজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারে। আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ ফেরেশতাদের নিকট তিনি তাহার দীন ও নবী ও মুসলিম বাহিনীকে বদরের যুদ্ধে কাফিরদের মুকাবিলায় সর্ববিধ সাহায্য করার প্রত্যাদেশ পাঠাইয়াছিলেন। উদ্দেশ্য হইল মুসলিম বাহিনীকে ময়দানে দৃঢ়পদে প্রতিষ্ঠিত রাখা এবং তাহার দীন ও নবীকে বাতিল দীনসমূহের উপর বিজয়ী করা।

এই আয়াত প্রসঙ্গে ইব্‌ন ইসহাক (র.) বলিয়াছেন ঃ ফেরেশতাগণ শক্তি সামর্থ্য যোগাইয়া ছিলেন। অন্যান্যরা মুসলমানদের ফেরেশতাগণকে মুসলমানদের সাথে থাকিয়া লড়াই করার প্রত্যাদেশ করিয়াছেন। কতক লোকে বলিয়াছেন ঃ মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য প্রদর্শনের জন্য ফেরেশতা অবতীর্ণ হন।

এ কথাও বলা হয় যে, একজন ফেরেশতা মহানবী (সা.)-এর একজন অনুচর মুজাহিদের নিকট আসিয়া বলিল ঃ আমি কাফিরদিগকে বলিতে শুনিয়াছি যে, মুসলমানগণ আমাদের আক্রমণ করিলে আমরা দৃঢ় থাকিতে পারিব না, ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িব। এই কথা মুসলমান মুজাহিদগণ পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করিলে সমস্ত বাহিনীর মধ্যে কথা ছড়াইয়া পড়িল। ফলে মুসলমানরা নিজদিগকে শক্তিশালী ভাবিতে লাগিল। উপরোক্ত আয়াতাংশে এই কথার দিকেই ইঙ্গিত প্রদান করা হইয়াছে। ইব্‌ন জারীর (র.) হইলেন ইহার বর্ণনাকারী।

আলোচ্য سَاُلْقِىْ فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল, আল্লাহ্ পাক তোমাদিগকে লড়াইয়ের ময়দানে সুপ্রতিষ্ঠিত শত্রুর উপর তাহার বিজয়ী রাসূলকে অবিশ্বাসকারী এবং তাহার দীনের বিরোধিতাকারীদের মনে ভীতি জাগাইয়া দিয়া তাহাদের সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিবেন। ফলে উহারা লড়াইএর ময়দানে দুর্বল ও কাবু হইয়া পরাজয়বরণ করিয়া লাঞ্ছিত হইবে।

আলোচ্য فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল উহাদিগকে সর্বোতোভাবে আঘাত কর এবং উহাদিগকে হত্যা কর। পরন্তু উহাদের গর্দানে ও সর্বাংগে আঘাত করিয়া উহাদের হত্যা কর।

فَوْقَ الْاَعْنَاقِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাকারগণ বিভিন্ন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কতকের মতে ইহার অর্থ হইল ঘাড়ের উপর আঘাত করা। যাহ্হাক ও আতীয়া আওফী (র.) এই মতবাদেরই প্রবক্তা। আল্লাহ্ পাকের নিম্নলিখিত আয়াতটি এই অর্থের উজ্জ্বল প্রমাণ। আল্লাহ মু'মিনগণকে নির্দেশ দিতেছেন ঃ

فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتّٰى اِذَا اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ -

("কাফিরদিগের সাথে যখন তোমরা লড়াই কর, তখন তাহাদের ঘাড়ের উপর আঘাত কর। আর তোমরা উহাদিগকে পরাজিত করার পর উহাদিগকে জিঞ্জির দ্বারা বন্দী কর (৪৭ ঃ ৪)। মাস্‌উদী হইতে কাসিমের সূত্রে ওয়াকী (র.) বলিয়াছেন যে, মহানবী (সা.) বলেন ঃ "আমি মানুষকে আল্লাহ্‌র শাস্তির মধ্যে নিপতিত করার জন্য প্রেরিত হই নাই। বরং আমি ঘাড়ের উপর আঘাত হানিতে এবং জিঞ্জির দ্বারা বন্দী করিতে প্রেরিত হইয়াছি।" ইব্‌ন জারীর এই মতবাদ গ্রহণ করিয়াছেন যে, উহা দ্বারা ঘাড়ের উপর আঘাত হানা এবং মাথার খুলি উড়াইয়া দেওয়ার কথা বুঝান হইয়াছে।

আমার (গ্রন্থকার) বক্তব্য ঃ উমুবী (র.) লিখিত মাগাযী কিতাবে উল্লেখ রহিয়াছে যে, মহানবী (সা.) বদরের যুদ্ধের দিন নিহত লাশের মধ্য দিয়া চলার সময় বলিলেন ইহাদের মাথার খুলি চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলা হইয়াছে। তখন আবূ বকর (রা.) ঐ কথার সাথে আরও কথা মিলাইয়া নিম্নলিখিত কবিতাংশটি রচনা করিলেন ঃ

يفلق هاما من رجال اعزة علينا * وهم كانوا اعق واظلمه

অর্থাৎ যে সব লোক আমাদের উপর গৌরব করিত তাহাদের মাথার খুলী চূর্ণ -বিচূর্ণ করা হইয়াছে। উহারা অত্যন্ত পাপিষ্ঠ ও অত্যাচারী ছিল।

এখানে মহানবী (সা.) কবিতাংশের মাত্র সূচনা করিয়া দিয়াছেন। পূর্ণ মাত্রায় রচনা করেন নাই। বাকী অংশ পূরণ করিয়াছেন আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)। কেননা মহানবী (সা.)-এর দ্বারা কবিতা রচনা হওয়া তাহার মর্যাদার পরিপন্থী। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيْ لَهٗ (আমি আপনাকে কবিতা শিক্ষা দেই নাই। ইহা আপনার জন্য সমীচীন নহে (৩৬ ঃ ৬৯।)

রবী' ইব্ন আনাস (র.) বলেন ঃ বদরের যুদ্ধে ফেরেশতাদের হাতে নিহত লোকদিগকে মানুষ চিনিতে পারিত। কেননা উহাদিগের ঘাড়ের উপর এবং জোড়ায় জোড়ায় আঘাত হানা হইয়াছিল। উহাদের দেহে এমন ক্ষত সৃষ্টি হইয়াছিল, মনে হয় যেন উহা আগুনে পোড়া ক্ষত।

আলোচ্য وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ আয়াতাংশের অর্থ প্রসঙ্গে ইব্ন জারীর (র.) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ বলেন ঃ তোমরা তোমাদের শত্রুগণের হাতপায়ের প্রতিটি জোড়ায় জোড়ায় আঘাত হান। এখানে بَنَانٍ শব্দটি بَنَانَةٌ শব্দেরই বহুবচনরূপে ব্যবহার হইয়াছে। যেমন্ কোন কবি তাহার নিম্নলিখিত কবিতাংশে ব্যবহার করিয়াছেন ঃ

الا ليتنى قطعت منى بنانة * ولاقيته فى البيت يقظان حاذرا

(আহ! আমার জোড়াগুলি কাটিয়া ফেলা হইয়াছে। আমি ঘরের মধ্যে বিনিদ্র ও ভীরু অবস্থায় উহার পাশে সাক্ষাত করিয়াছি।)

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র.) ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়া وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ আয়াত প্রসঙ্গে বলিয়াছেন ঃ যে ইহা দ্বারা দেহের সর্বদিকের জোড়ার কথা বুঝান হইয়াছে। ইব্ন জারীর ও যাহ্হাক (র.) এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। সুদ্দী (র.) বলিয়াছেন ঃ সর্বদিকের জোড়া দ্বারা দেহের প্রত্যেকটি গিরা ও জোড়ার কথা বুঝান হইয়াছে।

পরে এক বর্ণনায় পাওয়া যায় ঃ ইকরামা, আতীয়া আওফী ও যাহ্হাক (র.) বলিয়াছেন যে, ইহা দ্বারা দেহের প্রত্যেকটি জোড়ার কথা বুঝান হইয়াছে।

আলোচ্য وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ আয়াত প্রসঙ্গে আওযাঈ (র.) বলিয়াছেন ঃ ইহার অর্থ হইল হে ফেরেশতাগণ! উহাদের মুখমণ্ডল ও চক্ষের উপর আঘাত হান এবং উহাদের প্রতি আগুনের শেল নিক্ষেপ কর। উহাদিগকে বন্দী করার পর উহাদের প্রতি এইসব অত্যাচার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

আওফী (র.) বলেন ঃ ইব্ন আব্বাস (রা.) বদরের যুদ্ধের ঘটনার বিবরণ দিয়া পরিশেষে বলিলেন– আবূ জাহেল ময়দানে এই ঘোষণা দিয়াছিল যে, তোমরা মুসলমানদিগকে হত্যা করিবে না। বরং উহাদিগকে বন্দী করিয়া আনিবে এবং কাহারা কাহারা তোমাদের ধর্মের প্রতি কটাক্ষ করিয়া উহার মর্যাদা ক্ষুন্ন করিয়াছে এবং তোমাদের প্রতিমা লাত ও উয্যার প্রতি খারাপ ব্যবহার প্রদর্শন করিয়াছে, তাহাদিগকে তোমরা চিনিয়া রাখিবে। ইচ্ছামত শাস্তি দিয়া এহেন আচরণের প্রতিশোধ নিতে পারিবে। তখন আল্লাহ্ পাক ফেরেশতাগণের নিকট এই প্রত্যাদেশ পাঠাইলেন ঃ

اَنِّيْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَاُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ -

বস্তুত ঃ আবূ জাহেল এই যুদ্ধে নিহতদের মধ্যে ছিল ৬৯ নম্বরের নিহত ব্যক্তি। উকবা ইব্ন আবূ মুআইতকে ধরার পর তাহাকে হত্যা করিয়া নিহতের সংখ্যা সত্তর পূরণ করা হইল। এই কারণেই আল্লাহ্ পাক বলিয়াছেন ঃ

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ অর্থাৎ উহারা আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাহার রাসূলের বিরোধী ভূমিকায় ছিল এবং এই বিরোধিতার পথেই সর্বদা চলিত। উহারা ঈমান শরীআত এবং রাসূলের আনুগত্য সব কিছু পরিহার করিয়াই এই বিরোধিতার ভূমিকায় নামিয়াছে। যাহার ফলে উহাদের প্রতি এই শাস্তি অবতীর্ণ হইয়াছে। شق শব্দটি شَقَّ العصا হইতে নির্গত। অর্থাৎ লাঠিটিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছে।

আলোচ্য وَمَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ আয়াতাংশের মর্ম হইল ঃ যাহারা আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাহার রাসূলের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়, তাহাদের একথা স্মরণ রাখা উচিত যে আল্লাহ্ বিরোধীদের উপর সবদাই পরাক্রমশালী ও বিজয়ী থাকেন। কোন বস্তুই তাহার লক্ষচ্যুত হয় না এবং তাঁহার নাগাল হইতেও চলিয়া যাইতে পারে না। তেমনি তাহার গযব ও শাস্তিকেও চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা কাহারও নাই। তিনি মহা পরাক্রমশালী এক ও অদ্বিতীয় প্রতিপালক। তিনি তাহার বিরোধীদের বেলায় কঠোর শাস্তি দেন। অতএব তাহার বিরোধিতা পরিহার করিয়াই চলা উচিত।

আলোচ্য ذٰلِكُمْ فَذُوْقُوْهُ وَاَنَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ্ কাফিরগণকে সম্বোধন করিয়া বলেন– এই শাস্তিকে তোমরা ভোগ কর এবং ইহার স্বাদ উপভোগ কর। এই পার্থিব জগতে কেমন তোমরা লাঞ্ছনা ও শাস্তি ভোগ করিতেছ। তেমনি তোমরা স্মরণ রাখ যে, পরকালে কাফিরদিগের জন্য রহিয়াছে কঠিন মর্মান্তিক আওনের শাস্তি।

(১৫) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ ○

(১৬) وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ○

১৫. হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কাফির বাহিনীর সম্মুখীন হইবে তখন তোমরা তাহাদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে না;

১৬. কিংবা যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন সেদিন দলে আশ্রায় গ্রহণ ব্যতীত কেহ পৃষ্ঠ প্রর্দশন করিলে সে আল্লাহ্‌র গযবে নিপতিত হইবে এবং তাহার স্থান হইবে জাহান্নাম, আর উহা কত নিকৃষ্ট।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক শত্রুর মুখোমুখী লড়াইর ময়দান হইতে পশ্চাদপদ হওয়া বা পিছনে পালাইয়া যাওয়ার অপরাধের জন্য দোযখের শাস্তি ভোগের ঘোষণা দিয়া বলিতেছেন ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন যুদ্ধের ময়দানে কাফির বাহিনীর সাথে মুখোমুখী হও অর্থাৎ তাহাদের অতি নিকটবর্তী হও, তখন পশ্চাদপদ হইও না এবং স্বীয় সাথীগণকে ফেলিয়া পালাইও না। যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন বা স্বীয় দলে আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত যাহারা দল ছাড়িয়া ময়দান হইতে পালাইয়া যাইবে তাহাদের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য। তবে যখন তাহাদের নিকটবর্তী হইয়া শত্রুকে ধোঁকা দিবার জন্য এই পন্থা অবলম্বন করিবে যে, আমরা ভীত হইয়া পশ্চাদপদ হইতেছি। সুতরাং তাহারা তোমাদিগের পিছনে ধাওয়া করিয়া আসিলে সুযোগ মত কাবুতে ফেলিয়া তাহাদের উপর বীর বিক্রমে ঝাঁপাইয়া পড়িবে এবং উহাদিগকে হত্যা করিবে। এইরূপ করায় কোন দোষ নাই। এইরূপ করার প্রমাণে সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের এবং সুদ্দী (র.) হইতে হাদীছও বর্ণিত রহিয়াছে। যাহ্‌হাক (র.) বলিয়াছেন যে, শত্রু বাহিনীকে দেখাইবার ও ধোঁকায় ফেলিবার জন্য সাথিগণকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসা এবং অতঃপর কাবুতে ফেলিয়া কুফোকাত করার কৌশল অবলম্বনে কোন দোষ নাই। আর উপরোক্ত مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল অন্য কোন মুসলিম উপদলকে সহায়তা করা বা তাহাদিগের হইতে সহায়তা গ্রহণের নিমিত্ত পশ্চাদপদ হওয়া বা ময়দান হইতে পালাইয়া আসায় কোন দোষ নাই বরং এরূপ করা কাহারও পক্ষে বৈধ ও উত্তম কাজ। যদি কেহ কোন উপদলের (সারীয়ার) সাথে থাকে, তবে দলীয় প্রধানের নিকট বা সর্বময় আমীরের নিকট আসা হইলেও তাহা এই বৈধতার অর্ন্তভুক্ত হইবে। যেমন ইমাম আহমদ (র.) বলেন–

আমাদের নিকট হাসান (র.) — — — আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (র.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর বলেন ঃ আমি মহানবী (সা.) কর্তৃক গঠিত একটি ক্ষুদ্র সেনাবাহিনীর অর্ন্তভুক্ত ছিলাম। শত্রুর মুখামুখী হওয়ার পর বাহিনীর সকলেই ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। আমিও সেই ভীতুদের অর্ন্তভুক্ত হইয়া পড়িলাম। অতঃপর আমরা পরস্পর বলাবলি করিলাম, এখন আমরা কি করিব ? আমরাও তো শত্রুর মুখামুখী হইয়া শত্রু হইতে পালাইয়া আসিতেছি এবং আল্লাহ্‌র গযবের মধ্যে নিপতিত হইতেছি। অতঃপর আমরা স্থির করিলাম যে, আমরা সরাসরি মদীনায় যদি চলিয়া যাই এবং সেখানে রাত্রি যাপন করার পর মহানবী (সা.)-এর নিকট আমরা উপস্থিত হই, আর তিনি যদি আমাদের তওবা কবূল করিয়া আমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেন, তবে তো ভাল কথা। নতুবা আমরা এদেশ ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাইব। সুতরাং আমরা জুহরের নামাযের পূর্বেই মদীনায় উপস্থিত হইলাম। মহানবী (সা.) হুযরা হইতে বাহির হইয়া বলিলেন– তোমরা কাহারা ? আমরা উত্তর দিলাম– আমরা যুদ্ধ হইতে পলাতক দল। তখন মহানবী (সা.) বলিলেন– না তোমরা পলাতক নও। বরং তোমরা স্বীয় কেন্দ্রে উপনীত দল। আমি তোমাদের এবং মুসলমানদের দলের মিলনকেন্দ্র। আমরা ইহা শুনিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইয়া মহানবী (সা.)-এর হস্ত মুবারক চুম্বন করিলাম।

ইমাম আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজা (র.) এইরূপভাবেই এই হাদীছকে ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ যিয়াদ (র.) বর্ণিত সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। আর ইমাম তিরমিযী (র.) বলিয়াছেন যে, এই হাদীছটিকে "হাসান" হাদীছ। এই বিষয় ইব্‌ন আবূ যিয়াদ (র.) বর্ণিত হাদীছ ব্যতীত আর কোন সূত্রে ইহার আমি পরিচিত নই।

ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ যিয়াদ (র.) হইতে ইব্‌ন আবূ হাতিম (র.) ও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি এই হাদীছের পরিশেষে এই কথা অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন ঃ "অতঃপর মহানবী (সা.) أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ আয়াত পাঠ করিলেন।" হাদীছ বিশারদগণ এই হাদীছে বর্ণিত (الْعَكَّارُوْنَ) শব্দের অর্থ বলিয়াছেন (العطافون) অর্থাৎ কেন্দ্রের প্রতি আশ্রয়প্রার্থী। উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা.)ও আবূ উবায়দা (রা.) সম্পর্কে এইরূপ এক বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ উবায়দা (রা.) ইরানের মাটিতে অগ্নিপূজকদের বিরাট বাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হইয়া একটি পুলের উপর যখন শহীদ হইল, তখন উমর (রা.) সংবাদ পাইয়া বলিলেন, সে যদি আমার নিকট আশ্রয়ের জন্য চলিয়া আসিত, তবে আমি তাহার আশ্রয় কেন্দ্র হইতাম। মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন (র.)ও উমর (রা.) হইতে এইরূপ কথা বর্ণনা করিয়াছেন।

উমর (র.) হইতে আবূ উছমান নাহদী (র.) বর্ণিত আসারে বলা হইয়াছে যে, আবূ উবায়দা (রা.)-এর শহীদ হওয়ার সংবাদ শুনিয়া উমর (রা.) বলিলেন– হে লোকেরা! আমি তোমাদের আশ্রয়কেন্দ্র ও মিলন সেতু। মুজাহিদ (র.) বলেন, উমর (রা.) বলিয়াছেন– আমি প্রত্যেকটি মুসলিমের জন্য আশ্রয় কেন্দ্র বা মিলন সেতু।

আবদুল মালিক ইব্‌ন উমায়ের (র.) বলেন ঃ উমর (রা.) বলিয়াছেন– হে লোক সকল! আল-কুরআনের এই আয়াত (উপরোল্লেখিত) দ্বারা তোমরা বিভ্রান্ত হইও না। এই আয়াত বদরের যুদ্ধের দিন (ঐ যুদ্ধকে উপলক্ষ্য করিয়াই) অবতীর্ণ হইয়াছে। আমি প্রত্যেকটি মুসলিমের জন্য আশ্রয় কেন্দ্র ও মিলন সেতু।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র.) বলেন ঃ আমাদের নিকট আমার পিতা– — — —নাফি' (র.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। নাফি' (র.) বলেন ঃ আমি ইব্‌ন উমর (রা.)-এর নিকট প্রশ্ন করিলাম যে, ধরুন, আমরা এমন এক দল যে শত্রুর মুখামুখি হইলে আমরা দৃঢ়-পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারি না। আমাদের পশ্চাদপদ হইতে হয় এবং আমাদের ইমামের বা আমাদের বাহিনীর আশ্রয় কেন্দ্র সম্পর্কেও আমরা জ্ঞাত নহি। এহেন মুহূর্তে আমরা কি করিতে পারি ? তিনি উত্তর করিলেন– আশ্রয় কেন্দ্র হইল মহানবী (সা.)। আমি আবার বলিলাম, আল্লাহ্‌ পাক আল-কুরআনে اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا ..... الاية (উপরোক্ত আয়াত) ঘোষণা করিয়াছেন। সুতরাং আমাদের উপায় কি ? তিনি উত্তর করিলেন– এই আয়াত শুধুমাত্র বদরের যুদ্ধের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহা যেমন এই যুদ্ধের পূর্বের জন্য নয়, তেমনি পরিবর্তীকালের যুদ্ধসমূহের বেলায়ও প্রযোজ্য নহে।

যাহ্‌হাক اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, ইহা দ্বারা নবীর নিকট বা তাহার সাথীগণের নিকট আশ্রয় গ্রহণের কথা বুঝান হইয়াছে। এমনিভাবে কোন লোক যুদ্ধের দিন ময়দান হইতে পালাইয়া স্বীয় দলপতির নিকট বা সঙ্গীসাথীগণের নিকট আসিবার কথাও বুঝান হইয়াছে।

লড়াইয়ের ময়দান হইতে উল্লেখিত এই সব কারণসমূহ ব্যতীত অন্য কোন কারণে বা উদ্দেশ্যে পশ্চাদপদ হওয়া বা পলায়ন করা সম্পূর্ণ হারাম ও কবীরা গুনাহ্‌। কেননা ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) স্ব স্ব কিতাবে আবূ হুরায়রা (রা.) হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন ঃ মহানবী (সা.) বলিয়াছেন– সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজ পরিহার করিয়া চল। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন– হে আল্লাহ্‌র রাসূল উহা কি কি? মহানবী (সা.) জবাব দিলেন, উহা হইল, আল্লাহ্‌র সহিত অংশী করা, যাদু করা, ন্যায়সংগত পন্থা ব্যতীত আল্লাহ্‌ নিষিদ্ধকৃত জীবনকে হত্যা করা, সূদ খাওয়া, পিতৃহীন ইয়াতীমের ধনসম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করা, লড়াইয়ের দিন শত্রুর মুখামুখী হইয়া পশ্চাদপদ হওয়া বা পলায়ন করা এবং মু'মিনা বিবাহিতা পবিত্রা মহিলাদের নামে ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ লাগাইয়া দেওয়া। আরও বিভিন্ন সূত্রে এই বিষয়ের উপর প্রামাণ্য হাদীছ রহিয়াছে।

এই জন্যই আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَأْوٰهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ (তবে উহারা আল্লাহ্‌র গযবের দিকে প্রত্যাবর্তন করে, আর পরকালে উহাদের ঠিকানা হইল জাহান্নাম, উহাদের প্রত্যাবর্তনের স্থান খুবই নিকৃষ্ট।

ইমাম আহমদ (র.) বলেনঃ আমাদের নিকট যাকারিয়া ইব্‌ন আদী (র.)···বশীর ইব্‌ন মা'বাদ (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ আমি মহানবী (সা.)-এর নিকট এই শর্তে বায়আত করার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলাম যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা ব্যতীত আর কোন মাবূদ নাই এবং মুহাম্মদ (সা.) তাহার প্রেরিত রাসূল– এই কথার সাক্ষ্য দিব, নামায প্রতিষ্ঠা করিব, যাকাত আদায় করিব, ইসলামের হজ্জব্রত পালন করিব, রমাযান মাসের রোযা রাখিব ও আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করিব। অতএব আমি বলিলাম– হে আল্লাহ্‌র রাসূল। ইহার মধ্যে দুইটি বিষয় এমন রহিয়াছে, যাহা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে, উহা পালন করিতে আমি অক্ষম। প্রথমটি হইল জিহাদ, কেননা জিহাদ করিতে গিয়া ময়দান হইতে পশ্চাদপদ হইলে আল্লাহ্‌র গযবে নিপতিত হইতে হয়। সুতরাং আমি এই বিষয় ভীত যে, আমি জিহাদের জন্য উপস্থিত হইলে মৃত্যুর ভয় আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে। আর ময়দান হইতে আমি আল্লাহ্‌র গযব নিয়া পালাইয়া আসিব। দ্বিতীয়টি হইল যাকাত বা সাদকা আদায় করা। আল্লাহ্‌র নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, গনীমতস্বরূপ প্রাপ্ত সম্পদ ব্যতীত আমার আর কোন সম্পদ নাই। আমার দশটি দুগ্ধবতী উট রহিয়াছে। উহার দুগ্ধ আমি পান করি এবং উহা ভার বহনের কাজে ব্যবহার করি। ইহা শুনিয়া মহানবী (সা.) আমার হাত ধরিয়া নাড়া দিয়া বলিলেন– যদি তুমি জিহাদই না কর এবং সাদকাই না দাও, তবে জান্নাতে প্রবেশ করিবে কিরূপে ? অতঃপর আমি বলিলাম– হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এখন আমাকে শপথ করান, আমি উহার প্রত্যেকটি বিষয়ই আপনার হাতে শপথ নিব। এই হাদীছটি উল্লেখিত সনদের দিক দিয়া গরীব ও দুর্বল। সুনানের কোন কিতাবেই এই সনদে এই হাদীছ সংকলিত হয় নাই।

হাফিজ আবুল কাসিম তিবরানী (র.) বলেন ঃ আমাদের নিকট আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হামযা (র.) — — — —ছওবান (রা.) হইতে "মারফূ'ও" সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। মহানবী (সা.) বলিয়াছেন ঃ তিনটি বস্তুর বর্তমানে আমল আদৌ ফলপ্রাপ্ত হয় না। উহার প্রথমটি হইল আল্লাহ্‌র সাথে অংশী করা, দ্বিতীয়টি হইল পিতামাতার অবাধ্যগত হওয়া, তৃতীয়টি যুদ্ধের ময়দানে হইতে পলায়ন করা। এই হাদীছটিও "গরীব" হাদীছ।

ইমাম তিবরানী (র.) আরও বলেন ঃ আব্বাস ইব্‌ন মুফায্‌যাল আসফাতী (র.) · · · · · · মহানবী (সা.)-এর ভৃত্য বিলাল ইব্‌ন ইয়াসার ইব্‌ন যায়েদ (রা.) বর্ণনা করিয়াছেন। বিলাল (রা.) বলেন, আমার পিতা আমার দাদা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, মহানবী (সা.) বলিয়াছেন ঃ যে লোক استغفر الله الذى لا اله الا هو واتوب اليه (আমি সেই মহান প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি যিনি ব্যতীত কোন কোন মা'বূদ নাই এবং তাহার নিকট তওবা করিতেছি) এই দু'আ পাঠ করে, তাহাকে ক্ষমা করা হইবে, যদিও সে লড়াইয়ের ময়দান হইতে পলায়ন করে।

কাজ করার তাওফীক ও ক্ষমতা আল্লাহ্ পাকই তাহাদিগকে দান করিয়াছেন এবং উহা হওয়ার জন্য যাবতীয় উপায় উপাদন দ্বারা তিনিই সহায়তা প্রদর্শন করিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতে এই কথার দিকেই ইঙ্গিত প্রদান করা হইয়াছে। তাই আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ তোমরা উহাদিগকে হত্যা কর নাই বরং আল্লাহ্ই হত্যা করিয়াছেন। অর্থাৎ তোমরা সংখ্যায় স্বল্প হওয়া এবং তোমাদের শত্রুর সংখ্যাধিক্য হওয়ায় তাহাদিগকে হত্যা করার ক্ষমতা ও শক্তি সামর্থ তোমাদের ছিল না। বরং তিনিই তোমাদের হাতে উহাদিগকে হত্যা করিয়াছেন এবং উহাদের উপর তোমাদিগকে বিজয়ী করিয়াছেন। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্যান্য আয়াতে বলিয়াছেন ঃ

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

(আল্লাহ্ পাক তোমাদিগকে বদরের যুদ্ধে মদদ করিয়াছেন। অথচ তোমরা ছিলে অনেক দুর্বল (৩ ঃ ১২৩)।)

তিনি অন্যাত্র বলেন ঃ

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِىْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَّضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ -

আল্লাহ্ তা'আলা অধিকাংশ স্থানে তোমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন। হুনায়েনের যুদ্ধে তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদিগকে অহংকারী ও সর্দপ বানাইয়া ছিল। কিন্তু এই সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোন উপকারে আসে নাই। যমীন বিরাটকায় প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। আর তোমরা পশ্চাৎমুখী হইয়া পালাইতেছিলে (৯ ঃ ২৫)।

আল্লাহ্ তা'আলা জানেন যে, মদদ ও সাফল্য সংখ্যাধিক্য এবং অস্ত্র-শস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জামের উপর নির্ভরশীল নয়। বরং মদদ ও সাফল্য আল্লাহ্র তরফ হইতেই আসিয়া থাকে। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ -

অর্থাৎ ক্ষুদ্রদলই বিরাটকায় দলের উপর আল্লাহ্র নির্দেশে বিজয় লাভ করে। আল্লাহ্ ধৈর্যশীলগণের সহিত রহিয়াছেন (২ ঃ ২৪৯)।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক তাহার নবীকে লক্ষ্য করিয়া বলেন যে, তুমি বদরের যুদ্ধের দিন লড়াইয়ের ময়দানের বাসস্থান হইতে বাহির হইয়া আল্লাহ্র দরবারে আকুল আবেদন বিনোদন ও প্রার্থনা করার পর এক মুষ্টি মাটি কাফিরদের মুখমণ্ডলে شَاهَتِ الْوُجُوْهُ। বলিয়া নিক্ষেপ করিয়াছিলে। অতঃপর স্বীয় সঙ্গী যোদ্ধাগণকে উহাদিগকে আক্রমণ করার জন্য নির্দেশ দিয়াছিলে। সুতরাং আল্লাহ্ পাক এই এক মুষ্টি ধূলামাটি

মুশরিকদের সকলের চক্ষে পৌছাইয়া ছিলেন। উহাদের মধ্যে কেহই বাদ ছিল না। যে যে অবস্থায় ছিল, এই ধূলামাটি চক্ষে যাওয়ার পর সে সেই কাজ হইতে বিরত রহিয়াছিল। এই জন্যই আল্লাহ্ পাক আলোচ্য আয়াতে বলিয়াছেন ঃ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى অর্থাৎ যখন তুমি ধূলামাটি নিক্ষেপ করিলে উহা তুমি নিক্ষেপ কর নাই, বরং আমি নিক্ষেপ করিয়াছি। অর্থাৎ উহাদের চক্ষে পৌছাইয়াছি আমিই এবং ভুলুণ্ঠিতও করিয়াছি আমি, তুমি নহ।

আলী ইব্ন আবূ তলহা (র.) ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়া বলেন ঃ বদরের যুদ্ধের দিন মহানবী (সা.) দুই হাত উর্ধ্বে তুলিয়া প্রার্থনা করিলেন– হে প্রভু! তুমি যদি এই অতিকায় ক্ষুদ্রদলটিকে এই যুদ্ধে ধ্বংস কর, তবে এই জগতে তোমার ইবাদত করার আর কোন লোক থাকিবে না। তখন জিবরাঈল (আ.) বলিলেন– তুমি এক মুষ্টি ধূলা মাটি লও এবং উহা কাফিরগণের মুখমণ্ডলে নিক্ষেপ কর। সুতরাং মহানবী (সা.) একমুষ্টি মাটি হাতে লইয়া উহা কাফিরদিগের মুখমণ্ডলের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মুশরিকদের মধ্যে এমন কোন লোক ছিল না যাহার নাকে, চক্ষে ও মুখমণ্ডলে উহা যায় নাই। অতঃপর উহারা পশ্চাৎমুখী হইয়া পালাইতে থাকিল।

সুদ্দী (র.) বলেন যে মহানবী (সা.) বলিয়াছেন ঃ হয়ত আল্লাহ্ পাক বদরের মুসলিম যোদ্ধাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাই আমাকে এক মুষ্টি মাটি দান করিলেন। আর এই এক মুষ্টি মাটি সকলকে কুপোকাত করিয়া ফেলিল। ইহা উহাদের মুখমণ্ডলে নিক্ষেপ করা হইল। মুশরিকদের মধ্যে এমন কোন লোক বাদ ছিল না যাহার নাকে মুখে ও চক্ষে এই ধূলাবালি প্রবেশ করে নাই। অতঃপর উহারা পালাইতে শুরু করিলে মুসলিম যোদ্ধাগণ উহাদিগকে ধাওয়া করিয়া হত্যা করিতে এবং বন্দী করিতে লাগিল। তখন আল্লাহ্ পাক এই আয়াত অবতীর্ণ করিলেন ঃ

فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى -

আবূ মা'শার মাদানী (র.) বলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্ন কায়েস এবং মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব (র.) উভয় বলিয়াছেন যে, মুশরিকগণ বদরের যুদ্ধে পরস্পর নিকটবর্তী হইলে মহানবী (সা.) এক মুষ্টি মাটি হাতে নিয়া উহাদের মুখমণ্ডলে নিক্ষেপ করিলেন এবং وَشَاهَتِ الْوُجُوْهُ। পাঠ করিলেন। এই ধূলা মাটি সকল মুশরিকের চক্ষেই প্রবেশ করিল। এই মুহূর্তে মুসলমানগণ সম্মুখে অগ্রসর হইয়া উহাদিগকে হত্যা ও বন্দী করিতে লাগিল। মহানবী (সা.)-এর ধূলা-মাটি নিক্ষেপের মধ্যেই উহাদের পরাজয় নিহিত ছিল। তখন আল্লাহ্ পাক এই আয়াতটি নাযিল করিলেন ঃ

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى

আবদুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম (র.) وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ আয়াত সম্পর্কে বলিয়াছেন ঃ এই আয়াত বদরের যুদ্ধের দিন অবতীর্ণ হইয়াছে। ঐ দিন মহানবী (সা.) তিন মুষ্টি ধূলা-মাটি হাতে নিয়া এক মুষ্টি ডান দিকের শত্রু বাহিনীর উপর দ্বিতীয় মুষ্টি বাম দিকের শত্রু বাহিনীর উপর এবং তৃতীয় মুষ্টি সম্মুখের শত্রুর উপর নিক্ষেপ করিয়া ছিলেন এবং شَاهَتِ الْوُجُوْهِ পাঠ করিয়া ছিলেন। সুতরাং শত্রুবাহিনীর পরাজয় হইল।

এই ঘটনাটি উরওয়াহ, মুজাহিদ, ইকরামা, কাতাদা (র.) সহ অনেক ইমামগণ হইতেই বর্ণিত হইয়াছেন। এই আয়াত বদরের যুদ্ধের দিন মহানবী (সা.)-এর ধূলা নিক্ষেপ সংক্রান্ত বিষয়ই অবতীর্ণ হইয়াছে। যদিও মহানবী (সা.) হুনায়েনের যুদ্ধের দিনও এইরূপ কাফিরদের প্রতি ধূলা মাটি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর (র.) বলেন ঃ আমাদের নিকট আহমদ ইব্ন মানসূর (র.) হাকীম ইব্ন হিযাম (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হাকীম ইব্ন হিযাম (রা.) বলেন ঃ আমরা বদরের যুদ্ধের দিন আকাশ হইতে একটি শব্দ নিপতিত হইতে শুনিয়াছি। মনে হল যেন মাথায় ধূলাবালি পতিত হওয়ার শব্দের ন্যায়। মহানবী (সা.)-এর এই এক মুষ্টি ধূলাবালি নিক্ষেপ মাত্রই আমরা পরাজিত হইয়া গেলাম। এই সনদটি "গরীব" সনদ। এখানে আরও অন্য দুইটি হাদীছের উল্লেখ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাও সনদের দিক দিয়া গরীব ও দুর্বল। উহার প্রথমটি হইল এই ঃ

ইব্ন জারীর (র.) বলেন ঃ আমাদের নিকট মুহাম্মদ ইব্ন আউফ তাঈ (র.)······ আবদুর রহমান ইব্ন যুবায়ের (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা.) হুনায়েনের যুদ্ধের দিন একটি ধনুক চাহিলে তাহার নিকট একটি লম্বা আকৃতির ধনুক উপস্থিত করা হইল। অতঃপর তিনি ইহা ছাড়া আরও একটি ধনুক আনিবার কথা বলিলে তাহার নিকট গোলাকার বিরাট একটি ধনুক উপস্থিত করা হইল। মহানবী (সা.) উক্ত ধনুক দ্বারা একটি তীর দুর্গের উপর নিক্ষেপ করিলে তীরটি দুর্গের সর্দার ইব্ন আবুল হুকাইককে শায়িত অবস্থায় আঘাত করিয়া নিহত করিল। তখন আল্লাহ্ পাক وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى আয়াত নাযিল করিলেন।

হাদীছটি গরীব হইলেও উহার সনদটি আবদুর রহমান ইব্ন যুবায়ের ইব্ন নুফায়ের দ্বারা বর্ণিত হওয়ার দরুন উত্তম সনদ। হয়ত তাহার নিকট বিষয়টি অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে অথবা তিনি আয়াতকে সাধারণ ভাবিয়া সকল ঘটনাকে উহার অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহিয়াছেন। নতুবা সূরা আনফালে পূর্বকার আয়াতসমূহ বদরের ঘটনা অবলম্বনে বর্ণিত হওয়ায় এই আয়াতও বদরের ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে বলিয়া নিঃসন্দেহে বুঝা যায়। ইহাই সকল ইমাম ও ব্যাখ্যাকারগণের নিকটই সুস্পষ্ট কথা। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

দ্বিতীয় হাদীছটি হইল এই ঃ ইব্ন জারীর (র.) তাহার তাফসীরে এবং হাকিম তাহার মুস্তাদরাক কিতাবে সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিব ও যুহরী (র.) উভয় হইতে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাহারা উভয় বলিয়াছেন ঃ এই আয়াত উহুদের যুদ্ধের দিন উবায় ইব্ন খালফের প্রতি-মহানবী (সা.)-এর তীর নিক্ষেপ সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। উবায় ইব্ন খালফ লোহবর্ম পরিহিত ছিল। তীরটি তাহার গ্রীবাদেশে আঘাত হানিয়াছিল এবং সে ঘোড়া হইতে বারবার পড়িয়া যাইতে ছিল। কয়েকদিন যন্ত্রণা ভোগ করিয়া তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। এই জগতে যেমন সে ভীষণ কষ্টদায়ক শাস্তি ভোগ করিয়াছে তেমনি পরকালেও কঠিনতম শাস্তি ভোগ করিবে।

এই হাদীছ দু'টি দুইজন ইমাম হইতে বর্ণিত হইলেও ইহা "গরীব" ও দুর্বল। হয়ত তাহারা এই আয়াতকে সাধারণ ভাবিয়া সকল ঘটনাকে ইহার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র.) বলিয়াছেন ঃ আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন যুবায়ের (র.) উরওয়াহ ইব্ন যুবায়ের (র.) হইতে لِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا আয়াতাংশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিম বাহিনী সংখ্যায় স্বল্প হওয়া এবং শত্রু বাহিনী সংখ্যায় বিপুল হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদিগকে তাহাদের মুকাবিলায় নানাবিধ সাহায্য করিয়া বিজয়ী করিয়াছিলেন। সুতরাং মুসলমানগণ এই নিয়ামত সম্পর্কে অবহিত হইয়া তাহারা আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে এবং আল্লাহ্র হক আদায় করিবে। ইব্ন জারীর আলোচ্য আয়াতাংশের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে كل بلاء حسنا بلانا অর্থাৎ প্রত্যেকটি পরীক্ষাই আমাদের জন্য উত্তম প্রমাণিত হইয়াছে।

আলোচ্য سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল ঃ আল্লাহ্ তা 'আলা উহাদের জন্য যে প্রার্থনা করা হইয়াছে তাহা তিনি সম্যক শুনিয়াছেন এবং মদদ ও বিজয়ের অধিকারী কাহারা হইতে পারে তাহাও তিনি পূর্ণরূপে ওয়াকীফহাল।

আলোচ্য ذٰلِكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِيْنَ আয়াতাংশের মর্ম হইল ঃ আল্লাহ্ পাক মু'মিনগণকে মদদ ও বিজয় ব্যতীত অন্য একটি সুসংবাদ দিয়াছেন যে, আল্লাহ্ পাক কাফিরদের যাবতীয় ষড়যন্ত্রকে বর্তমানে যেমন দুর্বল ও নস্যাৎ করিয়া দিয়াছেন, তেমনি ভবিষ্যতেও তাহাদের সকল দুরভিসন্ধি ও ষড়যন্ত্রজাল ছিন্নভিন্ন করিয়া উহাদিগকে অপমানিত, লাঞ্ছিত ও নিপাত করিবেন। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য এবং তাঁহার নিকটই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র.) وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ আয়াত সম্পর্কে বলিয়াছেন ঃ এই আয়াত বদরের যুদ্ধের দিন অবতীর্ণ হইয়াছে। ঐ দিন মহানবী (সা.) তিন মুষ্টি ধূলা-মাটি হাতে নিয়া এক মুষ্টি ডান দিকের শত্রু বাহিনীর উপর দ্বিতীয় মুষ্টি বাম দিকের শত্রু বাহিনীর উপর এবং তৃতীয় মুষ্টি সম্মুখের শত্রুর উপর নিক্ষেপ করিয়া ছিলেন এবং شَاهَتِ الْوُجُوْهُ পাঠ করিয়া ছিলেন। সুতরাং শত্রুবাহিনীর পরাজয় হইল।

এই ঘটনাটি উরওয়াহ, মুজাহিদ, ইকরামা, কাতাদা (র.) সহ অনেক ইমামগণ হইতেই বর্ণিত হইয়াছেন। এই আয়াত বদরের যুদ্ধের দিন মহানবী (সা.)-এর ধূলা নিক্ষেপ সংক্রান্ত বিষয়ই অবতীর্ণ হইয়াছে। যদিও মহানবী (সা.) হুনায়েনের যুদ্ধের দিনও এইরূপ কাফিরদের প্রতি ধূলা মাটি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

আবূ জা'ফর ইব্‌ন জারীর (র.) বলেন ঃ আমাদের নিকট আহমদ ইব্‌ন মানসূর (র.) হাকীম ইব্‌ন হিযাম (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হাকীম ইব্‌ন হিযাম (রা.) বলেন ঃ আমরা বদরের যুদ্ধের দিন আকাশ হইতে একটি শব্দ নিপতিত হইতে শুনিয়াছি। মনে হল যেন মাথায় ধূলাবালি পতিত হওয়ার শব্দের ন্যায়। মহানবী (সা.)-এর এই এক মুষ্টি ধূলাবালি নিক্ষেপ মাত্রই আমরা পরাজিত হইয়া গেলাম। এই সনদটি "গরীব" সনদ। এখানে আরও অন্য দুইটি হাদীছের উল্লেখ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাও সনদের দিক দিয়া গরীব ও দুর্বল। উহার প্রথমটি হইল এই ঃ

ইব্‌ন জারীর (র.) বলেন ঃ আমাদের নিকট মুহাম্মদ ইব্‌ন আউফ তাঈ (র.)······ আবদুর রহমান ইব্‌ন যুবায়ের (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা.) হুনায়েনের যুদ্ধের দিন একটি ধনুক চাহিলে তাহার নিকট একটি লম্বা আকৃতির ধনুক উপস্থিত করা হইল। অতঃপর তিনি ইহা ছাড়া আরও একটি ধনুক আনিবার কথা বলিলে তাহার নিকট গোলাকার বিরাট একটি ধনুক উপস্থিত করা হইল। মহানবী (সা.) উক্ত ধনুক দ্বারা একটি তীর দুর্গের উপর নিক্ষেপ করিলে তীরটি দুর্গের সর্দার ইব্‌ন আবুল হুকাইককে শায়িত অবস্থায় আঘাত করিয়া নিহত করিল। তখন আল্লাহ্ পাক وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى আয়াত নাযিল করিলেন।

হাদীছটি গরীব হইলেও উহার সনদটি আবদুর রহমান ইব্‌ন যুবায়ের ইব্‌ন নুফায়ের দ্বারা বর্ণিত হওয়ার দরুন উত্তম সনদ। হয়ত তাহার নিকট বিষয়টি অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে অথবা তিনি আয়াতকে সাধারণ ভাবিয়া সকল ঘটনাকে উহার অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহিয়াছেন। নতুবা সূরা আনফালে পূর্বকার আয়াতসমূহ বদরের ঘটনা অবলম্বনে বর্ণিত হওয়ায় এই আয়াতও বদরের ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে বলিয়া নিঃসন্দেহে বুঝা যায়। ইহাই সকল ইমাম ও ব্যাখ্যাকারগণের নিকটই সুস্পষ্ট কথা। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

দ্বিতীয় হাদীছটি হইল এই ঃ ইব্‌ন জারীর (র.) তাহার তাফসীরে এবং হাকিম তাহার মুস্তাদরাক কিতাবে সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব ও যুহরী (র.) উভয় হইতে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাহারা উভয় বলিয়াছেন ঃ এই আয়াত উহুদের যুদ্ধের দিন উবায় ইব্‌ন খালফের প্রতি-মহানবী (সা.)-এর তীর নিক্ষেপ সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। উবায় ইব্‌ন খালফ লোহবর্ম পরিহিত ছিল। তীরটি তাহার গ্রীবাদেশে আঘাতে হানিয়াছিল এবং সে ঘোড়া হইতে বারাবর পড়িয়া যাইতে ছিল। কয়েকদিন যন্ত্রণা ভোগ করিয়া তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। এই জগতে যেমন সে ভীষণ কষ্টদায়ক শাস্তি ভোগ করিয়াছে তেমনি পরকালেও কঠিনতম শাস্তি ভোগ করিবে।

এই হাদীছ দু'টি দুইজন ইমাম হইতে বর্ণিত হইলেও ইহা "গরীব" ও দুর্বল। হয়ত তাহারা এই আয়াতকে সাধারণ ভাবিয়া সকল ঘটনাকে ইহার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র.) বলিয়াছেন ঃ আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন যুবায়ের (র.) উরওয়াহ ইব্‌ন যুবায়ের (র.) হইতে لِيُبْلِىَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا আয়াতাংশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিম বাহিনী সংখ্যায় স্বল্প হওয়া এবং শত্রু বাহিনী সংখ্যায় বিপুল হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদিগকে তাহাদের মুকাবিলায় নানাবিধ সাহায্য করিয়া বিজয়ী করিয়াছিলেন। সুতরাং মুসলমানগণ এই নিয়ামত সম্পর্কে অবহিত হইয়া তাহারা আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে এবং আল্লাহ্‌র হক আদায় করিবে। ইব্‌ন জারীর আলোচ্য আয়াতাংশের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে كل بلاء حسنا بلانا অর্থাৎ প্রত্যেকটি পরীক্ষাই আমাদের জন্য উত্তম প্রমাণিত হইয়াছে।

আলোচ্য سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল ঃ আল্লাহ্ তা 'আলা উহাদের জন্য যে প্রার্থনা করা হইয়াছে তাহা তিনি সম্যক শুনিয়াছেন এবং মদদ ও বিজয়ের অধিকারী কাহারা হইতে পারে তাহাও তিনি পূর্ণরূপে ওয়াকীফহাল।

আলোচ্য ذٰلِكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِيْنَ আয়াতাংশের মর্ম হইল ঃ আল্লাহ্ পাক মু'মিনগণকে মদদ ও বিজয় ব্যতীত অন্য একটি সুসংবাদ দিয়াছেন যে, আল্লাহ্ পাক কাফিরদের যাবতীয় ষড়যন্ত্রকে বর্তমানে যেমন দুর্বল ও নস্যাৎ করিয়া দিয়াছেন, তেমনি ভবিষ্যতেও তাহাদের সকল দুরভিসন্ধি ও ষড়যন্ত্রজাল ছিন্নভিন্ন করিয়া উহাদিগকে অপমানিত, লাঞ্ছিত ও নিপাত করিবেন। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য এবং তাঁহার নিকটই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

(١٩) إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ ۚ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ ۚ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَّلَوْ كَثُرَتْ ۙ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

১৯. তোমরা জয় চাহিয়াছিলে, তাহা তোমাদের নিকট আসিয়াছে। তোমরা যদি বিরত হও, তবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর যদি তোমরা পুনরায় কর তবে আমিও পুনরায় শাস্তি দিব। তোমরা সংখ্যায় যদি অধিকও হয় এবং দলে ভারী হও, তবুও তাহা দ্বারা তোমাদের কোন কাজ হইবে না। আল্লাহ্ মু'মিনগণের সাথেই রহিয়াছেন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, তোমরা সাহায্য প্রার্থনা করিতেছ এবং তোমাদের শত্রু মুসলমানদের এবং তোমাদের মধ্যে একটি সমাধান ও মীমাংসা প্রার্থনা করিতেছ। সুতরাং তোমরা যাহা চাহিয়াছিলে তাহাই হইল।

যেমন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র.) সহ অনেকেই যুহরী (র.) সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ছা'লাবা ইব্‌ন সাঈদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ জাহেল বদরের যুদ্ধের দিন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এই প্রার্থনা করিয়াছিল যে, হে আমাদের প্রভু! যাহারা আমাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কে ছিন্ন করিয়াছে এবং আমাদিগকে অদ্ভুত কথাবার্তা শুনাইতেছে আগামীকাল্য তাহাদিগকে পর্যদুস্ত ও অপমানিত কর। ইহাই ছিল কাফিরদের সাহায্য ও জয়ের প্রার্থনা। সুতরাং এই সময় আল্লাহ্ পাক উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন।

ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র.) বলেন ঃ আমাদের নিকট ইয়াযীদ ইব্‌ন হারূন (র.) ---- আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ছা'লাবা হইতে হাদীছ বর্ণনা করেন যে, বদরের যুদ্ধের দিন দুইদল মুখামুখী হইলে আবূ জাহেল এই বলিয়া প্রার্থনা করিল- হে আল্লাহ! যাহারা আমাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে এবং আমাদিগকে অজানা কথা শুনাইতেছে, তাহাদিগকে আগামীকাল পর্যদুস্ত করিয়া আমাদিগকে বিজয়ী কর। অতএব উপরোক্ত আয়াতে ইহাকেই বিজয় প্রার্থনা বলা হইয়াছে।

ইমাম নাসাঈ (র.)ও এই আয়াতের ব্যাখ্যায় এই হাদীছকেই সালিহ্ ইব্‌ন কায়সান সহ যুহরী (র.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। এমনিভাবে ইমাম হাকিম (র.) ও মুস্তাদরাক কিতাবে এই হাদীছকে যুহরী (র.) সূত্রে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, এই হাদীছ ইমাম বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী বিশুদ্ধ। মুজাহিদ (র.), ইব্‌ন আব্বাস (রা.), যাহ্হাক, কাতাদা ও ইয়াযীদ ইব্‌ন রূমান (র.) প্রমুখ হইতে অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

সুদ্দী (র.) বলেন ঃ মুশরিক বাহিনী মক্কা হইতে বদর প্রান্তরের দিকে রওয়ানা হইবার সময় কা'বা ঘরের গিলাফ ধরিয়া আল্লাহ্ তা'আলর নিকট সাহায্য প্রার্থনা

করিয়া বলিয়াছিল যে, হে প্রভু! দুই দলের মধ্যে সেই দলকে সাহায্য কর যে দল তোমার নিকট প্রিয় ও সম্মানিত এবং যাহাদের কিবলা উত্তম। সেই কথার জবাবেই আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছেন। আল্লাহ্ বলেন ঃ তোমাদের প্রার্থনা-মাফিক আমি সাহায্য করিয়াছি বটে, কিন্তু তাহা হইয়াছে মুহাম্মদ ও তাহার বাহিনীর অনুকূলে।

আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র.) বলেন, আলোচ্য إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ আয়াতাংশটিকে আল্লাহ্ পাকের নিম্নলিখিত আয়াত দ্বারা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ ـ

যখন উহারা বলিয়াছিল- হে প্রভু! ইহা যদি তোমার পক্ষ হইতে সত্য হয়। ..... (৮ ঃ ৩২)

আলোচ্য আয়াতাংশ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ এর মর্ম হইলঃ আল্লাহ্র সহিত কুফরী করিয়া এবং তাহার রাসূলকে মিথ্যা জানিয়া যাহা কিছু তোমরা করিতেছ ও বলিতেছ, তাহা হইতে যদি তোমরা বিরত থাক, তবে তোমাদের পক্ষেই তাহা কল্যাণকর হইবে।

আর وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইলঃ কুফরী, গোমরাহী ও দীনের পরিপন্থী কাজে যদি আবারও তোমরা প্রবৃত্ত হও, তবে আমিও আবার তোমাদিগকে এইরূপ ঘটনার ন্যায় ঘটনা ঘটাইয়া তোমাদিগকে শায়েস্তা করিব। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্য আয়াতে বলেন ঃ وان عدتم عدنا (তোমরা আবার করিলে আমিও আবার করিব)।

আলোচ্য আয়াতের মর্ম প্রকাশ করিতে গিয়া সুদ্দী (র.) বলিয়াছেনঃ ইহার অর্থ হইল যদি তোমরা আবার সাহায্য ও বিজয় চাহিয়া প্রার্থনা কর, তবে আবার আমি মুহাম্মদকে সাহায্য করিয়া বিজয়ী করিব এবং তাহার শত্রুগণকে পর্যদুস্ত করিব।

আলোচ্য وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَّلَوْ كَثُرَتْ আয়াতাংশের মর্ম হইল তোমরা যতই দলভারী কর না কেন এবং আরও লোক জমায়েত করিয়া শক্তি সঞ্চয় কর না কেন, তাহা দ্বারা তোমাদের কোনই কাজ হইবে না। কেননা যাহাদের পিছনে আল্লাহ্র সাহায্য সক্রিয় রহিয়াছে, তাহাদিগকে তোমরা পরাজিত ও পর্যদুস্ত করিতে পারিবে না। সুতরাং আল্লাহ্ মু'মিনদের সাথে রহিয়াছেন। মু'মিনদের দলই হইল নবী মুস্তাফা (সা.) ও তাঁহার দল। তাহাদের বিরুদ্ধে তোমাদের লড়াই করা নিষ্ফল।

(২০) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ لَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ اَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ ۝

(২১) وَ لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ هُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ۝

(২২) اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ۝

(২৩) وَ لَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَّاَسْمَعَهُمْ ؕ وَ لَوْ اَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَّ هُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝

২০. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্ ও তাহার রাসূলের আনুগত্য কর। আর তোমরা যখন তাহার কথা শ্রবণ করিতেছ, তখন উহা হইতে মুখ ফিরাইও না।

২১. আর তোমরা উহাদের ন্যায় হইও না, যাহারা বলে আমরা শুনিলাম কিন্তু আসলে তাহারা শুনে না।

২২. আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জীব হইল সেই বধির ও মূক যাহারা কিছুই বুঝে না।

২৩. আল্লাহ্ যদি উহাদের মধ্যে ভাল কিছু থাকার কথা অবহিত থাকিলে তবে উহাদিগকেও শুনাইতেন। কিন্তু উহাদিগকে তিনি শুনাইলেও উহারা তাহা হইতে মুখ ফিরাইয়া থাকিত।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত কালাম পাকে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার মু'মিন বান্দাগণকে তাঁহার এবং তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করার জন্য নির্দেশ দিতেছেন। তেমনি তাহার রাসূলের বিরোধিতা হইতে বিরত থাকার জন্য কঠোরভাবে সর্তক করিয়া দিয়াছেন। পরন্তু হিংসা ও বিদ্বেষ পরায়ণ কাফিরদের সাথে সাদৃশ্যমূলক আচরণ প্রদর্শন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এ কারণেই আলোচ্য আয়াতে وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ অর্থাৎ রাসূলের আনুগত্য এবং তাহার নির্দেশ পালনকে পরিত্যাগ না করার এবং তাহার সতর্কবাণী ও ভীতি প্রদর্শনকে উপেক্ষা না করা কথা বলা হইয়াছে।

এখানে وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ আয়াতাংশের মর্ম হইল ঃ তোমাদিগকে তাহার দিকে আহবান জানানোর পরও তোমরা তাহার আনুগত্য ও নির্দেশ পালন হইতে বিরত থাকিও না এবং তাহার সতর্কবাণীকে উপেক্ষা করিও না।

আলোচ্য وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَهُمْ لَايَسْمَعُوْنَ আয়াতাংশের মর্ম হইল ঃ তোমরা সেই সব লোকদের মত হইও না যাহারা বলে যে আমরা রাসূলের নির্দেশ ও আহবান শুনিয়াছি, কিন্তু মূলত তাহারা কিছুই শুনে নাই।

কতক লোকের অভিমত যে, এই আয়াতে মুশরিকগণের কথা বলা হইয়াছে। ইব্‌ন জারীর (র.) এই অভিমতকে গ্রহণ করিয়াছেন। ইব্‌ন ইসহাক (র.) বলিয়াছেনঃ এই আয়াতে মুনাফিকগণের কথা বলা হইয়াছে। কেননা উহারা মানুষের নিকট এই কথাই প্রকাশ করিয়া বেড়াইত যে তাহারা রাসূলের দীনের আহ্বান শুনিয়াছে এবং তাহাতে সাড়া দিয়াছে। কিন্তু মূলত তাহারা এইরূপ কিছুই করে নাই।

আলোচ্য اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ আয়াতের তাৎপর্য হইল আল্লাহ্ পাক এই আয়াতে বনী আদমের মধ্যে সর্ব নিকৃষ্ট সৃষ্ট জীবের উদাহরণ পেশ করিয়া বলিতেছেন যে, যাহারা সত্যকে শুনে না বরং উপেক্ষা করে এবং যাহারা সত্যকে বুঝে না ও উপলব্ধি করে না, তাহারাই নিকৃষ্টতম জীব। এজন্যই আল্লাহ্ পাক উপরোক্ত আয়াতে اَلَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ বলিয়াছেন। অর্থাৎ যাহারা সত্যকে বুঝিয়াও বুঝে না এবং উপলব্ধি করে না, তাহারাই নিকৃষ্টতম সৃষ্ট জীব। কেননা উহারা ব্যতীত আল্লাহ্ সকল সৃষ্ট জীবই তাহার অনুগত ও বাধ্যগত। আল্লাহ্‌র বান্দাগণের উপকারার্থে তাহাদিগকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। কিন্তু তাহারা আল্লাহ্‌র রাসূল ও তাহার বিধানকে অস্বীকার করিয়া কাফির হইয়াছে। একারণেই তাহাদিগকে আল্লাহ্ পাকের নিম্নলিখিত আয়াতে চতুষ্পদ জন্তুর সাথে উপমা দিয়াছেন। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِىْ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ اِلَّا دُعَاءً وَّنِدَاءً -

"এই সব কাফিরদের উদাহরণ হইল এইরূপ জন্তুর ন্যায় যে উহাদিগকে আওয়ায দিয়া ডাকা হয় বটে, কিন্তু ডাক ও সাড়া ব্যতীত তাহারা আর কিছুই শুনে না" (২ ঃ ১৭১)।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলিয়াছেন ঃ

اُولٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ اُولٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُوْنَ

("উহারা চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়; বরং উহারা অধিকতর পথভ্রষ্ট; আর উহারাই গাফিল ও অমনোযোগী (৭ ঃ ১৭৯)।)

এক দলের অভিমত হইল ঃ এই আয়াতে কুরায়েশ সম্প্রদায়ের বনী আবদুদ্ দারের একদল লোকের কথা বলা হইয়াছে। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) ও মুজাহিদ (র.) হইতে এইরূপই বর্ণিত রহিয়াছে এবং ইব্‌ন জারীর (র.) এই অভিমত গ্রহণ করিয়াছেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র.) বলিয়াছেন ঃ এই আয়াতে মুনাফিকদের কথা বলা হইয়াছে। আমার বক্তব্য এই আয়াতের মর্মের বেলায় মুশরিক ও মুনাফিকদের মধ্যে মূলত কোন ব্যবধান নাই। কেননা উহাদের প্রত্যেকেরই সঠিক বুঝ জ্ঞান এবং পুণ্যময় কাজের ইচ্ছাকে হরণ করা হইয়াছে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, উহাদের যেমন সঠিক বুঝ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অভাব রহিয়াছে তেমনি পুণ্যময় কাজের

জন্য সঠিক ইচ্ছা শক্তিরও রহিয়াছে অভাব। আল্লাহ্ বলেন ঃ وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ অর্থাৎ আল্লাহ্ যদি উহাদের মধ্যে ভাল কোন কিছু সম্পর্কে অবহিত থাকিতেন তবে নিশ্চয়ই উহাদিগকে শুনাইতেন। উহাদের আদৌ কোন বুঝ শক্তিই নাই।

এই আয়াতে কিছু বাক্য উহ্য রহিয়াছে অর্থাৎ ولكن لاخر فيهم فلم يفهم । সুতরাং ইহার অর্থ হইবে এই যে, বরং উহাদের মধ্যে কল্যাণ ও ভাল বলিতে কিছুই নাই। সুতরাং উহারা কিছুই বুঝে না। কেননা আল্লাহ্ যদি জানিতেন যে, যদি উহাদিগকে সত্য শুনান হয় অর্থাৎ উহাদিগকে সত্য বুঝিবার ও উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়, তথাপিও ইচ্ছাপূর্বক ও হিংসার বশবর্তী হইয়া তাহারা উহা জানিবে নাও বুঝিবে না। বরং উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া থাকিবে।

(٢٤) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ وَاَنَّهٗٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ○

২৪. হে ঈমানদারগণ! রাসূল যখন তোমাদিগকে উজ্জীবক কোন কাজের দিকে আহবান জানায়, তখন আল্লাহ্ ও তাহার রাসূলের আহবানে সাড়া দাও। জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ মানুষ ও তাঁহার হৃদয়ের অন্তবর্তী স্থানে আড় হইয়া দাঁড়ান। তোমাদের সকলকে তাঁহারই নিকট একত্র করা হইবে।

তাফসীর ঃ ইমাম বুখারী (র.) বলেন ঃ উল্লেখিত আয়াতে اَسْتَجِيْبُوْا শব্দের অর্থ হইল তোমরা জবাব দাও, সাড়া দাও। আর لِمَا يُحْيِيْكُمْ শব্দের অর্থ হইল তোমাদের সংশোধন ও কল্যাণের জন্য। সুতরাং আয়াতের সারমর্ম হইল– হে ঈমানদারগণ! তোমাদিগকে যখন তোমাদের রাসূল কল্যাণকর ও সংশোধনমূলক কোন কাজের আহবান জানায়, তখন তোমরা সেই কাজে সাড়া দাও। অর্থাৎ উহা কার্যকরী কর। তিনি আরও বলেন ঃ

আমার নিকট ইসহাক (র.) ...... আবূ সা'দ ইব্ন মুআল্লা (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন মু'আল্লা বলেন ঃ আমি নামায পড়িতেছিলাম। এই সময় মহানবী (সা.) আমার নিকট দিয়া পথ অতিক্রম কালে আমাকে ডাকিলেন। কিন্তু আমি তাঁহার ডাকে সাড়া দিলাম না; বরং নামাযের মধ্যেই রহিলাম। অতঃপর নামায সমাপনান্তে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে মহানবী (সা.) বলিলেন ঃ আমার নিকট উপস্থিত হইতে তোমাকে কে বাধা দিয়াছে ? আল্লাহ্ তা'আলা কি কুরআন পাকে এই কথা ঘোষণা করেন নাই ঃ

يَا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ـ

অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ এখান হইতে বাহির হওয়ার পূর্বেই আমি তোমাকে কুরআনের মহান একটি সূরা শিক্ষা দিব। অতঃপর মহানবী (সা.) এখান হইতে রওয়ানা হইলে আমি তাহাকে সূরা শিক্ষা দেওয়ার কথা স্মরণ করাইয়া দিলাম।

মাআয (র.) বলেন ঃ আমার নিকট শু'বা (র.) ...... মহানবী (সা.) সাহাবীগণের মধ্যে আবূ সাঈদ নামে এক সাহাবী হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ ঐ সূরাটি হইল সূরা ফাতিহা যাহা সাবউল মাছানী অর্থাৎ বারংবার পঠিতব্য সাত আয়াত বিশিষ্ট সূরা। ইহাই তাহার বর্ণিত হাদীছের ভাষা। এই হাদীছকেই উল্লেখিত সনদে এই গ্রন্থের প্রথমে সূরা ফাতিহার ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হইয়াছে। মুজাহিদ (র.) لِمَا يُحْيِيْكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেনঃ ইহার অর্থ হইল সত্যের দিকে যখন তোমাদিগকে আহবান জানান হয়। কাতাদা (রা.) বলিয়াছেনঃ لِمَا يُحْيِيْكُمْ দ্বারা এই কুরআনের কথাই বুঝান হইয়াছে যাহাতে ইহকাল পরকালের পরিত্রাণ, স্থিতিশীলতা এবং সুখময় জীবন নিহিত রহিয়াছে। অর্থাৎ যাহার অনুসরণ দ্বারা ইহকাল পরকালের পরিত্রাণ এবং স্থিতিশীলতা লাভ করিয়া উন্নত ও সমৃদ্ধশালী জীবন লাভ করা যায়।

আলোচ্য لِمَا يُحْيِيْكُمْ শব্দের ব্যাখ্যা প্রসংগে সুদ্দী (র.) বলিয়াছেন ঃ ইহা দ্বারা ইসলামের জীবন বুঝান হইয়াছে। কেননা কুফরী করিয়া আত্মিক মৃত্যুবরণ করার পর ইসলামের ছত্রছায়া দ্বারাই নবজীবন লাভ হয়। মূলত ইসলামের মধ্যেই মানবকুলের জীবন নিহিত।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র.) মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন যুবায়ের সূত্রে উরওয়া ইব্ন যুবায়েরের উদ্ধৃতি দিয়া বলেনঃ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ আয়াতের মর্ম হইল– হে ঈমানদারগণ! যখন আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাহার রাসূল তোমাদিগকে যুদ্ধের জন্য ডাকেন, তখন তাহাদের ডাকে সাড়া দিবে। কেননা এই যুদ্ধের দ্বারা আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে অবমাননাকর অবস্থার পর সম্মানিত করেন এবং দুর্বলতার পর শক্তিশালী করেন। তেমনি শত্রু দ্বারা তোমরা অবদমিত হইবার পর তোমাদিগকে শত্রুর অত্যাচার হইতে হিফাজত করেন।

আলোচ্য وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল ঃ জানিয়া রাখ যে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষ এবং তাহাদের মনের মাঝখানে অবস্থান করেন। ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন– আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনগণের ও কুফরীর মধ্যে বাঁধা হইয়া দাঁড়ান এবং কাফিরগণের ও ঈমানের মধ্যে প্রতিবন্ধক হইয়া থাকেন। উল্লেখিত আয়াতাংশ দ্বারা এই কথাই বুঝান হইয়াছে।

এই হাদীছটি হাকিম তাহার মুসতাদরাক কিতাবে "মওকুফ" সনদে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে এই হাদীছ বিশুদ্ধ কিন্তু বুখারী ও মুসলিমে এই হাদীছ বর্ণিত হয় নাই। ইব্‌ন মারদুবিয়া এই হাদীছ অন্য এক "মওকুফ" সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। এই সনদকে দুর্বল বলা ঠিক নয়। "মওকুফ" সনদ হইলেও হাদীছটি অতিশয় বিশুদ্ধ। মুজাহিদ, সাঈদ, ইকরামা, যাহ্‌হাক, আবূ সালিহা, আতীয়া, মুকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান ও সুদ্দী (র.) প্রমুখ এই একইরূপ কথা বলিয়াছেন। এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ হইতে আর এক বর্ণনা পাওয়া যায় যে, আল্লাহ্ কাফিরগণের মধ্যে এমনভাবে প্রতিবন্ধক হইয়া থাকেন যে, তাহারা উহা আদৌ অনুভব করিতে পারে না। সুদ্দী (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষ ও তাহাদের হৃদয়ে মধ্যবর্তী স্থানে। ফলে তাহার অনুমতি ব্যাতিরেকে কাহারও ঈমান লওয়ার বা কুফরী করার কোন ক্ষমতা নাই। কাতাদা বলেন ঃ এই আয়াতাংশটি আল্লাহ্ পাকের নিম্নলিখিত আয়াতের ন্যায় ঃ

وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ("আমি মানুষের গ্রীবাস্থিত ধমনীর চাইতেও তাহাদের অতি নিকটবর্তী।) এই আয়াতাংশের সাথে সামঞ্জস্যশীল এবং ইহার ব্যাখ্যায় বর্ণিত অনেক হাদীছই মহানবী (সা.) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে। যেমন ইমাম আহমদ (র.) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) বলেন– মহানবী (সা.) অধিকাংশ সময় এই দু'আ পাঠ করিতেন ঃ يَامُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِى عَلٰى دِيْنِكَ ـ

"হে হৃদয় আবর্তনকারী! আমার হৃদয়কে তোমার দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ।" বর্ণনাকারী বলেন– আমরা বলিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা আপনার প্রতি এবং আপনার আনীত দীনের প্রতি ঈমান আনিয়াছি। আপনি কি আমাদের বেলায় ভয় পোষণ করিতেছেন? মহানবী (সা.) জবাব দিলেন ঃ হ্যাঁ, মানুষের অন্তঃকরণ আল্লাহ্ তা'আলার দুইটি কুদরতের অঙ্গুলীর মধ্যে থাকে এবং উহাকে তিনি আবর্তন বিবর্তন করেন।

ইমাম তিরমিযী (র.) ও তাঁহার "জামী তিরমিযী" কিতাবের তাকদীর অধ্যায়ে এই হাদীছ হান্নাদ ইব্‌ন সারি (র.) আনাস (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়া হাদীছটিকে "হাসান" নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। এমনিভাবে আরও অনেকে এই হাদীছকে আ'মাশ (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। কতক লোকে এই হাদীছকে আ'মাশ, আবূ সুফিয়ান, জাবিরের সনদে মহানবী (সা.) হইতে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ সুফিয়ান (র.) আনাস (রা.) হইতে বর্ণিত হাদীছটি সর্বতোভাবে বিশুদ্ধ।

অন্য এক হাদীছ ঃ ইমাম আহমদ তাঁহার "মুসনাদ" কিতাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে আমাদের নিকট আবদ্ ইব্‌ন হুমাইদ (র.)→ — — — বিলাল (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে মহানবী (সা.) এই দু'আ পাঠ করিতেন ঃ يا مقلب القلوب

গণ-আন্দোলন সৃষ্টি করিয়া তোমাদের বিরুদ্ধে একটি বাহিনী গড়িয়া তোমাদের উপর আক্রমণ চালাইবে। এমনকি তোমাদেরকে তোমাদের আবাসভূমি হইতে উৎখাত করিবে এবং তোমাদের নেতৃবর্গকে হত্যা করিবে। এই কথা শুনিয়া সকলে বলিয়া উঠিল আপনি সত্য কথাই বলিয়াছেন। ইহা ছাড়া আর কি করা যাইতে পারে তাহা ভাবিয়া দেখা হউক। তখন অভিশপ্ত আবূ জাহেল দাঁড়াইয়া বলিল আমি তোমাদের কাছে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিতেছি। আমার প্রস্তাবকে বিবেচনা করিলে আশা করি ইহার চাইতে সুন্দর প্রস্তাব আর নাই। সকলে জিজ্ঞাসা করিল তাহা কি ? আবূ জাহেল বলিল, প্রত্যেক গোত্র হইতে এক একজন শক্তিশালী ও সাহসী যুবক নির্বাচন করা হউক এবং তাহাদের প্রত্যেকের সাথে থাকিবে সুতীক্ষ্ণ ধারাল তরবারি। তাহারা সকলে একযোগে তাহার উপর আক্রমণ করিয়া তাহাকে হত্যা করিবে। অতঃপর তাহার রক্তকে প্রত্যেক গোত্রের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবে। কুরায়েশ সম্প্রদায়ের সকল গোত্রের বিরুদ্ধে বনী হাশিম গোত্রের লোকেরা এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে আসিবে বলিয়া আমি মনে করি না। তাহারা এইরূপ দেখিলে প্রতিশোধ গ্রহণে আর অগ্রসর হইবে না। তাহারা অপারগ হইয়াই এই হত্যাকাণ্ডের জরিমানা গ্রহণে বাধ্য হইবে। ফলে আমরাও জরিমানা দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিব। তখন ইবলীস বলিল– এই প্রস্তাবই যুক্তিযুক্ত। এই যুবকের উত্থাপিত প্রস্তাবের চাইতে আমি আর কোন ভাল প্রস্তাব দেখিতেছি না। সম্মিলিতভাবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া তাহারা সকলে চলিয়া গেল। অতঃপর জীবরীল আসিয়া মহানবীকে যে শয্যায় শায়িত ছিলেন তাহাতে না থাকার পরামর্শ দিলেন এবং তাহার সম্প্রদায়ের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তাহাকে অবহিত করিলেন। সুতরাং মহানবী আর সেই রাত্রে নিত্য বিছানায় রহিলেন না। আল্লাহ্ তা'আলা তৎক্ষণাৎই তাহাকে ঘরের বাহির হইবার নির্দেশ দিলেন, অতঃপর তাহার মদীনায় চলিয়া যাওয়ার পরই আল্লাহ্ পাক সূরা আনফাল অবতীর্ণ করিয়া তাহার দানকৃত নিয়ামত-সমূহ এবং নিকটতম বিপদের কথা জ্ঞাপন করিলেন ঃ

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ـ

"কয়েদ করা হইলে উহাদের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হইয়া শেষ পর্যন্ত জীবনলীলা সাঙ্গ হইবে। যেমন ইতিপূর্বে কবিদের জীবন এইভাবে ধ্বংস হইয়াছে" এই কথার দিকে ইংগিত করিয়া আল্লাহ্ পাক নিম্ন লিখিত আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ اَمْ يَقُوْلُوْنَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهٖ رَيْبَ الْمَنُوْنِ ("ইহারা কি ইহা বলিত না যে ইহারা কবি, আমরা ইহাদের মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছি" (৫২ ঃ ৩০)।) সুতরাং যে দিনটিতে উহারা জমায়েত হইয়া মহানবীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া ছিল সেই দিনটির নাম রাখা হইয়াছে "অভিশপ্ত দিন।" সুদ্দী (র.) হইতে এইরূপ কথাই বর্ণিত হইয়াছে। মহানবী (সা.)-কে মক্কা হইতে বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করিয়া আল্লাহ্ পাক

অন্তঃকরণ আল্লাহ্‌র দুইটি কুদরতী আঙ্গুলীর মধ্যে থাকে। তিনি ইচ্ছা করিলে উহা বক্র করেন, আর ইচ্ছা করিলে উহাকে সোজা করেন। সুতরাং আমরা আল্লাহ্‌র নিকট এই প্রার্থনা করি– হে আমাদের প্রতিপালক! সৎপথ প্রদর্শন করার পর আমাদের অন্তঃকরণ বিপথগামী ও বক্র করিও না। আর প্রার্থনা করি– "তোমার নিকট হইতে আমাদের প্রতি রহমত দান কর। নিশ্চয় তুমি মহাদাতা।

আয়িশা (রা.) বলেনঃ আমি বলিলাম– হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে এমন এক দু'আ শিখাইয়া দিন যাহা দ্বারা আমি আমার নিজের জন্য প্রার্থনা করিতে পারি। মহানবী (সা.) বলিলেন, হ্যাঁ, নিশ্চয় শিখাইব। তুমি এইভাবে প্রার্থনা কর ঃ

اللهم رب النبى محمد اغفرلى ذنبى واذهب غيظ قلبى واجرنى من مضلات الفتن ما احييتنى -

"হে প্রভু! তুমি নবী মুহাম্মদের প্রতিপালক। আমার পাপরাশি ক্ষমা করিয়া দাও এবং আমার মনের ক্রোধ বিদূরীত কর। আর আজীবন আমাকে পথভ্রষ্টতামূলক পরীক্ষা ও বিপদ হইতে মুক্তি দাও।"

অন্য এক হাদীছ ঃ ইমাম আহমদ (র.) বলেন– আমাদের নিকট আবূ আবদুর রহমান .... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আমার বলেনঃ আমি মহানবী (সা.)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, আদম সন্তানের অন্তঃকরণ আল্লাহ্‌র দুইটি কুদরতী অঙ্গুলীর মধ্যে একটি অন্তঃকরণের ন্যায় থাকে। যেভাবে ইচ্ছা সেইভাবে তিনি উহাকে– আবর্তন বিবর্তন করেন। অতঃপর মহানবী (সা.) এই দু'আ বলিলেন ঃ اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك "হে প্রভু! তুমি অন্তর আবর্তনকারী। আমাদের অন্তরকে তোমার আনুগত্যের দিকে ঘুরাইয়া দাও।"

এই হাদীছ ইমাম মুসলিম বুখারী হইতে সনদে সংকলিত করিয়াছেন। ইমাম নাসাঈ এই হাদীছ হায়াত ইব্ন শোরায়েহ আল মিসরী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

(٢٥) وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ○

২৫. তোমরা এমন ফিতনাকে ভয় কর যাহা বিশেষ করিয়া তোমাদের মধ্যে জালিম কেবল তাহাদেরকেই ক্লিষ্ট করিবে না এবং জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ শাস্তি দানের ক্ষেত্রে বড়ই কঠোর।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত কালামে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদিগকে তাঁহার পরীক্ষা সম্পর্কে সতর্ক করিয়াছেন। এই পরীক্ষা কেবল জালিম ও গুনাহ্‌গারদিগের বেলায় নয়। বরং গুনাহ্‌গার পুণ্যবান নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য। কোন শ্রেণীবিশেষের

জন্য খাস নয়। সকল মানুষের জন্য এই পরীক্ষা হইতে পারে। তাহারা ইহাকে প্রতিহত করিতে পারিবে না এবং ইহা হইতে নিষ্কৃতিও পাইবে না। যেমন – ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র.) বলেন ঃ আমাদের নিকট বনী হাশিমের ভৃত্য আবূ সাঈদ (র.) — — — — মুতারারদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমি যুবায়েরকে বলিলাম– হে আবূ আবদুল্লাহ্! তোমরা খলীফাতুল মুসলিমীন উছমান (রা.)-কে হত্যা করিয়া এখন আবার তাহার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের দাবী তুলিয়াছ? যুবায়ের (রা.) জবাব দিলেন– আমরা মহানবী (সা.)-এর যুগে এবং আবূ বকর, উমর ও উছমানের যুগেও আল- কুরআনের وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُم خَاصَّةً আয়াত পাঠ করিয়াছি। কিন্তু আমরা ইহা কখনোই ধারণা করি নাই যে, আমরাই উহার প্রতিপাদ্য বিষয় পরিণত হইব এবং আমাদের উপরই এই পরীক্ষা নিপতিত হইবে। যুবায়ের হইতে মুতাররাদ বর্ণিত এই হাদীছটি বায্যার (র.) বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন যে আমি মুতার্‌রাদকে চিনি না। সুতরাং তিনি মুতার্‌রাদ ব্যতীত অন্যান্যদের উদ্ধৃতি দিয়া এই হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম নাসাঈ (র.)– — — — যুবায়ের (র.) হইতে এই হাদীছ অনুরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র.) বর্ণনা করেন ঃ আমাদের নিকট হারিছ (র.) হাসান হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হাসান (র.) বলেন ঃ যুবায়ের (রা.) বলিয়াছেন যে আমরা আল্লাহ্ পাকের وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُم خَاصَّةً আয়াতকে খুব ভয় করিতাম। আমরা মহানবী (সা.) সাথে থাকিতাম বটে। কিন্তু আমরা কখনো এই ধারণা করি নাই যে এই আয়াত বিশেষভাবে আমাদের বেলায়ই প্রযোজ্য এবং আমাদের শানেই অবতীর্ণ হইয়াছে।

এমনিভাবে এই হাদীছ হাসানের সনদে যুবায়ের (রা.) হইতে হুমাইদ ও বর্ণনা করিয়াছেন।

এই আয়াত প্রসঙ্গে হাসানের উদ্ধৃতি দিয়া দাউদ ইব্ন আবূ হিন্দ (র.) বলিয়াছেনঃ ইহা আলী, আম্মার, তালহা ও যুবায়ের (রা.)-এর শানে অবতীর্ণ হইয়াছে।

সুফিয়ান ছওরী (র.) — — — — যুবায়ের (রা.) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাদের যুগে এই আয়াত আমরা পাঠ করিতাম বটে, কিন্তু আমরা উহার বাস্তব প্রমাণ কাহাকেও দেখি নাই। হঠাৎ করিয়া আমরাই উহার বাস্তব প্রমাণে পরিণত হইলাম এবং আমাদের দ্বারাই ইহার অর্থ প্রতিফলিত হইল। এই হাদীছ যুবায়ের ইব্ন আওয়াম (র.) হইতে অন্যান্য সূত্রে ও বর্ণিত রহিয়াছে।

সুদ্দী (র.) বলেন ঃ এই আয়াত বিশেষভাবে বদরের যোদ্ধাদেরকে উপলক্ষ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। সুতরাং ইয়াওমুল জামাল অর্থাৎ উষ্ট্রের দিন এই পরীক্ষা তাহাদের উপর নিপতিত হইয়াছিল এবং তাহারা পরস্পর প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িয়াছিল।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র.) ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়া বলিয়াছেনঃ এই আয়াত বিশেষভাবে মহানবী (সা.)-এর সাহাবীগণকে উপলক্ষ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে।

এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ্ পাক মুসলমানদিগকে তাহাদের মধ্য হইতে শরীআতের পরিপন্থী কাজ বিলোপ করার নির্দেশ দিয়াছেন। অন্যথায় আল্লাহ্ পাক গুনাহ্গার ও পুণ্যবান নির্বিশেষে সকলের উপর তাহার গযব অবতীর্ণ করিবেন। ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর এই ব্যাখ্যাই অতি চমৎকার ব্যাখ্যা মুজাহিদ (র.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় এইরূপ বক্তব্য রাখিয়াছেন।

যাহ্হাক, ইয়াযীদ ইব্ন হাবীব (র.) সহ অনেক লোকই এইরূপ বক্তব্য রাখিয়াছেন।

ইব্ন মাসউদ (রা.) বলিয়াছেন যে তোমাদের মধ্যে কোন লোকই আল্লাহ্র পরীক্ষার মধ্যে নিপতিত ব্যতীত নাই। কেননা আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করিয়াছেন ঃ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ অর্থাৎ তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি আল্লাহ্র পরীক্ষা। সুতরাং এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য প্রার্থনা করার তোমাদের মধ্যে কে আছে ? এই পরীক্ষার অনিষ্টতা ও ভ্রান্তি হইতে তোমাদের আল্লাহ্ পাকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। এই হাদীছের বর্ণনাকারী হইলেন ইব্ন জারীর (র.)।

আল্লাহ্ পাকের পরীক্ষার ভীতি প্রদর্শন যদিও মহানবী (সা.)-এর সাহাবীগণকে সম্বোধন করিয়া করা হইয়াছে, কিন্তু যাহারা সাহাবী নয় তাহারাও ইহাতে শামিল রহিয়াছে। সাহাবী অসাহাবী নির্বিশেষে সকল লোকই এই সতর্কবাণীর অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত এই মতবাদই সঠিক ও বিশুদ্ধ। আর আল্লাহ্র পরীক্ষা সম্পর্কে বাণী সম্বলিত বর্ণিত বহু হাদীছ দ্বারাই এই মতবাদের সমর্থন পাওয়া যায়। সুতরাং এজন্য এমন একখানা স্বতন্ত্র পুস্তিকা রচনা করার আশা রহিল যাহাতে এইসব হাদীছসমূহ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-সহই ইন্শাআল্লাহ্ স্থান পাইবে। উলামায়ে কিরাম ও ইমামগণ নিছক এই-বিষয়বস্তু নিয়াই স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করিয়াছেন। এখানে বিশেষভাবে যাহা উল্লেখ্য তাহা এই ইমাম আহমদ (র.) বলেন ঃ

আমাদের নিকট আহমদ ইবনুল হুজ্জাজ (র.) ------আদী ইব্ন উমায়রা (রা.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন- আমি মহানবী (সা.)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে,

আল্লাহ্ পাক বিশেষ লোকদের কাজের দরুন সাধারণ মানুষকে শাস্তি দিবেন না। তবে তাহারা যদি নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে গর্হিত ও শরীআত বিরোধী কাজ হইতে দেখে এবং তাহা বন্ধ করার ক্ষমতা রাখিয়াও যদি বন্ধ না করে, তবে আল্লাহ্ সাধারণ অসাধারণ নির্বিশেষে সকলকে শাস্তি দিবেন। এই হাদীছের সনদে একজন বর্ণনাকারীকে মিথ্যা বলার দোষে অপবাদ দেওয়া হইয়াছে। সিহাহ্ সিত্তাহ্র কিতাবসমূহে এই হাদীছ উল্লেখ করা হয় নাই।

অন্য এক হাদীছ ঃ ইমাম আহমদ (র.) বলেন- আমাদের নিকট সুলায়মান হাশিমী (র.) ------হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান (র.) হইতে বর্ণনা করিয়াছে। তিনি বলেন যে, মহানবী (সা.) বলিয়াছেন ঃ যাহার হাতে আমার প্রাণ, তাহার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি তোমরা মানুষকে সৎ ও ন্যায় কাজে দিকে আহবান জানাইবে এবং অন্যায় ও অসৎ কাজ হইতে বিরত রাখিবে। অন্যথায় তোমাদের উপর আল্লাহ্র পক্ষ হইতে তাহার আযাব অবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইহার পর তোমরা আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করিলেও সে প্রার্থনা কবূল হইবে না।

আবূ সাঈদ (র.) ইসমাঈল ইব্ন জা'ফর (র.) হইতে বর্ণিত হাদীছে এই কথাও উল্লেখ রহিয়াছে যে, অথবা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ অন্য এক সম্প্রদায়কে ক্ষমতাশালী বা বিজয়ী করিয়া দিবেন। অতঃপর তোমরা শত দু'আ করিলেও তাহা কবূল হইবে না।

ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র.) বলেনঃ আমাদের নিকট আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়ের (র.) ------আবূ রিকাদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ রিকাদ বলেনঃ আমি আমার ভৃত্যের সাথে বাহির হইয়া তাহাকে হুযায়ফা (রা.)-এর নিকট পাঠাইয়াছিলাম। তখন তিনি বলিলেন- মহানবী (সা.)-এর যামানায় এই ধরনের কথা কোন লোক বলিলে সে মুনাফিক হইয়া যাইত। আমি তোমাদের এক লোক হইতে একই বৈঠকে এই ধরনের কথা চারিবার শুনিয়াছি। তোমাদের উচিত সৎ ও ন্যায় কাজে নির্দেশ দেওয়া এবং অন্যায় ও অসৎ কাজ হইতে বিরত রাখা। মানুষকে কল্যাণমূলক কাজে উদ্বুদ্ধ করা। নুতবা তোমরা সকলেই আল্লাহ্র আযাবের মধ্যে নিপতিত হইবে। অথবা খারাপ লোককে তোমাদের নেতা ও শাসক বানানো হইবে। অতঃপর তোমাদের মধ্যে ভাল লোক দু'আ করিলেও তাহা কবূল হইবে না।

অন্য এক হাদীছ ঃ ইমাম আহমদ (র.) বলেন ঃ আমাদের নিকট ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (র.) ------নুমান ইব্ন বাশীর (রা.) এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ পাকের সীমারেখা পালনকারী, সীমা লঙ্ঘনকারী এবং এক্ষেত্রে অলসতা প্রদর্শনকারীদের উদাহরণ এইরূপ যে, কোন নৌকায় একটি সম্প্রদায়ের লোকেরা সকলেই আরোহণ করিয়াছে। কতক লোক নৌকার উপর তলায় এবং কতকে নিচ

তলায় অবস্থান নিয়াছে। সুতরাং নিচে তলায় অবস্থানকারীদের পানির প্রয়োজন পূরণের
নিমিত্ত উপর তলার লোকদের নিকটে যাইতে হয় এবং তাহাদিগকে বিরক্ত করিতে
হয়। সুতরাং নিচে তলার লোকেরা বলিতেছে, আমরা যদি নৌকার তলা হইতে
একখানা তক্তা অপসারণ করিয়া লই, তবে অনায়াসেই পানির প্রয়োজন মিটাইতে
পারি। পানির জন্য উপর তলার লোকদেরকে বিরক্ত করিতে হয় না। সুতরাং
তাহাদিগকে যদি এইভাবে পানি সংগ্রহ করার সুযোগ দেওয়া হয়, তবে নিচ হইতে
নৌকায় পানি উঠিয়া সকল লোকই নৌকা অকাল মৃত্যু বরণ করিবে।

উহাদিগকে এইরূপ সুযোগ না দিয়া বরং এই কাজ হইতে নিবৃত্ত করিলে
সকলেই মুক্তি পাইবে ও প্রাণে বাঁচিবে।

ইমাম মুসলিম (র.) ব্যতীত এককভাবে ইমাম বুখারী (র.) এই হাদীছ বর্ণনা
করিয়া তাহার কিতাবে "শিরকত ও শাহাদাত" অধ্যায়ে সন্নিবেশ করিয়াছেন। ইমাম
তিরমিযী (র.) এই হাদীছকে একসূত্রে সুলায়মান ইব্‌ন সিহরান আ'মাশ (র.) সূত্রে
আমির ইব্‌ন শুরাহীল শা'বী (র.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

অন্য এক হাদীছ ঃ ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র.) বলেন আমাদের নিকট
হুসাইন (র.) ——— উম্মু সালামা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। উম্মুল মু'মিনীন উম্মু
সালামা (রা.) বলেন– আমি মহানবী (সা.)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, যখন আমার
উম্মতের মধ্যে পাপাচার প্রকাশ পাইবে ও প্রসারতা লাভ করিবে, তখন সাধারণভাবে
তাহাদের উপর আল্লাহ্‌র আযাব ও গযব নাযিল হইবে। আমি বলিলাম– হে আল্লাহ্‌র
রাসূল! আপনার উম্মতের মধ্যে যাহারা পুণ্যবান থাকিবে, তাহাদিগের উপরও কি গযব
নাযিল হইবে। মহানবী (সা.) জবাব দিলেন– হ্যাঁ নাযিল হইবে। উম্মু সালামা (রা.)
জিজ্ঞাসা করিলেন– উহাদিগকে কিরূপে শাস্তি দেওয়া হইবে ? মহানবী (সা.) উত্তর
করিলেন– সাধারণ লোকদিগকে যেরূপ শাস্তি দেওয়া হইবে উহাদিগকেও তখন
অনুরূপভাবে শাস্তি দেওয়া হইবে। তবে ইহার পর আল্লাহ্ পাক তাহাদিগকে তাহার
মাগফিরাত ও সন্তুষ্টির ডোরে আবদ্ধ করিয়া চির-শান্তিময় স্থানে রাখিবেন।

অপর এক হাদীছ ঃ ইমাম আহমদ (র.) বলেন– আমাদের নিকট হাজ্জাজ ইব্‌ন
মুহাম্মদ (র.) ...... জারীর (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। জারীর (রা.) বলেন
যে, মহানবী (সা.) বলিয়াছেন– যে সব সম্প্রদায় পাপাচারে লিপ্ত হয়, অথচ তাহাদের
সম্মানিত নেতৃবর্গ তাহাদিগকে পাপাচার হইতে বিরত রাখে না, আল্লাহ্ তা'আলা
তাহাদের সাধারণভাবে শাস্তি দেন অথবা তাহাদের উপর আযাব নাযিল করেন। ইমাম
আবূ দাউদ (র.) ——— আবূ ইসহাক (র.) হইতে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা
করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র.) আরও বলেন ঃ আমাদের নিকট মুহাম্মদ ইব্‌ন
জা'ফর (র.) ——— জারীর (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। জারীর বলেন যে,
মহানবী (সা.) বলিয়াছেন–

যে সম্প্রদায় বা জাতির মধ্যে পাপাচার হইতে থাকে আর তাহাদের মধ্যে সম্মানিত ও
পুণ্যবান লোকও বর্তমান থাকে। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ পাক ভাল-মন্দ নির্বিশেষে
সাধারণভাবে সকলকে শাস্তি দেন। এই হাদীছকে তিনি ওয়াকী' (র.) ইসরাঈল হইতে
আবদুর রায্‌যাক (র.) মুআম্মার, আসওয়াদ শুরায়েক, ইউনুস (র.) হইতে বর্ণনা
করিয়াছেন। ইহারা প্রত্যেকেই আবূ ইসহাক আস সুবাঈ হইতে অনুরূপভাবে বর্ণনা
করিয়াছেন। ইমাম ইব্‌ন মাজা (র.) আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ (র.) সূত্রে ওয়াকী (র.)
হইতেও অনুরূপভাবে সংকলন করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র.) আরও বলেন ঃ আমাদের নিকট সুফিয়ান
(র.) ——— আয়িশা (রা.) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।
মহানবী (সা.) হইত তিনি জানিতে পারিয়াছেন যে ভূপৃষ্ঠে যখন পাপাচার প্রকাশ
পাইবে ও প্রসার লাভ করিবে তখন আল্লাহ্ পাক ভূপৃষ্ঠের অধিবাসীদের উপর তাহার
আযাব নাযিল করিবেন। আয়িশা (রা.) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম– ভূপৃষ্ঠে যে
সব পুণ্যবান লোক থাকিবে তাহাদের অবস্থা কি হইবে ? মহানবী (সা.) জবাব
দিলেন– হ্যাঁ, তাহারাও আযাবে নিপতিত হইবে। কিন্তু পরে আল্লাহ্ পাক তাহাদিগকে
তাহার কৃপার ছায়াতলে আশ্রয় দিবেন।

(٢٦) وَاذْكُرُوٓا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِى الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَـَٔاوَىٰكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِۦ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ○

২৬. তোমরা সেই অবস্থাটির কথা স্মরণ কর, যখন তোমরা সংখ্যায় স্বল্প
ছিলে এবং পৃথিবীতে তোমরা দুর্বলরূপে পরিগণিত হইতে; আর লোকেরা
তোমাদিগকে ছিনতাই করিয়া নিয়া যাওয়ার ভয়ও তোমরা পোষণ করিতে।
অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদেরকে আশ্রয় দিলেন এবং তাঁহার সাহায্য দ্বারা
তোমাদেরকে শক্তিশালী করিলেন আর পবিত্র বস্তু হইতে জীবিকা দান করিলেন,
যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ পাক উল্লেখিত আয়াতে তাহার মু'মিন বান্দাগণের প্রতি তাহার
নিয়ামত দান ও উপকারের কথা বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন যে, তোমরা যখন সংখ্যায়
অতি অল্প ছিলে এবং দুর্বল ছিলে, আর সর্বদা কাফিরদের দ্বারা জুলুম-অত্যাচার ও
ছিনতাই হওয়ার ভয়ে সন্ত্রস্ত ছিলে, তখন আমি তোমাদিগকে সাহায্য করিয়া
শক্তিশালী করিয়াছি। আর তোমাদিগকে পবিত্রতম জীবিকা দান করিয়া তোমাদের
অভাব-অনটন ও দরিদ্রতা দূর করিয়াছি। মুসলমানদের এই অবস্থাটি মক্কায়
অবস্থানকালে বিরাজমান ছিল। তাহারা তখন যেমন ছিল সংখ্যায় স্বল্প, তেমন ছিল
শক্তি-সামর্থ্যে অতিশয় দুর্বল। অন্যান্য শহর হইতে মুশরিক, অগ্নি-পূজারী ও

রোমানদের দ্বারা ছিনতাই হওয়ার ভয় তাহারা সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকিত। কেননা উহারা সকলেই মুসলমানদের শত্রু ছিল। কারণ মুসলমানগণ একদিকে ছিল নূতন মতাদর্শের অনুসারী, অপরদিকে সংখ্যায় নগণ্যতম ও শাক্তিসামর্থে ছিল দুর্বল। মুসলমানগণ এমনি নাযুক অবস্থায় দিন কালাতিপাত করিতে থাকিলে পরিশেষে আল্লাহ্ পাক তাহাদিগকে মক্কা ভূমি পরিত্যাগ করিয়া মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ দিলেন। তাহারা মাতৃভূমির মায়ার বাঁধন ছিন্ন করিয়া আল্লাহ্‌র নির্দেশে মদীনায় আশ্রয় লইলেন এবং তথাকার অধিবাসিগণকে বিভিন্ন কৌশলে নিজদের অনুগত করিয়া লইলেন। আর আল্লাহ্ পাক তাহাদিগকে নানাবিধ উপায় সহায়তা করিলেন এবং বদরের যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করিলেন। ফলে মুসলমানদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটিল। তাহাদের অভাব অনটন দূর হইল এবং তাহারা ধন-সম্পদের মালিক হইল। তাহারা মনেপ্রাণে সর্বশক্তি দিয়া আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাহার রাসূলের আনুগত্য করিয়া যাইতে লাগিল।

কাতাদা ইব্‌ন দিআস সদূসী (র.) وَاذْكُرُوْا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُسْتَضْعَفُوْنَ فِى الْاَرْضِ আয়াত প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, সমগ্র আরব দেশের মধ্যে ইহাদের অবস্থা ছিল অতিশয় করুণ। তাহাদের জীবন ছিল অতিশয় মর্মান্তিক ও দুর্বিষহ। পেটে ক্ষুধার অগ্নি জ্বালা দেহ বস্ত্রাভাবে প্রায় অনাবৃত, জীবন ছিল ভবঘুরের ন্যায়। ইহাদের মধ্যে কেহ জীবিত থাকিলেও অতিশয় ছিন্নমূল ও হীন অবস্থায় থাকিত। তাহাদের কেহ মৃত্যু-বরণ করিলে জাহান্নামের শিকারে পরিণত হইত। তাহারা আহার পাইত না, বরং উহারাই আহারে পরিণত হইত। ভূপৃষ্ঠে ইহাদের ন্যায় চরম বিপর্যস্ত, অধগতি সম্পন্ন লোক আছে কিনা তাহা আমাদের জানা নাই। পরিশেষে ইসলামের ছায়াতলে তাহারা আশ্রয় নিয়া বিভিন্ন শহরে তাহারা প্রতিষ্ঠিত হইল এবং ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্যের মালিক হইয়া গেল। তাহারা বিভিন্ন দেশের মালিক হইয়া জনগণকে শাসন করিতে লাগিল। বহু রাজা বাদশাহও তাহাদের অনুগত হইয়া গেল। তোমরা যাহা কিছু দেখিতেছ উহা ইসলামেরই অবদান। সুতরাং আল্লাহ্‌র নিয়ামতের জন্য তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। কেননা তোমাদের প্রতিপালক নিয়ামত দাতা এবং তিনি কৃতজ্ঞতাকে পসন্দ করেন। পরন্তু কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারিগণই আল্লাহ্‌র অধিক নিয়ামত লাভ করিয়া থাকেন।

(٢٧) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ وَ تَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

(٢٨) وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَ اَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۙ وَّ اَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ○

২৭. হে ঈমানদারগণ! তোমরা জানিয়া শুনিয়া আল্লাহ্ এবং তাহার রাসূলের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করিও না। আর তোমাদের পরস্পরের গচ্ছিত দ্রব্য সম্পর্কেও বিশ্বাসকে নষ্ট করিও না।

২৮. তোমরা জানিয়া রাখ যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো আল্লাহ্‌র এক পরীক্ষা বিশেষ এবং আল্লাহ্‌রই নিকট বিরাট পুরস্কার রহিয়াছে।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াত নিম্ন লিখিত ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে।

আবদুর রায্‌যাক ইব্‌ন আবূ কাতাদ ও যুহরী (র.) বলেন ঃ আবূ লুবাবাকে মহানবী (সা.) বনী কুরায়জা সম্প্রদায়ের নিকট তাহার আরোপিত শর্তাবলী মানিয়া নেওয়ার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। তখন বনী কুরায়জার লোকেরা এই বিষয় তাহার নিকট পরামর্শ প্রার্থনা করিল। তখন সে উহাদিগকে পরামর্শ দিল এবং স্বীয় হস্ত দ্বারা গলদেশের পানে ইংগিত করিল। অর্থাৎ শর্ত মানিয়া না নিলে হত্যা করার কথা ইংগিত দ্বারা জানাইয়া দিল। অতঃপর আবূ লুবাবার চেতনা ফিরিয়া আসিল। সে দেখিতে পাইল যে তাহার দ্বারা আল্লাহ্ এবং তাহার রাসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হইয়াছে। অতঃপর সে নিজে নিজে এই বলিয়া শপথ করিল যে, সে মরিয়া যাইবে অথবা তাহার তওবা কবূল না হওয়া পর্যন্ত সে আহার করিবে না। সুতরাং এই উদ্দেশ্যে সে মদীনায় গমন করিয়া মসজিদে নববীর খুঁটির সাথে নিজকে বাঁধিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিল। এইভাবে নয়টি দিন অতিবাহিত হইল। ক্ষুধা- পিপাসায় অতিশয় কাতর হইয়া পড়িল। অবশেষে তাহার তওবা কবূল হওয়ার সংবাদ আল্লাহ্ মহানবী (সা.)-কে ওয়াহীর মাধ্যমে অবগত করিলে লোকেরা আসিয়া আবূ লুবাবাকে তাহার তওবা কবূল হওয়ার সুসংবাদ দিল এবং তাহাকে খুঁটির বাঁধন হইতে ছাড়িয়া দেওয়ার ইচ্ছা করিল। কিন্তু সে শপথ করিয়া বলিল, রাসূলুল্লাহ্ ব্যতীত তাঁহার বাঁধন কেহই খুলিতে পারিবে না। অতঃপর মহানবী (সা.) তাঁহাকে বাঁধন খুলিয়া মুক্ত করিলে সে বলিল– হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আমার সমস্ত ধন-সম্পদ বিলাইয়া দেওয়ার মানত করিয়াছি। তখন মহানবী (সা.) বলিলেন– ধন-সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ দান করাই তোমার জন্য যথেষ্ট।

ইব্‌ন জারীর (র.) বলেন ঃ আমাদের নিকট হারিছ (র.)– — — –মুগীরা ইব্‌ন শুবা (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। মুগীরা ইব্‌ন শু'বা বলেন, উল্লেখিত আয়াত উছমান (রা.)-এর হত্যা সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে।

ইব্‌ন জারীর (র.) আরও বলেন ঃ আমাদের নিকট কাসিম ইব্‌ন বিশর ইব্‌ন মারূফ . . . . . . জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) বলেন ঃ আবূ সুফিয়ান সদলবলে মক্কা হইতে বাহির হইলে জিবরীল (আ.) আসিয়া মহানবী (সা.)-কে সংবাদ দিল যে আবূ সুফিয়ান অমুক

অমুক জায়গায় রহিয়াছে। অতঃপর মহানবী (সা.) তাহার সাহাবাগণকে জানাইলেন যে, আবূ সুফিয়ান অমুক অমুক স্থানে রহিয়াছে, তোমরা তাহাকে বন্দী করিবার জন্য বাহির হও এবং এ বিষয়টিকে গোপন রাখ। অতঃপর মুনাফিকদের মধ্যে এক লোক এই ঘটনা পত্র দ্বারা তাহাকে জানাইয়া সর্তক করিয়া দিল এবং পত্রে লিখিল যে মুহাম্মদ তোমাকে বন্দী করার উদ্দেশ্যে সদলবলে বাহির হইয়াছে। তুমি সাবধান হও। এই সময় আল্লাহ্ তা'আলা لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اَمٰنٰتِكُمْ আয়াত অবতীর্ণ করেন। এই হাদীছটি অত্যন্ত গরীব হাদীছ, ইহার সনদ ও বক্তব্য সংশয়পূর্ণ।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হাতিব ইব্ন আবূ বালতার ঘটনাটিও উল্লেখ রহিয়াছে। তিনি মক্কা বিজয়ের বৎসর মহানবীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করিয়া কুরায়েশগণের নিকট পত্র দিয়াছিলেন। মহানবী (সা.) এই পত্র প্রেরণের সংবাদ জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ পত্রবাহককে ধরিয়া আনার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন এবং হাতিবকে ডাকাইয়া আনিলেন। হাতিব (রা.) পত্র প্রেরণের কথা স্বীকার করিলে উমর (রা.) উঠিয়া বলিলেন– হে আল্লাহ্র রাসূল। আপনি নির্দেশ দিলে এখনই আমি ইহার গর্দান দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিব। কেননা এই লোক আল্লাহ, তাহার রাসূল ও মুসলমানদের সহিত বেঈমানী ও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। তখন মহানবী (সা.) বলিলেন– উমর, থাম! উহাকে ছাড়িয়া দাও। এলোক বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছে। তুমি জান না যে, আল্লাহ্ তা'আলা বদরের যোদ্ধাদের সম্পর্কে বেশ ওয়াকীফহাল রহিয়াছেন। তিনি তাহাদের সম্পর্কে বলিয়াছেন– তোমরা যাহা খুশী করিয়া যাও। তোমাদেরকে ক্ষমা করা হইয়াছে।

আমার বক্তব্য উল্লেখিত আয়াতটি সাধারণ ও ব্যাপক উদ্দেশ্যে বর্ণিত। এই আয়াত যে বিশেষ ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা সঠিক। কিন্তু জমহূর উলামায়ে কিরামদের মতে এই আয়াত কেবল শুধু বিশেষ ঘটনার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নহে; বরং সাধারণ ও ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য।

উল্লেখিত আয়াতে খিয়ানত (خِيَانَة) শব্দ দ্বারা ছগীরা ও কবীরা সব শ্রেণীর গুনাহ্ ও পাপাচারের কথা বুঝান হইয়াছে। আলী ইব্ন আবূ তালহা (র.) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা.) لَا تَخُوْنُوْا اَمٰنٰتِكُمْ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ঃ এখানে আমানত দ্বারা আল্লাহ্ পাক সেই সব কাজকে বুঝাইয়াছেন, যাহা তিনি তাহার বান্দাদের জন্য অবশ্য পালনীয় ও ফরয করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং ইহার অর্থ হইল আল্লাহ্র ফরযকে নষ্ট করিও না এবং বিশ্বাসঘাতকতা করিও না। অন্য এক বর্ণনা মতে ইহার অর্থ হইল আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাহার রাসূলের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিও না অর্থাৎ সুন্নাতকে পরিহার করিও না এবং পাপাচারে লিপ্ত হইও না।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র.) বলেন ঃ আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন যুবায়ের উরওয়া ইব্ন যুবায়ের হইতে এই হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যে এই আয়াতের মর্ম হইল কাহারও সম্মুখে তাহার অমনঃপূত সত্য কথা প্রকাশ না করিয়া তাহার অগোচরে তাহার বিরুদ্ধে অন্যের নিকট সেই কথা প্রকাশ করা। ইহাই হইল আসল খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা এবং তোমাদের আত্মঘাতকতা।

এই আয়াত প্রসঙ্গে সুদ্দী (র.) বলিয়াছেনঃ যখন আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাহার রাসূলের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করা হইল, তখন পারস্পরিক আমানত ও গচ্ছিত দ্রব্যকেও নষ্ট করা হইল। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, মানুষ মহানবী (সা.) হইতে কথা শুনিত এবং অপর লোকেদের নিকট প্রকাশ করিত। পরিশেষে ইহা মুশরিকদের কর্ণে গিয়া পৌঁছিত। ইহাই উল্লেখিত আয়াতের তাৎপর্য। আবদুর রহমান ইব্ন যায়েদ (র.) বলিয়াছেন ঃ উপরোল্লেখিত আয়াতে মুনাফিকদের ন্যায় আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাহার রাসূলের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিতে তোমাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছে।

আলোচ্য وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ আয়াতের তাৎপর্য হইল আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দান করিয়া পরীক্ষা করিতেছেন যে তোমরা ইহা লাভ করিয়া তাহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছ কিনা এবং আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্য প্রর্দশন করিতেছ কিনা ? না ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মোহ-মায়ায় পড়িয়া আল্লাহ্ হইতে অমনোযোগী হইয়া তাহার আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতাকে পরিহার করিয়াছ ? ইহাই হইল ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্র পরীক্ষা হওয়ার মূলকথা। যেমন আল্লাহ্ পাক অত্র আয়াতে বলিয়াছেন ঃ

اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ اَجْرٌ عَظِيْمٌ

("তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এক পরীক্ষা বিশেষ। আল্লাহ্র নিকটই রহিয়াছে বিরাট পুরস্কার।)

আল্লাহ্ পাক আরও বলিয়াছেন ঃ وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ("আমি তোমাদিগকে ভাল মন্দ দ্বারা পরীক্ষা করিব (২১ ঃ ৩৫)।

আল-কুরআনের অপর একস্থানে আল্লাহ্ বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ -

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্র স্মরণ হইতে অমনোযোগী না করে। যাহারা এইরূপ অমনোযোগী হয় তাহারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অর্ন্তভুক্ত" (৬৩ ঃ ৯)।

আল্লাহ্ পাক আরও বলিয়াছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ -

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানগণ তোমাদের শত্রু। সুতরাং তোমরা উহাদের হইতে সাবধান থাক" (৬৪ ঃ ১৪)।

আলোচ্য وَاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইলঃ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট যে মহান পরিপূর্ণ দান ও পুরস্কার রহিয়াছে, তাহা তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তানাদির তুলনায় অতিশয় উত্তম ও কল্যাণকর। কেননা উহাদিগের তো শত্রুর ভূমিকায় পাওয়া যাইবে। উহাদের অধিকাংশই তোমাদের কোন উপকারে আসিবে না। আল্লাহ্ পাকই হইলেন ইহকাল ও পরকালের মূল নিয়ন্ত্রক ও মালিক। কিয়ামতের দিন তাহার নিকটই অনন্ত ও অশেষ পুরস্কার পাওয়া যাইবে।

হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে যে, আল্লাহ্ বলেন ঃ "হে আদম সন্তান! তোমরা আমার অন্বেষণে থাক, আমাকে তোমরা পাইবে। যদি তোমরা আমাকেই পাইলে, তবে সব কিছুই পাইলে। আর যদি আমাকে হারাইলে তবে তোমরা সব কিছুই হারাইলে। আমি তোমাদের নিকট প্রত্যেকটি বস্তুর চাইতে অতিশয় প্রিয় থাকিব।

বিশুদ্ধ হাদীছে বর্ণিত রহিয়াছে যে, মহানবী (সা.) বলিয়াছেনঃ তিনটি বস্তুর মধ্যে ঈমানের স্বাদ নিহিত রহিয়াছে। (১) প্রত্যেকটি বস্তুর চাইতে আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাহার রাসূল অতিশয় প্রিয় হওয়া। (২) ব্যক্তিগত ও জাগতিক উদ্দেশ্যে নয় বরং নিছক আল্লাহ্ তা'আলার জন্য কোন লোকের সহিত বন্ধুত্ব করা। (৩) আর ইসলাম গ্রহণ করার পর মুরতাদ হওয়ার চাইতে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে পসন্দ করা।

ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির এবং এমন কি নিজ আত্মার উপর রাসূলের মহব্বত ও ভালবাসাকে প্রাধান্য দেওয়াই হইল ঈমানের লক্ষণ। যেমন সহীহ্-হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, মহানবী (সা.) বলিয়াছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কোন লোক তখন পর্যন্ত পূর্ণাংগ ঈমানদার হইতে পারিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তাহার নিকট তাহার নিজের পরিবার পরিজন, সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদ, এক কথায় সব মানুষের চাইতে অনধিক প্রিয় না হইব।"

(২৯) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ○

২৯. হে ঈমানদাগণ! তোমরা যদি আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় কর তবে আল্লাহ্ তোমাদিগকে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার শক্তি দান করিবেন, আর তোমাদের পাপসমূহ মার্জনা করিবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করিবেন। এবং আল্লাহ্ অতিশয় মঙ্গলময়।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে فُرْقَانًا শব্দের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা.) সুদ্দী মুজাহিদ, ইকরামা যাহ্হাক, কাতাদা ও মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান বলিয়াছেন যে ইহার অর্থ হইল তোমাদের জন্য নিষ্কৃতির পথ প্রদর্শন করিবেন। মুজাহিদ (র.) বলিয়াছেন যে, ইহার অর্থ হইল ইহ্কালে ও পরকালে তোমাদের পরিত্রাণ দিবেন। ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে অপর এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, ইহার অর্থ হইল আল্লাহ্ তোমাদিগকে পরিত্রাণ দান করিবেন। তাহার বর্ণিত অপর এক বর্ণনায় সাহায্য করার কথা পাওয়া যায়।

আলোচ্য শব্দের ব্যাখ্যায় মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র.) বলেনঃ আল্লাহ্ পাক সত্য, অসত্য, হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করিবার ক্ষমতাদান করিবেন। ইব্ন ইসহাকের এই ব্যাখ্যা অন্যান্য ব্যাখ্যার তুলনায় সাধারণ ও ব্যাপক এবং সমস্ত কথাই এই ব্যাখ্যার আওতাভুক্ত হওয়া অনিবার্য। কেননা যে লোক আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন করিয়া এবং তাহার নিষিদ্ধ কার্যাবলী পরিহার করিয়া আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করে, তাহার বাতিল হইতে সত্যকে বাছাই করিবার এবং সত্যকে সম্যক উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা সৃষ্টি হয়। সুতরাং ইহাই আল্লাহ্‌র মদদে পরকালে পরিত্রাণ এবং জাগতিক বিপর্যয় হইতে নিষ্কৃতি লাভের কার্যকারণে পরিণত হয়। উহা তাহার পাপ-মোচন এবং ক্ষমালাভ ও মানুষের নিকট গোপন থাকার কারণে মানুষ আল্লাহ্‌র নিকট মহান পুরস্কারের অধিকারী হয়। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং তাহার রাসূলের প্রতি ঈমান আন। তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাহার দ্বিগুণ রহমত দান করিবেন। আর তোমাদেরকে এমন জ্যোতি দান করিবেন, যাহার সাহায্যে তোমরা পথ চলিবে। আর তিনি তোমাদের পাপকেও ক্ষমা করিবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়ালু" (৫৭ ঃ ২৮)।

(৩০) وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ ۗ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ ۗ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ○

৩০. সেই অবস্থার কথা স্মরণ কর, যখন কাফিরগণ ষড়যন্ত্র করিয়া তোমাকে বন্দী করিবার বা হত্যা করিবার অথবা তোমাকে নির্বাসিত করিবার চক্রান্ত করিয়াছিল। এবং আল্লাহ্ কৌশল করেন। আর আল্লাহ্ই কৌশলীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতে لِيُثْبِتُوْكَ শব্দের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা.) মুজাহিদ ও কাতাদা (র.) বলিয়াছেন যে ইহার অর্থ হইল তোমাকে কয়েদ করিবার জন্য। আতা ও ইব্ন যায়েদের মতে ইহার অর্থ হইল, তোমাকে বন্দী করিয়া রাখার

জন্য। সুদ্দীর মতে এই শব্দের অর্থ হইল কয়েদ করিয়া রাখা এবং বন্দী করা। এই তাৎপর্যের মধ্যেই অন্যান্য সকলের অভিমত নিহিত রহিয়াছে। মহানবী (সা.) সম্পর্কে দুরভিসন্ধি করাই হইল ইহার আসল মর্ম এবং এই অর্থের মধ্যেই সমস্ত অভিমতের সমাবেশ দেখা যায়।

সুনায়েদ (র.) হাজ্জাজ ইব্‌ন জুরায়েযের উক্তি দিয়া বলেন যে, আতা (র.) বলিয়াছেন– আমি উবায়েদ ইব্‌ন উমায়ের (রা.)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে কাফিরগণ যখন তাহাদের সভায় মহানবীকে বন্দী বা হত্যা অথবা নির্বাসিত করার সম্মিলিত সিদ্ধান্ত নিয়াছিল, তখন মহানবীর চাচা আবূ তালিব মহানবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, উহারা তোমার সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত নিয়াছে তাহা কি তুমি জান ? মহানবী (সা.) উত্তর করিলেন– উহারা আমাকে কয়েদ করার বা হত্যা করার অথবা দেশ হইতে বিতাড়িত করার সিদ্ধান্ত নিয়াছে। আবূ তালিব আবার বলিলেন, তুমি কি সূত্রে ইহা অবগত হইলে মহানবী (সা.) জবাব দিলেন– আমার প্রতিপালকের মাধ্যমে আমি অবহিত হইয়াছি। আবূ তালিব বলিলেন, তোমার প্রতিপালক খুবই সুন্দর। সর্বদা তাহার কল্যাণ কামনা কর। মহানবী (সা.) জবাব দিলেন– আমি তাহার কি কল্যাণ করিব ? তিনিই তো আমার কল্যাণের চিন্তায় রহিয়াছেন।

আবূ জা'ফর ইব্‌ন জারীর (র.) বলেনঃ আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল মিসরী ওরফে উসাবেসী (র.) ...... মুত্তালিব ইব্‌ন আবূ উদাআ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ তালিব মহানবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন– তোমার সম্প্রদায় তোমার সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত নিয়াছে জান কি ? মহানবী (সা.) উত্তর করিলেন– তাহারা আমাকে কয়েদ করিতে বা হত্যা করিতে অথবা দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে চায়। আবূ তালিব আবার জিজ্ঞাসা করিলেন– এই সংবাদ তুমি পাইলে কোথায় ? মহানবী (সা.) উত্তর করিলেন– আমার প্রতিপালক আমাকে জানাইয়াছেন। আবূ তালিব বলিলেন– তোমার প্রতিপালক খুবই সুন্দর। তুমি তাহার কল্যাণ কামনা কর। মহানবী (সা.) জবাব দিলেন– আমি তাহার কি কল্যাণ কামনা করিব। স্বয়ং তিনি আমার কল্যাণের চিন্তায় রহিয়াছেন। বর্ণনাকারী বলেন, এই সময় আল্লাহ্ পাক উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন।

এখানে আবূ তালিবের এই ঘটনাটিকে আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ রূপে উল্লেখ করা শুধু অবান্তরই নয়, বরং প্রত্যাখ্যাত বটে। কেননা এই আয়াত মদীনায় অবতীর্ণ হইয়াছে। আর এই ঘটনা এবং মহানবী (সা.)-কে কয়েদকরণ বা হত্যা-করণ অথবা দেশ হইতে বিতাড়িত করার পরামর্শ-মজলিশ ও সিদ্ধান্ত মদীনায় হিজরতের রাত্রিতেই অনুষ্ঠিত হইয়া ছিল। অথচ আবূ তালিবের মৃত্যু এই ঘটনার তিন বৎসর পূর্বে হইয়াছিল। আবূ তালিবের মৃত্যুর কারণেই কুরায়েশ সম্প্রদায় এইভাবে ষড়যন্ত্র করিবার সাহস পাইয়াছিল। কেননা তিনি ছিলেন বংশগতভাবেই

কুরায়েশদের সরদার এবং মহানবীকে তিনি নানাবিধ পন্থায় সাহায্য সহায়তা করিতেন। এমন কি তাহার এই নূতন মতাদর্শ প্রচারেও সহায়তা করিতেন। তিনিই ছিলেন মহানবীর পিতার স্থলাভিষিক্ত অভিভাবক। আমাদের এই বক্তব্যের সমর্থন ও বিশুদ্ধতার প্রমাণে মাগাযী কিতাবের সংকলক মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার (র.) -- --- ---- ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন এবং আমার নিকট কালবী -- --- --- -- ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে নিম্নরূপভাবে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

কুরায়েশ সম্প্রদায়ের প্রত্যেক গোত্রের নেতৃস্থানীয় একদল লোক "দারুন্ নাদ্ওয়াতে" (পরামর্শ ঘরে) এক সভায় একত্রিত হইয়াছিল। সেখানে ইবলীস শয়তানও এক প্রবীণ সম্মানিত বৃদ্ধের রূপ ধরিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। উহারা ইবলীসকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কে ? ইবলীস উত্তর করিল, আমি নজদের এক বৃদ্ধ। আমি তোমাদের এই সভার সংবাদ শুনিয়া আসিয়াছি। তোমরা আমার পরামর্শ ও নসীহতকে আশা করি অগ্রাহ্য করিবে না। তখন উহারা বলিল, আসুন। সুতরাং সে তাহাদের সাথে সভাকক্ষে প্রবেশ করিল। অতঃপর বলিল– তোমরা এই লোকটির ব্যাপারে খুব চিন্তা-ভাবনা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে। নুতবা সে তোমাদিগকে কুপোকাত করিয়া তোমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া ফেলিবে। অতঃপর উহাদের মধ্যে একলোক উঠিয়া বলিল, উহাকে কয়েদ করিয়া রাখা হউক। কয়েদ করা হইলেই শেষ পর্যন্ত কালের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হইয়া জীবন লীলা সাঙ্গ করিবে। যেমন ইতিপূর্বে এইভাবে কবি যুহরী ও নাবেগার জীবন শেষ হইয়াছে। তখন ইবলীস চীৎকার দিয়া বলিল, আল্লাহ্‌র নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, এই পরামর্শ তোমাদের জন্য ফলপ্রসূ হইবে না। তাহার প্রতিপালক তাহাকে কয়েদ খানা হইতে মুক্ত করিয়া তাহার সঙ্গীগণের নিকট প্রত্যার্পণ করিবেন। অতঃপর তাহারা সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করিয়া তোমাদের সবকিছু ছিনাইয়া নিয়া যাইবে এবং তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃভূমি হইতে উৎখাত করিবে। সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল– শায়খ বাস্তব কথাই বলিয়াছেন। ইহা ব্যতীত আর কি ব্যবস্থা নেওয়া যাইতে পারে তাহা চিন্তা কর। অতঃপর উহাদের একজনে এই প্রস্তাব উথাপন করিল যে, উহাকে দেশ হইতে বিতাড়িত করা হউক। ইহা করিলেই শান্তিতে থাকা যাইবে। সে এখানে না থাকিলে তাহার দ্বারা কোন ক্ষতির আশংকা নাই। তোমাদের সাথে তাহার আর কোন সম্পর্কই থাকিবে না। তাহার সম্পর্ক ও কাজ থাকিবে অন্য লোকের সাথে। এই প্রস্তাব শুনিয়া ইবলীস বলিয়া উঠিল, এই প্রস্তাব দ্বারাও তোমাদের কোন উপকার হইবে না। তোমরা কি তাহার মুখের বাক্যের সুমিষ্টতা ও আকর্ষণ ক্ষমতাকে প্রত্যক্ষ কর নাই ? তাহার ভাষায় যাদুকরি আকর্ষণ রহিয়াছে। তাহার কথা যে শুনে তাহারই মন তাহার দিকে আকৃষ্ট হয়। আল্লাহ্‌র নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, এই প্রস্তাব কার্যকরী করা হইলে সে আবার আরব জনতার কাছে নিজকে পেশ করিবে এবং

গণ-আন্দোলন সৃষ্টি করিয়া তোমাদের বিরুদ্ধে একটি বাহিনী গড়িয়া তোমাদের উপর আক্রমণ চালাইবে। এমনকি তোমাদেরকে তোমাদের আবাসভূমি হইতে উৎখাত করিবে এবং তোমাদের নেতৃবর্গকে হত্যা করিবে। এই কথা শুনিয়া সকলে বলিয়া উঠিল আপনি সত্য কথাই বলিয়াছেন। ইহা ছাড়া আর কি করা যাইতে পারে তাহা ভাবিয়া দেখা হউক। তখন অভিশপ্ত আবূ জাহেল দাঁড়াইয়া বলিল আমি তোমাদের কাছে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিতেছি। আমার প্রস্তাবকে বিবেচনা করিলে আশা করি ইহার চাইতে সুন্দর প্রস্তাব আর নাই। সকলে জিজ্ঞাসা করিল তাহা কি ? আবূ জাহেল বলিল, প্রত্যেক গোত্র হইতে এক একজন শক্তিশালী ও সাহসী যুবক নির্বাচন করা হউক এবং তাহাদের প্রত্যেকের সাথে থাকিবে সুতীক্ষ্ণ ধারাল তরবারি। তাহারা সকলে একযোগে তাহার উপর আক্রমণ করিয়া তাহাকে হত্যা করিবে। অতঃপর তাহার রক্তকে প্রত্যেক গোত্রের মধ্যে বন্টন করিয়া দিবে। কুরায়েশ সম্প্রদায়ের সকল গোত্রের বিরুদ্ধে বনী হাশিম গোত্রের লোকেরা এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে আসিবে বলিয়া আমি মনে করি না। তাহারা এইরূপ দেখিলে প্রতিশোধ গ্রহণে আর অগ্রসর হইবে না। তাহারা অপারগ হইয়াই এই হত্যাকাণ্ডের জরিমানা গ্রহণে বাধ্য হইবে। ফলে আমরাও জরিমানা দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিব। তখন ইবলীস বলিল- এই প্রস্তাবই যুক্তিযুক্ত। এই যুবকের উত্থাপিত প্রস্তাবের চাইতে আমি আর কোন ভাল প্রস্তাব দেখিতেছি না। সম্মিলিতভাবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া তাহারা সকলে চলিয়া গেল। অতঃপর জীবরীল আসিয়া মহানবীকে যে শয্যায় শায়িত ছিলেন তাহাতে না থাকার পরামর্শ দিলেন এবং তাহার সম্প্রদায়ের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তাহাকে অবহিত করিলেন। সুতরাং মহানবী আর সেই রাত্রে নিত্য বিছানায় রহিলেন না। আল্লাহ্ তা'আলা তৎক্ষণাৎই তাহাকে ঘরের বাহির হইবার নির্দেশ দিলেন, অতঃপর তাহার মদীনায় চলিয়া যাওয়ার পরই আল্লাহ্ পাক সূরা আনফাল অবতীর্ণ করিয়া তাহার দানকৃত নিয়ামত-সমূহ এবং নিকটতম বিপদের কথা জ্ঞাপন করিলেন ঃ

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ أَوْ يَقْتُلُوْكَ أَوْ يُخْرِجُوْكَ وَيَمْكُرُوْنَ
وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ -

"কয়েদ করা হইলে উহাদের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হইয়া শেষ পর্যন্ত জীবনলীলা সাঙ্গ হইবে। যেমন ইতিপূর্বে কবিদের জীবন এইভাবে ধ্বংস হইয়াছে" এই কথার দিকে ইংগিত করিয়া আল্লাহ্ পাক নিম্ন লিখিত আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ أَمْ يَقُوْلُوْنَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُوْنِ ("ইহারা কি ইহা বলিত না যে ইহারা কবি, আমরা ইহাদের মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছি" (৫২ ঃ ৩০)।) সুতরাং যে দিনটিতে উহারা জমায়েত হইয়া মহানবীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া ছিল সেই দিনটির নাম রাখা হইয়াছে "অভিশপ্ত দিন।" সুদ্দী (র.) হইতে এইরূপ কথাই বর্ণিত হইয়াছে। মহানবী (সা.)-কে মক্কা হইতে বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করিয়া আল্লাহ্ পাক

আল-কুরআনের অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَإِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِزُّوْنَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوْكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُوْنَ
خِلٰفَكَ إِلَّا قَلِيْلًا -

("উহারা তোমাকে দেশ হইতে উৎখাত করিতে চাহিয়াছিল। উদ্দেশ্য ছিল তোমাকে সেথা হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য। তাহা হইলে তোমার বিরুদ্ধাচারিগণ সেথায় অল্পকালই টিকিয়া থাকিত" (১৭ ঃ ৭৬)।)

অনুরূপ আউফী (র.) ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে এবং মুজাহিদ, উরওয়া ইব্‌ন যুবায়ের, মূসা ইব্‌ন উকবা, কাতাদাও মিকসাম হইতেইও বর্ণিত রহিয়াছে।

ইউনুস ইব্‌ন বুকায়ের (র.) আবূ ইসহাক (র.) হইতে বর্ণনা করেন ঃ কুরায়েশগণ যখন সমবেতভাবে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিল এবং তাহাকে বন্দী বা বহিষ্কার বা হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল, তখন তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায় রহিলেন। সুতরাং জিবরীল আসিয়া মহানবী (সা.) যে স্থানে থাকিতেন তথায় না থাকিবার কথা জানাই দিলেন, মহানবী (সা.) আলী (রা.)-কে ডাকিয়া তাহার বিছানায় শয়ন করিবার নির্দেশ দিলেন। আলী (রা.) একটি সবুজ চাঁদর মুড়ি দিয়া বিছানায় শয়ন করিলেন। মহানবী (সা.) এমন সময়ে ঘরের বাহির হইলেন যখন দরজায় শত্রুরা দণ্ডায়মান। মহানবী (সা.) যে এক মুষ্টি মাটি সাথে করিয়া বাহির হইয়া ছিলেন তাহা তিনি উহাদের প্রতি নিক্ষেপ করিলে আল্লাহ্ পাক উহাদের দৃষ্টি মহানবী (সা.) হইতে অন্যদিকে ফিরাইয়া দিলেন। তিনি এই সময় يٰسٓ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ হইতে শুরু করিয়া فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ আয়াত পর্যন্ত পাঠ করিলেন।

হাফিজ আবূ বকর বায়হাকী (র.) বলেনঃ ইকরামা (র.) হইতেও এই ঘটনাকে সত্যায়িত করার পক্ষে হাদীছ বর্ণিত রহিয়াছে। ইব্‌ন হিব্বান (র.) তাহার কিতাবে এবং হাকিম তাহার মুসতাদরাক কিতাবেও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উছমান ইব্‌ন খুছাইম সূত্রে, সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের-এর মাধ্যমে ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন- ফাতিমা (রা.) মহানবী (সা.)-এর নিকট কাঁদিতে কাঁদিতে উপস্থিত হইলে তাহাকে দেখিয়া মহানবী (সা.) জিজ্ঞাসা করিলেন- হে আমার দুলালী! কাঁদিতেছ কেন ? ফাতিমা (রা.) উত্তর করিলেন- আব্বাজান! আমি কেন কাঁদিব না ? কুরায়েশ নেতৃবৃন্দ তাহাদের প্রতিমা লাত, মানাত ও উয্যার নামে শপথ নিয়াছে যে, তাহারা আপনাকে দেখা মাত্রই হত্যা করিবে। আর তাহারা প্রত্যেকেই আপনার হত্যাকাণ্ডে অংশ নিতে ইচ্ছুক। তখন মহানবী (সা.) বলিলেন- হে কন্যা! আমার জন্য উযূ করার পানি আন। মহানবী (সা.) উযূ করিয়া কা'বা ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। কুরায়েশগণ তখন মহানবী (সা.)-কে দেখিয়া বলিল, এই সেই

লোক। অতঃপর তাহাদের দৃষ্টি অবনমিত হইয়া গেল এবং মুখ অন্যদিকে ফিরাইয়া নিল। উহারা তাহাদের দৃষ্টি আর উত্তোলন করিল না। মহানবী এক মুষ্টি ধূলিকণা হাতে নিয়া 'শাহাতিল অযূহ' (উহারা ধূলি-ধূসরিত হউক) বলিয়া উহাদের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। এই ধূলিকণা যাহাদের উপর পতিত হইয়াছে, তাহারাই বদরের যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। অতঃপর হাকিম বলিয়াছেন– এই হাদীছের সনদটি ইমাম মুসলিম আরোপিত শর্ত অনুযায়ী বিশুদ্ধ, কিন্তু বুখারী ও মুসলিম কেহই উহা বর্ণনা করেন নাই। অথচ ইহার কোন দোষক্রটির কথাও আমার জানা নাই।

ইমাম আহমদ (র.) বলেন ঃ আমাদের নিকট আবদুর রায্‌যাক (র.) ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-এর ভৃত্য মিকসাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে বলেনঃ মহানবী (সা.) মক্কায় অবস্থান কালে কুরায়েশগণ এক সভায় মিলিত হইয়া পরামর্শ করিয়াছিল। উক্ত বৈঠকে কোন এক লোক প্রস্তাব দিল যে রাত্র প্রভাত হইলেই লোকটিকে ধরিয়া বন্দী করিতে হইবে। কতকে বলিল বন্দী নয়, বরং তাহাকে হত্যা করিতে হইবে। কতক লোকে পরামর্শ দিল, ইহার কিছুই নয় বরং আমাদের দেশ হইতে তাহাকে বিতাড়িত করিতে হইবে। এই ঘটনা আল্লাহ্ তা'আলা তাহার নবীকে অবহিত করিলেন। আলী আসিয়া মহানবী (সা.)-এর শয্যায় শয়ন করিলেন। মহানবী (সা.) মক্কা ছাড়িয়া মদীনার দিকে যাত্রা করিলেন এবং পথিমধ্যে পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিলেন। মুশরিকগণ রাত্রিভর মহানবীকে ধারণা করিয়া আলীর প্রতি কড়া দৃষ্টি রাখিল। রাত্র প্রভাত হইলে যখন আলী উহাদিগকে দেখিলেন, তখন আল্লাহ্ উহাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর আলী (রা.)-এর নিকট উহারা জিজ্ঞাসা করিল, তোমার সঙ্গী মুহাম্মদ কোথায়? আলী জবাব দিলেন, আমি জানি না। অতঃপর উহারা মহানবী (সা.)-এর পথ অনুসরণ করিয়া চলিল। উহারা পাহাড়ের নিকট পৌঁছিলে পথের দিশা হারাইয়া মহানবী (সা.)-এর খোঁজে পাহাড়ের উপর উঠিল। অতঃপর অনুসন্ধান করিতে করিতে মহানবী (সা.)-এর আশ্রয় গ্রহণ গুহাটির নিকট পৌঁছিয়া দেখিল গুহার দ্বারদেশে মাকড়শার বুনান জাল দ্বারা গুহার মুখটি আবৃত রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া উহারা বলিল। এই গুহায় কেহ প্রবেশ করিলে দ্বার দেশে মাকড়শার জাল থাকিত না। মহানবী (সা.) এই গুহায় তিনটি রাত্র কাটাইয়া ছিলেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র.) মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন যুবায়ের সূত্রে উরওয়াহ্ ইব্‌ন যুবায়ের হইতে আল্লাহ্ পাকের আয়াত يَمْكُرُوْنَ وَ يَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ এর তাৎপর্য প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, দৃঢ় ও কঠোর ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। কিন্তু আমি আল্লাহ্ পাক তোমাকে উহা হইতেও মজবুত পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিত্রাণ দিয়াছি।

(٣١) وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا قَالُوْا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا
مِثْلَ هٰذَآ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ○
(٣٢) وَاِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ
فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ○
(٣٣) وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّ
بَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ○

৩১. উহাদের নিকট যখন আমার আয়াত পাঠ করা হয়, তখন উহারা বলে আমরা শ্রবণ করিলাম। ইচ্ছা করিলে আমরাও ইহার অনুরূপ বলিতে পারি। ইহা শুধু পূর্বকালের লোকদের উপকথা।

৩২. সেই সময়টির কথা স্মরণ কর, যখন উহারা বলিয়াছিল– যদি ইহা তোমার পক্ষ হতে সত্য হয় তবে আকাশ হইতে আমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ কর অথবা আমাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তি দাও।

৩৩. আপনি উহাদের মধ্যে অবস্থানকালীন উহাদেরকে শাস্তি দেওয়া যেমন আল্লাহ্‌র নিয়ম নহে তেমনি উহারা ক্ষমা প্রার্থনা করা অবস্থায়ও আল্লাহ্ উহাদেরকে শাস্তি দিবেন না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ পাক উপরোক্ত আয়াতে কুরায়েশদের কুফরী, বিদ্রোহী, হিংসা, বিদ্বেষ, হটকারিতা এবং আল্লাহ্‌র আয়াত শ্রবণের সময় বাতিল দাবীর কথা বর্ণনা করিয়াছেন। উহাদিগকে যখন আল্লাহ্‌র আয়াত পাঠ করিয়া শুনান হইত, তখন উহারা বলিত, আমরা শুনিয়াছি বটে, কিন্তু এইরূপ আয়াত আমরাও রচনা করিতে পারি। এই দাবী উহাদের অসার কথা। অর্থাৎ কেননা বহুবার তাহাদেরকে এই ধরনের ছোট একটি সূরা রচনা করিয়া দেওয়ার চ্যালেঞ্জও দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু উহারা অন্তঃসারশূন্য দাবী ব্যতীত আর কিছুই পেশ করিতে পারে নাই। উহাদের এই দাবী দ্বারা স্বয়ং উহাদের নিজদেরকে এবং বাতিল দাবীর অনুরক্ত ও ভক্তদেরকেই প্রতারণা করিয়া থাকে।

কতক লোকের মতে এই দাবী ও কথার প্রবক্তা ছিল অভিশপ্ত নজর ইব্‌ন হারিছ। যেমন ইহার প্রমাণে সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের, সুদ্দী, ইব্‌ন জুরাইজ (র.) প্রমুখ হইতে হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। এই অভিশপ্ত ব্যক্তি ইরান দেশের বিভিন্ন শহরে গিয়া সেখানকার সেনাপতি ও বাদশাহ রুস্তম ও ইসকেনদারের বিভিন্ন কিস্‌সা কাহিনী জানিয়া আসিয়াছিল। মক্কায় আসিয়া দেখিল আল্লাহ্ মুহাম্মদকে নবুওয়াতী দান করিয়াছেন এবং তিনি মানুষকে কুরআন করীমের আয়াত পাঠ করিয়া শুনাইতেছেন।

মহানবী (সা.)-এর কোন এক মজলিশে নজর ইব্‌ন হারিছ উপস্থিত ছিল। সে মজলিশ শেষে তাহার শিক্ষা করা উপকথাগুলি বর্ণনা করিয়া বলিল- তোমরা বলত তোমাদেরকে কি সুন্দর কিস্‌সা কাহিনী শুনাইয়াছে ? আস, না মুহাম্মদ! এ কারণেই সে বদরের যুদ্ধে বন্দী হইলে মহানবী (সা.) তাহাকে প্রকাশ্যে হত্যা করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। তাহার গ্রেফতারকারী ছিলেন মিকদাদ ইব্‌ন আসওয়াদ (রা.)। যেমন ইব্‌ন জারীর (র.) বলেন ঃ

আমাদের নিকট মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশার (র.) ······ সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের (রা.) বলেন ঃ মহানবী (সা.) বদরের যুদ্ধের দিন উক্‌বা ইব্‌ন আবূ মুআইত তুআঈমা ইব্‌ন আদী ও নজর ইব্‌ন হারিছকে হত্যা করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। মিকদাদ (রা.) ছিলেন নজর ইবনুল হারিছের বন্দীকারক। উহাকে হত্যা করিবার জন্য মহানবী (সা.) মিকদাদকে নির্দেশ দিলে মিকদাদ বলিলেন- হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ইহাকে আমি বন্দী করিয়াছি। তখন মহানবী (সা.) বলিলেন- এই লোক আল্লাহ্‌র কিতাবকে অবজ্ঞা করিয়াছে এবং নানারূপ বিদ্রূপাত্মক কথা বলিয়াছে। সুতরাং মহানবী (সা.) উহাকে আবার হত্যা করিবার নির্দেশ দিলেন। মিকদাদ আবার বলিলেন হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এই লোককে আমি বন্দী করিয়াছি। তখন মহানবী (সা.) মিকদাদের জন্য এই দু'আ করিলেন- اللهم اغن مقداد من فضلك (হে আল্লাহ্! আপনার অনুগ্রহে মিকদাদকে ধনী করুন।) এই দু'আ শুনিয়া মিকদাদ বলেন- আমি তো এতক্ষণ ইহাই চাহিয়াছিলাম। এই ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়াই আল্লাহ্ পাক এই আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا قَالُوْا قَدْ سَمِعْنَا لَوْنَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَا اِنْ هٰذَا اِلَّا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ـ

হুশায়েম (র.) ······ সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের হইতে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি বলেনঃ তুআয়মার পরিবর্তে মুতয়িম ইব্‌ন আদী হওয়া ভ্রান্ত কথা। কেননা মুতয়িম ইব্‌ন আদী বদরের যুদ্ধের সময় জীবিত ছিলেন না। একারণেই মহানবী (সা.) বলিয়াছেন- আজ যদি মুতয়িম ইব্‌ন আদী জীবিত থাকিত, আর যদি এই সব বন্দীগণকে চাহিয়া আবেদন করিত, তবে অবশ্যই আমি তাহাকে বন্দীদের দান করিতাম। কেননা সে মহানবী (সা.)-কে তায়েফ হইতে প্রত্যাবর্তন করার পথে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিয়াছিল।

উপরোক্ত আয়াতে اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ বাক্যাংশটির মর্ম হইলঃ اُسْطُوْرَةٌ শব্দের বহুবচন اساطير। আরবী পরিভাষায় লিখিত ও চয়নকৃত ঘটনাবলীকেই اَسَاطِيْرُ বলা হয়। আর যাহা শিক্ষা করিয়া মানুষের নিকট বর্ণনা করা হইত। মূলত উহাই হইল মিথ্যা ও কল্পিত রূপকথা ও উপাখ্যান। যেমন আল্লাহ্ পাক আল-কুরআনের অন্য আয়াতে বলিয়াছেন ঃ

وَقَالُوْا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلًا ، قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِيْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِنَّهُ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ـ

"উহারা সেকালের উপকথা বলিতেছে, যাহা লিখিয়া রাখা হইয়াছে, আর উহাই সকাল সন্ধ্যায় উহাদের বারবার পাঠ করিয়া শুনান হইতেছে। হে নবী! বলিয়া দাও যে, এই কুরআন সেই মহামহিয়ানের পক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর গোপন তথ্য ও রহস্য সম্পর্কে অবহিত, অবশ্যই তিনিই ক্ষমাশীল ও দয়ালু" (২৫ ঃ ৫-৬)। অর্থাৎ যাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করে ও তওবা করে তাহাদের তওবা তিনি কবূল করেন এবং তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন।

وَاِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ـ

মর্ম হইল এইরূপ কথা এই সব মুশরিকগণ চরম মূর্খতা, হিংসা-বিদ্বেষ, বিদ্রোহ এবং সকল জাহিলিপনা ও অবিশ্বাসের দরুনই বলিতে পারিয়াছে। উহাদের পক্ষে ইহা বলাই শ্রেয় ছিল যে, হে আল্লাহ্! ইহা যদি তোমার পক্ষ হইতে সত্য হইয়া থাকে, তবে আমাদিগকে হিদায়েত কর এবং উহার আনুগত্য করিবার ক্ষমতা দাও। কিন্তু ইহা না করিয়া বরং নিজদের উপর আল্লাহ্‌র আযাব টানিয়া আনিল এবং তাহার আযাব তড়িঘড়ি উপস্থিত হইবার প্রার্থনা করিল। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্যান্য আয়াতে এই কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিয়াছেন ঃ

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْ لَا اَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَاْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ـ

"উহারা তোমার নিকট তড়িঘড়ি শাস্তি চাহিতেছে, শাস্তির জন্য নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত সময় না থাকিলে অবশ্যই উহাদের নিকট শাস্তি আসিত। হঠাৎ কোন এক সময় উহাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ হইবে যে উহারা বুঝিতেও পারিবে না" (২৯ ঃ ৫৩)।

وَقَالُوْا رَبَّنَا عَجِّلْ لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ـ

"উহারা বলিল- হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য হিসাব-নিকাশের পূর্বেই তাড়াতাড়ি আমাদের মীমাংসা কর" (৩৮ ঃ ১৬)।

سَاَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ ، لِّلْكَافِرِيْنَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ، مِّنَ اللّٰهِ ذِي الْمَعَارِجِ ـ

"প্রশ্নকারী শাস্তি অবতীর্ণ করার জন্য প্রার্থনা করিতেছে। কাফিরদের উহা প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা নাই। এই শাস্তি সেই আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইবে যিনি মহত্ত্ব ও গৌরবের অধিপতি" (৭০ ঃ ১-৩)।

সেকালের জাহিল লোকেরাও এইরূপ প্রলাপ করিত। যেমন হযরত শুআয়ব (আ.) সম্প্রদায়ের লোকেরা যাহা বলিত, আল-কুরআনের ভাষায় নিম্নরূপ ঃ

فَاَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ -

"যদি তুমি সত্যবাদী হইয়া থাক, তবে আকাশ হইতে আমাদের উপর কঙ্কর বর্ষণ কর" (২৬ ঃ ১৮৭)। উহারা ইহাও বলিয়াছিল ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ اَوِائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ -

"হে আল্লাহ্! ইহা যদি তোমার পক্ষ হইতে সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আকাশ হইতে প্রস্তর বর্ষণ কর অথবা আমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দাও" (৮ ঃ ৩২)।

শু'বা (র.) ······ আনাস ইব্ন মালিক (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে এই কথা আবূ জাহেল ইব্ন হিসাম, বলিলে আল্লাহ্ পাক وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ আয়াত অবতীর্ণ করেন। ইমাম বুখারী আহমদ (র.) ······ শু'বা (র.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আর উহারা উভয় আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাআয এবং তাহার পিতা, শু'বা ও আহমদ প্রমুখ হইতে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এই সনদে আহমদ দ্বারা সেই আহমদকে বুঝান হইয়াছে, যাহার পুরা নাম হইল আহমদ ইব্ন নজর ইব্ন আবদুল ওয়াহাব। আবূ আহমদ হাকিম ও আবূ আবদুল্লাহ্ নিশাপুরী (র.) এইরূপই বলিয়াছেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

আয়িশা (রা.) ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করেন;

وَاِذْ قَالُوْا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ -

আয়াতে বর্ণিত বক্তব্য নজর ইব্ন হারিছ ইব্ন কালদা বলিলে আল্লাহ্ পাক سَاَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ ، لِّلْكَافِرِيْنَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ - আয়াত অবতীর্ণ করেন। মুজাহিদ, আতা, সাঈদ ইব্ন যুবায়ের (র.) প্রমুখ এমনিভাবেই বলিয়াছেন। আর সুদ্দী (র.) বলিয়াছেন যে নজর ইব্ন হারিছ হইতে এইরূপ বক্তব্য প্রকাশ হইলে আল্লাহ্ পাক তাহা আল-কুরআনে উদ্ধৃত করেন। যেমন وَقَالُوْا رَبَّنَا عَجِّلْ لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ আর وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ("তোমরা আমার নিকট এক এক করিয়া আসিবে। যেমন আমি তোমাদিগকে পহেলাবার সৃষ্টি করিয়াছি।")

আর سَاَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ لِّلْكَافِرِيْنَ - ।

আতা (র.) বলেন ঃ আল্লাহ্ পাক আল-কুরআনে এই বিষয় দশটি আয়াতের অধিক অবতীর্ণ করিয়াছেন।

ইব্ন মারদুবিয়া (র.) বলেন ঃ আমাদের নিকট মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম (র.)— — ——বরায়দা (রা.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উহুদের যুদ্ধের দিন আমর ইব্ন আসকে ঘোড়ার পৃষ্ঠে আরোহণ অবস্থায় এক স্থানে অবস্থান করিতে দেখিয়াছিলাম। তখন সে বলিল হে আল্লাহ্! মুহাম্মদ যাহা কিছু বলিতেছে তাহা যদি সত্য হয়, তবে আমাকে আমার ঘোড়াসহ ভূতলে ধসিয়া দিন।

কাতাদা কুরআনের উল্লেখিত وَاِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ আয়াত প্রসঙ্গে বলিয়াছেন এই উম্মতের জাহিল ও মূর্খ লোকদের বক্তব্য ইহা ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ পাক বহুবার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন এবং তাহাদের স্বীয় দয়া ও রহমতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

আর আলোচ্য আয়াত ঃ

وَمَاكَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ -

প্রসঙ্গে ইব্ন আবূ হাতিম বলেন ঃ আমাদের নিকট আমার পিতা — — —— ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, মুশরিকগণ আল্লাহ্র ঘর প্রদক্ষিণ করার সময় এই দু'আ পাঠ করিলে – لبيك اللّهم لبيك لاشريك لك তখন মহানবী (সা.) বলিলেন– সত্য অবশ্যই। উহারা আবার বলিল لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك الا شريك هولك تملكه وما ملك ("উপস্থিত, আয় আল্লাহ্ আমি উপস্থিত। তোমার কোন শরীক নাই। কিন্তু তোমার একজন শরীক রহিয়াছে, তাহার এবং তাহার বিষয়-সম্পত্তি সব কিছুর মালিক তুমি।) অতঃপর ইহার সাথে সাথেই বলিত غُفْرَانَكَ غُفْرَانَكَ ("তোমার নিকট ক্ষমা চাই তোমার নিকট ক্ষমা চাই)। এই সময় আল্লাহ্ পাক وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ আয়াত অবতীর্ণ করেন। সুতরাং এই আয়াত প্রসঙ্গেই ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন– এই উম্মতের নিকট দুইটি আমানত রহিয়াছে। একটি হইল স্বয়ং মহানবী (সা.) আর অপরটি হইল ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করা। মহানবী (সা.)-কে এই দুনিয়া হইতে উঠাইয়া নেওয়া হইয়াছে। অবশিষ্ট রহিয়াছে শুধু ইস্তিগফার।

ইব্ন জারীর (র.) বলেন ঃ আমার নিকট হারিছ (র.)— — ——প্রমুখ ইয়াযীদ ইব্ন রূমান, মহাম্মদ ইব্ন কায়েস (র.) হইতে বর্ণিত তাহারা বলেন, কুরায়েশগণ পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করিত যে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের মধ্যে মুহাম্মদকে

মহান ও উন্নত করিয়াছেন। তাহারা দিনের বেলা আল্লাহ্র সাথে বেয়াদবী করে, আর রাত্রিকালে তাহার আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা এবং লজ্জিত হইয়া বলে- غفرانك اللهم। (আল্লাহ্ আমি তোমার নিকট ক্ষমার প্রার্থনা করিতেছি)। তখন আল্লাহ্ পাক وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ হইতে اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ পর্যন্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন। ইব্ন জারীর (র.) বলেন, আলী ইব্ন আবূ তালহা (র.) ইব্ন আব্বাস (র.) হইতে বলেন- وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ আয়াতের মর্ম হইল আল্লাহ্ তাআলা এইরূপ নহে যে তিনি কোন সম্প্রদায়কে তাহাদের নবী তাহাদের মধ্যে অবস্থান কালে শাস্তি দিয়া থাকেন। নবীকে উহাদের মধ্য হইতে সরাইয়া নেওয়ার পরই শাস্তি দেন। অতঃপর তিনি وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ আয়াতের মর্ম প্রসঙ্গে বলেন ঃ আল্লাহ্ কোন সম্প্রদায়কে শাস্তি দেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের মধ্যে হইতে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়। বহু লোক আল্লাহ্র প্রতি অনেক পূর্বেই ঈমান আনিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছে এবং নামায পড়িয়াছে। অর্থাৎ মক্কাবাসীদের মধ্যে কতক লোকে প্রথম হইতেই ঈমান আনিয়া নামায পড়িত এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিত। হিজরতের পরও তাহারা মক্কায় রহিয়া গিয়াছিল। যাহার দরুন আল্লাহ্ মক্কাবাসীদের প্রতি তাহার শাস্তি অবতীর্ণ করেন নাই।

মুজাহিদ, ইকরামা, আতীয়া আওফী, সাঈদ ইব্ন যুবায়ের ও সুদ্দী (র.) হইতেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

যাহ্হাক ও আবূ মালিক وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ আয়াতাংশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, যে এখানে হিজরতের পর যে সব ঈমানদার লোক মক্কায় রহিয়া গিয়াছিলেন, তাহাদের কথা বলা হইয়াছে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র.) বলেন ঃ আমাদের নিকট আমার পিতা— — — —ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি আল্লাহ্ পাক এই উম্মতের মধ্যে দুইটি আমানত রাখিয়াছেন। এই আমানত দুইটি যতক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের মধ্যে বর্তমান থাকিবে তাহারা আল্লাহ্র শাস্তি হইতে নিরাপদ থাকিবে। উহার একটি আমানত হইল স্বয়ং মহানবী, যাহাকে আল্লাহ্ পাক ইন্তিকাল দিয়া নিজের নিকট নিয়া গিয়াছেন। আর দ্বিতীয়টি এখনও তাহাদের মধ্যে বর্তমান রহিয়াছে।

আবূ সালিহ্ আবদুল গাফ্ফার (র.) বলেন ঃ আমার নিকট আমার কোন এক সঙ্গী এই বর্ণনা করিয়াছে যে নজর ইব্ন আদী এই হাদীছকে মুজাহিদ সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন মারদুবিয়া ও ইব্ন জারীর (র.) আবূ মূসা আশআরী (রা.) হইতেও অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। আর এমনিভাবে কাতাদা ও আবুল আলা কারী ও ব্যাকরণবিদের নিকট হইতেও বর্ণিত রহিয়াছে।

ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ আমাদের নিকট সুফিয়ান ইব্ন ওয়াকী (র.)— — — — ইব্ন আবূ মূসা (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। মহানবী (সা.) উল্লেখিত وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ। আয়াত প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে আল্লাহ্ পাক আমার উম্মতের প্রতি দুইটি আমানত অবতীর্ণ করিয়াছেন। উহার একটি আমি অপরটি ইস্তিগফার। আমি চলিয়া যাওয়ার পর উহাদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত ইস্তিগফার রাখিয়া গেলাম। এই হাদীছের প্রমাণেই ইমাম আহমদ (র.) তাহার মুসনাদ কিতাবে এবং হাকিম (র.) তাহার মুস্তাদরাক কিতাবে আবদুল্লাহ্ ইব্ন ওয়াহাব (র.) আবূ সাঈদ (র.) হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যে মহানবী (সা.) বলিয়াছেন- শয়তান বলিল- হে আল্লাহ্ তোমার মহত্ত্বের শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমার বান্দাদের দেহে প্রাণ থাকা অবধি আমি তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিব। আর আল্লাহ্ পাক বলিলেন ঃ আমার মহত্ত্ব গৌরবের শপথ করিয়া বলিতেছি, যতক্ষণ পর্যন্ত উহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকিবে, আমিও উহাদিগকে ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা করিতে থাকিব। অতঃপর হাকিম এই হাদীছের সনদ বিশুদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করেন তবে ইমাম বুখারী ও মুসলিম ইহাকে বর্ণনা করেন নাই।

ইমাম আহমদ (র.) বলেন ঃ আমাদের নিকট মারদুবিয়া ইব্ন আমর (র.)— — — — ফাযালা ইব্ন উবাইদ (রা.) হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। মহানবী (সা.) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্র বান্দাগণ ক্ষমা প্রার্থনা করা পর্যন্ত তাহার আযাব হইতে নিরাপদে থাকেন।

(٣٤) وَمَا لَهُمْ اَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوْٓا اَوْلِيَآءَهٗ ۭ اِنْ اَوْلِيَآؤُهٗٓ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

(٣٥) وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُكَآءً وَّتَصْدِيَةً ۭ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ○

৩৪. উহাদের এমন কি মর্যাদা হইল যে আল্লাহ্ উহাদেরকে শাস্তি দিবেন না। অথচ উহারা মানুষকে "মাসজিদুল হারাম" হইতে নিবৃত্ত রাখে বস্তুত উহারা এই মসজিদের তত্ত্বাবধায়ক নহে। ইহার তত্ত্বাবধায়ক হইল আল্লাহ্ভীরু লোকগণ, কিন্তু উহাদের অধিকাংশ লোক ইহা অবগত নহে।

৩৫. আর আল্লাহ্র ঘরের নিকট মুখে শিস দেওয়া এবং করতালি দেওয়াই হইল উহাদের নামায। সুতরাং কুফরী করার দরুন তোমরা শাস্তি ভোগ কর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ পাক উল্লেখিত আয়াতে বলিতেছেন যে ইহারা তাহাদের কৃতকর্মের দরুন শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হইয়াছে বটে কিন্তু মহানবী (সা.) উহাদের মধ্যে অবস্থান করার দরুন তাহার ইয্যত ও বরকতের কারণে উহাদের প্রতি শাস্তি প্রদান করা হয় নাই। আর এজন্যই মহানবী (সা.) যখন উহাদের মধ্য হইতে মক্কা ছাড়িয়া মদীনায় চলিয়া আসিলেন, তখন আল্লাহ্ পাক উহাদের উপর বদরের যুদ্ধের দিন আযাব অবতীর্ণ করিলেন। সুতরাং ঐ যুদ্ধে উহাদের নেতৃবৃন্দ নিহত হইল এবং বেশ কিছু সরদার বন্দী হইল। আল্লাহ্ পাক উহাদেরকে ইস্তিগফারের সাথে শিরকী ও ফিতনা-ফাসাদের পাপ হইতে দূরে থাকিবার নির্দেশ দিয়া ছিলেন। ইব্ন জারীর (র.) ও এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। উহাদের মধ্যকার দুর্বল মু'মিনগণ যদি আল্লাহ্ পাকের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা না করিতেন তবে অবশ্যই উহাদের প্রতি অপ্রতিরোধ্য শাস্তি অবতীর্ণ হইত। কিন্তু এই শাস্তি দুর্বল মু'মিনগণের ক্ষমা প্রার্থনার কারণেই বন্ধ হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্ পাক হুদায়বিয়ার যুদ্ধের দিন বলিয়াছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْىَ مَعْكُوْفًا اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهٗ وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوْهُمْ اَنْ تَطَئُوْهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِىْ رَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ـ

("যাহারা কুফরী করিয়াছে এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্র ঘর হইতে ফিরাইয়া রাখিয়াছে, আর কুরবানীর পশু যবাহ্ স্থলে পৌঁছিতে দেয় নাই। মক্কায় যদি এই সব মু'মিন নারী পুরুষগণ না হইত, যাহাদেরকে তোমরা চিন না, আর তোমরা যদি তাহাদেরকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে, তবে তোমাদের অজ্ঞাতেই উহাদের কারণে তোমাদের উপর আল্লাহ্র শাস্তি নিপতিত হইত। কারণ আল্লাহ্ তাহার ইচ্ছা মত যেকোন লোককে তাহার রহমতের ছায়াতলে স্থান দেন। ইহারা যদি এখানে আশ্রয় লইয়া না থাকিত, তবে আমি উহাদের মধ্যের কাফিরদিগকে অবশ্যই কঠোর ও কষ্টদায়ক শাস্তি দিতাম (৪৮ ঃ ২৫)।)

ইব্ন জারীর (র.) বলেন ঃ আমাদের নিকট ইব্ন হুসাইন · · · · · · ইব্ন আবযী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা.) যখন মক্কায় অবস্থান করিতেন, তখন আল্লাহ্ পাক وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ আয়াত অবতীর্ণ করেন। আর তিনি যখন মক্কা ছাড়িয়া মদীনায় গেলেন, তখন আল্লাহ্ পাক وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ আয়াত অবতীর্ণ করিলেন। বর্ণনাকারী বলেন- মক্কায় যে সব দুর্বল মুসলমান রহিয়া গিয়াছিলেন, মদীনায় হিজরত করে নাই, তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিত। সুতরাং তাহারা যখন মক্কা হইতে চলিয়া আসিল তখন আল্লাহ্ পাক وَمَا لَهُمْ اَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوْا اَوْلِيَاءَهٗ আয়াত অবতীর্ণ করেন। অতঃপর আল্লাহ্ মহানবীকে মক্কা জয় করিবার অনুমতি দিলেন। আর

ইহাই হইল তাহাদের জন্য অঙ্গীকার কৃত শাস্তি। ইব্ন আব্বাস, আবূ মালিক, যাহ্হাক ও আরও অনেক হইতে অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত রহিয়াছে। কতক লোকের মতে وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ আয়াতকে এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ পাকের মানসূখ বা উহার হুকুম রদ করা হইয়াছে। এই আয়াতের মর্ম হইল ইস্তিগফার প্রকাশ পাওয়া উহাদের নিজদের জন্যই ছিল।

ইব্ন জারীর (র.) বলেন ঃ আমাদের নিকট হুমায়েদ (র.) ইকরামা ও হাসান বসরী (র.) হইতে বর্ণিত। ইকরামা ও হাসান বসরী (র.) উভয় বলেন ঃ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ আয়াতকে নিম্নের وَمَا لَهُمْ اَلَّا يُعَذِّبَهُمُ ...... فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ আয়াত দ্বারা মানসূখ বা উহার হুকুম রদ করা হইয়াছে। সুতরাং মক্কায় লড়াই হইয়া উহা মহানবীর করতলগত হওয়ার পর উহাদের দুঃখ-কষ্টও ক্ষুৎপিপাসা ইত্যাদি শাস্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল।

এমনিভাবে ইব্ন আবূ হাতিম (র.) আবূ নুমাইলা ইয়াহ্ইয়া ইব্ন অয়াযেহ্ (র.) হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র.) বলেন ঃ আমাদের নিকট হাসান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সবাহ (র.) · · · · · · ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহ্ পাক وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছেন বটে। অতঃপর মুশরিকগণকে নিম্নলিখিত আয়াতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَا لَهُمْ اَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوْا اَوْلِيَاءَهٗ اِنْ اَوْلِيَاؤُهٗ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ـ

অর্থাৎ উহাদের হইল কি যে আল্লাহ্ তাহাদেরকে শাস্তি দিবেন না। অথচ উহারা মক্কার মু'মিন লোকদিগকে বায়তুল্লাহ্ হইতে ফিরাইয়া রাখে। কিন্তু তাহারাই সেখানে নামায আদায় করার ও তাওয়াফ করার যোগ্যতর অধিকারী লোক। আর এই জন্যই আল্লাহ্ পাক বলিয়াছেন, উহারা মাসজিদুল হারামের অধিকারী ও তত্ত্বাবধায়ক হইবার প্রকৃত যোগ্যতর ব্যক্তি (৮ ঃ ৩৪)। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسَاجِدَ اللّٰهِ شَاهِدِيْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ اُولٰئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ وَفِى النَّارِ هُمْ خَالِدُوْنَ ـ اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰى اُولٰئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ـ

"মুশরিকদের জন্য আল্লাহ্র মসজিদ আবাদ ও সংস্কার করিবার কোন অধিকার নাই। কেননা উহারা নিজদের ক্ষেত্রে কুফরীর পরিচয় দিয়াছে। উহাদের কৃতকর্ম নষ্ট হইয়া গিয়াছে। উহারা চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকিবে। আল্লাহ্র মসজিদ আবাদ ও সংস্কার করিবার অধিকার একমাত্র তাহাদেরই রহিয়াছে, যাহারা আল্লাহ্র প্রতি ও পরকালের প্রতি ঈমান আনিয়াছে নামায কায়েম করিয়াছে ও যাকাত দিয়াছে। তাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত কাহাকেও ভয় করে না। আশা করা যায় ইহারাই হইবে সৎ পথ প্রাপ্ত লোক" (৯ ঃ ১৭-১৮)।

আল্লাহ্ পাক আরও বলেন ঃ

وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ -

"উহারা আল্লাহ্র পথের বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাঁহার সাথে কুফরী করিয়াছে এবং মাসজিদুল হারাম হইতে লোকদিগকে ফিরাইয়া রাখিয়াছে। আর মক্কার মু'মিন লোকদেরকে তথা হইতে বিতাড়িত করিয়াছে। ইহা আল্লাহ্র নিকট বিরাট পাপের কাজ" (২ ঃ ২১৭)।

হাফিজ আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া (র.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আমাদের নিকট সুলায়মান ইব্ন আহমদ তাবারানী (র.) — — — — আনাস ইব্ন মালিক (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন মহানবী (সা.)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল مَنْ أَوْلِيَاؤُكَ ("আপনার বন্ধু কে?) মহানবী (সা.) জবাব দিলেন- প্রত্যেক আল্লাহ্-ভীরু লোকই আমার বন্ধু। অতঃপর মহানবী (সা.) إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ আয়াত পাঠ করিলেন।

হাকিম (র.) তাহার মুস্তাদরাক কিতাবে লিখেন ঃ আমাদের নিকট আবূ বকর শাফিঈ (র.) — — — — রিফাআ (র.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহারা বলেন, মহানবী (সা.) কুরায়েশগণকে একত্রিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন- তোমাদের মধ্যে অন্য কোন লোক আছে কি ? উহারা জবাব দিল, আমাদের মধ্যে আমাদের ভাইপো, আমাদের সহকর্মী এবং আমাদের ভৃত্যগণ রহিয়াছে। তখন মহানবী (সা.) বলিলেন- বন্ধুও আমাদের, ভাইপোও আমাদের এবং ভৃত্যও আমাদের। তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্ভীরু লোকগণই আমার বন্ধু। অতঃপর ইমাম হাকিম (র.) বলিয়াছেন এই হাদীছ বিশুদ্ধ কিন্তু ইমাম বুখারী ও মুসলিম হইতে বর্ণিত পাওয়া যায় না।

উরওয়াহ, সুদ্দী ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র.) إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, উক্ত আয়াতে খোদ মহানবী (সা.) এবং তাঁহার সাহাবাবৃন্দের কথা বলা হইয়াছে। আর মুজাহিদ (র.) বলেন, উক্ত আয়াতে সকল

মুজাহিদগণের কথা বলা হইয়াছে। তাহারা যেখানে ও যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন। অতঃপর আল্লাহ্ পাক মাসজিদুল হারামের নিকট উহাদের ইবাদত ও কৃত কর্মের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন ঃ

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর, ইব্ন আব্বাস (রা.) মুজাহিদ,ইকরামা, সাঈদ ইব্ন যুবায়ের, আবূ রাজা উতারিদী মুহাম্মদ ইব্ন কাআব কুরাযী, হুজর, ইব্ন আবীস, নবীত ইব্ন শরীত, কাতাদা, আবদুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আস্‌লাম, বলেন, উল্লেখিত আয়াতে مُكَاءً শব্দ দ্বারা মুখের দ্বারা শিস দেওয়ার কথা বুঝান হইয়াছে। মুজাহিদ ইহার সাথে ইহাও বলিয়াছেন যে শিস দেওয়ার সময় উহারা নিজদের আঙ্গুলীসমূহ মুখে প্রবেশ করাইত।

সুদ্দী (র.) বলেন- উল্লেখিত আয়াতে مُكَاءً শব্দ দ্বারা অর্থ তাহারা পাখির ন্যায় শিস দিয়া থাকে, এই পাখিগুলির রং সাদা। সুতরাং শিস দেওয়ার কারণেই পাখিগুলির নাম হইয়াছে مُكَاءً পাখি। পাহাড়ীয়া অঞ্চলই হইল.ইহাদের থাকার স্থান।

উপরোক্ত আয়াতে تَصْدِيَةً শব্দের ব্যাখ্যায় ইব্ন আবূ হাতিম (র.) বলেন ঃ আমাদের নিকট আবূ খালাদ সুলায়মান ইব্ন খালাদ (র.) ইব্ন আব্বাস (র.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা.) কুরআনের وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে কুরায়েশগণ উলংগ হইয়া বায়তুল্লাহ্ প্রদক্ষিণ করিত, আর মুখের দ্বারা শিস দিত এবং করতালি বাজাইত। উক্ত আয়াতে মুখের দ্বারা শিস দেওয়াকে مُكَاءً ও করতালি বাজানকে تَصْدِيَةً বলা হইয়াছে। আলী ইব্ন আবূ তালহা ও আওফাও ইব্ন আব্বাস হইতে এমনিভাবে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। আর অনুরূপভাবেই ইব্ন উমর, মুজাহিদ, মুহাম্মদ ইব্ন কাআব, আবূ সালমা ইব্ন আবদুর রহমান, যাহ্হাক, কাতাদা, আতীয়া আওফা, হুজর ইব্ন আনবস্ ইব্ন আবযী প্রমুখ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জরীর বলেন ঃ আমাদের নিকট ইব্ন বাশার — — — — ইব্ন উমর (রা.) হইতে وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন যে مُكَاءً মুখের দ্বারা শিস দেওয়া এবং تَصْدِيَةً করতালি বাজানকে বলা হয়। কুররা (র.) বলেন- আতীয়া আমাদের কাছে ইব্ন উমর (রা.) কর্মের কথা বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, সেও জাহিলী আমলে মুখে শিস দিত, গণ্ডদেশকে ঝুঁকাইয়া দিত এবং হস্ত দ্বারা করতালি বাজাইত। ইব্ন উমর (রা.) বলেন সে নিজে বায়তুল্লাহ্র সম্মুখে গিয়া তাহার গণ্ডদেশকে মাটিতে রাখিত, হস্তদ্বারা করতালী

বাজাইত এবং মুখে শিস দিত। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র.) এই হাদীছ সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যায় উহা হইতে বর্ণিত সূত্রেই বর্ণনা করিয়াছেন।

ইকরামা (র.) বলেন ঃ মুশরিকগণ বাম দিক দিয়া বায়তুল্লাহ্ প্রদক্ষিণ করিত। মুজাহিদ (র.) বলেন, মুশরিকগণ মহানবী (সা.)-এর নামাযে গণ্ডগোল সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এইভাবে নানাবিধ অপকর্ম করিত। যুহ্‌রী (র.) বলেন; মু'মিন লোকদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার জন্য এইরূপ করিত।

সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের ও আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ (র.) হইতে تَصْدِيَةً শব্দের ব্যাখ্যায় বর্ণিত রহিয়াছে যে মুশরিকগণ আল্লাহ্‌র পথ হইতে নিবৃত্ত রাখিত এবং সেই পথে বাধায় পরিণত হইত।

আমাদের আলোচ্য فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় যাহ্‌হাক, ইব্‌ন জুরাইজ মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র.) প্রমুখ বলিয়াছেন যে এই শাস্তি বদরের যুদ্ধে নিহত হওয়ার ও বন্দী হওয়ার আকারে উহাদের উপর নিপতিত হইয়াছিল। ইবন জারীর (র.) ও এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার ব্যতিক্রম কিছু বর্ণনা করেন নাই।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র.) বলেন ঃ আমার পিতা—— ——মুজাহিদ (র.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন– জিম্মী বা যাহাদের সাথে সন্ধি চুক্তি হয় তাহাদের শাস্তি অস্ত্রের (তরবারি) মাধ্যমে এবং অবিশ্বাসিগণের শাস্তি বিদ্যুৎ গর্জন আকস্মিক দুর্ঘটনা ও ভূকম্পনের আকারে হইয়া থাকে।

(৩৬) إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ ۗ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ ○

(৩৭) لِيَمِيْزَ اللّٰهُ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيْثَ بَعْضَهُ عَلٰى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيْعًا فَيَجْعَلَهُ فِيْ جَهَنَّمَ ۚ أُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

৩৬. কাফিরগণ আল্লাহ্‌র পথ হইতে মানুষকে নিবৃত্ত রাখিবার জন্য তাহাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। তাহারা ধন-সম্পদ ব্যয়ই করিতেই থাকিবে। অতঃপর ইহাই উহাদের পরিতাপের কারণ হইবে। আর ইহার পর উহারা পরাজিত হইবে। আর কাফিরদিগকে জাহান্নামে সমাবেত করা হইবে।

৩৭. ইহার কারণ হইল আল্লাহ্ দুষ্টতাকে পবিত্রতা হইতে (কুজনকে সুজন হইতে) পৃথক করিবেন। আর দুষ্টদের এককে অপরের উপর রাখিবেন। অতঃপর সকলকে স্তূপীকৃত করিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবেন। ইহারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র.) বলেন ঃ আমার নিকট যুহরী, মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া ইব্‌ন হিব্বান, আসিম ইব্‌ন উমর ইব্‌ন কাতাদা, হাসীন ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আমর, ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন মাআয (র.) বর্ণনা করিয়াছেন যে, বদরের যুদ্ধে কুরায়েশগণ পরাজিত ও অপদস্ত হইয়া মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল। এদিকে আবূ সুফিয়ানও তাহার কাফেলাসহ বিপুল ধন-সম্পদ নিয়া মক্কায় উপনীত হইয়াছিল। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ রবীআ, ইকরামা ইব্‌ন আবূ জাহেল, সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া প্রমুখ কুরায়েশদের এমন নেতাদের নিকট দিয়া পথ অতিক্রম করিতেছিল যাহাদের পিতা, পুত্র ও ভাই বন্ধু বদরের লড়াইতে নিহত হইয়াছিল। সুতরাং এই সময় আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারব তাহাদের এবং এই বাণিজ্যিক কাফেলায় যাহাদের ধন-সম্পদ ছিল তাহাদেরকে সম্বোধন করিয়া বলিল– হে কুরায়েশ সম্প্রদায়! মুহাম্মদ তোমাদের উপর অত্যাচার করিয়া তোমাদেরকে হীন ও নীচ প্রতিপন্ন করিয়াছে। তোমাদের বাপ-ভাইকে হত্যা করিয়াছে। সুতরাং তাহার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য এই ধন-সম্পদ দ্বারা আমাদেরকে সাহায্য কর। হয়ত এই পথেই আমাদের নিহত ভাইদের প্রতিশোধ আমরা গ্রহণ করিতে পারিব। বস্তুত, ইহাই করা হইয়াছিল ঃ বর্ণনাকারী বলেন এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়াই إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ ...... هُمُ الْخَاسِرُوْنَ আয়াত অবতীর্ণ হয়। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতেও এই রূপ উল্লেখ রহিয়াছে।

মুজাহিদ, সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের, হাকাম ইব্‌ন উতায়বা কাতাদা, সুদ্দী ও ইব্‌ন আবযা (র.) হইতে এইরূপ বর্ণিত রহিয়াছে যে এই আয়াত আবূ সুফিয়ান ও তাহার বাণিজ্যিক কাফেলার ধন-সম্পদ মহানবী (সা.)-এর সাথে উহুদের প্রান্তরে প্রতিশোধমূলক লড়াই করিবার উদ্দেশ্যে ব্যয় করার কথা বর্ণনা করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে।

যাহ্‌হাক (র.) বলেন ঃ আলোচ্য আয়াত বদরের যুদ্ধের ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া অবতীর্ণ হয়। যে কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া অবতীর্ণ হউক না কেন, আয়াতটির মর্ম সাধারণ ও ব্যাপক। যদিও বিশেষ ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া ইহা অবতীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হইতে পারে। সুতরাং ইহার মর্ম হইলঃ আল্লাহ্ পাক সংবাদ দিতেছেন যে, কাফিরগণ সত্য পথের অনুসরণ হইতে বিরত রাখিবার নিমিত্ত যুদ্ধের ধন-সম্পদ ব্যয় করিতেছে এবং এইরূপ করিবেও। এইভাবে উহাদের ধন-সম্পদ চলিয়া যাইবে। যখন উহাদের কোন কিছু থাকিবে না, তখন ইহাই উহাদের লজ্জা ও পরিতাপের কারণে পরিণত হইবে। কেননা উহারা আল্লাহ্‌র প্রদীপকে চিরতরে নির্বাপিত করিয়া দিতে চায় এবং তাহাদের বাতিল কলেমাকে হক ও চিরন্তন সত্য

কলেমার উপর বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু আল্লাহ্ তাহার প্রদীপকে অবশ্যই পূর্ণতায় পৌঁছাইবেন– যদিও কাফিরগণ তাহা পসন্দ করে না। আর তাহার দীনকে তিনি সহায়তা করিবেন। তাহার কলেমাকে সম্প্রচার করিবেন এবং সমস্ত বাতিল দীন ও মতবাদসমূহের উপর তাহার দীনকে বিজয়ী করিবেন। ইহাই হইল উহাদের জন্য এই জগতে চরম অপমান। তেমনি পরকালে রহিয়াছে উহাদের জন্য চরম আগুনের শাস্তি। সুতরাং উহাদের মধ্যে কোন লোক জীবিত থাকিয়া থাকিলে সে অনুরূপই প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং মর্মান্তিক পরিণতির কথা শুনিয়াছে। আর উহাদের মধ্যে যাহারা নিহত হইয়াছে বা স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটিয়াছে তাহারা চিরন্তন অপমান ও শাশ্বত শাস্তির মধ্যে নিপতিত হইয়াছে। এই জন্যই আল্লাহ্ পাক বলিয়াছেন ঃ

فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ -

আলোচ্য لِيَمِيْزَ اللّٰهُ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আলী ইব্ন আবূ তালহা (র.) ইব্ন আব্বাস উদ্ধৃতি দিয়া বলেন ঃ আল্লাহ্ এইরূপ করিয়া ভাগ্যবানগণকে দুর্ভাগাদের হইতে পৃথক করিতে চাহে।

সুদ্দী (র.) বলেন ঃ আল্লাহ্ মু'মিনগণকে কাফিরদের হইতে পৃথক করিতে চাহেন। এই পার্থক্য পরকালে হইবারও সম্ভাবনা রহিয়াছে। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্য এক আয়াতে বলিয়াছেন ঃ

ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا مَكَانَكُمْ اَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ -

অর্থাৎ হাশরের দিন মুশরিকগণকে বলিব তোমরা এবং তোমাদের অংশীদারগণ তোমাদের স্থানেই দণ্ডায়মান থাক। আমি উহাদের মধ্যে পার্থক্য করিব (১০ ঃ ২৮)।

আল্লাহ্ পাক আরও বলিয়াছেন ঃ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّتَفَرَّقُوْنَ অর্থাৎ "আর যে দিন কিয়ামত অনুষ্ঠিত হইবে সেই দিন উহারা পরস্পর পৃথক হইয়া যাইবে" (৩০ ঃ ১৪)।)

আল্লাহ্ পাক অন্য এক আয়াতে বলেনঃ يَوْمَئِذٍ يَّصَّدَّعُوْنَ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন উহারা পৃথক পৃথক হইয়া যাইবে।

আল্লাহ্ পাক সূরা ইয়াসীনে বলিয়াছেন ঃ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ "আজ অপরাধিগণ নিরাপরাধীদের হইতে পৃথক হও।"

অবশ্য এই আয়াতের মর্মে বুঝা যায় যে, এই পার্থক্য হইবে দুনিয়ায়, যাহা উহাদের কৃতকর্ম হইতে ঈমানদারগণের জন্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। অর্থাৎ উহাদের কার্যকলাপ মু'মিনদের কার্যকলাপের বিপরীত হইয়া তাহাদের সাথে বৈশাদৃশ্য সৃষ্টি করিবে।

আলোচ্য لِيَمِيْزَ শব্দের ل অক্ষরটিকে ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী لام سببيه বলা হয়। অর্থাৎ কারণ দর্শাইবার জন্য এই ل অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং আয়াতের তাৎপর্য হইল, পাপের কাজে ধন-সম্পদ ব্যয় করার কারণে আল্লাহ্ খারাপ লোকদেরকে ভাল লোকদের হইতে পৃথক করিয়া ফেলিবেন। এই পার্থক্য সৃষ্টির জন্যই আল্লাহ্ কাফিরদেরকে আল্লাহ্ পথ হইতে মানুষকে নিবৃত্ত রাখিবার কাজে অর্থ সম্পদ ব্যয় করিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। উহার এই মর্মও হইতে পারে যে, কাহারা তাহার আনুগত্য করিয়া তাহার শত্রু কাফিরদের সহিত লড়াই করে এবং কাহারা অবাধ্য হইয়া লড়াই হইতে পশ্চাতে থাকে তাহা পার্থক্য করিয়া দেখাইতে চান। যেমন কালামে মজীদে অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে ঃ

وَمَا اَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ ، وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا وَقِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِ ادْفَعُوْا قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاَّ اتَّبَعْنَاكُمْ -

অর্থাৎ উভয় দলের মুকাবিলার সময় তোমাদের যাহাকিছু বিপদ ও আঘাত প্রতিঘাত হইয়াছে, তাহা আল্লাহ্র হুকুমেই হইয়াছে। ইহা দ্বারা আল্লাহ্ মু'মিনগণকে জানিয়া নিতে চাহেন এবং মুনাফিকগণকেও জানিতে চাহেন। অর্থাৎ উহাদের মধ্যে পার্থক্য করিতে চান। উহাদেরকে বলা হইয়াছে! আল্লাহ্র পথে জিহাদ কর। উহারা উত্তর করিল– আমাদের যদি লড়াই জানা থাকিত, তবে অবশ্যই তোমাদের পদাংক অনুসরণ করিতাম (৩ ঃ ১৬৬-১৬৭)।

আল্লাহ্ পাক অন্য এক আয়াতে বলিয়াছেন ঃ

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ -

অর্থাৎ "আল্লাহ্ পাক মু'মিনগণকে তাহাদের বর্তমান অবস্থার উপরই রাখিতে চাহেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি কুজনদিগকে সুজন হইতে পার্থক্য করিবেন। মূলত অদৃশ্য বিষয় তোমাদিগকে তিনি অবহিত করিতে চাহেন না (৩ ঃ ১৭৯)।

আল্লাহ্ পাক আরও বলিয়াছেন ঃ

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِيْنَ -

"তোমরা কি এই ধারণায় রহিয়াছে যে, বিনা পরীক্ষায়ই জান্নাতে প্রবেশ করিবে, তোমাদের মধ্যে কাহারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে এবং কাহারা ধৈর্যশীল, তাহা আল্লাহ্ যাঁচাই করিয়া জানিয়া নিবেন না" ? (৩ ঃ ১৪২)।

সূরা বারাআতেও এই ধরনের আয়াত বর্তমান রহিয়াছে। সুতরাং এই দিক দিয়া আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইল, আমি তোমাদেরকে কাফিরদের সাথে পরীক্ষা করিব যে কাহারা তাহাদের সাথে লড়াই করে আর কাহারা বিরত থাকে। পক্ষান্তরে, এই কাজে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার জন্য কাফিরদেরকে সুযোগ দান করিব। কারণ আল্লাহ্ মন্দজনকে ভালজন হইতে পৃথক করিতে চাহেন। অতঃপর মন্দজনের একেক অপরের উপর স্তুপীকৃত করিয়া সমবেত করিবেন। যেমন আল্লাহ্ মেঘমালা সম্পর্কে বলিয়াছে ঃ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا (অতঃপর উহা একটির ওপর একটি রাখা হইবে।)

আলোচ্য فَيَجْعَلَهُ فِيْ جَهَنَّمَ اُولٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ আয়াতাংশের মর্ম হইল, উহাদিগকে আল্লাহ্ জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবেন। আর উহারাই হইবে ইহকালে ও পরকালে চরম ক্ষতিগ্রস্ত লোক।

(৩৮) قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ ۚ وَاِنْ يَّعُوْدُوْا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْاَوَّلِيْنَ ○

(৩৯) وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ۚ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

(৪০) وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰىكُمْ ۗ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ○

৩৮. হে নবী! কাফিরগণকে বলিয়া দাও যে, যদি তাহারা বিরোধিতা হইতে বিরত থাকে, তবে অতীতে যাহা কিছু হইয়াছে তাহা ক্ষমা করা হইবে। আর যদি পুনরাবৃত্তি করিতে থাকে, তবে পূর্ববর্তী কাফিরগণের ক্ষেত্রে যে নিয়ম অনুস্তৃত হইয়াছে, তাহাই হইবে।

৩৯. তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে থাকিবে যতক্ষণ পর্যন্ত না ফিতনার অবসান হয় ও আল্লাহ্র দীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। যদি তাহারা বিরত হয়, তবে তাহারা যাহা করে, আল্লাহ্ তাহা ভালভাবেই দেখেন।

৪০. আর যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া থাকে, তবে জানিয়া রাখ যে আল্লাহ্ই তোমাদের অভিভাবক। তিনি কত উত্তম অভিভাবক, কত উত্তম সাহায্যকারী।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ পাক তাহার নবীকে সম্বোধন করিয়া বলেন– হে নবী। তুমি কাফিরগণকে বলিয়া দাও যে, তাহারা যদি কুফরী, বিদ্রোহ, হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি হইতে বিরত থাকে এবং ইসলামী জীবন বিধান গ্রহণ করিয়া

আনুগত্য প্রদর্শন করে আর আল্লাহ্র প্রতি অনুরাগী হয়, আল্লাহ্ পাক উহাদের কুফরী যুগের সমুদয় পাপ ও অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিবেন। যেমন হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, মহানবী (সা.) বলিয়াছেন– ইসলাম গ্রহণ করিয়া যাহারা সুন্দর ও পুণ্যময় কাজ করিবে, তাহাদের জাহিলী যুগের কার্যকলাপ সম্পর্কে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে না। পক্ষান্তরে যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়া পাপাচারী করে তাহাদের পূর্বাপর সমস্ত পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হইবে।

বিশুদ্ধ হাদীছ শরীফে আরও উল্লেখ রহিয়াছে যে, মহানবী (সা.) বলিয়াছেন– ইসলাম গ্রহণ পূর্বেকার পাপকে মোচন করিয়া থাকে।

আলোচ্য আয়াতে وَاِنْ يَّعُوْدُوْا শব্দের মর্ম হইলঃ উহারা যদি বর্তমান ভূমিকায় অটল থাকে, উহা পরিবর্তন না করে, তবে অতীতের কাফিরগণের ক্ষেত্রে আমার যে নীতি প্রযোজ্য হইয়াছে, এই ক্ষেত্রেও সেই নীতির পুনরাবৃত্তি হইবে। আমার শাস্তি ও পরিণতি উহাদিগকে আবেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছিল।

মুজাহিদ (র.) فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْاَوَّلِيْنَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন– আল্লাহ্র এই নীতি বদরের যুদ্ধের দিন কুরায়েশগণের উপর প্রযোজ্য হইয়াছিল এবং এই জাতির অন্যান্য লোকদের বেলায়ও হইয়াছে।

সুদ্দী ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র.) বলেনঃ

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ আয়াতটি বদরের যুদ্ধ সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে।

ইমাম বুখারী (র.) বলেন ঃ আমাদের নিকট হাসান ইব্ন আবদুল আযীয (র.) ——— ইব্ন উমর (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। এক লোক ইব্ন উমরের নিকট আসিয়া বলিল– হে আবূ আবদুর রহমান! আল্লাহ্ পাকের বক্তব্য وَاِنْ طَائِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا (দুই দল ঈমানদার লোক পরস্পর লড়াই করিতেছে (৪৯ ঃ ৯)) সম্পর্কে আপনার কি অভিমত ? আপনি কি কারণে লড়াই করিতেছেন না। যেমন আল্লাহ্ তাহার কিতাবে উল্লেখ করিয়াছেন ? ইব্ন উমর (রা.) উত্তর করিলেন– হে ভ্রাতুষ্পুত্র। এই আয়াতের ব্যাখ্যা আমি ইহা করিব না যে, আমি পারস্পরিক হত্যায় লিপ্ত হইয়াছি বরং এই ব্যাখ্যাই পসন্দ করি যে, আমি ইচ্ছা করি হত্যা করিব না। কেননা আল্লাহ্ পাক وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا ("যাহারা ইচ্ছাপূর্বক ঈমানদারগণকে হত্যা করে" (৪ ঃ ৯৩)) বলিয়া সর্তকবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন।

বর্ণনাকারী বলেন, ইব্ন উমর وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ আয়াত প্রসঙ্গে বলেন– আমরা মহানবী (সা.) আমলে এই উদ্দেশ্যে লড়াই করিতাম যে, তখন ইসলাম খুব দুর্বল ছিল এবং মুসলমানদের সংখ্যা ছিল নিতান্ত কম। তখনকার দিনে

দীনের ব্যাপারে লোকদের কঠোর পরীক্ষা হইত। হয় তাহাদেরকে হত্যা করা হইত নতুবা কঠোরভাবে বন্দী করা হইত। মুসলমান সংখ্যায় বেশী হইলে এবং ইসলামের শক্তি সঞ্চয় হইলে এই ফিতনা ও পরীক্ষার অবসান হয়। লোকটি যখন দেখিল যে ইব্‌ন উমরের কথা তাহার উদ্দেশ্যের সাথে মিল রাখিতেছে না, তখন সে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করিয়া বলিল– উছমান (রা.) সম্পর্কে আপনার অভিমত কি ? ইব্‌ন উমর উত্তর করিলেন– উছমান ও আলী (রা.) সম্পর্কে আমার উক্তি একই। আল্লাহ্ পাক উছমান (রা.)-কে ক্ষমা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাকে ক্ষমা করাকে তোমরা পসন্দ কর না। অপরদিকে আলী (রা.) হইলেন মহানবী (সা.)-এর চাচাতো ভাই এবং তাহার জামাতা। অতঃপর তিনি হস্ত দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন– ঐ হইতেছে তাহার কন্যা। তোমরা তাহাকে কিভাবে দেখিতেছ ?

অপর হাদীছ ঃ আমাদের নিকট আহমদ ইব্‌ন ইউনুস (র.) – — — –যুবায়ের (রা.) বলেনঃ আমার নিকট ইব্‌ন উমর (রা.) আসিয়া বলিলেন ফিতনা অবসানের নিমিত্ত লড়াই করা সম্পর্কে আপনার অভিমত কি ? সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের (রা.) জবাব দিলেন– ফিতনা কাকে বলে তোমরা জান কি ? মহানবী (সা.) মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করিতেন। অথচ উহাদের উপর চড়াও হওয়াই ছিল ফিতনা। তোমাদের লড়াই তো দেশ বিজয়ের জন্য হয় না। উল্লেখিত বিবরণ বুখারীর বর্ণিত বিবরণের আলোকেই বর্ণিত হইয়াছে।

উবায়দুল্লাহ্ নাফি সূত্রে ইব্‌ন উমর (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়া বলেনঃ তাহার নিকট আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়ের সম্পর্কিত ফিতনার ব্যাপারে দুই ব্যক্তি আসিল। তাহারা উভয় ইব্‌ন উমর (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করিল – লোকেরা অনেক কিছু করিয়াছে। অথচ আপনি উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা.)-এর পুত্র এবং রাসূলের সাহাবী। আপনি কি কারণে ইহাতে অংশ নিতেছেন না ? ইব্‌ন উমর (রা.) উত্তর করিলেন– অংশ গ্রহণ না করিবার কারণ হইল আল্লাহ্ পাক মুসলিম ভাইর রক্ত ধারা প্রবাহিত করাকে নিষিদ্ধ করিয়াছেন। উহারা বলিল– আল্লাহ্ তা'আলা কি কুরআন পাকে একথা বলেন নাই যে, وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ইব্‌ন উমর জবাব দিলেন – আমরা লড়াই করিয়াছি, যাহার ফলে ফিতনার অবসান হইয়াছে এবং দীন পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র জন্য হইয়া গিয়াছে। আর তোমরা লড়াই করিতেছ, যাহার ফলে আরও ফিতনা সৃষ্টি হয় এবং দীন হইয়া যায় গায়রুল্লাহ্‌র জন্য। আলী ইব্‌ন যায়েদ (র.) আইউব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ লাখামী (র.) হইতে হাম্মাদ ইব্‌ন সালমা (র.) এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। লাখামী বলেন– আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.)-এর নিকট ছিলাম। এই সময় এক লোক আসিয়া বলিল, আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন পাকে

বলিয়াছেন– وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ (কিন্তু আপনারা কেন লড়াই করিতেছেন না।) ইব্‌ন উমর উত্তর করিলেন– আমরা লড়াই করিয়াছি যাহার ফলে ফিতনার অবসান হইয়াছে ও দীন আল্লাহ্‌র জন্য হইয়াছে। কিন্তু তোমরা লড়াই কর যাহার ফলে আরও ফিতনা সৃষ্টি হয় এবং দীন গায়রুল্লাহ্‌র জন্য হয়। হাম্মাদ ইব্‌ন সালমা (র.)ও অনুরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন উমর (রা.) বলেন– আমরা এবং মহানবী (সা.)-এর সাহাবীবৃন্দ লড়াই করিতাম, যাহার ফলে দীন পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র জন্য প্রতিষ্ঠিত হইত। শির্‌ক বিদূরীত হইত এবং ফিতনার কোন চিহ্ন থাকিত না। কিন্তু তুমি ও তোমার সহচরবৃন্দ যে, লড়াই করিতেছ। তাহাতে ফিতনা অধিকমাত্রায় সৃষ্টি হইতেছে এবং দীন গায়রুল্লাহ্‌র কাছে পরাজিত ও অপদস্ত হইতেছে। এই হাদীছ দুইটি ইব্‌ন মারদুরিয়াও বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ আওয়ানী (র.) আমাশ সূত্রে ইবরাহীম তাঈমী ও তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, উসামা ইব্‌ন যায়েদ বলিয়াছেন– যে, লোক লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলে আমি কখনও তাহার সাথে লড়াই করিব না। ইহা শুনিয়া সা'দ ইব্‌ন মালিক (র.) বলিল– আমি আল্লাহ্‌র নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে, যে লোক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলে আমি তাহার সাথে কখনই লড়াই করিব না। ইহা শুনিয়া এক লোক বলিল, আল্লাহ্ তা'আলা কি কুরআন মজীদে وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ঘোষণা করেন নাই ? তখন তাহারা উভয় বলিল– আমরা লড়াই করিতাম, যাহার ফলে ফিতনা ফাসাদের অবসান হইয়া পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র দীন প্রতিষ্ঠিত হইত। এই হাদীছও ইব্‌ন মারদুবিয়া (র.) বর্ণনা করিয়াছেন। যাহ্‌হাক (র.) ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়া وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ আয়াত প্রসঙ্গে বলেন– এখানে ফিতনা দ্বারা শির্‌কের কথা বুঝান হইয়াছে।

অর্থাৎ শির্‌কের অবসান না হওয়া পর্যন্ত তোমরা লড়াই করিতে থাক। আবুল আলিয়া, মুজাহিদ, হাসান, কাতাদা, রবী ইব্‌ন আনাস, সুদ্দী, মুকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র.) প্রমুখ এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র.) বলেন ঃ যুহরী (র.) উরওয়া ইব্‌ন যুবায়েরসহ আমাদের অন্যান্য আলিমগণ এই আয়াতের অর্থ এইরূপ করেন বলিয়া জানিতে পারিয়াছি যে, মুসলমানগণ তাহাদের দীনের ব্যাপারে ফিতনা ও পরীক্ষায় নিপতিত হওয়ার অবস্থার অবসান না হওয়া পর্যন্ত তোমরা লড়াই করিয়া যাও।

আর উপরোক্ত আলোচ্য وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ প্রসঙ্গে যাহ্‌হাক ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়া বলেন যে, ইহার মর্ম হইলঃ আল্লাহ্‌র তাওহীদ ও একাত্মবাদ নিরঙ্কুশ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

হাসান, কাতাদা, ও ইব্‌ন জুরাইজ (র.) বলেন ঃ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ আয়াতাংশের মর্ম হইল, সমস্ত লোক যেন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলার হইয়া যায়।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র.) বলেন ঃ ইহার মর্ম হইল আল্লাহ্র একাত্মবাদ নিরঙ্কুশভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যাহাতে শির্কের লেশ চিহ্ন মাত্র অবশিষ্ট না থাকে এবং পৌত্তলিকদের প্রতিমাগুলি পদদলিত হয়। আবদুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম (র.) বলেন ঃ وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ আয়াতাংশের মর্ম হইল দীন এমনরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যাহাতে তোমাদের দীনের সাথে কুফরীর সংমিশ্রণ না হয়। এই ব্যাখ্যারই প্রমাণ বহন করে বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীছে।

উক্ত হাদীছে মহানবী (সা.) বলিয়াছেন– মানুষ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ না বলা পর্যন্ত আমি তাহাদের সাথে লড়াই করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছি। তাহারা যখন ইহা বলিল, তখন আমার হইতে তাহাদের রক্তধারা ও ধন-সম্পদ নিরাপদ করিয়া নিল। কিন্তু ইসলামের দাবীর ক্ষেত্রে দায়-দায়িত্ব তাহাদের হিসাব-নিকাশের দায়িত্ব আল্লাহ্র উপর অর্পিত।

ঐ কিতাবদ্বয়ে আবূ মূসা আশআরী (রা.) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। মহানবীর (সা.) নিকট এক লোক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, সে খুব শৌর্যবীর্য ও সাহাসিকতার পরিচয় দিয়া লড়াই করিতেছে এবং মানুষকে দেখাইতেছে যে, সে আল্লাহ্র পথে লড়িতেছে। মহানবী (সা.) জবাব দিলেন– যে লোক আল্লাহ্র দীন ও তাহার কলেমাকে বুলন্দ ও প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে লড়াই করে তাহার লড়াই আল্লাহ্র পক্ষেই হয়।

আলোচ্য আয়াতে فَاِنِ انْتَهَوْا শব্দের তাৎপর্য হইল, উহারা যে কুফরী ও শির্কী বিষয় নিয়া তোমাদের সাথে লড়াই করিতেছে, তাহা হইতে যদি উহারা বিরত থাকে এবং লড়াই না করে, তবে তোমরাও লড়াই হইতে বিরত থাক। যদিও তোমরা উহাদের মনোভাব সম্পর্কে জ্ঞাত নহে। কিন্তু আল্লাহ্ নিশ্চয়ই উহাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা ও পুরাপুরি সজাগ। যেমন কালামে মজীদে অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ـ

("যদি উহারা তওবা করিয়া নামায আদায় করে ও যাকাত দেয়, তবে উহাদের পথ ছাড়িয়া দাও (৯ ঃ ৫)।)

অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন ঃ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ (অর্থাৎ এখন হইতে উহারা তোমাদের ভাই।)

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ـ

"ফিতনার অবসান না হওয়া পর্যন্ত উহাদের সাথে লড়াই চালাইয়া যাও। আর দীন যেন একমাত্র আল্লাহ্র জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। যদি উহারা বিরত থাকে তবে জালিম ব্যতীত আর কাহারও উপর জোর জবরদস্তি নাই (২ ঃ ১৯৩)।

বিশুদ্ধ হাদীছে বর্ণিত আছে, উসামা (রা.) এক লোকের উপর তরবারি উত্তোলন করিলে লোকটি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলিল, কিন্তু তথাপিও উসামা তাহাকে ছাড়িলেন না, তাহাকে হত্যা করিলেন। অতঃপর মহানবী (সা.)-এর নিকট এই ঘটনা উল্লেখ করিলে মহানবী (সা.) উসামাকে বলিলেন– লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলিবার পরও তুমি উহাকে হত্যা করিয়াছ ? তুমি কিয়ামতের দিন যে লোক লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলিয়াছে তাহার কলেমার কি জবাব দিবে। উসামা বলিলেন– হে আল্লাহ্র রাসূল। লোকটি নিরাপত্তা লাভের জন্য এইরূপ বলিয়াছে। হুযূর (সা.) বলিলেন– তুমি কি উহার হৃদয় চিরিয়া দেখিয়াছ। অতঃপর বারবার মহানবী (সা.) এই কথা বলিলেন– তুমি কিয়ামতের দিন এই লোকের ব্যাপারে কিরূপ জবাব দিবে ? উসামা (রা.) বলিলেন, আমার আকাংক্ষা জাগিল যে, হায় আজ যদি আমি মুসলমান হইতাম।

আলোচ্য وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰكُمْ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ আয়াতের তাৎপর্য হইল যে, যদি উহারা তোমাদের বিরোধিতায় এবং তোমাদের সাথে যুদ্ধ করিতে অটল থাকে, তবে তোমাদের চিন্তার কোন কারণ নাই। জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ই তোমাদেরকে শত্রুর মুকাবিলায় সাহায্য করিবেন। তিনি কত উত্তম অভিভাবক ও কত উত্তম সাহায্যকারী।

মুহাম্মদ ইব্ন জারীর (র.) বলেন ঃ আমাদের নিকট আবদুল ওয়ারিছ ইব্ন আবদুস সামাদ (র.) উরওয়া হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান চিঠি লিখিয়া কয়েকটি কথা উরওয়ার নিকট জানিতে চাহিলেন। সুতরাং প্রতি উত্তরে উরওয়া যে চিঠি দিয়াছিলেন, তাহা এই ঃ

"আসলামু আলাইকুম!

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্র জন্য যিনি ব্যতীত আর কোন মাবূদ নাই। তুমি আমার নিকট মহানবী (সা)-এর হিজরতের বিষয় জানিতে চাহিয়াছ। আমি তোমাকে জানাইতেছি যে সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। মহানবী (সা.)-এর মক্কা হইতে মদীনায় যাওয়ার কারণ হইল যে আল্লাহ্ পাক তাহাকে নবূওয়াতী দান করিয়াছেন, তিনি তাহার উত্তম প্রভু, উত্তম অভিভাবকও উত্তম বন্ধু। আল্লাহ্ পাক তাহাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমরা জান্নাতে তাহার উজ্জ্বল চেহারা দর্শন করিব। আমরা তাহার মতাদর্শের উপর জীবিত থাকিতে চাই এবং তাহার মতাদর্শের উপর মৃত্যু হওয়া ও পরকালে উত্থিত হওয়ার কামনা করি। নবূওয়াতী প্রাপ্ত হইয়া তিনি যখন মানুষকে আল্লাহ্র হিদায়েত ও নূরের দিকে আহ্বান জানাইলেন, প্রথমত কেহই তাহার আহ্বানে সাড়া দিল না। তাহাদের গুমরাহী ও

পথভ্রষ্টতার কথা শুনিত কিন্তু আমল দিত না। ধনাঢ্য কুরায়েশ লোকগণ তায়েফ হইতে মক্কায় আসিয়াও এই আহ্বান শুনিয়াছিল. কিন্তু তাহারাও গ্রহণ করিল না। কোন লোক মুসলমান হইলে তাহার প্রতি নানাভাবে জুলুম আত্যাচার করা হইত। মহানবী (সা.)-এর কথাকে তাহারা আদৌ পসন্দ করিত না। বরং কোন লোক তাহার আনুগত্য করিলে তাহাকে পথভ্রষ্ট করিত। সাধারণ লোকজন তাহাকে বর্জন করিল। কিন্তু আল্লাহ্‌র হিফাজতে যাহারা ছিল তাহারাই রহিয়া গেল। ইহারা সংখ্যায় ছিল অতি অল্প। অতঃপর নেতৃবৃন্দ মহানবী (সা.)-এর পিছনে লাগিয়া গেল। তাহাদের ছেলে-সন্তান, ভাই-ভগ্নি ও স্বগোত্রীয়দের মধ্যে যাহারাই মহানবীর আনুগত্য করিত, তাহাদেরকেই আল্লাহ্‌র দীনের ব্যাপারে কঠোর পরীক্ষায় জড়াইয়া ফেলা হইত। এই পরীক্ষা ছিল খুবই ভয়াবহ বা খুবই মর্মান্তিক। যে জড়াইয়া পড়িত তাহার সব কিছু শেষ হইত এই বলিয়া আল্লাহ্ যাহাকে হিফাজত করিতেন: সেই রক্ষা পাইত। সুতরাং মুসলমানদের সাথে এমনি মর্মান্তিক দুর্ব্যবহার চলিতে থাকিলে মহানবী (সা.) অতিষ্ঠ হইয়া সহকর্মী ও মুসলমানদের কল্যাণের কথা চিন্তা করিয়া তাহাদেরকে আবিসিনিয়ায় হিজরত করিতে নির্দেশ দিলেন।

আবিসিনিয়ার বাদশাহ ছিল খুব পুণ্যবান লোক। তিনি নাজ্জাশী নামে খ্যাত ছিলেন। দেশের কোন লোকের উপর জুলুম করিতেন না। আর এই জন্য তিনি সকলের প্রশংসার পাত্র ছিল। আবিসিনিয়া দেশটি ছিল মক্কার কুরায়েশদের বাণিজ্যস্থল। তাহারা সেখানে গিয়া ব্যবসা বাণিজ্য করিত এবং ব্যবসায়িগণ সেখানে ঘরবাড়িও বানাইয়াছিল। সেখানে খাদ্য-শষ্য ও নিরাপত্তার কোনই অভাব ছিল না। উহা একটি সুন্দরতম বাণিজ্যিক কেন্দ্র ছিল। সুতরাং মহানবী (সা.)-এর নির্দেশক্রমে মক্কায় যাহাদের প্রতি জুলুম অত্যাচার হইত এবং যাহাদের জীবন আশংকাময় ছিল, তাহারা আবিসিনিয়ায় চলিয়া গেল। মুসলমানগণ সেখানে স্থায়ীরূপে বসতি স্থাপন করে নাই। বরং কয়েক বৎসর সেখানে অবস্থান করিয়াছিল। অতঃপর তাহাদের দ্বারা সেখানেও ইসলাম প্রসার লাভ করিল এবং তথাকার গণ্যমান্য ও নেতৃস্থানীয় লোকেরাও ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। মক্কার কাফিরগণ এই অবস্থা অবলোকন করিয়া তাহাদের নির্যাতনের মাত্রা কমাইয়া দিল। মহানবী (সা.) এবং তাহার অনুসারিগণকে কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবার সুযোগ দিল। ইহাই ছিল পহেলা ফিতনা। এই পহেলা ফিতনাটি ছিল সাহাবীদের আবিসিনিয়ায় হিজরত করার পূর্বে। সুতরাং যাহারা মাতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া আবিসিনিয়ায় গিয়াছিল তাহারা মক্কা হইতে আবিসিনিয়ায় আগত সাহাবীদের নিকট মক্কার অবস্থা ও পরিবেশ স্বাভাবিক

হওয়ার কথা শ্রবণ করিয়া পুনরায় মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিল। তাহারা আসিয়া নিরাপদে জীবন যাপন করিতে লাগিল। এদিকে ইসলাম প্রসারতা লাভ করিয়া দিন দিন তাহার অনুসারীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছিল। অপরদিকে মদীনায়ও ইসলামের প্রসার ঘটিল। মদীনার অনেক আনসার লোক আসিয়া স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করিয়া মহানবী (সা.)-এর আনুগত্য গ্রহণ করিল। মক্কায় রাসূলের নিকট মদীনার লোকদের আনাগোনা শুরু হইয়া গেল। জনগণের মধ্যে ইসলামের এহেন বিপুল সাড়া লক্ষ্য করিয়া কুরায়েশগণ আবার কুটিলতা শুরু করিয়াছিল। তাহারা পরস্পর পরামর্শ করিয়া মুসলমানদের প্রতি আবার জুলুম নির্যাতন করার সিদ্ধান্ত নিল। অতঃপর মুসলমানদেরকে ধরিয়া নিয়া বন্দী করিত এবং তাহাদের উপর নানারূপ কঠোর শাস্তি ও নির্যাতন চালাইতে লাগিল। ইহাকেই বলা হয় সর্বশেষ ফিতনা বা সর্বশেষ পরীক্ষা। সুতরাং এখানে ফিতনা বা পরীক্ষা দুই পর্যায়ে বিভক্ত। পহেলা ফিতনাটির ফলে মহানবী (সা.) মুসলমানদেরকে আবিসিনিয়ায় হিজরত করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। অতঃপর মহানবী (সা.)-এর অনুমতিক্রমেই আবার মুসলমানগণ মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল। দ্বিতীয় ফিতনাটি ছিল আবিসিনিয়া হইতে মুসলমানদের মক্কায় প্রত্যাবর্তন করার পর। কুরায়েশগণ দেখিতে পাইল যে মদীনা হইতেও লোক আসিয়া ইসলাম গ্রহণ করিতেছে। অতঃপর মদীনা হইতে সত্তরজন নেতৃস্থানীয় লোক আসিয়া মহানবী (সা.)-এর হাতে বায়আত হইয়া ইসলামে দীক্ষা নিয়াছিল। উহারা পুনরায় হজ্জের মৌসুমে মক্কায় আসিয়া মহানবীর সাথে সাক্ষাত করিল এবং তাহার নিকট নূতনভাবে শপথ ও অঙ্গীকার করিয়া বলিল– আমরা আপনার এবং আপনি আমাদের। আপনার সাহাবীদের মধ্যে আমাদের কাছে কেহ আসিলে আমরা তাহাদেরকে ধনপ্রাণ দিয়া সাহায্য করিব এবং নির্যাতন হইতে রক্ষা করিব। আমরা আপনাকেও উহাদের অত্যাচার ও নির্যাতন হইতে নিরাপদ রাখিব। কুরায়েশগণ ইহা অবগত হইয়া তাহাদের নির্যাতনের মাত্রা পুনরায় দ্বিগুণ বাড়াইয়া দিল। সুতরাং মহানবী (সা.) অতিষ্ঠ হইয়া আবার তাহার সাহাবীগণকে মদীনায় হিজরত করিবার নির্দেশ প্রদান করিলেন। ইহাই হইল সর্বশেষ ফিতনা। যাহার ফলে খোদ মহানবী (সা.) এবং তাহার সাহাবাগণ মাতৃভূমি মক্কা ত্যাগ করিয়া মদীনায় যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই মর্মান্তিক অবস্থার প্রতি ইংগিত করিয়াই আল্লাহ্ পাক وَقَاتِلُوهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছেন।

অতঃপর ইউনুস ইবন আবদুল আলা (র.) — — — –উরওয়া ইব্‌ন যুবায়ের হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে উরওয়া ওয়ালীদ ইবন আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানের নিকট এইরূপ পত্রই লিখিয়াছিলে। উরওয়া হইতে বর্ণিত এই বিবরণ সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ।

দশম পারা

(٤١) وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ۭ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

৪১. তোমরা আরও জানিয়া রাখ যে, যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্‌র, তাঁহার রাসূলের, রাসূলের স্বজনদিগের, ইয়াতীমদের, মিসকীনদের এবং পথচারীদের জন্য। যদি তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ঈমান রাখ। আর ঈমান রাখ আমার বান্দার মীমাংসা করার দিন যাহা অবতীর্ণ করিয়াছি তাহাতে। সেদিন দুই দল পরস্পর মুখামুখী হইয়াছিল– আল্লাহ্ প্রতিটি বস্তুর উপর শক্তিমান।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ পাক সমগ্র উম্মতের মধ্যে একমাত্র উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য যুদ্ধলব্ধ ধন-সম্পদকে (গনীমত) বিশেষরূপে বৈধ করার কথা বর্ণনা করিয়াছেন। সশস্ত্র যুদ্ধ দ্বারা অমুসলিমদের হইতে যে ধন-সম্পদ ও মালামাল লাভ হয় তাহাকে গনীমত বলা হয়। আর বিনা যুদ্ধে উহাদের হইতে যাহা লাভ হয় তাহাকে "ফায়" বলা হয়। যেমন সন্ধিসূত্রে প্রাপ্ত ধন-সম্পদ, উত্তরাধিকারীহীন অবস্থায় মরিয়া যাওয়া লোকদের ধন-সম্পদ ও বিষয়-সম্পত্তি, জিযিয়া, খিরাজ এবং এই ধরনের অন্যান্য ধন-সম্পদ।

ইমাম শাফিঈ (র.) সহ সেকালের আলিমগণের ইহাই অভিমত। কতক আলিমের মতে গনীমত ও ফায় একই বস্তু। অর্থাৎ যাহাকে গনীমত বলা হয় তাহাই ফায় এবং যাহাকে ফায়ের সম্পদ বলা হয় তাহাকেই গনীমতের সম্পদ বলিয়া থাকেন। এজন্যই কাতাদা (র.) এই আয়াত দ্বারা সূরা হাশরের مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى আয়াতকে রদ্ করা হইয়াছে (মনসূখ) বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। উল্লেখিত আয়াতে গনীমতের চার-পঞ্চমাংশকে মুজাহিদগণের স্বত্ব ও অধিকার এবং এক-পঞ্চমাংশকে আয়াতে বর্ণিত বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বণ্টন করিবার কথা বর্ণিত হইয়াছে।

অবশ্য এই আয়াত দ্বারা সূরা হাশরের আয়াতটি বাতিল হওয়ার অভিমতটি গ্রহণ যোগ্য নয়। কেননা এই আয়াত বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পরই অবতীর্ণ হইয়াছে।

সূরা হাশরের আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে মদীনার বনী নজীর সম্প্রদায়কে উপলক্ষ করিয়া। বনী নজীর সম্প্রদায়ের সাথের ঘটনা যে বদরের যুদ্ধের পর হইয়াছে তাহাতে কোনই সন্দেহের অবকাশ নাই। ইতিহাস ও জীবনী লেখকের সকল পণ্ডিতগণই এ বিষয় একমত। যাহারা ফায় ও গনীমতের অর্থের মধ্যে পার্থক্য করেন, তাহাদের মতে সূরা হাশরের আয়াতে ফায়ের সম্পদের কথা বিবৃত হইয়াছে। এই আয়াতে বিবৃত হইয়াছে গনীমতের সম্পদের কথা। যাহারা গনীমত ও ফায়ের সম্পদকে সমকালীন ইমাম বা রাষ্ট্রপতির দায়িত্বে তাহার ইচ্ছা মাফিক বণ্টনের প্রবক্তা, তাহারা বলেন, সূরা হাশরের আয়াত ও এই আয়াতের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই।

আলোচ্য উল্লেখিত وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ আয়াতে গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ রাখার জন্য তাকিদ করা হইয়াছে। উহা অল্প হউক বা বেশী হউক একটি সূঁচ ও এক গছি সূতাও হউক, তবুও এক-পঞ্চমাংশ পৃথক করিয়া রাখার কথা বলা হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্য এক আয়াতে বলিয়াছেন ঃ

وَمَنْ يَّغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ -

"যাহারা গনীমতের সম্পদ অন্যায়ভাবে হরণ করে তাহারা কিয়ামতের দিন উহা লইয়াই সমুপস্থিত হইবে। অতঃপর প্রত্যেক লোককে তাহার কৃতকর্মের প্রতিদান দেওয়া হইবে। তাহাদের প্রতি অন্যায় করা হইবে না" (৩ ঃ ১৬১)।

আবূ জা'ফর রাযী' (র.) রবী সূত্রে আবুল আলীয়ার উদ্ধৃতি দিয়া বলেন ঃ মহানবী (সা.)-এর নিকট গনীমতের সম্পদ উপস্থিত করা হইলে তিনি উহা পাঁচভাগ করিয়া চারি-পঞ্চমাংশকে আলাদা করিয়া এক-পঞ্চমাংশ নিজে নিতেন উহা হইতে একমুষ্টি ভর যাহা হয়, তাহা উঠাই কা'বাঘরে রাখিয়া দিতেন। ইহাই হইল আল্লাহ্‌র অংশ। অতঃপর অবশিষ্ট সম্পদকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিতেন। উহার এক অংশ রাসূলের, এক অংশ আত্মীয়দের, এক অংশ ইয়াতীমদের, এক অংশ মিসকীনদের এবং আর এক অংশ পথচারীদের জন্য রাখিয়া দেওয়া হইত। অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ বলেন ঃ এখানে মূলত বরকতের জন্যই আল্লাহ্‌র জন্য ও রাসূলের জন্য বলা হইয়াছে।

যাহ্হাক (র.) বলেন ঃ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলিয়াছেন– মহানবী (সা.) নিজে না নিয়া সেনাবাহিনীর কোন উপদলকে যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করিলে তাহাদের আনীত গনীমতকে পাঁচভাগে ভাগ করিতেন। এবং এক-পঞ্চমাংশকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিতেন। অতঃপর ইব্‌ন আব্বাস (রা.) وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ আয়াত পাঠ করিলেন। এখানে আল্লাহ্‌র জন্য এক-পঞ্চমাংশের কথাকে কালামের সূচনা করার জন্য বলা হইয়াছে। নতুবা আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত সম্পদের সার্বভৌম মালিকানা তাহার। সুতরাং আল্লাহ্ এবং তাহার রাসূলের অংশকে

একক অংশ করা হইয়াছে। ইবরাহীম নাখঈ (র.) এইরূপ কথাই হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হানফীয়া, হাসান বসরী, আতা ইব্‌ন আবূ রিবাহ্, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন, বুরায়দা, কাতাদা মুগীরাসহ অনেকের নিকট হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহ্ এবং তাহার রাসূলের অংশ একই। এই মতবাদের সমর্থনে ইমাম হাফিজ আবূ বকর বায়হাকী বিশুদ্ধ সনদে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন শাকীক (র.) হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

এক লোক বলেন আমি "ওয়াদীউল কুরায়ে" মহানবী (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হইলাম। তখন তিনি অশ্বের পৃষ্ঠে উপবিষ্ট ছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম– হে আল্লাহ্‌র রাসূল! গনীমতের সম্পদ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি ? মহানবী (সা.) উত্তর করিলেন– উহার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্‌র জন্য এবং অবশিষ্ট চারি অংশ সেনাবাহিনীর জন্য। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, কাহারও জন্য অতিরিক্ত কিছু নেওয়া যাইবে কিনা ? হুযূর (সা.) উত্তর করিলেন– কিছুই নয়। তোমার দেহ হইতে যে তীরটি খুলিয়া আনিবে উহার অধিকারও তোমার মুসলিম ভাইর চেয়ে বেশী তোমার নাই।

ইব্‌ন জারীর (র.) বলেন ঃ আমাদের নিকট ইমরান ইব্‌ন মূসা (র.)---হাসান (র.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হাসান (র.) তাহার সম্পদের এক-পঞ্চমাংশের জন্য ওসীয়াত করিয়াছেন। অতঃপর বলিয়াছেন, আমি কি সেই অংশটির ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকিব না, যাহা আল্লাহ্ পাক নিজের জন্য রাখিয়াছেন।

এ বিষয় ইমামদের মধ্যে মতবিরোধ রহিয়াছে। আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র.) ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলিয়াছেন ঃ গনীমতের সম্পদ পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হইত। উহার চারিভাগ যাহারা লড়াইয়ে অংশ গ্রহণ করিয়াছে তাহাদিগকে দেওয়া হইত। আর একভাগকে চারি অংশে ভাগ করিয়া একাংশ আল্লাহ্ ও রাসূলের জন্য রাখা হইত। যাহা আল্লাহ্ ও তাহার রাসূলের জন্য হইত উহা রাসূলের আত্মীয়-স্বজনের জন্য হইত। মহানবী (সা.) এক-পঞ্চমাংশ হইতে কিছুই গ্রহণ করিতেন না।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র.) বলেন ঃ আমাদের নিকট আমার পিতা---- আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায়দা (রা.) হইতে وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُوْلِ আয়াত প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ যাহা আল্লাহ্‌র জন্য রাখা হইয়াছে উহা তাহার নবীর জন্য, আর যাহা রাসূলের জন্য রাখা হইয়াছ, উহা তাহার স্ত্রীগণের জন্য। আবদুল মালিক ইব্‌ন আবূ সুলায়মান (র.) আতা ইব্‌ন আবূ রিবাহ হইতে বর্ণনা করেন– আল্লাহ্ এবং তাহার রাসূলের জন্য যে এক-পঞ্চমাংশ রাখা হইয়াছে তাহা দ্বারা একই অংশ বুঝায়। ইহাকে মহানবী (সা.) ইচ্ছা মাফিক ব্যবহার করিতে পারিতেন। আল্লাহ্ এই এক-পঞ্চমাংশকে তাহার নবীর ইচ্ছা মাফিক ব্যবহারাধীন করিয়া দিয়াছেন। তিনি তাহার উম্মতগণের মধ্যে যেরূপ ইচ্ছা বণ্টন করিবেন। ইমাম আহমদ (র.) বর্ণিত হাদীছে এই মতবাদের অভিমত বিদ্যমান। ইমাম আহমদ (র.) বলেন ঃ

আমাদের নিকট ইসহাক ইব্‌ন ঈসা (র.)----মিকদাদ ইব্‌ন মাআদিকারব কিন্দী (র.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি উবাদা ইব্‌ন সামিত, আবূ দারদা, হারিছ ইব্‌ন মুআবিয়া কিন্দী প্রমুখের সাথে একত্রে কোন একস্থানে বসা ছিলেন। তাহারা পরস্পরে মহানবীর হাদীছ নিয়া আলোচনা করিতেছিলেন। সুতরাং এই মুহূর্তে আবূ দারদা উবাদার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন– হে উবাদা! মহানবী (সা.) অমুক অমুক যুদ্ধে গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ বিষয় কি কথা রাখিয়াছেন। উবাদা জবাব দিলেন– মহানবী (সা.) অমুক যুদ্ধে একটি উষ্ট্রের আড়ালে থাকিয়া সাহাবীগণকে নামায পড়াইয়া ছিলেন। সালাম ফিরাইয়া মহানবী দাঁড়াইয়া গেলেন এবং উষ্ট্রটির দেহ হইতে কিছু পশম হাতে নিয়া বলিলেন– ইহাও তোমাদের গনীমতের সম্পদ। এই পশমের উপর আমার কোন হক নাই, অংশ নাই। আমার অংশ তোমাদের সাথেই এক-পঞ্চমাংশ। আর এই এক-পঞ্চমাংশের সম্পদও তোমাদের মধ্যে বিতরণ করি। সুতরাং ছোট হউক বড় হউক একটি সুঁচ বা সূঁতা হইলেও তাহা তোমরা যথাস্থানে উপস্থিত করিবে। অন্যায়ভাবে গোপন করিয়া রাখিবে না, খিয়ানত করিবে না। খিয়ানত হইল লজ্জা পাওয়ার করণ এবং গনীমতের সম্পদ অন্যায়ভাবে হরণকারীর জন্য রহিয়াছে ইহকাল পরকালে আগুনের শাস্তি। আর নিকটতম দূরতম সকল লোকদের সাথে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করিয়া যাও। আল্লাহ্‌র পথে কোন ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনার দিকে লক্ষ্য করিবে না। দেশে বিদেশ সকল অবস্থায় আল্লাহ্ প্রদত্ত সীমারেখাকে প্রতিষ্ঠিত কর, মানিয়া চল। আর আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করিতে থাক। জিহাদ হইল জান্নাতের দরজাসমূহের মধ্যে বিরাট দরজা। জিহাদ দ্বারা দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। এই হাদীছটি "হাসান" হাদীছ সিহাহ্ সাত্তাহ্‌র কোন কিতাবেই-উল্লেখিত সনদে আমি দেখি নাই। কিন্তু ইমাম আহমদ (র.) ও এই হাদীছকে বর্ণনা করিয়াছেন।

আর ইমাম আবূ দাউদ ও নাসাঈ (র.) আমর ইব্‌ন শুআইব, তাহার পিতা, তাহার দাদা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা.) মহানবী (সা.) হইতে অনুরূপ এক-পঞ্চমংশের ঘটনা ও গনীমত খিয়ানতের নিষিদ্ধতার বিবরণ সম্বলিত এক হাদীছ বর্ণনা করিয়াছে।

আমর ইব্‌ন আনসীয়া হইতে বর্ণিত রহিয়াছে, যে মহানবী (সা.) একটি উষ্ট্রের আড়ালে থাকিয়া সাহাবীগণকে নামায পড়াইয়া ছিলেন। সালাম ফিরাইবার পর সেই উষ্ট্রটির দেহ হইতে কিছু পশম হাতে নিয়া বলিলেন– তোমাদের গনীমতের সম্পদ হইতে ইহার ন্যায় সম্পদও এক-পঞ্চমাংশ ব্যতীত আমার জন্য বৈধ নহে। আর এক-পঞ্চমাংশও তোমাদের মধ্যেই বিতরণ করা হয়। এই হাদীছেরও বর্ণনাকারী হইলেন ইমাম আবূ দাউদ ও নাসাঈ।

মহানবী (সা.) গনীমতের সম্পদ হইতে নিজের জন্য গোলাম বা দাসী বা ঘোড়া অথবা তরবারি ইত্যাদি দ্রব সামগ্রী নির্বাচন করিতেন। যেমন ইহার সমর্থনে মুহাম্মদ

ইব্ন সিরীন ও আমির শাবী (র.) বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহাদিগকে অনুসরণ করিয়া বহু আলিম হইতে হাদীছ বর্ণিত রহিয়াছে।

ইমাম আহমদ ও তিরমিযীর বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন – বদরের যুদ্ধের দিন "যুলফিকার" তরবারি গনীমতরূপে মহানবী (সা.) নিকট আসিয়া ছিল। ইহা সেই তরবারি ছিল, যে বিষয় উহুদের দিন স্বপ্ন দেখা হইয়াছিল।

আয়িশা (রা.) বলেন- মহানবী (সা.)-এর স্ত্রী সুফিয়া (রা.)-কে এইভাবে অর্থাৎ গনীমতের সম্পদরূপে মহানবী (সা.) পাইয়াছিলেন। ইমাম আবূ দাউদ তাহার সুনানে এই হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আবূ দাউদ (র.) তাহার সুনানে আয়িশা (রা.) বর্ণিত হাদীছ উদ্বৃত করেন এবং ইমাম তিরমিযী (র.) ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.) হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ বলেন–

আমি গোশালায় বসা ছিলাম। হঠাৎ এক লোক হাতে এক খণ্ড চামড়া নিয়া আমার নিকট প্রবেশ করিল। চামড়া খণ্ড পাঠ করিয়া দেখিতে পাইলাম যে উহাতে এই কথা লেখা রহিয়াছে– "মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্র পক্ষ হইতে বনী যুহাইব ইব্ন কায়েসের নিকট। তোমরা যদি মনে প্রাণে এই সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মাবূদ নাই, মুহাম্মদ তাহার প্রেরিত রাসূল। নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও। আর গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ আদায় কর এবং নবীর অংশ এবং বন্ধুদের অংশ দিয়া দাও, তবে তুমি আল্লাহ্ ও তাহার রাসূলের নিরাপত্তাধীন হইয়া গেলে।" আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম– তোমাকে ইহা কে লিখিয়া দিয়াছে। উত্তর করিল– মহানবী (সা.)।

এই সব হাদীছসমূহ দ্বারা আমাদের উল্লেখিত অভিষ্ট লক্ষ প্রমাণিত হয়। এজন্যই অনেক লোকে বলিয়াছেন যে ইহা বিশেষভাবে মহানবী (সা.)-এর জন্যই ছিল। আল্লাহ্ তাহার প্রতি সালাম ও রহমত বর্ষণ করুন।

অন্যান্য ইমামগণের অভিমত হইল, গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ সমসামীয়ক ইমাম বা রাষ্ট্রপতিগণের ব্যবহারাধীনে থাকিবে। সে মুসলমানদের কল্যাণমূলক কাজে ইহা ব্যবহার করিবে। যেমন 'ফায়'-এর সম্পদ ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমাদের শায়খ ইমাম ইব্ন তাইমিয়া (র.) বলেন, ইমাম মালিক (র.) সহ পূর্ববর্তী অধিকাংশ আলিমগণ এই অভিমতেরই প্রবক্তা এবং সমস্ত অভিমতের মধ্যে ইহাই সঠিক। এই বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ার পর আমাদের এখন অবগত হওয়া উচিত যে গনীমতের সম্পদ হইতে মহানবীর জন্য যে এক-পঞ্চমাংশ সংরক্ষিত রহিয়াছে, উহা তাহার ইন্তিকালের পর কিরূপে ব্যবহার হইবে। এই বিষয়ও ইমামগণ হইতে বিভিন্ন অভিমতের উল্লেখ পাওয়া যায়।

কতক লোকের অভিমত হইল– ইহা সমসাময়িক ইমাম বা খলীফাতুল মুসলিমীন ব্যবহার করিবেন। আবূ বকর, আলী (রা.), কাতাদা (র.) সহ এক জামাআত লোক হইতে এইরূপ অভিমত বর্ণিত হইয়াছে। আর ইহার সমর্থনে "মারফূ" সনদ বিশিষ্ট হাদীছও বর্তমান। অন্যান্য লোকদের অভিমত হইল, ইহা মুসলমানদের সাধারণ কল্যাণমূলক কাজে ব্যয়িত হইবে। কতক লোকের মতে ইহা আয়াতে উল্লেখিত অবশিষ্ট শ্রেণীগুলির মধ্যে বিতরণ করিতে হইবে। যেমন ইয়াতীম মিসকীন, মহানবী (সা.)-এর আত্মীয় এবং পথচারী লোকগণ। ইব্ন জারীর (র.) এই মতবাদকেই গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইরাকের একদল আলিম এই অভিমত পোষণ করেন। এই অভিমতও প্রকাশ করা হইয়াছে যে, গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ সমুদয়ই মহানবী (সা.)-এর আত্মীয়দের হক এবং তাহারাই ইহা ভোগ করিবার আসল অধিকারী। যেমন ইব্ন জারীর (র.) বর্ণনা করেন ঃ

আমাদের নিকট হারিছ (র.)– — ----মিনহাল ইব্ন আমর বলেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আলী, আলী ইব্ন হুসাইনের নিকট গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা উভয়ই উত্তর করিলেন– উহা আমাদের হক। মিনহাল বলেন ঃ অতঃপর আমি আলীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আল্লাহ্ পাক কুরআনে ইয়াতীম, মিসকীন ও পথচারীদের কথা বলিয়াছেন, তাহারা কি উহা পাইবে না ? তাহারা উভয় উত্তর করিলেন– উহা দ্বারা আমাদের ইয়াতীমগণ এবং আমাদের মিসকীনগণকে বুঝান হইয়াছে। তাহারাই উহা ভোগ করিবে।

সুফিয়ান ছাওরী, আবূ নুআইম ও আবূ উসামা (র.) কায়েস ইব্ন মুসলিম (র.) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি হাসান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হানফীয়া (র.) নিকট وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ আয়াত প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিলেন– এখানে আল্লাহ্র অংশটির কথা উল্লেখ করিয়া কালাম উদ্বোধন করিয়াছেন মাত্র। নতুবা ইহকাল ও পরকাল সব কিছুর সার্বভৌম মালিকানা আল্লাহ্র।

অতঃপর এই দুইটি অংশ লইয়া মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর মানুষের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হইল। কতক লোকে বলিলেন এই অংশ দুইটি তাঁহার পরবর্তী খলীফা ভোগ করিবেন। কতকে বলিলেন– মহানবী (সা.)-এর আত্মীয়-স্বজনগণ ভোগ করিবেন। কতকে বলিলেন– আত্মীয়দের অংশটি খলীফার আত্মীয়গণ ভোগ করিবেন। অতঃপর সকলে একমত হইয়া এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন যে, আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম অস্ত্র-শস্ত্র, যানবাহন ইত্যাদি সংগ্রহ করার কাজে এই দুই অংশের সম্পদ ব্যবহার হইবে। সুতরাং আবূ বকর ও উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে এইরূপই হইয়াছিল। আ'মাশ (র.) ইবরাহীম হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ বকর ও উমর (রা.)-এর উভয়ই তাহাদের খিলাফতকালে জিহাদের অস্ত্রশস্ত্র

সংগ্রহ করার কাজে এই দুই অংশের অর্থ ব্যয় করিতেন। সুতরাং আমি ইবরাহীম (র.)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, এই বিষয় আলী (রা.)-এর অভিমত কি ? তিনি উত্তর করিলেন– তিনি এই বিষয় খুবই কঠোর। বহু সংখ্যক আলিম এই মতবাদেরই প্রবক্তা।

তবে আত্মীয়-স্বজনের অংশটি বনী হাশিম ও বনী মুত্তালিব গোত্রের লোকগণকে প্রদান করা হইত। কেননা বনী মুত্তালিব গোত্রের লোকগণ বনী হাশিম গোত্রের লোকদিগকে জাহিলী যুগে ও ইসলামের প্রথম দিকে সর্বকাজে সহযোগিতা প্রদান করিত। উহাদের সাথে মহানবী (সা.)-এর এবং মুসলমানদের সহযোগিতার জন্য শোকে আবূ তালিব ও তাহারা বন্দী হইয়াছিল। তাহারা আল্লাহ্ এবং রাসূলের আনুগত্য করিয়াছিল। বংশীয় ও আত্মীয়তার সম্পর্কের খাতিরে এবং আবূ তালিবের কথা মানিয়া উহাদের কাফিরগণও মুসলমানদের সহযোগিতা করিয়াছিল। পক্ষান্তরে বনী আব্দ শামস এবং বনী নওয়াফিল গোত্রের লোকগণ যদিও মহানবী (সা.)-এর সম্পর্কে চাচাতো ভাই হইত বটে, কিন্তু তাহারা এ ব্যাপারে আদৌ কোনরূপ সহযোগিতা প্রর্দশন করে নাই। বরং তাঁহার বিরুদ্ধে তাহারা যুদ্ধ করিয়াছে, কুরায়েশগণকে রাসূলের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছে এবং যুদ্ধ করিবার জন্য লেলাইয়া দিয়াছে। এই জন্যই আবূ তালিব তাঁহার সুদীর্ঘ কবিতায় উহাদের কঠোর নিন্দাবাদ করিয়াছেন। যেমন তিনি তাহার ভাষায় কবিতার এক স্থানে বলিয়াছেন ঃ

جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا * عقوبة شر عاجل غير اجل

بميزان قسط لايخيس شعيرة * له شاهد من نفسه غير عائل

لقد سفهت احلام قوم تبدلوا * بنى خلف قيضا بنا والعياطيل

ونحن الصميم من ذوابة هاشم * وال قصى فى الخطوب الاوائل

"আল্লাহ্ পাক আব্দ শামস ও নওয়াফিলদের ন্যায় বিচার করুন। তাহাদের উপর আল্লাহ্র নিকৃষ্টতম শাস্তি আপতিত হউক। উহারা স্বগোত্রীয় লোকদের উপর অত্যাচার করিয়াছে। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে নাই। উহারা নিজেরাই ইহার বাস্তব প্রমাণ। উহারা ভদ্রতাও রক্ষা করে নাই। উহারা জাতির স্বার্থকে বিপন্ন করিয়া নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়াছে। বনী খালফের লোকেরা আমাদের সাথে ঝগড়া বিবাদ করিয়াছে এবং আমাদের সাথে হিংসা ও দম্ভে লিপ্ত। অথচ আমরাই হাশিম গোত্রের মূল উদ্দেশ্য এবং জাতীয় মেরুদণ্ডকে স্থির রাখিয়াছি, সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। আর কুসাই বংশের শান ও মর্যাদাকে রক্ষা করিয়াছি।)

যুবায়ের ইব্ন মুতয়িম ইব্ন আদী ইব্ন নওফিল (র.) বলেন– আমরা উছমান ইব্ন আফ্ফান অর্থাৎ ইব্ন আবুল আস ইব্ন উমাইয়া ইব্ন আব্দ শামসের সাথে মহানবী (সা.)-এর নিকট গমন করিলাম। অতঃপর আমরা বলিলাম– হে আল্লাহ্র রাসূল। আপনি বনী মুত্তালিব গোত্রের লোকদিগকে খায়বর যুদ্ধে প্রাপ্ত গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ হইতে বিষয় সম্পদ দান করিয়াছেন এবং আমাদেরকে পরিহার করিয়াছেন। অথচ আমরা এবং তাহারা আপনার নিকট বংশীয় মর্যাদায় একই। মহানবী (সা.) উত্তর করিলেন– বনী হাশিম গোত্র ও বনী মুত্তালিব গোত্র একই বস্তু, দুই নয়। ইমাম মুসলিম (র.) ইহার বর্ণনাকারী। এই হাদীছ কোন কোন বর্ণনায় এইরূপ উল্লেখ রহিয়াছে যে, তাহারা আমাদের মধ্যে জাহিলী যুগে ও ইসলামীযুগের কোন সময়ই ব্যবধান সৃষ্টি করে নাই। জমহূর উলামায়ে কিরামের মতেও বনী হাশিম ও বনী মুত্তালিব অভিন্ন সম্প্রদায়।

ইব্ন জারীর (র.) ও অন্যান্য লোকের অভিমত যে গনীমত পাওয়ার অধিকারী বনী হাশিম গোত্রের লোকগণ। খুসাইফ (র.) মুজাহিদ হইতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্ পাক বনী হাশিম গোত্রের মধ্যে ফকীর-মিসকীন থাকিবে একথা পূর্বাহ্নেই অবগত হইয়া তাহাদের জন্য যাকাতের স্থলে গনীমতের এক-পঞ্চমাংশের ব্যবস্থা করিয়াছেন। মুজাহিদ হইতে আর এক বর্ণনায় উল্লেখ রহিয়াছে যে, যাহাদের জন্য যাকাতের মাল আহার করা হারাম তাহারা হইলেন রাসূলের আত্মীয়-স্বজন। আলী ইব্ন হুসাইন হইতেও এইরূপ বর্ণিত রহিয়াছে। ইব্ন জারীর ও অন্যান্যরা বলেন– শুধু আত্মীয়-স্বজনই নহে বরং সমস্ত কুরায়েশদের জন্য যাকাতের মাল আহার করা হারাম। আমার নিকট ইউনুস ইব্ন আবদুল আলা, আবদুল্লাহ্ ইব্ন নাফি আবূ মা'শার ও সাঈদুল মুকরিবী ধারাবাহিকভাবে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। সাঈদুল মুকরিবী বলেন– নজদা (র.) ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর নিকট আত্মীয়-স্বজন কাহারা, এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া এক পত্র লিখিলে ইব্ন আব্বাস প্রতিউত্তরে লিখিলেন যে– আমরা বলি, আমরাই রাসূলের আত্মীয়-স্বজন। কিন্তু আমাদের সম্প্রদায়ের লোকগণ স্বীকার করেন না। তাহারা বলেন কুরায়েশের সমস্ত লোকই মহানবী (সা.)-এর আত্মীয়-স্বজন। এই হাদীছটি বিশুদ্ধ। মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, এই হাদীছটি সাঈদ মুকরিবী (র.) ইয়াযীদ ইব্ন হারমুয হইতে এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে নজদা (র.) ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর নিকট আত্মীয়-স্বজন কাহারা এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া পত্র লিখিয়া ছিলেন। অতঃপর তাহারা "আমাদের সম্প্রদায় ইহা অস্বীকার করে" এই পর্যন্ত উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাদের বর্ণিত সনদে আবূ মা'শার নজীহ ইব্ন আবদুর রহমান মাদানীর নাম অতিরিক্ত উল্লেখ রহিয়াছে। অথচ এই সনদে দুর্বলতার অভিযোগ বিদ্যমান।

ইব্ন আবূ হাতিম (র.) বলেন ঃ আমাদের নিকট আমার পিতা– — — —ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন মহানবী (সা.) বলিয়াছেন– আমি তোমাদের জন্য মানুষের হাতের ময়লা (যাকাত) হইতে বিরত রখিয়াছি। তোমাদের জন্য রহিয়াছে গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ, যাহা দ্বারা তোমরা

ধনী হইবে বা যাহা তোমাদের জন্য যথেষ্ট। এই হাদীছের সনদটি অতি চমৎকার ও "হাসান"। সনদে বর্ণিত ইবরাহীম ইব্ন মাহ্দীকে আবূ হাতিম (র.) নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। কিন্তু ইয়াহ্ ইয়া ইব্ন মুঈন (র.) বলেন এই লোক "মুনকার" হাদীছ বর্ণনা করিয়া থাকে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

উপরোক্ত আয়াতে وَالْيَتَامَىٰ শব্দ দ্বারা মুসলমানদের ইয়াতীম লোকদের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু এখানে ধনী ইয়াতীম হইবে না গরীব ধনী সবশ্রেণীর ইয়াতীম হইবে এই বিষয় ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে মতবিরোধ হইয়াছে। এ বিষয় দুইটি অভিমতের উল্লেখ পাওয়া যায়। মিসকীন ঐ সকল লোককে বলা হয় যাহাদের নিজদের ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণের দ্রব্য-সামগ্রীর অভাব। উপরোক্ত আয়াতে اِبْنِ السَّبِيلِ। দ্বারা ঐ সকল পথচারী লোকদিগের কথা বলা হইয়াছে, যাহাদের পথ অতিক্রমকালে নামায কসর পড়িতে হয় এবং ঐ সময় তাহাদের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করার ক্ষমতা থাকে না। ইহার বিশদ আলোচনা সূরা বারাআতের সাদকার আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইনশাআল্লাহ্ করা হইবে। আল্লাহ্ই আমাদের ভরসা ও নির্ভরতার স্থল।

আলোচ্য اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَا اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল যে, যদি তোমরা আল্লাহ্র প্রতি, পরকালের প্রতি এবং তাহার রাসূলের নিকট যাহা কিছু অবতীর্ণ করা হইয়াছে, তাহার প্রতি ঈমান ও আস্থা রাখ, তবে শরীআত তোমাদের জন্য যে গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ নিরূপণ করিয়াছে তাহা মানিয়া চল। এইজন্যই বুখারী ও মুসলিম শরীফে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) আবদুল কায়েসের মিশনকে উপলক্ষ করিয়া হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। মহানবী (সা.) উহাদিগকে বলিলেন- আমি কি তোমাদিগকে চারিটি কাজের আদেশ এবং চারিটি কাজ হইতে বিরত থাকার কথা বলিব না ? আদেশসূচক কাজগুলির প্রথমটি হইল আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনা। অতঃপর বলিলেন- আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনার অর্থ তোমরা জান কি? উহার অর্থ হইল 'আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত কোন মাবূদ নাই, মুহাম্মদ (সা.) তাহার রাসূল' এই কথার সাক্ষ্য দেওয়া। দ্বিতীয় নামায আদায় করা, তৃতীয় যাকাত দেওয়া, আর চর্তুর্থটি হইল গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ প্রদান করা। এইভাবে হাদীছটি সুদীর্ঘভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই হাদীছে গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ আদায় করাকে ঈমানী কাজ বলা হইয়াছে। ইমাম বুখারী (র.) ও তাহার কিতাবে 'গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ আদায় করা ঈমানী কাজ' এই শিরোনামে একটি অধ্যায় রচনা করিয়া ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে এই হাদীছকে উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা এই বিষয় বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ "শরহে বুখারী" কিতাবে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য।

মুকাতিল ইব্ন হাইয়্যান (র.) وَمَا اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ আয়াত প্রসঙ্গে বলিয়াছেন এখানে يَوْمَ الْفُرْقَانِ দ্বারা গনীমত বন্টনের দিনের কথা বলা হইয়াছে।

আলোচ্য يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল- এখানে আল্লাহ্ পাক বদরের যুদ্ধের দিন হক ও বাতিলের পার্থক্য করিয়া তাহার সৃষ্টিকুলকে যে উপকার করিয়াছেন এবং হকপন্থীদের প্রতি বিভিন্ন নিয়ামত দান করিয়াছেন তৎপ্রতি ইংগিত প্রদান করা হইয়াছে। এই দিনটির তিনি নাম রাখিয়াছেন "ইয়াওমুল ফুরকান" বা পার্থক্যের দিন। কেননা ঐদিন আল্লাহ্ পাক ঈমানের কলেমাকে বাতিল কলেমার উপর বিজয়ী করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহার দীনকে সমুন্নত করিয়াছেন, তাহার নবীকে সাহায্য করিয়াছেন এবং তাহার দলকে করিয়াছেন বিজয়।

আলী ইব্ন আবূ তালহা ও আওফী (র.) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন ঃ 'ইয়াওমুল ফুরকান' দ্বারা বদরের যুদ্ধের দিনের কথা বুঝান হইয়াছে। কেননা ঐ দিন আল্লাহ্ পাক হক ও বাতিলের মধ্যে চূড়ান্তরূপে পার্থক্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। হাকিম (র.) এই হাদীছের বর্ণনাকারী। এমনিভাবে মুজাহিদ, মিকসাম, উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্, যাহ্হাক, কাতাদা, মুকাতিল ইব্ন হাইয়্যান (র.) সহ অনেক লোকই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইহা দ্বারা বদরের যুদ্ধের দিনের কথা বুঝান হইয়াছে।

আবদুর রায্যাক (র.)------উরওয়া ইব্ন যুবায়ের (র.) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইয়াওমুল ফুরকান দ্বারা আল্লাহ্ পাক সেই দিনটির কথা বুঝাইয়াছেন যে দিন হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করা হইয়াছে। সেই দিনটি হইল বদরের যুদ্ধের দিন। আর ইহাই হইল মহানবী (সা.)-এর উপস্থিতিতে সর্ব প্রথম যুদ্ধ। মুশরিকদের সরদার উতবা ইব্ন রবীআও এই যুদ্ধে উপস্থিত ছিল। সুতরাং উভয় দল বদর প্রান্তরে রমাযান মাসের উনিশ বা সতের তারিখ জুমুআর দিন মুখামুখী হইয়াছিল। এই যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের সংখ্যাছিল তিনশত তের। আর মুশরিকদের সংখ্যা ছিল নয়শত হইতে হাজারের মধ্যে। আল্লাহ্ মুশরিকদেরকে পরাজিত করিলেন এবং তাহাদের সত্তর জন লোকের ঊর্ধ্বে নিহত হইয়া ছিল, আর বন্দীর সংখ্যাও ছিল অনুরূপ।

হাকিম (র.) তাহার মুস্তাদরাক কিতাবে আ'মাশ (র.)------ইব্ন মাসউদ (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ঐ দিনটি ছিল লায়লাতুল কদর। সুতরাং তোমরা রামযানের শেষ এগার দিন অবশিষ্ট থাকার রাতে লায়লাতুল কদরকে অনুসন্ধান কর। কেননা ঐ দিনের সকাল বেলাই বদরের যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই হাদীছ বুখারী ও মুসলিমের শর্ত মাফিক বর্ণনা করিয়াছেন। এমনিভাবে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়ের (রা.) হইতে জা'ফর ইব্ন বুরকান (র.) এক লোক সূত্রে উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ধনী হইবে বা যাহা তোমাদের জন্য যথেষ্ট। এই হাদীছের সনদটি অতি চমৎকার ও "হাসান"। সনদে বর্ণিত ইবরাহীম ইব্ন মাহ্দীকে আবূ হাতিম (র.) নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। কিন্তু ইয়াহ্ ইয়া ইব্ন মুঈন (র.) বলেন এই লোক "মুনকার" হাদীছ বর্ণনা করিয়া থাকে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

উপরোক্ত আয়াতে وَالْيَتَامٰى শব্দ দ্বারা মুসলমানদের ইয়াতীম লোকদের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু এখানে ধনী ইয়াতীম হইবে না গরীব ধনী সবশ্রেণীর ইয়াতীম হইবে এই বিষয় ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে মতবিরোধ হইয়াছে। এ বিষয় দুইটি অভিমতের উল্লেখ পাওয়া যায়। মিসকীন ঐ সকল লোককে বলা হয় যাহাদের নিজদের ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণের দ্রব্য-সামগ্রীর অভাব। উপরোক্ত আয়াতে ابْنِ السَّبِيْلِ দ্বারা ঐ সকল পথচারী লোকদিগের কথা বলা হইয়াছে, যাহাদের পথ অতিক্রমকালে নামায কসর পড়িতে হয় এবং ঐ সময় তাহাদের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করার ক্ষমতা থাকে না। ইহার বিশদ আলোচনা সূরা বারাআতের সাদকার আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইনশাআল্লাহ্ করা হইবে। আল্লাহ্ই আমাদের ভরসা ও নির্ভরতার স্থল।

আলোচ্য اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَا اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল যে, যদি তোমরা আল্লাহ্র প্রতি, পরকালের প্রতি এবং তাহার রাসূলের নিকট যাহা কিছু অবতীর্ণ করা হইয়াছে, তাহার প্রতি ঈমান ও আস্থা রাখ, তবে শরীআত তোমাদের জন্য যে গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ নিরূপণ করিয়াছে তাহা মানিয়া চল। এইজন্যই বুখারী ও মুসলিম শরীফে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) আবদুল কায়েসের মিশনকে উপলক্ষ করিয়া হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। মহানবী (সা.) উহাদিগকে বলিলেন— আমি কি তোমাদিগকে চারিটি কাজের আদেশ এবং চারিটি কাজ হইতে বিরত থাকার কথা বলিব না ? আদেশসূচক কাজগুলির প্রথমটি হইল আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনা। অতঃপর বলিলেন— আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনার অর্থ তোমরা জান কি? উহার অর্থ হইল 'আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত কোন মাবূদ নাই, মুহাম্মদ (সা.) তাহার রাসূল' এই কথার সাক্ষ্য দেওয়া। দ্বিতীয় নামায আদায় করা, তৃতীয় যাকাত দেওয়া, আর চর্তুথটি হইল গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ প্রদান করা। এইভাবে হাদীছটি সুদীর্ঘভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই হাদীছে গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ আদায় করাকে ঈমানী কাজ বলা হইয়াছে। ইমাম বুখারী (র.) ও তাহার কিতাবে 'গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ আদায় করা ঈমানী কাজ' এই শিরোনামে একটি অধ্যায় রচনা করিয়া ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে এই হাদীছকে উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা এই বিষয় বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ "শরহে বুখারী" কিতাবে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য।

মুকাতিল ইব্ন হাইয়্যান (র.) وَمَا اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ আয়াত প্রসঙ্গে বলিয়াছেন এখানে يَوْمَ الْفُرْقَانِ দ্বারা গনীমত বণ্টনের দিনের কথা বলা হইয়াছে।

আলোচ্য يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল— এখানে আল্লাহ্ পাক বদরের যুদ্ধের দিন হক ও বাতিলের পার্থক্য করিয়া তাহার সৃষ্টিকুলকে যে উপকার করিয়াছেন এবং হকপন্থীদের প্রতি বিভিন্ন নিয়ামত দান করিয়াছেন তৎপ্রতি ইংগিত প্রদান করা হইয়াছে। এই দিনটির তিনি নাম রাখিয়াছেন "ইয়াওমুল ফুরকান" বা পার্থক্যের দিন। কেননা ঐদিন আল্লাহ্ পাক ঈমানের কলেমাকে বাতিল কলেমার উপর বিজয়ী করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহার দীনকে সমুন্নত করিয়াছেন, তাহার নবীকে সাহায্য করিয়াছেন এবং তাহার দলকে করিয়াছেন বিজয়।

আলী ইব্ন আবূ তালহা ও আওফী (র.) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন ঃ 'ইয়াওমুল ফুরকান' দ্বারা বদরের যুদ্ধের দিনের কথা বুঝান হইয়াছে। কেননা ঐ দিন আল্লাহ্ পাক হক ও বাতিলের মধ্যে চূড়ান্তরূপে পার্থক্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। হাকিম (র.) এই হাদীছের বর্ণনাকারী। এমনিভাবে মুজাহিদ, মিকসাম, উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্, যাহ্হাক, কাতাদা, মুকাতিল ইব্ন হাইয়্যান (র.) সহ অনেক লোকই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইহা দ্বারা বদরের যুদ্ধের দিনের কথা বুঝান হইয়াছে।

আবদুর রায্যাক (র.) — — — —উরওয়া ইব্ন যুবায়ের (র.) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইয়াওমুল ফুরকান দ্বারা আল্লাহ্ পাক সেই দিনটির কথা বুঝাইয়াছেন যে দিন হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করা হইয়াছে। সেই দিনটি হইল বদরের যুদ্ধের দিন। আর ইহাই হইল মহানবী (সা.)-এর উপস্থিতিতে সর্ব প্রথম যুদ্ধ। মুশরিকদের সরদার উতবা ইব্ন রবীআও এই যুদ্ধে উপস্থিত ছিল। সুতরাং উভয় দল বদর প্রান্তরে রমাযান মাসের উনিশ বা সতের তারিখ জুমুআর দিন মুখামুখী হইয়াছিল। এই যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের সংখ্যাছিল তিনশত তের। আর মুশরিকদের সংখ্যা ছিল নয়শত হইতে হাজারের মধ্যে। আল্লাহ্ মুশরিকদেরকে পরাজিত করিলেন এবং তাহাদের সত্তর জন লোকের ঊর্ধ্বে নিহত হইয়া ছিল, আর বন্দীর সংখ্যাও ছিল অনুরূপ।

হাকিম (র.) তাহার মুস্তাদরাক কিতাবে আ'মাশ (র.) — — — —ইব্ন মাসউদ (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ঐ দিনটি ছিল লায়লাতুল কদর। সুতরাং তোমরা রামযানের শেষ এগার দিন অবশিষ্ট থাকার রাতে লায়লাতুল কদরকে অনুসন্ধান কর। কেননা ঐ দিনের সকাল বেলাই বদরের যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই হাদীছ বুখারী ও মুসলিমের শর্ত মাফিক বর্ণনা করিয়াছেন। এমনিভাবে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়ের (রা.) হইতে জা'ফর ইব্ন বুরকান (র.) এক লোক সূত্রে উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র.) বলেন ঃ ইব্ন হুমাইদ (র.)– — —–আবূ আবদুর রহমান সুলমী (র.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। সুলমী বলেন হাসান ইব্ন আলী বলিয়াছেন– "সতেরই রমাযান পার্থক্য রাত্রিতেই দুই দল মুখামুখি হইয়াছিল। এই হাদীছের সনদ বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী। ইব্ন মারদুবিয়া (র.) আবূ আবদুর রহমান আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাবীব (র.) আলী (র.) হইতে বর্ণনা করেন যে রমাযান মাসের সতের তারিখই ছিল দুই দল সৈন্য মুখামুখি হওয়ার রাত্রি এবং পার্থক্যের রাতি। দিনটি ছিল জুমুআর দিন এবং সময়টি ছিল ভোরবেলা। ইহাই মাগাযী রচনাকারী ও জীবনী লেখকদের নিকট বিশুদ্ধ অভিমত।

মিসরের তৎকালীন ইমাম ইয়াযীদ ইব্ন আবূ হাবীব বলেন ঃ বদরের যুদ্ধ সোমবার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার এই মতবাদকে কেহ গ্রহণ করে নাই। জমহূর উলামায়ে কিরামের অভিমতই ইহার উপর প্রধান্য লাভ করিয়াছে।

(٤٢) إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ۚ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ ۙ وَلَٰكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ

৪২. সেই সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন তোমরা উপত্যকার নিকট-প্রান্তে ছিলে এবং তাহারা ছিল উপত্যকার দূর-প্রান্তে। আর উষ্ট্রারোহী কাফেলাটি তোমাদের অপেক্ষা নিম্নভূমিতে ছিল। তোমরা যদি পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত নিতে চাহিতে, তোমাদের মধ্যে স্থান নিয়া মতানৈক্য দেখা দিত। সুতরাং যাহা হওয়ার ছিল,আল্লাহ তাহা সম্পন্ন করার জন্য উভয় দলকে যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত করিলেন। কারণ হইল যাহারা ধ্বংস হইবে তাহারা যেন সুস্পষ্ট প্রমাণ পাইয়া ধ্বংস হয় এবং যাহারা জীবিত থাকিবে তাহারাও যেন সুস্পষ্ট প্রমাণ পাইয়া জীবিত থাকে। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ পাক উল্লেখিত আয়াতে পার্থক্য করার দিন অর্থাৎ বদরের যুদ্ধের পূর্বকালীন দৃশ্যটি তুলিয়া ধরিয়াছেন। আল্লাহ্ বলেন, সেই সময়টির কথা তোমরা স্মরণ কর, যখন তোমরা মদীনার নিকটবর্তী বস্তি ও উপত্যকায় অবতরণ করিয়াছিলে। আর মুশরিকগণ মদীনার দূরপ্রান্তে মক্কার নিকটতম উপত্যাকায় অবতরণ করিয়াছিল। এদিকে আবূ সুফিয়ানের নেতৃত্বে উষ্ট্রারোহী বাণিজ্যিক কাফেলাটি তোমাদের তুলনায় নিম্নভূমিতে অর্থাৎ সমুদ্র উপকূলে ছিল। তোমরা এবং মুশরিকগণ যদি পূর্বে যুদ্ধের স্থান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে তবে তোমাদের মধ্যে স্থান নিয়া মতানৈক্য সৃষ্টি হইত।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র.) বলেন ঃ আমার নিকট ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইবাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়ের তাহার পিতার উদ্ধৃতি দিয়া এই আয়াত সম্পর্কে বলিয়াছেন ঃ যদি তোমাদের মধ্যে ও উহাদের মধ্যে যুদ্ধের স্থান সম্পর্কে চুক্তি বা অংগীকার হইত, তখন তোমরা উহাদের সংখ্যাধিক্য ও তোমাদের স্বল্পতার কথা অবহিত হইয়া উহাদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে না। কিন্তু আল্লাহ্ বিষয়টি মীমাংসার জন্য এইরূপ করিয়াছিলেন এবং বাস্তবে তাহাই হইয়াছিল। অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক তোমাদের অনিচ্ছায় তাহার কুদরত দ্বারা ইসলাম ও তাহাদের অনুসারিগণের সম্মান রক্ষা করেন এবং শির্ক ও উহার অনুসারীদিগকে পদানত ও অপমানিত করাই ছিল তাহার চূড়ান্ত লক্ষ্য ও আদিম ফায়সালা। সুতরাং তিনি দয়া পরবশে এ বিষয় যাহা ইচ্ছা করিয়াছিলেন তাহাই করিলেন।

কা'ব ইব্ন মালিক (রা.) বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে যে, মহানবী (সা.) এবং মুসলমানগণ কুরায়েশের বাণিজ্যিক কাফেলার ধন-সম্পদ হস্তগত করিবার উদ্দেশ্যে মদীনা হইতে বাহির হইয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ পাক তাহাদিগকে এবং তাহাদের শত্রুদিগকে একটি অনির্ধারিত স্থানে একত্রিত করিলেন।

ইব্ন জারীর (র.) বলেন ঃ ইয়াকূব (র.)– — —–উমাইর ইব্ন ইসহাক (র.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ সুফিয়ান উষ্ট্রারোহী কাফেলাটি নিয়া সিরিয়া হইতে অগ্রসর হইতেছিল। এদিকে আবূ জাহেলও দলবল নিয়া মহানবী (সা.) ও তাহার সাহাবাগণ হইতে তাহাদের কাফেলা রক্ষণার্থে মক্কা হইতে রওয়ানা হইয়াছিল। পরিশেষে উভয় দল বদর প্রান্তরে আসিয়া একত্রিত হইল। কোন দলেরই কোন দল সম্পর্কে খবরাখবর ছিল না। শেষ পর্যন্ত বদরের পানির কুয়ার নিকট মিলিত হইয়া পরস্পরের মধ্যে জানাজানি হইল।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র.) মহানবী (সা.)-এর জীবনীতে লিখিয়াছেন ঃ মহানবী (সা.) স্বীয় উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। সফরার নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছাইয়া বস্‌বস ইব্ন আমর ও আদী ইব্ন আবূ যগবা. জুহ্নীদেরকে আবূ সুফিয়ানের খবর সংগ্রহের জন্য গুপ্তচররূপে প্রেরণ করিলেন। উহারা পথ চলিতে চলিতে বদর প্রান্তরে আসিয়া উপনীত হইল এবং উষ্ট্র দুইটিকে টিলার উপর বাঁধিয়া রাখিয়া মোশক ভরিয়া কূয়ার নিকট পানি আনিতে গেল। তাহারা সেখানে দুইটি বালকের মধ্যে এই বির্তক শুনিতে পাইলেন যে, একে অপরকে বলিতেছে, তুমি আমার ঋণ পরিশোধ কর না কেন ? দ্বিতীয় বালকটি উত্তর করিল, আগামীকল্য বা পরশু কাফেলা আসিবে, তখন তোমার ঋণ পরিশোধ করিব। এই কথা শুনিয়া বস্‌বস ও আদী তাহাদের উষ্ট্রের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তড়িঘড়ি চলিয়া আসিয়া মহানবী (সা.)-কে সংবাদ জানাইল। ইত্যবসরে আবূ সুফিয়ান যেহেতু সংশয়ের মধ্যে ছিল, তাই সে কাফেলাকে পিছে রাখিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং মাজদী ইব্ন আমরকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা

করিল, এই পানির কূপের নিকট কোন অপরিচিত লোক দেখিতে পাইয়াছ কি ? সে উত্তর করিল – না কোন লোক দেখি নাই। তবে দুইজন উষ্ট্রারোহী লোককে দেখিয়াছি। তাহারা এই টিলার উপর তাহাদের উষ্ট্র বাঁধিয়া রাখিয়া এখান হইতে দুই মোশক পানি নিয়া চলিয়া গিয়াছে। আবূ সুফিয়ান উষ্ট্র বাঁধার স্থানে গিয়া উষ্ট্রের বিষ্ঠা তন্ন তন্ন করিয়া তাহাতে খেজুরের আঁটি দেখিয়া বলিল– আল্লাহ্‌র শপথ, ইহা মদীনার খেজুরের আঁটি এবং ইহারা মদীনারই গুপ্তচর হইবে। সুতরাং সে অতি তাড়াতাড়ি চলিয়া গিয়া কাফেলা চলার গতিপথ পরিবর্তন করিল এবং সমূদ্র উপকূল ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। সে নিজ কাফেলাকে বিপদমুক্ত দেখিয়া কুরায়েশের নিকট এই বলিয়া লোক পাঠাইল যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের কাফেলাকে এবং আমাদের ধন-সম্পদ ও লোকদিগকে বিপদমুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং তোমরা মক্কার দিকে ফিরিয়া যাও। কিন্তু আবূ জাহেল বলিল– আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা এখনই ফিরিয়া যাইব না। আমরা বদর প্রান্তরে উপস্থিত হইব। কেননা বদর বাজার আরবের মধ্যে একটি বিখ্যাত বাজার। আমরা সেখানে তিন দিন অবস্থান করিব। সেখানে আমরা নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য আহার করিব, উষ্ট্র যবাহ্ করিব, মদ্যপান করিয়া ফূর্তি করিব। আমাদের ভৃত্য ও দাসীগণ মনের মত পানাহার করিয়া আনন্দ করিবে। সমস্ত আরবের লোক আমাদের এই আগমনের কথা শুনিবে এবং বদর প্রান্তর আমাদের আগমনী স্মৃতি চিরদিন বুকে ধরিয়া রাখিবে।

অতঃপর আখনাস ইব্‌ন শুরায়ক বলিল, হে বনী যুহায়েরের লোকগণ! আল্লাহ্ পাক তোমাদের ধন-সম্পদ ও লোকজনকে বিপদমুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং তোমরা দেশে চলিয়া যাও। তাহার কথামত বনী যুহায়েরের লোকগণ চলিয়া গেল, তথায় আর কাল-বিলম্ব করিল না তাহাদের সাথে বনী আদী সম্প্রদায়ের লোকগণও চলিয়া গেল।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র.) বলেন ঃ ইয়াযীদ ইব্‌ন রূমান (র.) উরওয়া ইব্‌ন যুবায়ের (র.) হইতে বর্ণনা করিয়াছে। ইব্‌ন যুবায়ের (র.) বলেন ঃ মহানবী (সা.) বদর প্রান্তরের নিকট উপনীত হইয়া সাহাবীগণের মধ্য হইতে আলী ইব্‌ন আবূ তালিব, সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস ও যুবায়ের ইব্‌ন আওয়ামকে নির্বাচন করিয়া গুপ্তচররূপে তথ্য লওয়ার জন্য প্রেরণ করিলেন। তাহারা পানির কূপের নিকট পৌঁছিয়া তথায় বনী সা'দ ইব্‌ন আসের এক ভৃত্য এবং বনী হাজ্জাজের এক ভৃত্যকে পাইয়া ধরিয়া আনিয়া মহানবী (সা.)-এর নিকট উপস্থিত করিল। এই সময় মহানবী (সা.) নামাযে দাঁড়াইয়া ছিলেন। অতঃপর সাহাবীগণ উহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন– তোমরা কাহারা ? ভৃত্যদ্বয় উত্তর করিল, আমরা কুরায়েশের পানি বাহক। আমাদের পানি নেওয়ার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে। কিন্তু সাহাবীগণ উহাদের কথা বিশ্বাস করিলেন না। বলিল তোমরা আবূ সুফিয়ানের লোক। অতঃপর উহাদিগকে মারধর শুরু করিয়া দিল। উহারা নিজদিগকে আবূ সুফিয়ানের লোক বলিয়া পরিচয় দিলে মারধর বন্ধ করিল। এদিকে মহানবী (সা.) নামায শেষ করিয়া সালাম ফিরাইয়া বলিলেন ঃ যখন

উহারা সত্য কথা বলিতেছিল তখন তোমরা উহাদেরকে মারধর করিলে। আর যখন মিথ্যা কথা বলিল, তখন ছাড়িয়া দিলে। আল্লাহ্‌র শপথ! ইহারা কুরায়েশের লোক। আমাকে জানান হইয়াছে যে, ইহারা কুরায়েশের লোক, আবূ সুফিয়ানের নয়। উহাদের নিকট কুরায়েশের সন্ধান জিজ্ঞাসা করা হইলে ভৃত্যদ্বয় বলিল– তাহারা এই টিলার অপর পার্শ্বে দুই একটি উপত্যাকায় অবস্থান করিতেছে। এই টিলাটির নাম ছিল আকানকল টিলা। অতঃপর মহানবী (সা.) উহাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন– কতটি সম্প্রদায় রহিয়াছে ? উত্তর করিল অনেকগুলি সম্প্রদায় আসিয়াছে। মহানবী (সা.) আবার জিজ্ঞাসা করিলেন– সংখ্যায় কত হইবে ? উহারা বলিল, তাহা আমরা জানি না। মহানবী (সা.) আবার জিজ্ঞাসা করিলেন– দৈনিক কতটি উষ্ট্র যবাহ্ হয় ? উহারা উত্তর করিল– একদিন নয়টি এবং একদিন দশটি করিয়া যবাহ্ হয়। অতঃপর মহানবী (সা.) বলিলেন– উহারা সংখ্যায় নয়শত হইতে হাজারের মধ্যে হইবে। অতঃপর মহানবী (সা.) জিজ্ঞাসা করিলেন– "কুরায়েশের নেতৃবর্গের মধ্যে ওখানে কাহারা কাহারা রহিয়াছে ?" ভৃত্যদ্বয় উত্তর করিল, উত্‌বা ইব্‌ন রবীআ, শায়বা ইব্‌ন রবীআ, আবুল বাখতারী ইব্‌ন হিশাম, হাকীম ইব্‌ন হিযাম, নওয়াফেল ইব্‌ন খুইয়ালীদ, হারিছ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন নওফিল, তুআইমা ইব্‌ন আদী ইব্‌ন নওফিল, নজর ইব্‌ন হারিছ, যামআ ইব্‌ন আসওয়াদ, আবূ জাহেল ইব্‌ন হিশাম, উমাইয়া ইব্‌ন খাল্‌ফ, নবীয়াহ ইব্‌ন হাজ্জাজ, মুনাব্বাহ্ ইব্‌ন হাজ্জাজ, সুহায়িল ইব্‌ন আমর এবং আমর ইব্‌ন আবূউদ প্রমুখ নেতৃবর্গ রহিয়াছে। অতঃপর মহানবী (সা.) তাহার সাথীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,– মক্কা তাহার কলিজার টুকরাগুলি তোমাদের কাছে পেশ করিয়াছে, তোমরা তাহা গ্রহণ কর।"

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র.) বলেন ঃ আমার নিকট আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর ইব্‌ন হাযম (র.) এই হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যে, সা'দ ইব্‌ন মাআয (রা.) বদরের যুদ্ধের দিন দুই দল সেনা মুখামুখি অবস্থানকালে মহানবী (সা.)-কে বলিলেন– হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার জন্য একটি ঝুপড়ী করিয়া দিতে চাই। আপনি তাহাতে অবস্থান করিবেন এবং আপনার নিকটই আপনার সওয়ারী থাকিবে। অপর দিকে আমরা শত্রুর সাথে লড়াই করিতে থাকিব। আল্লাহ্ পাক যদি আমাদিগকে বিজয়ী করেন এবং সম্মান রক্ষা করেন, তবে তো আল্লাহ্‌র শুকরিয়া। আমরা ইহাই আশা করি। অন্যথায় আপনি ঐ সওয়ারীতে চড়িয়া মদীনায় আমাদের লোকজনের নিকট চলিয়া যাইবেন। আল্লাহ্‌র শপথ! আমাদের সম্প্রদায়গুলি আপনার পিছনে রহিয়াছে। তাহারা আপনাকে আমাদের চাইতে অতিশয় ভালবাসেন। আপনি শত্রুর সাথে যুদ্ধ করিবেন, ইহা তাহাদের জানা থাকিলে তাহারা কোনক্রমেই আপনার হইতে পিছনে থাকিত না। আপনার সাথী হইয়া আপনাকে সাহায্য করিত। মহানবী (সা.) এই পরামর্শ শুনিয়া তাহার খুব প্রশংসা করিলেন এবং তাহার জন্য দু'আ করিলেন।

অতঃপর মহানবী (সা.)-এর জন্য একটি ঝুপড়ী নির্মাণ করা হইল। তাহাতে মহানবী (সা.) ও আবূ বকর (রা.) ব্যতীত আর কেহ থাকিত না।

ইব্ন ইসহাক (র.) বলেন ঃ প্রভাতে কুরায়েশগণকে আকানকল পাহাড়ের অপর পার্শ্ব হইতে বদরের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া মহানবী (সা.) এই প্রার্থনা করিলেন ঃ "হে আল্লাহ্! এই কুরায়েশগণ দম্ভভরে তোমার সহিত লড়াই করিবার জন্য এবং তোমার রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার জন্য আসিতেছে। আল্লাহ্ তুমি উহাদিগকে অপমানিত ও পর্যুদস্ত কর।"

আলোচ্য لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র.) বলেন ঃ

এই আয়াতের মর্ম হইল আল্লাহ্র নিদর্শন ও বাস্তব প্রমাণসমূহ উপলব্ধি করিবার পর যাহারা কুফরী করিয়া কুফরীতে নিলিপ্ত থাকিয়া ধ্বংস হইতে চায় হউক, আর যাহারা আল্লাহ্র নিদর্শন ও যুক্তি প্রমাণ অবলোকন করিয়া তাহার প্রতি ঈমান আনিয়া চিরঞ্জীব থাকিতে চায় থাকুক।

এই ব্যাখ্যাই উত্তম ব্যাখ্যা। ইহার সার কথা হইল যে, আল্লাহ্ পাক বলেন– কোনরূপ পূর্ব ঘোষণা ও শর্ত ব্যাতিরেকেই তোমাদিগকে তোমাদের শত্রুর সাথে একই স্থানে সমবেত করিয়াছি। উদ্দেশ্য হইল, তোমাদিগকে সাহায্য করিয়া উহাদের উপর বিজয়ী করা এবং সত্য কলেমাকে বাতিল কলেমার উপর সমুন্নত করা যেন সকল মানুষের নিকট ইহা সুস্পষ্ট দলীল ও অকাট্য যুক্তিরূপে প্রতিভাত হয়। ইহার পর যেন কাহারও জন্য দলীল প্রমাণ ও সন্দেহের অবকাশ না থাকে। সুতরাং এখন যাহারা ধ্বংস হইবে তাহারা জানিয়া বুঝিয়াই ধ্বংস হইবে অর্থাৎ এমনিভাবে ঈমানদারগণও ঈমানকে শাশ্বত সত্য ভাবিয়া এবং যুক্তি প্রমাণ জানিয়া শুনিয়াই ইহার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া চির অমরত্ব লাভ করিবে। কেননা ঈমানই হইতেছে প্রাণ ও জীবন এবং ইহা দ্বারাই ইহ্কাল পরকালে বাস্তবিক অর্থে জীবিত থাকা যায়।

আল্লাহ্ তা'আলা কালামে পাকে অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوْرًا يَمْشِيْ بِهٖ فِى النَّاسِ -

"যাহারা মৃত ছিল তাহদিগকে আমি জীবিত করিয়াছি এবং তাহাদিগকে এমন একটি আলোকবর্তিকা দান করিয়াছ, যাহার সাহায্যে মানুষের মধ্যে চলে" (৬ ঃ ১২২)।

আয়িশা (রা.) মিথ্যা অপবাদের ঘটনায় বলেন ঃ যাহারা ধ্বংস হইবার তাহারা জানিয়া বুঝিয়াই ধ্বংস হইয়াছে। অর্থাৎ তাহারা যাহাকিছু করিয়াছে তাহা মিথ্যা অপবাদ ও কুৎসা ব্যতীত কিছুই নয়। আলোচ্য اِنَّ اللّٰهَ لَسَمِيْعٌ عَلِيْمٌ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল, আল্লাহ্ তোমাদের দু'আ প্রার্থনা, আহাজারী, সাহায্য ও আশ্রয়ের

আবেদনকে যথাযথরূপেই শুনেন। তিনি ভালভাবেই জানেন যে, তোমরাই কাফির ও হিংসুক শত্রুর মুকাবিলায় তাঁহার সাহায্য পাইবার অধিকারী।

(٤٣) اِذْ يُرِيْكَهُمُ اللّٰهُ فِيْ مَنَامِكَ قَلِيْلًا ؕ وَلَوْ اَرٰىكَهُمْ كَثِيْرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْاَمْرِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمَ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

(٤٤) وَاِذْ يُرِيْكُمُوْهُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِيْۤ اَعْيُنِكُمْ قَلِيْلًا وَّيُقَلِّلُكُمْ فِيْۤ اَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ○

৪৩. স্মরণ কর সেই সময়টির কথা যখন আল্লাহ্ তোমাকে স্বপ্নে দেখাইয়া ছিলেন যে, তাহারা সংখ্যায় স্বল্প, যদি তোমাকে দেখাইতেন যে, তাহারা সংখ্যায় অধিক তবে তোমরা সাহস পাইতে না এবং যুদ্ধের ব্যাপারে নিজদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করিত। কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। তিনি তো অন্তরের বিষয় সম্পর্কে ভালভাবে ওয়াকিফহাল।

৪৪. স্মরণ কর, তোমরা যখন পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছিলে তখন তিনি তাহাদিগকে তোমাদিগের দৃষ্টিতে স্বল্প-সংখ্যক দেখাইয়াছিলেন, যাহা ঘটিবার ছিল তাহা সম্পন্ন করিবার জন্য। সমস্ত বিষয় আল্লাহ্র দিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়।

তাফসীর ঃ মুজাহিদ বলেন, আল্লাহ্ পাক মহানবী (সা.)-কে স্বপ্নে উহাদের সংখ্যা কম দেখাইয়া ছিলেন। অতঃপর মহানবী তাহার সাহাবাগণকেও ইহা অবহিত করিয়া ছিলেন। সুতরাং উহাদের কাছে ইহাই প্রতীয়মান হইয়াছে। ইব্ন ইসহাক (র.) সহ অনেক লোকই এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ইব্ন জারীর (র.) উহাদের কোন কোন লোক হইতে বর্ণনা করেন যে, যেরূপ স্বপ্নে দেখা গিয়াছে, ময়দানেও অনুরূপ পরিদৃষ্ট হইয়াছে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র.) বর্ণনা বলেন ঃ আমাদের নিকট আমার পিতা— — — হাসান (র.) হইতে اِذْ يُرِيْكَهُمُ اللّٰهُ فِىْ مَنَامِكَ قَلِيْلًا আয়াতাংশ প্রসঙ্গে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। হাসান বলেন ঃ চাক্ষুষ কম দেখান হইয়াছে। এই কথা অত্যন্ত দুর্বল ও গরীব। আয়াতে যখন পরিষ্কার রূপে مَنَامُ শব্দ (স্বপ্ন) ব্যবহার হইয়াছে, তখন দলীল ও যুক্তিহীন ব্যাখ্যার কোন অবকাশ থাকে না।

আলোচ্য لَوْ اَرٰكَهُمْ كَثِيْرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمَ আয়াতের মর্ম হইল, আল্লাহ্ যদি তোমাদেরকে সংখ্যায় অধিক দেখাইতেন, তবে তোমরা ভীরু হইয়া পড়িতে এবং যুদ্ধ বিষয়ে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ দেখা

দিত। কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদেরকে উহাদের সংখ্যায় স্বল্পতা দেখাইয়া তোমাদের সাহস বাড়াইয়া তোমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন।

আলোচ্য اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল, আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরে গোপনকৃত এবং বুকের মাঝে রক্ষিত বিষয় সম্পর্কে পূর্ণরূপেই জ্ঞাত থাকেন। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ অর্থাৎ আল্লাহ্ চক্ষুর গর্হিত কাজ এবং তোমাদের অন্তরের মাঝে গোপনকৃত বিষয় পূর্ণরূপে অবহিত রহিয়াছেন (৪০ঃ১৯)।

আলোচ্য وَاِذْ يُرِيْكُمُوْهُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِىْ اَعْيُنِكُمْ قَلِيْلًا আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল ঃ আল্লাহ্ পাক এই আয়াতে তাহার নিয়ামতের কথা দ্বিতীয় বার উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ বলেন– তোমাদেরকে শুধু স্বপ্নেই উহাদের সংখ্যা কম দেখাই নাই। যুদ্ধ ক্ষেত্রে যখন তোমরা পরস্পর মুখামুখি হইয়া আক্রমণের প্রস্তুতি নিতেছিলে, তখনও আমি উহাদের সংখ্যা তোমাদের দৃষ্টিতে স্বল্প দেখাইয়াছি। তখন তোমরা বীরবিক্রমে উহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া উহাদিগকে পর্যুদস্ত করিয়াছিলে।

আবূ ইসহাক সুবাইর (র.) ইব্ন মাসউদ (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন– বদরের যুদ্ধের সময় আমরা উহাদিগকে সংখ্যায় অতি অল্প দেখিয়াছি। শেষ পর্যন্ত আমি আমার পার্শ্বের এক লোককে বলিলাম, তুমি কি উহাদের সংখ্যা সত্তর জন দেখিতেছ ? সে উত্তর করিল, না বরং উহাদের সংখা হইল একশত। এমনকি উহাদের এক লোককে বন্দী করিয়া উহাদের সংখ্যা জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর করিল, আমাদের সংখ্যা হইল এক হাজার। এই হাদীছ ইব্ন আবূ হাতিম ও ইব্ন জারীর (র.) বর্ণনা করিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতে يُقَلِّلُكُمْ فِىْ اَعْيُنِهِمْ এর মর্ম প্রসঙ্গে ইব্ন আবূ হাতিম (র.) বলেন ঃ আমাদের নিকট আমার পিতা ইকরামা (র.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে উভয় দলের একে অপরকে পাহাড়ের পার্শ্বে নিম্ন সমতল ভূমিতে দেখিয়া ছিল। ইহাই وَاِذْ يُرِيْكُمُوْهُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ আয়াতের মর্ম। এই হাদীছের সনদ বিশুদ্ধ।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র.) বলেন ঃ আমার নিকট ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইবাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়ের তাহার পিতার উদ্ধৃতি দিয়া لِيَقْضِىَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন যুবায়ের বলেন ঃ যাহাদিগকে শাস্তি দিয়া আল্লাহ্ প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাদিগকে এবং মু'মিনগণকে পরস্পর মুখামুখি করিলেন এবং উভয় দলের মধ্যে লড়াই দ্বারা চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া গেল। ইহা দ্বারা আল্লাহ্ তাহার বন্ধুদিগের প্রতি তাহার নিয়ামত

পূর্ণরূপে দান করাও ছিল অন্যতম উদ্দেশ্য। আর ইহার অর্থ এইও হইতে পারে যে আল্লাহ্ উভয় পক্ষের প্রত্যেক প্রতিপক্ষের দ্বারা ধোঁকায় ফেলিয়াছেন এবং যাহাতে চক্ষে সামলাইয়া যায় সেজন্য প্রত্যেক পক্ষের দৃষ্টিতেই অপর পক্ষকে সংখ্যায় অল্প করিয়া দেখাইয়াছেন। ইহা ময়দানে পরস্পর মুখামুখি হইয়া দেখাদেখি করিবার সময় হইয়াছিল। সুতরাং যখন লড়াই প্রচণ্ডভাবে শুরু হইয়া গেল, তখন আল্লাহ্ পাক এক হাজার ফেরেশতা অবতীর্ণ করিয়া মু'মিনগণকে সাহায্য করিলেন। তাহারা কাফির দলের উপর আঘাত হানিয়াছিল। তখন কাফিররা ঈমানী বাহিনীকে তুলনায় দ্বিগুণ দেখিতে লাগিল। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্য আয়াতে বলিয়াছেন ঃ

قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِىْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْىَ الْعَيْنِ وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَاءُ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ -

"তোমাদের জন্য সেই দল দুইটির মধ্যে নির্দশন রহিয়াছে, যাহার একটি দল আল্লাহ্র পথে লড়াই করে এবং অপর দলটি হইল কাফির। উহাদিগকে উহাদের দৃষ্টিতে উহাদের দ্বিগুণ দেখান হইয়াছিল। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা তাহার "নসরত" দ্বারা সহায়তা প্রদান করিয়া থাকেন। ইহার মধ্যে চক্ষুষ্মান লোকদের জন্য নসীহত গ্রহণের বিষয় নিহিত রহিয়াছে" (৩ ঃ ১৩)।

এই আয়াতে আলোচ্য আয়াত দুইটির বক্তব্যেরই সমাবেশ ঘটিয়াছে। প্রত্যেকটি আয়াতই সত্য ও শাশ্বত। সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহ্র জন্য।

(٤٥) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۞

(٤٦) وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۞

৪৫.হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কোন শত্রু বাহিনীর সম্মুখীন হইবে, তখন অবিচলিত থাকিবে এবং আল্লাহ্কে অধিক মাত্রায় স্মরণ করিবে। যাহাতে তোমরা সফলকাম হও।

৪৬. আর আল্লাহ্ এবং তাহার রাসূলের আনুগত্য করিবে এবং নিজদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ করিবে না,করিলে তোমরা সাহস হারাইয়া ভীরু হইয়া পড়িবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হইবে। তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সহিত রহিয়াছেন।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক তাহার মু'মিন বান্দাগণকে শত্রুর সহিত মুকাবিলা করিবার নিয়ম-পদ্ধতি এবং সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শনের পন্থা শিক্ষা দিয়া বলিতেছেন– "হে ঈমানদারগণ! তোমরা কোন শত্রুদলের সহিত মুখামুখী যুদ্ধে লিপ্ত হইলে, সাহস হারাইবে না। বরং দৃঢ় ও অবিচল হইয়া ময়দানে দণ্ডায়মান থাকিবে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ আওফা (র.) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে, মহানবী (সা.) কোন এক দিন শত্রুর সহিত মুকাবিলার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলিয়া পড়িলে তিনি মুসলিম বাহিনীর মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন– হে লোকগণ! তোমরা শত্রুর সহিত মুকবিলা করিবার আশা করিও না। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট স্বস্তি প্রার্থনা কর। আর যখন তোমরা উহাদের সহিত মুখামুখী হইবে, তখন দৃঢ়পদে অবিচল অবস্থায় দণ্ডায়মান থাক। জানিয়া রাখ যে তরবারির ছায়াতলেই রহিয়াছে জান্নাত। অতঃপর মহানবী (সা.) দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন– হে আল্লাহ্! তুমিই কিতাব অবতীর্ণকারী, মেঘমালা প্রচলনকারী এবং যে কোন বাহিনীকে অপদস্তকারী। সুতরাং তুমি আমাদের শত্রুর মুকাবিলায় সাহায্য করিয়া শত্রুকে পর্যদুস্ত করিয়া দাও।"

আবদুর রায্যাক (র.) ...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন উমর (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) বলিয়াছেন– তোমরা শত্রুর সহিত মুকাবিলা করিবার আশা পোষণ করিও না। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নিরাপত্তা ও প্রার্থনা কর। যখন শত্রুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে, তখন ময়দানে অবিচল অবস্থায় দণ্ডায়মান থাকিবে এবং আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ করিবে। যদি উহারা চীৎকার দেয় ও উচ্চস্বরে আওয়াজ দিতে থাকে, তবে তোমাদের কর্তব্য হইল নীরবতাকে অবলম্বন করা।

হাফিজ আবুল কাসিম তাবারানী (র.) বলেন ঃ আঁমাদের নিকট ইবরাহীম ইব্‌ন হাশিম বাগাবী (র.) ...... যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা.) সূত্রে মহানবী (সা.) হইতে "মারফূ" সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। মহানবী (সা.) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ পাক তিনটি সময় নিশ্চুপতাকে খুব পসন্দ করেন। কুরআনে করীম পাঠের সময়, লড়াইয়ের সময় এবং জানাযার নামাযের সময়।

আর এক "মারফূ" সনদ বিশিষ্ট হাদীছে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ তাহারাই আমার পূর্ণ বান্দা যাহাদের তরবারি ও তীর ধনুক শত্রুকে হত্যা করিবার সময় অর্থাৎ যুদ্ধাবস্থায় আমাকে স্মরণ করে। অর্থাৎ এই অবস্থায়ও তাহারা আমার যিকির দু'আ ও সাহায্য প্রার্থনা করিতে ভুলিয়া যায় না।

সাঈদ ইব্‌ন আবূ আরূবা (র.) বর্ণনা করেন ঃ কাতাদা (র.) এই আয়াত প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে আল্লাহ্ তা'আলা তরবারি দ্বারা আঘাত হানা অবস্থায় নিমগ্ন থাকা কালেও তাহার যিকিরকে ফরয করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র.) বলেন ঃ আমাদের নিকট আমার পিতা ...... আতা (র.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আতা (র.) বলেন, শত্রুর সহিত লড়াইয়ের সময়

নিশ্চুপ থাকা এবং আল্লাহ্‌র স্মরণকে অপরিহার্য করা হইয়াছে। অতঃপর তিনি উল্লেখিত আয়াত পাঠ করিলেন। তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল যে আল্লাহ্‌র স্মরণ কি উচ্চস্বরে হইবে। তিনি উত্তর দিলেন– হ্যাঁ উচ্চস্বরে হইবে।

আবূ হাতিম (র.) আরও বর্ণনা করেন ইউনুস, ইব্‌ন আবদুল আলা (র.) কাব আহবার হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। কা'ব ইব্‌ন আহবার বলেন– আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কুরআন তিলাওয়াত এবং যিকরের চাইতে অধিক প্রিয়বস্তু আর কিছুই নাই। যদি তাহা না হইত তাহা হইলে মানুষকে সালাত ও জিহাদের মাঝে উহার জন্যে নির্দেশ দেওয়া হইত না। তোমরা কি দেখিতেছ না যে লোকদেরকে লড়াইর সময়ও যিকির করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে ? যেমন আল্লাহ্ বলিয়াছেনঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -

কোন কবি লিখিয়াছেন ঃ

ذكرتك والخطى يخطر بيننا * وقد نهلت فينا المثقفة السمر

পাপ যখন আমাদের মধ্যে পদাচরণা করে এবং আমাদের মধ্যে যখন মদ্যপানের ধুমধাম পড়িয়া যায়, তখনও আমরা তোমাকে স্মরণ করিব।)

আনতারা বলেন ঃ

ولقد ذكرتك والرماح نواهل * منى وبيض الهند تقطر من دمى

("যখন তীর ধনুকের বর্ষণ শুরু হয় এবং বায়যান হিন্দ তরবারি আমাদের রক্ত ধারা ঝরাইতে থাকে, তখনও আমরা তোমার স্মরণকে ভুলিব না।"

বস্তুত আল্লাহ্ পাক উপরোক্ত আয়াতে শত্রুর সাথে লড়াইর সময় দৃঢ়পদে অবিচল থাকিবার এবং হানাহানী ও লড়াই চলাকালে ময়দান ছাড়িয়া চলিয়া না যাওয়া, পলায়ন না করা এবং ভীত না হইয়া আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরশীল হইয়া ধৈর্য ধারণ করার নির্দেশ দিয়াছেন। পরন্তু বলিয়াছেন, এহেন নাযুক পরিস্থিতিতেও তোমরা আল্লাহ্‌কে ভুলিবে না। তাহাকে স্মরণ করিবে, তাহার সাহায্য চাহিবে ও তাহার প্রতি নির্ভরশীল হইবে। আর শত্রুর মুকাবিলায় তাহার নুসরত ও মদদ লাভের জন্য প্রার্থনা করিবে। আর এই আবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাহার রাসূলের প্রতি আনুগত্য প্রর্দশন করিবে এবং আল্লাহ্ পাক যাহা কিছু করিবার নির্দেশ দিয়াছেন তাহা দৃঢ়ভাবে পালন করিয়া যাইবে এবং যাহা হইতে বিরত থাকিতে বলিয়াছেন, তাহা বর্জন করিয়া চলিবে। তোমরা পরস্পরে আত্মকলহ ও ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হইবে না। ইহা করিলে তোমাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হইবে। ইহাই হইবে তোমাদের ভীত ও সন্ত্রস্ত হওয়ার এবং ময়দানে চরমভাবে পর্যুদস্ত হওয়ার কারণ।

উপরোক্ত وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল পারস্পরিক কলহ বিবাদের দরুন তোমাদের দলীয় ঐক্য সংহতি ভাঙ্গিয়া পড়িয়া তোমাদের শক্তি বিনষ্ট হইয়া

যাইবে। আর তোমাদের অগ্রযাত্রাও ব্যাহত হইবে। বরং তোমরা সর্বাবস্থায় ধৈর্য ধারণ করিবে। আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সহিত রহিয়াছেন।

মহানবী (সা.)-এর সাহাবাগণ আল্লাহ্ ও তাহার রাসূলের নির্দেশ পালন এবং তাহাদের প্রদর্শিত পথে চলার ক্ষেত্রে যে চরম সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার উদাহরণ পূর্ববর্তী কোন যুগও উম্মতগণের মধ্যে পাওয়া যায় না। আর যুগের কথাই আসিতে পারে না। ইহা মহানবী (সা.)-এর সাহচর্য এবং তাহার চাক্ষুষ আনুগত্যের বরকতেই সম্ভবপর হইয়াছিল। তাহারা ইহার ফলে নিজেরা সংখ্যায় স্বল্প হইয়াও অল্প সময়ের মধ্যে রোম, ইরান তুরান, আলেকজান্দ্রিয়া, মরক্কো, সুদান, আবিসিনিয়ার বিরাট বিরাট শক্তিশালী দেশকে করায়ত্ত করিয়া পূর্ব ও পশ্চিমের বহু দেশ ও জনপদের মালিক ও শাসক হইয়াছিল, শুধু তাই নয় নিজদের আচার-আচরণ ও চরিত্র মাধুর্য দ্বারা বিভিন্ন শ্রেণীর বনী আদমের মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া নিয়াছিল। পৌত্তলিকতা ও অনাচারকে দূরীভূত করিয়া আল্লাহ্‌র কলেমাকে সমুন্নত করিয়াছিল এবং সমস্ত বাতিল দীনও মতবাদের উপর আল্লাহ্‌র দীনকে বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। তাহারা দুনিয়ার পূর্ব ও পশ্চিমে জুড়িয়া মাত্র ত্রিশ বছর সময়ের মধ্যে বিরাট এক ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিয়া দুনিয়ার মানুষকে চমৎকৃত করিয়া ফেলিলেন। সুতরাং তাহাদের প্রতি আল্লাহ্ যেমন সন্তুষ্ট হইলেন, তেমনি তাহারা সকলেই আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট রহিলেন। আল্লাহ্ পাক তাহাদের দলের সাথে আমাদের হাশর করুন। তিনি মহান দানশীল ও দয়ালু।

(٤٧) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَ
رِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا
يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ○
(٤٨) وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ
الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ ۖ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ
عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي
أَخَافُ اللَّهَ ۚ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ○
(٤٩) إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَٰؤُلَاءِ
دِينُهُمْ ۗ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ○

৪৭. যাহারা গর্বভরে ও লোক দেখানোর জন্য নিজদের গৃহ হইতে বাহির হয় এবং মানুষকে আল্লাহ্‌র পথ হইতে ফিরাইয়া রাখে, তোমরা তাহাদের ন্যায় হইও না। আল্লাহ্ তাহাদের কৃতকর্ম পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন।

৪৮. সেই সময়টির কথা স্মরণ কর যখন শয়তান উহাদের কার্যাবলীকে উহাদের দৃষ্টিতে শোভন করিয়াছিল এবং বলিয়াছিল, আজ তোমাদের উপর মানুষের মধ্যে কোন লোকই বিজয় লাভ করিতে পারিবে না। আমি তোমাদের সাহায্যকারী হইব। অতঃপর দুই দল পরস্পরের সম্মুখীন হইলে তখন সে পশ্চাতে সরিয়া পড়িল এবং বলিল, তোমাদের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। তোমরা যাহা দেখ না আমি তাহা দেখিতে পাই। আমি নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌কে ভয় করি। আল্লাহ্ শাস্তিদানে বড়ই কঠোর।

৪৯. সেই সময়টির কথাও স্মরণ কর, যখন মুনাফিকগণ এবং যাহাদের অন্তরে ব্যাধি রহিয়াছে তাহারা বলিতেছে, উহাদের দীন উহাদেরকে প্রতারিত করিয়াছে। যে লোক আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভর করে তাহার জ্ঞাত থাকা উচিত যে আল্লাহ্ নিশ্চয় মহাপরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ পাক মু'মিনকে তাহার পথে নিষ্ঠার সাথে লড়াই করা এবং অধিক মাত্রায় তাহাকে স্মরণ করার নির্দেশদানের পর উল্লেখিত আয়াতে মুশরিকদের অনুকরণ করিয়া গর্বভরে সত্যকে প্রতিহত করার জন্য গৃহ হইতে বাহির হইতে নিষেধ করিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতে وَّرِئَاءَ النَّاسِ দ্বারা মুসলমানদের উপর উহাদের গর্ব অহংকার ও গৌরব প্রকাশের কথা বুঝান হইয়াছে। যেমন আবূ জাহেলকে যখন জানান হইল যে বাণিজ্যিক কাফেলা বিপদমুক্ত হইয়াছে, তুমি দলবলসহ মক্কায় চলিয়া যাও। তখন সে স্বগর্বে উত্তর করিয়াছিল– আল্লাহ্‌র নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, আমরা এক্ষণি ফিরিব না। আমরা বদর প্রান্তরে শিবির স্থাপন করিব। তথায় উষ্ট্র যবাহ্ করিয়া কাবাব রুটি খাইব এবং শরাব পান করিব। তেমনি আমাদের দাসদাসীগণও পানাহার করিয়া আমোদ স্ফূর্তি করিবে। পরবর্তীকালে আরবগণ আমাদের এখানে আগমনের কথা চিরদিন স্মরণ করিতে থাকিবে। কিন্তু আল্লাহ্ পাক উহাদের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করিয়া ছিলেন। উহারা বদর কুয়ার প্রান্তরে উপস্থিত হইলে উহাদের উপর মৃত্যু গযব আপতিত হইল এবং সেখানের মাটিতেই উহাদের লাশ লাঞ্ছিত ও পদদলিত করিয়া চাপামাটি দেওয়া হইল। অতঃপর নিপতিত হইল চিরন্তন শাস্তির করাল গ্রাসে।

এইজন্যই আল্লাহ্ পাক وَاللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ বলিয়াছেন। অর্থাৎ উহাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত এবং এইজন্য তিনি উহাদিগকে নিকৃষ্টতম শাস্তি দিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা.) মুজাহিদ, কাতাদা, যাহ্হাকও সুদ্দী (র.) وَلَاتَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَّرِئَاءَ النَّاسِ আয়াত প্রসঙ্গে বলিয়াছেন ঃ এই আয়াতে সেই সব মুশরিকদের কথা বলা হইয়াছে, যাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সহিত বদরের মাঠে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া ছিল।

মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব (র.) বলেন ঃ কুরায়েশগণ মক্কা হইতে বদর অভিমুখে যাত্রাকালে গায়ক ও দফ নামের বাদ্যযন্ত্রও সাথে আনিয়াছিল। তখন আল্লাহ্ পাক وَلَاتَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ ..... আয়াত অবতীর্ণ করেন।

আলোচ্য وَاِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَاِنِّىْ جَارٌ لَّكُمْ ..... আয়াতের মর্ম হইল ঃ অভিশপ্ত শয়তান উহাদের কাজ-কর্ম ইচ্ছা-উদ্দেশ্য মোহনীয় করিয়া দেখায়। আর উহাদিগকে এই বলিয়া লালায়িত করে যে, আজ কোন লোকই তোমাদিগকে পরাজিত করিতে পারিবে না। উহাদের মন হইতে উহাদের শত্রু বনী বকর সম্প্রদায়ের ভয়-ভীতিও দূরীভূত করিয়া দিয়া বলে তাহারা তোমাদের কিছুই করিতে পারিবে না। কারণ আমি তোমাদের সাহায্যকারীরূপে থাকিব। এই সময় সে বনী মুদলাজ গোত্রের সর্বোচ্চ সরদার সুরাকা ইব্ন মালিক ইব্ন জু'শামের আকৃতি ধারণ করিয়া উহাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল এবং বলিয়াছিল, আমি বনী মুদলাজের সর্বোচ্চ সরদার। উহারা সকলেই আমার অনুগত। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্য আয়াতে বলিয়াছেন ঃ

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ اِلَّا غُرُوْرًا -

"শয়তানের কাজ হইল মিথ্যা অংগীকার করা ও মিথ্যা প্রলোভন দেওয়া। শয়তান প্রতারণা ব্যতিরেকে উহাদের কোনই অঙ্গীকার দেয় না" (৪ ঃ ১২০)।

ইব্ন জুরাইজ (র.) বর্ণনা করেন যে, এই আয়াত প্রসঙ্গে ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, বদরের যুদ্ধের দিন ইবলীস তাহার ঝাণ্ডা নিয়া সৈন্য-সামন্তসহ মুশরিকদের সাথে আসিয়াছিল। সে মুশরিকদের অন্তরে এই ধারণা জন্মাইয়া দিল যে, আজ কোন লোকই তোমাদিগকে পরাজিত করিতে পারিবে না। আমি তোমাদের সাথে সাহায্যকারীরূপে রহিয়াছি। অতঃপর লড়াই যখন শুরু হইয়া গেল, তখন শয়তান সাহায্যকারী ফেরেশতার দল দেখিতে পাইয়া এই বলিয়া পালাইয়া গেল যে, তোমরা যাহা দেখিতে পাও না আমি তাহা দেখিতে পাই।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র.) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন ঃ ইবলীস বদরের যুদ্ধের দিন শয়তানদের একটি সৈন্য বাহিনী লইয়া আসিয়াছিল। সাথে ছিল একটি ঝাণ্ডা। তখন সে বনী মুদলাজের নেতা সুরাকা ইব্ন মালিক ইব্ন জু'শামের আকৃতি ধারণ করিয়াছিল। শয়তান মুশরিকদিগকে বলিল– আজ মানুষের মধ্যে কোন লোকই তোমাদিগকে পরাভূত করিতে পারিবে না। আমি তোমাদের সাহায্যকারী। সুতরাং মহানবী (সা.) তাহার বাহিনীকে যখন সজ্জিত করিলেন, তখন একমুষ্টি মাটি হাতে নিয়া উহা মুশরিকদের মুখমণ্ডলে নিক্ষেপ করিলেন। উহারা পশ্চদ্দিকে পালাইতে লাগিল। হযরত জিবরীল (আ.) ইবলীসের দিকে অগ্রসর হইলে তখন সে তাহাকে দেখিতে পাইল। এই সময় ইবলীসের হাত দ্বারা একজন মুশরিকের হাত ধরা ছিল। সে স্বীয় হাত ঝাড়া দিয়া ছাড়াইয়া দিয়া পিছনে পালাইয়া যাইতে লাগিল। তখন সেই মুশরিক লোকটি বলিল, হে সুরাকা! তুমি কি আমাদিগকে সাহায্য করার কথা বল নাই ? ইবলীস উত্তর করিল– তোমরা যাহা দেখিতে পাওনা, আমি তাহা দেখিতে পাই। আমি আল্লাহ্কে ভয় করিতেছি। আল্লাহ্ শাস্তিদানে খুব কঠোর। তখন ইবলীস অন্যান্য ফেরেশতাগণকেও দেখিতে পাইতেছিল।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র.)–––––ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইবলীস কুরায়েশদের সাথে সুরাকা ইব্ন মালিক ইব্ন জু'শামের আকৃতি ধরিয়া বাহির হইয়াছিল। যখন লড়াই শুরু হইয়া গেলও ফেরেশতাগণকে দেখিতে পাইল, তখন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া পালাইতে লাগিল এবং বলিল তোমরা যাহা দেখিতে পাও না, আমি তাহা দেখিতে পাই। এই সময় হারিছ ইব্ন হাসান তাহাকে জড়াইয়া ধরিলে সে সজোরে তাহার গণ্ডদেশে এমন এক চপেটাঘাত করিল, যাহার ফলে সে বেহুশ হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। তখন ইবলীসকে বলা হইল, তুমি ধ্বংস হও। এই অবস্থায় তুমি আমাদিগকে অপদস্ত করিতেছ এবং আমাদেরকে প্রতারণা করিতেছ ? ইবলীস উত্তর বলিল তোমরা যাহা দেখ না আমি তাহা দেখি। আমি আল্লাহ্কে ভয় করি, আল্লাহ্ শাস্তিদানে খুবই কঠোর।

মুহাম্মদ ইব্ন উমর ওয়াকিদী (র.)–––––ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছে যে, মুসলিম বাহিনী যখন লড়াইয়ের জন্য দণ্ডায়মান ছিল, তখন মহানবী (সা.)-এর কিছু সময়ের জন্য ধ্যানমগ্ন চেতনাহীন অবস্থা দেখা দিয়াছিল। এই অবস্থা বিদূরীত হইলে তিনি মুসলমানদেরকে এই সুসংবাদ প্রদান করিলেন যে, তোমাদের ডানে জিবরীল (আ.) তাহার বাহিনী নিয়া, বামদিকে মিকাঈল (আ.) তাহার বাহিনী নিয়া, এবং ইসরাফীল (আ.) এক হাজার ফেরেশতার এক বাহিনীসহ নিয়োজিত রহিয়াছেন। অপর দিকে ইবলীস সুরকা ইব্ন মালিক ইব্ন জু'শাম মুদলাজীর আকৃতিতে উপস্থিত হইয়া মুশরিকগণকে লেলাইয়া দিতেছে এবং বলিতেছে যে, অদ্য কোন লোকই তোমাদেরকে পরাভূত করিতে পারিবে না। আল্লেক্ষে আল্লাহ্র এই

শত্রুটি ফেরেশতাগণকে দেখিতে পাইয়া পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিয়া পালাইয়া গেল এবং বলিল– তোমরা যাহা দেখিতে পাও না আমি তাহা দেখিতে পাই। হারিছ ইব্‌ন হিশাম এই কথা শুনিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিলে ইবলীস সজোরে বুকে লাথি মারিয়া তাহাকে ধরাশায়ী করিয়া চলিয়া গেল। তাহাকে আর কেহই দেখিতে পাইল না। সে কাপড় খুচে সাগরের বুকে ঝাপ দিয়া পড়িল। এবং বলিল, হে প্রতিপালক! তুমি যে অঙ্গীকার করিয়াছ, তাহা পালন কর।

তাবারানী শরীফে রিফআ ইব্‌ন রাফি (রা.) হইতে এই বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি হাদীছ উল্লেখ রহিয়াছে। আমি তাহা সবিস্তার মহানবী (সা.)-এর জীবন-চরিত গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছি।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র.) বলেন ঃ আমার নিকট ইয়াযীদ ইব্‌ন রুমান (র.) উরওয়া ইব্‌ন যুবায়ের হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। উরওয়া (র.) বলেন ঃ কুরায়েশগণ বদর অভিমুখে যাত্রা করিবার জন্য যখন একত্রিত হইয়াছিল, তখন বনী বকর ও তাহাদের মধ্যকার দীর্ঘ দিনের যুদ্ধ বিগ্রহ ও শত্রুতার কথা পরস্পর আলোচনা হইল। ফলে তাহারা এই সুদূর যাত্রা হইতে বিরত থাকার উপক্রম করিল। এই সময় ইবলীস সুরাকা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন জু'শাম মুদলাজীর রূপ ধারণ করিয়া সেখানে উপস্থিত হইল এবং বলিল বনী কিনানা গোত্রের লোকজনসহ আমি তোমাদিগকে সাহায্য করিব। সুতরাং বনী বকর গোত্রের লোকেরা তোমাদের কিছুই করিতে পারিবে না। কুরায়েশগণ তাহার কথায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ যাত্রা শুরু করিল।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র.) বলেন ঃ আমার নিকট বর্ণনা করা হইয়াছে যে, উহাকে প্রত্যেক মনযিলে সুরাকা ইব্‌ন মালিকের রূপে দেখা যাইত এবং তাহারা ভাবিত যে, সুরাকা আমাদের সাথেই রহিয়াছে। শেষ পর্যন্ত বদরের দিন দুই দলের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই শুরু হইয়া গেলে তাহাকে পালাইতে দেখিয়া হারিছ ইব্‌ন হিশাম ও উমায়ের ইব্‌ন ওয়াহাব বলিল– সুরাকা কোথায় যাও ? আল্লাহ্‌র শত্রু ইব্‌ন উমাইর চলিয়া গেল। বলা হইল, সে তোমাদিগকে বিপদগ্রস্ত করিয়া প্রাণ বাঁচাইয়া চলিয়া গিয়াছে। বর্ণনাকারী বলেন– আল্লাহ্‌র শত্রুটি যখন দেখিতে পাইল যে, আল্লাহ্ পাক তাহার রাসূল ও মু'মিনগণকে তাহার সেনা পাঠাইয়া সাহায্য করিতেছে, তখন সে পশ্চাদপসরণ করিল। সুদ্দী যাহ্হাক, হাসান বসরী, মুহাম্মদ ইব্‌ন কাআব কুরজী (র.) হইতেও এই কথাই বর্ণিত হইয়াছে।

কাতাদা (র.) বলেন ঃ ইবলীস যখন দেখিল যে, জিবরীল (আ.) বহু ফেরেশতাসহ ময়দানে অবতরণ করিতেছেন, তখন আল্লাহ্‌র শত্রু বুঝিতে পারিল যে, ফেরেশতারা মুসলমানদের সাহায্যের জন্য আসিতেছে। সুতরাং সে বলিল, তোমরা যাহা দেখ না আমি তাহা দেখি। আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি, তিনি শাস্তিদানে কঠোর। কিন্তু আসলে সে আল্লাহ্‌কে ভয় করে না। সে বুঝিতে পারিল আল্লাহ্‌র শক্তির সম্মুখে

সে দুর্বল আত্মরক্ষার ক্ষমতা তাহার নাই। মূলত আল্লাহ্‌র শত্রু এবং তাহার অনুগামীদের অভ্যাস এইরূপই হয়। অতএব হক ও বাতিলের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই আরম্ভ হইয়া গেলে সে মুসলমানদের অনিষ্টতা হইতে নিজকে নিরাপদ করিয়া নিল এবং মুশরিকদিগকে মহা বিপদের মুখে ফেলিয়া দিল।

আমি (গ্রন্থকার বলেন) বলিতেছি ঃ শয়তান ও তাহার অনুগামীদের স্বভাব এইরূপই হয়। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্য আয়াতে বলিয়াছেন ঃ

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّىْ بَرِىٌ مِنْكَ اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

"শয়তানের কাজের উদাহরণ হইল যে, সে মানুষকে বলে কুফরী কর। যখন কুফরী করা হয়, তখন বলে আমি তোমার সাথে নাই। আমি সেই আল্লাহ্‌কে ভয় করিতেছি যিনি সারা জাহানের প্রতিপালক" (৫৯ ঃ ১৬)।

আল্লাহ্ পাক অন্য আয়াতে বলেন ঃ

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِىَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِىْ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ اِلاَّ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِىْ فَلاَ تَلُوْمُوْنِىْ وَلُوْمُوْا اَنْفُسَكُمْ مَا اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا اَنْتُمْ بِمُصْرِخِىَّ اِنِّىْ كَفَرْتُ بِمَا اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ اِنَّ الظَّالِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ

"আল্লাহ্ পাক যখন বিষয়টি মীমাংসা করিয়া ফেলিলেন, তখন শয়তান বলিল, আল্লাহ্ নিশ্চয় তোমাদের সাথে সত্য অঙ্গীকার করিয়াছেন। আর আমি তোমাদের সাথে অঙ্গীকার দেই, আবার সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করি। তোমাদের ব্যাপারে আমার কোন হাত ছিল না। আমি তোমাদের ডাকিয়াছি, তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়াছ। তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করিও না, নিজদেরে ভর্ৎসনা কর। আমি তোমাদের রক্ষা করিতে পারিব না, আর তোমরাও আমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। পূর্বে তোমরা যে আমাকে শরীক করিতে আমি তাহা অস্বীকার করিতেছি। জালিমদের জন্য নিশ্চয় দুঃখজনক শাস্তি রহিয়াছে (১৪ ঃ ২২)।

ইউনুস ইব্‌ন বুকাইর (র.)– — —– বনী সা'দার কোন এক লোকের নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। লোকটি বলিয়াছে আমি আবূ উসায়েদ মালিক ইব্‌ন রবীআকে অন্ধ অবস্থায় বলিতে শুনিয়াছি যে, আমি যদি আজ তোমাদের সাথে বদর প্রান্তরে যাইতে পারিতাম এবং আমার দৃষ্টি শক্তি থাকিত, তবে ফেরেশতাগণ কোন ঘাঁটি হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে তাহা তোমাদিগকে দেখাইয়া দিতাম। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে ফেরেশতাগণ যখন অবতরণ করিল এবং ইবলীস উহাদিগকে দেখিল, তখন আল্লাহ্ পাক এই ওয়াহী পাঠাইলেন যে, আমি তোমাদের

সহিত রহিয়াছি। সুতরাং মু'মিনগণ ময়দানে দৃঢ়পদে অবিচল রহিল। আর ফেরেশতাগণ এক-এক জন পরিচিত ব্যক্তিরূপ ধারণ করিয়া উহাদিগকে দৃঢ়ভাবে অবিচল থাকার নসীহত করিতে লাগিল। এমনকি উহাদেরকে বিজয়ের সুসংবাদ দিয়া বলিল, তোমাদিগকে সুসংবাদ দিতেছি যে, কাফিরগণ তোমাদের সম্মুখে কোন বস্তুই নয়, স্বয়ং আল্লাহ্ তোমাদের সহিত রহিয়াছেন। তাহারা এইভাবে মু'মিনগণকে উৎসাহ দিতে লাগিল। অভিশপ্ত ইবলীস ময়দানে ফেরেশতাগণকে দেখিয়া পশ্চাদপসরণ করিল এবং বলিল, আমি তোমাদের সাথে নাই। তোমরা যাহা দেখ না আমি তাহা দেখি। এই সময় সে সুরাকার আকৃতিতে ছিল। তখন আবূ জাহেল ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার সঙ্গীগণকে এই বলিয়া উৎসাহ দিতে লাগিল যে, সুরাকা চলিয়া যাওয়ায় তোমাদের কোন ক্ষতি হইবে না। সে মুহাম্মদ ও তাহার সাহাবীগণের সাথে চুক্তিবদ্ধ হইয়া আমাদের মধ্যে ভাঙ্গন ধরাইয়া আমাদিগকে দুর্বল করিবার জন্য আসিয়াছিল। অতঃপর বলিল, লাত ও উয্যার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি মুহাম্মদ এবং তাহার সঙ্গীগণকে রশি দ্বারা না বাঁধিয়া দেশে ফিরিব না। উহাদিগকে হত্যা করিব না, বরং বন্দী করিব। তবেই মনের সাধ মিটাইয়া শাস্তি দিতে পারিব। অভিশপ্ত আবূ জাহেলের এই কথাগুলি ফিরআউন যাদুকরগণকে বলার ন্যায়। উহারা যখন ইসলাম গ্রহণ করিল, তখন ফিরআউন আল-কুরআনের ভাষায় এইরূপ বলিয়াছিল ঃ

إِنَّ هَٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا -

"নিঃসন্দেহে ইহা ষড়যন্ত্র। তোমরা শহরে এই ষড়যন্ত্র করিয়াছ। উদ্দেশ্য হইল, শহরবাসীকে বহিষ্কৃত করিবে (৭ ঃ ১২৩)।

إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ

নিশ্চয় সে তোমাদের মধ্যে বড় যাদুকর, তোমাদিগকে সে যাদু শিক্ষা দিয়াছে (২০ ঃ ৭১)।

এই সব কথা নির্লজ্জ মিথ্যা অপবাদ বৈ কিছু নয়। এই জন্যই বলা হয় যে, এই উম্মতের ফিরআউন ছিল আবূ জাহেল।

মালিক ইব্ন আনাস (র.)— — — —তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন কুরয্ হইতে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলিয়াছেন ঃ আমি আরাফাতের দিন ইবলীসকে এত লাঞ্ছিত, লজ্জিত বেদনাক্লিষ্ট ও রাগান্বিত দেখিয়াছি যে, বদরের দিন ব্যতীত এইরূপ আর কখনো দেখি নাই। ইহার কারণ হইল, আল্লাহ্ সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং অবতীর্ণ করিয়াছিলেন তাহার অনাবিল করুণা ধারা। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন— হে আল্লাহ্র রাসূল! বদরের দিন উহাকে কিরূপ দেখিয়াছিলেন,

মহানবী (সা.) উত্তর করিলেন— সে জিবরীলকে ফেরেশতাগণের নেতৃত্ব দান করিয়া আসিতে দেখিয়াছিল। উল্লেখিত সনদে হাদীছটি "মুরসাল" হাদীছ।

উপরোক্ত إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আলী ইব্ন আবূ তালহা (র.) ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে বলেন ঃ বদরের যুদ্ধের দিন উভয় দল যখন পরস্পরের নিকটবর্তী হইল, তখন আল্লাহ্ পাক মুসলমানের সংখ্যা মুশরিকদের দৃষ্টিতে স্বল্প দেখাইলেন এবং মুশরিকদের সংখ্যাও কম দেখাইলেন মুসলমানদের দৃষ্টিতে তখন মুশরিকগণ বলিল এই ধর্মান্ধগণ তাহাদের ধর্ম দ্বারা প্রতারিত হইয়াছে। উহারা তাহাদের দৃষ্টিতে মুসলমানদের সংখ্যা স্বল্প দেখার দরুন ইহা বলিয়া ছিল। উহাদের ধারণা জন্মিল যে, মুসলমানগণ এই যুদ্ধে যে পরাজিত হইবে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তখন আল্লাহ্ পাক বলিলেন ঃ যাহারা আল্লাহ্র প্রতি নির্ভরশীল হয়, তাহাদের ইয্যত আল্লাহ্ই রক্ষা করেন। আল্লাহ্ তো মহা পরাক্রমশীল ও মহাপ্রজ্ঞাময়। কাতাদা (র.) বলেন ঃ মু'মিনদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক দেখিতে পাইল যে, আল্লাহ্র এই বিষয়টি অত্যন্ত জটিল ও কঠোর। এই আয়াতে ইহার প্রতিই ইংগিত প্রদান করা হইয়াছে। আমাদের নিকট বর্ণনা করা হইয়াছে যে, আল্লাহ্র শত্রু অভিশপ্ত আবূ জাহেল মহানবী (সা.) এবং তাহার সাহাবীগণের উপর নিজকে উন্নত ভাবিয়া দাম্ভিকতার স্বরে বলিল আজিকার দিনের পর আর কেহ আল্লাহ্র ইবাদত করিবে না।

এই আয়াতাংশ প্রসঙ্গে ইব্ন জুরাইজ (র.) বলেন ঃ এই আয়াতে মক্কার একদল মুনাফিক লোকের কথা বলা হইয়াছে। তাহারা বদরের দিন মুসলমানদের সংখ্যা স্বল্প দেখিয়া বলিয়াছিল, তাহাদের ধর্ম তাহাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে।

আমির শা'বী বলেন ঃ মক্কার কিছু লোক ইসলামের কলিমা বিশ্বাস করিয়াছিল। বদরের যুদ্ধে তাহারাও মুশরিকদের সাথী হইয়া যুদ্ধ মাঠে উপস্থিত হইয়াছিল। সুতরাং তাহারা মুসলমানদের সংখ্যাল্পতা দেখিয়া বলিল এই ধর্মান্ধদিগকে তাহাদের ধর্ম প্রতারিত করিয়াছে।

এই আয়াতাংশ প্রসঙ্গে মুজাহিদ (র.) বলেন ঃ উক্ত আয়াতে কুরায়েশের ক্ষুদ্র একদল লোকের কথা বলা হইয়াছে। যেমন কায়েস ইব্ন ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা, আবূ কায়েস ইব্ন ফাকিহা ইব্ন মুগীরা, হারিছ ইব্ন যাম'আ ইব্ন আসওয়াদ ইব্ন মুত্তালিব, আলী ইব্ন উমাইয়া ইব্ন খালফও, আস ইব্ন মুনাব্বিহ্ ইব্ন হাজ্জাজ। ইহারা বদরের যুদ্ধে মুশরিকদের সাথী হইয়া আসিয়াছিল। উহারা সংশয়ের মধ্যে নিপতিত ছিল। সুতরাং মুসলমানগণকেও এইরূপ সংশয়বাদী ভাবিল। তাহারা মহানবী (সা.)-এর সাথিগণের সংখ্যা কম দেখিয়া বলিল— ইহাদের ধর্ম ইহাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে এবং সংখ্যায় নিতান্ত কম হইয়াও মোহে পড়িয়া বিপুল সংখ্যক সেনার সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার (র.) এইরূপ কথাই বলিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র.)– — — –হাসান (র.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হাসান (র.) বলেন ঃ বদরের দিনের লড়াইতে যাহারা উপস্থিত হয় নাই উক্ত আয়াতাংশে তাহাদেরই মুনাফিক নাম রাখা হইয়াছে।

মা'মার সহ একদল বলেন ঃ উক্ত আয়াতে সেই সম্প্রদায়ের কথা বলা হইয়াছে যাহারা মহানবী (সা.)-এর মক্কায় থাকাকালে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু বদরের যুদ্ধেও মুশরিকদের সাথী হইয়া আসিয়াছিল। তাহারা মুসলমানদিগকে সংখ্যায় স্বল্প দেখিয়া বলিল– ইহারা তাহাদের ধর্ম দ্বারা প্রতারিত হইয়াছে।

উপরোক্ত আয়াতে وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ মর্ম হইল- যাহারা পূর্ণরূপ আল্লাহ্র প্রতি নির্ভরশীল হয় এবং তাহার উপরেই আস্থা ও ঈমান রাখে তাহাদিগকে আল্লাহ্ বিফল মনোরথ করেন না। কেননা আল্লাহ্ তো فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ "মহা পরাক্রমশালী ও মহাপ্রজ্ঞাময়। তাহার প্রতি যাহারা নির্ভরশীল হয় এবং তাহার নিকটই আশাপোষণ করে তাহাদিগকে তিনি বিফল করেন না। তিনি সীমাহীন ক্ষমতার অধিকার ও সীমাহীন সম্রাজ্যের অধিপতি। স্বীয় কাজেও তিনি প্রজ্ঞাময়। তাহার সিদ্ধান্তও জ্ঞান প্রসূত। যেখানে যাহা রাখা উচিত এবং যাহাকে যাহা দেওয়া উচিত সেখানেই তিনি তাহা রাখেন ও তাহাকে তাহা দেন। সুতরাং যাহারা তাহার মদদত্ত সাহায্য পাইবার অধিকারী, তাহাদিগকেই তিনি সাহায্য করিয়াছেন। পক্ষান্তরে যাহারা পরাজয়ও অপমানের পাত্র, তাহাদিগকে তিনি তাহাই করিয়াছেন।

(৫০) وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوا ۙ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَ اَدْبَارَهُمْ ۚ وَ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ○

(৫১) ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَ اَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ○

৫০. আর তুমি দেখিতে পাইবে যে, ফেরেশতাগণ কাফিরদিগকে তাহাদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত হানিয়া মারিয়া ফেলিতেছে। আর বলিতেছে, দহনমূলক শাস্তি ভোগ কর।

৫১. ইহা তোমাদের হস্ত যাহা পূর্বে প্রেরণ করিয়াছিল। আল্লাহ্ তাহার বান্দাগণের প্রতি অত্যাচারী নহেন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ পাক বলেন, হে মুহাম্মদ! তুমি যদি কাফিরগণের প্রাণ হরণের অবস্থাটি অবলোকন করিতে তবে একটি বিভীষিকাময় ও করুণ দৃশ্যই দেখিতে পাইতে। উহাদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত হানিয়া ফেরেশতাগণ বলিলেন জ্বলন্ত শাস্তি ভোগ কর। উল্লেখিত আয়াতে ادبار শব্দের অর্থ সম্পর্কে ইব্ন জুরাইজ (র.) মুজাহিদ (র.) হইতে বলিয়াছেন যে, ইহার অর্থ নিতম্ব এবং উপরোক্ত কথা ফেরেশতাগণ বদরের যুদ্ধের দিনই বলিয়া ছিল।

ইব্ন জুরাজে (র.) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন ঃ মুশরিকগণ যখন মুসলমানদের দিকে ফিরিয়া আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হইত, তখন ফেরেশতাগণ তরবারি দ্বারা তাহাদের মুখমণ্ডলে আঘাত হানিতেন। অতঃপর যখন পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিয়া পিছনে হটিত ও পালাইত, তখন তাহার উহাদের পৃষ্ঠে আঘাত হানিতেন।

ইব্ন আবূ নজীহ (র.) মুজাহিদ (র.) হইতে اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمَلٰئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ আয়াতাংশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, এইরূপ ঘটনা বদরের যুদ্ধে ঘটিয়াছিল।

ওয়াকী (র.)– — — –সাঈদ ইব্ন যুবায়ের (র.) হইতে বর্ণনা বলেন ঃ ফেরেশতাগণ উহাদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত হানিতেন। তিনি আরও বলেন নিতম্বে আঘাত হানা হইত। কিন্তু আল্লাহ্ আঘাতকারীদিগকে অদৃশ্য করিয়া রাখিয়া ছিলেন। আফরার ভৃত্য উমর এবং হাসান বসরী হইতেও এইরূপ কথা বর্ণিত রহিয়াছে। হাসান বসরী (র.) বলেন– এক লোক মহানবীর নিকট আসিয়া বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আবূ জাহেলের পৃষ্ঠে কন্টকের দাগের ন্যায় দেখিয়াছি। মহানবী (সা.) জবাব দিলেন– ইহা ফেরেশতাদের আঘাতের চিহ্ন। ইব্ন জারীর (র.) এই হাদীছ "মুরসাল" সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার উপলক্ষ যদিও বদরের যুদ্ধ, কিন্তু ইহার মর্ম ও তাৎপর্য ব্যাপক। প্রত্যেক কাফিরের ক্ষেত্রেই ইহা প্রযোজ্য হইতে পারে। এই জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতকে বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী কাফিরদের জন্য নির্দিষ্ট করেন নাই। বরং বলিয়াছেন– ফেরেশতা কর্তৃক কাফিরদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত হানিয়া প্রাণ হরণের দৃশ্য অবলোকন করিতে। সূরা কিতাল বা সূরা আহযাবেও এইরূপ বর্ণিত রহিয়াছে। সূরা আন'আমে বর্ণিত অনুরূপ আয়াতটি এই ঃ

وَلَوْ تَرٰى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰئِكَةُ بَاسِطُوْا اَيْدِيْهِمْ اَخْرِجُوْا اَنْفُسَهُمْ -

অর্থাৎ যদি তুমি অপরাধিগণের মৃত্যুকালীন কঠিন শাস্তি অবলোকন করিতে। ফেরেশতাগণ তাহাদের হাত বাড়াইয়া উহাদের প্রাণ হরণ করিয়া নিয়া আসে (৬ ঃ ৯৩)! অর্থাৎ হাত বাড়াইয়া আঘাতের সাথে উহাদের প্রাণ হরণ করে। এইরূপ করিবার নির্দেশই উহাদের প্রতিপালক দিয়াছেন। উহাদের আত্মাকে যখন কঠিনভাবে

ধরা হয় এবং সে বাহির না হইবার জন্য দেহের অভ্যন্তরে পালায়, তখন জবরদস্তিমূলক তাহাকে বাহির করা হয়। আর তখনই তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র আযাব ও গযবের সংবাদ প্রদান করা হয়। যেমন বারা (রা.) হইতে বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে ঃ কাফিরদের মৃত্যুর সময় মালাকুল মউত বিদ্রূপ আকৃতি নিয়া উপস্থিত হইয়া বলে- হে পাপিষ্ঠ আত্মা! দেহ হইতে বাহির হইয়া গরম হাওয়া, গরম পানি ও গরম ছায়ার দিকে ধাবিত হও। এই সময় আত্মা দেহের বিভিন্নস্থানে পালাইতে থাকে। তখন উহাকে এমন সজোরে হিচড়াইয়া বাহির করা হয় যেমন একটি জীবিত লোকের দেহ হইতে চামড়া খসান হইলে তাহার সাথে শিরা উপশিরাগুলি ও তৈলাক্ত আবরণটিও বাহির হইয়া থাকে। এই জন্যই আল্লাহ্ পাক সংবাদ দিয়াছেন যে ফেরেশতাগণ তখন বলিতে থাকে যে, তোমরা দগ্ধকর শাস্তি ভোগ কর।

উপরোক্ত আয়াতে بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ অংশের তাৎপর্য হইল, তোমরা এই জগতে অবস্থানকালে যে বেঈমানী ও পাপাচারে লিপ্ত হইয়াছিলে, উহার দরুনই আজ তোমাদের এই শাস্তি ভোগ করিতে হইতেছে। আল্লাহ্ তোমাদিগকে সমুচিত প্রতিদানই দিয়াছেন।

আলোচ্য وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ আয়াতাংশের মর্ম হইল ঃ আল্লাহ্ তাহার সৃষ্টিকুলের কাহারও উপরই জুলুম করেন না। বরং তিনি ন্যায়-পরায়ণ ও ইনসাফগার। কোনরূপ জুলুম অত্যাচার হইতে তিনি পবিত্র ও মুক্ত। যেমন ইমাম মুসলিম (র.) তাহার কিতাবে আবূ যার (রা.) হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। মহানবী (সা.) বলেন যে, আল্লাহ্ পাক বলিতেছেন -হে আমার বান্দাগণ! আমি আমার প্রতি জুলুমকে হারাম করিয়াছি। তেমনি তোমাদের জন্যও হারাম করিলাম। সুতরাং তোমরা পর'পর জুলুম অত্যাচার করিও না। হে আমার বান্দাগণ! আমি তোমাদের কার্যাবলী শুধু সংরক্ষণ করিয়া থাকি। তোমরা যদি ভাল ও কল্যাণমূলক কাজ দেখাতে পাও, তবে তোমাদের আল্লাহ্‌র প্রশংসা করা উচিত। আর ইহার ব্যতিক্রম দেখিলে স্বীয় আত্মাকেই ধিক্কার দেওয়া উচিত, ভর্ৎসনা করা উচিত। তাই আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

(٥٢) كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○

৫২. ফিরআউনের গোত্র এবং তাহার পূর্ববর্তীদের অভ্যাসের ন্যায় ইহারা আল্লাহ্‌র আয়াত অস্বীকার করে। সুতরাং উহাদের পাপের দরুন আল্লাহ্ উহাদের শাস্তি দেন। আল্লাহ্ মহা শক্তিমান এবং শাস্তিদানে কঠোর।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক মহানবী (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ বিষয়বলীকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী মুশরিকদের আচরণের বর্ণনা দিতেছেন। সেকালে

ফিরআউনের গোত্র এবং তাহাদের পূর্ববর্তিগণ যেরূপ রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া অনাচারে লিপ্ত হইত, ইহারাও তদ্রূপ নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া শিরক ও নানাবিধ পাপাচারে লিপ্ত হইয়াছে। সুতরাং আমার চিরাচরিত নিয়ম মাফিকই মিথ্যাবাদী ফিরআউনের গোত্র এবং তাহাদের পূর্ববর্তিগণের সাথে, যেরূপ ব্যবহার দেখাইয়াছি ইহাদের সাথেও তদ্রূপ ব্যবহার প্রদর্শন করিব। কারণ ইহারা আল্লাহ্‌র আয়াত ও নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা মনে করে ও অস্বীকার করে। সুতরাং ইহাদের পাপাচারের জন্যই আমি ইহাদেরকে ধ্বংস করিয়াছি ইহাদের জন্য এই শাস্তি চরম ও কঠোর শাস্তি। কেননা আল্লাহ্ মহাশক্তিমান। তাহাকে কেহ যেমন পরাভূত ও করিতে পারে না তেমনি পাবে না কেহ প্রতিহত করিতেও কোন কাজ হইতে নিবৃত্ত রাখিতে।

(٥٣) ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۙ وَ اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

(٥٤) كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَ اَغْرَقْنَاۤ اٰلَ فِرْعَوْنَ ۚ وَ كُلٌّ كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ○

৫৩. ইহা এইজন্য যে, যদি কোন সম্প্রদায় যতক্ষণ পর্যন্ত নিজদের অবস্থা পরিবর্তন না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের উপর আল্লাহ্‌র দানকৃত সম্পদসমূহ আল্লাহ্ পরিবর্তন করেন না। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

৫৪. ফিরআউনের গোত্র এবং তাহাদের পূর্ববর্তিগণের অভ্যাসের ন্যায় ইহারা ইহাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। সুতরাং উহাদিগকে আমি উহাদের পাপের জন্য ধ্বংস করিয়াছি, আর ফিরআউনের গোত্রকে দরিয়ায় ডুবাইয়া মারিয়াছি। উহারা প্রত্যেকেই জালিম ছিল।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ পাক তাহার হুকুম ও নির্দেশের ক্ষেত্রে পূর্ণরূপে আদল-ইনসাফ রক্ষা করার কথা বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ কাহাকেও দানকৃত নিয়ামত ও সম্পদসমূহ বিনা অপরাধে পরিবর্তন করেন না। তাহার অবাধ্যতা ও পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার দরুনই তিনি তাহা হরণ করিয়া নেন এবং তাহাকে দুঃখ-দুর্দশার যাঁতাকলে নিষ্পেষিত করেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা কালামে পাকের অন্য আয়াতে বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَابِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ - وَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْۤءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ -

"আল্লাহ্ তা'আলা কোন জাতির অবস্থা তখন পর্যন্ত পরিবর্তন করেন না যখন পর্যন্ত তাহারা নিজদের অবস্থা পরিবর্তন না করে। আল্লাহ্ কোন জাতির অনিষ্ট করিতে

চাহিলে তাহা হইতে কেহ তাহাকে নিবৃত্ত রাখিতে পারে না। আর আল্লাহ্ ব্যতীত তাহাদের জন্যে কোন সাহায্যকারীও জুটিবে না"(১৩ ঃ১১)।

আলোচ্য كَدَأْبِ آلِ আয়াতাংশের অর্থ ঃ হইল অর্থাৎ উহাদের কার্যাবলী ও উদাহরণ সৃষ্টি করার ন্যায়। ফিরআউনের গোত্রের আমার আয়াত ও নিদর্শনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, অস্বীকার করা এবং পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার ন্যায়। সুতরাং উহারা পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার দরুন উহাদের দানকৃত বাগান, বাগানের ফলফলাদি, ফসল, পানির কুয়া, ঘরবাড়ী, দালান কোঠা, সহায়-সম্পদ ইত্যাদি যাহা কিছু নিয়ামত দান করিয়াছিলেন,তাহা তিনি ছিনাইয়া লইলেন। এই ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি আদৌ কোনরূপ জুলুম অত্যাচার ও অবিচার করেন নাই। বরং তাহারাই নিজেদের প্রতি অবিচার করিয়াছে।

(৫৫) إِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

(৫৬) اَلَّذِيْنَ عٰهَدْتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ وَّ هُمْ لَا يَتَّقُوْنَ ○

(৫৭) فَاِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ○

৫৫. যাহারা কুফরী করে এবং আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনে না, আল্লাহ্র নিকট তাহারাই অতিশয় নিকৃষ্ট জীব।

৫৬. উহাদের মধ্যে যাহাদের সহিত তুমি চুক্তি করিয়াছ। অতঃপর তাহারা প্রত্যেক বারই চুক্তিভঙ্গ করে এবং সর্তক হয় না।

৫৭. যদি তোমরা উহাদিগকে যুদ্ধে কাবুতে ফেলিতে পার, তবে এমন কঠোর **শাস্তি দিবে যেন উহাদের পশ্চাতে যাহারা রহিয়াছে, তাহারা যেন শিক্ষা লাভ** করিতে পারে।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ পাক কাফিরদের প্রতি তাঁহার ঘৃণা এবং তাহাদের অপকর্মের বর্ণনা দিয়া বলিতেছেন যে, ভূপৃষ্ঠে জীবকুলের মধ্যে বেঈমান কাফিরগণই হইল আল্লাহ্র নিকট অতি নিকৃষ্ট জীব। উহাদের মধ্যকার যাহাদের সাথে তুমি যখনই কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হও, তখনই উহারা সেই চুক্তি লঙ্ঘন করে। যখন উহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া আস্থাস্থাপন কর, তখন বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়া তোমার আস্থা নষ্ট করিয়া ফেলে। উহারা আল্লাহ্কে আদৌ কোনরূপ ভয়ই করে না। নির্ভয় দাম্ভিকতার সহিত পাপাচারে লিপ্ত হয়। আলোচ্য فَاِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِى الْحَرْبِ

আয়াতাংশের মর্ম হইল ঃ তুমি যদি উহাদের যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বিজয় লাভ করিতে পার, তবে কঠোরভাবে বন্দী করিয়া জ্বালা-যন্ত্রণা দিবে। এই ব্যাখ্যা প্রদান করেন ইব্ন আব্বাস (রা.)।

হাসান বসরী, যাহ্হাক, সুদ্দী, আতা খুরাসানীও ইব্ন উবায়না (র.) ইহার ব্যাখ্যায় বলেনঃ যুদ্ধে উহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারিলে অতি কঠোর ভাবে শাস্তি দিবে এবং নির্দয়ভাবে উহাদিগকে হত্যা করিবে যেন ইহাদের ছাড়া আরবের অন্যান্য শত্রুগণ এই শাস্তির কথা শুনিয়া ভীত হয় এবং নসীহত ও শিক্ষা গ্রহণ করে। তাহাদের মধ্যে লজ্জা ও অনুশোচনার সৃষ্টি হয়। আলোচ্য لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ এর ব্যাখ্যায় সুদ্দী (র.) বলেন-- আল্লাহ্ বলিতেছেন হয়ত এই শাস্তির কথা শুনিয়া উহারা চুক্তি ভঙ্গ করিতে ভয় করিবে এবং চুক্তি-মাফিক কাজ করিয়া যাইবে।

(৫৮) وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْۢبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَآءٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَآئِنِيْنَ ○

৫৮. কোন সম্প্রদায়ের চুক্তি ভঙ্গের আশংকা করিলে তুমিও যথাযথভাবে চুক্তি বাতিল করিবে; আল্লাহ্ চুক্তি ভঙ্গকারীকে ভালবাসেন না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাহার নবীকে সম্বোধন করিয়া বলেন ঃ তুমি যদি কোন সম্প্রদায়ের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ থাক এবং সেই সম্প্রদায়ের চুক্তি লঙ্ঘন করার যদি আশংকা কর, তবে, তুমিও উহাদিগকে অবহিত কর যে, তুমি উহাদের সাথে কৃত চুক্তিকে বাতিল করিয়াছ। ফলে তুমি এবং উহারা উভয়ই জানিয়া নিলে যে, তুমি উহাদের সহিত যুদ্ধকামী এবং উহারাও তোমার সাথে যুদ্ধকামী। সুতরাং ইহাই হইতেছে যে, তোমার ও উহাদের মধ্যে কোনরূপ চুক্তি ও অংগীকার নাই। সকলেই বরাবর। কবি রাজিব বলেন ঃ

فاضرب وجوه الغدر للاعداء * حتى يجيبوك الى السواء

("শত্রুকে প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে চুক্তিভঙ্গকারীর মুখমণ্ডলে আঘাত কর। তবেই তাহারা তোমাকে সমপর্যায়ের জন্য প্রত্যুত্তর প্রমাণ করিবে।)

আলোচ্য فَانْبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَاءٍ আয়াতাংশ প্রসঙ্গে ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম (র.) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে, যে ইহার অর্থ হইল শান্তিপূর্ণ উপায় ও পন্থায় চুক্তি বাতিল করা। আর اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِيْنَ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল, আল্লাহ্ চুক্তি নস্যাৎকারিগণকে ভালবাসেন না এমন কি যদি কাফিরদের সাথেও চুক্তি ভঙ্গ করা হয়, তবুও তাহাকে আল্লাহ্ ভালবাসেন না, পসন্দ করেন না।

ইমাম আহমদ (র.) বলেন ঃ আমাদের নিকট মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর (র.) .... সালীম ইব্ন আমির ইহতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ মুআবিয়া (রা.) তাহার শাসনামলে রোম দেশের সীমান্তে সৈন্য প্রেরণের হুকুম দিয়াছিলেন।

রোম এবং তাহার মধ্যে সন্ধি চুক্তি ছিল। তিনি চাহিলেন যে তাহাদের সীমান্তের নিকটবর্তী হইয়া থাকিবে। তাহাদের পক্ষ হইতে চুক্তিভঙ্গ করা হইলেই উহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করা হইবে। এই সময় একবৃদ্ধ লোক যানবাহনের উপর উপবিষ্ট অবস্থায় বলিতে লাগিল- আল্লাহু আকবর! আল্লাহু আকবর! চুক্তি রক্ষা কর, চুক্তি নস্যাৎ করিও না। মহানবী (সা.) বলিয়াছেন- কোন সম্প্রদায়ের সাথে কাহারও চুক্তি হইলে, সেই চুক্তির কোন গিরা খুলিবে না, কোন গিরা বাঁধিবে না। অর্থাৎ উহা হইতে কোন শর্ত বাদ দিবে না এবং নূতন কোন শর্ত সংযোজন করিবেন না। বরং যথাযথ অবস্থায় ঠিক রাখিবে- যতক্ষণ পর্যন্ত উহাকে বাতিল করা না হয়। বর্ণনাকারী বলেন - এই কথা মুআবিয়া (রা.)-এর কাছে পৌছিলে তিনি সেনাবাহিনী দেশে ফিরাইয়া আনিলেন। এই বৃদ্ধের নাম হইল উমর ইব্ন আম্বাসা (রা.)। এই হাদীছ আবূ দাউদ তায়ালিসী (র.) শু'বা (র.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈও ইব্ন হিব্বান (র.) তাহাদের কিতাবসমূহে শু'বা (র.) হইতে বর্ণিত সনদে উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র.) ইহাকে "হাসান" ও "সহীহ্" বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র.) আরও বলেন ঃ

আমাদের নিকট মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ যুবায়রী (র.) - — — — সালমান ফারসী (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সালমান ফারসী (রা.) কোন এক দুর্গ বা শহরে উপনীত হইয়া সেখানকার বাসিন্দাগণকে বলিলেন- তোমরা আমাকে ডাকিও আমি তোমাদিগকে ডাকিব। যেমন আমি মহানবী (সা.)-কে এইভাবে ডাকিতে দেখিয়াছি। অতঃপর তিনি বলিলেন -আমি তোমাদের মতই লোক ছিলাম, আল্লাহ্ পাক আমাকে ইসলামের দিকে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং তোমরা ইসলাম গ্রহণ করিয়া যদি মুসলমান হও, তবে আমাদের জন্য যাহা কিছু রহিয়াছে, তোমাদের জন্যও তাহা সংরক্ষিত হইবে এবং আমাদের উপর যে দায়িত্ব কর্তব্য রহিয়াছে। তোমাদের উপর ও সেই দায়িত্ব কর্তব্য বর্তাইবে। তোমরা আমার এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলে আমাদের বশ্যতাস্বীকার করিয়া জিযিয়া দিতে সম্মত হও। ইহাও তোমরা না মানিলে তোমাদিগকে যথাযথ পদ্ধতিতে প্রত্যাখ্যান করিতেছি। আল্লাহ্ চুক্তি ভঙ্গকারীকে ভালবাসেন না। এই ভাবে তিন দিন কথাবার্তা বলা হয়। প্রতিপক্ষ স্বীকার না করিলে চতুর্থ দিন সকাল বেলা তাহাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালান হয় এবং আল্লাহ্র সাহায্যে তাহাদের বস্তি ও শহরকে পদানত করিয়া বিজয় লাভ করা হয়।

(٥٩) وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَبَقُوْا ۗ اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُوْنَ ○

(٦٠) وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ۚ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ○

৫৯. কাফিরগণ যেন একথা ধারণা না করে যে, তাহারা পরিত্রাণ পাইয়াছে। তাহারা মু'মিনগণকে হতবল করিতে পারিবে না।

৬০. তোমারা উহাদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব-বাহিনী প্রস্তুত রাখিবে। ইহা দ্বারা তোমরা ভীত-সন্ত্রস্ত করিবে আল্লাহ্র শত্রুকে এবং তোমাদের শত্রুকে ইহা ব্যতীত অন্যান্য শত্রুগণকে যাহাদিগকে তোমরা জান না, আল্লাহ্ জানেন। আর আল্লাহ্র পথে যাহা কিছু তোমরা ব্যয় কর, তাহার প্রতিদান তোমরা পুরাপুরি পাইবে। তোমাদের প্রতি জুলুম করা হইবে না।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَبَقُوْا اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُوْنَ আয়াতে আল্লাহ্ পাক তাহার নবীকে বলিতেছেন ঃ তুমি এই ধারণা করিও না যে, কাফিরগণ আমার হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে।[১] তাহাদের উপর আমার আর কোন ক্ষমতা নাই। বরং তাহারা আমার ক্ষমতার অধীনই রহিয়াছে। আর রহিয়াছে আমার ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণে। তাহারা আমাকে কখনও পর্যুদস্ত করিতে পারিবে না। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্য আয়াতে বলিয়াছেন ঃ

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّسْبِقُوْنَا سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ

তুমি কাফিরগণকে এইরূপ ভাবিও না যে, তাহারা ভূপৃষ্ঠে মু'মিনগণকে কুপোকাত করিয়া ফেলিবে (২৯ ঃ ৪)।

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ وَمَاْوٰهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيْرُ.

উহাদের স্থান হইল অনলকুণ্ড এবং উহাদের প্রত্যাবর্তন স্থল খুবই খারাপ (২৪ ঃ ৫৭)।"

তিনি অন্য আয়াতে বলেন ঃ

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِى الْبِلَادِ ، مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ثُمَّ مَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ

"শহরে কাফিরদের বৈষয়িক উন্নয়ন দ্বারা আপনি প্রতারিত হইবেন না। ইহা কয়েকদিনের সম্পদ। অতঃপর উহাদের স্থান হইবে জাহান্নামে, সেখানে উহাদের বিছানা হইবে নিকৃষ্ট (৩ ঃ ১৯৬-১৯৭)।

১. উপরোক্ত আয়াতে গ্রন্থকার وَلَا يَحْسَبَنَّ কিরাতের স্থলে وَلَا تَحْسَبَنَّ কিরাত অনুসরণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক উহাদের সহিত লড়াই করিবার জন্য যথাসাধ্য শক্তি সঞ্চয় করিবার নির্দেশ দিয়া বলিতেছেন ঃ

وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَّاسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّ مِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ -

অর্থাৎ তোমাদের যতখানি সামর্থও হয়, শক্তি সঞ্চয় কর এবং যুদ্ধে অশ্ব-বাহিনী প্রস্তুত রাখ।

ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র.) বলেন ঃ আমাদের নিকট হারূন ইব্ন মা'রূফ (র.)— — ——আবূ আলী ছুমামা ইব্ন শাফীঈ (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছে। তিনি বলেন ঃ আমি মহানবী (সা.)-কে মিম্বরের উপর বসা অবস্থায় বলিতে শুনিয়াছি, তিনি اَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ আয়াতাংশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন– শুন! তীরান্দাজী বা ক্ষেপণাস্ত্রই উত্তম শক্তি। শুন! তীরান্দাজী বা ক্ষেপণাস্ত্রই উত্তম শক্তি। এই হাদীছ ইমাম মুসলিম (র.) হারূন ইব্ন মারূফ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাউদ (র.) সাঈদ ইব্ন মানসূর (র.) হইতে, ইব্ন মাজা ইউনুস ইব্ন আবদুল আলা হইতে আর তাহারা সকলেই আবদুল্লাহ্ ইব্ন ওয়াহাব হইতে উল্লেখিত হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। এই জন্য এই হাদীছ ওক্বা ইব্ন আমর হইতে অন্যান্য সনদেও বর্ণিত রহিয়াছে। যেমন ইমাম তিরমিযী (র.) সালিহ্ ইব্ন কায়সান সূত্রে লোক হইতে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র.) ও সুনান কিতাবসমূহের সংকলকগণও উকবা (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলিয়াছেন– তীরন্দাজী ও অশ্ব পরিচালনা শিক্ষা কর। অশ্ব পরিচালনা হইতে তীরন্দাজী শিক্ষা করা উত্তম।

ইমাম মালিক (র.) —— ——আবূ হুরায়রা (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলিয়াছেন ঃ অশ্বপালক তিন শ্রেণীর হইয়া থাকে। এক শ্রেণীর পালকের উহা দ্বারা পুণ্য লাভ হয়, এক শ্রেণীর পালকের পক্ষে উহা ঢাল বিশেষ হয় এবং আর এক শ্রেণীর পালকের জন্য ইহা পাপের বোঝা বহন করিয়া আনে। সুতরাং যে শ্রেণীর লোকের ইহা দ্বারা পুণ্য লাভ হয়, তাহারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করার জন্য ইহাকে লালন-পালন করে এবং উহাকে চারণ ভূমিতে বা বাগানে রশি দ্বারা বাঁধিয়া রাখে। চারণ ভূমিতে বা বাগানে বাঁধিতে যে পরিশ্রম হয়, তাহাতেও সে পুণ্য লাভ করিবে। অতঃপর যদি রশি ছিড়িয়া এক ক্রোশ বা দুই ক্রোশ দূরে পালাইয়াও যায়, তবুও উহার পদ চিহ্ন এবং গোবর দ্বারাও পুণ্য লাভ হয়। এমনকি পালকের অনিচ্ছায় যদি কোন নদীর পানি পান করে তবুও উহাতে পুণ্য লাভ হয়। এই শ্রেণীর লোকগণই হইতেছে সার্থক ও পুণ্যবান অশ্বপালনকারী। অপর এক শ্রেণীর লোক উহা দ্বারা ধন-সম্পদ লাভ করিবার জন্য উহাকে লালন-পালন করে এবং ঘাস পানি খাওয়ায়।

কিন্তু উহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আল্লাহ্‌র হক আদায় করার কথা ভুলিয়া যায় না। তাহাদের জন্য ইহা ঢাল বিশেষ। অপর এক শ্রেণীর লোক উহাকে অহংকার ও গৌরব করিবার জন্য লালন-পালন করে। এই শ্রেণীর লোকের জন্যই উহা পাপের বোঝা বহন করিয়া আনে। মহানবী (সা.)-এর নিকট গাধা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি উত্তর করিলেন– আল্লাহ্ পাক গাধার বিষয় আমার নিকট পরিস্কারভাবে কোন কিছু অবতীর্ণ করেন নাই। তবে নিম্নলিখিত ব্যাপকার্থক আয়াতটি অবতীর্ণ করিয়াছেন ঃ

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ ، وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ -

"কোন লোক অণু পরিমাণ ভাল কাজ করিলে তাহা যেমন তাহার সম্মুখে উপস্থিত করা হইবে, তেমনি কোন লোক অণু পরিমাণ খারাপ কাজ করিলেও তাহা তাহার নিকট উপস্থিত করা হইবে" (৯৯ ঃ ৭-৮)।

এই হাদীছ ইমাম বুখারী (র.)ও বর্ণনা করিয়াছেন এবং উপরোক্ত ভাষা তাহারই। ইমাম মুসলিম (র.) সহ উভয়েই ইমাম মালিক (র.) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র.) বলেন ঃ আমাদের নিকট হাজ্জাজ (র)— — ——আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ মহানবী (সা.) বলিয়াছেন– ঘোড়া তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণী আল্লাহ্‌র জন্য হয়, আর এক শ্রেণী হয় শয়তানের জন্য এবং আর একটি শ্রেণী মানুষের জন্য হয়। সুতরাং যে শ্রেণীর ঘোড়া আল্লাহ্‌র জন্য হয়, তাহা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করিবার জন্য লালন-পালন করা হয়। উহার আহার্য ও পায়খানা পেশাবও হয় তাহার জন্য। বর্ণনাকারী উল্লেখ করিয়াছেন– যদি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হয়, তবে তিনি উহার জন্যও পুণ্যদান করিতে পারেন। যে শ্রেণীর ঘোড়া শয়তানের জন্য হয়, তাহা জুয়াবাজী ও দৌড়ানোর জন্য প্রতিপালিত হয়। যে ঘোড়া মানুষের জন্য হয় তাহা দ্বারা মানুষের পেটের আহার্য অনুসন্ধান করা হয়। সুতরাং উহাই দরিদ্রতার অভিশাপ হইতে বাঁচার জন্য ঢাল বিশেষ।

অধিকাংশ বিজ্ঞ আলিমের অভিমতে ঘোড় সওয়ারীর তুলনায় তীরন্দাজী (ক্ষেপণাস্ত্র) উত্তম। কিন্তু ইমাম মালিক (র.)-এর মতে তীরান্দাজীর চাইতে ঘোড়সওয়ারী উত্তম। তবে অধিকাংশ আলিমের অভিমতই হাদীছ অনুসারে শক্তিশালী, আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইমাম আহমদ (র.) বলেন ঃ হাজ্জাজ ও হিশাম (র.)— — ——ইব্ন শামাসাহ্ (র.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মুআবিয়া ইব্ন খাদীজ আবূ যার (রা.)-এর নিকট দিয়া গমন করিবার কালে তাহাকে তাহার ঘোড়ার নিকট দণ্ডায়মান দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন– এই ঘোড়া দ্বারা আপনার কি উপকার হয় ? আবূ যার (রা.) জবাব দিলেন– আমি মনে করি আল্লাহ্ পাক এই ঘোড়ার দু'আ কবূল করিবেন। প্রশ্নকারী আবার বলিল, জীবজন্তু আবার কি দু'আ করিতে পারে ? আবূ যার (র.)

জবাব দিলেন– যাহার হাতে আমার প্রাণ তাহার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, প্রতিদিন সকাল বেলা সকল ঘোড়াই আল্লাহ্র নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা জানায় যে, হে প্রভু! তুমি আমাকে তোমার বান্দাদের কোন একজন বান্দার অধীনস্থ করিয়াছ এবং আমার জীবিকা তাহার হাতে রাখিয়াছ। সুতরাং আমাকে তাহার নিকট তাহার ধন-দৌলত, পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততির চাইতে অধিক প্রিয় বানাও।

ইমাম আহমদ (র.) বলেন– ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (র.) ······ আবূ যার (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ যার (রা.) বলেন ঃ মহানবী (সা.) বলিয়াছেন– প্রত্যেক আরবী ঘোড়াকে প্রত্যহ ফজরের সময় দুইটি প্রার্থনা করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং উহারা এই প্রার্থনা জানায় যে, হে প্রভু! বনী আদমের কোন সন্তানের প্রতিপালনাধীন আমাকে করিয়াছ। সুতরাং তাহার নিকট আমাকে তাহার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ হইতে তাহার নিকট অধিক প্রিয় কর। ইমাম নাসাঈ (র.) এই হাদীছকে আমর ইব্ন আলী আল-ফাল্লাস সূত্রে ইয়াহ্ইয়া কাত্তান (র.) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

আবুল কাসিম তাবারানী (র.) বলেন ঃ আমাদের নিকট হুসাইন ইব্ন ইসহাক তুসতুরী ······ হাসান ইব্ন আবুল হাসান (র.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি ইব্ন হানযালার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি মহানবী (সা.) হইতে একটি হাদীছ শুনিয়াছি। আমি মহানবী (সা.)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে– অশ্ব কিয়ামত পর্যন্ত তাহার ললাটে কল্যাণের টীকা বহন করিয়া থাকে। আর উহার মালিক আল্লাহ্র সাহায্যাধীন হইয়া যায়। যে লোক আল্লাহ্র পথে জিহাদের জন্য অশ্ব প্রতিপালন করে এবং তাহার আহার যোগায় সে লোক ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে সাদকা দান করার উদ্দেশ্যে হাত সম্প্রসারিত করিয়া থাকে, কখনও গোটাইয়া রাখে না। ঘোড়া প্রতিপালকের ফযীলত সম্পর্কে বহু হাদীছ বর্ণিত রহিয়াছে।

বুখারী শরীফে উরওয়া ইব্ন আবুল জা'দ আল-বারেকী (র.) হইতে এই হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে যে, মহানবী (সা.) বলিয়াছেন– ঘোড়ার ললাটে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ আবদ্ধ থাকে। অর্থাৎ উহা দ্বারা পুণ্য ও গনীমত উভয়ই লাভ করা যায়।

আলোচ্য আয়াত تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ -এর তাৎপর্য হইল, তোমরা আল্লাহ্র শত্রু ও তোমাদের শত্রু কাফিরগণকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিবে। আর وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ আয়াতাংশের মত হইল, ইহা ব্যতীত অন্যান্য শত্রুগণকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিবে।

মুজাহিদ (র.) বলেন ঃ ইহা দ্বারা বনী কুরায়জার কথা বুঝান হইয়াছে।

সুদ্দী (র.) বলেন ঃ ইহা দ্বারা ইরানের অগ্নি-পূজকদের কথা বলা হইয়াছে।

সুফিয়ান ছওরী (র.) বলেন ঃ ইহা দ্বারা সমকালীন অজ্ঞাত দুরাচার শয়তানদের কথা বুঝান হইয়াছে। ইহার সমর্থনে হাদীছও বর্ণিত পাওয়া যায়।

ইব্ন আবূ হাতিম (র.) বলেন ঃ আমাদের নিকট আবূ উতবা আহমদ ইব্ন ফরাজ (র.) হিমসী (র.)– — — –ইব্ন গরীব, তাহার পিতা ও দাদা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা.) اٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ لَاتَعْلَمُوْنَهُمْ আয়াতাংশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন ইহা দ্বারা জিনদের কথা বুঝান হইয়াছে। এই হাদীছ ইমাম তাবারানী (র.)– — — –আবদুল্লাহ্ ইব্ন গরীব হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু উহাতে এই কথা অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা.) বলিয়াছেন ঃ যে ঘরে একটি মুক্ত ঘোড়া থাকিবে সে ঘর কখনও ভাগ্যহীন হইবে না। এই হাদীছটি "মুনকার" হাদীছ, ইহার সনদ ও ভাষা সহীহ্ নহে।

মুকাতিল ইব্ন হাইয়্যান ও আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম (র.) এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ উহা দ্বারা মুনাফিকদের কথা বুঝান হইয়াছে। এই মতবাদই সামঞ্জস্যশীল ও যুক্তিযুক্ত এবং আল্লাহ্ তা'আলার কালাম দ্বারাও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ مُنَافِقُوْنَ وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ لَاتَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ۔

"আরব দেশে তোমাদের চর্তুষ্পার্শ্বে মুনাফিক রহিয়াছে। আর মদীনাবাসীদের মধ্যেও এমন লোক রহিয়াছে। যাহারা মুনাফিকীতে নিপতিত রহিয়াছে। তুমি উহাদিগকে চিন না; আমি উহাদিগকে জানি" (৯ ঃ ১০১)।

আলোচ্য وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَىْءٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَاتُظْلَمُوْنَ আয়াতাংশের মর্ম হইল, যখনই তোমরা আল্লাহ্র পথে জিহাদে কোন কিছু ব্যয় কর না কেন, তাহা তোমাদিগকে পরকালে পূর্ণরূপে প্রত্যার্পণ করা হইবে এবং বিন্দুমাত্র কম দেওয়া হইবে না।

এই জন্যই আবূ দাউদ শরীফে উল্লেখিত হাদীছে পাওয়া যায় যে আল্লাহর পথে একটি দিরহাম ব্যয় করা হইলে উহার পুণ্য দ্বিগুণ হইতে সাত শত গুণ পর্যন্ত দেওয়া হইবে। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ۔

"যাহারা আল্লাহ্র পথে তাহাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাহাদের উদাহরণ হইল যে, একটি বীজ হইতে সাতটি ছড়া জন্মিল এবং প্রত্যেকটি ছড়ায় একশত করিয়া

দানা রহিয়াছে। আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন ইহার কয়েকগুণও দিয়া থাকেন। আল্লাহ্ সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞ (২ ঃ ২৬১)।")

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র.) বলেন ঃ আমাদের নিকট আহমদ ইব্‌ন কাসেম ইব্‌ন আতীয়া (র.)—— ——ইব্‌ন আব্বাস (র.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন ঃ মহানবী (সা.) মুসলমান ব্যতীত অন্য কাহাকেও সাদকা খয়রাত দিতে নিষেধ করিলে এই আয়াত وَمَاتُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ অবতীর্ণ হয়। অতঃপর তিনি যে কোন ভিক্ষুক ও অভাবী লোককে তাহারা যে ধর্মাবলম্বী হউক না কেন দান-সাদকা করার নির্দেশজারি করিয়াছেন। এই হাদীছও গরীব (দুর্বল) হাদীছ।

(٦١) وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

(٦٢) وَاِنْ يُّرِيْدُوْٓا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ ؕ هُوَ الَّذِيْٓ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ ۝

(٦٣) وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ ؕ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّآ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ ؕ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

৬১. উহারা সন্ধির জন্য আগ্রহী হইলে তুমি সন্ধির জন্য আগ্রহী হইবে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভর করিবে; তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

৬২. উহারা যদি তোমাকে প্রতারিত করিতে চাহে তবে তোমার জন্য আল্লাহ্ই নিঃসন্দেহে যথেষ্ট; তিনি তোমাকে এবং মু'মিনগণকে তাহার সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করিয়াছেন।

৬৩. পৃথিবীর সমুদয় ধন-সম্পদ ব্যয় করিলেও উহাদের অন্তরে প্রীতি স্থাপন করিতে পারিতে না; আল্লাহ্ই উহাদের পরস্পরের অন্তরের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করিয়াছেন; তিনি মহা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ পাক বলিতেছেন, তুমি কোন সম্প্রদায়ের ব্যাপারে সন্ধি বা চুক্তি লঙ্ঘনের আশংকা করিলে তুমি সন্ধি বাতিল কর এবং উহাদিগকে জানাইয়া দাও যে আমরা ও তোমরা সন্ধি হইতে মুক্ত। উভয় সমান পর্যায় রহিয়াছি। তেমনি উহারা

যদি তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞবদ্ধ হয় এবং তোমার সাথে কৃত চুক্তি প্রত্যাখ্যান করে, তবে তুমিও উহাদের সাথে লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হও। তবে যদি শান্তি-সম্প্রাতি প্রতিষ্ঠার এবং সন্ধি করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হয়, তবে তুমিও আগ্রহান্বিত হও এবং উহাদের সন্ধি প্রস্তাব গ্রহণ কর। এই জন্যই হুদায়বিয়ায় বসিয়া মুশরিকগণের সন্ধি প্রস্তাব করিয়া মুসলমান ও তাহাদের মধ্যে নয় বৎসর পর্যন্ত যুদ্ধ বন্ধ রাখিবার কথা বলিলে মহানবী (সা.) তাহাদের এই প্রস্তাবে আরও কয়েকটি শর্তসহ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইমাম আহমদ (র.) বলেন ঃ আমাদের নিকট মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর মুকাদ্দামী (র.)—— ——আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আলী (রা.) বলেন যে, মহানবী (সা.) বলিয়াছেন ঃ অনাগত ভবিষ্যতে অনেক বিষয় মতানৈক্য সৃষ্টি হইবে। যদি তোমাদের সন্ধি ও আপোষ করার সামর্থ্য হয়; তবে তাহাই কর।

মুজাহিদ (র.) বলেন ঃ এই আয়াত বনী কুরায়যাকে উপলক্ষ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু এই অভিমতটি ঠিক কিনা তাহা চিন্তা-ভাবনার দাবী রাখে। কেননা আলোচ্য আয়াতে পূর্বাপর সকল স্থানে বদরের যুদ্ধের আলোচনা রহিয়াছে। তাই এই আয়াত এই সবের আলোকেই অবতীর্ণ হইয়াছে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা.) মুজাহিদ; যায়েদ ইব্‌ন আসলাম, আতা খুরাসানী; ইকারমা, হাসান ও কাতাদা (র.) বলেন ঃ এই আয়াতকে সূরা বারআতের (তাওবা) তরবারি প্রয়োগের আয়াত দ্বারা মানসূখ (হুকুম বাতিল) করা হইয়াছে। তাহা হইল আল্লাহ্ বলেন ঃ

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

অর্থাৎ "যাহারা আল্লাহ্‌র প্রতি এবং পরকালের প্রতি ঈমান আনে না তাহাদের সাথে লড়াই করিয়া যাও" (৯ ঃ ২৯)।

কিন্তু এই অভিমত প্রশ্ন রহিয়াছে। কেননা সূরা বারাআতের এই আয়াতে সম্ভাব্য অবস্থায় লড়াই করিবার নির্দেশ বিদ্যমান। তবে শত্রু যদি ভারী হয়, তখন তাহাদের সাথে সন্ধি করার বৈধতাও বিদ্যমান। যেমন এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায় এবং মহানবী (সা.)-এর হুদায়বিয়ার সন্ধি দ্বারা প্রমাণিত হয়। সুতরাং এই আয়াত ও সূরা বারাআতের আয়াতের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই এবং এই আয়াতের হুকুম যেমন বাতিল হয় নাই, তেমনি ইহা ক্ষেত্র বিশেষের জন্য নির্দিষ্টও নয়। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

আলোচ্য وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ আয়াতাংশের মর্ম হইল, উহাদের সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হও এবং আস্থাসহ নির্ভর কর। কেননা আল্লাহ্ই তোমার জন্য যথেষ্ট; তিনি তোমার সাহায্যকারী। যদি উহারা সন্ধি স্থাপন করিয়া তোমাকে প্রতারিত করে, তবে আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করিবেন এবং উহাদিগকে প্রতিহত ও পর্যুদস্ত করিবেন।

আলোচ্য فَاِنَّ حَسْبَكَ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল, তোমার জন্য তিনিই যথেষ্ট এবং তোমার সর্বাত্মক সাহায্যকারী ও বটে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের তথা আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে সৌহার্দ ও ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টিতে তাহার অবদান উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন।

لَوْ اَنْفَقْتَ مَافِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّا اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ -

অর্থাৎ জগতের সমস্ত কিছু যদি তাহাদের পিছনে ব্যয় করিতে, তবুও উহাদের মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ গড়িয়া তুলিতে পারিতে না। কেননা উহাদের মধ্যে যুগযুগান্তর ধরিয়া হিংসা, বিদ্বেষ ও শত্রুতা বিরাজমান ছিল। জাহিলী যুগে আনসারদের আউস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে বহুবার রক্তক্ষয়ী দাংগা ও যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়াছে এবং ক্রমাগতভাবে বংশ পরম্পরা তাহাদের মধ্যে ইহা চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু আল্লাহ্ পাক ঈমানের নূর দ্বারা তাহাদের যুগযুগান্তরের এই পারস্পরিক রক্তক্ষয়ী দাংগা ও লড়াইর চির অবসান ঘটাইলেন। যেমন আল্লাহ্ পাক কুরআনে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ - فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ -

অর্থাৎ "তোমরা আল্লাহ্ পাকের সেই নিয়ামতের কথা স্মরণ কর; যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদের হৃদয়ে প্রীতি সৃষ্টি করিয়া দিলেন। অতঃপর তোমরা আল্লাহ্‌র এই নিয়ামতের ফলে পরস্পর ভাই হইয়া গেলে। অথচ তোমরা অনলকুণ্ডের অতিপার্শ্বেই অবস্থান করিতেছিলে। আমিই তোমাদিগকে উহা হইতে দূরে সরাইয়া আনিয়াছি। আল্লাহ্ এইভাবে তোমাদের জন্য তাহার নিদর্শনকে বর্ণনা করেন যেন তোমরা সৎপথ প্রাপ্ত হও ? (৩ ঃ ১০৩)।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে যে, মহানবী (সা.) আনসারগণকে হুনায়েনের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বন্টনের সময় সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ হে আনসার সম্প্রদায়! আমি কি তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট পাই নাই ? সুতরাং আল্লাহ্ পাক আমার দ্বারা তোমাদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করিলেন। আমি কি তোমাদেরকে দরিদ্র অবস্থায় পাই নাই ? আল্লাহ্ পাক আমার মাধ্যমেই তোমাদেরকে ধনী করিলেন। তোমরা পরস্পর মারামারি হানাহানীতে লিপ্ত থাকিয়া শতধা বিচ্ছিন্ন ছিলে, আল্লাহ্ পাক কি আমার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে প্রেম-প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ব সৌহার্দ গড়িয়া তোলেন নাই ? মহানবী (সা.)-এর কণ্ঠে এই কথা শুনিয়া উহারা বলিল– আমরা আল্লাহ্ তা'আলা

এবং তাহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনিয়াছি। এই জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ বলিয়াছেন। তিনি মহান সত্তার অধিকারী ও পরাক্রমশালী। তাহার দরবারে আশা পোষণকারী কখনও নিরাশ হয় না এবং তাহার উপর নির্ভরশীলগণ সর্বদা সাফল্যই লাভ করে। তিনি তাহার কাজে মহা কুশলী এবং বিধান রচনায় প্রজ্ঞাময়। ইহাই হইল عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ নামের বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য।

হাফিজ আবূ বকর বায়হাকী (র.) বলেন ঃ

আবূ আবদুল্লাহ্ হাফিজ (র.) ······ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন ঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হয় ও নিয়ামতের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। কিন্তু আত্মীয়তা ও মিলের সম্পর্কের চাইতে তার কোন শক্তিশালী সম্পর্ক নাই। ইহা আল্লাহ্ পাক لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّا اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ আয়াতে বর্ণনা করিয়াছেন। এই প্রেম-প্রীতি ও সৌহার্দের কথাই নিম্নলিখিত কবিতায় প্রকাশ করা হইয়াছে। যেমন কবি বলেন ঃ

اذابت ذوقربى اليك بزلة * ففشك واستغنى فليس بذى رحم

ولكن ذالقربى الزى ان دعوته * اجاب وان برمى العدو الذى ترى

"আত্মীয় যখন তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, তখন তোমাকে প্রতারিত করে এবং তোমা হইতে বেপরওয়া হইয়া যায়। মূলত এই লোক আত্মীয় নয়। কিন্তু আত্মীয় সেই লোক যাহাকে ডাকা হইলেই সে ডাকে সাড়া দেয় এবং শত্রু তীর নিক্ষেপ করিলে সেও তীর নিক্ষেপ করে।"

এই একই কথা অন্য এক কবির কলমে ফুটিয়া উঠিয়াছে ঃ

ولقد صحبت الناس ثم سبرتهم * وبلوت ما وصلوا من الاسباب

فاذا الفرابة لاتقرب قاطعا * واذا المودة اقرب الاسباب

"আমি বহু লোকের সাথে মিশিয়াছি এবং তাহাদের রূপ চেহারা ও সৌন্দর্য পর্যবেক্ষণ করিয়াছি এবং তাহাদের বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তারও পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়াছি। আত্মীয়তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, কিন্তু হৃদয়ের সম্পর্ক আত্মীয়তার সম্পর্কের চাইতে দৃঢ় ও অতি নিকটতম হয়।"

ইমাম বায়হাকী (র.) বলেন ঃ এই কথা অর্থাৎ কবিতাসমূহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণিত, না অন্য কোন বর্ণনাকারী বলিয়াছেন, তাহা আমার জানা নাই। আবুল ইসহাক সুবাইয়ী (র.) বলেন ঃ আবূ আহওয়াস (র.) সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (র.)-কে وَلَوْ اَنْفَقْتَ مَافِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّا اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ আয়াতের

ব্যাখ্যায় বলিতে শুনিয়াছেন যে, উক্ত আয়াতে আল্লাহ্‌র পথের পারস্পারিক সম্পর্ক-সম্প্রীতির কথা বর্ণনা করা হইয়াছে। আবার এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, এই আয়াত আল্লাহ্‌র পথের প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের বর্ণনায় অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহা ইমাম নাসাঈ এবং হাকিম (র.) তাহার মুস্তাদরাক কিতাবে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, এই হাদীছ বিশুদ্ধ।

আবদুর রায্‌যাক বলেন ঃ আমাদের নিকট মুআম্মার (র.) ––– ––– ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন এবং নিয়ামতের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা যখন মানুষের হৃদয়ের মধ্যে ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক সৃষ্টি করিয়া দেন, তাহা কোন বস্তুই বিদূরীত করিতে পারে না। অতঃপর তিনি لَوْ اَنْفَقْتَ مَافِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّا اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ আয়াত পাঠ করিলেন। এই হাদীছেরও বর্ণনাকারী হইলেন ইমাম হাকিম।

আবূ উমর আওযাঈ (র.) বলেন ঃ আমার নিকট আবাদা ইব্‌ন আবূ লুবাবা (র.) এই হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি মুজাহিদের সাথে সাক্ষাত করিলে তিনি আমার হাত ধরিয়া বলিলেন– আল্লাহ্‌র পথে বা আল্লাহ্‌র জন্য যখন দুই বন্ধু মিলিত হয় এবং একে অপরের হাসি মুখে হাত ধরে, তখন তাহাদের উভয়ের পাপসমূহ বৃক্ষের শুকনা পাতা ঝরার ন্যায় ঝরিয়া যায়। আবদা (র.) বলেন, আমি তাহাকে বলিলাম, ইহাতে খুবই সহজ! মুজাহিদ (র.) উত্তর করিলেন– ইহা বলিও না। কেননা আল্লাহ্ পাক لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّا اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ বলিয়াছেন। আবদা (র.) বলেন– আমি বুঝিতে পারিলাম যে, মুজাহিদ (র.) আমার চাইতে অনেক প্রজ্ঞাশীল ও প্রখর ধীশক্তিসম্পন্ন ফকীহ্ লোক।

ইব্‌ন জারীর (র.) বলেন ঃ আমাদের নিকট আবূ কুরাইব (র.) .... মুজাহিদ (র.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ (র.) বলেন ঃ দুইজন মুসলমানের মধ্যে যখন সাক্ষাত হয় এবং তাহারা পরস্পর করমর্দন করে; তখন উহাদের উভয়ের পাপসমূহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়। ওয়ালীদ বলেন– আমি মুজাহিদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, করমর্দন দ্বারাই কি পাপ মোচন হয়? মুজাহিদ (র.) উত্তর করিলেন, তুমি কি আল্লাহ্ পাকের لَوْ اَنْفَقْتَ مَافِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّا اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ আয়াত শ্রবণ কর নাই ? কখন ওয়ালীদ (র.) মুজাহিদকে বলিল– তুমি আমার চাইতে অনেক জ্ঞানী ও বিজ্ঞ। এমনিভাবে তালহা ইব্‌ন মাসরুফ (র.) মুজাহিদ (র.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আউন (র.) বর্ণনা করেন যে, উমায়ের ইব্‌ন ইসহাক (র.) বলেন ঃ আমরা হাদীছ এই শুনিয়াছি যে, আল্লাহ্ পাক কিয়ামতের পূর্বে মানুষ হইতে প্রেম-প্রীতি এবং ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ককে উঠাইয়া নিবেন।

হাফিজ আবুল কাসেম সুলায়মান ইব্‌ন আহমদ তাবারানী (র.)– ––– সালমান ফারসী হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। মহানবী (সা.) বলিয়াছেন ঃ কোন মুসলিম ব্যক্তি যখন তাহার অপর কোন ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করে এবং তাহার হাত ধরিয়া করমর্দন করে, তখন তাহাদের উভয়ের পাপসমূহ বৃক্ষের শুকনা পাতা প্রবল বাতাসে ঝরার ন্যায় ঝরিয়া যায়। যদি উহাদের পাপসমূহ সমুদ্রের ফেনা পরিমাণও হয়, তবুও ক্ষমা করা হয়।

(٦٤) يَاَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

(٦٥) يَاَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ ۚ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ○

(٦٦) اَلْـٰٔنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا ۚ فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ○

৬৪. হে নবী! তোমার জন্য এবং তোমার অনুসারী মু'মিনগণের জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

৬৫. হে নবী! মু'মিনগণকে সংগ্রামের জন্য উদ্বুদ্ধ কর; তোমাদের মধ্যে বিশজন ধৈর্যশীল লোক থাকিলে তাহারা দুইশত লোকের উপর বিজয় লাভ করিবে এবং তোমাদের মধ্যে একশত লোক হইলে তাহারা এক হাজার কাফিরের উপর বিজয়ী হইবে। কারণ তাহারা বোধ শক্তিহীন সম্প্রদায়।

৬৬. আল্লাহ্ এখন তোমাদের দায়িত্বভার লাঘব করিলেন। তিনি অবগত রহিয়াছেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা বিদ্যমান, সুতরাং তোমাদের মধ্যে একশত জন ধৈর্যশীল থাকিলে তাহারা দুইশত জনের উপর বিজয় লাভ করিবে। আর তোমাদের মধ্যে এক হাজার থাকিলে তাহারা আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রম দুই হাজারের উপর বিজয় লাভ করিবে। আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সহিত রহিয়াছেন।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ পাক তাহার নবী ও মু'মিনগণকে শত্রুর সাথে রক্তক্ষয়ী লড়াই এবং হানাহানিতে লিপ্ত হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। সাথে সাথে এই আশ্বাসবাণী শুনাইয়াছেন যে, শত্রুর মুকাবিলায় তাহাদের জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট; তিনিই তাহাদের সাহায্যকারী ও মদদগার। যদি উহাদের সংখ্যা অনেকও হয়

এবং পিছন হইতে উহাদের জন্য পরস্পর সাহায্যও আসিতে থাকে এবং মু'মিনদের সংখ্যা স্বল্প হয়, তবুও চিন্তার কোন কারণ নাই। যাহা কিছু ভাবিবার আল্লাহ্ই ভাবিবেন। তিনিই তোমাদের জন্য যথেষ্ট।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র.) বলেন ঃ আমাদিগকে আহমদ ইব্‌ন উছমান ইব্‌ন হাকীম (র.)— — ——শা'বী (র.) হইতে ধারাবাহিকভাবে يَاَيُّهَا النَّبِىُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ আয়াত প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন। শা'বী বলেন– ইহার অর্থ হইল তোমার এবং তোমার সাথে লড়াইয়ে যাহারা উপস্থিত থাকিবে, তাহাদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। আতা খুরাসানী ও আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ (র.) হইতেও এইরূপ বর্ণিত রহিয়াছে। তাই আল্লাহ্ পাক يَاَيُّهَا النَّبِىُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ আয়াতে তাহার নবী ও নবীর অনুসারী মু'মিনগণকে লড়াইয়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন এবং সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শনের প্রেরণা দিয়াছেন। এই জন্যই মহানবী (সা.) সেনাদল কাতারবন্দী করার সময় এবং আক্রমণের দিক নির্দেশনের সময় লড়াইর জন্য উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করিয়া থাকিতেন। যেমন তিনি বদরের লড়াইর সময় মুশরিকগণের সংখ্যা এবং মুসলিম বাহিনীর সংখ্যার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বলিয়াছিলেন–

'তোমরা সেই জান্নাতের দিকে অগ্রসর হও, যাহা আকাশ হইতে পৃথিবী পর্যন্ত প্রশস্ত। উমাইর ইব্‌ন হাম্মাম (র.) জিজ্ঞাসা করিলেন, বাস্তবেই কি উহার প্রশস্ততা আকাশ হইতে পৃথিবী পর্যন্ত ? মহানবী (সা.) জবাব দিলেন– হ্যাঁ। উমাইর (রা.) বলিয়া উঠিলেন, বাহ্‌বাহ্। মহানবী (সা.) ইহা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন– কি জন্য উদ্বুদ্ধ হইয়া তুমি এইরূপ বাহ্‌বাহ্ বলিলে ? উমাইর (রা.) জবাব দিলেন, আমি ঐ জান্নাতের অধিবাসী হইবার আশায়ই বাহ্‌বাহ্ বলিয়াছি। অতঃপর মহানবী (সা.) বলিলেন– নিশ্চয় তুমি ঐ জান্নাতের অধিবাসী হইবে। অতঃপর লোকটি সম্মুখে অগ্রসর হইয়া যুদ্ধ করতঃ তাহার তলোয়ারের খাপ ভাঙ্গিয়া ফেলিল। তখন থলিয়া হইতে খেজুর বাহির করিয়া খাইতে লাগিল। কিছু খাইয়া অবশিষ্টগুলি ফেলিয়া দিয়া বলিল– যদি আমি বাঁচিয়া থাকিয়া উহা আহার করিতে যাই ইহা তো দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার। অতঃপর সম্মুখে অগ্রসর হইয়া শত্রু সেনার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল এবং লড়াই করিতে করিতে শাহাদাতবরণ করিল। আল্লাহ্ তাহার প্রতি খুশী থাকুন।

সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব এবং সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের (র.) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা.) যখন ইসলাম গ্রহণ করিয়া মুসলমানের সংখ্যা চল্লিশ পূর্ণ করিল, তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। কিন্তু এই বর্ণনা প্রশ্ন সাপেক্ষ। কেননা এই আয়াত হইতেছে মাদানী আয়াত। অথচ উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা.) আবিসিনিয়ার হিজরতের ঘটনার পর এবং মদীনায় হিজরতের ঘটনার পূর্বে মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করিয়া ছিলেন। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক তাহার মু'মিন বান্দাগণকে সুসংবাদ দিয়া নির্দেশ দিতেছেন ঃ اِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُوْنَ ...... كَفَرُوْا অর্থাৎ তোমাদের যদি বিশজন ধৈর্যশীল সেনা

থাকে, তবে তাহারা দুইশতের উপর বিজয় লাভ করিবে। আর যদি একশত সেনা থাকে, তবে বিজয় লাভ করিবে এক হাজার কাফিরের উপর। অর্থাৎ প্রত্যেক একজন দশজনের বিরুদ্ধে লড়াই করিবে। কিন্তু পরে এই আদেশ রহিত করা হয় এবং সুসংবাদ অবশিষ্ট থাকে।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক (র.) বলেন ঃ আমাদের নিকট জারীর ইব্‌ন হাযেম (র.)— — ——ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে– আল্লাহ্ পাক اِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَابِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ আয়াত অবতীর্ণ করিয়া তাহাদের প্রত্যেকের জন্য দশজনের বিরুদ্ধে লড়াই করা ফরয করিলে মুসলমানদের পক্ষে ইহা খুব কঠিন মনে হইত। অতঃপর আল্লাহ্ পাক এই কঠিন দায়িত্বের বোঝা লাঘব করিয়া اَلْاٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ ———— يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ আয়াত অবতীর্ণ করিলেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ উহাদের সংখ্যা যেমন লাঘব করিলেন, তেমনি উহাদের ধৈর্যের মাত্রাও কমাইয়া দিলেন। বুখারী শরীফ ইবনুল মুবারক (র.) হইতে এইরূপই বর্ণিত রহিয়াছে।

সাঈদ ইব্‌ন মানসূর (র.)— — ——ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে এই আয়াত প্রসঙ্গে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন ঃ আল্লাহ্ পাক লড়াইয়ের ময়দানে একজন মুসলমানের দশ দশ শত্রুর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া এবং ময়দান হইতে পলায়ন না করা ফরয করিয়াছিলেন। অতঃপর আল্লাহ্ পাক এই নির্দেশকে اَلْاٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا আয়াত অবতীর্ণ করিয়া বোঝা অনেকগুণ লাঘব করিলেন। সুতরাং এখন আর একশতজন মু'মিনের দুই শতজন শত্রুর মুকাবিলা হইতে পলায়ন করা চলিবে না। বুখারী শরীফে আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.) সূত্রে সুফিয়ান (র.) হইতে এইরূপই হাদীছ উল্লেখ রহিয়াছে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র.)— — ——ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন ঃ উল্লেখিত আয়াত অবতীর্ণ করা হইলে এই বিধান মুসলমানের পক্ষে খুব ভারী অনুভব হইল। তাহারা একজনের দশজনের বিরুদ্ধে এবং একশত জনের হাজারের বিরুদ্ধে লড়াই করাকে নিজদের পক্ষে বিরাট কঠিন কাজ ভাবিল। সুতরাং আল্লাহ্ পাক তাহাদের এই বোঝার ভার লাঘব করিয়া দিলেন এবং অন্য আয়াত দ্বারা এই নির্দেশ বাতিল করিয়া বলিলেন ঃ اَلْاٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ ——— ضَعْفًا সুতরাং শত্রুবাহিনী মুসলমানের সংখ্যার দ্বিগুণ হইলে মুসলমানের পক্ষে পলায়ন করার কোনই অবকাশ নাই। কিন্তু দ্বিগুণ না হইয়া কয়েকগুণ বেশী হইলে তখন আর মুসলমানের উপর লড়াই করা অপরিহার্য নয়। তখন উহাদিগকে এড়াইয়া যাওয়া মুসলমানের পক্ষে বৈধ। আলী ইব্‌ন আবূ তালহা ও আল-আওফী (র.) ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র.) বলেন ঃ মুজাহিদ, আতা, ইকরামা, হাসান, যায়েদ ইব্ন আসলাম, আতা খুরাসানী ও যাহ্হাক (র.) প্রমুখ হইতেও এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

হাফিজ আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া (র.)— — — —ইব্ন উমর (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ ...... مِائَتَيْنِ আয়াত প্রসঙ্গে ইব্ন উমর (রা.) বলেন ঃ এই আয়াত মহানবীর সাহাবী আমাদের বেলায় অবতীর্ণ হইয়াছে।

হাকিম (র.) মুস্তাদরাক কিতাবে আবূ আমর ইব্ন আলা হইতে তিনি নাফি (র.) সূত্রে ইব্ন উমর (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন উমর (র.) বলেন ঃ মহানবী (সা.) الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا আয়াত পাঠ করিয়া বলিলেন-তোমাদের উপর হইতে কঠিন দায়িত্বের বোঝা উঠাইয়া নেওয়া হইয়াছে। অতঃপর হাকিম (র.) বলিয়াছেন, এই হাদীছের সনদ বিশুদ্ধ। তবে বুখারী ও মুসলিম (র.) ইহা বর্ণনা করেন নাই।

(٦٧) مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ○

(٦٨) لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ○

(٦٩) فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○

৬৭. দেশ হইতে সম্পূর্ণরূপে শত্রু নিপাত না করা পর্যন্ত কোন নবীর পক্ষে বন্দী রাখা উচিত নহে। তোমরা জাগতিক ধন-সম্পদ চাও ? আর আল্লাহ্ পরকালের কল্যাণ চাহেন। আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।

৬৮. পূর্ব হইতেই যদি আল্লাহ্র পক্ষ হইতে বিধান না থাকিত, তবে তোমরা যাহা কিছু গ্রহণ করিয়াছ, তাহার জন্য তোমাদের বিরাট শাস্তি ভোগ করিতে হইত।

৬৯. যুদ্ধলব্ধ ধন-সম্পদ বৈধ ও পবিত্র বিধায় আহার কর এবং আল্লাহ্কে ভয় কর, আল্লাহ্ নিঃসন্দেহে ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

তাফসীর ঃ ইমাম আহমদ (র.) — — — — আনাস (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আনাস (রা.) বলেন ঃ মহানবী (সা.) বদরের যুদ্ধের বন্দীদের ব্যাপার নিয়া সাহাবাগণের এক পরামর্শ সভা ডাকিয়া বলিলেন— আল্লাহ্ পাক উহাদিগকে

তোমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করিয়া দিয়াছেন। তোমরা ইহাদিগকে কি করিতে চাও বল ? অতঃপর উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) দাঁড়াইয়া বলিলেন— হে আল্লাহ্র রাসূল! ইহাদের শিরশ্ছেদ করা হউক। এই প্রস্তাব শুনিয়া মহানবী (সা.) তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া আনিয়া আবার বলিলেন— হে লোকগণ ! আল্লাহ্ পাক ইহাদিগকে তোমাদের অধীনস্থ করিয়া দিয়াছেন। গতকল্যও ইহারা তোমাদের ভাই ছিল। (কিন্তু আজ তোমাদের হাতে বন্দী। তোমরা ইহাদিগকে কি করিতে চাও ?) উমর আবার দাঁড়াইয়া বলিলেন— হে আল্লাহ্র রাসূল! ইহাদের শিরশ্ছেদ করা হউক। এই প্রস্তাব শুনিয়া মহানবী (সা.) তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া আনিয়া আবার বলিলেন—

এই সময় আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) দাঁড়াইয়া বলিলেন— হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার অভিমত হইল উহাদিগকে ক্ষমা করিয়া মুক্তি দেওয়া হউক এবং বিনিময় ফিদিয়া (মুক্তিপণ) লওয়া হউক। আনাস (রা.) বলেন, এই কথা শুনিয়া মহানবী (সা.)-এর চেহারা মুবারক হইতে দুশ্চিন্তার কালছায়া দূরীভূত হইল এবং উহাদিগকে ক্ষমা করিয়া ফিদিয়ার বিনিময় মুক্তি প্রদান করিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহ্ পাক এই সময় لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ সহীহ্ মুসলিমে ইব্ন আব্বাস (র.) হইতে বর্ণিত অনুরূপ হাদীছটি এই সূরার প্রথমদিকে উল্লেখ করা হইয়াছে।

আ'মাশ (র.) — — — — আবদুল্লাহ্ (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ্ (র.) বলেন ঃ বদরের যুদ্ধের দিন মহানবী (সা.) সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন— বন্দীদের ব্যাপারে তোমাদের অভিমত কি ? আবূ বকর (রা.) উঠিয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! ইহারা আপনারই স্বগোত্রীয়, তাই তওবা করান হউক। হয়ত আল্লাহ্ পাক উহাদের তওবা কবূল করিবেন। পক্ষান্তরে উমর (রা.) উঠিয়া বলিলেন— ইহারা আপনাকে এবং আপনার আনীত দীনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে। পরন্তু আপনাকে দেশ হইতে নির্বাসিত করিয়াছে। সুতরাং উহাদিগকে আমাদের নিকট অর্পণ করুন। আমরা উহাদের শিরশ্ছেদ করি। আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা.) বলিলেন— হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি বৃক্ষ বহুল উপত্যকায় বাস করিতেছেন। কাঠ সংগ্রহ করিয়া উহা দ্বারা অনলকুণ্ড সৃষ্টি করিয়া তাহাতে উহাদিগকে নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করা হউক। বর্ণনাকারী বলেন, মহানবী (সা.) ইহাদের কথা শুনিয়া নিশ্চুপ রহিলেন, কোনই উত্তর প্রদান করিলেন না। অতঃপর উঠিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। ইত্যবসরে কতক লোকে আবূ বকর অভিমত গ্রহণ করিবার কথা বলিল। কতকে উমর (রা.)-এর পরামর্শ গ্রহণের কথা প্রকাশ করিল। আর কতকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহার প্রস্তাবের পক্ষে সায় দিল। অতঃপর মহানবী (সা.) গৃহ হইতে আসিয়া বলিলেন— "আল্লাহ্ পাক কতক লোকের হৃদয় এমন কোমল করেন যে, উহা দুগ্ধের

ন্যায় কোমল ও স্নিগ্ধ হয়। আর কতক লোকের হৃদয়কে এমন কঠিন করিয়াছেন যে উহা পাথরের চাইতেও কঠিন হয়। হে আবূ বকর! তোমার উদাহরণ হইল, ইবরাহীম (আ.) ন্যায়। তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আল-কুরআনের ভাষায় এই ঃ

فَمَنْ تَبِعَنِىْ فَاِنَّهٗ مِنِّىْ وَمَنْ عَصَانِىْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

"যে লোক আমার আনুগত্য করিবে সে আমারই লোক। আর যে আমার কথা মানিবে না, তবে তুমি তো ক্ষমাশীল ও দয়ালু" (১৪ ঃ ৩৬)।

হে আবূ বকর! তোমার উদাহরণ হযরত ঈসা (আ.)-এর ন্যায়। তিনি যাহা বলিয়া ছিলেন, তাহা আল-কুরআনের ভাষায় এই ঃ

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ -

"যদি তুমি উহাদিগকে শাস্তি দাও, তবে উহারা তোমারই বান্দা। আর যদি তুমি উহাদিগকে ক্ষমা কর; তবে তুমি মহা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়" (৫ ঃ ১১৮)।

হে উমর! তোমার উদাহরণ হইল হযরত মূসা (আ.)-এর ন্যায়। তিনি যাহা বলিয়া ছিলেন, তাহা আল-কুরআনের ভাষায় এই ঃ

رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ -

("হে আমার প্রভু! উহাদের ধন-সম্পদ বিলীন করিয়া দাও এবং উহাদের অন্তঃকরণ কঠিন করিয়া দাও, যেন তাহারা কষ্টদায়ক শাস্তি না দেখা পর্যন্ত ঈমান না আনে (১০ ঃ ৮৮)।)

হে উমর! তোমার উদাহরণ হযরত নূহ (আ.)-এর ন্যায়। তিনি যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহা আল-কুরআনের ভাষায় নিম্নরূপ।

رَبِّ لَاتَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا

("হে আমার প্রতিপালক! ভূ-পৃষ্ঠের একজন কাফিরও জীবিত রাখিবে না (৭১ ঃ ২৬)।")

তোমরা এখন দরিদ্র অবস্থায় রহিয়াছ। সুতরাং বিনা মুক্তিপণে ইহার কাহাকেও মুক্তি দেওয়া যাইবে না। হয় মুক্তিপণ নিয়া ছাড়িতে হইবে, নতুবা হত্যা করিতে হইবে। এখন তোমাদের অভিমত কি ? ইব্‌ন মাসউদ (রা.) বলিলেন- হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সুহাইল ইব্‌ন বায়জাকে হত্যা করিবেন না। সে ইসলামে বিশ্বাস স্থাপনের কথা উল্লেখ করিয়াছে। ইহা শুনিয়া মহানবী নিশ্চুপ রহিলেন। অতঃপর বলিলেন- আজকার দিনের ন্যায় এমনি আর কোনদিন আমার যায় নাই। আমি আজ

ভয় করিতেছিলাম যে আজিকার দিন আমার উপর আকাশ হইতে কঙ্কর বর্ষণ করা হয় নাকি! সুতরাং মহানবী (সা.) বলিলেন- সুহাইল ইব্‌ন বায়জার কথা বলিয়াছ ? তখন আল্লাহ্ পাক مَا كَانَ لِنَبِىٍّ اَنْ يَكُوْنَ لَهٗ اَسْرٰى ..... الاية আয়াত অবতীর্ণ করিলেন।

ইহাকে ইমাম আহমদ এবং তিরমিযী (র.) আবূ মুআবিয়া কর্তৃক আল আ'মাশ (র.) হইতে বর্ণিত হাদীছকে অনুরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। আর তাকে তাহার মুস্তাদরাক কিতাবেও উহা উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছে। ইহার সনদ বিশুদ্ধ, কিন্তু বুখারী ও মুসলিমে উহা উদ্ধৃত হয় নাই।

হাফিজ আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়া (র.) — — — — আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ও আবূ হুরায়রা (রা.) মহানবী (সা.) হইতে সূত্রে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। বদরের যুদ্ধের অধ্যায়ে আবূ আইউব আনসারীর সনদে ইব্‌ন মরদুবিয়া এই হাদীছকেই অনুরূপ ভাষায় উল্লেখ করিয়াছেন।

হাকিম (র.) তাহার মুস্তাদরাকে কিতাবে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ আমাদের নিকট উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মূসা (র.)— — — — ইব্‌ন উমর (র.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন উমর (র.) বলেন- আব্বাস (রা.) বদরের যুদ্ধে বন্দী হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি একজন আনসার কর্তৃক বন্দী হইয়া ছিলেন। আনসারগণ তাহাকে হত্যা করিবার মনস্থ করিলে মহানবী (সা.)-কে এই কথা জানান হইল। মহানবী (সা.) ইহা শুনিয়া বলিলেন- আমার চাচা আব্বাসের চিন্তায় অদ্য রাত্রিটি আমার অনিদ্রায় অতিবাহিত হইয়াছে। অথচ আনসারগণ তাহাকে হত্যার কথা চিন্তা করিতেছে ? এখন উমর (রা.) বলিলেন; আমি কি তাহাকে নিয়া আসিতে পারি ?

হুযূর (সা.) বলিলেন ঃ হ্যাঁ, পার। অতঃপর উমর (রা.) আনসারগণের নিকট আসিয়া বলিলেন, আব্বাসকে মহানবী (সা.)-এর নিকট পাঠাইয়া দাও। উহারা জবাব দিল, না আমরা কোনক্রমেই তাহাকে পাঠাইব না। তখন উমর (রা.) বলিলেন- তোমরা যদি তাহাকে পাঠাও, তবে মহানবী (সা.) আন্তরিকভাবে খুব খুশী হইবেন। তখন তাহারা বলিল, মহানবী (সা.) যদি বাস্তবিকই খুশী হন, তবে তাহাকে নিয়া যাও। সুতরাং আব্বাসকে যখন উমরের হাতে অর্পণ করা হইল, তখন উমর (রা.) তাহাকে বলিলেন- তুমি যদি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কর, তবে আমি এত খুশী হইব যে, আমার পিতা খাত্তাব ইসলাম গ্রহণ করিলে ততো খুশী হইব না। তেমনি তুমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলে মহানবী ও অতিশয় খুশী হইবেন। ইব্‌ন উমর (রা.) বলেন - অতঃপর মহানবী (সা.) ইহাদের ব্যাপারে পরামর্শ চাহিলে আবূ বকর (রা.) উঠিয়া

বলিলেন– ইহারা আপনার বংশীয় লোক ও আত্মীয়-স্বজন। ইহাদিগকে দেশে পাঠাইয়া দিন। পক্ষান্তরে উমর (র.) উহাদিগকে হত্যা করিবার পরামর্শ দিলেন। পরিশেষে মহানবী (সা.) মুক্তিপণ নিয়া উহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে আল্লাহ্ পাক مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ أَسْرٰى আয়াত অবতীর্ণ করেন। হাকিম (র.) বলেন– ইহার সনদ বিশুদ্ধ, কিন্তু বুখারী ও মুসলিম ইহা বর্ণনা করেন নাই।

সুফিয়ান ছাওরী (র.)– — — –আলী (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছে। আলী (রা.) বলেন– বদরের যুদ্ধের দিন জিবরীল (আ.) মহানবী (সা.)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন– আপনি বদর যুদ্ধের বন্দী বিষয়টি আপনার সাহাবীদের ইচ্ছাধীন অর্পণ করুন। ইচ্ছা হয় তাহারা মুক্তিপণের বিনিময় উহাদিগকে মুক্ত করুক অথবা উহাদিগকে হত্যা করুক। যে কোন একটি পথ তাহারা অবলম্বন করিতে পারে। কিন্তু মুক্তিপণের বিনিময় ছাড়িয়া দিলে আগামী বৎসর অনুরূপ সংখ্যক লোকই তোমাদের মধ্য হইতে শহীদ হইবে। সাহাবীগণ বলিলেন– আমরা মুক্তিপণের বিনিময়ই মুক্ত করিতে এবং শহীদ হইতে ইচ্ছুক। এই হাদীছ ইমাম তিরমিযী ও নাসাঈ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন হিব্বান (র.) তাহার কিতাবে ছওরী (র.) হইতে অনুরূপ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এই হাদীছ অত্যন্ত গরীব ও দুর্বল।

ইব্ন আউন (র.) আবীদা (র.) সূত্রে আলী (রা.) হইতে বর্ণনা করেন। আলী (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) বদরের দিন বন্দীদের ব্যাপারে বলিলেন– হে সাহাবাগণ! তোমরা ইচ্ছা করিলে উহাদিগকে হত্যা করিতে পার অথবা ইচ্ছা হইলে মুক্তিপণের বিনিময়ও ছাড়িয়া দিতে পার। কিন্তু মুক্তিপণের বিনিময় মুক্ত করিলে ইহার পর তোমাদের মধ্য হইতে অনুরূপ সংখ্যক লোক শহীদ হইবে। আলী (রা.) বলেন– এই সত্তর জনের মধ্যে সর্বশেষে সাবিত ইব্ন কায়েস (রা.) ইয়ামামার লড়াইতে শহীদ হইয়া ছিলেন। কতক লোকে এই হাদীছ আবীদা (র.) হইতে "মুরসাল" সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র.)– — — – –ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ أَسْرٰى আয়াত عذاب عظيم পর্যন্ত পাঠ করিয়া বলেন ঃ ইহার অর্থ হইল বদরের গনীমত, যাহা গনীমত হালাল করার আগে গ্রহণ করা হইয়াছে। ইব্ন আব্বাস (রা.) আরও বলেন– বদর যুদ্ধের গনীমত উহাদের জন্য বৈধকরণ সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, আমি ইহা তোমাদের জন্য বৈধ না করিলে যে লোক আমার অবাধ্যগত হইত তাহাকেই আমি শাস্তি দিতাম। শেষপর্যন্ত আমি উহা তোমাদের জন্য বৈধ করিয়া দিয়াছি। আমি বৈধ না করিলে তোমরা উহা গ্রহণ করিয়া বিরাট শাস্তির মধ্যে নিপতিত হইতে।

ইব্ন আবূ নজীহ (র.) মুজাহিদ (র.) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত রহিয়াছে।

আ'মাশ (র.) বলেন ঃ বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী কোন সাহাবীকে শাস্তি প্রদান করা হইবে না, তাহা সাধারণ ঘোষণা দ্বারাই প্রতিভাত হয়। সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস, সাঈদ ইব্ন যুবায়ের ও আতা হইতেও অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। শু'বা (র.) আবূ হাশিম সূত্রে মুজাহিদ-এর উদ্ধৃতি দিয়া বলেন ঃ মুজাহিদ (র.) لَوْ لَا كِتَابٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ আয়াতাংশের মর্মে বলিয়াছেন যে, উক্ত আয়াতাংশে সাহাবীদের জন্য ক্ষমা ও মাগফিরাতের কথা বলা হইয়াছে। সুফিয়ান ছওরী (র.) হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র.) ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়া বলেন ঃ ইব্ন আব্বাস (রা.) لَوْ لَا كِتَابٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ আয়াতাংশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, উম্মুল কিতাব অর্থাৎ আল-কুরআনে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ এবং বন্দী মুক্তিপণ তোমাদের জন্য বৈধ করা হইয়াছে। তোমরা যাহাদিগকে বন্দী করিয়াছ, তাহাদের বেলায় তোমরা ভীষণ আযাবে নিপতিত হইতে। আল্লাহ্ তোমাদিগকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদকে (গনীমতকে) বৈধ ও পবিত্র করিয়া আহার করিবার জন্য বলিয়াছেন। ইব্ন আউফ (র.) ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আর আবূ হুরায়রা, ইব্ন মাসউদ, সাঈদ ইব্ন যুবায়ের, আতা, হাসান বসরী, কাতাদা, প্রমুখ হইতেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

আ'মাশ (র.) বলেন ঃ لَوْ لَا كِتَابٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ আয়াতাংশের মর্ম হইল, এই উম্মতের জন্য গনীমতের সম্পদ বৈধ করা হইয়াছে। ইব্ন জারীর (র.)ও এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যার সপক্ষে বুখারী ও মুসলিম শরীফে জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) হইতে হাদীছও বর্ণিত হইয়াছে।

জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) বলেন যে, মহানবী (সা.) বলিয়াছেন ঃ আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দান করা হইয়াছে যাহা আমার পূর্বে কোন নবীকেই দান করা হয় নাই। এক মাসের দূরত্বে অবস্থিত শহরেও আমার দান করিয়া সাহায্য করা হইয়াছে। আমার জন্য ভূপৃষ্ঠকে মসজিদ ও পবিত্র করা হইয়াছে। আমার জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বৈধ করা হইয়াছে। আমার পূর্বে কাহারও জন্য ইহা বৈধ ছিল না। আমাকে পরকালে শাফাআতের ক্ষমতা দান করিয়া মহা সম্মানিত করা হইয়াছে। পূর্ববর্তী নবীগণ তাহাদের সম্প্রদায় ও গোত্রীয় লোকজনের নিকট প্রেরিত হইতেন। কিন্তু আমি সাধারণ ভাবে সমস্ত মানুষের নিকট প্রেরিত হইয়াছি।

আ'মাশ (র.) আবূ সালিহ সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন ঃ মহানবী (সা.) বলিয়াছেন, আমাদের ব্যতীত কোন কৃষ্ণ মাথা বিশিষ্ট লোকের জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বৈধ নয়। তাই আল্লাহ্ পাক বলিয়াছেন فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلًا طَيِّبًا (যুদ্ধলব্ধ সম্পদকে বৈধ ও পবিত্র মনে করিয়া আহার কর।)

সুতরাং এই আয়াত যুদ্ধ বন্দীদের হইতে মুক্তিপণ গ্রহণকে ও উপলক্ষ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে।

ইমাম আবূ দাউদ (র.) তাহার "সুনানে আবূ দাউদ" কিতাবে বর্ণনা করেন ঃ আমাদের নিকট আবদুর রহমান ইবনুল মুবারক আল আ'বসী (র.)— — — —ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা.) বদর যুদ্ধবন্দী জাহিল লোকদের হইতে মাথা পিছু (তৎকালীন প্রচলিত) চারিশত মুদ্রা মুক্তিপণ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

জমহূর আলিমগণের মতে যুদ্ধবন্দী সম্পর্কিত বিধানের বেলায় ইমাম বা রাষ্ট্রপতির এই স্বাধীনতা ও অধিকার সংরক্ষিত থাকিবে যে, তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করিলে উহাদিগকে হত্যা করিতে পারিবেন। যেমন বনী কুরায়জা গোত্রের বেলায় করা হইয়াছিল। তেমনি ইহা না করিয়া মুক্তিপণের বিনিময়ও ছাড়িয়া দেওয়ার অধিকার তাহার রহিয়াছে। যেমন বদর যুদ্ধবন্দীদের ক্ষেত্রে এই নীতি অনুসরণ করা হইয়াছিল। অথবা অমুসলিমদের হাতে বন্দী মুসলিম সেনাদের বিনিময় উহাদিগকে ছাড়িয়া দিবে। যেমন মহানবী (সা.) সালমা ইব্ন আকওয়া' কাছে বন্দী এক মহিলা ও তাহার কন্যার বিনিময়ে যাহারা মুশরিকদের হাতে বন্দী হইয়াছিল। উহাদের বন্দীমুক্ত করিয়াছিলেন। তেমনি উহাদিগকে ইচ্ছা করিলে গোলাম বানাইয়া রাখিবারও নীতি অনুসরণ করা যাইতে পারে। ইমাম শাফিঈ (র.) সহ একদল আলিম এই অভিমতই পোষণ করেন। এই বিষয় অন্যান্য ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রহিয়াছে। ফিকহের কিতাবসমূহে যথাস্থানে ইহা সবিস্তরে বিদ্যমান।

(٧٠) يَاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّمَنْ فِىْٓ اَيْدِيْكُمْ مِّنَ الْاَسْرٰٓى ۙ اِنْ يَّعْلَمِ اللّٰهُ فِىْ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّآ اُخِذَ مِنْكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

(٧١) وَاِنْ يُّرِيْدُوْا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ فَاَمْكَنَ مِنْهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

৭০. হে নবী! তোমার করায়ত্ত যুদ্ধবন্দীগণকে বল যে, তোমাদের হৃদয়ে যদি আল্লাহ্ পাক ভাল কিছু দেখেন, তবে তোমাদের হইতে যাহা কিছু নেওয়া হইয়াছে তাহার চাইতে তিনি উত্তম বস্তু দান করিবেন এবং তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

৭১. আর তোমার সহিত উহারা বিশ্বাস ভংগ করিতে চহিলে অসম্ভব কিছু নহে। উহারা পূর্বেই তো আল্লাহ্র সহিত বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়াছে। অতঃপর তিনি উহাদের উপর তোমাকে শক্তিশালী করিয়াছেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর ঃ মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র.)— — — —আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। বলেন ঃ মহানবী (সা.) বদর যুদ্ধের দিন বলিলেন– আমি বনী হাশিম ও অন্যান্য গোত্রের লোকদের বিষয় ভালভাবেই জানি। তাহাদিগকে জোরপূর্বক যুদ্ধে নামান হইয়াছে। উহারা আমাদের সাথে যুদ্ধ করিতে চাহে নাই। সুতরাং উহাদের মধ্যে কাহারও সাথে অর্থাৎ বনী হাশিমের কাহাকেও পাইলে উহাকে হত্যা করিবে না। তেমনি আবুল বাখতরী ইব্ন হিশামকেও কেহ পাইলে হত্যা করিবে না। তদ্রূপ আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিবকে দেখিলেও হত্যা করিবে না। কেননা তাহাকে তাহার অনিচ্ছায় যবরদস্তিমূলক যুদ্ধে আনা হইয়াছে। ইহা শুনিয়া হুযায়ফা ইবন উতবা (রা.) বলিলেন, আমরা আমাদের পিতা, ভাই, ভ্রাতুষ্পুত্র, সন্তান ও গোত্রীয় আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা করিব এবং আব্বাসকে ছাড়িয়া দিব ? ইহা হইতে পারে না। আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার সাথে উহার সাক্ষাত হইলেই তরবারি দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করিব। মহানবী (সা.) এই কথা অবহিত হইয়া উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.)-কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন– হে আবূ হাফস! সে রাসূলের চাচার মুখমণ্ডলে তরবারি হানিতে চায়! উমর (রা.) বলেন, মহানবী আমাকে এই প্রথমই আমার উপনাম ধরিয়া ডাকিলেন। উমর (রা.) উত্তর করিলেন, হেঁ আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে অনুমতি দিন! আমি উহার শিরশ্ছেদ করিয়া ফেলি। এইলোক নিশ্চয় মুনাফিক। ইহার পর হইতে আবূ হুযায়ফা বলিতেন যে, আল্লাহ্র শপথ! আমি সেই দিনের কথার জন্য আজ পর্যন্ত স্বস্তি পাইতেছি না। সর্বদা আমি এই আশংকায়ই থাকিতাম যে, কখন আল্লাহ্ পাক আমাকে শাহাদাত দান করিয়া এই গুনাহের কাফ্ফারা আদায় করেন। সুতরাং সে ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হইয়াছিলেন। আল্লাহ্ তাহার প্রতি খুশী থাকুন।

ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে অনুরূপ আরও বর্ণিত রহিয়াছে। তিনি বলেন ঃ বদরের যুদ্ধের দিন বৈকালের দিকে যুদ্ধবন্দিগণকে যখন খুব কঠিন ভাবে বাঁধা হইয়াছিল, সেই দিন রাত্রির প্রথমদিকে মহানবী (সা.) অনিদ্রায় কাটাইলেন। তখন সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন– হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার নিদ্রা না হওয়ার কারণ কি? এ দিকে আব্বাসকে কোন এক আনসার লোক বন্দী করিয়াছিল। সাহাবীগণের অনিদ্রার কারণ জিজ্ঞাসার জবাবে মহানবী (সা.) বলিলেন– আমি আমার চাচা আব্বাসের বন্দীদশার বিলাপ শুনিয়াছি, যাহার জন্য আমার চক্ষে নিদ্রা আসিতেছে না। উহার বাঁধন ছাড়িয়া দাও। বাঁধন ছাড়িবার পর সে নিশ্চুপ রহিলে মহানবী (সা.) নিদ্রার কোলে ঢলিয়া পড়িলেন।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র.) বলেন ঃ বদর যুদ্ধের অধিকাংশ বন্দীই নিজের মুক্তিপণ আদায় করিয়াছিল। আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব ধনী লোক ছিলেন। সে নিজের অনুকূলে একশত আওকিয়া স্বর্ণ মুদ্রা মুক্তিপণ আদায় করিয়াছিলেন। বুখারী শরীফে মূসা ইব্ন উক্বা (র.) হইতে হাদীছ বর্ণিত রহিয়াছে। ইব্ন শিহাব (র.) বলেন ঃ আমার নিকট আনাস ইব্ন মালিক বর্ণনা করিয়াছে যে, আনসারদের মধ্যে কিছু লোক বলিল– হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদিগকে অনুমতি দিন। আমরা আমাদের ভগ্নির পুত্র আব্বাসকে বিনা মুক্তিপণে ছাড়িয়া দেই। আল্লাহ্‌র রাসূল উত্তর করিলেন– কখনই হইতে পারে না। উহার মুক্তিপণ হইতে একটি দিরহামও ছাড়িতে পারিবে না।

ইউনুস ইব্ন বুকায়ের (র.)— — — –যুহরী (র.) সূত্রে একদল সাহাবী (রা.) হইতে বর্ণনা করেন। তাহারা বলেন– কুরায়েশগণ মহানবী (সা.)-এর নিকট তাহাদের বন্দীগণের মুক্তিপণ পাঠাইয়া দিত। সুতরাং প্রত্যেক সম্প্রদায় তাহাদের বন্দীদের অনুকূলে প্রস্তাবিত মুক্তিপণ আদায় করিত। এই সময় আব্বাস বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমিতো মুসলমান ছিলাম। মহানবী (সা.) উত্তর করিলেন– তোমার ইসলাম গ্রহণ বিষয় আল্লাহ্‌ই ভাল অবগত। তুমি যাহা বলিতেছ, বাস্তবিক পক্ষে তাহাই হইলে আল্লাহ্ তোমাকে ইহার প্রতিদান দিবেন। আমরা তোমার বাহ্যিকরূপ বিচার করিব, ইহাই আমাদের দায়িত্ব। সুতরাং তুমি নিজের, তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র নওফিল ইব্ন হারিছ ইব্ন আবদুল মুত্তালিবের, আকীল ইব্ন আবূ তালিব ইব্ন আবদুল মুত্তালিবের এবং তোমার অংগীকারকৃত ব্যক্তি যিনি বনী হারিছ ইব্ন ফিহরের ভাই, উতবা ইব্ন আমর ইহাদের মুক্তিপণ দিয়া দাও। আব্বাস বলিল– হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার নিকট এই মুক্তিপণ পরিশোধ করিবার সম্পদ নাই। মহানবী (সা.) উত্তর করিলেন– কেন, তুমি এবং উম্মু ফযল যে সম্পদ ভূতলে পুঁতিয়া রাখিয়াছ উহা কোথায় ? তুমি উহাকে বলিয়াছিলে, এই যুদ্ধ সফরে কোন বিপদ হইলে এই লুক্কায়িত সম্পদ তোমার পুত্র আল-ফযল, আবদুল্লাহ্ ও কুছামের হইবে। আব্বাস বলিল, হে আল্লাহ্ রাসূল! আল্লাহ্‌র শপথ! আমি বুঝিতে পারিলাম, নিশ্চয় তুমি আল্লাহ্‌র রাসূল। এই লুকানো ধনের কথা আমি এবং উম্মু ফযল ব্যতীত কেহই জানিত না। হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার নিকট বিশটি আওকিয়া (স্বর্ণ মুদ্রা) ছিল, যাহা আপনার লোকেরা নিয়া গিয়াছে। উহা আপনি আমার মুক্তিপণরূপে গ্রহণ করুন। মহানবী (সা.) উত্তর করিলেন– যাহা আল্লাহ্ পাক আমাদিগকে তোমার হইতে দান করিয়াছেন উহা হইতে কোন কিছুই দেওয়া হইবে না। সুতরাং তোমার নিজের তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রের এবং তোমার অংগীকারকৃত ব্যক্তিগণের মুক্তিপণ পরিশোধ কর। এই ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়াই আল্লাহ্ পাক উপরোক্ত يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّمَنْ فِىْٓ اَيْدِيْكُمْ مِّنَ الْاَسْرٰٓى اِنْ يَّعْلَمِ اللّٰهُ ..... وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ আয়াত অবতীর্ণ করেন। আব্বাস (রা.) বলেন,

আল্লাহ্ পাক আমাকে ইসলাম গ্রহণ করিবার পর বিশ আওকিয়ার পরিবর্তে বিশটি গোলাম দান করিয়াছেন, যাহারা প্রত্যেকেই ধনী। উহা দ্বারা আমি আল্লাহ্ পাকের দ্বিতীয় ওয়াদা ক্ষমা ও মাগফিরাতের আশা পোষণ করিতেছি।

ইব্ন ইসহাক– — —–ইব্ন আব্বাস (সা.) হইতে অনুরূপ একটি হাদীছ বর্ণনা করেন।

আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর (র.)– — —–ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন ঃ আব্বাস বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ পাকের مَا كَانَ لِنَبِىٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗٓ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ আয়াত আমাকে উপলক্ষ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। আমি মহানবী (সা.)-এর নিকট মুসলমান হওয়ার কথা প্রকাশ করিলাম। অতঃপর আমা হইতে সাহাবীগণের নেওয়া বিশটি আওকিয়া আমার মুক্তিপণ রূপে গণ্য করিবার আবেদন জানাইলে মহানবী (সা.) তাহা অস্বীকার করিলেন। সুতরাং আল্লাহ্ পাক আমাকে উহার পরিবর্তে বিশটি গোলাম দান করিয়াছেন, যাহারা প্রত্যেকেই ব্যবসায়ী এবং প্রত্যেকের হাতেই ধন সম্পদ রহিয়াছে।

ইব্ন ইসহাক (র.)– — —–জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন রুবাব হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) বলেন ঃ আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব বলিয়া থাকিতেন যে, আমি ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করিলে আল্লাহ্ আমাকে উপলক্ষ করিয়া مَا كَانَ لِنَبِىٍّ .... غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছেন। অতঃপর তিনি ইতিপূর্বে উল্লেখিত হাদীছের অনুরূপ বক্তব্য উল্লেখ করিয়াছেন।

ইব্ন জুরাইজ (র.) আতা খুরাসানী সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, উল্লেখিত يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّمَنْ فِىْٓ اَيْدِيْكُمْ مِّنَ الْاَسْرٰٓى আয়াত আব্বাস ও তাহার সঙ্গীবৃন্দকে উপলক্ষ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। উহারা মহানবীকে জানাইল যে, আপনি যাহা কিছু নিয়া আসিয়াছেন, আমরা তাহার প্রতি ঈমান আনিতেছি এবং আপনি যে নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র রাসূল তাহা আমরা সাক্ষ্য দিতেছি। আমরা আমাদের সম্প্রদায়কে আপনার ব্যাপারে নসীহত করিব। এই কথার পর আল্লাহ্ পাক اِنْ يَّعْلَمِ اللّٰهُ فِىْ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّآ اُخِذَ مِنْكُمْ আয়াত অবতীর্ণ করেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক যদি তোমাদের অন্তরে ঈমান ও বিশ্বাসের নূর অবলোকন করেন, তবে তোমাদের যাহা কিছু নেওয়া হইয়াছে, তাহার চাইতে উত্তম বস্তু তোমাদিগকে দান করিবেন। পরন্তু ইতিপূর্বে তোমরা যে শিরকী পাপে লিপ্ত ছিলে তাহাও ক্ষমা করিয়া দিবেন। বর্ণনাকারী বলেন, আব্বাস (রা.) বলিতেন যে, এই আয়াত অবতীর্ণ না হইয়া আমার জন্য সমগ্র দুনিয়া হইলেও তাহা আমার নিকট প্রিয় হইত না। আমার উপলক্ষেই আল্লাহ্ يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّآ اُخِذَ مِنْكُمْ ("তোমাদের যাহা

কিছু নেওয়া হইয়াছে তাহার তুলনায় অতি উত্তম বস্তু তোমাদিগকে দেওয়া হইবে) আয়াত অবতীর্ণ করিলেন। সুতরাং আমা হইতে যাহা নেওয়া হইয়াছে, তাহার চাইতে শতগুণ বেশী আমাকে দান করা হইয়াছে। তিনি বলিতেন, আল্লাহ্ وَيَغْفِرْ لَكُمْ আয়াতাংশও অবতীর্ণ করিয়া আমাকে সুসংবাদ দিলেন। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করা হইবে এই আশায় আমি বুক বাঁধিয়া রহিয়াছি।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র.) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা.) এই আয়াত সম্পর্কে বলিয়াছেন ঃ আব্বাস বদর যুদ্ধে বন্দী হইয়াছিলেন। সে নিজের জন্য চল্লিশ আওকিয়া স্বর্ণ মুদ্রা মুক্তিপণ পরিশোধ করিয়াছিলেন। অতঃপর আব্বাস এই আয়াত পাঠ করিয়া বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ পাক আমাকে এমন দুইটি বিষয় দান করিয়াছেন, যাহা দুনিয়ার তুলনায় আমার নিকট অতি পসন্দনীয়। আমি বদর যুদ্ধের বন্দী ছিলাম। সুতরাং চল্লিশ আওকিয়া স্বর্ণ মুক্তিপণ হিসাবে আদায় করিয়া মুক্তি লাভ করিয়াছি।

আল্লাহ্ উহার পরিবর্তে আমাকে চল্লিশটি গোলাম দান করিয়াছেন। আর দ্বিতীয়টি হইল আল্লাহ্র ক্ষমা প্রর্দশনের অংগীকার, যাহার আশায় আমি বুক বাঁধিয়া রহিয়াছি।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদা (র.) বলেন ঃ আমাদের নিকট বর্ণনা করা হইয়াছে যে, মহানবী (সা.)-এর নিকট যখন বাহরাইন হইতে চল্লিশ হাজার দিরহাম গনীমত রূপে উপস্থিত করা হইয়াছিল, তখন তিনি জুহরের নামাযের উযূ করিতে ছিলেন। সেদিন তিনি প্রত্যেক অভাবীকেও উহা হইতে দান করিয়াছিলেন। কোন আবেদনকারীকেই বঞ্চিত করা হয় নাই। উহা বিতরণ শেষ না করা পর্যন্ত তিনি নামায পড়েন নাই। সেদিন আব্বাসকে উহা হইতে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইলে তিনি চাদর ভরিয়া নিয়া গেলেন। সুতরাং আব্বাস (রা.) বলিয়া থাকিতেন যে আমা হইতে যাহা নেওয়া হইয়াছে, তাহার তুলনায় ইহা অনেক উত্তম। আমি এখন আল্লাহ্র ক্ষমা প্রর্দশনের আশায় রহিয়াছি।

ইয়াকূব ইব্ন সুফিয়ান (র.) হুমাইদ ইব্ন হিলাল হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। সামাইদ (রা.) বলেন ঃ মহানবী (সা.)-এর নিকট বাহরাইন হইতে ইব্ন হাযরামী চল্লিশ হাজার দিরহাম গনীমতের সম্পদ পাঠাইয়াছিলেন। এত বিপুল পরিমাণ গনীমত যেমন পূর্বে কোনদিন আসে নাই, তেমনি পরেও কখনও আসে নাই। বর্ণনাকারী বলেন, উহা চাটাইর উপর বিছাইয়া রাখা হইল। এদিকে নামাযের আযান হইল। মহানবী (সা.) এই মালের নিকট দণ্ডায়মান হইলেন। মুসল্লিগণও আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই দিন মহানবী (সা.) মাপজোপ গোনাবাছা না করিয়াই মুক্ত হস্তে মানুষকে দান করিতে লাগিলেন। তখন আব্বাস (রা.) আসিয়া উহা হইতে তাঁহার চাদর ভরিয়া গাঠুরী বাঁধিয়া কাঁধে উঠাইতে চাহিলেন কিন্তু ক্ষমতা হইল না। অতঃপর মহানবী

(সা.)-এর দিকে তাকাইয়া বলিলেন- হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার গাঠুরীটি আমার কাঁধে উঠাইয়া দিন। এই কথা শুনিয়া মহানবী (সা.) এমনভাবে একটু মুচকি হাসি দিলেন যে, তাহার দন্ত মুবারক বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। অতঃপর তাহাকে বলিলেন- গাঠুরী হইতে কিছু মাল রাখিয়া ওযন কমাইয়া লও এবং নিজের ক্ষমতায়ই উঠাইয়া লও। আব্বাস (রা.) তাহাই করিলেন। তখন আব্বাস (রা.) বলিতে লাগিলেন, ইহা হইল আল্লাহ্ কর্তৃক আমাকে প্রদত্ত দুইটি অংগীকারের একটি অংগীকার। দ্বিতীয় অংগীকারটি ব্যাপারে কি করা হইবে তাহা আমি জানি না। অংগীকার দুইটি হইল আল্লাহ্ পাকের এই আয়াত ঃ يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّمَنْ .... وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ অতঃপর বলিল, আমা হইতে যাহা কিছু নেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে ইহা অনেক উত্তম। আমি জানি না দ্বিতীয় অঙ্গীকারটির ব্যাপারে কি করা হইবে। এই মালের একটি দিরহাম অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত মহানবী (সা.) উহার নিকট ধীর-স্থির চিত্তে দণ্ডায়মান ছিলেন। কিন্তু নিজের পরিবারবর্গের নিকট একটি দিরহামও পাঠান নাই। সমস্ত মাল বিতরণ হওয়ার পর তিনি মসজিদে আসিয়া নামায আদায় করিলেন।

অপর এক হাদীছ ঃ হাফিজ আবূ বকর বায়হাকী (র.) -- --- --- -- আনাস ইব্ন মালিক (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আনাস (রা.) বলেন ঃ মহানবী (সা.) নিকট বাহরাইন হইতে বিপুল পরিমাণ ধনসম্ভার আসিলে তিনি বলিলেন- উহা আমার মসজিদে রাখ। অতঃপর মহানবী (সা.) নামাযের জন্য বাহির হইলেন। উহার দিকে আদৌ লক্ষ্য করিলেন না। নামায শেষে উহার নিকট আসিয়া বসিলেন। সেই দিন তিনি যাহাকেই দেখিতেন, তাহাকেই উহা হইতে দান করিতেন। আব্বাস (রা.) আসিয়া বলিলেন- হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে দান করুন। কেননা আমি নিজের মুক্তিপণ আদায় করিয়াছি এবং আকীলের মুক্তিপণও পরিশোধ করিয়াছি। সুতরাং মহানবী (সা.) উহাকে বলিলেন- নিয়া নাও। অতঃপর সে তাহার চাদর ভরিয়া উহা হইতে বাঁয়া ঝুলিয়া উত্তোলন করিতে চাহিলে, কিন্তু ক্ষমতা হইল না। অতঃপর বলিলেন, আমার কাঁধে ইহা তুলিয়া দেওয়ার জন্য কাহাকেও নির্দেশ করুন। মহানবী (সা.) উত্তর দিলেন- আমি পারিব না। অতঃপর বলিলেন, তবে আপনি আমার কাঁধে তুলিয়া দিন। এইবারেও মহানবী অস্বীকার করিলেন। অগত্যা উহা হইতে কিছু মাল রাখিয়া গাঠুরীর ওযন কমাইয়া নিজেই কাঁধে উঠাইয়া চলিয়া গেলেন। মহানবী (সা.) ধন-সম্পদের প্রতি তাহার লিপ্সায় বিস্মিত হইয়া চক্ষের আড়াল না হওয়া পর্যন্ত একদৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। একটি দিরহামও অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত মহানবী (স.) উহার নিকট দণ্ডায়মান ছিলেন। ইমাম বুখারী (র.) তাহার কিতাবের বহু স্থানে এই হাদীছকে খুব দৃঢ়তার সহিত "তা'লীফ রূপে" বর্ণনা করিয়া বলিতেন, এই হাদীছ ইবরাহীম ইব্ন তাহমান (র.) মুমূর্ষ অবস্থায় বর্ণনা করিয়াছেন। আর এই হাদীছ কোন সনদে ইহার চাইতে পূর্ণাঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে।

আলোচ্য وَاِنْ يُّرِيْدُوْا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ আয়াতের তাৎপর্য হইল হে নবী! তোমার নিকট যে সব কথা প্রকাশ করিতেছে, উহা যদি মিথ্যা হয় এবং তোমাকে প্রতারিত করিবার জন্য বলিয়া থাকে, তবে তোমার চিন্তার কোন কারণ নাই। কেননা বদরের যুদ্ধের পূর্বেও উহারা কুফরী করিয়া আল্লাহ্‌র সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। সুতরাং তিনি তোমাকে ক্ষমতাশালী করিয়াছেন এবং বদর যুদ্ধে উহাদিককে বন্দী করিয়াছে। অতএব উহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া কিছুই করিতে পারিবে না। আল্লাহ্ উহাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল রহিয়াছেন এবং স্বীয় কাজের ব্যাপারেও খুব প্রজ্ঞাময় ও কুশলী।

কাতাদা (র.) বলেন ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবূ সারাহ কাতিব যখন মুরতাদ ইয়া মুশরিকদের দলে মিশিল তখন আল্লাহ্ পাক এই আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছেন।

ইব্‌ন জুরাইজ (র.) ও আতা খুরাসানী সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্বাস এবং তাহার সঙ্গীগণ যখন বলিল, আমরা আমাদের সম্প্রদায়কে আপনার ব্যাপারে নসীহত করিব, তখন আল্লাহ্ পাক এই আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছেন। সুদ্দী (র.) এই আয়াতকে বিশেষ কোন ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট না করিয়া ব্যাপকার্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যা সমস্ত ঘটনাকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং ইহাই সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা। আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।

(৭২) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ هَاجَرُوْا وَ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ
وَ اَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّ نَصَرُوْٓا
اُولٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يُهَا
جِرُوْا مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا ۚ
وَ اِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلَّا عَلٰى قَوْمٍۢ
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

৭২. যাহারা ঈমান আনিয়াছে, দীনের জন্য হিজরত করিয়াছে, জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করিয়াছে এবং উহাদিগকে যাহারা আশ্রয় দান ও সাহায্য করিয়াছে, তাহারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু, আর যাহারা ঈমান আনিয়াছে কিন্তু হিজরত করে নাই; হিজরত না করা পর্যন্ত তাহাদের অভিবাবকত্বের দায়িত্ব তোমার নাই। আর দীন সম্পর্কে যদি উহারা তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে, তবে তাহাদিগকে সাহায্য করা তোমার কর্তব্য। যে সম্প্রদায়ের সহিত তোমাদের চুক্তি রহিয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করিবে না। তোমরা যাহা করিতেছ আল্লাহ্ তাহা ভালভাবেই দেখেন।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ পাক মু'মিনগণের বিভিন্ন শ্রেণীর কথা আলোচনা করিয়াছেন। তাহাদের পহেলা শ্রেণীটি হইল মুহাজির লোকগণ, যাহারা নিজেদের ঘরবাড়ি, আত্মীয়-স্বজন ও ধন-সম্পদের মোহ-মায়া পরিত্যাগ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁহার রাসূলের সাহায্যের জন্য ও আল্লাহ্‌র দীনকে প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে অপর দেশে চলিয়া আসিয়াছে। এই পথে নিজেদের জীবন ও ধন-সম্পদ সবকিছু উজাড় করিয়া দিয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণী হইল মদীনার আনসারগণ। যাহাদের নিকট মুহাজিরগণ ছিন্নমূল অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহারা তাহাদিগকে নিজেদের ঘরবাড়িতে আশ্রয় দিয়াছে এবং নিজেদের ধন-সম্পদ ও বিষয় সম্পত্তিতে সমান অধিকারী করিয়া নিয়াছে। এইজন্যই মহানবী (সা.) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করিয়া দিয়াছেন। প্রত্যেক দুইজন লোক ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ ছিল। সুতরাং আনসারগণ নিজেদের আত্মীয়গণের উপরে মুহাজিরগণকে স্থান দিয়া তাহাদিগকে নিজেদের উত্তরাধিকারী করিয়া নিয়াছিলেন। পরে আল্লাহ্ পাক উত্তরাধিকারীর বিধানের মাধ্যমে এই নিয়মকে বাতিল ঘোষণা করেন। বুখারী শরীফে ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণিত হাদীছ দ্বারা ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আওফী ও আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র.) ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ, ইকরামা, আল-হাসান, কাতাদা (র.) সহ অনেকে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ ---------জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বাজালী (রা.) হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, মহানবী (সা.) বলিয়াছেন ঃ মুহাজির ও আনসারগণ পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তেমনি মক্কা বিজয়ের পর কুরায়েশ মুসলমানগণ এবং বনূ ছাকীফের আযাদকৃত গোলামগণ কিয়ামত পর্যন্ত পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। ইমাম আহমদ এই হাদীছ "এককভাবে" বর্ণনা করিয়াছেন।

হাফিজ আবূ ইয়ালা (র.) --- --- ইব্‌ন মাসউদ (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন মাসউদ (রা.) বলেন ঃ আমি মহানবী (সা.)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে মুহাজির ও আনসারগণ এবং মক্কার কুরায়েশ মুসলমান ও ছাকীফের আযাদকৃত গোলামগণ ইহকাল-পরকালে পরস্পর-পরস্পরে বন্ধু। "মুসনাদে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ" কিতাবে এইরূপই বর্ণিত রাহিয়াছে। আল্লাহ্ পাক মুহাজির ও আনসারদের প্রশংসায় এই আয়াত ব্যতীত কালামপাকে বহু আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছেন। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَالسَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ
رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ - وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ -

("মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যাহারা প্রথমে ঈমান আনিয়া ও হিজরত করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিয়াছে এবং যাহারা তাহাদের উত্তমরূপে অনুসারী হইয়াছে, তাহাদের

প্রতি আল্লাহ্ খুশী হইয়াছেন আর তাহারাও আল্লাহ্‌র প্রতি খুশী। তাহাদের জন্য এমন জান্নাত তৈয়ার করিয়া রাখা হইয়াছে যাহার তলদেশ হইতে নদীসমূহ প্রবাহিত (৯ ঃ ১০০)।")

আল্লাহ্ পাক অন্য আয়াতে বলিয়াছেন ঃ

لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِى سَاعَةِ الْعُسْرَةِ ـ

("আল্লাহ্ পাক নবী ও মুহাজির এবং আনসারদের প্রতি তাহার করুণা বর্ষণ করিয়াছেন, যাহারা কঠিন মুহূর্তেও মহানবীর আনুগত্য পরিহার করে নাই (৯ ঃ ১১৭)।")

কুরআনের অপর এক স্থানে আল্লাহ্ বলেন ঃ

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ـ وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اُولٰئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ، وَالَّذِيْنَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَايَجِدُوْنَ فِىْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ـ

("ইহা সেই সব দরিদ্র মুহাজিরদের জন্য যাহাদিগকে তাহাদের দেশ, ঘরবাড়ি ও সহায়-সম্পদ হইতে বিতাড়িত করা হইয়াছে। ইহারা আল্লাহ্‌র রহমত ও সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করিতেছে এবং আল্লাহ্ ও তাহার রাসূলকে সাহায্য করিতেছে। ইহারাই খাঁটি সত্যনিষ্ঠ লোক। তেমনি যাহারা উহাদিগকে বাড়ি-ঘরে আশ্রয় দিয়াছে এবং উহাদের পূর্বেই ঈমান আনিয়াছে, তাহারা তাহাদের নিকট আগত মুহাজিরগণকে হৃদয় দিয়া ভালবাসে, তাহাদের অন্তরে তাহাদের দেওয়া জিনিসপত্রের ব্যাপারে কোনরূপ খট্‌কা ও দ্বিধা অনুভব করে না। এমন কি নিজেদের উপরেও উহারা তাহাদিগকে প্রাধান্য দেয়। যদিও উহাদেরকে হিজরত করিবার জন্য বিশেষ মহত্ত্ব দান করা হইয়াছে" (৫৯ ঃ ৮-৯)।

আল্লাহ্ পাক وَلَايَجِدُوْنَ فِىْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا اُوْتُوْا আয়াতে কত সুন্দর কথাইনা বলিয়াছেন! অর্থাৎ হিজরতের ফলে আল্লাহ্ পাক মুহাজিরগণকে যে ফযীলত ও মহত্ত্ব দান করিয়াছেন, তাহাতে উহারা কোনরূপ হিংসা পোষণ করে না। কেননা আয়াত দ্বারাই প্রকাশ পায় যে আনসারদের উপর মুহাজিরগণকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। আনসারদের উপর মুহাজিরগণের প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব থাকার বিষয় সকল আলিমগণ ঐকমত্য পোষণ করেন। এ বিষয় তাহাদের মধ্যে কোনই মতবিরোধ নাই। এইজন্যই ইমাম আবূ বকর আহমদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আবদুল খালিক বায্‌যার (র.)

তাহার "মুসনাদ" কিতাবে বলিয়াছেন ঃ আমাদের নিকট মুহাম্মদ ইব্‌ন মু'আম্মার (র.), হুযায়ফা (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হুযায়ফা (রা.) বলেন ঃ আমাকে মহানবী (সা.) হিজরত ও নুসরত (সাহায্য করা) ইহার কোন একটি গ্রহণ করার স্বাধীনতা ও ইখতিয়ার দিয়াছিলেন। সুতরাং আমি হিজরতকে গ্রহণ করিয়া নিয়াছি। অতঃপর তিনি লিখিয়াছেন যে, এই সনদ ব্যতীত ইহার আরও কোন সনদ রহিয়াছে কিনা, তাহা আমার জানা নাই।

আলোচ্য وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا مَالَكُمْ مِّنْ وَّلَا يَتِهِمْ আয়াতাংশে وَلَايَتِهِمْ শব্দের হামযাহ কে যের দিয়া কতক লোকে পাঠ করিয়া থাকেন আর অন্যান্য লোকেরা যবর দিয়া পাঠ করেন। উভয় অবস্থায়ই উহার মর্ম অভিন্ন, যেমন دلالة এর মধ্যে যের ও যবর উভয়ই সমান। مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا এই আয়াতাংশে মু'মিনগণের তৃতীয় শ্রেণীটি সম্পর্কে বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে। অর্থাৎ যাহারা ঈমান আনিয়াছে বটে, কিন্তু হিজরত করে নাই। বরং নিজেদের দেশেই অবস্থান করিয়াছে, তাহাদের যুদ্ধলব্ধ সম্পদে কোন অংশ নাই। তেমনি গনীমতের এক-পঞ্চমাংশেও তাহাদের কোন অধিকার নাই। তবে যাহারা লড়াইতে উপস্থিত থাকিবে, তাহারা পাইবে। যেমন ইমাম আহমদ (র.) বলেন ঃ

আমাদের নিকট ওয়াকী (র.)— — — —ইয়াযীদ ইব্‌ন খুসাইব আসলামী (রা.) প্রমুখ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আসলামী (রা.) বলেন ঃ মহানবী (সা.) যখন কোন লোককে সারীয়া বাহিনী বা জায়েশ বাহিনীতে আমির মনোনীত করিয়া পাঠাইতেন, তখন তাহাকে এবং তাহার মুসলিম সাথীগণকে আল্লাহ্‌কে ভয় করা অন্যান্য নসীহত প্রসংগে বলিতেন— আল্লাহ্‌র নাম নিয়া আল্লাহ্‌র পথে লড়াই কর। যাহারা আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে তাহাদিগকে হত্যা কর। যখন তোমাদের শত্রু মুশরিকগণের সহিত সাক্ষাত হইবে, তাহাদিকে তিনটি বিষয়ের কোন একটি গ্রহণ করিবার জন্য আহবান জানাও। যদি তাহারা তোমাদের আহবানে সাড়া দেয়, তবে তোমরা উহা গ্রহণ কর এবং উহাদের উপর হামলা হইতে বিরত থাক। সর্ব প্রথম উহাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান জানাও। তাহারা ইসলাম গ্রহণে সাড়া দিলে তোমরা তাহা মানিয়া নাও এবং হামলা হইতে বিরত থাক। অতঃপর উহাদেরকে নিজেদের দেশ হইতে মুহাজিরদের দেশে আসিয়া অবস্থান করিবার আহবান জানাও। উহাদেরকে জানাইয়া দাও যে, যদি তোমরা ইহা কর, তবে মুহাজিরগণের জন্য যাহা কিছু রহিয়াছে তোমরাও তাহাই পাইবে এবং মুহাজিরদের দায়িত্বের ন্যায় তোমাদের উপর দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তাইবে। অতঃপর যদি তাহারা ইহা করিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং নিজেদের দেশেই থাকিবার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে তাহাদের জানাইয়া দাও যে তোমরা গ্রামীণ মুসলমানের ন্যায়। সাধারণ মু'মিনগণের প্রতি আল্লাহ্‌র বিধান যেরূপ প্রযোজ্য হয়, তোমাদের উপরও তদ্রূপ বিধান প্রযোজ্য হইবে। গনীমতের এবং ফায়ের সম্পদে তোমাদের জন্য কোন অংশ থাকিবে না। তবে মুসলমানদের সাথে থাকিয়া জিহাদ করিলে উহার অংশ লাভ করিবে। তবে উহারা ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাইলে

তাহাদিগকে জিযিয়া প্রদানের আহবান জানাও। ইহাতে উহারা সম্মত হইলে তোমরাও মানিয়া নাও এবং হামলা হইতে বিরত থাক। তবে জিযিয়া প্রদানে অস্বীকৃতি জানাইলে তোমরা আল্লাহ্র নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং উহাদের সহিত লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হও। ইমাম মুসলিম (র.) এই হাদীছকে এককভাবে বর্ণনা করিয়া আরও অতিরিক্ত কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

আলোচ্য وَاِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ আয়াতাংশের মর্ম হইল আল্লাহ্ বলেনঃ যে সব বিদেশী ও বস্তিবাসী ঈমানদার লোক হিজরত না করিয়া নিজের দেশেই রহিয়া গিয়াছে, তাহারা যদি দীনের ব্যাপারে তাহাদের শত্রুর বিরুদ্ধে তোমাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে, তবে তাহাদিগকে তোমাদের সাহায্য করা একান্ত কর্তব্য। কিন্তু তাহারা যদি এমন কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করে, যাহাদের সহিত তোমাদের সন্ধি চুক্তি রহিয়াছে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট একটি সময় সীমা পর্যন্ত উভয় পক্ষ অস্ত্র সম্বরণ রাখার চুক্তি থাকে, তবে উহাদের সাহায্য করা তোমাদের দায়িত্ব থাকিবে না। তোমরা যাহাদের সহিত চুক্তিবদ্ধ রহিয়াছ, সেই চুক্তিকে নষ্ট করিও না, যতক্ষণে তাহারা নষ্ট না করে। ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

(৭৩) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ ؕ

৭৩. আর যাহারা কাফির, তাহারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। যদি তোমরা ইহা না কর, তবে দুনিয়ায় মহা ফিতনা ফাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টি হইবে।

তাফসীর ঃ ইতিপূর্বে আল্লাহ্ পাক মু'মিনগণ পরস্পর পরস্পরের বন্ধু এই ঘোষণা দিয়া কাফির ও মু'মিনদের মধ্যকার বন্ধুত্বের সম্পর্ককে কর্তন করিয়াছেন। যেমন ঃ ইমাম হাকিম (র.) তাহার মুস্তাদারক কিতাবে বলেন ঃ

আমাদের নিকট মুহাম্মদ ইব্ন সালিহ্ ইব্ন হানী (র.)— — — —উসামা (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। উসামা (রা.) বলেন যে, মহানবী (সা.) বলিয়াছেন ঃ দুই ধর্মের অনুসারী পরস্পর পরস্পরের উত্তরাধিকারী হয় না। মুসলিম যেমন কাফিরের উত্তরাধিকারী হয় না তেমনি কাফিরও মুসলিমের উত্তরাধিকারী হয় না। অতঃপর তিনি উপরোক্ত আয়াত পাঠ করিলেন। পরিশেষে হাকিম বলেন যে, এই হাদীছের সনদ বিশুদ্ধ এবং বুখারী ও মুসলিম উসামা ইব্ন যায়েদ (রা.) হইতে ইহা বর্ণিত রহিয়াছে। উসামা (রা.) বলেন যে, মহানবী (সা.) বলিয়াছেন ঃ মুসলিম কাফিরের এবং কাফির মুসলিমের উত্তরাধিকারী হইবে না।

মুসনাদ ও সুনানের কিতাবসমূহে আমর ইব্ন শুআয়েব, তাহার পিতা ও দাদা হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে তাহার দাদা বলেন; মহানবী (সা.) বলিয়াছেন ঃ দুইজন বিপরীতমুখী ধর্মাবলম্বী একে অপরের উত্তরাধিকারী হইবে না। ইমাম তিরমিযী (র.) এই হাদীছকে "হাসান" ও "সহীহ্" বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর (র.) বলেন ঃ আমাদের নিকট মুহাম্মদ (র.) হইতে যুহরী (র.) বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা.) এক নও মুসলিমকে ধরিয়া বলিলেন ঃ নামায কায়েম করিবে, যাকাত আদায় করিবে, হজ্জ করিবে আর রমাযান মাসে রোযা রাখিবে। তুমি কোথাও শিরকীর অগ্নি-প্রজ্বলিত দেখিতে পাইলে উহার বিরুদ্ধে লড়াই করিবে।

হাদীছের এই সনদটি "মুরসাল" সনদ। অন্য এক "মুত্তাসিল" সনদে এই হাদীছটি এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে মহানবী (সা.) বলিয়াছেন ঃ আমি সেই প্রত্যেকটি মুসলিম হইতে দায়িত্ব মুক্ত, যাহারা মুশরিকদের মধ্যে থাকে। উহারা কি উহাদের উভয় পার্শ্বের আগুন দেখে না ?

ইমাম আবূ দাউদ (র.) তাহার কিতাবে জিহাদ অধ্যায়ের শেষের দিকে বলেন ঃ আমাদের নিকট মুহাম্মদ ইব্ন দাউদ ইব্ন সুফিয়ান (র.)— — — —হাবীব ইব্ন সুলায়মান ইব্ন সমরাহ্ ইব্ন জুন্দব (র.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, মহানবী (সা.) বলিয়াছেন ঃ যে লোক মুশরিকগণ একত্রিত করে এবং তাহাদের সাথে অবস্থান করে, সে তাহাদেরই ন্যায়।

হাফিজ আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া (র.)— — — —আবূ হাতিম মুযনী (র.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। মুযন (র.) বলেন, মহানবী (সা.) বলিয়াছেন ঃ তোমাদের নিকট কোন নতূন লোক আসিলে তাহার ধর্ম ও চরিত্র তোমাদের মনঃপূত হইলে তাহাকে বিবাহ দাও বা কর। যদি ইহা না কর তবে ভূপৃষ্ঠে ফিতনা-ফাসাদ ও বিপর্যয় দেখা দিবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্ রাসূল! যদি তাহার মধ্যে দোষত্রুটি থাকে ? মহানবী (সা.) জবাব দিলেন তোমাদের নিকট যখন কোন এমন লোক আসে যাহার ধর্ম ও চরিত্র তোমাদের পসন্দ হয়, তাহাকে বিবাহ দিবে বা করিবে। এই ভাবে তিনি তিনবার বলিয়াছেন।

ইমাম আবূ দাউদ ও তিরমিযী (র.) এই হাদীছ হাতিম ইব্ন ইসমাঈল হইতে অনুরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর আবদুল হামীদ ইব্ন সুলায়মান (র.) .... আবূ হুরায়রা (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, মহানবী (সা.) বলিয়াছেন ঃ যখন তোমাদের নিকট এমন কোন লোক আসে যাহার ধর্ম ও চরিত্র তোমাদের পসন্দ হয় তখন তাহাকে বিবাহ কর বা দাও। ইহা না করা হইলে ভূপৃষ্ঠে বিরাট ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হইবে।

আলোচ্য আয়াতে اِلاَّ تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَفَسَاد كَبِيْرٌ এর মর্ম হইল, যদি তোমরা মুশরিকগণের বন্ধুত্ব হইতে দূরে না থাক এবং মু'মিনগণের সহিত বন্ধুত্ব না কর, তবে মানুষের মধ্যে ফিতনার সৃষ্টি হইবে। অর্থাৎ পার্থক্যরেখা বিলীন হইবে মু'মিন ও মুশরিক জগাখিচুড়ী হইবে আমল-আকিদা ও সভ্যতা-সংস্কৃতি ইত্যাকার সকল ক্ষেত্রে বিপর্যয় দেখা দিবে এবং মানুষ এক মহা বিপদের মধ্যে নিপতিত হইবে।

(৭৪) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا، لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ○

(৭৫) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا مَعَكُمْ فَاُولٰٓئِكَ مِنْكُمْ، وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ، اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

৭৪. যাহারা ঈমান আনিয়াছে, হিজরত করিয়াছে ও আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করিয়াছে। আর যাহারা আশ্রয় দিয়াছে ও সাহায্য করিয়াছে তাহারাই খাঁটি মু'মিন। তাহাদের জন্য ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা রহিয়াছেন।

৭৫. তেমনি যাহারা পরে ঈমান আনিয়াছে ও হিজরত করিয়াছে এবং তোমাদের সহিত জিহাদ করিয়াছে তাহারাও তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত এবং আত্মীয়গণ আল্লাহ্‌র বিধান অনুসারে একে অন্যের তুলনায় অধিক হকদার। আল্লাহ্ প্রতিটি বস্তু সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবহিত।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ পাক ইহকালে মু'মিনদের জন্য বিধানজারি করিবার পর উহার সাথেই সংযোগ রাখিয়া পরকালে তাহাদের মান-মর্যাদা ও উন্নত জীবনের বর্ণনা দিয়াছেন। সুতরাং তিনি ঈমানের মূলতত্ত্ব ও তাৎপর্যের কথা ম'মিনগণকে অবহিত করিয়াছেন। যেমন এই সূরার প্রথমে বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ্ পাক অতিশীঘ্রই তাহাদিগকে মহত্তম ও সম্মানজনক প্রতিদান দিয়া গৌরবান্বিত করিবেন এবং উহাদের পাপসমূহ মোচন করিয়া ক্ষমা ও মাগফিরাতের জয়মালা দ্বারা ভূষিত করিবেন। তাহাদিগকে এমন অপরিমেয় সুস্বাদু জীবিকা দান করিবেন, যাহা কোন দিন ফুরাইবে না এবং কম হইবে না, উহার স্বাদ-গন্ধ ও সৌন্দর্য বিনষ্ট হইবে না। তাহারা নানা প্রকার সুস্বাদু জীবিকা নিজদের ইচ্ছানুযায়ী লাভ করিবে। অতঃপর আল্লাহ্ পাক এই জগতে যাহারা ঈমান ও পুণ্যময় কাজে উহাদিগকে অনুসরণ ও অনুকরণ করিবে তাহারাও পরকালে উহাদের সাক্ষী হইবেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْۢ بَعْدِهِمْ আয়াতে এবং وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ ..... আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, বুখারী ও মুসলিমে বিশুদ্ধ "মুতাওয়াতির" সনদ বিশিষ্ট হাদীছ বর্ণিত রহিয়াছে যে, মহানবী (সা.) বলিয়াছেন ঃ অর্থাৎ মানুষ যাহাকে ভালবাসে, তাহার সাথেই থাকে। অন্য এক হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে যে من احب قوما فهو منهم অর্থাৎ যে লোক যে জাতি ও সম্প্রদায়কে ভালবাসে সে তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত হয়। অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, তাহার হাশর হইবে তাহাদের সাথে।

ইমাম আহমদ (র.) বলেন ঃ আমাদের নিকট ওয়াকী' (র.) জারীর (র.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। জারীর (র.) বলেন যে, মহানবী (সা.) বলিয়াছেন ঃ মুহাজির ও আনসারগণ পরস্পর পরস্পারের বন্ধু। আর মক্কা বিজয়ের পর কুরায়েশ মুসলমান ও বনী ছকীফদের মুক্ত গোলামগণও কিয়ামত পর্যন্ত একে অপরের বন্ধু।

শরীক (র.) ...... জারীর (র.) হইতে বর্ণিত। মহানবী (সা.) বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপ ভাবে ইমাম আহমদ (র.) এই দুইধরনের পদ্ধতি হইতে "একক" ভাবে হাদীছ্ বর্ণনা করিয়াছেন।

আর আলোচ্য وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ আয়াতাংশের মর্ম হইল-আল্লাহ্‌র বিধান মতে কতক আত্মীয় অপর আত্মীয়ের তুলনায় বেশী হকদার। এই আয়াতে সেই সব আত্মীয়ের কথা বিশেষভাবে বুঝান হয় নাই, যাহা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ বণ্টনকারী আলিমগণ (উলামায় ফরায়েয) সেই সব আত্মীয় বলিয়া থাকেন। যাহাদের উহাতে কোন হক থাকে না এবং তাহারা আসাবাও নহে। তাহারা উহাদিগকেও কোন এক পর্যায় উত্তরাধিকারী প্রমাণ করিয়া থাকেন। যেমন খালা, মামু, ফুফু নাতনী ও ভগ্নী কতক লোক এই অভিমতই পোষণ করেন এবং এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া এই বিষয় ইহাই বিশ্বাস করিয়া থাকেন। আসল কথা হইল এই আয়াত সাধারণ । এই আয়াতের ব্যাপকতা এত বিস্তৃত যে সকল আত্মীয়গণই ইহার আওতায় পড়িয়া যায়। যেমন ইব্ন আব্বাস (রা.), মুজাহিদ, ইকরামা, হাসান, কাতাদা (র.) সহ অনেক লোক হইতে হাদীছ বর্ণিত হইয়াছেন যে, ইসলামের পহেলা যুগে বন্ধুত্ব, সাহায্যকারী ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে যে পরস্পর পরস্পরের উত্তরাধিকারী হওয়ার প্রথা ছিল তাহা এই আয়াত দ্বারা বাতিল করা হইয়াছে। আর কারণেই এই আয়াতে ذوى الارحام নামে পরিচিত আত্মীয়গণও শামিল রহিয়াছেন। যাহারা তাহাদিগকে উত্তরাধিকারী না হওয়ার অভিমত পোষণ করেন, তাহারা এই অভিমত বিভিন্ন শক্তিশালী দলীল দ্বারা প্রমাণ করিয়া থাকেন। যেমন এই হাদীছ উত্থাপন করেন যে, মহানবী (সা.) বলিয়াছেন ঃ "আল্লাহ্ পাক প্রত্যেক হকদারকে তাহার হক দান করিয়াছেন। সুতরাং উত্তরাধিকারিগণের জন্য কোন ওসীয়াত নাই।" তাহারা এই হাদীছের মর্মে বলেন যে, তাহারা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত বিষয় সম্পত্তির হকদার হইলে আল্লাহ্ পাক তাহার কিতাবে অবশ্যই তাহাদের হক নির্ধারণ করিয়া দিতেন। সুতরাং ইহা যখন করা হয় নাই, তাহারাও উত্তরাধিকারী হইবে না। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

সূরা আনফালের তাফসীর শেষ।

সমস্ত প্রশংসার প্রাপক একমাত্র আল্লাহ পাক। তাহার উপরই আমাদের নির্ভরতা। তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনিই আমাদের সব কাজের ওয়াকীল ও তত্ত্বাবধক।

সূরা তাওবা

১২৯ আয়াত, ১৬ রুকূ, মাদানী

অবতরণকাল ঃ যে সকল সূরা নবী করীম (সা.)-এর জীবনের শেষ দিকে নাযিল হইয়াছিল, সূরা তাওবা উহাদের অন্যতম। ইমাম বুখারী (র.) বলেন ঃ আবুল ওয়ালীদ (র.) বিভিন্ন রাবীর সূত্রে বারা (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত হইতেছে (يَسْتَفْتُوْنَكَ ـ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ـ)-এই আয়াত এবং সর্বশেষে অবতীর্ণ সূরা হইতেছে– সূরা বারাআত (সূরা তাওবা)।

সূরা তাওবার প্রথমে 'বিসমিলাহ্ (بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ)'লিখিত না থাকিবার কারণ ঃ

সাহাবীগণ উছমান (রা.)-এর তত্ত্বাবধানে কুরআন মজীদ সংকলন করিবার কালে এই সূরার প্রথমে বিসমিল্লাহ্ লিখেন নাই। তাঁহারা উছমান (রা.)-এর নির্দেশে এইরূপ করিয়াছিলেন। তিনি এইরূপ নির্দেশ কেন দিয়াছিলেন, নিম্নোক্ত রিওয়ায়েতে তাহা বর্ণিত হইয়াছে ঃ

তিরমিযী (র.) বিভিন্ন বর্ণনাকারীর মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ একদা আমি উছমান (রা.)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, সূরা আনফাল যাহার আয়াতের সংখ্যা এক শতের নিম্নে এবং সূরা তাওবা যাহার আয়াতের সংখ্যা অন্যূন একশত এই দুইটি সূরার মধ্যবর্তী স্থানে আপনারা 'বিসমিল্লাহ্' লিখেন নাই কেন ? এতদ্ব্যতীত উক্ত সূরাদ্বয়কে আপনারা যে "দীর্ঘ সূরা সপ্তক (السبع الطول)'-এর মধ্যে স্থাপন করিয়াছেন; উহার কারণ কি ? উছমান (রা.) বলিলেন– অনেক সময়ে এইরূপ ঘটিত যে, নবী করীম (সা.)-এর প্রতি একটি সূরার অংশ বিশেষ নাযিল হইবার পর অন্য একটি সূরার অংশ বিশেষ নাযিল হইত।

এইরূপে নবী করীম (সা.)-এর উপর একটি সূরা নাযিল হওয়া শেষ হইবার পূর্বে অন্য একটি সূরার অংশ বিশেষ নাযিল হইত। এমতাবস্থায় কোন আয়াত নাযিল হইলে তিনি কোন ওয়াহী লেখক সাহাবীকে ডাকিয়া বলিতেন– 'যে সূরায় এই এই বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, এই আয়াতটিকে উহার মধ্যে (অমুক স্থানে) স্থাপন কর।' সূরা-আনফাল হইতেছে মদীনায় অবতীর্ণ প্রথম সূরাসমূহের অন্যতম। পক্ষান্তরে, সূরা বারাআত (সূরা তাওবা) হইতেছে মদীনায় অবতীর্ণ শেষ সূরাসমূহের অন্যতম। কিন্তু, উভয় সূরায় বর্ণিত ঘটনা ও কাহিনী প্রায় একরূপ। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি ধারণা করিলাম– 'সূরা বারাআত পৃথক কোন সূরা নহে; বরং উহা সূরা আনফাল-এর একটি অংশ।' অথচ নবী করীম (সা.) এ সম্বন্ধে কিছু বলিয়া যান নাই। উপরোক্ত কারণে আমি উহাদিগকে পরস্পর সন্নিহিত করিয়া স্থাপন করিয়াছি; কিন্তু উহাদের মধ্যবর্তী স্থানে (সূরা তাওবার প্রথমে) বিসমিল্লাহ্ লিখি নাই। তেমনি উপরোক্ত কারণে উভয় সূরা মিলিয়া দীর্ঘ সূরার আকার গ্রহণ করে বলিয়া উহাদিগকে 'দীর্ঘ সূরা-সপ্তক'-এর মধ্যে স্থাপন করিয়াছি।

উক্ত রিওয়ায়েতকে ইমাম আহমদ, ইমাম আবূ দাঊদ, ইমাম নাসাঈ, ইমাম ইব্‌ন হিব্বান এবং ইমাম হাকিম (র.) বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম হাকিম (র.) উক্ত রিওয়ায়েত সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন– 'উহার সনদ সহীহ্ ; তবে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উহাকে বর্ণনা করেন নাই।'

এই সূরার প্রথমাংশ নাযিল হয় নবী করীম (সা.) তাবূকের যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিবার পর। নবী করীম (সা.) সেই বৎসরই হজ্জ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, কিন্তু মুশরিকগণ প্রথা অনুসারে সে বৎসরও হজ্জ করিতে আসিবে এবং তাহারা উলঙ্গ অবস্থায় কা'বা ঘর তাওয়াফ করিবে– এই বিষয়টি স্মরণে আসিবার পর উক্ত নির্লজ্জতাপূর্ণ দৃশ্যকে এড়াইবার উদ্দেশ্যে তিনি পরিকল্পনা পরিবর্তন করিয়া আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর নেতৃত্বে একদল সাহাবীকে হজ্জে পাঠাইলেন। আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর উপর দায়িত্ব দিলেন– তিনি লোকদিগকে হজ্জের কার্যাবলী শিক্ষা দিবেন এবং মুশরিকগণকে জানাইয়া দিবেন যে, তাহারা আগামী বৎসর হইতে আর হজ্জ করিতে পারিবে না। নবী করীম (সা.) আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর উপর আরো দায়িত্ব দিলেন– 'তিনি লোকদের মধ্যে মুশরিকদের বিষয়ে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের দায়িত্বমুক্ত হইবার কথা ঘোষণা করিবেন।' আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর রওয়ানা হইয়া যাইবার পর নবী করীম (সা.), আলী (রা.)-কে তাঁহার পক্ষ হইতে ঘোষণাকারীরূপে পাঠাইলেন। আলী (রা.)-কে পাঠাইবার কারণ এই ছিল যে, নবী করীম (সা.)-তাঁহার কোন পিতৃ-সম্পর্কের নিকটাত্মীয় (العصبة)-কে নিজের পক্ষ হইতে প্রেরণ করিবার জন্যে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। আর আলী (রা.) ছিলেন তাঁহার সেইরূপ একজন নিকটাত্মীয়। এতদ্সম্পর্কিত রিওয়ায়েত শীঘ্রই উল্লেখিত হইবে।

(١) بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

(٢) فَسِيْحُوْا فِى الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ مُخْزِى الْكٰفِرِيْنَ ۝

১. ইহা সম্পর্কচ্ছেদ আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের পক্ষ হইতে সেই সমস্ত মুশরিকদের সহিত যাহাদিগের সহিত তোমরা পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিলে।

২. অতঃপর তোমরা দেশে চারিমাসকাল পরিভ্রমণ কর ও জানিয়া রাখ যে, তোমরা আল্লাহ্কে হীনবল করিতে পারিবে না এবং আল্লাহ্ কাফিরদিগকে লাঞ্ছিত করিয়া থাকেন।

তাফসীর ঃ - بَرَاۤءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ অর্থাৎ 'ইহা হইতেছে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের পক্ষ হইতে চুক্তিবদ্ধ মুশরিকদের প্রতি দায়িত্বমুক্তির ঘোষণা। যে সকল মুশরিকের সহিত তোমরা (মু'মিনগণ) চুক্তি করিয়াছিলে, তাহাদের প্রতি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল ঘোষণা করিতেছেন যে, তাহাদের নিরাপত্তার বিষয়ে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল দায়িত্বমুক্ত হইলেন।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যা নিয়া তাফসীরকারগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। তাহারা উহার বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। একদল তাফসীরকার বলেন-'যে সকল মুশরিকের সহিত অনির্দিষ্ট কালের জন্যে অথবা চারি মাস বা উহার কম সময়ের জন্যে মুসলমানদের চুক্তি হইয়াছিল, আলোচ্য আয়াতে শুধু তাহাদের নিরাপত্তার বিষয়ে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের পক্ষ হইতে দায়িত্বমুক্তির কথা ঘোষণা করা হইয়াছিল। যাহাদের সহিত চার মাস হইতে অধিকতর নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে চুক্তি হইয়াছিল, আয়াতে তাহাদের নিরাপত্তার বিষয়ে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের দায়িত্বমুক্তির কথা ঘোষণা করা হয় নাই; বরং তাহাদের সহিত সম্পাদিত চুক্তির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত উক্ত চুক্তি বলবৎ থাকিবে। কারণ, অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْـًٔا وَّلَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاَتِمُّوْٓا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ -

কিন্তু যে সকল মুশরিকের সহিত তোমাদের চুক্তি করিবার পর তাহারা (চুক্তি অনুসারে প্রাপ্য) কোন অধিকার হইতে তোমাদিগকে বঞ্চিত করে নাই এবং তোমাদের

বিরুদ্ধে কাহাকেও সাহায্য করে নাই, তাহাদের সহিত সম্পাদিত চুক্তিকে তোমরা তাহাদের ব্যাপারে উহার নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত পালন করিবে। যাহারা বিশ্বাসঘাতকতা করে না, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাদিগকে ভালবাসেন (৯ ঃ ৪)।

এতদ্ব্যতীত নবী করীম (সা.) বলিয়াছেন— আল্লাহ্র রাসূলের সহিত যাহার চুক্তি রহিয়াছে, তাহার চুক্তির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত উহা বলবৎ থাকিবে। উক্ত হাদীছ শীঘ্রই উল্লেখিত হইবে।

আলোচ্য আয়াতের বিভিন্ন ব্যাখ্যার মধ্য হইতে উপরোক্ত ব্যাখ্যা অধিকতম যুক্তি সংগত অধিকতম শক্তিশালী। ইমাম ইব্‌ন জারীর (র.) উপরোক্ত ব্যাখ্যাকেই সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কাল্‌বী এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব কুরযী প্রমুখ বহুসংখ্যক তাফসীরকার হইতেও উপরোক্ত ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।

আলী ইব্‌ন তালহা (র.) ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেনঃ আল্লাহ্র রাসূলের সহিত যাহাদের চুক্তি ছিল, তাহাদের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা চারিমাস সময় নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। তাহারা চারিমাস যাবৎ যথা ইচ্ছা তথায় বিচরণ করিতে পারিবে।

চারিমাস অতিবাহিত হইবার পর আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের উপর তাহাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আর কোন দায়িত্ব থাকিবে না। উক্ত চারি মাস হইতেছে— 'যুলহাজ্জ (ذوالحجة)' মাসের দশ তারিখ হইতে 'রবিউস্‌সানী (الربيع الثانى)' মাসের দশ তারিখ পর্যন্ত। পক্ষান্তরে, আল্লাহ্র রাসূলের সহিত যাহাদের কোন চুক্তি ছিল না, তাহাদের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা - فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ - এই আয়াতে) যিলহাজ্জ মাসের দশ তারিখ হইতে মুহার্‌রম মাসের শেষ তারিখ পর্যন্ত মোট পঞ্চাশ দিন সময় নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। উক্ত পঞ্চাশ দিন অতিবাহিত হইবার পর আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের উপর তাহাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে কোন দায়িত্ব থাকিবে না। উক্ত দুই শ্রেণীর কাফিরদের যে শ্রেণীর জন্যে যে সময়-সীমা। আল্লাহ্ তা'আলা নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন, উহা অতিবাহিত হইবার পর তাহাদিগকে হত্যা করিবার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদিগকে আদেশ দিয়াছেন। অবশ্য কাফিরগণ ইসলাম গ্রহণ করিলে তাহাদিগকে হত্যা করা যাইবে না।

মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব কুরযী প্রমুখ ব্যক্তিগণ হইতে আবূ-মা'শার মাদানী বর্ণনা করিয়াছেনঃ 'নবী করীম (সা.) হিজরী নবম সনে আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর নেতৃত্বে একদল সাহাবীকে হজ্জে পাঠাইলেন। অতঃপর সূরা বারাআতের ত্রিশটি অথবা চল্লিশটি আয়াতসহ আলী (রা.)-কে পাঠাইলেন। তিনি (আলী রা.) লোকদিগকে উহা পড়িয়া শুনাইলেন। তিনি মুশরিকগণকে জানাইয়া দিলেন যে, তাহারা চারি মাস যথা ইচ্ছা তথায় চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে পারিবে। (অতঃপর, তাহাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের উপর কোন দায়িত্ব থাকিবে না।) তিনি (আলী

রা.) আরাফাতের দিনে মুশরিকদিগকে উক্ত আয়াতসমূহ পড়িয়া শুনাইলেন। তিনি তাহাদের জন্যে যুলহিজ্জা মাসের দশ তারিখ হইতে রবিউস্ সানী মাসের দশ তারিখ পর্যন্ত --এই চারি মাস সময় নির্ধারিত করিয়া দিলেন। তিনি তাহাদের সমাবেশ স্থানসমূহে গিয়া গিয়া তাহাদিগকে উক্ত আয়াতসমূহ পড়িয়া শুনাইলেন। তিনি তাহাদের সম্মুখে আরো ঘোষণা করিলেন– আগামী বৎসর হইতে আর কোন মুশরিক হজ্জ করিতে পারিবে না এবং এখন হইতে আর কেহ উলঙ্গ হইয়া কা'বা ঘর তাওয়াফ করিতে পারিবে না।'

মুজাহিদ (র.) হইতে ইব্ন আবূ নাজীহ্ (র.) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ মুজাহিদ (র.) বলেন– 'যে সকল মুশরিক গোত্রের সহিত মুসলমানদের চুক্তি ছিল– যেমন ঃ খুযাআ গোত্র এবং মাদ্লেজ গোত্র সেই সকল গোত্র এবং যে সকল মুশরিক গোত্রের সহিত মুসলমানদের কোন চুক্তি ছিল না, সেই সকল গোত্র ইহাদের সকলের প্রতিই (بَرَائَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ -)এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্লাহ্ রাসূলের দায়িত্ব মুক্তির বিষয় ঘোষণা করিয়াছেন।'

মুজাহিদ (র.) আরো বলেন– 'নবী করীম (সা.) তাবূকের যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিয়া মনস্থ করিলেন– 'তিনি সেই বৎসর হজ্জ পালন করিবেন,' কিন্তু মুশরিকগণ উলঙ্গ হইয়া কা'বা ঘর তাওয়াফ করিয়া থাকে– এই বিষয় তাঁহার স্মরণে আসিলে উক্ত নির্লজ্জ কার্য বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তিনি হজ্জ পালন করা স্থগিত রাখিতে সিদ্ধান্ত করিলেন। অতঃপর নবী করীম (সা.), আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এবং আলী (রা.)-কে পবিত্র মক্কায় পাঠাইলেন। তাহারা বিভিন্ন জনসমাবেশ স্থানে গিয়া মুসলমানদের সহিত চুক্তিবদ্ধ মুশরিকগণ এবং তাহাদের সহিত চুক্তি সম্পর্কহীন মুশরিকগণ – এই উভয় শ্রেণীর লোকদের নিকট ঘোষণা করিলেন যে, তাহাদিগকে চারি মাস সময় দেওয়া হইল। উক্ত চারি মাস যাবৎ তাহারা নিরাপদে সর্বত্র চলাফেরা করিতে পারিবে। অতঃপর তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করা হইবে; তবে তাহারা ঈমান আনিলে তাহাদিগকে হত্যা করা হইবে না। উক্তচারি মাস হইতেছে– যুলহিজ্জা মাসের দশ তারিখ হইতে রবিউস্ সানী মাসের দশ তারিখ পর্যন্ত সময়।

সুদ্দী এবং কাতাদা (র.) হইতেও অনুরূপ রিওয়ায়েত বর্ণিত হইয়াছে। যুহরী (র.) বলেন– 'মুশরিকদিগকে যে চারি মাস সময়ের জন্যে নিরাপত্তা দেওয়া হইয়াছিল, উহা ছিল– 'শাওয়াল' হইতে মুহার্‌রম মাস পর্যন্ত চারিমাস।' যুহ্রীর উক্ত বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নহে; আর গ্রহণযোগ্য হয় কী রূপে ? উক্ত ঘোষণা প্রচারিত হইয়াছিল যিলহাজ্জ মাসের দশ তারিখে। যে সময়ের জন্যে মুশরিকদিগকে নিরাপত্তা প্রদান করা হইয়াছিল, উহা এতদ্-সম্পর্কিত ঘোষণা প্রচারিত হইবার পূর্ব হইতেই আরম্ভ হইবে– ইহা যুক্তিসংগত হইতে পারে না। উক্ত ঘোষণা যে, যিলহাজ্জ মাসের দশ তারিখ হইতে কার্যকরী হইয়াছিল, তাহা আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের অব্যবহিত পরবর্তী আয়াত দ্বারাই প্রমাণিত হয়।

(৩) وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِىْٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۙ وَرَسُوْلُهٗ ؕ فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ؕ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۙ

৩. মহান হজ্জের দিবসে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের পক্ষ হইতে মানুষের প্রতি ইহা এক ঘোষণা যে, আল্লাহ্‌র সহিত মুশরিকদের কোন সম্পর্ক রহিল না এবং তাঁহার রাসূলের সহিতও নহে; তোমরা যদি তওবা কর, তবে তোমাদিগের কল্যাণ হইবে, আর তোমরা যদি মুখ ফিরাও, তবে জানিয়া রাখ যে, তোমরা আল্লাহ্‌কে হীনবল করিতে পারিবে না এবং কাফিরদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা 'হজ্জের সর্বপ্রধান কার্যের দিন (অর্থাৎ যিলহাজ্জ মাসের দশ তারিখ) হইতে মুশরিকদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের উপর কোন দায়িত্ব থাকিবে না'– এই ঘোষণা প্রদান করিয়াছেন। তিনি এতদ্‌সহ তাহাদিগকে কুফ্‌র ত্যাগ করিয়া ঈমান আনিবার জন্যে আহবান জানাইয়াছেন। তিনি তাহাদিগকে এইরূপে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, যদি তাহারা তাহাদের কুফ্‌র ত্যাগ করিয়া ঈমান না আনে, তবে তিনি তাহাদিগকে দুনিয়াতে লাঞ্ছিত করিবেন এবং আখিরাতে কঠোর শাস্তি প্রদান করিবেন।

فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ -

অর্থাৎ 'যদি তোমরা শির্ক ও কুফ্‌র হইতে ফিরিয়া আসো, তবে উহা তোমাদের জন্যে মঙ্গলকর হইবে ; আর যদি তোমরা শির্ক ও কুফ্‌রকে পরিত্যাগ না করো, তবে জানিয়া রাখিও– তোমরা আল্লাহ্‌কে অক্ষম ও পরাজিত করিতে পারিবে না; বরং তোমরা তাঁহার ক্ষমতার অধীনই থাকিয়া যাইবে।'

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ - অর্থাৎ কাফিরদিগকে এই সুসংবাদ দাও যে, তাহাদের জন্যে দুনিয়াতে রহিয়াছে লাঞ্ছনা ও অপমান আর আখিরাতে রহিয়াছে শাস্তিদানের জন্যে ব্যবহৃত লাঠি ও গলায় বাঁধা বেড়ীসহ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।'

ইমাম বুখারী (র.)– — ——আবূ হুরায়রা (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, 'আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন ঃ আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) সেই হজ্জে অন্যান্য ঘোষণাকারীর সহিত আমাকেও একজন ঘোষণাকারী হিসাবে মিনায় পাঠাইয়াছিলেন। আমরা সকলে যিলহাজ্জ মাসের দশ তারিখ মিনায় লোকদের মধ্যে এই ঘোষণা প্রচার

করিয়াছিলাম ঃ 'আগামী বৎসর হইতে আর কোন মুশরিক হজ্জ করিতে পারিবে না এবং এখন হইতে আর কেহ উলঙ্গ অবস্থায় কা'বা ঘর তাওয়াফ করিতে পারিবে না।' রাবী হুমাইদ ইব্ন আবদুর রহমান (র.) বলেন- অতঃপর নবী করীম (সা.) উপরোক্ত ঘোষণা মুশরিকদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্লাহ্ রাসূলের দায়িত্ব-মুক্তির ঘোষণা সহ আলী (রা.)-কে তথায় পাঠাইয়াছিলেন।' আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন- 'আলী (রা.) যিলহাজ্জ মাসের দশ তারিখে মিনায় আমাদের সহিত লোকদের মধ্যে মুশরিকদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্লাহ্ রাসূলের দায়িত্ব মুক্তির ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি আরো ঘোষণা করিয়াছিলেন- আগামী বৎসর হইতে কোন মুশরিক আর হজ্জ করিতে পারিবে না এবং এখন হইতে কেহ উলঙ্গ অবস্থায় আর কা'বা ঘর তাওয়াফ করিতে পারিবে না।'

ইমাম বুখারী (র.) — — — —আবূ হুরায়রা (রা.) হইতে ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) যিলহাজ্জ মাসের দশ তারিখে এই ঘোষণা সহ একদল ঘোষণাকারীর সহিত আমাকে মিনায় পাঠাইয়াছিলেন- 'আগামী বৎসর হইতে কোন মুশরিক আর হজ্জ করিতে পারিবে না এবং এখন হইতে কেহ উলঙ্গ অবস্থায় আর কা'বা ঘর তাওয়াফ করিতে পারিবে না।' (يوم الحج الاكبر) হইতেছে- যিলহাজ্জ মাসের দশ তারিখ। এই স্থলে আল্লাহ্ তা'আলা হজ্জকে 'বৃহত্তম হজ্জ' নামে এই কারণে অভিহিত করিয়াছেন যে, লোকে হজ্জকে 'ক্ষুদ্রতম হজ্জ' নামে অভিহিত করিত। আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) সেই বৎসর লোকদের মধ্যে উক্ত ঘোষণা প্রচার করিবার ফলে পরবর্তী বৎসরে বিদায় হজ্জের বৎসরে কোন মুশরিক হজ্জ করিতে আসে নাই।' এই শেষোক্ত রিওয়ায়েতটিকে ইমাম বুখারী (র.) 'জিহাদ' অধ্যায়ে বর্ণনা করিয়াছেন।

আবদুর রায্যাক (র.)— — ——আবূ হুরায়রা (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ হুরায়রা (রা.) - بَرَاءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ -এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন- হুনায়েনের যুদ্ধের বৎসরে নবী করীম (সা.) 'জি'রানা' নামক স্থানে উমরা পালন করত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর নেতৃত্বে একদল সাহাবীকে হজ্জে প্রেরণ করিয়াছিলেন।' রাবী যুহরী (র.) বলিয়াছেন – আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করিতেন- আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) স্বীয় হজ্জে তাঁহাকে উক্ত আয়াতে বর্ণিত দায়িত্ব-মুক্তির ঘোষণা প্রচার করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন- আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-কে হজ্জে প্রেরণ করিবার পর নবী করীম (সা.) আলী (রা.)-এর উপর উক্ত আয়াতে বর্ণিত দায়িত্ব-মুক্তির ঘোষণা প্রচার করিবার দায়িত্ব অর্পণ করিয়া তাহাকে পবিত্র মক্কায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। তখনও আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) হজ্জের আমীর হিসাবে পূর্ব-প্রদত্ত দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

উক্ত রিওয়ায়েতে বর্ণিত এই তথ্যটি সঠিক নহে যে, নবী করীম (সা.) 'উমরাতুল' জি'রানা এর বৎসরে আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-কে হজ্জের আমীর নিযুক্ত করিয়াছিলেন।' প্রকৃতপক্ষে উমরাতুল জি'রানা বৎসরে হজ্জের আমীর নিযুক্ত হইয়াছিলেন- আত্তাব ইব্ন উসায়েদ। আর আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) হজ্জের আমীর নিযুক্ত হইয়াছিলেন হিজরী নবম সনে।

ইমাম আহমদ (র.) — — — —আবূ হুরায়রা (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন- নবী করীম (সা.) যখন আলী (রা.)-এর উপর দায়িত্ব-মুক্তির ঘোষণা প্রচার করিবার দায়িত্ব অর্পণ করিয়া তাঁহাকে পবিত্র মক্কায় প্রেরণ করিয়াছিলেন, তখন আমি তাঁহার সহিত পবিত্র মক্কায় গিয়াছিলাম। রাবী বলেন, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম- আপনারা তথায় কী ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলেন ? তিনি বলিলেন আমরা সেখানে এই ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলাম ঃ 'মু'মিন আত্মা ছাড়া অন্য কোন আত্মা জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না; এখন হইতে উলঙ্গ অবস্থায় কেহ কা'বা ঘর তওয়াফ করিতে পারিবে না; আল্লাহ্র রাসূলের সহিত যাহাদের চুক্তি রহিয়াছে, তাহাদিগকে চারি মাস সময় দেওয়া হইতেছে। চারি মাস অতিবাহিত হইবার পর সেই সকল মুশরিকের নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের উপর কোন দায়িত্ব থাকিবে না এবং আগামী বৎসর হইতে কোন মুশরিক হজ্জ করিতে পারিবে না।' তিনি আরও বলিলেন- আমি উক্ত ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলাম। উহা প্রচার করিতে করিতে আমার গলা বসিয়া গিয়াছিল।

ইমাম শা'বী (র.) — — — —আবূ হুরায়রা (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, বলেন- নবী করীম (সা.) যখন আলী (রা.)-এর উপর মুশরিকদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দায়িত্ব-মুক্তির ঘোষণা প্রচার করিবার দায়িত্ব অর্পণ করিয়া তাঁহাকে পবিত্র মক্কায় প্রেরণ করিয়াছিলেন, তখন আমি তাঁহার সহিত তথায় গমন করিয়াছিলাম। তিনি উক্ত ঘোষণা প্রচার করিতে করিতে তাঁহার গলা বসিয়া গেলে আমি উহা প্রচার করিতাম।' রাবী বলেন- আমি জিজ্ঞাসা করিলাম- আপনারা কী কী বিষয়ের ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলেন ? তিনি বলিলেন-আমরা চারিটি বিষয়ে ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলাম ঃ এখন হইতে আর কেহ উলঙ্গ অবস্থায় কা'বা ঘর তাওয়াফ করিতে পারিবে না; আল্লাহ্র রাসূলের সহিত যাহাদের সন্ধি-চুক্তি রহিয়াছে, তাহাদের চুক্তির মেয়াদ শেষ হইয়া যাইবার পর তাহাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের উপর কোন দায়িত্ব থাকিবে না; মু'মিন আত্মা ছাড়া অন্য কোন আত্মা জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না এবং আগামী বৎসর হইতে আর কোন মুশরিক হজ্জ করিতে পারিবে না।'

উক্ত রিওয়ায়েতকে ইব্ন জারীর একাধিক সূত্রে শা'বী (র.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবার শা'বী (র.) হইতে মুগীরাহ-সূত্রে শু'বা (র.) ও উহাই বর্ণনা করিয়াছেন। তবে, শু'বা কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়েত অনুসারে দ্বিতীয় ঘোষণাটি হইতেছে

এই ঃ 'আল্লাহ্‌র রাসূলের সহিত যাহাদের সন্ধি-চুক্তি রহিয়াছে, তাহাদিগকে চারি মাস সময় দেওয়া যাইতেছে। চারি মাস অতিবাহিত হইবার পর তাহাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের উপর কোন দায়িত্ব থাকিবে না।'

ইব্ন জারীর (র.) বলেন- আমি মনে করি, কোন রাবী ভুলবশত এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌র রাসূলের সহিত যাহাদের সন্ধিচুক্তি রহিয়াছে, তাহাদিগকে চারি মাস সময় দেওয়া যাইতেছে। বস্তুত বিপুল-সংখ্যক রিওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (সা.)-এর সহিত যাহাদের নির্দিষ্ট মেয়াদের সন্ধি-চুক্তি ছিল, তাহাদের বিষয়ে অন্যরূপ ঘোষণা প্রচারিত হইয়াছিল। (অর্থাৎ তাহাদিগকে সন্ধি-চুক্তির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সময়ের জন্যে নিরাপত্তা প্রদান করা হইয়াছিল।)'

ইমাম আহমদ (র.) ...... আনাস ইব্ন মালিক (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ নবী করীম (সা.) তাঁহাকে আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর সহিত পবিত্র মক্কায় পাঠাইলেন। তাঁহাদের দায়িত্ব ছিল- মুশরিকদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের দায়িত্ব-মুক্তির ঘোষণা প্রচার করা। আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) যুল-হুলায়ফা নামক স্থানে পৌছিলে নবী করীম (সা.) বলিলেন- দায়িত্ব-মুক্তি সম্পর্কিত ঘোষণাকে আমি অথবা আমার পরিবারের কোন সদস্য ছাড়া অন্য কেহ প্রচার করিতে পারিবে না। অতঃপর তিনি আলী (রা.)-এর উপর উক্ত দায়িত্ব অর্পণ করিয়া তাঁহাকে পবিত্র মক্কায় প্রেরণ করিলেন।

ইমাম তিরমিযী (র.)ও তাফসীর অধ্যায়ে উপরোক্ত রিওয়ায়েতকে আনাস (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়া উহাকে হাসান গরীব বলিয়াছেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইমাম আহমদ (র.)—— —— আলী (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন- সূরা বারাআতের প্রথম দশটি আয়াত নাযিল হইবার পর নবী করীম (সা.) আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-কে ডাকিয়া তাঁহার উপর লোকদিগকে উহা পড়িয়া শুনাইবার দায়িত্ব অর্পণ করত তাঁহাকে পবিত্র মক্কায় প্রেরণ করিলেন। অতঃপর আমাকে ডাকিয়া বলিলেন- তুমি গিয়া আবূ বকরের সহিত মিলিত হও। যেখানে পৌছিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবে, সেখানেই থাকিয়া চিঠিখানা তাহার নিকট হইতে নিজের কাছে লইবে এবং মক্কায় গিয়া সেখানকার অধিবাসীদিগকে উহা পড়িয়া শুনাইবে। নবী করীম (সা.)-এর আদেশ অনুসারে আমি পবিত্র মক্কার দিকে রওয়ানা হইয়া গেলাম। পথিমধ্যে 'জুহ্ফা নামক স্থানে আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে চিঠিখানা নিজের কাছে লইলাম। আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) নবী করীম (সা.)-এর নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন- হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার মধ্যে কী কোন দোষ দেখা দিয়াছে ? নবী করীম (সা.) বলিলেন- না, তবে জিব্রাঈল (আ.) আসিয়া আমাকে বলিলেন - আপনি অথবা আপনার পরিবারের কেহ ছাড়া অন্যকেহ এই দায়িত্ব পালন করিতে পারিবে না।

উক্ত রিওয়ায়েতের সনদ দুর্বল। আর ইহার অর্থ এই নয় যে, আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) নবী করীম (সা.)-এর নিকট তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিলেন ; বরং উহার অর্থ এই যে, তিনি নবী করীম (সা.) কর্তৃক তাঁহার প্রতি প্রদত্ত আমীরুল হজ্জের দায়িত্ব পালন করিবার পর নবী করীম (সা.)-এর নিকট ফিরিয়া আসিলেন। যাহা অন্য রিওয়ায়েতে সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত রহিয়াছে।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইমাম আহমদ (র.)—— ——হযরত আলী (রা.) হইতে ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা.) যখন তাঁহার উপর মুশরিকদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের দায়িত্ব-মুক্তি ঘোষণা প্রচার করিবার দায়িত্ব অর্পণ করিয়া তাঁহাকে পবিত্র মক্কায় প্রেরণ করেন, তখন তিনি আরয করিলেন- 'হে আল্লাহ্‌র নবী! আমার ভাষা ও সুচারু এবং সাবলীল নহে আর আমি বাগ্মীও নহি।' নবী করীম (সা.) বলিলেন- আমি এবং তুমি এই দুইজনের একজনকেই যাইতে হইবে। আলী (রা.) বলিলেন- এইরূপ হইলে নিশ্চয় আমিই যাইব। নবী করীম (সা.) বলিলেন- তুমি যাও। আল্লাহ্ তোমার ভাষাকে ঠিক করিয়া দিবেন এবং তোমাকে সঠিক পথে চালাইবেন। অতঃপর নবী করীম (সা.) তাঁহার মুখ গহ্বরের উপর হাত রাখিলেন।

ইমাম আহমদ (র.)—— ——যায়েদ ইব্ন ইয়াছীগ নামক জনৈক হামদানবাসী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইয়াযীদ ইব্ন ইয়াছীগ বলেন- একদা আমরা আলী (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ আপনি কী কী বিষয়ের ঘোষণা প্রচার করিবার দায়িত্ব প্রাপ্ত হইয়া পবিত্র মক্কায় প্রেরিত হইয়াছিলেন ? তিনি বলিলেন- চারিটি বিষয়ের ঘোষণা প্রচার করিবার দায়িত্ব প্রাপ্ত হইয়া আমি পবিত্র মক্কায় প্রেরিত হইয়াছিলাম ঃ মু'মিন আত্মা ছাড়া অন্য কোন আত্মা জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না ; এখন হইতে আর কেহ উলঙ্গ অবস্থায় কা'বা ঘর তওয়াফ করিতে পারিবে না ; আল্লাহ্‌র নবীর সহিত যাহাদের সন্ধি-যুক্তি রহিয়াছে, তাহাদের চুক্তির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত উহা বলবৎ থাকিবে এবং আগামী বৎসর হইতে আর কোন মুশরিক হজ্জ করিতে পারিবে না।

উক্ত রিওয়ায়েতে ইমাম তিরমিযীও বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি উহার সনদকে হাসান সহীহ্ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। শু'বা (র.) উহা উপরোক্ত রাবী আবূ ইসহাক (র.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য তিনি সনদের গোড়ার রাবীর নাম যায়েদ ইব্ন ইয়াছীগ-এর স্থলে যায়েদ ইব্ন আছীল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহাতে তাঁর ভুল হইয়াছে। সুফ্ইয়ান ছাওরীও আলী (রা.) হইতে উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র.)—— ——আলী (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আলী (রা.) বলেন- বারাআত নাযিল হইবার পর নবী করীম (সা.) আমাকে এই চারিটি বিষয় ঘোষণা করিবার দায়িত্ব দিয়া পবিত্র মক্কায় পাঠাইয়াছিলেন ঃ এখন হইতে আর কেহ উলঙ্গ অবস্থায় কা'বা ঘর তাওয়াফ করিতে পারিবে না; এই বৎসর পর আর

কোন মুশরিক মাসজিদুল হারাম এর নিকট আসিতে পারিবে না ; আল্লাহ্‌র রাসূলের সহিত যাহাদের সন্ধি-চুক্তি রহিয়াছে, তাহাদের চুক্তির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত উহা বলবৎ থাকিবে ; এবং মু'মিন আত্মা ছাড়া অন্য কোন আত্মা জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

ইব্‌ন জারীর (র.) অপর এক সূত্রে— — — —আলী (রা.) হইতে উপরোক্ত রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি ইসরাঈল আবূ ইসহাক (র.)-এর সূত্রে যায়েদ ইব্‌ন ইয়াছীগ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, যায়েদ ইব্‌ন ইয়াছীগ বলেন ঃ 'বারাআত' (দায়িত্ব-মুক্তি সম্পর্কিত ঘোষণা) নাযিল হইবার পর নবী করীম (সা.) প্রথমে আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-কে উক্ত দায়িত্ব দিয়া সেখানে পাঠাইলেন। তিনি উক্ত ঘোষণাপত্র আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর নিকট হইতে নিজের নিকট লইলেন। ফিরিয়া আসিবার পর আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) নবী করীম (সা.)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন- আমার মধ্যে কি কোন দোষ আসিয়াছে ? নবী করীম (সা.) বলিলেন- 'না ; তবে, আমাকে আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ দিয়াছেন যে, উক্ত ঘোষণা যেনো স্বয়ং আমি অথবা আমার পরিবারের কোন সদস্য প্রচার করে। আলী (রা.) পবিত্র মক্কায় গিয়া লোকদের নিকট ঘোষণা করিলেন- আগামী বৎসর হইতে আর কোন মুশরিক মক্কায় প্রবেশ করিতে পারিবে না ; এখন হইতে আর কেহ উলঙ্গ অবস্থায় কা'বা ঘর তাওয়াফ করিতে পারিবে না ; মু'মিন আত্মা ছাড়া অন্য কোন আত্মা জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না এবং আল্লাহ্‌র রাসূলের সহিত যাহাদের সন্ধি-চুক্তি রহিয়াছে, তাহাদের চুক্তির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত উহা বলবৎ থাকিবে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র.)— — — —আবূ জাফর মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হুসায়েন (র.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ জা'ফর (র.) বলেন— নবী করীম (সা.), আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর নেতৃত্বে একদল সাহাবীকে হজ্জে পাঠাইবার পর তাঁর প্রতি বারাআত (অর্থাৎ মুশরিকদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের দায়িত্ব-মুক্তি সম্পর্কিত ঘোষণা) নাযিল হইল। উহা নাযিল হইবার পর নবী করীম (সা.)-কে কেহ বলিলেন-'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যদি আপনি আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর উপর উহা প্রচার করিবার দায়িত্ব অর্পণ করিয়া তাঁহার নিকট কাহাকেও প্রেরণ করিতেন, তবে ভালো হইত। নবী করীম (সা.) বলিলেন— আমার পরিবারের কোন সদস্য ছাড়া অন্য কেহ উহাকে আমার পক্ষ হইতে প্রচার করিতে পারিবে না। অতঃপর তিনি আলী (রা.)-কে ডাকাইয়া আনিয়া তাঁহাকে বলিলেন— সূরা বারাআতের এই অংশ সঙ্গে লইয়া তুমি মক্কায় যাও। সেখানে মিনার জনসমাবেশে যিলহাজ্জ মাসের দশ তারিখে ঘোষণা করো ঃ কোন কাফির ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না; আগামী বৎসর হইতে আর কোন মুশরিক হজ্জ করিতে পারিবে না; এখন হইতে আর কেহ উলঙ্গ অবস্থায় কা'বা ঘর তাওয়াফ করিতে পারিবে না এবং আল্লাহ্‌র

রাসূলের সহিত যাহাদের সন্ধি-চুক্তি রহিয়াছে, তাহাদের চুক্তির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত উহা বলবৎ থাকিবে। আদেশ পাইয়া আলী (রা.) নবী করীম (সা.)-এর উটনী আল-আয্‌বায় আরোহণ করিয়া পবিত্র মক্কার দিকে রওয়ানা হইলেন। পথিমধ্যে আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর সহিত মিলিত হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন- তুমি আমীর হইয়া প্রেরিত হইয়াছ অথবা মামুর হইয়া ? আলী (রা.) বলিলেন- আমি মামুর (আপনার নেতৃত্বাধীন) হইয়া প্রেরিত হইয়াছি। অতঃপর তাঁহারা উভয়ে পবিত্র মক্কার দিকে চলিলেন। তাঁহাদের পবিত্র মক্কায় পৌঁছিবার পর আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) সকল সাহাবীকে লইয়া হজ্জ আদায় করিলেন। সে বৎসরও মুশরিকগণ প্রচলিত প্রথা ও নিয়ম অনুসারে হজ্জ করিয়াছিল। আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর নেতৃত্বে সাহাবীগণ ইসলামী বিধান মুতাবিক হজ্জ পালন করিলেন। আলী (রা.) নবী করীম (সা.)-এর নির্দেশ মুতাবিক যিলহাজ্জ মাসের দশ তারিখে মিনায় জন-সমাবেশে দাঁড়াইয়া বলিলেন- 'হে লোক সকল! কোন কাফির ব্যক্তি কিছুতেই জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না; এই বৎসর পর আর কোন মুশরিক হজ্জ করিতে পারিবে না ; এখন হইতে আর কেহ উলঙ্গ অবস্থায় কা'বা ঘর তাওয়াফ করিতে পারিবে না এবং আল্লাহ্‌র রাসূলের সহিত যাহাদের সন্ধি-চুক্তি রহিয়াছে, তাহাদের চুক্তির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত উহা বলবৎ থাকিবে।" ইহার পর কোন মুশরিকও আর হজ্জ করিতে আসে নাই এবং উলঙ্গ অবস্থায়ও আর কেহ কা'বা ঘর তাওয়াফ করে নাই। যাহা হউক, হজ্জ আদায় করিয়া আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এবং আলী (রা.) উভয়ে একসঙ্গে নবী করীম (সা.)-এর নিকট ফিরিয়া আসিলেন। উপরোক্ত ঘোষণা ছিল নির্দিষ্ট মেয়াদের চুক্তিতে আবদ্ধ এবং অনির্দিষ্ট মেয়াদের চুক্তিতে আবদ্ধ সকল মুশরিকের নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের দায়িত্ব-মুক্তির ঘোষণা।

ইব্‌ন জারীর আবুস সাহ্‌বা বকরী (র.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেনঃ একদা আমি আলী (রা.)-এর নিকট (يوم الحج الأكبر) কোনদিন তাহা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন— নবী করীম (সা.) আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর নেতৃত্বে একদল সাহাবীকে হজ্জে পাঠাইলেন। তাঁহাকে পাঠাইবার পর সেই বৎসরই সূরা বারাআতের চল্লিশটি আয়াত সহকারে আমাকেও পবিত্র মক্কায় পাঠাইলে। আরাফাতের দিনে (যিলহাজ্জ মাসের নয় তারিখে) আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) জনগণের সম্মুখে খুতবা প্রদান করিবার পর আমাকে বলিলেন— 'হে আলী! তুমি আল্লাহ্‌র রাসূলের বার্তা লোকদের নিকট পৌঁছাইয়া দাও। আমি দাঁড়াইয়া লোকদিগকে সূরা বারাআতের এর প্রথম চল্লিশটি আয়াত পড়িয়া শুনাইলাম। অতঃপর আমরা মিনায় আসিলাম। এখানে আসিয়া আমি কংকর নিক্ষেপ করিয়া এবং কুরবানী করিয়া মাথা মুণ্ডাইলাম। ভাবিলাম— আরাফাতের দিনে আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর খুতবা দিবার কালে সকলে আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত ছিল না; তাই আমি লোকদের তাঁবুতে তাঁবুতে গিয়া তাহাদিগকে বারাআতের আয়াতসমূহ পড়িয়া শুনাইলাম। আমার

মনে হয়- এইরূপে যিলহাজ্জ মাসের দশ তারিখ (يوم النحر) তাঁবুতে তাঁবুতে গিয়া লোকদিগকে আমার বারাআতের আয়াতসমূহ পড়িয়া শুনাইবার কারণে তোমরা মনে করিয়াছ যে, আকবর হজ্জের দিন হইতেছে- যিলহাজ্জ মাসের দশ তারিখ। প্রকৃত পক্ষে ইয়াওমুল হজ্জে আকবর হইতেছে আরাফাতের দিন যিলহাজ্জ মাসের নয় তারিখ।

আবদুর রায্যাক (র.) মুআম্মারের সূত্রে আবূ ইসহাক হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ একদা আমি আবূ জুহায়ফাকে 'ইয়াওমুল হজ্জিল আকবর' কোন দিন তাহা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন- 'উহা হইতেছে আরাফাতের দিন (অর্থাৎ যিলহাজ্জ মাসের নয় তারিখ)। জিজ্ঞাসা করিলাম- উহা কি আপনার নিজের তরফ হইতে বলিতেছেন অথবা সাহাবীদের নিকট হইতে শুনিয়া বলিতেছেন ? তিনি বলিলেন ঃ উহার সবটুকুই সাহাবীদের নিকট হইতে শুনিয়া বলিতেছেন। আবদুর রায্যাক ইব্ন জুরাইজের সূত্রে আতা (র.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আতা বলেনঃ يوم الحج الاكبر হইতেছে আরাফাতের দিন।

উমর ইব্ন ওয়ালীদ ...... উমর (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদা উমর (রা.) বলিলেন ঃ আজ হইতেছে আরাফাতের দিন; আজ হইতেছে আকবরী হজ্জের দিন। এইদিনে যেন কেহ রোযা না রাখে। রাবী শিহাব ইব্ন আব্বাদ বিছরী বলেন পিতার নিকট উক্ত রিওয়ায়েত শুনিবার পর একদা আমি হজ্জ পালন করিতে গেলাম। হজ্জ পালন করিয়া আমি মদীনায় গমন করত লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, মদীনার শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি কে ? তাহারা বলিল- মদীনার শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি হইতেছেন- সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব। আমি সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াবের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিলাম-আমি লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছি মদীনার শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি কে ? তাহারা বলিয়াছে- মদীনার শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি হইতেছেন সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব। আপনি আমাকে বলুন আরাফাতের দিনে রোযা রাখা যায় কিনা। তিনি বলিলেন ঃ আমার অপেক্ষা একশত গুণ অধিকতর উত্তম ব্যক্তি এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই তোমাকে জানাইতেছি। সেই উত্তম ব্যক্তি হইতেছেন উমর (রা.) অথবা ইব্ন উমর (রা.)। (এস্থলে নির্দিষ্ট নামটি রাবী ভুলিয়া গিয়াছেন।) তিনি আরাফাতের দিনে রোযা রাখিতে নিষেধ করিতেন এবং বলিতেন- এই দিন হইতেছে يوم الحج الاكبر।

উপরোক্ত রিওয়ায়েতকে ইমাম ইব্ন জারীর এবং ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা.), আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়ের (রা.), মুজহিদ, ইকরামা এবং তাউস (র.) হইতেও বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহারা বলিয়াছেন- 'আরাফাতের দিনই হইতেছে يوم الحج الاكبر। নবী করীম (সা.) হইতে মুরসাল সনদে বর্ণিত নিম্নোক্ত রিওয়ায়েতেও অনুরূপ কথা উল্লেখিত হইয়াছে ঃ

ইব্ন জুরাইজ (র.) ------ইব্ন মাখরামা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা.) আরাফাতের দিনে খুতবায় বলিয়াছেন যে, এই দিন হইতেছে يوم الحج الاكبر। উক্ত রিওয়ায়েতের সনদে রাবী সাহাবীর নাম উহ্য রহিয়াছে। অনুরূপভাবে ইব্ন জুরাইজ ও মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা হইতে অন্য এক সনদে বর্ণিত হইয়াছে ঃ নবী করীম (সা.) আরাফাতের ময়দানে খুতবা দিতে দাঁড়াইয়া আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা বর্ণনা করিবার পর বলিলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা বর্ণনা করিবার পর বলিতেছে- আজ হইতেছ يوم الحج الاكبر। উক্ত রিওয়ায়েতের সনদেও রাবী সাহাবীর নাম উহ্য রহিয়াছে। يوم الحج الاكبر সম্পর্কিত দ্বিতীয় মতটি হইল যে, তাহা হইল কুরবানীর দিন অর্থাৎ দশম তারিখ। এই অভিমতের অনুকূল রিওয়ায়েতসমূহ হইতেছে এই ঃ

হুশাইম (র.)--------আলী (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আলী (রা.) বলিয়াছেন ঃ يوم الحج الاكبر হইতেছে يوم النحر (কুরবানীর প্রথম দিন)। ইসহাক সুবাইয়ী (র.) হারিছ আওয়ার হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হারিছ আওয়ার বলেন- একদা আমি আলী (রা.)-এর নিকট يوم الحج الاكبر কোন দিন তাহা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন- উহা হইতেছে- يوم النحر (কুরবানীর প্রথম দিন)।

আলী (রা.) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি এক কুরবানীর দিনে একটি সাদা খচ্চরের পিঠে চড়িয়া জাবানা নামক স্থানে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে একটি লোক তাঁহার খচ্চরের লেগাম ধরিয়া তাঁহাকে يوم الحج الاكبر কোন দিন তাহা জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন- উহা হইতেছে আজিকার দিন। এখন উহার লেগাম ছাড়িয়া দাও।

আবদুর রায্যাক (র.)--------আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবী আওফা (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন ঃ يوم الحج الاكبر হইতেছে কুরবানীর দিন।

উপরোক্ত রিওয়ায়েতকে প্রায় অনুরূপ অর্থে শু'বা, হুশাইম ও অন্যান্য রাবীগণ উহা আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবী আওফা (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন সিনান হইতে আ'মাশ (র.) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন সিনান (র.) বলেন ঃ একদা কুরবানীর দিনে মুগীরা ইব্ন শু'বা একটি উটের পিঠে সওয়ার হইয়া আমাদের সম্মুখে বক্তৃতা করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন- আজিকার দিন হইতেছে يوم الاضحى (কুরবানীর দিন); আজিকার দিন হইতেছে يوم النحر যবাহ্ করার দিন) এবং আজিকার দিন হইতেছে يوم الحج الاكبر (হজ্জের সর্বপ্রধান কার্যের দিন। হাম্মাদ ইব্ন সালামা (র.) ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন يوم الحج الاكبر হইতেছে يوم النحر (কুরবানীর দিন)।

আবূ জুহায়ফা, সাঈদ ইব্ন মুবারেক, আবদুল্লাহ্ ইব্ন শাদ্দাদ ইব্ন হাদী, নাফি ইব্ন যুবায়ের ইব্ন মুতইম, শা'বী, ইবরাহীম নাখঈ, মুজাহিদ, ইকরামা, আবূ জা'ফর বাকির, যুহরী এবং আবদুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম হইতেও উপরোক্তরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা বলিয়াছেন يوم الحج الاكبر হইতেছে যিলহাজ্জ মাসের দশ তারিখ।

ইমাম ইব্ন জারীর (র.) উপরোক্ত ব্যাখ্যাকেই সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ইতিপূর্বে আবূ হুরায়রা (রা.) হইতে ইমাম বুখারী কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়াতে উল্লেখিত হইয়াছে যে, আবূ হুরায়রা (রা.) বলেনঃ يوم الحج الاكبر হইতেছে– কুরবানীর দিন। উপরোক্ত মর্মে আরো একাধিক হাদীছ বর্ণিত রহিয়াছে। নিম্নে উহাদের কয়েকটি উল্লেখিত হইতেছ ঃ

ইব্ন জরীর (র.)— — — –ইব্ন উমর (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন ঃ নবী করীম (সা.) বিদায় হজ্জে যিলহাজ্জ মাসের দশ তারিখে মিনায় কংকর নিক্ষেপের স্থানে অবস্থান করিবার কালে বলিয়াছলেন– আজিকার দিন হইতেছে يوم الحج الاكبر (হজ্জের সর্ব প্রধান কার্যের দিন)।

উক্ত রিওয়ায়েতকে ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম এবং ইমাম ইব্ন মারদুবিয়াও উপরোক্ত রাবী আবূ জাবির (র.) সূত্রে এবং ইব্ন মারদুবিয়া উহাকে রাবী হিশাম ইব্ন গাযীর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি আবার উহাকে উপরোক্ত রাবী নাফি হইতেও বর্ণনা করিয়াছেন।

শু'বা— — — –জনৈক সাহাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ নবী করীম (সা.) কানের আগা ছেড়া একটি লাল উটনীর পিঠে সওয়ার থাকা অবস্থায় আমাদিগকে বলিলেন– আজিকার দিনটি কোন দিন তাহা কি তোমরা বলিতে পারো ? সাহাবীগণ বলিলেন– আজিকার দিনটি হইতেছে কুরবানীর দিন। নবী করীম (সা.) বলিলেন– তোমরা ঠিকই বলিয়াছ। আজিকার দিনটি يوم الحج الاكبر ও বটে।

ইব্ন জারীর (র.)— — — –আবূ বুকরা (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ বুকরা বলেন ঃ এই দিনে (অর্থাৎ যিলহাজ্জ মাসের দশ তারিখ) নবী করীম (সা.) একটি উটের পিঠে বসিলেন। লোকেরা উটের লেগাম হাতে লইল। অতঃপর নবী করীম (সা.) আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন– আজ কোন দিন ? আমরা চুপ রহিলাম। ভাবিলাম– তিনি এইদিনকে অন্য একটি নামে অভিহিত করিবেন। কিছুক্ষণ পর তিনি বলিলেন– ইহা কি يوم الحج الاكبر নহে ? উক্ত রিওয়ায়েতের সনদ সহীহ্। সহীহ্ হাদীছ দ্বারা অনুরূপ কথা প্রমাণিত হয়।

আবুল আহওয়াস— — —আমর ইব্ন আহ্ওয়াছ (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আমর ইব্ন আহ্ওয়াছ (রা.) বলেন ঃ বিদায় হজ্জে নবী করীম (সা.) সাহাবীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন– আজ কোন দিন ? তাহারা বলিলেন– আজ يوم الحج الاكبر।

সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন – يوم الحج الاكبر হইতেছে কুরবানীর দ্বিতীয় দিন (অর্থাৎ যিলহাজ্জ মাসের এগার তারিখ)। ইমাম ইব্ন আবী হাতিম উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

মুজাহিদ বলেন– হজ্জের সবগুলি দিনই হইতেছে يوم الحج الاكبر। আবূ উবায়িদও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। সুফিয়ান (র.) বলেন– হজ্জের দিনসমূহ, উটের যুদ্ধের দিন এবং সিফ্ফীনের যুদ্ধের দিন– ইহাদের সবগুলিই হইতেছে يوم الحج الاكبر।

সাহল সিরাজ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা লোকে হাসান বসরী (র.)-কে يوم الحج الاكبر কোন দিন তাহা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন يوم الحج الاكبر কোন দিন তাহা জানিয়া তোমরা কী করিবে ? যে বৎসর নবী করীম (সা.) আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর নেতৃত্বে একদল সাহাবীকে হজ্জে পাঠাইয়াছিলেন, সেই বৎসরটিই (অর্থাৎ - দিন বিশেষ নহে ; বরং সমগ্র বৎসরটিই হইতেছে (يوم الحج الاكبر)।

(٤) اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْـًٔا وَّلَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاَتِمُّوْۤا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ○

৪. তবে মুশরিকদের মধ্যে যাহাদিগের সহিত তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ ও পরে যাহারা তোমাদিগের চুক্তিরক্ষায় কোন ত্রুটি করে নাই এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাহাকেও সাহায্যে করে নাই, তাহাদিগের সহিত নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পালন করিবে। আল্লাহ্র মুত্তাকীদিগকে পসন্দ করেন।

তাফসীর ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা করিয়াছেন– 'আল্লাহ্র রাসূলের সহিত যে সকল মুশরিকের অনির্দিষ্ট মেয়াদের সন্ধি-চুক্তি সম্পাদিত রহিয়াছে, তাহাদিগকে চারি মাসের সময় দেওয়া হইতেছে। চারি মাস সময়ের মধ্যে তাহারা জান বাঁচাইবার জন্যে পৃথিবীর যে কোন স্থানে চলিয়া যাইতে পারিবে। চারি মাস সময় অতিবাহিত হইবার পর তাহাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের উপর কোন দায়িত্ব থাকিবে না।' আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন– 'কিন্তু তোমাদের সহিত যাহাদের নির্দিষ্ট মেয়াদের সন্ধি চুক্তি সম্পাদিত রহিয়াছে, তাহারা যদি কোনরূপে চুক্তি-ভঙ্গ না করিয়া থাকে এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাহাকেও সাহায্য না করিয়া থাকে, তবে চুক্তির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাহাদের সহিত চুক্তি অনুযায়ী আচরণ করিবে। যাহারা চুক্তি ভঙ্গ না করে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাদিগকে ভালবাসেন।

ইতিপূর্বে একাধিক সনদে এই মর্মে হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (সা.) আলী (রা.) প্রমুখ সাহাবীদিগকে এই ঘোষণা প্রচার করিবার জন্যে নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, 'আল্লাহর রাসূলের সহিত যাহাদের সন্ধি-চুক্তি রহিয়াছে, (তাহারা চুক্তি মানিয়া চলিলে) চুক্তির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাহাদের সহিত উহা বলবৎ থাকিবে।' এখানে উক্ত রিওয়ায়েতসমূহ বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই।

(৫) فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

৫. অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হইলে মুশরিকদিগকে যেখানে পাইবে হত্যা করিবে, তাহাদিগকে বন্দী করিবে, অবরোধ করিবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাহাদের জন্যে ওঁৎ পাতিয়া থাকিবে; কিন্তু যদি তাহারা তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় তবে তাহাদিগের পথ ছাড়িয়া দিবে, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ 'যে সকল মুশরিককে চারি মাস সময় দেওয়া হইয়াছে, প্রদত্ত সময় অতিবাহিত হইবার পর তোমরা তাহাদিগকে যেখানেই পাইবে, সেখানেই হত্যা করিবে। তেমনি তোমরা তাহাদিগকে গ্রেফতার করিবে, অবরোধ করিবে এবং তাহাদিগকে ধরিবার জন্যে সম্ভাব্য সকল পথে ওঁৎ পাতিয়া থাকিবে; তবে তাহারা কুফরী, পরিত্যাগ করিয়া ঈমান আনিলে, নামায কায়েম করিলে এবং যাকাত প্রদান করিলে তাহাদিগকে পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদান করিবে। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও কৃপাময়।'

আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত اَلْاَشْهُرُ الْحُرُمُ (নিষিদ্ধ মাসসমূহ) কোন্ কোন্ মাস এ সম্বন্ধে তাফসীরকারদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। ইমাম ইব্‌ন জারীর বলেন— নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা যে চারি মাসকে নিষিদ্ধ চারি মাসরূপে নির্ধারিত করিয়াছেন, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত 'নিষিদ্ধ মাসসমূহ' হইতেছে সেই নিষিদ্ধ চারি মাস। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۔

অর্থাৎ আল্লাহ্ যেদিন আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই দিন হইতে নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট (বৎসরের) মাসসমূহের সংখ্যা হইতেছে— বারো মাস। উহাদের মধ্য হইতে চারি মাস হইতেছে— নিষিদ্ধ (৯ ঃ ৩৬)।

উক্ত আয়াতে বর্ণিত 'নিষিদ্ধ চারি মাস' হইতেছে— যিলকাদ; যিলহাজ্জ মুহার্‌রম এবং রজব। অতএব, ইমাম ইব্‌ন জারীর (র.) কর্তৃক বর্ণিত ব্যাখ্যা অনুসারে আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত 'নিষিদ্ধ মাসসমূহ' হইতেছে— উক্ত চারি মাস অর্থাৎ – যিলকাদ, যিলহাজ্জ, মুহার্‌রম এবং রজব।)

ইমাম আবূ-জা'ফার বাকেরও ইমাম ইব্‌ন জারীরের ব্যাখ্যার অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইমাম ইব্‌ন জারীর বলেন— আলোচ্য আয়াতে নিষিদ্ধ চারি মাস অতিবাহিত হইবার পর যে সকল মুশরিককে হত্যা করিতে বলা হইয়াছে, তাহাদের ক্ষেত্রে উক্ত নিষিদ্ধ চারি মাসের প্রথম মাস হইতেছে রজব মাস এবং শেষ মাস হইতেছে মুহার্‌রম মাস। ইমাম ইব্‌ন জারীর কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত ব্যাখ্যা অনুসারে আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য এই দাঁড়ায় ঃ 'সংশ্লিষ্ট মুশরিকদের প্রতি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের দায়িত্ব-মুক্তির ঘোষণা প্রচারিত হইবার পর মুহার্‌রম মাস শেষ হইলেই তোমরা তাহাদিগকে যেখানে পাইবে, সেখানেই হত্যা করিবে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে আলী ইব্‌ন আবী তাল্‌হা (র.) অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। যাহ্‌হাকও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নহে। আয়াতের পুরা বর্ণনা হইতে যাহা সঠিক মনে হইতেছে তাহা হইল যাহা ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে আওফী (র.) বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ আলোচ্য আয়াতে যে নিষিদ্ধ মাসসমূহ উল্লেখিত হইয়াছে, উহারা হইতেছে— فَسِيْحُوْا فِى الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ-এই আয়াতাংশে উল্লেখিত 'চারি মাস'। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

উক্ত চারিমাস অতিবাহিত হইবার পর তোমরা সংশ্লিষ্ট মুশরিকদিগকে যেখানে পাইবে সেখানেই হত্যা করিবে।' মুজাহিদ, আমর ইব্‌ন শুআয়েব, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইস্‌হাক, কাতাদা, সুদ্দী এবং আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন আসলাম ও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। আয়াতে উল্লেখিত اَلْاَشْهُرُ الْحُرُمُ। শব্দগুচ্ছটি হইতেছে একটি নির্দিষ্ট (معرفه) শব্দগুচ্ছ। কোন অনুল্লেখিত বিষয়কে এইরূপ নির্দিষ্ট শব্দের পদবাচ্য হিসাবে গ্রহণ করা অপেক্ষা ইতিপূর্বে উল্লেখিত কোন বিষয়কে উহার পদবাচ্য হিসাবে গ্রহণ করা অধিকতর শ্রেয়; অতএব, ইতিপূর্বে যে চারিটি মাস' উল্লেখিত হইয়াছে। উহাকেই আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত নিষিদ্ধ মাসসমূহের' উদ্দিষ্ট হিসাবে গ্রহণ করা অধিকতর শ্রেয়।

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ অর্থাৎ 'সংশ্লিষ্ট মুশরিকদিগকে যে চারি মাস সময় দিয়াছি, সেই চারি মাস সময় অতিবাহিত হইয়া যাইবার পর।'

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ অর্থাৎ 'তোমরা সংশ্লিষ্ট মুশরিকদিগকে যেখানেই পাইবে, সেখানেই হত্যা করিবে।' উক্ত আয়াতাংশের তাফসীর এই যে, উহাতে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদিগকে আদেশ দিয়াছেন 'তোমরা সংশ্লিষ্ট মুশরিকদিগকে হারাম শরীফের বাহিরে যেখানেই পাইবে, সেখানেই হত্যা করিবে।' হারাম শরীফের মধ্যে তাহাদিগকে হত্যা করে যাইবে না। নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা উহা প্রমাণিত হয় ঃ

وَلَاتُقَاتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوْكُمْ فِيْهِ - فَاِنْ قَاتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ -

অর্থাৎ আর, তোমরা মাসজিদুল হারাম-এর নিকটে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিও না- যতক্ষণ না তাহারা উহার নিকট তোমাদের সহিত অগ্রে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তাহারা তথায় তোমাদের সহিত অগ্রে যুদ্ধে লিপ্ত হইলে তোমরা সেখানে ও তাহাদিগকে হত্যা করিও (২ ঃ ১৯১)।

وَخُذُوْهُمْ অর্থাৎ যদি তোমরা তাহাদিগকে বন্দী করিতে চাও, তবে তাহা কর।

وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ অর্থাৎ 'তোমরা বিনা চেষ্টায় বা সামান্য চেষ্টায় তাহাদিগকে নিজেদের সামনে পাইবার ভরসায় নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিও না; বরং তাহাদিগকে ধরিবার জন্যে তাহাদিগকে অবরোধ করিও এবং ওঁৎ পাতিবার স্থানসমূহ ওঁৎ পাতিয়া বসিয়া থাকিও। এইরূপে বিশাল পৃথিবীকে তাহাদের জন্যে সংকীর্ণ করিয়া দিও। ফলে তাহারা হয় নিহত হইবে, আর না হয় ইসলাম গ্রহণ করিবে।'

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

কিন্তু, যদি তাহারা কুফরী ত্যাগ করিয়া ঈমান আনে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে, তবে তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিও না; নিশ্চয়, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও কৃপাময়।

উক্ত আয়াতাংশ এবং অনুরূপ আয়াতসমূহের ভিত্তিতে আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) স্বীয় খিলাফতের যুগে যাকাত প্রদানে অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে জিহাদ করিয়াছিলেন। উক্ত আয়াতাংশ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কাফিরগণ যতদিন কুফরী ত্যাগ করিয়া ফরয কার্যসমূহ পালন না করিবে, ততদিন তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে এবং তাহাদিগকে হত্যা করিবে। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা সালাত ও যাকাতকে উল্লেখ করিয়া সকল ফরয কার্যসমূহের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। অর্থাৎ কাফিরগণ শুধু ঈমান আনিলে এবং সালাত কায়েম করিলে আর যাকাত প্রদান করিলেই হত্যা হইতে ক্ষমা পাইবে না; বরং হত্যা হইতে রক্ষা পাইতে হইলে তাহাদিগকে ঈমানের সহিত

সকল ফরয কার্য সম্পাদান করিতে হইবে। ঈমানের পর বান্দার নিকট প্রাপ্য আল্লাহ্র সর্বপ্রধান হক হইতেছে- সালাত। আবার সালাতের পর সর্বপ্রধান ফরয হইতেছে- যাকাত। উক্ত দুইটি ইবাদতকে উল্লেখ করিয়া আল্লাহ্ সকল ফরয ইবাদতের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন।

সালাতের অব্যবহিত পরেই যাকাতের স্থান রহিয়াছে বলিয়াই আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মাজীদের অনেক স্থানে সালাতের সহিত যাকাতকে উল্লেখ করিয়াছেন। ইব্ন উমর (রা.) হইতে বুখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ 'নবী করীম (সা.) বলিয়াছেন- মানুষ যতদিন এই সাক্ষ্য না দিবে যে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নাই এবং মুহাম্মদ আল্লাহ্র রাসূল আর সালাত কায়েম না করিবে এবং যাকাত প্রদান না করিবে, ততদিন তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আমি আদিষ্ট হইয়াছি। আবূ ইসহাক (র.)-- — — --আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, 'তিনি বলেন ঃ তোমাদিগকে নামায কায়েম করিতে এবং যাকাত প্রদান করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে। যে ব্যক্তি যাকাত প্রদান না করে, তাহার নামাযের কোন মূল্য নাই।' আবদুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম (র.) বলেন- 'আল্লাহ্ তা'আলা যাকাত ছাড়া শুধু নামাযকে কবূল করেন না।' তিনি আরো বলেন- 'আল্লাহ্ আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-কে রহম করুন! তিনি কত বড় ফকীহ্ ও জ্ঞানী ছিলেন।'

ইমাম আহমদ (র.) . . . . . . আনাস (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছে যে, তিনি বলেন ঃ নবী করীম (সা.) বলিয়াছেন- মানুষ যতদিন সাক্ষ্য না দিবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নাই এবং মুহাম্মদ আল্লাহ্র রাসূল, ততদিন তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্যে আমাকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে। যখন তাহারা সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নাই এবং মুহাম্মদ আল্লাহ্র রাসূল, আর আমাদের কেবলার দিকে মুখ করিয়া নামায আদায় করিবে, আমাদের যবাহ্কৃত পশুর গোশ্ত খাইতে আপত্তি করিবে না এবং আমাদের নামাযের ন্যায় নামায আদায় করিবে, তখন তাহাদের জান-মালের উপর হস্তক্ষেপ করা আমাদের জন্যে হারাম হইয়া যাইবে। তবে কেহ জান-মালের উপর হস্তক্ষেপ করিবার মতো অপরাধ করিলে তাহার ব্যাপার স্বতন্ত্র হইবে। মুসলমানগণ যে সকল অধিকার ভোগ করিবে, তাহারাও সেই সকল অধিকার ভোগ করিবে এবং মুসলমানগণ যে সকল কর্তব্য পালন করিতে বাধ্য থাকিবে, তাহারাও সেই সকল কর্তব্য পালন করিতে বাধ্য থাকিবে।'

ইমাম ইব্ন মাজা ছাড়া 'সুনান' শ্রেণীর হাদীছ গ্রন্থের সকল সংকলক এবং ইমাম বুখারী উপরোক্ত রিওয়ায়েতকে উপরোক্ত রাবী আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক (র.) হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র.)-- — — -- ইব্ন আনাস (র.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন- নবী করীম (সা.) বলিয়াছেন ঃ 'যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার

ইবাদত করিবার অবস্থায় দুনিয়া হইতে বিদায় নেয়, সে ব্যক্তির উপর আল্লাহ্ রাযী থাকা অবস্থায় সে দুনিয়া হইতে বিদায় নেয়।

রবী' ইব্ন আনাস (র.) বলেন– আনাস (রা.) বলিয়াছেন– উক্ত হাদীছে নবী করীম (সা.) তাওহীদ-ভিত্তিক যে ইবাদতের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, উহাই হইতেছে আল্লাহ্র দীন যাহাকে প্রচার করিবার জন্যে নবীগণ আগমন করিয়াছেন। নবীগণের ইন্তিকালের পর উক্ত দীনকে ত্যাগ করিয়া ভিত্তিহীন গল্প ও কাহিনী রচনা করিয়াছে এবং নিজেদের কুপ্রবৃত্তিকে অনুসরণ করিয়া গুমরাহ্ ও পথভ্রষ্ট হইয়াছে। ইহা আল্লাহ্র দীন নয়। নিম্নের আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্ত তাওহীদভিত্তিক ইবাদতের পরিচয় বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ -

আনাস (রা.) বলেন, উক্ত আয়াতাংশে উল্লেখিত 'তওবা' হইতেছে– মূর্তি-পূজাকে ত্যাগ করিয়া একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করা, নামায কায়েম করা এবং যাকাত প্রদান করা। আনাস (রা.) আরো বলেন– এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ -

"তবে তাহারা যদি তওবা করে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে, তখন তাহারা তোমাদের দীনী ভাই হইয়া যাইবে (৯ ঃ ১১)।"

উক্ত রিওয়ায়েতকে ইমাম ইব্ন মারদুবিয়া (র.) বর্ণনা করিয়াছেন। "তেমনি ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন নাছর উহাকে কিতাবুস সালাতে ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম হইতে উপরোক্ত অভিন্ন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াত হইতেছে যুদ্ধের আদেশ সম্পর্কিত আয়াত। আলোচ্য আয়াত সম্বন্ধে যাহ্হাক ইব্ন মুযাহিম (র.) বলেন– উক্ত আয়াত, নবী করীম (সা.)-এর সহিত সম্পাদিত মুশরিকদের যাবতীয় সন্ধি চুক্তিকে রহিত ও বাতিল ঘোষণা করিয়াছে। নির্দিষ্ট মেয়াদের চুক্তি এবং অনির্দিষ্ট মেয়াদের চুক্তি সকল শ্রেণীর চুক্তিই উহা দ্বারা বাতিল ঘোষিত হইয়াছে।

ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে আওফী (র.) বর্ণনা করিয়াছেন যে, 'আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন ঃ মুশরিকদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের দায়িত্ব-মুক্তির ঘোষণা সম্বলিত আয়াত এবং এই আয়াত নাযিল হইবার পর এই আয়াতে উল্লেখিত 'নিষিদ্ধ মাসসমূহ' অতিবাহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মুশরিকদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। উক্ত 'নিষিদ্ধ মাসসমূহ' অতিবাহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মুশরিকদের সহিত সম্পাদিত যাবতীয় সন্ধি-চুক্তি বাতিল হইয়া গিয়াছে। যাহাদের

সহিত মেয়াদী সন্ধি চুক্তি সম্পাদিত ছিল, তাহাদের বেলায় উক্ত 'নিষিদ্ধ মাসসমূহ' হইতেছে – যিলহাজ্জ মাসের দশ তারিখ হইতে আর রবিউস্ সানী মাসের দশ তারিখ পর্যন্ত চারি মাস।'

ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে আলী ইব্ন আবী তালহা (র.) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন ঃ উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদিগকে নির্দেশ দিয়াছেন– 'যে সকল মুশরিকের সহিত তোমাদের সন্ধি চুক্তি রহিয়াছে, তাহারা ইসলাম গ্রহণ না করিলে 'নিষিদ্ধ মাসসমূহ' অতিবাহিত হইবার পর তাহাদিগকে হত্যা কর।' উক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা ইতিপূর্বে মুশরিকদের সহিত মুসলমানগণ কর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় সন্ধিচুক্তিকে বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। পূর্বে যে বিষয়টিকে তিনি চুক্তি পালনের শর্ত হিসাবে নির্ধারিত করিয়াছেন, আলোচ্য আয়াত দ্বারা উহাকে বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

আবূ হাতিম (র.)——————আলী (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা.)-কে চারিখানা তরবারিসহ পাঠাইয়াছেন ঃ প্রথম তরবারিখানা হইতেছে আরবের মুশরিকদিগকে হত্যা করিবার আদেশ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন– فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ মুশরিকদিগকে যেখানে পাও, সেখানেই হত্যা করিও।

উক্ত রিওয়ায়েতকে ইমাম ইব্ন আবী হাতিম উপরোক্ত সংক্ষিপ্তরূপেই বর্ণনা করিয়াছেন। আমার বক্তব্যর মনে হয় দ্বিতীয় তরবারিখানা হইতেছে– আহলে কিতাব অর্থাৎ ইয়াহূদী ও নাসারাকে হত্যা করিবার আদেশ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَلاَ يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ -

যাহারা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনে না এবং আখিরাতের প্রতিও ঈমান আনে না আর আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল যাহা হারাম করিয়াছেন, তাহাকে হারাম বলিয়া গ্রহণ করে না আর সত্য ধর্মকে গ্রহণ করে না (অর্থাৎ আহলে কিতাব জাতিসমূহ) তাহারা যতদিন অধীন হইয়া জিয্য়া প্রদান না করে, ততদিন তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর (৯ ঃ ২৯)।

তৃতীয় তরবারিখানা হইতেছে– মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার আদেশ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন– يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ হে নবী! আপনি কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন (৯ ঃ ৭৩)।

চতুর্থ তরবারিখানা হইতেছে– বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার আদেশ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ -

আর দুই দল মু'মিন যদি পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তবে তোমরা তাহাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিয়া দাও। যদি তাহাদের একদল অন্য দলের প্রতি অত্যাচার করে, তবে যে দল অত্যাচার করে, তোমরা সেই দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো– যতক্ষণ না উহা আল্লাহ্‌র ফায়সালার দিকে ফিরিয়া আসে (৪৯ ঃ ৯)।

আলোচ্য আয়াত فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ সম্বন্ধে যাহ্‌হাক এবং সুদ্দী (র.) বলেন– উহাতে বর্ণিত বিধান। নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা রহিত منسوخ হইয়া গিয়াছে ঃ

فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا -

"উহার পর তোমরা হয় মুক্তিপণ গ্রহণ ব্যতিরেকে, না হয় মুক্তিপণের বিনিময়ে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিবে। যতদিন যুদ্ধ বন্ধ না হইবে, তত দিন তোমরা এইরূপেই তাহাদের সহিত আচরণ করিবে (৪৭ ঃ ৪)।"

পক্ষান্তরে কাতাদা (র.) আলোচ্য আয়াত সম্বন্ধে বলেনঃ আলোচ্য আয়াত দ্বারা নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত বিধান রহিত হইয়া গিয়াছে ঃ

فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا -

(٦) وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ○

৬. মুশরিকদের মধ্য হইতে কেহ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করিলে তুমি তাহাকে আশ্রয় দিবে যাহাতে সে আল্লাহ্‌র বাণী শুনিতে পায়, অতঃপর তাহাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দিবেন, কারণ, তাহারা অজ্ঞ লোক।

তাফসীর ঃ অত্র আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা নবী করীম (সা.)-কে বলিতেছেন ঃ 'যে সকল মুশরিকের বিরুদ্ধে তোমাকে যুদ্ধ করিতে আদেশ দিয়াছি, এবং যাহাদের জান-মালকে তোমার জন্যে হালাল করিয়াছি, তাহাদের কেহ যদি তোমার নিকট আশ্রয় চাহে, তবে তুমি তাহাকে আশ্রয় দিও– যাহাতে সে আল্লাহ্‌র কালাম শুনিবার সুযোগ পায়। আল্লাহ্‌র কালাম শুনিবার পর সে ব্যক্তি যতক্ষণ নিজস্ব নিরাপদ স্থানে না পৌঁছে, ততক্ষণ তুমি তাহাকে নিরাপত্তা প্রদান করিবে। বস্তুত তাহারা হইতেছে অজ্ঞ। তাহাদের মধ্যে স্বীয় দীনের দাওয়াত পৌঁছাইবার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাকে এই নির্দেশ দিতেছেন তাহাদিগকে এইরূপ সুযোগ প্রদান করিলে ঈমান না আনিবার পক্ষে তাহারা আল্লাহ্‌র নিকট কোন ওজর বাহানা পেশ করিতে পারিবে না।

মুজাহিদ হইতে ইব্‌ন আবী নাজীহ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ বলেন– কোন মুশরিক ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কালাম শুনিবার জন্যে নবী করীম (সা.)-এর নিকট আগমন করিলে তাহাকে আল্লাহ্‌র কালাম শুনাইবার জন্যে এবং যতক্ষণ সে স্বীয় নিরাপদ স্থানে প্রত্যাবর্তন না করে,ততক্ষণ তাহাকে নিরাপত্তা প্রদান করিবার জন্যে আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা নবী করীম (সা.)-কে আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

নবী করীম (সা.)-এর নিকট হিদায়েত প্রত্যাশী হইয়া অথবা কোন ব্যক্তি বা গোত্রের প্রতিনিধি হইয়া তাঁহার নিকট কেহ আগমন করিলে আলোচ্য আয়াতের বিধান অনুসারে তিনি তাহাকে পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদান করিতেন। যেমন হুদায়বিয়ার সন্ধি-চুক্তি সম্পাদিত হইবার কালে কুরায়েশ গোত্রের উরওয়া ইব্‌ন মাসউদ, মিকরায ইব্‌ন হাফস, সুহায়েল ইব্‌ন আমর প্রমুখ একাধিক ব্যক্তি একের পর এক নবী করীম (সা.)-এর সহিত বিরোধ-নিষ্পত্তির ব্যাপারে আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার নিকট আগমন করিয়াছিল। নবী করীম (সা.) তাহাদিগকে পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদান করিয়াছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, তাহারা নবী করীম (সা.)-এর সহিত আলোচনা করিতে আসিয়া যে দৃশ্য দেখিয়াছিল, তাহাতে তাহারা বিস্ময়াভিভূত হইয়া গিয়াছিল। তাহারা দেখিয়াছিল– সাহাবীগণ নবী করীম (সা.)-কে কল্পনাতীত পরিমাণে সম্মান করে। তাহারা রোমক সম্রাট অথবা অন্য কোন পরাক্রমশালী রাজা-বাদশাহ্‌কে স্বীয় অমাত্যগণের নিকট হইতে এইরূপ সম্মান পাইতে দেখে নাই। স্বগোত্রীয় লোকদের নিকট ফিরিয়া গিয়া তাহারা তাহাদিগকে এ সম্বন্ধে অবহিতও করিয়াছিল। ইহা তাহাদের অধিকাংশের হিদায়েত-প্রাপ্তির অন্যতম কারণ হিসাবেও কাজ করিয়াছিল।

একদা মুসায়লামা কায্‌যাব নামক ভণ্ড নবীর জনৈক প্রতিনিধি নবী করীম (সা.)-এর নিকট আগমন করিলে নবী করীম (সা.) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন– তুমি কি সাক্ষ্য প্রদান করো যে, মুসায়লামা আল্লাহ্‌র রাসূল ? সে বলিল– হ্যাঁ! আমি সেইরূপ সাক্ষ্য প্রদান করি। নবী করীম (সা.) বলিলেন– প্রতিনিধিদিগকে হত্যা করা অন্যায় না হইলে নিশ্চয় আমি তোমাকে হত্যা করিতাম। অবশ্য, ইব্‌ন মাসউদ (রা.) যখন কূফার শাসনকর্তা হিসাবে সেখানে নিযুক্ত ছিলেন, তখন উক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করা হইয়াছিল। তাহার নাম ছিল ইব্‌ন নাওয়াহা। ইব্‌ন মাসউদ (রা.) কূফার শাসনকর্তা থাকাকালে তিনি জানিতে পারিলেন যে, সে সাক্ষ্য দেয় যে, মুসায়লামা আল্লাহ্‌র রাসূল। ইব্‌ন মাসউদ (রা.) তাহার নিকট এই কথা সহ লোক পাঠাইলেন যে, যেহেতু তুমি এখন কাহারো প্রতিনিধি নও, তাই তোমাকে হত্যা করায় আর কোন বাঁধা নাই। অতঃপর ইব্‌ন মাসউদ (রা.)-এর নির্দেশে তাহাকে হত্যা করা হইল। যাহা হউক, আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত বিধানের কারণেই নবী করীম (সা.) উক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করা হইতে বিরত রহিয়াছিলেন।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অনিসলামিক রাষ্ট্রের কোন অমুসলিম নাগরিক যদি কোন সংবাদ পৌঁছাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে, ব্যবসা কবিরার উদ্দেশ্যে, সন্ধি-চুক্তি সম্পাদন বিষয়ে আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে, জিয্‌য়া প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে অথবা অনুরূপ কোন উদ্দেশ্যে ইসলামী রাষ্ট্রে আগমন করিলে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের আমীরুল মু'মিনীন অথবা তাহার প্রতিনিধির নিকট নিরাপত্তার জন্যে আবেদন জানায় ইসলামী রাষ্ট্র তাহাকে নিরাপত্তার সহিত তথায় অবস্থান করিতে অনুমতি দিবে। তবে ফকীহ্‌গণ বলেন– এইরূপ ব্যক্তিকে ইসলামী রাষ্ট্রে সর্বোচ্চ চারি মাস অবস্থান করিতে অনুমতি দেওয়া হইবে; তাহাকে এক বৎসর অবস্থান করিতে দেওয়া যাইবে না।

চারি মাসের অধিক এবং এক বৎসরের কম সময় অবস্থান করিবার জন্যে এইরূপ ব্যক্তিকে অনুমতি দেওয়া যাইবে কিনা- সে বিষয়ে ইমাম শাফিঈ (র.) প্রমুখ ফকীহ্‌গণ হইতে দুইরূপ রিওয়ায়েত বর্ণিত হইয়াছে।

(৭) كَيْفَ يَكُوْنُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْدٌ عِنْدَ اللهِ وَ عِنْدَ رَسُوْلِهٖٓ إِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ فَمَا اسْتَقَامُوْا لَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوْا لَهُمْ ۚ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ○

৭. আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের নিকট মুশরিকদের চুক্তি কি করিয়া বহাল থাকিবে ? তবে যাহাদের সহিত মাসজিদুল হারামের সন্নিকটে তোমরা পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিলে, যতদিন তাহারা তোমাদের চুক্তিতে স্থির থাকিবে, তোমরাও তাহাদের চুক্তিতে স্থির থাকিবে, আল্লাহ্ মুত্তাকীদগিকে পসন্দ করেন।

তাফসীর ঃ অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের দায়িত্ব মুক্তি ঘোষণা করিবার হিকমাত ও যৌক্তিকতা বর্ণনা করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন– কাফিরগণ আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি কুফরী করিবে; অথচ তাহাদিগকে হত্যা না করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইবে– ইহা হইতে পারে না। বরং উক্ত অবস্থায় আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের নিকট তাহাদের জন্যে কোনরূপ নিরাপত্তা নাই– থাকিতে পারে না। তাই নিষিদ্ধ মাসসমূহ অতিবাহিত হইবার পর তোমরা তাহাদিগকে যেখানে পাইবে সেখানেই হত্যা করিবে। এতদ্‌সহ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন – অবশ্য কুরায়েশ যতদিন হুদায়বিয়ার সন্ধি-চুক্তিকে মানিয়া চলিবে, ততদিন তোমরাও উহাকে মানিয়া চলিবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ চুক্তি রক্ষাকারীদিগকে ভালবাসেন।

الاَّ الَّذِيْنَ عَاهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوْا لَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوْا لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ -

অর্থাৎ তবে যাহাদের সহিত তোমরা হুদায়বিয়ায় দশ বৎসর মেয়াদী সন্ধি-চুক্তি সম্পাদন করিয়াছ, তাহারা যত দিন উহা মানিয়া চলে, ততদিন তোমরাও উহা মানিয়া চলিবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ চুক্তি-রক্ষাকারীদিগকে ভালবাসেন।

উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মু'মিনদিগকে মাসজিদুল হারামে যাইত কুরায়েশের বাঁধা দিবার পর হুদায়বিয়ার সন্ধি-চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল। মাসজিদুল হারামে যাইতে মু'মিনদিগকে কুরায়েশ গোত্রের বাঁধা দিবার বিষয়টি আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْىَ مَعْكُوْفًا اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهٗ -

"তাহারা সেই সকল লোক যাহারা কুফরী করিয়াছে এবং তোমাদিগকে মাসজিদুল হারাম যাইতে বাধা দিয়াছে আর কুরবানীর পশুকে উহার স্থানে যাইতে বাধা দিয়াছে" (৪৮ ঃ ২৫)।

বস্তুতঃ নবী করীম (সা.) এবং মু'মিনগণ কুরায়েশের সহিত সম্পাদিত হুদায়াবিয়ার সন্ধি-চুক্তি অক্ষরে অক্ষরে মানিয়া চলিয়াছিলেন। হুদায়বিয়ার সন্ধি-চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল হিজরী ষষ্ঠ সনের যিলকাদ মাসে। এক সময়ে কুরায়েশ গোত্র চুক্তি ভঙ্গ করিয়া মুসলমানদের সহিত সন্ধিবদ্ধ খুযাআ গোত্রের বিরুদ্ধে নিজেদের মিত্র বনূ বকরের এর পক্ষে যুদ্ধে লিপ্ত হইল। তাহারা বনূ বকরের পক্ষাবলম্বন করিয়া হারাম শরীফে খুযাআ গোত্রের লোকদিগকে হত্যা করিল। ইহাতে নবী করীম (সা.) হিজরী অষ্টম সনের রমাযান মাসে তাহাদের (অর্থাৎ কুরায়েশের) বিরুদ্ধে অভিযান চালাইলেন এবং আল্লাহ্‌র সাহায্যে পবিত্র মক্কাকে জয় করিলেন। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র প্রতি নিবেদিত। নবী করীম (সা.)-এর মক্কা-বিজয়ের পর কুরায়েশ গোত্রের যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিল, নবী করীম (সা.) তাহাদিগকে নিরাপদ রাখিলেন। এই সকল লোক নিরাপদ ও মুক্ত (الطلقاء) নামে অভিহিত হইল। ইহাদের সংখ্যা প্রায় দুই হাজার ছিল। পক্ষান্তরে যাহারা স্বীয় কুফরে অবিচল থাকিয়া পালাইয়া গেল, নবী করীম (সা.) চারি মাসের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়া তাহাদের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। তিনি তাহাদিগকে জানাইলেন– এই চারি মাসের মধ্যে তাহারা যেখানে যাইতে চাহে সেখানেই চলিয়া যাইতে পারিবে। তাহাদের মধ্যে সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া এবং ইকরামা ইব্‌ন আবূ জাহেলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অবশ্য তাহারা নবী করীম (সা.)-এর উক্ত ঘোষণার পর আল্লাহ্ তা'আলার মেহেরবানীতে তাহারা হিদায়েত পাইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌তে নিবেদিত।

(৮) كَيْفَ وَاِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوْا فِيْكُمْ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ۚ يُرْضُوْنَكُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ وَتَاْبٰى قُلُوْبُهُمْ ۚ وَاَكْثَرُهُمْ فٰسِقُوْنَ ○

৮. কেমন করিয়া থাকিবে ? তাহারা যদি তোমাদের উপর জয়ী হয়, তবে তাহারা তোমাদের আত্মীয়তার ও অংগীকারের কোন মর্যাদা দিবে না ; তাহারা মুখে তোমাদেরকে সন্তুষ্ট রাখে ; কিন্তু তাহাদের হৃদয় উহা অস্বীকার করে ; তাহাদের অধিকাংশ সত্যত্যাগী।

তাফসীর ঃ অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের ঘৃণ্য ও জঘন্য চরিত্রকে উল্লেখ করিয়া মু'মিনদিগকে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন– মুশরিকগণ হইতেছে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি কুফরকারী। এতদ্ব্যতীত, তাহারা সুযোগ পাইলে মুসলমানদের উপর অত্যাচার চালাইতে মোটেই পিছপা হয় না। তাহারা কোনো চুক্তির ধার ধারে না। সুযোগ পাইলেই তাহারা মুসলমানদের উপর অত্যাচার চালায়। তাহারা শুধু মৌখিক কথায় মুসলমানদিগকে সন্তুষ্ট করে। তাহাদের অন্তর মুসলমানদের অস্তিত্ব বরদাশ্ত করিতে পারে না। তাহাদের অধিকাংশই হইতেছে অতিশয় সত্য-বিদ্বেষী ও অত্যাচার প্রবণ।

শব্দার্থ ঃ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে আলী ইব্‌ন আবী তালহা, ইকরামা এবং আওফী (র.) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেনঃ (الإلُّ) আত্মীয়তার সম্পর্ক (الذِّمَّةُ) চুক্তি; প্রতিশ্রুতি। যাহ্হাক এবং সুদ্দী (র.) ও অনুরূপ অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। কবি তামীম ইব্‌ন মুকবিল ও নিম্নোক্ত কবিতা চরণে (الإلُّ) শব্দকে উপরোক্ত অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন ঃ

افسد الناس خلوف خلقوا * قطعوا الالَّ واعراق الرحم

মানুষ যে পরিবর্তনকে গ্রহণ করিয়াছে, উহা তাহাকে বিকারগ্রস্ত করিয়া দিয়াছে। তাহারা আত্মীয়তা এবং রক্ত-সম্পর্কের বন্ধনকে ছিন্ন করিয়াছে।

হাস্সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.) নিম্নোক্ত কবিতা চরণে উহাকে উপরোক্ত অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন ঃ

وجدنا هم كاذبًا إلُّهم * وذو الالّ والعهد لايكذب

আমরা তাহাদিগকে তাহাদের আত্মীয়তাকে মিথ্যা পাইয়াছি। অথচ, আত্মীয়তা এবং চুক্তির সম্পর্কে আবদ্ধ আত্মীয়তার সম্পর্কে ছিন্ন করিতে এবং চুক্তি ভঙ্গ করিতে পারে না।

মুজাহিদ (র.) হইতে ইব্‌ন আবী নাজীহ (র.) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ মুজাহিদ বলেনঃ (الإلُّ) আল্লাহ্।

অন্য এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে যে, মুজাহিদ বলেনঃ لَا يَرْقُبُوْا فِيْكُمْ إِلًّا وَّلَا ذِمَّةً অর্থাৎ তাহারা তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ বা চুক্তি কোন কিছুরই পরওয়া করে না।

ইব্‌ন জারীর আবু মিজলায হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেনঃ ميكائيل ، جبريل এবং اسرافيل -এই শব্দগুলির অন্তর্গত إيل। শব্দটির অর্থ যেরূপে আল্লাহ্, সেইরূপে إلُّ। শব্দটির অর্থও হইতেছে আল্লাহ্।

উপরে إلُّ। শব্দের যে দুইটি অর্থ বর্ণিত হইয়াছে, উহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত অর্থটিই সঠিক ও বিখ্যাত। অধিকাংশ ব্যাখ্যাকার উহার প্রথমোক্ত অর্থই বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ হইতে অন্যত্র বর্ণিত রহিয়াছে যে, তিনি বলেনঃ إلُّ। চুক্তি; প্রতিশ্রুতি। কাতাদা বলেন إلُّ। বন্ধুত্বের চুক্তি।

(৯) اِشْتَرَوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ؕ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

(১০) لَا يَرْقُبُوْنَ فِيْ مُؤْمِنٍ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُوْنَ ○

(১১) فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ ؕ وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○

৯. তাহারা আল্লাহ্‌র আয়াতকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে ও তাহারা লোকদিগকে তাঁহার পথ হইতে নিবৃত্ত করে। তাহারা যাহা করিয়া থাকে তাহা অতি নিকৃষ্ট।

১০. তাহারা কোন মু'মিনের সহিত আত্মীয়তার ও অংগীকারের মর্যাদা রক্ষা করে না, তাহারাই সীমালংঘনকারী।

১১. অতঃপর তাহারা যদি তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তবে তাহারা তোমাদের দীনী ভাই; জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্যে আমি নিদর্শন স্পষ্টরূপে বিবৃত করি।

তাফসীর ঃ আয়াতত্রয়ের প্রথম দুই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের নিন্দা বর্ণনা করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্যে মু'মিনদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন– মুশরিকগণ আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী পরিত্যাগ করিয়া উহার বিনিময়ে তুচ্ছ পার্থিব স্বার্থকে গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের এই পরিত্যাগ ও গ্রহণ বড়ই নিন্দনীয়। উহা তাহাদের জন্যে বড়ই ক্ষতিকর ও ধ্বংসকর। তাহারা মু'মিনদের ব্যাপারে কোন আত্মীয়তা বা চুক্তি পালনের ধার ধারে না। বস্তুতঃ তাহারা হইতেছে অত্যাচারী ও সীমালংঘনকারী। তাহাদের অত্যাচার হইতে মানুষকে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে তোমরা

তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন- কিন্তু যদি তাহারা কুফরী হইতে ফিরিয়া আসে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে, তবে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিও না ; কারণ, সেমতাবস্থায় তাহারা তোমাদের দীনী ভাই হইয়া যাইবে। এইরূপেই আল্লাহ্ জ্ঞানবান জাতির জন্যে স্বীয় আয়াতসমূহ বিশদরূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন।

اِشْتَرَوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ অর্থাৎ তাহারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে অনুসরণ না করিয়া উহার পরিবর্তে তুচ্ছ পার্থিব স্বার্থকে গ্রহণ করিয়াছে। এইরূপে তাহারা মু'মিনদিগকে সত্যের অনুসরণ হইতে বিরত রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে।

হাফিজ আবূ বকর বায্যার (র.) —— —— আনাস (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন নবী করীম (সা.) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি শিরক না করিয়া একমাত্র আল্লাহ্কে ইবাদত করিবার, সালাত কায়েম করিবার এবং যাকাত প্রদান করিবার অবস্থায় দুনিয়া ত্যাগ করে, সে ব্যক্তির উপর আল্লাহ্ তা'আলা সন্তুষ্ট থাকা অবস্থায়ই সে দুনিয়া ত্যাগ করে। উক্ত কার্যসমূহই হইতেছে আল্লাহ্র দীন যাহাকে লইয়া আল্লাহ্র রাসূলগণ দুনিয়াতে আগমন করিয়াছেন এবং যাহাকে তাহারা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে মানুষের নিকট প্রচার করিয়াছেন। তাহাদের মৃত্যুরপর লোকে মিথ্যা মতবাদ রচনা করিয়াছে এবং নিজেদের কুপ্রবৃত্তিকে অনুসরণ করিয়াছে। নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত ইখলাস ও ইবাদাতের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوا سَبِيْلَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

অর্থাৎ যদি তাহারা মূর্তি-পূজা ত্যাগ করিয়া একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদাত করে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে, তবে তোমরা তাহাদিগকে হত্যা করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও কৃপাময় (৯ ঃ ৫)।

অনুরূপভাবে নিম্নোক্ত আয়াতে ও উপরোক্ত বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ - وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ -

অতঃপর ইমাম বায্যার বলিয়াছেন – আমি মনে করি সে ব্যক্তির উপর আল্লাহ্ তা'আলা সন্তুষ্ট থাকা অবস্থায়ই সে দুনিয়া ত্যাগ করে। এই বাক্য পর্যন্ত কথাগুলি নবী করীম (সা.)-এর বাণী। উহার পরবর্তী কথাগুলি রাবী রবী' ইব্ন আনাস এর নিজস্ব উক্তি। আল্লাহ্ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

(১২) وَاِنْ نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْٓا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ اِنَّهُمْ لَآ اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ ۝

১২. তাহাদের চুক্তির পর তাহারা যদি তাহাদের প্রতিশ্রুতি ভংগ করে ও তোমাদের দীন সম্পর্কে বিদ্রূপ করে, তবে কাফিরগণের প্রধানদের সহিত যুদ্ধ করিবে; ইহারা এমন লোক যাহাদের প্রতিশ্রুতি প্রতিশ্রুতিই নহে। সম্ভবত তাহারা নিরস্ত হইতে পারে।

তাফসীর ঃ অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদিগকে বলিতেছেন- যে সকল মুশরিকের সহিত তোমাদের নির্দিষ্ট মেয়াদের সন্ধি-চুক্তি রহিয়াছে, তাহারা যদি চুক্তি ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দীনকে নিন্দা ও গালি-গালাজ করে, তবে তোমরা তাহাদের নেতাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ কর; কারণ, তাহারা হইতেছে চুক্তিভঙ্গকারী। হয়তো তাহারা কুফরী ত্যাগ করিয়া ঈমান আনিবে।

وَطَعَنُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ অর্থাৎ আর যদি তাহারা তোমাদের দীনকে নিন্দা করে ও গালি দেয়।

উক্ত আয়াতাংশ দ্বারা ফকীহ্গণ প্রমাণ করেন যে, কোন কাফির ব্যক্তি নবী করীম (সা.)-কে অথবা আল্লাহ্র দীন ইসলামকে গালি দিলে বা নিন্দা করিলে তাহাকে হত্যা করিতে হইবে।

কাতাদা (র.) প্রমুখ তাফসীরকারগণ আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত কাফিরদের নেতাগণ এর মধ্য হইতে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ সহ কতগুলি মুশরিক নেতাদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন ঃ আবূ জাহেল, উতবা, শায়বা এবং উমাইয়া ইব্ন খাল্ফ।

মুসআব ইব্ন সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা.) বলেন- একদা সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা.) খারিজী সম্প্রদায়ের একটি লোকের কাছ দিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া লোকটি বলিল- এই ব্যক্তি কাফিরদের একজন নেতা। সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা.) বলিলেন – তুমি মিথ্যা কথা বলিয়াছ। আমি বরং কাফিরদের নেতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছি। উক্ত রিওয়ায়েতকে ইমাম ইব্ন মারদুবিয়া (র.) বর্ণনা করিয়াছেন।

আ'মাশ (র.) যায়দ ইব্ন ওয়াহব (র.) সূত্রে হুযায়ফা (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আলোচ্য আয়াত সম্বন্ধে হুযায়ফা (রা.) বলেন ঃ এই আয়াতে যে সকল কাফিরের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, মক্কা-বিজয়ের পর তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার আর প্রয়োজন হয় নাই। আলী (রা.) হইতেও অনুরূপ কথা বর্ণিত রহিয়াছে। কিন্তু, আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা এই যে, উহা কুরায়েশ গোত্রের মুশরিকদের কার্য উপলক্ষে নাযিল হইলেও উহাতে বর্ণিত বিধান শুধু তাহাদের প্রতি প্রযোজ্য হইবে না বরং উহা তাহাদের প্রতি এবং অনুরূপ সকল কাফিরের প্রতি প্রযোজ্য হইবে। আল্লাহ্ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

ওয়ালীদ ইব্‌ন মুসলিম (র.) আবদুর রহমান ইব্‌ন যুবায়ের ইব্‌ন নাফী (র.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর খিলাফাতের যুগে সিরিয়ার দিকে তৎ-কর্তৃক প্রেরিত একটি সেনাবাহিনীর একজন সদস্য ছিলাম। তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন- তোমরা একদল নির্বোধ লোকের সাক্ষাৎ পাইবে। তাহাদের নেতৃবৃন্দকে হত্যা করিও। আল্লাহ্‌র কসম! তাহাদের একজনকে হত্যা করা অন্য সত্তর জনকে হত্যা করা অপেক্ষা আমার নিকট অধিকতর শ্রেয়। উহার কারণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ -। উক্ত রিওয়ায়েতটি ইমাম ইব্‌ন আবী হাতিম (র.) বর্ণনা করিয়াছেন।

(১৩) أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ أَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

(১৪) قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٤﴾

(১৫) وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ۗ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٥﴾

১৩. তোমরা কি সেই সম্প্রদায়ের সহিত যুদ্ধ করিবে না, যাহারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভংগ করিয়াছে ও রাসূলের বহিষ্করণের জন্য সংকল্প করিয়াছে ? উহারাই তোমাদের প্রথম বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে। তোমরা কি তাহাদিগকে ভয় কর ? মু'মিন হইলে আল্লাহ্‌কে ভয় করাই তোমার পক্ষে সমীচীন।

১৪. তোমরা তাহাদের সহিত সংগ্রাম করিবে। তোমাদের হাতে আল্লাহ্ উহাদিগকে শাস্তি দিবেন, উহাদিগকে লাঞ্ছিত করিবেন, উহাদের বিরুদ্ধে তোমাদিগকে বিজয়ী করিবেন ও মু'মিনগণের চিত্ত প্রশান্ত করিবেন।

১৫. অনন্তর উহাদের অন্তরের ক্ষোভ দূর করিবেন। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা তাহার প্রতি ক্ষমাশীল হন, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর ঃ আয়াতত্রয়ে আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের মানবাধিকার বিরোধী হিংস্র কার্যাবলী বর্ণনা করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্যে মু'মিনদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। তিনি মু'মিনদিগকে বলিতেছেন- যাহারা চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছে, আল্লাহ্‌র রাসূলকে তাঁহার জন্ম-ভূমি হইতে বাহির করিয়াছে এবং নিজেরা প্রথমে তোমাদের উপর আক্রমণ চালাইয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে তোমরা কোন যুদ্ধ করিবে না? তোমরা

কি তাহাদিগকে ভয় করিতেছ ? বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র শাস্তি তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার কষ্ট অপেক্ষা অধিকতর ভীতিযোগ্য। যদি তোমরা প্রকৃত মু'মিন হইয়া থাকো, তবে উহা উপলব্ধি করা তোমাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে না। আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদিগকে আরো বলিতেছেন- তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। আল্লাহ্ তোমাদের হাতে তাহাদিগকে শাস্তি দিতে, লাঞ্ছিত করিতে, তাহাদের বিরুদ্ধে তোমাদিগকে সাহায্য করিতে এবং মু'মিনদের অন্তর জুড়াইতে চাহেন। তিনি চাহেন- মু'মিনদের মনের ঝাল মিটুক, আর তিনি যাহাকে চাহিবেন, তাহার দিকে সন্তুষ্টি সহকারে আগাইয়া আসিবেন। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।

وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ অর্থাৎ আর যাহারা আল্লাহ্‌র রাসূলকে তাহার জন্মভূমি হইতে নির্বাসিত করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছিল। অনুরূপভাবে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ -

আর সেই সময়টি স্মরণযোগ্য, যখন কাফিরগণ চক্রান্ত করিতেছিল- তাহারা তোমাকে তোমাদের জন্মভূমিতে থাকিতে দিবে অথবা তোমাকে হত্যা করিবে অথবা তোমাকে নির্বাসিত করিবে। তাহারা চক্রান্ত করিতেছিল আর তৎসহ আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের চক্রান্তকে বাঞ্চাল করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। আর আল্লাহ্ সর্বোত্তম চক্রান্ত বাঞ্চালকারী।

তিনি অন্যত্র বলিতেছেন ঃ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ তাহারা আল্লাহ্‌র রাসূল এবং তোমাদিগকে (আল্লাহ্‌র রাসূল ও তোমাদের জন্ম-ভূমি হইতে) নির্বাসিত করিয়া দেয়। তোমাদের অপরাধ হইতেছে এই যে, তোমরা স্বীয় প্রতিপালক প্রভুর উপর ঈমান আনো (৬০ ঃ ১)।

তিনি আরো বলিতেছেন ঃ

وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا

তাহারা তোমাকে তোমার জন্মভূমি হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার আয়োজন করিয়াছিল (১৭ ঃ ৭৬)।

وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় একদল তাফসীরকার বলেন- উহাতে বদরের যুদ্ধের কারণের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। মক্কার মুশরিক বাহিনী

স্বীয় বণিকদলকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে মদীনার দিকে আগমন করিয়াছিল। বণিকদল নিরাপদে পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছে– ইহা জানিয়াও মুশরিক বাহিনী মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালাইবার উদ্দেশ্যে মদীনার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। মুসলমানগণ আত্মরক্ষার জন্যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে মুশরিকগণ আক্রমণকারী এবং মুসলমানগণ আক্রান্ত হিসাবে বদরের যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।

ইতিপূর্বে এ সম্বন্ধে বিস্তারিতরূপে আলোচনা করা হইয়াছে। আলোচ্য আয়াতাংশে মুশরিকদের উপরোক্ত আক্রমণের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

আরেকদল তাফসীরকার বলেন– উক্ত আয়াতাংশে মক্কার মুশরিকদের হুদায়বিয়ার সন্ধি-চুক্তি ভঙ্গ করিবার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। তাহারা সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করিয়া মুসলমানদের মিত্র খুযাআ গোত্রের বিরুদ্ধে নিজেদের মিত্র বনূ বকরের পক্ষে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল। ইহাতে নবী করীম (সা.) হিজরী অষ্টম সনে মুশরিকদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া মক্কা জয় করিয়াছিলেন। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌তে নিবেদিত। আলোচ্য আয়াতাংশে মুশরিকদের উপরোক্ত চুক্তি ভঙ্গের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

اَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ অর্থাৎ তোমরা কাফিরদিগকে ভয় করিও না, বরং আমাকে, আমার আযাব ও শাস্তিকে ভয় কর, কারণ আমার আযাব ও শাস্তি ভয় করিবার মত। আমার ক্ষমতা নিরঙ্কুশ। আমি যাহা ইচ্ছা করি, তাহাই হয় এবং যাহা ইচ্ছা করি না, তাহা হয় না।

قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ -

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা জিহাদের হিকমাত বর্ণনা করিয়া মু'মিনদিগকে জিহাদ করিতে আদেশ দিতেছেন। তিনি বলিতেছেন– মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমাদিগকে যুদ্ধ করিতে আদেশ না দিয়া আমি অন্য পন্থায় তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিতে পারি ; কিন্তু আমি চাই তাহারা তোমাদের হাতে শাস্তিপ্রাপ্ত ও লাঞ্ছিত হউক, আমি তাহাদের বিরুদ্ধে তোমাদিগকে সাহায্য করি এবং উহাতে তোমাদের প্রাণ জুড়াক।

وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ তিনি সকল মু'মিনের অন্তর জুড়াইবেন। মুজাহিদ, ইকরামা এবং সুদ্দী (র.) বলেন – وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ তিনি খুযাআ গোত্রের লোকদের অন্তর জুড়াইবেন।

তাহারা অনুরূপভাবে বলেন – وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ অর্থাৎ তিনি খুযাআ গোত্রের লোকদের অন্তরের ক্রোধ ও জ্বালা দূর করিবেন।

ইমাম ইব্ন আসাকির (র.)– – – –আয়িশা (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আয়িশা (রা.) বলেন ঃ আমি রাগান্বিত হইলে নবী করীম (সা.) আমার নাক ধরিয়া বলিতেন– হে আয়িশা! তুমি বলো– হে আল্লাহ্! নবী মুহাম্মদের প্রতিপালক প্রভু! আমার গুনাহ্ মাফ করিয়া দাও, আমার অন্তরের গোস্বা দূর করিয়া দাও এবং যে বিপদাপদ মানুষকে গুমরাহ্ ও বিপথগামী করিয়া দেয়, তাহা হইতে আমাকে বাঁচাও।

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ অর্থাৎ আল্লাহ্ কিসে বান্দাদের কল্যাণ হইবে, তাহা জানেন এবং তিনি প্রকৃতি সম্পর্কিত কথা ও কার্য এবং শরীআত সম্পর্কিত কথা ও কার্য হিকমাতের সহিত বলিয়া থাকেন এবং করিয়া থাকেন। তিনি যেরূপ চাহেন সেইরূপ বিধানই জারী করেন এবং যাহা চাহেন তাহাই করেন। তিনি ন্যায়বিচারক। তিনি কখনো জুলুম করেন না। তিনি স্বীয় বান্দার সামান্য নেক বা বদ আমলকেও ধ্বংস করেন না: বরং ছোট বড় নেক বদ সকল আমলের জন্যেই বান্দাকে দুনিয়ায় বা আখিরাতে পুরস্কার বা শাস্তি দিয়া থাকেন এবং দিবেন।

(١٦) اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوْا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلَا رَسُوْلِهٖ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً ؕ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝١٦

১৬. তোমরা কি মনে কর যে, আল্লাহ্ তোমাদিগকে এমনি ছাড়িয়া দিবেন, যখন তিনি এ প্রকাশ করেন নাই , তোমাদের মধ্যে কে মুজাহিদ এবং কে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে তাঁহার রাসূল ও মু'মিনগণ ব্যতীত অন্য কাহাকেও গ্রহণ করেন নাই ? তোমরা যাহা কর, সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

তাফসীর ঃ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন – হে মু'মিনগণ! তোমরা কি মনে করিয়াছ আল্লাহ্ তোমাদিগকে পরীক্ষা না করিয়া তোমাদের দাবীর উপর তোমাদিগকে ছাড়িয়া দিবেন ? না, তিনি তাহা করিবেন না বরং তিনি পরীক্ষার মাধ্যমে দেখিয়া লইবেন ; কাহারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে এবং আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল এবং মু'মিনগণের বিরুদ্ধে কাহাকেও বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে না। পরন্তু তাহারা মুখে ও অন্তরে উভয় দিকে আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল এবং মু'মিনদিগকে ভালবাসেন। তিনি পরীক্ষার মাধ্যমে দৃঢ়চেতা কর্মবীর মু'মিনদিগকে দুর্বল ও বাক-সর্বস্ব ব্যক্তিগণ হইতে পৃথক করিবেন। বস্তুত আল্লাহ্ তোমাদের কার্যাবলী সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত রহিয়াছেন।

وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلَا رَسُوْلِهٖ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً ـ

অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে কাহাকেও গোপন বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে না বরং যাহারা আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল ও মু'মিনগণ এবং কাফিরগণ এই দুই দলের একদলকে (অর্থাৎ প্রথমোক্ত দলকে) বাছিয়া লইয়াছে। কবি বলেন ঃ

وما ادرى اذا يممت ارضا * اريد الخير ايهما يليني ـ

"আর মঙ্গলের সন্ধানে যখন আমি কোন স্থানে গমন করি, তখন জানি না– মঙ্গল ও অমঙ্গল এই দুইটির কোনটি আমার ভাগ্যে জুটিবে। (অর্থাৎ কবি মঙ্গল ও অমঙ্গল এই উভয়টিকে সন্ধান করেন না; বরং তিনি শুধু কল্যাণই সন্ধান করেন।)

আলোচ্য আয়াতের ন্যায় অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

الٓمّٓ ، اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِيْنَ ـ

"আলিফ-লাম-মীম–। লোকেরা কি মনে করিয়াছে যে, তাহারা বলিবে– আমরা ঈমান আনিয়াছি, আর তাহাদিগকে পরীক্ষা না করিয়াই তদবস্থায় রাখিয়া দেওয়া হইবে ? (না তাহা কোনক্রমে হইবে না, বরং আমরা তাহাদিগকে পরীক্ষা করিব।) তাহাদের পূর্ববর্তী লোকদিগকে আমি নিশ্চয় পরীক্ষা করিয়াছি। নিশ্চয় আমি (ঈমানের দাবীর ব্যাপারে) সত্যবাদীকে জানিয়া লইব আর নিশ্চয় আমি (উহার দাবীর ব্যাপারে) মিথ্যাবাদীকে জানিয়া লইব" (২৯ ঃ ১ - ৩)।

আরো বলিতেছেন ঃ

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ ، وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ـ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ اَلَا اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ ـ

"তোমরা কি মনে করিয়াছ যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে, অথচ তোমাদের উপর তোমাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থার ন্যায় অবস্থা আসিবে না ? কঠিন বিপদ ও মুসীবত তাহাদিগকে এইরূপে জর্জরিত করিয়াছে যে, রাসূল এবং তাহার সহিত যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা বলিয়াছে– কোথায় আল্লাহর সাহায্য ?–শুনো! আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী" (২ ঃ ২১৪)।

তিনি অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ ـ

তোমরা যে অবস্থায় আছ, আল্লাহ্ কোনক্রমে তোমাদিগকে সেই অবস্থায় রাখিয়া দিবেন না; বরং তিনি (পরীক্ষার মাধ্যমে) অপবিত্রকে পবিত্র হইতে পৃথক করিয়া ফেলিবেন (৩ ঃ ১৭৯)।

মোটকথা এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা জিহাদকে ফরয করিবার পর আলোচ্য আয়াতে উহার হিকমাত ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করিতেছেন। উহার হিকমাত ও উদ্দেশ্য এই যে, তিনি জিহাদের মাধ্যমে পরীক্ষা করিবেন– কে তাঁহার প্রতি প্রকৃত অনুগত এবং কে আনুগত্যের দাবীর ব্যাপারে মিথ্যাবাদী। তিনি সর্ববিষয়ে অবগত রহিয়াছেন। অস্তিত্বশীল বস্তু কোন অবস্থায় আছে এবং অস্তিত্বহীন বস্তু অস্তিত্বশীল হইলে কোন অবস্থায় থাকিত– সবই তিনি জানেন। তিনি ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ ও প্রভু নাই। তিনি যে বিধান প্রদান করেন, তাহা কেহ রদ করিতে পারে না।

(১৭) مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ شٰهِدِيْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ؕ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ۚۖ وَفِى النَّارِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ۞

(১৮) اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰٓى اُولٰٓئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ۝

১৭. মুশরিকরা যখন নিজেরাই নিজেদের কুফরী স্বীকার করে তখন তাহারা আল্লাহ্‌র মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে এমন হইতে পারে না। উহারা এমন যাহাদের সমস্ত কর্ম ব্যর্থ এবং উহারা অগ্নিতেই স্থায়ীভাবে অবস্থান করিবে।

১৮. তাহারাই তো আল্লাহ্‌র মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে যাহারা ঈমান আনে আল্লাহ্ ও পরকালে এবং সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহাকেও ভয় করে না, উহাদেরই সৎপথ প্রাপ্তির আশা আছে।

তাফসীর ঃ আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা কাহারা আল্লাহ্‌র মসজিদসমূহকে আবাদ করিবার অধিকারী এবং কাহারা উহাদিগকে আবাদ করিবার অধিকারী নহে তাহা বর্ণনা করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন– মুশরিকগণ কুফরের পক্ষে সাক্ষ্য দিবার অবস্থায় কোনক্রমে আল্লাহ্‌র মসজিদসমূহে ইবাদাত করিতে পারিবে না। বস্তুতঃ তাহাদের

আমলসমূহ আখিরাতে তাহাদের কোন কাজে আসিবে না; আর তাহারা চিরদিন দোযখে জ্বলিবে। আল্লাহ্‌র মসজিদসমূহে ইবাদত করিতে পারিবে একমাত্র তাহারা যাহারা আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কাহাকেও ভয় করে না। আশা করা যায়– এই যে সকল লোক হিদায়েত পাপ্ত হইবে।

কেহ مَسَاجِدَ اللّٰهِ -এর স্থলে مَسْجِدَ اللّٰهِ পড়িয়াছেন। مسجد الله অর্থাৎ মাসজিদুল হারাম– যাহা পৃথিবীর অধিকতম ফযীলত ও মর্যাদার মসজিদ এবং যাহা একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদতের ঘর হিসাবে হযরত ইবরাহীম (আ.) কর্তৃক সর্বপ্রথম নির্মিত হইয়াছে।

شَاهِدِيْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ অর্থাৎ তাহারা নিজদিগকে কাফির বলিয়া পরিচিত করিবে এবং কুফরের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিবে– এই অবস্থায় ....। সুদ্দী (র.) বলেন– কোন খৃষ্টানের নিকট যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমার ধর্ম কি ? তবে সে নিশ্চয় বলিবে– আমার ধর্ম হইতেছে খৃষ্টান ধর্ম। কোন ইয়াহূদীর নিকট যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমার ধর্ম কি ? তবে সে নিশ্চয় বলিবে– আমার ধর্ম হইতেছে ইয়াহূদী ধর্ম। কোন ছাবীর (নক্ষত্রপূজক) নিকট যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমার ধর্ম কি ? তবে সে নিশ্চয় বলিবে আমার ধর্ম হইতেছে 'ছাবীদের ধর্ম। আবার কোন মুশরিকের নিকট যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমার ধর্ম কি ? তবে সে নিশ্চয় বলিবে– আমার ধর্ম হইতেছে শিরকের ধর্ম।

اُولٰئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ وَفِى النَّارِهُمْ خَالِدُوْنَ অর্থাৎ তাহাদের শিরকের কারণে তাহাদের আমলসমূহ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে; আর তাহারা চিরদিন জাহান্নামে বসবাস করিবে। এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَمَا لَهُمْ اَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوْا اَوْلِيَاءَهُ ـ اِنْ اَوْلِيَاءُهُ اِلاَّ الْمُتَّقُوْنَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ ـ

"তাহাদের পক্ষে কি যুক্তি রহিয়াছে যে, তাহারা 'মাসজিদুল হারাম' হইতে (লোকদিগকে) বাধা দিবে তথাপি আল্লাহ্ তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন না ? আর তাহারা তো তাঁহার প্রিয়পাত্র নহে। তাঁহার প্রিয় পাত্র হইতেছে একমাত্র মুত্তাকিগণ, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই (উহা) জানে না" (৮ ঃ ৩৪)।

اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلاَّ اللّٰهَ ـ

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র মসজিদসমূহকে শুধু তাহারাই আবাদ করিতে পারিবে– যাহারা আল্লাহ্ ও আখিরাতের উপর ঈমান রাখে, নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কাহাকেও ভয় করে না।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সাক্ষ্য দিতেছেন যে, যাহারা আল্লাহ্‌র মাসজিদসমূহকে আবাদ করে অর্থাৎ উহাতে আল্লাহ্‌র ইবাদত করে, তাহারা মু'মিন।

ইমাম আহমদ (র.)– — — –আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন– নবী করীম (সা.) বলিয়াছেন ঃ তোমরা যখন কোন লোককে (আল্লাহ্‌র ইবাদাতের উদ্দেশ্যে) মসজিদে যাতায়াত করিতে দেখিবে, তখন তাহাকে মু'মিন বলিয়া সাক্ষ্য দিবে। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ উক্ত হাদীছ ইমাম তিরমিযী, ইমাম ইব্ন মারদুবিয়া এবং হাকিম (র.) আবদুল্লাহ্ ইব্ন ওয়াহাবের সূত্রে অভিন্ন উর্দ্ধতন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

আবদুর রহমান ইব্ন হুমাইদ (র.)– — — –আনাস (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেনঃ নবী করীম (সা.) বলিয়াছেন ঃ যাহারা মসজিদসমূহকে (আল্লাহ্‌র ইবাদত দ্বারা) আবাদ করে, তাহারা আল্লাহ্‌র প্রিয় পাত্র ছাড়া আর কিছু নহে।

উক্ত হাদীছকে হাফিয আবূ বকর আল-বায্যার (র.)– — — –আনাস (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীছ বর্ণনা করিবার পর হাফিয আবূ বকর আল-বায্যার (র.) বলিয়াছেন– উক্ত হাদীছ 'ছাবিত'-এর নিকট হইতে 'সালিহ্' ভিন্ন অন্যকোন রাবী বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই।

দারে-কুতনী (র.)– — — –আনাস (রা.) হইতে সনদে স্বীয় 'আফরাদ' নামক হাদীছ সংকলনে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আনাস (রা.) বলেন– নবী করীম (সা.) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন জাতির উপর গযব নাযিল করিতে ইচ্ছা করেন, তখন সেই জাতির মধ্যে যাহারা মসজিদসমূহের সহিত সম্পর্কিত থাকে, তাহাদের দিকে চাহিয়া তিনি উহা হইতে গযবকে ফিরাইয়া রাখেন। উক্ত রিওয়ায়েতকে বর্ণনা করিবার পর ইমাম দারে কুতনী বলিয়াছেন– উক্ত রিওয়ায়েতকে আনাস (রা.) হইতে মাত্র একজন রাবী বর্ণনা করিয়াছেন।

হাকিম বাহায়ী (র.)– — — –আনাস (রা.) হইতে 'আল-মুসতাকছা' গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আনাস (রা.) বলেন– নবী করীম (সা..) বলিয়াছেন– আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- আমার ইয্যাত ও পরাক্রমের কসম! আমি পৃথিবীবাসীদের উপর আযাব নাযিল করিতে মনস্থ করি। অতঃপর আমার ঘরসমূহকে যাহারা আবাদ করে, আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যাহারা একে অপরের সহিত মহব্বত রাখে এবং যাহারা শেষ রাত্রিতে উঠিয়া গুনাহ্ মাফ পাইবার জন্যে (আমার নিকট) দু'আ করে, তাহাদের দিকে চাহিয়া আমি পৃথিবীবাসিগণ হইতে আযাবকে ফিরাইয়া রাখি। উক্ত রিওয়ায়েতকে বর্ণনা করিবার পর হাফিজ ইব্ন আসাকির (র.) বলিয়াছেন– উক্ত রিওয়ায়েতটি গরীব সনদে বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র.)– — — —মুআয ইব্ন জাবাল (রা.) বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন- নবী করীম (সা.) বলিয়াছেন ঃ শয়তান হইতেছে মানুষের জন্যে 'নেকড়ে' সমতুল্য। নেকড়ে যেরূপে পাল হইতে বিচ্ছিন্ন ছাগলটিকে ধরিয়া লইয়া যায়, শয়তান সেইরূপে দল হইতে বিচ্ছিন্ন মানুষটিকে বিপথগামী করে। অতএব, তোমরা কিছুতেই দল ছাড়িও না। তোমরা জামাআতবদ্ধ হইয়া থাকিও আর তোমরা মসজিদকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিও।

আবদুর রায্যাক (র.)– — — —সূত্রে আমর ইব্ন মায়মূন আওদী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন ঃ আমি নবী করীম (সা.)-এর একাধিক সাহাবীকে দেখিয়াছি– যাহারা বলিয়াছেন নিশ্চয় মসজিদসমূহ হইতেছে যমীনে আল্লাহ্র ঘর। যে ব্যক্তি তাঁহার ঘরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায়, তাহাকে সম্মানিত করা আল্লাহ্র একটি দায়িত্ব।

মাসউদী (র.) — — — — ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন যে ব্যক্তি নামাযের আযান শুনিয়া উহার উত্তর দেয় না এবং মসজিদে না আসিয়া অন্যত্র নামায আদায় করিল, তাহার নামায কোন নামায হইল না এবং সে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আদেশ অমান্য করিল। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন –

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ

উক্ত রিওয়ায়েতকে ইমাম ইব্ন মারদুবিয়া (র.) বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত রিওয়ায়েত আবার অন্য এক মাধ্যমে স্বয়ং নবী করীম (সা.)-এর বাণী হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে। পরন্তু একাধিক সনদে উক্ত রিওয়ায়েতের অনুরূপ রিওয়ায়েত বর্ণিত রহিয়াছে। উহাদিগকে উল্লেখ করিবার স্থান নহে।

وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ـ

অর্থাৎ আর যাহারা নামায– যাহা শ্রেষ্ঠতম দৈহিক ইবাদাত– কায়েম করে, যাকাত – যাহা শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি-সেবামূলক ইবাদাত– প্রদান করে আর আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কাহাকেও ভয় করে না। এই রূপ ব্যক্তিই নিশ্চয়ই হিদায়াতেপ্রাপ্ত বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে আলী ইব্ন আবী তালহা (র.) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন –

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ

অর্থাৎ আল্লাহ্র মসজিদসমূহকে একমাত্র তাহারাই আবাদ করিবে যাহারা একমাত্র আল্লাহ্কে মা'বূদ বলিয়া বিশ্বাস করে, তিনি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহার উপর ঈমান রাখে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কাহারও ইবাদত করে না। বস্তুত ঃ তাহারা নিশ্চয় হিদায়াতেপ্রাপ্ত বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে। ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন– فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ। অর্থাৎ বস্তুত তাহারা নিশ্চয় হিদায়েতপ্রাপ্ত বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে। এস্থলে ' عسى ' শব্দটি নিশ্চয়তাজ্ঞাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন –নিম্নোক্ত আয়াতাংশে উহা নিশ্চয়তাজ্ঞাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ঃ

عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا অর্থাৎ তোমার প্রতিপালক তোমাকে নিশ্চয় মাকাম-ই-মাহমূদ প্রসংশনীয় মর্যাদার স্তর) শাফাআতের স্তরে পৌঁছাইবেন। এইরূপে কুরআন মজীদে ব্যবহৃত প্রতিটি عسى -ই নিশ্চয়তাজ্ঞাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার (র.) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা عسى শব্দটি দ্বারা যেখানেই বান্দাকে কোন বিষয়ের আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন, সেখানেই বুঝিতে হইবে– উহা তিনি নিশ্চয়পূর্ণ করিবেন।

(১৯) أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ⑲

(২০) الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ⑳

(২১) يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ ㉑

(২২) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ㉒

১৯. যাহারা হাজীদিগের পানি সরবরাহ করে এবং মাসজিদুল-হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করে, তোমরা কি তাহাদিগকে উহাদের সমজ্ঞান কর, যাহারা আল্লাহ্ ও পরকালে ঈমান আনে এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে ? আল্লাহ্র নিকট উহারা সমতুল্য নহে। আল্লাহ্ জালিম সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।

২০. যাহারা ঈমান আনে, হিজরত করে এবং সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে, তাহারা আল্লাহ্র নিকট মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ, আর তাহারাই সফলকাম।

২১. উহাদের প্রতিপালক উহাদিগকে সুসংবাদ দিতেছেন, স্বীয় দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের, যেখানে আছে তাহাদের জন্য স্থায়ী সুখ-শান্তি।

২২. সেখানে তাহারা চিরস্থায়ী হইবে। আল্লাহ্র নিকটই আছে মহা-পুরস্কার।

তাফসীর ঃ আয়াতচতুষ্টয়ে আল্লাহ্ তা'আলা ঈমান ও জিহাদের উচ্চ মর্যাদার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন– যাহারা আল্লাহ্র উপর ও আখিরাতের উপর ঈমান না আনিয়া শুধু হাজীদিগকে পানি পান করায় এবং মাসজিদুল হারামের খিদমত করে, তাহারা এবং যাহারা আল্লাহ্র উপর ও আখিরাতের উপর ঈমান আনিয়া আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে, তাহারা সমান নহে– কখনো সমান হইতে পারে না; বরং শেষোক্ত ব্যক্তিগণ আল্লাহ্র নিকট প্রথমোক্ত ব্যক্তিগণ অপেক্ষা অধিকতর মর্যাদার অধিকারী। তাহাদের জন্যে আল্লাহ্র নিকট রহিয়াছে মহা-পুরস্কার, তাঁহার সন্তুষ্টি ও জান্নাত। উহাতে তাহারা চিরদিন অবস্থান করিবে। পক্ষান্তরে যাহারা ঈমান আনে নাই, তাহাদের আমলসমূহ তাহাদের কোন কাজে আসিবে না। তাহারা চিরদিন দোযখে পুড়িবে।

ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে আওফী (র.) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আলোচ্য আয়াত চতুষ্টয়ের প্রথম আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেনঃ একদা মুশরিকগণ বলিল ঃ আল্লাহ্র ঘরকে নির্মাণ করা, উহার খিদমত করা ও উহাকে আবাদ রাখা এবং হাজীদিগকে পানি পান করানো ঈমান আনা ও জিহাদ করা অপেক্ষা অধিকতর শ্রেয়। মুশরিকগণ হারাম শরীফের অধিবাসী হইবার কারণে এবং মাসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণকারী হইবার কারণে গর্ব প্রকাশ করিত। এই উপলক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ এবং আলোচ্য আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

قَدْ كَانَتْ اٰيٰتِىْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُوْنَ . مُسْتَكْبِرِيْنَ بِهٖ سٰمِرًا تَهْجُرُوْنَ -

অর্থাৎ তোমাদিগকে আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করিয়া শুনানো হইত, কিন্তু তোমরা উহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে; মাসজিদুল হারামের খিদমত লইয়া গর্ব করিতে, উহা লইয়া গল্প করিতে এবং আমার কালাম ও আমার রাসূলকে প্রত্যাখ্যান করিতে (২৩ ঃ ৬৬-৬৭)।

আলোচ্য আয়াতে - اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ -এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা করিয়াছেন যে, শিরক করিবার অবস্থায় কা'বা ঘর ও হাজীদের সেবা করা অপেক্ষা আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল, তাঁহার কিতাব এবং আখিরাতের উপর ঈমান আনিয়া আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা অধিকতর শ্রেয়। বস্তুত মুশরিকের সকল আমলই বাতিল ও অকার্যকর হইয়া যাইবে। যাহারা আল্লাহর ঘর এবং হাজীদের সেবা করা সত্ত্বেও শিরক করে, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে জালিম অর্থাৎ কাফির নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। তাহাদের আমল বাতিল ও অকার্যকর হইয়া যাইবার কারণ তাহাদের এই শিরক।

ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে আলী ইব্ন আবী তালহা (র.) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন– উক্ত আয়াত আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। বদরের যুদ্ধে বন্দী হইয়া আসিবার পর তিনি মুসলমানদিগকে বলিয়াছিলেন– ইহা সত্য যে, তোমরা আমাদের পূর্বে ঈমান আনিয়াছ, হিজরত করিয়াছ এবং জিহাদ করিয়াছ কিন্তু ইহাও তো সত্য যে, আমরা মাসজিদুল হারামের খিদমত করিতাম, হাজীদিগকে পানি পান করাইতাম এবং বন্দী ব্যক্তিকে মুক্ত করিতাম। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ -

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্র ঘরের খিদমত ও জনসেবা শিরকের অবস্থায় করিয়াছিল। অথচ শিরকের অবস্থায় কেহ কোন নেক আমল করিলে আমি উহা কবূল করি না। অতএব তোমাদের আমলসমূহ বাতিল ও অকার্যকর হইয়া গিয়াছে।

যাহ্হাক ইব্ন মুযাহিম (র.) বলেন ঃ বদরের যুদ্ধে মুশরিকগণ বন্দী হইয়া আসিলে মুসলমানগণ তাহাদিগকে তাহাদের শিরকের জন্যে লজ্জা দিতে লাগিলেন। ইহাতে আব্বাস (রা.) যিনি অন্যতম যুদ্ধবন্দী ছিলেন– বলিলেন, আল্লাহ্র কসম! আমরা মাসজিদুল হারামকে আবাদ রাখিতাম, বন্দী ব্যক্তি মুক্ত করিতাম আল্লাহ্র ঘরকে গেলাফে আবৃত করিতাম এবং হাজীদিগকে পানি পান করাইতাম। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ -

আবদুর রায্যাক (র.)------শা'বী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতটি আলী (রা.) এবং আব্বাস (রা.) সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। তাহারা দুইজনে আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত বিষয় নিয়া কথা বলিয়াছিলেন।

ইব্ন জারীর (র.) মুহাম্মদ ইব্ন কা'বা কারযী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেনঃ একদা বনূ আবদিদদার গোত্রের তালহা ইব্ন শায়বা, আব্বাস ইব্ন আবদুল

মুত্তালিব এবং আলী (রা.) পরস্পর গর্ব প্রকাশে লিপ্ত হইলেন। তালহা ইব্ন শায়বা বলিলেন– আমি আল্লাহ্র ঘরের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত রহিয়াছি। আমার হাতে কা'বা ঘরের চাবি থাকে। আমি ইচ্ছা করিলে কা'বা ঘরের মধ্যে রাত্রি-যাপন করিতে পারি। আব্বাস (রা.) বলিলেন– আমি হাজীদিগকে পানি পান করাবার এবং যমযম কূপ দেখাশুনা করিবার দায়িত্বে নিয়োজিত রহিয়াছি। আমি ইচ্ছা করিলে মাসজিদুল হারামে রাত্রিযাপন করিতে পারি। আলী (রা.) বলিলেন– তোমরা যে কী বলো বুঝি না। আমি লোকদের পূর্বে ছয় মাস ধরিয়া কেবলার (অর্থাৎ কা'বা ঘরের) দিকে মুখ করিয়া নামায আদায় করিয়াছি। আর আমি হইতেছি জিহাদে যোগদানকারী ব্যক্তি। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ - এই আয়াত নাযিল করিলেন। সুদ্দীও অনুরূপ একটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন; তবে তিনি তালহা ইব্ন শায়বার স্থলে শায়বা ইব্ন উছমান এই নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

আবদুর রায্যাক (র.)— — — —হাসান (র.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হাসান বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতটি আলী (রা.), আব্বাস (রা.) এবং শায়বা সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। তাহারা আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত বিষয় সম্পর্কে কথা বলিয়াছিলেন। আব্বাস (রা.) বলিলেন– 'আমি নিশ্চয় হাজীদিগকে পানি পান করানো ত্যাগ করিব।' ইহাতে নবী করীম (সা.) বলিলেন– আপনারা হাজীদিগকে পানি পান করাইবার কাজ করিতে থাকুন; কারণ, উহাতে আপনাদের জন্যে কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে।' উক্ত রিওয়ায়েতের মুহাম্মদ ইব্ন ছাওর মুআম্মারের সূত্রে হাসান (র.) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় একটি মারফূ' হাদীছও বর্ণিত রহিয়াছে। এখানে উহা উল্লেখ করা আবশ্যক।

আবদুর রায্যাক (র.) মুআম্মারর — — — —নু'মান ইব্ন বাশীর (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেনঃ জুমুআর দিনে মসজিদে নববীতে একটি লোক বলিল, ইসলাম গ্রহণ করিবার পর আমি হাজীদিগকে পানি পান করানো ছাড়া অন্য কোন নেক আমল না করিলেও তজ্জন্য কোন পরোয়া করিব না।' আরেকটি লোক বলিল 'ইসলাম গ্রহণ করিবার পর আমি মাসজিদুল হারামের খিদমত ছাড়া অন্য কোন নেক আমল না করিলেও তজ্জন্য কোন পরোয়া করিব না।' আরেকটি লোক বলিল 'তোমরা যে কাজগুলিকে অত্যন্ত ফযীলতের কাজ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছ, আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা উহা অপেক্ষা অধিকতর ফযীলতের কাজ। ইহাতে উমর (রা.) তাহাদিগকে ধমকাইয়া বলিলেন, তোমরা জুমআর দিনে আল্লাহ্র রাসূলের মিম্বারের কাছে বসিয়া উচ্চস্বরে কথা বলিও না। জুমআর নামায আদায় করিবার পর আমরা নবী করীম (সা.)-এর নিকট গিয়া এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া সঠিক কথা জানিয়া লইব।' ইহাতে – أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ এই আয়াত নাযিল হইল।'

উক্ত রিওয়ায়াত অন্য এক সনদেও বর্ণিত হইয়াছে। ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম আবূ সালাম আসওয়াদ ও মুআবিয়া ইব্ন সালামের সূত্রে নু'মান ইব্ন বাশীর আনসারী (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ একদা আমি এক দল সাহাবীর সহিত নবী করীম (সা.)-এর মিম্বারের কাছে বসা ছিলাম। তাহাদের একজন বলিলেন, ইসলাম গ্রহণ করিবার পর আমি হাজীদিগকে পানি পান করানো ছাড়া অন্য কোন নেক আমল না করিলেও তজ্জন্য কোন পরোয়া করিব না। অন্য একজন বলিলেন, 'না; বরং ইসলাম গ্রহণ করিবার পর আমি মাসজিদুল হারাম-এর খিদমত করা ছাড়া অন্য কোন নেক আমল করিব না।' অন্য একজন বলিলেন 'না; তোমরা যে কাজগুলিকে অত্যন্ত ফযীলতের কাজ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছ, আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা উহা অপেক্ষা অধিকতর ফযীলতের কাজ।' ইহাতে উমর (রা.) তাহাদিগকে ধমকাইয়া বলিলেন– 'জুমুআর দিনে তোমরা আল্লাহ্র রাসূলের মিম্বারের কাছে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিও না। নামায আদায় করিবার পর আমি নবী করীম (সা.)-এর নিকট গিয়া এ সম্বন্ধে তাঁহার নিকট হইতে সঠিক কথা জানিয়া লইব।' নামাযের পর উমর (রা.) নবী করীম (সা.)-এর নিকট উক্ত বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা। أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ এই আয়াত নাযিল করিলেন।

উক্ত রিওয়ায়েত ইমাম মুসলিম, ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম ইব্ন জারীর স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে, ইমাম ইব্ন আবী হাতিম স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে এবং ইমাম ইব্ন হিব্বান স্বীয় 'সহীহ্' নামীয় হাদীছ গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন।

(٢٣) يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوٓا۟ ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَٰنَكُمْ أَوْلِيَآءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّوا۟ ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَٰنِ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢٣﴾

(٢٤) قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَٰنُكُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَٰلٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٍ فِى سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٢٤﴾

২৩. হে মু'মিনগণ! তোমাদিগের পিতা ও ভ্রাতা যদি ঈমান অপেক্ষা কুফরীকে শ্রেয় জ্ঞান করে, তবে উহাদিগকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করিও না। তোমাদিগের মধ্যে যাহারা উহাদিগকে অন্তরংগরূপে গ্রহণ করে, তাহারাই জালিম।

২৪. বল, 'তোমাদিগের নিকট যদি আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা অপেক্ষা প্রিয় হয় তোমাদিগের পিতা, তোমাদিগের সন্তান, তোমাদিগের ভ্রাতা, তোমাদিগের পত্নী, তোমাদিগের স্বগোষ্ঠী, তোমাদিগের অর্জিত সম্পদ, তোমাদিগের ব্যবসা-বাণিজ্য যাহার মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং তোমাদিগের বাসস্থান যাহা তোমরা ভালবাস, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহ্‌র বিধান আসা পর্যন্ত। আল্লাহ্ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ দেখান না।

তাফসীর ঃ আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা কাফির আত্মীয়দিগকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিতে মু'মিনদিগকে নিষেধ করিতেছেন এবং যাহারা আল্লাহ্‌র, তাঁহার রাসূল ও তাঁহার পথে জিহাদের উপর আত্মীয়-স্বজন এবং পার্থিব ধন-সম্পত্তিকে শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকার দেয়, তাহাদিগকে উহার পরকালীন ভয়াবহ পরিণতি সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। এইরূপে অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ –

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন শাওযাব (রা.) হইতে বিভিন্ন রাবীর সনদে হাফিজ বায়হাকী বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন শাওযাব (রা.) বলেনঃ বদরের যুদ্ধের দিনে আবূ উবায়দা (রা.)-এর পিতা জার্‌রাহ্ তাঁহার সম্মুখে বাতিল মা'বূদসমূহের প্রশংসা বর্ণনা করিতেছিল আর তিনি বার বার পিতাকে বাধা দিতেছিলেন। কিন্তু তাহার পিতা জার্‌রাহ্ ক্ষান্ত হইতেছিল না। এইরূপে সে অত্যধিক বার স্বীয় বাতিল মা'বূদের প্রশংসা বর্ণনা করিলে তিনি (আবূ উবায়দা) তাহাকে হত্যা করিলেন। এই উপলক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْا اٰبَاۤءَهُمْ اَوْ اَبْنَاۤءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ ـ اُولٰۤئِكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ اُولٰۤئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ –

"যে জাতি আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, তাহাকে তুমি এইরূপ লোকদিগকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিতে দেখিবে না যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের

সহিত শত্রুতা রাখে; এইসব লোক যদিও তাহাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা স্বগোত্রীয় লোক হয়, তথাপি তাহাদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিবে না। মু'মিনদের অন্তরে তিনি ঈমানকে সুদৃঢ়রূপে স্থাপন করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে নিজের পক্ষ হইতে বিশেষ রূহ দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন। আর তিনি তাহাদিগকে এইরূপ উদ্যানসমূহে প্রবেশ করাইবেন– যাহার নিম্নদেশে নদীসমূহ প্রবহমান থাকিবে। তাহারা তথায় চিরদিন অবস্থান করিবে। আল্লাহ্ ও তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাহারাও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছে। ইহারা হইতেছে– আল্লাহ্‌র জামাআত। জানিয়া রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র জামাআত সফলকাম হইবে" (৫৮ ঃ ২২)।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতে নবী করীম (সা.)-কে আদেশ দিয়াছেন তিনি যেন যাহারা আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল এবং তাঁহার পথে জিহাদের উপর নিজেদের আত্মীয় ও বন্ধুদের আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়, তাহাদিগকে আখিরাতের আযাব সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاۤؤُكُمْ وَاَبْنَاۤؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ –

অর্থাৎ 'তুমি তাহাদিগকে বল– যদি তোমাদের পিতৃগণ, তোমাদের পুত্রগণ, তোমাদের ভ্রাতৃগণ, তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদের জ্ঞাতিগণ, যে ধন-সম্পত্তি তোমরা উপার্জন করিয়াছ তাহা, যে ব্যবসা বন্ধ থাকিবে বলিয়া তোমরা আশংকা করো তাহা যে বাসস্থানসমূহকে তোমরা উহার সৌন্দর্যের কারণে ভালবাস তাহা তোমাদের নিকট আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল এবং তাঁহার পথে জিহাদ অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর। দেখিবে– আল্লাহ্ তাঁহার রাসূল এবং তাঁহার পথে জিহাদের উপর আত্মীয়-স্বজন এবং ধন-সম্পদের ভালবাসাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিবার শাস্তি কত ভয়ানক। আর আল্লাহ্ পাপপ্রবণ জাতিকে হিদায়েত করেন না।'

ইমাম আহমদ (র.)– — — –যুহরা ইব্‌ন মা'বাদ-এর পিতামহ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন একদা আমরা নবী করীম (সা.)-এর সংগে কোথাও যাইতেছিলাম। নবী করীম (সা.) উমর (রা.)-এর হাত নিজের হাতের মধ্যে রাখিয়া পথ চলিতেছিলেন। এক সময়ে উমর (রা.) বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! নিশ্চয় আপনি আমার নিকট আমি ছাড়া অন্য সকল বস্তু অপেক্ষা অধিকতর প্রিয়। নবী করীম (সা.) বলিলেন, 'কোন ব্যক্তির নিকট আমি যতক্ষণ তাহার নিজ সত্তা অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় না হইব, ততক্ষণ সে ব্যক্তি মু'মিন হইবে না।' হযরত উমর (রা.) বলিলেন– 'আল্লাহ্‌র কসম! এখন আপনি আমার নিকট আমার নিজ সত্তা অপেক্ষা অধিকতর প্রিয়।' নবী করীম (সা.) বলিলেন– হে উমর! এখন তুমি (মু'মিন হইলে।) উক্ত হাদীছ ইমাম বুখারী (র.)– — — –আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হিশাম (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

সহীহ সনদে বর্ণিত রহিয়াছে যে, নবী করীম (সা.) বলিয়াছেন– 'যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, তাঁহার কসম! কোন ব্যক্তির নিকট আমি যতক্ষণ তাহার পিতা, তাহার সন্তান এবং অন্য সকল মানুষ অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় না হইব, ততক্ষণ সে ব্যক্তি মু'মিন হইবে না।'

ইমাম আহমদ ও আবূ দাউদ (র.)— — — —হযরত ইব্‌ন উমর (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, 'তিনি বলেন ঃ নবী করীম (সা.) বলিয়াছেন– তোমরা যখন জিহাদকে ত্যাগ করিয়া ক্রয়-বিক্রয়ে লিপ্ত হইবে, গরুর লেজ ধরিবে এবং কৃষিকার্যে সন্তুষ্ট থাক। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর অপমান ও লাঞ্ছনাকে চাপাইয়া দিবেন। তোমরা যতদিন স্বীয় দীনে ফিরিয়া না আসিবে, তিনি ততদিন উহাকে তুলিয়া লইবেন না।'

ইমাম আহমদ (র.)— — — —আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা.) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীছ এবং ইতিপূর্বে উল্লেখিত ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত প্রথম হাদীছের মধ্যে সাদৃশ্য রহিয়াছে। আল্লাহ্ অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

(২৫) لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۙ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ﴿٢٥﴾

(২৬) ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦﴾

২৫. অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদিগকে তো সাহায্য করিয়াছেন বহু ক্ষেত্রে এবং হুনায়নের যুদ্ধের দিনে, যখন তোমাদিগের উৎফুল্ল করিয়াছিল তোমাদিগের সংখ্যাধিক্য; কিন্তু উহা তোমাদিগের কোন কাজে আসে নাই এবং বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী তোমাদের জন্য সংকুচিত হইয়াছিল ও পরে তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া পালাইয়া গিয়াছিলে।

২৬. অতঃপর আল্লাহ্ তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার রাসূল ও মু'মিনদিগের উপর প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং এমন এক সৈন্যবাহিনী অবতীর্ণ করেন যাহা তোমরা দেখিতে পাও নাই এবং তিনি কাফিরদিগকে শাস্তি প্রদান করেন ; ইহাই কাফেরদের কর্মফল।

২৭. ইহার পরও যাহার প্রতি ইচ্ছা আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ হইতে পারেন; আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতত্রয়ে আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের বিরুদ্ধে মু'মিনদের বিভিন্ন যুদ্ধে বিশেষত হুনায়েনের যুদ্ধে মু'মিনদিগকে তাঁহার সাহায্য করিবার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। হুনায়েনের যুদ্ধ শেষ হইবার পর তিনি যাহাদের কুফরী ত্যাগ ঈমান আনা কবূল করিয়াছেন, এতদসহ তাহাদের বিষয় ও বর্ণনা করিয়াছেন।

হুনায়েনের যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য তাহাদিগকে গর্বিত করিয়াছিল; কিন্তু, উহা তাহাদিগকে কাফিরদের উপর বিজয়ী করিতে পারে নাই। সংখ্যায় তাহারা বিপুল হওয়া সত্ত্বেও প্রথম দিকে নবী করীম (সা.)সহ কিছুসংখ্যক মু'মিন ছাড়া অধিকাংশ মুসলমান পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতেছিলেন। অতঃপর আল্লাহ্ তাহাদের সাহায্যে ফেরেশতাদিগকে নাযিল করিলে যুদ্ধের গোড় ঘুরিয়া গেল এবং মুসলমানগণ কাফিরদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা হুনায়েনের যুদ্ধসহ বিভিন্ন যুদ্ধে তাঁহার সাহায্যের বিষয় স্মরণ করাইয়া দিয়া মু'মিনদিগকে বলিতেছেন– 'তোমাদের যুদ্ধজয়ের কারণ তোমাদের সংখ্যাধিক্য নহে; বরং উহার কারণ হইতেছে আল্লাহ্‌র সাহায্য; এবং আল্লাহ্‌র সাহায্যের কারণেই তোমরা সংখ্যায় কোথাও কম এবং কোথাও বেশী হইয়া জয় লাভ করিয়াছ। তেমনি তাহার সাহায্য না আসা পর্যন্ত তোমরা সংখ্যায় বিপুল হওয়া সত্ত্বেও পরাজিত হইয়াছ। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা সাহায্য করিলে মু'মিনগণ সংখ্যায় স্বল্প হইয়াও জয়লাভ করিতে পারে। 'কত ক্ষুদ্র বাহিনী আল্লাহ্‌র আদেশে কত বিরাট বাহিনীর উপর জয় লাভ করিয়াছে। আর আল্লাহ্ ধৈর্যশীল ব্যক্তিদের সহিত থাকেন।' পক্ষান্তরে, তিনি সাহায্য না করিলে তাহারা সংখ্যায় বিপুল হওয়া সত্ত্বেও জয়লাভ করিতে পারে না।'

মুজাহিদ (র.) হইতে ইব্‌ন জুরাইজ (র.) বর্ণনা করিয়াছেন যে, 'আলোচ্য আয়াতত্রয় সম্বন্ধে মুজাহিদ বলেন ঃ উক্ত আয়াতগুলি সূরা বারাআতের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত।'

ইমাম আহমদ (র.)— — — —ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা.) বলিয়াছেন ঃ সর্বোত্তম সঙ্গী দল হইতেছে চারি সদস্য বিশিষ্ট সঙ্গীদল; সর্বোত্তম ক্ষুদ্র সেনাবাহিনী হইতেছে চারিশত সদস্য বিশিষ্ট সেনাবাহিনী; সর্বত্তোম বৃহৎ সেনাবাহিনী হইতেছে চারি হাজার সদস্য বিশিষ্ট সেনাবাহিনী; এবং বার হাজার সদস্য বিশিষ্ট বিরাট বাহিনী উহার প্রতিপক্ষের তুলনায় ক্ষুদ্র হইলেও কখনো পরাজিত হইবে না।'

উক্ত রিওয়ায়েতটি ইমাম আবূ দাউদ এবং ইমাম তিরমিযীও বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী উক্ত রিওয়ায়েত সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন, 'উক্ত রিওয়ায়েতের সনদ গ্রহণযোগ্য; কিন্তু উহা মাত্র একটি মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে। রাবী জারীর ইব্‌ন হাযেম

ছাড়া অন্য কোন রাবীর মাধ্যমে উহা বর্ণিত হয় নাই। অবশ্য যুহরী (র.) হইতে উহা মুরসাল সনদে বর্ণিত হইয়াছে। আবার ইমাম ইব্ন মাজা, ইমাম বায়হাকী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণও উহাকে সাহাবী আব্দুল্লাহ ইব্ন আওফ (রা.) হইতে মারফূ হাদীছ হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

হুনায়েনের যুদ্ধ ঃ 'হুনায়েনের যুদ্ধ মক্কা-বিজয়ের প্রায় অব্যবহিত পর হিজরী অষ্টম সনের শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়। মক্কা বিজয়ের পর যখন নবী করীম (সা.) উহার প্রশাসন-ব্যবস্থাকে সুসংহত করিলেন, উহার অধিকাংশ অধিবাসী ইসলাম গ্রহণ করিলেন এবং নবী করীম (সা.) তাহাদিগকে শান্তিমুক্ত বলিয়া ঘোষণা করিলেন, তখন নবী করীম (সা.)-এর নিকট সংবাদ আসিল যে, 'হাওয়াযেন' গোত্রের লোকেরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে সমবেত হইয়াছে। তাহাদের নেতা হইতেছে- মালিক ইব্ন আওফ নাযারী। তাহার সহিত রহিয়াছে হাওয়াযেন গোত্রসহ সমগ্র ছাকীফ গোত্র, জাশাম গোত্র, সা'দ ইব্ন বাক্র গোত্র, হিলাল গোত্রের একটি ক্ষুদ্রদল এবং আমর ইব্ন আমির ও 'বনূ ইব্ন আমির গোত্রদ্বয়ের কিছুসংখ্যক লোক। তাহারা আবাল-বৃদ্ধ বনিতা সকলকে এমন কি ছাগল উট প্রভৃতি গৃহপালিত পশুসমূহকে ও সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়াছে।

মুসলমানদের দিকে তাহাদের অগ্রসর হইবার সংবাদ পাইয়া নবী করীম (সা.) মুসলিম বাহিনীসহ তাহাদের দিকে রওয়ানা হইলেন। মুসলিম বাহিনীতে তখন লোক ছিল বার হাজার। মুহাজির, আনসার এবং আরবের বিভিন্ন গোত্রের মুসলমানদের সমন্বয়ে গঠিত মক্কা বিজয়ী দশ হাজার মুসলমান আর মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণকারী মক্কার দুই হাজার মুসলমান। উভয় পক্ষ মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী 'হুনায়েন নামক উপত্যকায় পরস্পরের সম্মুখীন হইল। উষার অন্ধকারে মুসলিম বাহিনী এই স্থানে যাইয়া দেখিতে পাইল- শত্রু-বাহিনী পূর্বেই এখানে পৌঁছাইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে ওৎ-পাতিয়া অপেক্ষা করিতেছে। মুসলিম বাহিনী এখানে পৌঁছিবা মাত্র শত্রু-বাহিনী উহার সেনাপতির পূর্ব-নির্দেশ মুতাবিক তীর ও তলোয়ার লইয়া অতর্কিতে একযোগে মুসলিম বাহিনীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। ইহাতে মুসলিম বাহিনীর লোকেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। আলোচ্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের পলায়নের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। এই অবস্থায় যুদ্ধের ময়দানে অবিচল ও নির্বিকার থাকিয়া চরম বীরত্ব, সাহসিকতা ও নির্ভীকতার সহিত যিনি যুদ্ধ করিয়া যাইতেছিলেন- তিনি হইতেছেন আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদ মুস্তাফা আহমদ মুজতাবা (সা.)। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ এই মহান সেনাপতি তখন কালো ডোরাবিশিষ্ট একটি সাদা খচ্চরের পিঠে চড়িয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন। তাঁহার চাচা আব্বাস (রা.) তাঁহার বাহনের পিঠের গদীর ডান প্রান্ত ধরিয়া নিয়া তাঁহার সহিত অগ্রসর হইতেছিলেন। তাঁহার চাচাতো ভাই আবূ সুফ্ইয়ান ইব্ন হারিছ ইব্ন আবদুল মুত্তালিব তাঁহার বাহনের পিঠের গদীর বাম প্রান্ত দিয়া তাঁহার সহিত অগ্রসর

হইতেছিলেন। তাহারা উভয়ে খচ্চরটির পিঠের গদীকে নীচের দিকে কিয়ৎ পরিমাণে ঠাসিয়া রাখিতেছিলেন যাহাতে উহার বোঝা বাড়িয়া যায় এবং উহা অবাঞ্ছিত দ্রুত গতিতে সম্মুখে অগ্রসর হইতে না পারে। নবী করীম (সা.) উচ্চৈঃস্বরে নিজের নাম উচ্চারণ করিয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান করিতেছিলেন। তিনি মুসলমানদিগকে ফিরিয়া আসিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার জন্যে আহবান জানাইতেছিলেন, তিনি বলিতেছিলেন। 'হে আল্লাহ্র বান্দাগণ! আমার নিকট ফিরিয়া আসো। আমার নিকট ফিরিয়া আসো। আমি আল্লাহ্র রাসূল।' সেই তুমুল যুদ্ধের সময়ে তিনি নির্ভীক ও নির্বিকারভাবে বলিতে ছিলেন-

انا النبي لا كذب . انا ابن عبد المطلب

"আমি আল্লাহ্র নবী; আমি মিথ্যাবাদী নহি। আমি আবদুল মুত্তালিবের উত্তর পুরুষ।"

এই সময়ে প্রায় এক শত সাহাবী নবী করীম (সা.)-এর সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে অবিচল থাকিয়া শত্রু-বাহিনীর বিরুদ্ধে বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া যাইতেছিলেন। তাহাদের মধ্যে ছিলেন আবূ বকর সিদ্দীক (রা.), উমর (রা.), আলী (রা.), আব্বাস (রা.), ফযল ইব্ন আব্বাস (রা.), আবূ সুফইয়ান ইব্ন হারিছ ইব্ন আবদুল মুত্তালিব, আয়মান ইব্ন উম্মু আইমান (রা.) এবং উসামা ইব্ন যায়েদ (রা.)। আব্বাস (রা.)-এর কণ্ঠস্বর ছিল উচ্চ। নবী করীম (সা.) তাঁহাকে উচ্চৈঃস্বরে এই আহবান জানাইতে আদেশ দিলেন ঃ 'হে বৃক্ষের নীচে বায়আত গ্রহণকারিগণ (অর্থাৎ যে সকল মুহাজির আনসার সাহাবী হুদায়বিয়ার সন্ধি-চুক্তি সম্পাদিত হইবার পূর্বে বাবলা গাছের তলায় নবী করীম (সা.)-এর হাতে হাত রাখিয়া এই অঙ্গীকার করিয়া ছিলেন যে, তাহারা অবিচল থাকিয়া নবী করীম (সা.)-এর সহিত কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া যাইবে। উক্ত বায়আত 'বায়আতে-রিযওয়ান নামে পরিচিত।) আব্বাস (রা.) এই বলিয়া পলায়নপর মুসলমানদিগকে ডাকিতে লাগিলেন ঃ 'হে বাবলাগাছের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ তিনি কখনো কখনো এই বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন- হে সূরা বাকারার অধিকারিগণ মুসলমানগণ এই বলিয়া সাড়া দিতে লাগিলেন- 'আমরা হাযির হইয়াছি; আমরা হাযির হইয়াছি! এইরূপে তাহারা নবী করীম (সা.)-এর নিকট ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন। এই সময়ে এমন ঘটনাও ঘটিল যে, কোন সাহাবী ফিরিয়া আসিতে চাহিয়া দেখিলেন- তাহার বাহন উট তাহার কথা শুনিতেছে না; উহা যুদ্ধে ফিরিয়া আসিতে চাহিতেছে না। সাহাবী স্বীয় লৌহ-বর্মটি পরিধান করিয়া উট হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং উটটি ফেলিয়া পদাতিক সৈনিক হিসাবে নবী করীম (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হইলেন। যাহা হউক- নবী করীম (সা.) যখন দেখিলেন যে, তাঁহার চতুস্পার্শ্বে ক্ষুদ্র একটি মুসলিম-বাহিনী একত্রিত হইয়াছে, তখন তিনি তাহাদিগকে এক সঙ্গে শত্রুবাহিনীর উপর ঝাপাইয়া পড়িতে নির্দেশ দিলেন। তাহারা

তালাই করিলেন। এই সময়ে নবী করীম (সা.) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দু'আ করিয়া এবং তাঁহার নিকট সাহায্যের জন্যে আবেদন জানাইয়া এক মুঠা ধূলা হাতে লইয়া বলিলেন- 'হে আল্লাহ্! তুমি আমার সহিত যে ওয়াদা করিয়াছ, তাহা পালন করো।' এই বলিয়া তিনি উক্ত ধূলা-মুঠাকে কাফির বাহিনীর প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। উহা শত্রু বাহিনীর প্রতিটি লোকের চোখে এবং মুখে প্রবেশ করিল। ইহাতে তাহারা বিভ্রান্ত হইল এবং তাহাদের যুদ্ধ কার্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি হইল। তাহারা টিকিতে না পারিয়া রণে ভঙ্গ দিল। মুসলমানগণ পলায়নপর কাফিরদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিলেন। তাহারা তাহাদের একদলকে হত্যা এবং আরেকদলকে বন্দী করিলেন। জীবিত শত্রুদের সকলকেই বন্দী অবস্থায় নবী করীম (সা.)-এর সম্মুখে উপস্থাপিত করা হইল।

ইমাম আহমদ (র.)------আবূ আবদির রহমান ফাহ্‌রী (রা.) যাহার নাম ইয়াযীদ ইব্‌ন উসায়েদ; কেহ কেহ বলেন- যাহার নাম ইয়াযীদ ইব্‌ন উনায়েস; কেহ কেহ বলেন- যাহার নাম ইয়াযীদ ইব্‌ন উনায়েস; কেহ কেহ বলেন- যাহার নাম কোর্য হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ সাহাবী আবূ আবদুর রহমান বলেন- আমি নবী করীম (সা.)-এর সঙ্গে হুনায়েনের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমরা প্রচণ্ড গরমের দিনে যুদ্ধে রওয়ানা হইলাম। পথিমধ্যে দ্বিপ্রহরে একস্থানে আমরা বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম লইবার তথায় অবতরণ করিলাম। সূর্য ঢলিয়া পড়িলে আমি স্বীয় লৌহবর্মটি পরিধান করত অশ্বে আরোহণ করিয়া নবী করীম (সা.)-এর নিকট গমন করিলাম। এই সময়ে তিনি স্বীয় তাঁবুতে বিশ্রাম লইতেছিলেন। আমি আরয করিলাম- আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রসূলাল্লাহি ওয়া রহ্‌মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্! আমাদের রওয়ানা হইবার সময় হইয়াছে কি ? নবী করীম (সা.) বলিলেন- হ্যাঁ, আমাদের রওয়ানা হইবার সময় হইয়াছে। অতঃপর তিনি বিলাল (রা.)-কে ডাকিলেন। ডাক শুনিয়া বিলাল (রা.) একটি বাবলা গাছের তলা হইতে দৌড়াইয়া তাঁহার নিকট আসিলেন। গাছটির ছায়া একটি পাখীর ছায়ার মত ক্ষুদ্রায়তন ছিল। বিলাল (রা.) দৌড়াইয়া আসিয়া বলিলেন- 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আপনার সামনে উপস্থিত; আমি আপনার সামনে উপস্থিত; আর আমি আপনার জন্যে উৎসর্গীকৃত প্রাণ। নবী করীম (সা.) তাঁহাকে বলিলেন- 'আমার বাহনের পিঠে জীন লাগাও।' বিলাল (রা.) একটি জীন বাহির করিলেন। উহার দুই প্রান্ত খেজুরের ছাল দ্বারা নির্মিত ছিল। উহাতে বিলাসিতা ও অহংকারের কোন চিহ্ন ছিল না। বিলাল (রা.) নবী করীম (সা.)-এর বাহনে জীন লাগাইবার পর নবী করীম (সা.) উহাতে সওয়ার হইয়া সাহাবীদিগকে লইয়া রওয়ানা হইলেন। রাত্রির অন্ধকারে আমরা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হইলাম। মুসলমানগণ টিকিতে না পারিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে লাগিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের এই পলায়নের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন ঃ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِيْنَ (অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া

পলায়ন করিলে), নবী করীম (সা.) ডাকিয়া পলায়নপর সাহাবীদিগকে বলিলেন- হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! আমি আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁহার রাসূল। অতঃপর বলিলেন- 'হে মুহাজিরগণ! আমি আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁহার রাসূল।' অতপর নবী করীম (সা.) স্বীয় বাহক হইতে অবতরণ করিয়া এক মুঠা ধূলা হাতে লইলেন। রাবী আবূ-আবদুর রহমান ফাহ্‌রী (রা.) বলেন- আমার অপেক্ষা নবী করীম (সা.)-এর অধিকতর নিকটে উপস্থিত ছিলেন- এইরূপ এক ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন ঃ অতঃপর নবী করীম (সা.) উক্ত ধূলা মুঠাকে কাফির বাহিনীর লোকদের মুখে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন- شاهت الوجوه - (মুখ মণ্ডলসমূহ মলিন হইয়া যাউক)! ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদিগকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিলেন।

উক্ত রিওয়ায়েতের অন্যতম রাবী ইয়া'লা ইব্‌ন আতা বলেন-পরাজিত কাফিরদের পুত্রগণ তাহাদের পিতৃগণের নিকট হইতেছে শুনিয়া আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছে ঃ তাহাদের পিতৃগণ তাহাদিগকে বলিয়াছে- আমাদের প্রতিটি লোকের চক্ষু এবং মুখ গহ্বর সেই ধূলায় ভরিয়া গিয়াছিল। আর আমরা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানে একটি শব্দ হইতে শুনিয়াছিলাম। উক্ত শব্দটি ছিল নব নির্মিত তাম্রপাত্রের উপর দিয়া লোহাকে টানিয়া নিলে যেরূপ শব্দ হয়, সেইরূপ শব্দের ন্যায়।

উক্ত রিওয়ায়েতকে ইমাম বায়হাকীও স্বীয় ' دلائل النبوة ' পুস্তকে উপরোক্ত রাবী হাম্মাদ ইব্‌ন সালিমা হইতে উপরোক্ত সনদে এবং 'হাম্মাদ ইব্‌ন সালিমা হইতে ধারাবাহিক ভাবে আবূ দাউদ তয়ালেসী প্রমুখ রাবীগণ বর্ণনা করিয়াছেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র.) জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌র (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ মালিক ইব্‌ন আওফের সেনাপতিত্বে কাফির বাহিনী মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালাইবার উদ্দেশ্যে হুনায়েন নামক স্থানের দিকে রওয়ানা হইল। সংবাদ পাইয়া নবী করীম (সা.) মুসলিম-বাহিনীর সঙ্গে লইয়া তাহাদের দিকে অগ্রসর হইলেন। শত্রু বাহিনী পূর্বেই হুনায়েন উপত্যকায় পৌঁছিয়া উহার প্রান্তসমূহে এবং উহার গিরিবর্ত্মসমূহে ওঁৎ-পাতিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। ঊষার অন্ধকারে নবী করীম (সা.) মুসলিম বাহিনীকে লইয়া উপত্যকায় অবতরণ মাত্র শত্রু বাহিনী অতর্কিতে প্রবল পরাক্রমে মুসলিম বাহিনীর উপর ঝাপাইয়া পড়িল। মুসলমানগণ তাহাদের আক্রমণের সম্মুখে টিকিতে না পারিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন। পলায়নকালে তাহারা একে অপরের দিকে ফিরিয়াও তাকাইলেন না। এই সময়ে নবী করীম (সা.) ডান দিকে ঝুকিয়া এই বলিয়া মুসলমানদিগকে ডাক্ দিলেন- 'হে লোকসকল! আমার নিকট ফিরিয়া আসো। আমি আল্লাহ্‌র রসূল; আমি আল্লাহ্‌র রাসূল; আমি মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্। তাহারা উহা শুনিতে পাইলেন না। তাহাদের একটি উট আরেকটি উটের পিছনে চলিতে লাগিল। নবী করীম (সা.) মুসলমানদের

এই অবস্থা দেখিয়া আব্বাস (রা.)-কে আদেশ করিলেন– হে আব্বাস! তুমি উচ্চস্বরে ডাকিয়া বলো– হে আনসারগণ! হে বাবলা গাছের নীচে শপথকারিগণ! আব্বাস (রা.) তাহাই করিলেন। ইহাতে পলায়নপর মুসলমানগণ সাড়া দিয়া বলিতে লাগিলেন– আমরা উপস্থিত হইয়াছি। আমরা উপস্থিত হইয়াছি। এই সময়ে এমন ঘটনাও ঘটিল যে, কোন পলায়নপর মুসলমান ফিরিয়া আসিতে চাহিয়া দেখিলেন– তাহার উট যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে ফিরিতে চাহিতেছে না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বীয় লৌহ বর্মটি গলায় ঝুলাইয়া এবং স্বীয় তরবারিও ধনুকটি হাতে লইয়া উট হইতে নামিয়া পদাতিক সৈনিক হিসাবে আব্বাস (রা.)-এর আওয়াযের স্থানের দিকে ছুটিতে লাগিলেন। যাহা হউক, পলায়নপর মুসলমানদের মধ্য হইতে একশত লোক নবী করীম (সা.)-এর চতুষ্পার্শ্বে সমবেত হইলেন। তাহারা শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে আবার যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। প্রথমদিকে আব্বাস (রা.) সাধারণ ভাবে সকল আনসারকে ডাক দিয়াছিলেন। শেষ দিকে তিনি বিশেষভাবে খাযরাজ গোত্রের আনসারকে ডাক দিয়াছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে, খাযরাজ গোত্রের লোকেরা রণ-ক্ষেত্রে থাকিত অত্যন্ত অবিচল ও অনড়। যাহা হউক নবী করীম (সা.) স্বীয় বাহন হইতে রণক্ষেত্রের দিকে তাকাইয়া বলিলেন– এখন যুদ্ধ প্রচণ্ড রূপ ধারণ করিয়াছে। রাবী বলেন– আল্লাহ্‌র কসম! মুসলমানগণ ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িবার পর যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়া গেল। অল্পক্ষণের মধ্যে শত্রু বাহিনীর বিপুলসংখ্যক লোক বন্দী অবস্থায় নবী করীম (সা.)-এর সম্মুখে আনীত হইল। এইরূপে আল্লাহ্‌ তা'আলা মুসলমানদের হাতে একদল কাফিরকে নিহত এবং একদল কাফিরকে বন্দী করিলেন। আর তিনি তাহাদের ধন-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততিকে মুসলমানদের জন্যে গনীমত হিসাবে তাহাদের অধিকারে আনিলেন।

বুখারী ও মুসলিমে আবূ ইসহাক হইতে এই সনদে বর্ণিত রহিয়াছে। তিনি বলেন– একদা জনৈক ব্যক্তি বারা ইব্‌ন আযিব (রা.)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিল হে আবূ উমারা! হুনায়েনের যুদ্ধের দিন কি আপনারা নবী করীম (সা.)- কে ছাড়িয়া গিয়াছিলেন ? বারা ইব্‌ন আযিব (রা.) বলিলেন– আমরা সত্যই নবী করীম (সা.)-কে ছাড়িয়া পালাইয়া গিয়াছিলাম ; কিন্তু নবী করীম (স.) পালান নাই। বারা ইব্‌ন আযিব (রা.) বলিলেন – হাওয়াযিন গোত্র ছিল তীর নিক্ষেপে সুনিপুণ। আমরা তাহাদের উপর প্রচণ্ডরূপে আক্রমণ চালাইলে তাহারা পরাজিত হইয়া হটিয়া গেল। ইহাতে মুসলমানগণ গনীমতের মাল সংগ্রহ করিতে লিপ্ত হইল। এই সুযোগে তাহারা তীর-ধনুক লইয়া আমাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। ইহাতে আমরা পরাজিত হইলাম। এই সময়ে আমি নবী করীম (সা.)-কে যুদ্ধ করিতে করিতে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি ঃ

انا النبى لا كذب * انا ابن عبد المطلب

"আমি সত্য নবী আমি মিথ্যাবাদী নহি। আমি আবদুল মুত্তালিবের উত্তর পুরুষ।"

নবী করীম (সা.) নির্বিকার ভাবে যুদ্ধ করিয়া যাইতেছিলেন এবং উক্ত ছন্দোবদ্ধ কথাগুলি আবৃত্তি করিয়া যাইতেছিলেন। এই সময়ে আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব তাঁহার বাহন সাদা রং এর খচ্চরটির লাগাম ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রশ্নকারী রাবী বলেন– আমি বারা ইব্‌ন আযিব (রা.)-কে বলিলাম– নবী করীম (সা.)-এর সেনাদল তাঁহার নিকট হইতে দূরে চলিয়া যাইবার পর নবী করীম (সা.)-এর উপর যে বিপদ দেখা দিয়াছিল, সেই বিপদের মুখে তাঁহার মুখে ছন্দোবদ্ধ কথা উচ্চারিত হওয়া প্রমাণ করে যে, নবী করীম (সা.) চরম বীরত্ব, সাহসিকতা ও দৃঢ়-চিত্ততার অধিকারী ছিলেন। আরেকটি বিষয়ও নবী করীম (সা.)-এর চরম বীরত্বের প্রমাণ বহন করে। উহা এই যে, নবী করীম (সা.) একটি সাধারণ বাহন খচ্চরের পিঠে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন ; খচ্চর কোন দ্রুতগামী পশু নহে। প্রয়োজনের সময়ে উহা দ্রুত বেগে পলায়নও করিতে পারে না। এতদ্‌সত্ত্বেও নবী করীম (সা.) সেই বিপদের সময়ে স্বীয় বাহন খচ্চরকে সম্মুখের শত্রুদের দিকে আগাইয়া লইয়া গিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিলেন। ইহা ও নবী করীম (সা.)-এর চরম বীরত্বও সাহসিকতার প্রমাণ বহন করে। আরেকটি বিষয় ও নবী করীম (সা.)-এর চরম বীরত্বও সাহসিকতার প্রমাণ বহন করে। সেই বিপদের মধ্যে নবী করীম (সা.) নিজের নাম উচ্চারণ করিয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান করিতেছিলেন। ইহা ছিল বিরাট ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। কারণ, শত্রু-বাহিনীর যাহারা নবী করীম (সা.)-কে চিনিত না, ইহার ফলে তাহারা তাঁহাকে চিনিয়া ফেলিয়াছিল। এইরূপে তিনি তখন শত্রু-বাহিনীর লোকদের প্রধান্ লক্ষ্যস্থলে পরিণত হইয়াছিলেন। ফলে নবী করীম (সা.)-এর উক্ত আত্ম-পরিচয় প্রদান করাও তাঁহার চরম বীরত্ব ও সাহসিকতার প্রমাণ বহন করে। বস্তুত নবী করীম (সা.) ছিলেন আল্লাহ্‌ তা'আলার উপর সম্পূর্ণ আস্থাশীল। তিনি নিশ্চিতরূপে জানিতেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা নিশ্চয় তাঁহার রাসূলকে সাহায্য করিবেন, তাঁহার রাসূলের রিসালাতকে পূর্ণ করিবেন এবং তাঁহার সত্যদীনকে সকল বাতিল দীনের উপর বিজয়ী করিবেন। কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্‌র রহমত ও শান্তি তাঁহার নবীর প্রতি বর্ষিত হইতে থাকুক!

ثُمَّ أَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা নিজের তরফ হইতে স্বীয় রাসূল এবং তাহার সঙ্গী মু'মিনগণের উপর প্রশান্তি এবং দৃঢ়তা নাযিল করিলেন।

وَأَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا অর্থাৎ আর তিনি এমন কতগুলি সেনাদল নাযিল করিলেন– যাহাদিগকে তোমরা দেখ নাই।

এই অবস্থা দেখিয়া আব্বাস (রা.)-কে আদেশ করিলেন– 'হে আব্বাস! তুমি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলো– হে আনসারগণ! হে বাবলা গাছের নীচে শপথকারীগণ!' আব্বাস (রা.) তাহাই করিলেন। ইহাতে পলায়নপর মুসলমানগণ সাড়া দিয়া বলিতে লাগিলেন– আমরা উপস্থিত হইয়াছি। আমরা উপস্থিত হইয়াছি। এই সময়ে এমন ঘটনাও ঘটিল যে, কোন পলায়নপর মুসলমান ফিরিয়া আসিতে চাহিয়া দেখিলেন– তাহার উট যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে ফিরিতে চাহিতেছে না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বীয় লৌহ বর্মটি গলায় ঝুলাইয়া এবং স্বীয় তরবারিও ধনুকটি হাতে লইয়া উট হইতে নামিয়া পদাতিক সৈনিক হিসাবে আব্বাস (রা.)-এর আওয়াযের স্থানের দিকে ছুটিতে লাগিলেন। যাহা হউক, পলায়নপর মুসলমানদের মধ্য হইতে একশত লোক নবী করীম (সা.)-এর চতুষ্পার্শ্বে সমবেত হইলেন। তাহারা শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে আবার যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। প্রথমদিকে আব্বাস (রা.) সাধারণ ভাবে সকল আনসারকে ডাক দিয়াছিলেন। শেষ দিকে তিনি বিশেষভাবে খাযরাজ গোত্রের আনসারকে ডাক দিয়াছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে, খাযরাজ গোত্রের লোকেরা রণ-ক্ষেত্রে থাকিত অত্যন্ত অবিচল ও অনড়। যাহা হউক নবী করীম (সা.) স্বীয় বাহন হইতে রণক্ষেত্রের দিকে তাকাইয়া বলিলেন– এখন যুদ্ধ প্রচণ্ড রূপ ধারণ করিয়াছে। রাবী বলেন– আল্লাহ্‌র কসম! মুসলমানগণ ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িবার পর যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়া গেল। অল্পক্ষণের মধ্যে শত্রু বাহিনীর বিপুলসংখ্যক লোক বন্দী অবস্থায় নবী করীম (সা.)-এর সম্মুখে আনীত হইল। এইরূপে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের হাতে একদল কাফিরকে নিহত এবং একদল কাফিরকে বন্দী করিলেন। আর তিনি তাহাদের ধন-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততিকে মুসলমানদের জন্যে গনীমত হিসাবে তাহাদের অধিকারে আনিলেন।

বুখারী ও মুসলিমে আবূ ইসহাক হইতে এই সনদে বর্ণিত রহিয়াছে। তিনি বলেন– একদা জনৈক ব্যক্তি বারা ইব্‌ন আযিব (রা.)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিল হে আবূ উমারা! হুনায়েনের যুদ্ধের দিন কি আপনারা নবী করীম (সা.)- কে ছাড়িয়া গিয়াছিলেন ? বারা ইব্‌ন আযিব (রা.) বলিলেন– আমরা সত্যই নবী করীম (সা.)-কে ছাড়িয়া পালাইয়া গিয়াছিলাম ; কিন্তু নবী করীম (স.) পালান নাই। বারা ইব্‌ন আযিব (রা.) বলিলেন – হাওয়াযিন গোত্র ছিল তীর নিক্ষেপে সুনিপুণ। আমরা তাহাদের উপর প্রচণ্ডরূপে আক্রমণ চালাইলে তাহারা পরাজিত হইয়া হটিয়া গেল। ইহাতে মুসলমানগণ গনীমতের মাল সংগ্রহ করিতে লিপ্ত হইল। এই সুযোগে তাহারা তীর-ধনুক লইয়া আমাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। ইহাতে আমরা পরাজিত হইলাম। এই সময়ে আমি নবী করীম (সা.)-কে যুদ্ধ করিতে করিতে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি ঃ

انا النبي لا كذب * انا ابن عبد المطلب

"আমি সত্য নবী আমি মিথ্যাবাদী নহি। আমি আবদুল মুত্তালিবের উত্তর পুরুষ।"

নবী করীম (সা.) নির্বিকার ভাবে যুদ্ধ করিয়া যাইতেছিলেন এবং উক্ত ছন্দোবদ্ধ কথাগুলি আবৃত্তি করিয়া যাইতেছিলেন। এই সময়ে আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব তাঁহার বাহন সাদা রং এর খচ্চরটির লাগাম ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রশ্নকারী রাবী বলেন– আমি বারা ইব্‌ন আযিব (রা.)-কে বলিলাম– নবী করীম (সা.)-এর সেনাদল তাঁহার নিকট হইতে দূরে চলিয়া যাইবার পর নবী করীম (সা.)-এর উপর যে বিপদ দেখা দিয়াছিল, সেই বিপদের মুখে তাঁহার মুখে ছন্দোবদ্ধ কথা উচ্চারিত হওয়া প্রমাণ করে যে, নবী করীম (সা.) চরম বীরত্ব, সাহসিকতা ও দৃঢ়-চিত্ততার অধিকারী ছিলেন। আরেকটি বিষয়ও নবী করীম (সা.)-এর চরম বীরত্বের প্রমাণ বহন করে। উহা এই যে, নবী করীম (সা.) একটি সাধারণ বাহন খচ্চরের পিঠে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন। খচ্চর কোন দ্রুতগামী পশু নহে। প্রয়োজনের সময়ে উহা দ্রুত বেগে পলায়নও করিতে পারে না। এতদ্‌সত্ত্বেও নবী করীম (সা.) সেই বিপদের সময়ে স্বীয় বাহন খচ্চরকে সম্মুখের শত্রুদের দিকে আগাইয়া লইয়া গিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিলেন। ইহা ও নবী করীম (সা.)-এর চরম বীরত্বও সাহসিকতার প্রমাণ বহন করে। আরেকটি বিষয় ও নবী করীম (সা.)-এর চরম বীরত্বও সাহসিকতার প্রমাণ বহন করে। সেই বিপদের মধ্যে নবী করীম (সা.) নিজের নাম উচ্চারণ করিয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান করিতেছিলেন। ইহা ছিল বিরাট ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। কারণ, শত্রু-বাহিনীর যাহারা নবী করীম (সা.)-কে চিনিত না, ইহার ফলে তাহারা তাঁহাকে চিনিয়া ফেলিয়াছিল। এইরূপে তিনি তখন শত্রু-বাহিনীর লোকদের প্রধান্ লক্ষ্যস্থলে পরিণত হইয়াছিলেন। ফলে নবী করীম (সা.)-এর উক্ত আত্ম-পরিচয় প্রদান করাও তাঁহার চরম বীরত্ব ও সাহসিকতার প্রমাণ বহন করে। বস্তুত নবী করীম (সা.) ছিলেন আল্লাহ্ তা'আলার উপর সম্পূর্ণ আস্থাশীল। তিনি নিশ্চিতরূপে জানিতেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা নিশ্চয় তাঁহার রাসূলকে সাহায্য করিবেন, তাঁহার রাসূলের রিসালাতকে পূর্ণ করিবেন এবং তাঁহার সত্যদীনকে সকল বাতিল দীনের উপর বিজয়ী করিবেন। কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্‌র রহমত ও শান্তি তাঁহার নবীর প্রতি বর্ষিত হইতে থাকুক!

ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা নিজের তরফ হইতে স্বীয় রাসূল এবং তাহার সঙ্গী মু'মিনগণের উপর প্রশান্তি এবং দৃঢ়তা নাযিল করিলেন।

وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا অর্থাৎ আর তিনি এমন কতগুলি সেনাদল নাযিল করিলেন– যাহাদিগকে তোমরা দেখ নাই।

উক্ত লোকসংখ্যা উল্লেখিত অপূর্ব লোকগুলি ছিল মু'মিনদের সাহায্যার্থে আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক আসমান হইতে আগমনকৃত ফেরেশতাগণ।

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্‌ন জারীর (র.) — — ——ইব্‌ন মুরজুফের গোলাম আবদুর রহমান হইতে অন্য রাবীর সনদে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন– মুশরিকদের পক্ষে থাকিয়া হুনায়নের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছি– এইরূপ এক ব্যক্তি আমার নিকট এই বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন ঃ হুনায়নের যুদ্ধের দিনে মুসলিম বাহিনী এবং আমরা পরস্পরের বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হইবার পর মুসলিম বাহিনী একটি বকরী দোহাইবার জন্যে যে সামান্য সময়ের দরকার হয়, ততটুকু সময়ও আমাদের সামনে টিকিতে পারিল না। আমরা তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া তাড়াইয়া দিতে দিতে এক সময়ে সাদা খচ্চরের উপর উপবিষ্ট একজন মুসলিম যোদ্ধার নিকট পৌঁছাইলাম।

এই যোদ্ধা পুরুষটি ছিলেন আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)। আমরা তাঁহার নিকট পৌঁছিয়া তাহার পার্শ্বে শুভ্র-বস্ত্র পরিহিত সুদর্শন একদল লোক দেখিতে পাইলাম। তাহারা আমাদিগকে বলিল– মুখমণ্ডলসমূহ মলিন ও বিষণ্ন হউক। তোমরা ফিরিয়া যাও। অতঃপর আমরা পরাজিত হইলাম। তাহারা আমাদের কাঁধে সওয়ার হইল। আর তাহারা যাহা কামনা করিয়াছিল, তাহা-ই ঘটিয়া গেল। আমাদের মুখমণ্ডলসমূহ মলিন ও বিষণ্ন হইল।

হাফিজ আবূ বকর বায়হাকী (র.)— — ——হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ হুনায়েনের যুদ্ধে আমি অংশ গ্রহণ করিয়াছিলাম। অনুর্ধ্ব আশিজন মুহাজির ও আনসার ছাড়া অন্য সকলেই নবী করীম (সা.)-কে ছাড়িয়া পলায়ন করিল। যাহারা নবী করীম (সা.)-কে ছাড়িয়া যায় নাই, আমি তাহাদের একজন ছিলাম। আমরা এই কয়জন নবী করীম (সা.)-এর পার্শ্বে থাকিয়া যুদ্ধ চালাইয়া যাইতেছিলাম। এই সকল লোকের উপর-ই আল্লাহ্ তা'আলা প্রশান্তি, ধৈর্য ও দৃঢ়তা নাযিল করিয়াছিলেন। নবী করীম (সা.) একটি সাদা খচ্চরের পিঠে সওয়ার হইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন। তিনি ধীর গতিতে সম্মুখে অগ্রসর হইতেছিলেন। এক সময়ে তাঁহার বাহনটি একদিকে ঘুরিয়া গেল। ইহাতে তিনি নীচের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। আমি বলিলাম– হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মাথা উঁচু করেন। আল্লাহ্ আপনার মাথা উঁচু রাখুন! তিনি বলিলে ঃ আমার হাতে এক মুঠা ধূলামাটি দাও তো। আমি তাঁহার হাতে এক মুঠা ধূলা-মাটি দিলাম। তিনি উহা শত্রু বাহিনীর লোকদের মুখে নিক্ষেপ করিলেন। ইহাতে তাহাদের চোখ ধূলায় ভরিয়া গেল। তিনি বলিলেন– মুহাজির ও আনসারগণ কোথায় ? আমি বলিলাম– তাহারা ওখানে আছে। তিনি বলিলেন– তাহাদিগকে ডাকিয়া এদিকে আসিতে বলো। আমি তাহাদিগকে ডাকিয়া নবী করীম (সা.)-এর নিকট আসিতে বলিলাম। তাহারা ফিরিয়া আসিল। অতঃপর তাহাদের তরবারি বিদ্যুতের ন্যায় চমকাইয়া মুশরিকদের উপর পড়িতে লাগিল। মুশরিকগণ পরাজিত হইয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল।

উক্ত রিওয়ায়েত ইমাম আহমদও উপরোক্ত রাবী আফ্‌ফান হইতে উপরোক্ত অভিন্ন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

ওয়ালীদ ইব্‌ন মুসলিম (র.) — — ——শায়বা ইব্‌ন উছমান (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেনঃ হুনায়েনের যুদ্ধের দিনে আমি দেখিলাম– রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবীগণ তাঁহার চতুষ্পার্শ্ব হইতে সরিয়া গিয়াছে। এই সময়ে আমার মনে আমার পিতা ও চাচার নিহত হইবার স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। বদরের যুদ্ধে আলী এবং হামযা এই দুইজনে আমার পিতা ও চাচাকে হত্যা করিয়াছিল। ভাবিলাম– আজ মুহাম্মদের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে আক্রমণ করিবার জন্যে তাঁহার ডান দিকে অগ্রসর হইলাম। দেখিলাম, সেদিকে আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাহার পরিধানে একটি সাদা লৌহ বর্ম রহিয়াছে। উহা যেন রৌপ্য নির্মিত। উহার উপর ধূলি-কণা স্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে। ভাবিলাম– সে হইতেছে মুহাম্মদের চাচা। সে কোনক্রমে নিজের ভাতিজাকে লাঞ্ছিত হইতে দিবে না। এই ভাবিয়া আমি সেদিক হইতে ফিরিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাম দিকে অগ্রসর হইলাম। দেখিলাম সে দিকে আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ভাবিলাম সে হইতেছে মুহাম্মদের চাচাতো ভাই। সে কোনক্রমে নিজের চাচাতো ভাইকে লাঞ্ছিত হইতে দিবে না। এই ভাবিয়া আমি সেদিক হইতে ফিরিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পিছন দিক দিয়া অগ্রসর হইলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উপর তরবারি আঘাত হানব– এমন সময়ে দেখি আমার ও তাঁহার মাঝে বিদ্যুতের ন্যায় এক ঝলক আগুন আসিয়া উপস্থিত। আমার ভয় হইল উহা আমাকে থাপ্পড় মারিবে। আমি চোখের উপর হাত রাখিয়া পিছনে হটিয়া আসিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন– হে শায়বা! হে শায়বা! নিকটে আসো। হে আল্লাহ্! তুমি তাহার নিকট হইতে শয়তানকে দূর করিয়া দাও। আমি চোখ তুলিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দিকে তাকাইলাম। তখন তিনি আমার নিকট আমার চক্ষু-কর্ণ অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় বিবেচিত হইলেন। তিনি বলিলেন– হে শায়বা! কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো।

উক্ত রিওয়ায়েতটি ইমাম বায়হাকী উপরোক্ত রাবী ওয়ালীদ হইতে উপরোক্ত অভিন্ন বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বায়হাকী (র.) — — ——শায়বা ইব্‌ন উছমান (রা.) হইতে অন্য এক সনদে ও বর্ণনা করিয়াছেন উক্ত বর্ণনায় শায়বা ইব্‌ন উছমান (রা.) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পক্ষে হুনায়েনের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করিয়াছিলাম। আমার গৃহ ত্যাগ করিবার কারণ এই ছিল না যে, আমি ইসলামকে বুঝিতাম এবং ভালবাসিতাম। প্রকৃত পক্ষে তখন আমি ইসলামকে বুঝিতামও না এবং ভালবাসিতামও না। তবে হাওয়াযিন গোত্র কুরায়েশ গোত্রের উপর বিজয়ী হইবে ইহা

ছিল আমার নিকট অসহনীয়। এই কারণেই আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পক্ষে হুনায়েনের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে গৃহ ত্যাগ করিয়াছিলাম। যুদ্ধ ক্ষেত্রে এক সময়ে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকটে ছিলাম। এই সময়ে তাঁহাকে বলিলাম– হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি সাদা কালো ডোরা বিশিষ্ট একদল ঘোড়া দেখিতেছি। তিনি বলিলেন– হে শায়বা! কাফির ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেহ উহাদিগকে দেখিতে পারে না। এই বলিয়া তিনি আমার বুকে মৃদু চপেটাঘাত করিলেন। অতঃপর বলিলেন– হে আল্লাহ্! তুমি শায়বাকে হিদায়েত করো। পুনরায় তিনি আমার বুকে মৃদু চপেটাঘাত করিলেন। অতঃপর বলিলেন– হে আল্লাহ্! তুমি শায়বাকে হিদায়েত করো। পুনরায় তিনি আমার বুকে মৃদু চপেটাঘাত করিলেন। অতঃপর বলিলেন– হে আল্লাহ্! তুমি শায়বাকে হিদায়েত করো। আল্লাহ্‌র কসম! তৃতীয়বার তিনি আমার বুক হইতে হাত উঠাইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমার অন্তরে সৃষ্টির মধ্যে অধিকতম প্রিয় বলিয়া অনুভূত হইলেন। অতঃপর রাবী শায়বা ইব্‌ন উছমান উভয়পক্ষের যুদ্ধের অবতীর্ণ হইবার ঘটনা, যুদ্ধ প্রথমদিকে মুসলমানদের পরাজিত হইবার ঘটনা, ফিরিয়া আসিয়া নবী করীম (সা.)-কে সাহায্য করিবার জন্যে পলায়নপর মুসলমানদিগকে আব্বাস (রা.)-এর উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান জানাইবার ঘটনা এবং অবশেষে মুশরিক বাহিনীর শোচনীয় ভাবে পরাজিত হইবার ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র.)– – – –যুবায়ের ইব্‌ন মুতইম (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন– হুনায়েনের যুদ্ধের দিনে আমরা নবী করীম (সা.)-এর সঙ্গে থাকিয়া যুদ্ধ করিতেছিলাম। যুদ্ধ চলাকালে আমি দেখিলাম– পাড় বিশিষ্ট কাপড়ের ন্যায় একটি বস্তু আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়া মুসলিম বাহিনী ও মুশরিক বাহিনীর মাঝে স্থান গ্রহণ করিল। সঙ্গে সঙ্গে দেখিলাম– বিপুল পরিমাণ পিপীলিকা সমগ্র হুনায়েন উপত্যকাকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। অতঃপর অবিলম্বে মুশরিক বাহিনী পরাজিত হইল। আমাদের মনে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না যে, তাহারা ছিলেন– মুসলমানদের সাহায্যের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে অবতীর্ণ ফেরেশতা।"

সাঈদ ইব্‌ন সায়েব ইব্‌ন ইয়াসার তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সায়েব ইব্‌ন ইয়াসার বলেন ঃ ইয়াযীদ ইব্‌ন আমের সাওয়াঈ হুনায়েনের যুদ্ধে মুশরিক বাহিনীতে থাকিয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে অবশ্য তিনি মুসলমান হইয়া গিয়াছিলেন। হুনায়েনের যুদ্ধে আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের অন্তরে যে ভয় ও আতঙ্ক আনিয়া দিয়াছিলেন, আমরা তাহার নিকট তৎ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি একখণ্ড পাথর লইয়া উহা তামার পাত্রে নিক্ষেপ করিতেন। ইহাতে পাত্রটি বাজিয়া উঠিত। অতঃপর তিনি বলিতেন–হুনায়েনের যুদ্ধে আমরা আমাদের পেটের মধ্যে এইরূপ শব্দ অনুভব করিতেছিলাম। ইয়াযীদ ইব্‌ন ওসায়েদ

কর্তৃক বর্ণিত উক্ত রিওয়ায়েতের অনুরূপ একটি রিওয়ায়েত ইতিপূর্বে আলোচ্য আয়াতত্রয়ের অধীনে উল্লেখিত হইয়াছে। আল্লাহ্ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

ইমাম মুসলিম (র.)– – – –আবূ হুরায়রা (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন– নবী করীম (সা.) বলিয়াছেন– আল্লাহ্ তা'আলা শত্রুর অন্তরে আমার পক্ষ হইতে ভয় ও আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়া দিয়া আমাকে সাহায্য করিয়া থাকেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে ব্যাপক বিষয় অল্প কথায় প্রকাশ করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। (মূল হাদীছটি এই ঃ

نصرت بالرعب واوتيت جوامع الكلم

উক্ত হাদীছে যে ভয় ও আতঙ্কের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, হুনায়েনের যুদ্ধে আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের অন্তরে সেই ভয় ও আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়া দিয়া ও নবী করীম (সা.)-কে সাহায্য করিয়াছিলেন। উহাও মুশরিকদের পরাজয়ের অন্যতম কারণ ছিল।

ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ-

অর্থাৎ অতঃপর আল্লাহ্ যাহাকে চাহিবেন, তাহার তওবা কবূল করিবেন। আর আল্লাহ্ হইতেছেন– ক্ষমাশীল ও কৃপাময়।

বস্তুত হুনায়েনের যুদ্ধে হাওয়াযিন গোত্রের যে সকল লোক পালাইয়া গিয়াছিল, তাহারা মক্কার নিকটবর্তী জি'রানা নামক স্থানে আসিয়া নবী করীম (সা.)-এর সহিত মিলিত হইয়াছিল এবং ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের তওবা কবূল করিয়াছিলেন। উক্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল যুদ্ধ শেষ হইবার আনুমানিক বিশ দিন পর। নবী করীম (সা.) তাহাদিগকে তাহাদের দলের যুদ্ধ-বন্দীগণ এবং গনীমতের মাল এই দুইটির যে কোন একটিকে গ্রহণ করিবার অধিকার দিয়াছিলেন। তাহারা তাহাদের দলের যুদ্ধ বন্দীদিগকেই গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের দলের যুদ্ধ বন্দীর সংখ্যা ছিল ছয় হাযার। উহাদের মধ্যে নারী এবং শিশুও ছিল। নবী করীম (সা.) যুদ্ধ বন্দীদিগকে তাহাদের নিকট ফিরাইয়া দিলেন এবং গনীমতের মাল মুসলিম মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলেন।

নও মুসলিমদিগকে তিনি উপহার হিসাবে বিপুল পরিমাণ মাল দান করিলেন– যাহাতে তাহাদের অন্তর ইসলামের প্রতি অধিকতর পরিমাণে আকৃষ্ট হয়। নবী করীম (সা.) তাহাদের কোন কোন লোককে একশত করিয়া উট দান করিলেন।

নবী করীম (সা.) যাহাদিগকে এক শত করিয়া উট দান করিয়াছেন, তাহাদের সেনাপতি মালিক ইব্‌ন আওফ নাযারী তাহাদের অন্যতম ছিলেন। নবী করীম (সা.) তাহাকে তাহাদের গোত্রের লোকদের নেতা নিযুক্ত করিলেন।

ইতিপূর্বেও তিনি স্বীয় গোত্রের নেতা ছিলেন। মালিক ইব্‌ন আওফ নাযারী নবী

করীম (সা.)-এর বীরত্ব, সাহসিকতা, দৃঢ়চিত্ততা, উদারতা, মহানুভবতা ও বদান্যতা দেখিয়া বিস্ময়াভিভূত হইয়া গেলেন। তিনি নবী করীম (সা.)-এর প্রশংসায় একটি কবিতাগাথা রচনা করিলেন। নিম্নে উহার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হইল ঃ

ما ان رأيت ولا سمعت بمثله * فى الناس كلهم بمثل محمد -
او فى واعطى للجزيل اذا اجتدى * ومتى يشاء يخبرك عما فى غد -
واذا الكتيبة عردت انيابها * بالسمهرى وضرب كل مهند -
فكانه ليث على اشباله * وسط المباءة خادر فى مرصد -

"সমগ্র মানবজাতির মধ্যে আমি মুহাম্মদের ন্যায় মহান কোন ব্যক্তিকে দেখিও নাই, তাহার ন্যায় মহান কোন ব্যক্তির কথা শুনিও নাই। তাঁহার নিকট কেহ দান প্রার্থনা করিলে তিনি তাহাকে বিপুল পরিমাণ ধন-দৌলত দান করিয়া থাকেন। তিনি চাহিলেই আগামীকাল কী ঘটিবে তাহা তোমাকে বলিয়া দিতে পারেন। যুদ্ধ ক্ষেত্রে যোদ্ধাদের বাহন উটগুলি যখন বর্শা ও তীক্ষ্ণ ধার তরবারির আঘাতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, তখন মুহাম্মদ তাঁহার ব্যাঘ্র-সদৃশ প্রতিপক্ষের প্রতি সিংহ সদৃশ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া থাকেন। যুদ্ধের সময়ে তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থলে থাকিয়া যুদ্ধ করিয়া থাকেন। যুদ্ধের সময়ে তিনি যেন শত্রুর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্যে ওঁৎপাতিয়া থাকা সিংহ।

(٢٨) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ۚ وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖٓ اِنْ شَآءَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٨﴾

(٢٩) قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ﴿٢٩﴾

২৮. হে মু'মিনগণ! মুশরিকরা তো অপবিত্র, সুতরাং এই বৎসরের পর তাহারা যেন মাসজিদুল হারামের নিকট না আসে। যদি তোমরা দারিদ্র্যের আশংকা কর তবে জানিয়া রাখ, আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তাঁহার নিজ করুণায় তোমাদিগকে অভাবমুক্ত করিতে পারেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।

২৯. যাহাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহে ঈমান আনে না ও পরকালেও নহে এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল যাহা নিষিদ্ধ করিয়াছেন তাহা নিষিদ্ধ করে না এবং সত্য দীন অনুসরণ করে না, তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে, যে পর্যন্ত না তাহারা নত হইয়া স্বহস্তে জিযিয়া দেয়।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা দৈহিক ও আত্মিক উভয় দিক দিয়া পবিত্র মু'মিনদিগকে আদেশ করিতেছেন যেহেতু মুশরিকদের আত্মা হইতেছে অপবিত্র; তাহারা বাতিল দীনের অনুসারী; অতএব, তাহাদিগকে আর মাসজিদুল-হারামে প্রবেশ করিতে দিও না।

মাসজিদুল-হারামে মুশরিকদের আগমন বন্ধ হইয়া যাইবার ফলে মুসলমানদের যে আর্থিক ক্ষতি হইবে, তৎসম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন– আল্লাহ্ তা'আলা অন্য পথে তোমাদিগকে অভাব-মুক্ত করিয়া দিবেন। তিনি প্রজ্ঞাময় ও সূক্ষ্মজ্ঞানী। তিনি ভালরূপে জানেন– কাহাদের বিষয়ে কখন কীরূপ বিধান প্রবর্তন করিতে হইবে। দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদিগকে আদেশ দিতেছেন– আহলে-কিতাব জাতিসমূহ লাঞ্ছিত অবস্থায় তোমাদিগকে জিযয়া কর না দেওয়া পর্যন্ত তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো।

আলোচ্য আয়াত দুইটি হিজরী নবম সনে অবতীর্ণ হইয়াছিল। প্রথম আয়াতের নির্দেশ অনুসারে নবী করীম (সা.) সেই বৎসরই আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-কে হজ্জে পাঠাইবার পর আলী (রা.)-কে মুশরিকদের মধ্যে এই ঘোষণা প্রচার করিবার জন্যে পবিত্র মক্কায় পাঠাইলেন যে, এখন হইতে আর কেহ উলঙ্গ অবস্থায় কা'বা ঘর তওয়াফ করিতে পারিবে না এবং আগামী বৎসর হইতে আর কোন মুশরিক হজ্জ করিতে পারিবে না। আলী (রা.) পবিত্র মক্কায় তাহাদের মধ্যে উক্ত ঘোষণা প্রচার করিলেন। অতঃপর আর কোন মুশরিক উলঙ্গ অবস্থায় কা'বা ঘর তওয়াফ করে নাই এবং পরবর্তী বৎসরে আর কোন মুশরিক হজ্জ করিতে আসে নাই। এইরূপে মুশরিকদের বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত উপরোক্ত বিধান বাস্তবায়িত হইল। তাহাদের মধ্য হইতে দলে দলে লোকদের ইসলাম গ্রহণ করিবার পর দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম আহলে কিতাব জাতিসমূহের (ইয়াহূদী ও খৃস্টান জাতিদ্বয়ের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্যে মুসলমানদিগকে আদেশ দিয়াছেন। উক্ত আদেশ অনুসারে হিজরী নবম সনে নবী করীম (সা.) রোমক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়াছিলেন। হিজরী নবম সনে এই আয়াত নাযিল হইবার পর সেই বৎসরই নবী করীম (সা.) মদীনা ও উহার চতুষ্পার্শ্বস্থ মুসলিম গোত্রসমূহের মধ্যে ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, তিনি এই বৎসরই রোমক সাম্রাজের অধীন সিরিয়ার বিরুদ্ধে অভিযানে বাহির হইবেন। ঘোষণা অনুসারে ন্যূনাধিক ত্রিশ সহস্র মুসলিম যোদ্ধা নবী করীম (সা.)-এর সহিত অভিযানে অংশ গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে সমবেত হইল। মদীনা ও উহার চতুষ্পার্শ্বস্থ মুনাফিকগণ এবং কিছু সংখ্যক মুসলমান এই অভিযানে অংশ গ্রহণ করা হইতে বিরত রহিল। বৎসরটি ছিল অনাবৃষ্টি জনিত দুর্ভিক্ষের বৎসর এবং সময়টি ছিল প্রচণ্ড গরমের সময়। নবী করীম (সা.) মুসলিম বাহিনীকে লইয়া সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন। তাবূক নামক স্থানে পৌঁছিয়া নবী করীম (সা.) এখানে প্রায় বিশ দিন অবস্থান করিলেন। অতঃপর মুসলমানদের

দৈহিক দুর্বলতা ও অক্ষমতা দেখিয়া ফিরিয়া আসিবার জন্যে তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ইসতিখারা কোন বিষয়ে কল্যাণ কর পথের নির্দেশ চাহিয়া আল্লাহ্র নিকট দু'আ করা।) করিলেন। আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে পথ -নির্দেশ লাভ করিবার পর নবী করীম (সা.) আর অগ্রসর না হইয়া তাবূক হইতেই মদীনায় ফিরিয়া আসিলেন। এতদসম্পর্কিত বিশদ বর্ণনা শীঘ্রই আসিতেছে।

اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ـ

—মুশরিকগণ হইতেছে অপবিত্র; অতএব এই বৎসর পর তাহারা যেন মাসজিদুল হারামের নিকটে না আসে।

আবদুর রায্যাক (র.)— — ——জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) বলেন ঃ মুশরিকগণ মাসজিদুল হারামের নিকটে আসিতে পারিবে না; কিন্তু মুশরিক গোলাম এবং মুশরিক যিম্মী মাসজিদুল হারামে আগমন করিতে পারিবে। উক্ত রিওয়ায়েতটি স্বয়ং নবী করীম (সা.)-এর বাণী (حديث مرفوع) হিসাবেও বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র.)— — ——জাবির (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেনঃ নবী করীম (সা.) বলিয়াছেন— এই বৎসর পর কোন মুশরিক আমাদের মসজিদে প্রবেশ করিতে পারিবে না; কিন্তু যিম্মী মুশরিকগণ এবং তাহাদের মুশরিক গোলামগণ উহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে। উক্ত রিওয়ায়েতকে ইমাম আহমদ ভিন্ন অন্য কেহ স্বয়ং নবী করীম (সা.)-এর বাণী হিসাবে বর্ণনা করেন নাই। যে সনদে উহা জাবির (রা.)-এর নিজস্ব উক্তি (حديث موقوف) হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে, সেই সনদ অধিকতর সহীহ্।

ইমাম আবূ আমর আওযাঈ (র.) বলেন ঃ উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র.) প্রাদেশিক শাসনকর্তাদিগকে লিখিতভাবে নিষেধ করিয়াছিলেন— তোমরা ইয়াহূদী ও নাসারা জাতিদ্বয়ের লোকদিগকে মুসলমানদের মসজিদসমূহে প্রবেশ করিতে দিও না। তিনি উক্ত নিষেধ-সম্বলিত বাক্যের পর কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াত উদ্ধৃত করিয়াছিলেন ঃ (اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ ـ) —।

আতা (র.) বলেনঃ সমগ্র হারাম শরীফই হইতেছে মাসজিদ; কারণ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ - অর্থাৎ তাহারা যেন মাসজিদুল হারামের এর নিকটে না আসে।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুশরিক ব্যক্তি অপবিত্র। সহীহ্ হাদীছে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ নবী করীম (সা.) বলিয়াছেন— মু'মিন ব্যক্তি অপবিত্র হয় না।

মুশরিক ব্যক্তির আত্মা যে অপবিত্র, উহা স্পষ্ট; কারণ, সে বাতিল ও অপবিত্র দীনের অনুসারী। মুশরিক ব্যক্তির দেহ অপবিত্র কিনা সে বিষয়ে ফকীহ্গণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। অধিকাংশ ফকীহ্ বলেন – মুশরিক ব্যক্তির দেহ অপবিত্র নহে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা আহলে কিতাব জাতিসমূহের খাদ্যকে মুসলমানদের জন্যে হালাল করিয়াছেন। জাহিরী সম্প্রদায়ের কেহ কেহ বলেন— মুশরিক ব্যক্তির দেহ ও অপবিত্র। হাসান বসরী হইতে আশআছ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন ঃ মুশরিক ব্যক্তির সহিত কেহ করমর্দন করিলে সে যেন উযূ করে। ইমাম ইব্ন জারীর (র.) হাসান বসরী হইতে এই অভিমত বর্ণনা করিয়াছেন।

وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ اِنْ شَاءَ ـ

—আর যদি তোমরা অভাবে পড়িবার আশংকা কর, তবে আল্লাহ্ চাহেন তো তিনি স্বীয় রহমাত দ্বারা তোমাদের অভাব দূর করিয়া দিবেন।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র.) বলেন ঃ মাসজিদুল-হারামে মুশরিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষিত হইবার পর একদল মুসলমান বলিল— ইহার ফলে আমাদের বাজারসমূহ অচল হইয়া যাইবে, আমাদের তিজারত ও ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হইয়া যাইবে এবং মুশরিকদের সহিত ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া আমরা যাহা আয় করিয়া থাকি, তাহা হইতে আমরা বঞ্চিত হইব। এইরূপে আমাদের উপর অভাব ও অর্থ কষ্ট নামিয়া আসিবে। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ اِنْ شَاءَ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ، قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ـ

অর্থাৎ আর যদি তোমরা অভাবে পড়িবার আশংকা করো, তবে আল্লাহ্ চাহেন তো তিনি অন্য কোন পথে স্বীয় রহমত দ্বারা তোমাদের অভাব দূর করিয়া দিবেন। তিনি প্রজ্ঞাবান ও সূক্ষ্মজ্ঞানী। তিনি ভালরূপে জানেন— কখন কাহাদের বিষয়ে কিরূপ বিধান প্রবর্তন করিতে হইবে। যাহারা আল্লাহ্র প্রতিও ঈমান আনে না আর আখিরাতের প্রতিও ঈমান আনে না, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল যাহাকে হারাম করিয়াছেন, তাহাকে হারাম বলিয়া বিশ্বাস করে না এবং সত্য দীনকে মানিয়া চলে না, সেই সকল কিতাবধারীর বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ কর— যতক্ষণ না তাহারা নিজেদের লাঞ্ছিত অবস্থায় এবং তোমাদের বিজয়ী অবস্থায় জিযিয়া কর প্রদান করে।

প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদিগকে 'মাসজিদুল হারাম' এ প্রবেশ করিতে দিতে মু'মিনদিগকে নিষেধ করিবার কারণে তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইবার এবং উহার ফলে তাহাদের উপর অভাব নামিয়া আসিবার যে আশংকা ছিল, দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদিগকে কিতাবধারীদের নিকট হইতে জিযিয়া কর আদায় করিবার আদেশ দিবার মাধ্যমে সেই আশংকা দূর করিয়া দিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা.), মুজাহিদ, ইকরামা, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, কাতাদা, যাহ্হাক প্রমুখ তাফসীরকারগণ হইতে অনুরূপ তাফসীর বর্ণিত হইয়াছে।

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ। অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্ সম্যক অবগত যে, কোন কাজে তোমরা সংশোধিত হইবে। সেই জন্যে তোমাদিগকে তিনি কোন কাজের আদেশ দিবেন আর কোন কাজ করিতে নিষেধ করিবেন তাহা নির্ধারণের ব্যাপারে তিনি প্রজ্ঞাময়। কারণ, তিনি তাঁহার কাজে ও কথায় সর্বাধিক পারদর্শী ও পরিপক্ক এবং নিজ সৃষ্টি ও তাহাদের প্রতি নির্দেশনার ব্যাপারে তিনি শ্রেষ্ঠতম ইনসাফগার। তাই তিনি তাহাদের জিহাদের বিনিময় দিলেন বিজয় লাভ ও বিজিত জিম্মীদের নিকট হইতে জিযিয়া কর লাভের মাধ্যম।

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ। অর্থাৎ কিতাবধারী জাতিসমূহ দাবী করিয়া থাকে যে, তাহারা পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি ঈমান রাখে। প্রকৃতপক্ষে তাহারা কোন নবীর প্রতিই ঈমান রাখে না। তাহাদের মধ্যে সত্যাগ্রহ ও সত্য-পিপাসার গুণ নাই। তাহাদের মধ্যে উক্ত গুণ থাকিলে তাহারা নিশ্চয় আল্লাহ্‌র রাসূল– তাঁহার শ্রেষ্ঠতম রাসূল মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনিত। তাহারা পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি ঈমান রাখে– তাহাদের এই দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা। তাহারা সত্যই যদি পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি ঈমান রাখিত, তবে তাহারা নবীকুল শিরোমণি মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)-এর প্রতিও ঈমান আনিত; কারণ পূর্ববর্তী সকল নবীই তো মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)-এর আগমন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তদনুসারে ও তাহারা মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনিতে আদিষ্ট হইয়াছে। বস্তুত কিতাবধারিগণ যদি পূর্ববর্তী নবীগণের শরীআতের কোন অংশকে মানিয়া চলে, তবে উহার কারণ এই নহে যে, তাহারা প্রকৃতই সংশ্লিষ্ট নবীর প্রতি ঈমান রাখে; বরং উহার কারণ এই যে, উহাকে মানিয়া চলিবার মধ্যে তাহাদের পৈত্রিক উত্তরাধিকার বা অনুরূপ কোন পার্থিব সুবিধা ও স্বার্থ নিহিত রহিয়াছে। এইরূপ অনুসরণ ঈমানের পরিচায়ক নহে; তাই, উহা তাহাদের কোন কাজেও আসিবে না।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা একদল ফকীহ্ প্রমাণ করেন যে, আহলে কিতাব জাতিসমূহ এবং তাহাদের অনুরূপ জাতি– যেমন ঃ অগ্নি-উপাসক জাতি ছাড়া অন্য কোন জাতি হইতে জিযিয়া কর আদায় করা যাইবে না। অগ্নি উপাসক জাতির নিকট হইতে এই কারণে জিযিয়া কর আদায় করা যাইবে যে, সহীহ্ হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (সা.) হজর (هجر) নামক এলাকার অগ্নি-উপাসকদের নিকট হইতে জিযিয়া কর আদায় করিয়াছিলেন। ইমাম শাফিঈ (র.) এবং মশহূর রিওয়ায়েত অনুযায়ী ইমাম আহমদ (র.) উপরোক্ত অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন– অনারব প্রতিটি কাফির– সে আহলে কিতাব, মুশরিক অথবা যে কোন জাতির লোকই হউক না কেন, তাহাদের হইতে জিযিয়া কর আদায় করিতে হইবে। পক্ষান্তরে আরবের শুধু আহলে কিতাব জাতিসমূহের লোকদের নিকট হইতে জিযিয়া কর আদায় করিতে হইবে। ইমাম মালিক (র.) বলেন– যে কোন কাফির – সে আহলে কিতাব,

অগ্নি-উপাসক, মূর্তি পূজক অথবা যে কোন জাতির লোকই হউক না কেন তাহাদের নিকট হইতে জিযিয়া কর আদায় করা যাইবে।

উপরোক্ত অভিমতসমূহের পক্ষে বিপক্ষে দলীল প্রমাণ আলোচনা করিবার স্থান ইহা নহে। সুতরাং এখানে উহা উল্লেখিত হইল না। আল্লাহ্‌ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ। অর্থাৎ যদি তাহারা ইসলাম গ্রহণ না করে, তবে তাহারা যতক্ষণ না মুসলমানদের নিকট পরাজিত অবস্থায় এবং নিজেদের লাঞ্ছিত, অপমানিত ও অবমানিত অবস্থায় স্বহস্তে জিযিয়া প্রদান করিলে — — —। উক্ত কারণেই কোন যিম্মীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা বা তাহাকে কোন ভাবে মুসলমানের ঊর্ধ্বে রাখা মুসলমানের জন্যে নিষিদ্ধ ও নাজায়েয। তাহারা সর্বদা লাঞ্ছিত ও অপমানিত অবস্থায় থাকিবে। আবূ হুরায়রা (রা.) হইতে মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে যে, আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন ঃ নবী করীম (সা.) বলিয়াছেন– তোমরা ইয়াহূদী ও নাসারা জাতিদ্বয়ের লোকদিগকে আগ বাড়িয়া সালাম দিও না ; আর তাহাদের কাহারো সহিত রাস্তায় তোমাদের সাক্ষাৎ হইলে তাহাকে রাস্তার সংকীর্ণতম অংশ দিয়া চলিতে বাধ্য করিও।

উপরোক্ত কারণেই উমর (রা.) শাম (বর্তমান সিরিয়া ও উহার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ) দেশের খৃষ্টানদের সহিত সম্পাদিত সন্ধি চুক্তিতে খৃষ্টানদের পক্ষে লাঞ্ছনাকর শর্তাবলী সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। একাধিক হাফিজে হাদীছ ইমামগণ আবদুর রহমান ইব্‌ন গানাম আশআরী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে তিনি বলেন ঃ শাম দেশের খৃষ্টানদের সহিত উমর (রা.) যখন সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করিবার সিদ্ধান্ত করিলেন, তখন আমি তাঁহার পক্ষ হইতে এই চুক্তি-নামা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম ঃ

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করিতেছি

"ইহা হইতেছে শাম দেশের অমুক অমুক নগরের অধিবাসিগণের পক্ষ হইতে আল্লাহ্‌র বান্দা আমীরুল-মু'মিনীন উমরকে প্রদত্ত লিখিত প্রতিজ্ঞাসমূহ– 'আপনারা যখন আমাদের নিকট আগমন করিলেন, তখন আমরা আমাদের নিজেদের জন্যে আমাদের সন্তান-সন্ততির জন্যে, আমাদের ধন-সম্পত্তির জন্যে এবং আমাদের সম-ধর্মাবলম্বী লোকদের জন্যে আপনাদের নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করিলাম। উক্ত নিরাপত্তার বিনিময়ে আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমরা আমাদের নগরে বা উহার চতুষ্পার্শ্বে কোথাও কোন নূতন গির্জা বা ইবাদতখানা নির্মাণ করিব না ; কোন পুরাতন গির্জা বা ইবাদত খানা মেরামত করিব না ; ইতিপূর্বে যে সকল গির্জা ও ইবাদত খানা মুসলমানদের নিজস্ব সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছে, উহাদিগকে গির্জা ও ইবাদতখানা রূপে পুনঃপ্রচলিত করিব না; আমাদের কোন গির্জায় রাত্রিতে বা দিনে কোন মুসলমান

অবস্থান করিতে চাহিলে তাহাকে বাধা দিব না ; আমাদের গির্জাগুলির দ্বারসমূহ পথিক ও মুসাফিরদের জন্যে উন্মুক্ত রাখিব ; কোন পথিক মুসলমান আমাদের আবাসস্থলের কাছ দিয়া গেলে তিন দিন তাহাকে মেহমান রাখিয়া আপ্যায়ন করিব ; আমাদের গির্জায় বা বাসস্থানে কোন গুপ্তচরকে আশ্রয় দিব না ; মুসলমানদের সহিত কোনরূপ প্রতারণামূলক আচরণ করিব না ; আমাদের সন্তানদিগকে কুরআন শিখাইব না ; কোন প্রকারের 'শির্ক'-এর কথা প্রকাশ করিব না ; কাহাকেও 'শির্ক'-এর প্রতি আহ্বান জানাইব না ; আমাদের কোন আত্মীয় ইসলাম গ্রহণ করিতে চাহিলে তাহাকে উহা গ্রহণ করিতে বাধা দিব না ; মুসলমানদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিব ; কোন মুসলমান আমাদের মজলিসে বসিতে চাহিলে সরিয়া গিয়া তাহার জন্যে জায়গা করিয়া দিব; মুসলমানদের লেবাস-পোশাকের ন্যায় আমরা কোন লেবাস-পোশাক পরিধান করিব না ; টুপি পরিধান করিব না, পাগড়ী ব্যবহার করিব না, জুতা পরিধান করিব না এবং মাথায় সিঁথি কাটিব না ; মুসলমানদের ভাষার ন্যায় ভাষা ব্যবহার করিব না ; মুসলমানদের উপনামের ন্যায় উপনাম গ্রহণ করিব না ; অশ্বাদি বাহনে গদি ব্যবহার করিব না ; গলায় তরবারি ঝুলাইয়া চলাফেরা করিব না ; কোন প্রকারের অস্ত্র রাখিব না ; কোন প্রকারের অস্ত্র বহন করিব না ; আংটিতে আরবী ভাষায় কোন কিছু খোদাই করিব না ; মদের বেচা-কেনা করিব না ; মস্তকের সম্মুখভাগের চুল ছাটিয়া ফেলিব ; যেখানেই থাকি না কেন সর্বত্র ও সর্বদা টিকি রাখিব ; দেহে পৈতা ধারণ করিব ; গির্জায় প্রকাশ্য স্থানে ক্রুশ রাখিব না ; মুসলমানদের রাস্তায় বা তাহাদের বাজারে ক্রুশ বা নিজেদের ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশ করিব না ; গির্জায় উচ্চ শব্দে ঘণ্টা বাজাইব না ; মুসলমানের উপস্থিতিতে গির্জায় উচ্চৈঃস্বরে নিজেদের ধর্মীয় পুস্তক পাঠ করিব না ; ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে কোনরূপ মিছিল বাহির করিব না ; মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া যাইবার সময়ে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিব না ; মুসলমানদের রাস্তা বা বাজারের মধ্য দিয়া মৃতদেহকে বহন করিয়া লইয়া যাইবার সময়ে আগুন জ্বালাইব না ; মুসলমানদের নিকট দিয়া মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া যাইব না ; কোন মুসলমান কর্তৃক ব্যবহৃত দাসকে ব্যবহার করিব না ; পথিক মুসলমানের প্রয়োজনে তাহাকে পথ দেখাইয়া দিব এবং কোন মুসলমানের ঘরে উঁকি মারিব না। আবদুর রহমান ইব্ন গানাম আশআরী বলেন– উপরোক্ত প্রতিজ্ঞাপত্র লইয়া আমি উমর (রা.)-এর নিকট পৌঁছাইলে তিনি উহাতে নিম্নোক্ত কথাগুলি সংযোজিত করিয়া দিলেন ঃ 'আর আমরা কোন মুসলমানকে প্রহার করিব না। উক্ত শর্তসমূহকে মানিয়া লইয়া আমরা নিরাপত্তা লাভ করিলাম। আমরা উক্ত শর্তসমূহের মধ্য হইতে কোন শর্তকে ভঙ্গ করিলে আমাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আপনাদের (মুসলমানদের) উপর কোন দায়িত্ব থাকিবে না। এমতাবস্থায় আমাদের সহিত শত্রুর ন্যায় আচরণ করা আপনাদের জন্যে বৈধ ও জায়েয হইয়া যাইবে।'

(৩০) وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى
الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ ۖ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ
الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۚ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٣٠﴾

(৩১) اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ
وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ
لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾

৩০. ইয়াহূদী বলে, উযায়ের আল্লাহ্র পুত্র এবং খৃষ্টান বলে, মসীহ্ আল্লাহ্র পুত্র। উহা তাহাদের মুখের কথা। পূর্বে যাহারা কুফরী করিয়াছিল, উহারা তাহাদের মত কথা বলে। আল্লাহ্ উহাদিগকে ধ্বংস করুন। উহারা কেমন করিয়া মিথ্যা আরোপকারী হয় ?

৩১. তাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত তাহাদের পণ্ডিতগণকে ও সংসার বিরাগিগণকে আরবাব রূপে গ্রহণ করিয়াছে এবং মারয়াম তনয় মসীহ্কেও। কিন্তু উহারা এক ইলাহ্কে ইবাদত করিবার জন্যে আদিষ্ট হইয়াছিল। তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই। তাহারা যাহাকে শরীক করে তাহা হইতে তিনি কত পবিত্র!

তাফসীর ঃ আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদী ও নাসারা জাতিদ্বয়ের ঘৃণ্য ও অপবিত্র উক্তি, বিশ্বাস ও কার্য উল্লেখ করিয়া মুসলমানদিগকে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্যে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। ইয়াহূদী জাতি বলিয়া থাকে এবং বিশ্বাস করে– উযায়ের (আ.) আল্লাহ্র পুত্র। আবার নাসারা জাতি বলিয়া থাকে এবং বিশ্বাস করে– ঈসা (আ.) আল্লাহ্র পুত্র। উভয় জাতির লোকেরা আল্লাহ্কে ত্যাগ করিয়া তাহাদের পুরোহিত সমাজকে প্রভু বানাইয়াছে। তাহারা আল্লাহ্ প্রদত্ত দীনকে ত্যাগ করিয়া তাহাদের পুরোহিত সমাজ কর্তৃক প্রদত্ত বিধানসমূহকে মানিয়া চলে। আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের উক্ত উক্তি, বিশ্বাস ও কার্যকে উল্লেখ করিয়া মুসলমানদিগকে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন।

সুদ্দী (র.) প্রমুখ তাফসীরকারগণ বলেন ঃ ইতিহাসের এক পর্যায়ে আমালিকা জাতি বনী ইসরাঈল জাতিকে পরাজিত করিয়া তাহাদের আলিমদিগকে হত্যা করিল এবং তাহাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগকে বন্দী করিল। বনী ইসরাঈল জাতির এই সময়কার অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তি উযায়ের (আ.) আমালিকা জাতির অত্যাচারের হাত হইতে কোনক্রমে রক্ষা পাইয়া জীবিত রহিলেন। তিনি বনী ইসরাঈল জাতির

আলিমদের নিহত হইবার ফলে তাহাদের মধ্য হইতে তাওরাতের ইল্‌ম বিদায় লইবার কারণে কাঁদিতে লাগিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার চোখের পাতা পড়িয়া গেল। একদা উযায়ের (আ.) একটি কবরস্থান দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি দেখিলেন– একটি স্ত্রীলোক একটি কবরের নিকট দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে আর বলিতেছে– 'হায়" তুমি মরিয়া যাইবার পর এখন আমাকে কে খাওয়াইবে পরাইবে ?' উযায়ের (আ.) স্ত্রী লোকটিকে বলিলেন– আচ্ছা! তোমাকে এই মৃত ব্যক্তির খাওয়াইবার পরাইবার পূর্বে কে তোমাকে খাওয়াইত পরাইত? স্ত্রী লোকটি বলিল– আল্লাহ্ আমাকে খাওয়াইতেন পরাইতেন। উযায়ের (আ.) বলিলেন– আল্লাহ্ এখনো জীবিত রহিয়াছেন। তিনি কোন দিন মরিবেন না। স্ত্রীলোকটি বলিল– 'হে উযায়ের! বনী ইসরাঈল জাতির সৃষ্টির পূর্বে মানুষকে ইল্‌ম শিক্ষা দিয়া কে আলিম বানাইতেন।' উযায়ের বলিলেন– 'আল্লাহ্ তাহাদিগকে ইলম শিক্ষা দিয়া আলিম বানাইতেন।' স্ত্রীলোকটি বলিল– তবে কেন তুমি বনী ইসরাঈল জাতির আলিমদের নিহত হইবার কারণে কাঁদিতেছ? উযায়ের (আ.) বুঝিলেন– 'এই ঘটনা দ্বারা আল্লাহ্ তাহাকে উপদেশ দিয়াছেন।' অতঃপর উযায়েরের প্রতি আদেশ হইল– 'তুমি অমুক দরিয়ায় গিয়া উহাতে গোসল করত দরিয়ার পাড়ে দুই রাকাআত নামায আদায় করো। সেখানে তুমি একজন বৃদ্ধ লোককে দেখিবে। সে তোমাকে যাহা খাওয়াইতে চাহে, তাহা খাইবে।' আদেশ পাইয়া উযায়ের (আ.) সেই নদীতে গিয়া গোসল করিলেন এবং দরিয়ার পাড়ে দুই রাকাআত নামায আদায় করিলেন। অতঃপর তথায় এক বৃদ্ধকে দেখিলেন। বৃদ্ধলোকটি তাহাকে বলিল– মুখ হা করো। তিনি মুখ হা করিলেন। বৃদ্ধলোকটি তাঁহার মুখে বড় এক খণ্ড পাথরের ন্যায় একটি বস্তু প্রবেশ করাইয়া দিল। এইরূপে সে অনুরূপ তিনটি বস্তু তাঁহার মুখে প্রবেশ করাইয়া দিল। অতঃপর উযায়ের (আ.) বনী ইসরাঈল জাতির লোকদের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। ইতিমধ্যে তিনি তাহাদের মধ্যে তাওরাত কিতাবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিমে পরিণত হইয়াছেন। স্বজাতীয় লোকদিগকে তিনি বলিলেন– 'হে বনী ইসরাঈল!' আমি তোমাদের নিকট তাওরাত কিতাব লইয়া আসিয়াছি।' তাহারা বলিল– 'হে উযায়ের! তুমি তো কখনো মিথ্যা কথা বলো নাই।' তিনি হাতের একটি আঙ্গুলে কলম বাঁধিয়া এক আঙ্গুলে সমগ্র তাওরাত কিতাব লিখিয়া ফেলিলেন। লোকেরা শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া জানিতে পারিল– 'উযায়ের তাওরাত কিতাব শিখিয়া আসিয়া উহাকে না দেখিয়া উহার অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়াছে।' যুদ্ধ প্রত্যাগত আলিমগণ পাহাড়ে লুকাইয়া রাখা তাওরাত কিতাব আনিয়া উহার সহিত উযায়ের কর্তৃক লিখিত তাওরাতের অনুলিপি মিলাইয়া দেখিলেন– উভয় কিতাব সম্পূর্ণরূপে এক। ইহাতে বনী ইসরাঈল জাতির কিছুসংখ্যক অজ্ঞ ব্যক্তি বলিল– উযায়ের যে না দেখিয়া না শিখিয়া নির্ভুলভাবে তাওরাত কিতাবকে মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছে, উহার কারণ এই যে, তিনি আল্লাহর পুত্র।'

নাসারা জাতি কোন্ কারণে ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ্‌র পুত্র বলিয়া মনে করে, তাহা সকলের নিকট স্পষ্ট। অতএব, উহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

ذَٰلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ -

অর্থাৎ 'উহা শুধু তাহাদের মুখের দাবী। উক্ত দাবীর পশ্চাতে কোন প্রমাণ বা যুক্তি নাই, থাকিতে পারে না। উহা তাহাদের মনগড়া কল্পিত মিথ্যা দাবী। তাহারা তাহাদের পূর্ববর্তী পথভ্রষ্ট লোকদের কথার ন্যায় মিথ্যা কথা বলে। আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি লানত বর্ষণ করুন! তাহারা কিরূপে স্পষ্ট সত্য হইতে মুখ ফিরাইয়া মিথ্যা ও বাতিল আকীদাকে গ্রহণ করে ?'

ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন : قَاتَلَهُمُ اللَّهُ অর্থাৎ আল্লাহ্ তাহাদের উপর লানত বর্ষণ করুন।

أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ অর্থাৎ কিরূপে তাহারা সত্য হইতে বিচ্যুত ও বিভ্রান্ত হয় ? অথচ সত্য তো সুস্পষ্ট। তাই কি করিয়া তাহারা সত্যকে মিথ্যায় পর্যবসিত করে ?

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ -

–তাহারা আল্লাহ্কে ছাড়িয়া তাহাদের পাদ্রী পুরোহিতদিগকে এবং ঈসা ইব্ন মারয়ামকে প্রভু বানাইয়া লইয়াছে।

আদী ইব্ন হাতিম (রা.) হইতে বিভিন্ন সনদে ইমাম আহমদ, ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম ইব্ন জারীর (র.) বর্ণনা করিয়াছেন : আদী ইব্ন হাতিম (রা.) জাহিলী যুগে খৃষ্টান হইয়া গিয়াছিলেন। নবী করীম (সা.)-এর পক্ষ হইতে তাঁহার নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছিবার পর তিনি শাম দেশে পালাইয়া যান। তাঁহার ভগ্নী সহ তাঁহার গোত্রের একদল লোক যুদ্ধবন্দী হইয়া নবী করীম (সা.)-এর সম্মুখে আনীত হইল। নবী করীম (সা.) কোনরূপ মুক্তিপণ না লইয়াই তাঁহার ভগ্নীকে মুক্ত করিয়া দিলেন। তিনি তৎসহ তাহাকে কিছু উপহারও প্রদান করিলেন। সে স্বীয় ভ্রাতার নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া তাঁহাকে নবী করীম (সা.)-এর নিকট আসিয়া ইসলাম গ্রহণ করিবার জন্যে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিল।

আদী ইব্ন হাতিম (রা.) নবী করীম (সা.)-এর খিদমতে উপস্থিত হইলেন। উল্লেখযোগ্য যে, আদী ইব্ন হাতিম (রা.) হইতেছেন– আরবের সুবিখ্যাত দানবীর হাতিম তাঈ এর পুত্র। আদী ইব্ন হাতিম (রা.) তাঁহার গোত্র তায় (طي)'-এর নেতা ছিলেন। নবী করীম (সা.)-এর সম্মুখে আদী ইব্ন হাতিম (রা.)-এর উপস্থিত হইবার সময়ে তাঁহার গলায় রৌপ্য নির্মিত একটি ক্রুশ লটকানো ছিল। নবী করীম (সা.) তখন এই আয়াত তিলাওয়াত করিতেছিলেন :

اتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ -

আদী ইব্ন হাতিম (রা.) বলেন– আমি নবী করীম (সা.)-কে বলিলাম– তাহারা তাহাদের পাদ্রী পুরোহিতদিগকে মা'বূদ বানায় নাই। নবী করীম (সা.) বলিলেন– 'হ্যাঁ তাহারা নিশ্চয় তাহাদের পাদ্রী পুরোহিতদিগকে মা'বূদ বানাইয়াছে। তাহাদের পাদ্রী পুরোহিত আল্লাহ্ কর্তৃক হালাল বলিয়া ঘোষিত বিষয়কে তাহাদের জন্যে হারাম বানাইয়াছে এবং আল্লাহ্ কর্তৃক হারাম বলিয়া ঘোষিত বিষয়কে তাহাদের জন্যে হালাল বানাইয়াছে; আর তাহারা সেই সব বিষয়ে নিজেদের পাদ্রী পুরোহিতদিগকে তথা তাহাদের বিধি ব্যবস্থাকে মানিয়া চলিয়াছে। ইহাই হইতেছ নিজেদের পাদ্রী পুরোহিতদিগকে তাহাদের মা'বূদ বানাইয়া লওয়া। অতঃপর নবী করীম (সা.) বলিলেন– 'হে আদী! বলো তো। আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ'– এই কথা বিশ্বাস করিতে তোমার বাধা কোথায় ? আল্লাহ্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোন সত্তা আছে বলিয়া কি তুমি জানো ? উহাকে বিশ্বাস করায় তোমার বাধা কোথায় ? 'আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ নাই'– এই কথা বিশ্বাস করায় তোমার বাধা কোথায় ? আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ আছে বলিয়া কি তুমি জানো ?' অতঃপর নবী করীম (সা.) আদী ইব্ন হাতিম (রা.)-কে ইসলাম গ্রহণ করিবার জন্যে আহ্বান জানাইলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করিলেন এবং সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিলেন। আদী ইব্ন হাতিম (রা.) বলেন– দেখিলাম আমার ইসলাম গ্রহণ করিবার পর নবী করীম (সা.)-এর মুখ-মণ্ডল আনন্দোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। অতঃপর নবী করীম (সা.) বলিলেন– ইয়াহূদী জাতি হইতেছে الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ (আল্লাহ্র গযবে পতিত জাতি) এবং নাসারা জাতি হইতেছে – الضَّالِّيْنَ (পথ ভ্রষ্ট জাতি)।

হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান (রা.) এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) সহ একাধিক তাফসীরকারও উপরোক্ত আয়াতাংশ – اتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ এর উপরোক্তরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় সুদ্দী (র.) বলেন ঃ 'তাহারা আল্লাহ্র কিতাবকে ত্যাগ করিয়া পাদ্রী-পুরোহিতদের নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিত। উহাই হইতেছে– নিজেদের পাদ্রী পুরোহিতদিগকে তাহাদের মা'বূদ বানাইয়া লওয়া।

وَمَا اُمِرُوْا اِلَّا لِيَعْبُدُوْا اِلٰهًا وَّاحِدًا - لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ - سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ -

অর্থাৎ অথচ তাহাদিগকে একমাত্র একক মা'বূদ আল্লাহ্র ইবাদত করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে। তিনি যে বিষয়কে হারাম করিয়াছেন, তাহারা উহাকে হারাম বলিয়া

জানিবে ও মানিবে এবং তিনি যে বিষয়কে হালাল করিয়াছেন, তাহারা উহাকে হালাল বলিয়া জানিবে ও মানিবে। তিনি ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি যে বিধান প্রদান করিবেন, একমাত্র তাহাই চলিবে। তাহার কোন শরীক, সমকক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী নাই।

(৩২) يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَيَاْبَى اللّٰهُ اِلَّآ اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٣٢﴾

(৩৩) هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩২. তাহারা তাহাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্র জ্যোতি নির্বাপিত করিতে চাহে। কাফিরগণ অপ্রীতিকর মনে করিলেও আল্লাহ্ তাহার জ্যোতির পূর্ণ উদ্ভাসন ব্যতীত অন্য কিছু চাহেন না।

৩৩. মুশরিকরা অপ্রীতিকর মনে করিলেও অপর সমস্ত দীনের উপর জয়যুক্ত করিবার জন্যে তিনিই পথনির্দেশ ও সত্য দীনসহ তাঁহার রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন।

তাফসীর ঃ আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন– কাফিরগণ আল্লাহ্র দীনকে দুনিয়া হইতে মিটাইয়া দিতে চাহে। কিন্তু আল্লাহ্ তাহাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইতে দিবেন না; বরং তিনি স্বীয় দীনকে পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। তিনি সত্য দীনকে সকল বাতিল দীনের উপর বিজয়ী করিবার উদ্দেশ্যে স্বীয় রাসূলকে উক্ত দীনসহ পাঠাইয়াছেন। আল্লাহ্র দীন সকল বাতিল দীনের উপর বিজয়ী হইবে– ইহা মুশরিকদের নিকট অসহনীয়। এতদসত্ত্বেও তিনি উহাকে সকল বাতিল দীনের উপর বিজয়ী করিবেন– এই উদ্দেশ্যেই স্বীয় রাসূলকে উক্ত দীন সহ পাঠাইয়াছেন।

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ অর্থাৎ কাফিরগণ আল্লাহ্র দীন ও হিদায়াতকে যুক্তিহীন তর্ক এবং মিথ্যা প্রচারণা দ্বারা পরাজিত ও ধ্বংস করিয়া দিতে চাহে। কাফিরদের উক্ত চেষ্টা হইতেছে– সূর্যের আলোকে অথবা চন্দ্রের জ্যোৎস্নাকে নির্বাপিত করিয়া দিবার চেষ্টার সমতুল্য। সূর্যের আলোকে অথবা চন্দ্রের জ্যোৎস্নাকে নির্বাপিত করিয়া দেওয়া যেরূপে কাহারো পক্ষে সম্ভবপর নহে, আল্লাহ্র দীন ও হিদায়েতকে পরাজিত ও ধ্বংস করিয়া দেওয়াও সেইরূপে কাফিরদের পক্ষে সম্ভবপর নহে।

يَاْبَى اللّٰهُ اِلَّا اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ স্বীয় দীন ও হিদায়াতকে পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত না করিয়া ছাড়িবেন না। যদিও কাফিরদের নিকট উহা অসহনীয়, তথাপি তিনি উহাই করিয়াই ছাড়িবেন।

শব্দার্থ ঃ 'الكافر' শব্দটির অর্থ হইতেছে– কোন বস্তু বা বিষয়কে গোপনকারী ব্যক্তি। রাত্রিকেও 'الكافر' বলা হইয়াছে থাকে; কারণ, উহা পৃথিবীকে অন্ধকারে ঢাকিয়া ফেলে। কৃষককেও 'الكافر' বলা হইয়া থাকে; কারণ, সে বীজকে মাটির নীচে লুকাইয়া রাখে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন – يعجب الكُفَّارَ نباته উহার (বৃষ্টির) ফসল জন্মাইবার প্রক্রিয়া কৃষকগণকে বিস্মিত করিয়া দেয়।) এখানে 'الكفار' শব্দটি যাহা 'الكافر' শব্দের বহুবচন 'কৃষকগণ' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

هُوَ الَّذِيْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ـ

অর্থাৎ তিনি (আল্লাহ্) হইতেছেন সেই সত্তা যিনি স্বীয় রাসূলকে হিদায়েত ও দীন সহ এই উদ্দেশ্যে পাঠাইয়াছেন যে, তিনি উহাকে সকল বাতিল ও মিথ্যা দীনের উপর বিজয়ী করিবেন। আল্লাহ্‌র দীন সকল বাতিল দীনের উপর বিজয়ী হইবে– ইহা যদিও মুশরিকদের নিকট অসহনীয়, তথাপি তিনি তাহাই করিবেন। নবী করীম (সা.) আল্লাহ্‌র নিকট হইতে ঈমান সম্পর্কিত যে সকল নির্দেশ এবং ভবিষ্যত ঘটনাবলী সম্পর্কিত যে সকল সংবাদ এবং মানুষের জন্যে কল্যাণকর যে জ্ঞান লইয়া আসিয়াছেন, উহা হইতেছে– الهدى - হিদায়েত। আর আল্লাহ্‌র নিকট হইতে নবী করীম (সা.) কর্তৃক আনীত আমল সম্পর্কিত বিধানাবলী– যাহা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে মানুষের জন্যে কল্যাণকর উহা হইতেছে– دين الحق - সত্য দীন।

আল্লাহ্‌র দীন ইসলামকে সমস্ত বাতিল ও মিথ্যা দীনের উপর বিজয়ী করিবার বিষয়ে সহীহ্ হাদীছে নবী করীম (সা.) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা (স্বপ্নে) আমাকে পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম দিকের এলাকাসমূহ একত্রিত করিয়া দেখাইয়াছেন। আমার উম্মাতের রাজত্ব ও শাসন সেই সব এলাকায় অচিরেই পৌঁছিবে।

ইমাম আহ্‌মদ (র.) ———মাসঊদ ইব্‌ন কাবীসা অথবা কাবীসা ইব্‌ন মাসঊদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন– একদা একদল মুসলিম যোদ্ধগণ ফজরের নামায আদায় করিল। নামাযের পর তাহাদের মধ্য হইতে একটি যুবক বলিল– আমি নবী করীম (সা.)-কে বলিতে শুনিয়াছি– 'নিশ্চয় অচিরেই তোমরা পৃথিবীর পূর্বদিকের এলাকাসমূহ এবং পশ্চিম দিকের এলাকাসমূহ জয় করিবে। যাহারা উক্ত এলাকাসমূহের শাসনকর্তা ও কর্মচারী হইবে, তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা আল্লাহ্‌ভীতি সহকারে কার্য সম্পাদন করিবে এবং আমানতকে উহার সঠিক প্রাপকের নিকট সঠিকভাবে পৌঁছাইয়া দিবে, তাহারা ব্যতীত অন্য সকলে দোযখে যাইবে।'

ইমাম আহমদ (র.) ———সালীম ইব্‌ন আমির, সাফওয়ান ও আবুল মুগীরার সূত্রে তামীম দারী (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি নবী করীম (সা.)-কে বলিতে শুনিয়াছি 'পৃথিবীর যে সকল স্থান পর্যন্ত রাত্রিদিন পৌঁছিয়াছে, নিশ্চয় সে সকল স্থান পর্যন্ত আল্লাহ্‌র এই দীন পৌঁছাইবে। আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিটি ঘরেই উহা মাটির ঘরই হউক অথবা পশমের ঘরই হউক, এই দীনকে পৌঁছাইবেন। আল্লাহ্ সম্মানীয় ব্যক্তিকে সম্মান দান করিবেন এবং লাঞ্ছনীয় ব্যক্তিকে লাঞ্ছনা দান করিবেন। আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত সম্মান দ্বারা ইসলামকে সম্মানিত করিবেন এবং তিনি উক্ত লাঞ্ছনা দ্বারা কুফরকে লাঞ্ছিত করিবেন। তামীম দারী (রা.) বলিতেন– আমার নিজ পরিবারে আমি নবী করীম (সা.)-এর উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবায়ন ঘটিতে দেখিয়াছি। আমার পরিবারের সদস্যদের মধ্য হইতে যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা কল্যাণ, সম্মান এবং ইয্‌যত লাভ করিয়াছে আর যাহারা কুফরকে গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা লাভ করিয়াছে লাঞ্ছনা, অপমান ও জিয্‌য়া প্রদান।

ইমাম আহমদ (র.) ———মিকদাদ ইব্‌ন আসওয়াদ (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি নবী করীম (সা.)-কে বলিতে শুনিয়াছি– পৃথিবীতে এইরূপ কোন মাটির ঘর বা পশমের ঘর থাকিবে না, যাহাতে ইসলামের কলেমা প্রবেশ করিবে না। (অর্থাৎ প্রতিটি ঘরেই ইসলামের কলেমা প্রবেশ করিবে। আল্লাহ্ তা'আলা সম্মানীয় ব্যক্তিকে সম্মান প্রদান করিবেন এবং লাঞ্ছনীয় ব্যক্তিকে লাঞ্ছনা প্রদান করিবেন। আল্লাহ্ তা'আলা কাহাকেও মুসলমান হইবার সৌভাগ্য প্রদান করিবার মাধ্যমে তাহাকে সম্মান প্রদান করিবেন। আবার কেহ আল্লাহ্‌র দীনকে গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জানাইবে। উহাতেই সে আল্লাহ্‌র নিকট লাঞ্ছিত হইবে।

ইমাম আহমদ (র.) ———আদী ইব্‌ন হাতিম (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি নবী করীম (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হইলে তিনি আমাকে বলিলেন– 'হে আদী! ইসলাম গ্রহণ করো। ইসলাম গ্রহণ করিলে নিরাপদ থাকিবে। আমি বলিলাম– আমি একটি ধর্মকে গ্রহণ করিয়া আছি। নবী করীম (সা.) বলিলেন– তোমার ধর্ম সম্বন্ধে আমি তোমা অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞান রাখি। আমি বলিলাম– আমার ধর্ম সম্বন্ধে আপনি আমা অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞান রাখেন ? নবী করীম (সা.) বলিলেন– হ্যাঁ, তাহাই। তুমি কি রুকূসিয়া সম্পদায়ের লোক নও ? তুমি কি তোমার গোত্রের লোকদের গনীমতের মালের এক-চতুর্থাংশ নিজে ভক্ষণ করো না ? আমি বলিলাম– হ্যাঁ তাহা ঠিক। নবী করীম (সা.) বলিলেন– তোমার ধর্মে উহা ভক্ষণ করা তোমার জন্যে হালাল নহে। আদী ইব্‌ন হাতিম (রা.) বলেন– নবী করীম (সা.-এর উপরোক্ত কথার পর আমার মন নরম হইয়া গেল। অতঃপর নবী করীম (সা.) বলিলেন– কোন্ বিষয়টি তোমাকে ইসলাম গ্রহণ করিতে বাধা দিতেছে, তাহা আমি জানি। তুমি ভাবো– শুধু কতগুলি দুর্বল লোকেই

ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। আর আরবের লোকেরা তাহাদিগকে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে। তুমি কি 'হীরা নামক স্থান চিনো ? আমি বলিলাম- আমি উহাকে দেখি নাই; তবে উহার নাম শুনিয়াছি। নবী করীম (সা.) বলিলেন- যে সত্তার হাতে আমার জান রহিয়াছে, তাঁহার কসম! আল্লাহ্ এই দীন (ইসলাম)-কে পরিপূর্ণরূপে কায়েম করিবেন। এক সময়ে এইরূপ অবস্থা হইবে যে, একটি স্ত্রীলোক কা'বা ঘর যিয়ারত করিবার উদ্দেশ্যে একাকী অবস্থায় 'হীরা' হইতে রওয়ানা হইবে। এই অবস্থায় সে নিরাপদে কা'বা ঘরে পৌঁছিয়া কা'বা ঘর যিয়ারত করিবে। আর তোমরা নিশ্চয় 'কিসরা ইব্ন হুরমুয (হযুরমুয এর পুত্র কিস্রা উপাধিধারী পারস্য সম্রাট)'-এর ধন-রত্ন জয় করিবে।' আমি বলিলাম- কিস্রা ইব্ন হুরমুয! নবী করীম (সা.) বলিলেন- 'হ্যাঁ; কিস্রা ইব্ন হুরমুয। তখন মুক্ত হস্তে ধন-দৌলত বিতরণ করা হইবে। এইরূপ অবস্থা হইবে যে, উহা কেহ গ্রহণ করিতে চাহিবে না। আদী ইব্ন হাতিম (রা.) বলেন- এখন স্ত্রীলোকগণ একাকী অবস্থায় 'হীরা' হইতে আসিয়া কা'বা ঘর যিয়ারত করিয়া যায়। আর যাহারা কিসরা ইব্ন হুরমুয এর ধন-রত্ন জয় করিয়াছে, আমি তাহাদের একজন। যে সত্তার হাতে আমার জান রহিয়াছে, তাঁহার কসম! তৃতীয় ভবিষ্যদ্বাণীতে বর্ণিত ঘটনাও এক সময়ে ঘটিবে; কারণ, উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী নবী করীম (সা.) উচ্চারণ করিয়াছেন।

মুসলিম (র.) - — — —আয়িশা (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আয়িশা (রা.) বলেন ঃ একদা আমি নবী করীম (সা.)-কে বলিতে শুনিলাম- মানুষ পুনরায় 'লাত ও 'উযযা নামক মূর্তিদ্বয়ের পূজা না করা পর্যন্ত দিবা-রাত্রের গমনাগমন বন্ধ হইবে না। আমি আরয করিলাম- হে আল্লাহ্র রাসূল! নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইবার পর হইতে আমি কিন্তু মনে করিয়া আসিতেছিলাম যে, আল্লাহ্র দীন পরিপূর্ণ রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে।

هُوَ الَّذِىْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ -

নবী করীম (সা.) বলিলেন- আল্লাহ্ তা'আলা যতদিন চাহেন, ততদিন উহা পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা একটি পবিত্র ও সুঘ্রাণযুক্ত বাতাস পাঠাইবেন। যাহার অন্তরে সামান্যতম ঈমানও থাকিবে, সে উক্ত বাতাসের কারণে মরিয়া যাইবে। যাহাদের অন্তরে কোনরূপ ঈমান থাকিবে না, তাহারাই জীবিত থাকিবে। তাহারা তাহাদের বাপ-দাদার ধর্মে ফিরিয়া যাইবে।

(٣٤) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَ الرُّهْبَانِ
لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ
وَ الَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٣٤﴾

(٣٥) يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ
وَ جُنُوْبُهُمْ وَ ظُهُوْرُهُمْ ؕ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا
مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৪. হে মু'মিনগণ! পণ্ডিত এবং সংসারবিরাগীদের মধ্যে অনেকেই লোকের ধন অন্যায়ভাবে ভোগ করিয়া থাকে এবং লোককে আল্লাহ্র পথ হইতে নিবৃত্ত করে। আর যাহারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং উহা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না, উহাদিগকেও মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।

৩৫. যেদিন জাহান্নামের অগ্নিতে উহা উত্তপ্ত করা হইবে এবং উহা দ্বারা তাহাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হইবে, সেদিন বলা হইবে, ইহাই উহা যাহা তোমরা নিজদিগের জন্যে পুঞ্জীভূত করিতে। সুতরাং তোমরা যাহা পুঞ্জীভূত করিয়াছিলে তাহা আস্বাদন কর।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা দুইটি বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি প্রথমত অসৎ উলামাকে অনুসরণ করিতে মু'মিনদিগকে নিষেধ করিয়াছেন। দ্বিতীয়ত যাহারা আল্লাহ্র পথে মাল খরচ না করিয়া শুধু উহা জমা করে, তিনি তাহাদিগকে আখিরাতের কঠিন শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।

শব্দার্থ ঃ সুদ্দী (র.) বলেন ঃ ' الاحبار ' হইতেছে ইয়াহূদী আলিমগণ এবং ' الرهبان ' হইতেছে খৃস্টান পাদ্রীগণ। সুদ্দীর উপরোক্ত শব্দার্থ বর্ণনা সঠিক। নিম্নোক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা ' الاحبار ' শব্দটিকে উপরোক্ত অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন ঃ

لَوْ لَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ -

– (ইয়াহূদীদের) আবিদগণ ও আলিমগণ কেন তাহাদিগকে পাপের কথা বলিতে এবং হারাম মাল খাইতে নিষেধ করে না ? (৫ ঃ ৬৩)।

الرهبان - খৃষ্টানদের আবেদগণ এবং الْقِسِّيْسُوْنَ -খৃষ্টানদের আলিমগণ। নিম্নোক্ত আয়াতাংশে উক্ত শব্দ দুইটি উপরোক্ত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ঃ

ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ -

–উহা এই কারণে যে, তাহাদের মধ্যে আলিমগণ ও আবিদগণ রহিয়াছে আর তাহারা অহংকার করে না (৫ ঃ ৮২)।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের নিকট ইয়াহূদী আলিমদের এবং খৃষ্টান আবিদদের বিপথগামিতার বিষয়কে উল্লেখ করিয়া এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছেন যে, মুসলমানদের মধ্যেও ইয়াহূদী আলিমদের ন্যায় এবং খৃষ্টান আবিদদের ন্যায় একদল অসৎ আলিম ও একদল অসৎ আবিদের এর আবির্ভাব ঘটিবে। আয়াতে তিনি মু'মিনদিগকে অসৎ আলিমগণ ও অসৎ আবিদগণকে অনুসরণ করিতে নিষেধ করিতেছেন।

সুফ্ইয়ান ইব্ন উইয়াইনা (র.) বলেন– মুসলমান জাতির যে সকল আলিম অসৎ হইবে, ইয়াহূদী আলিমগণের সহিত তাহাদের সাদৃশ্য থাকিবে। পক্ষান্তরে, মুসলমান জাতির যে সকল আবিদ অসৎ হইবে, খৃষ্টান আবিদগণের সহিত তাহাদের সাদৃশ্য থাকিবে। সহীহ্ হাদীছে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ একদা নবী করীম (সা.) বলিলেন– তীরের একটি পালক যেরূপে অন্যটির সমান হইয়া থাকে, নিশ্চয় তোমরা সেইরূপ সাদৃশ্যের সহিত তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের আচার-আচরণ ও আমল-আখলাককে গ্রহণ করিবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন– পূর্ববর্তী লোকগণ কাহারা ? তাহারা কি ইয়াহূদী ও নাসারা ? নবী করীম (সা.) বলিলেন– তাহারা ছাড়া আর কাহারা? অন্য এক রিওয়ায়াতে উল্লেখিত হইয়াছে ঃ সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন– পূর্ববর্তী লোকগণ কাহারা ? তাহারা কি পারসিকগণ ও রোমকগণ ? নবী করীম (সা.) বলিলেন– পারসিকগণ ও রোমকগণ ছাড়া আর কাহারা ? উক্ত হাদীছের সার কথা এই যে, নবী করীম (সা.) স্বীয় উম্মতকে কথায় ও কাজে পূর্ববর্তী বিপথগামী জাতিসমূহকে অনুসরণ করিতে নিষেধ করিতেছেন।

لَيَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

অর্থাৎ তাহারা অসৎ পথে লোকদের অর্থ-সম্পত্তি উদরস্থ করে এবং তাহাদিগকে আল্লাহ্র পথ হইতে দূরে সরাইয়া বিপথে লইয়া যায়। বস্তুত ইয়াহূদী ও নাসারা জাতিদ্বয়ের বিশেষত ইয়াহূদী জাতির ধর্ম যাজকগণ ধর্মের নামে মূর্খ জনসাধারণের নিকট হইতে ভেট-বেগাড়, হাদিয়া-তোহ্ফা, উপহার-উপঢৌকন এবং কর আদায় করিত। তাহারা ধর্মের নামে জনগণের উপর শাসন চালাইত।

ধর্ম যাজকগণ একদিকে জনগণের নিকট হইতে অন্যায় ও অবৈধ পন্থায় অর্থ আদায় করিত, অন্যদিকে তাহারা তাহাদিগকে আল্লাহ্র পথ হইতে দূরে সরাইয়া বিপথে পরিচালিত করিত। তাহারা জনগণকে পরিচালিত করিত দোযখের পথে; কিন্তু তাহাদিগকে বলিত– আমরা তোমাদিগকে হক ও সত্যের পথে (অর্থাৎ জান্নাতের পথে) চালাইতেছি। তাই কিয়ামতের দিন তাহারা কোনরূপ সাহায্যপ্রাপ্ত হইবে না।

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَايُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ -

–আর যাহারা স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চিত করে এবং উহাদিগকে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না, তাহাদিগকে অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ প্রদান করো।

সমাজের তিনটি শ্রেণী হইতেছে উহার প্রভাবশালী শ্রেণী। আলিম শ্রেণী, আবিদ শ্রেণী, এবং ধনিক শ্রেণী। ইহারা বিপথগামী হইলে সমগ্র সমাজই বিপথগামী হইয়া পড়ে।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক (র.) বলেন ঃ

وهل افسد الدين الا الملوك * واحبار سوء ورهبانها -

–বাদশাহ্গণ, অসৎ আলিমগণ এবং অসৎ আবিদগণ ছাড়া অন্য কেহ কি দীনকে বিগড়াইয়া দিয়াছে ?

الكنز - সঞ্চিত ধন-রত্ন।

ইমাম মালিক (র.) আবদুল্লাহ্ ইব্ন দীনারের (র.) সূত্রে ইব্ন উমর (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ যে অর্থ সম্পত্তির যাকাত প্রদান করা হয় না, উহাই হইল كنز –। সুফিয়ান ছাওরী প্রমুখ ইব্ন উমর (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন উমর (রা.) বলেন ঃ যে অর্থ-সম্পত্তির যাকাত প্রদান করা হয়, উহা সাত তবক যমীনের নীচে প্রোথিত থাকিলেও উহা كنز হইবে না। পক্ষান্তরে, যে অর্থ-সম্পত্তির যাকাত প্রদান করা হয় না, উহা যমীনের উপরে থাকিলেও উহা كنز হইবে। ইব্ন আব্বাস (রা.), জাবির (রা.) এবং আবূ হুরায়রা (রা.) হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা তাহাদের নিজস্ব উক্তি হিসাবে এবং স্বয়ং নবী করীম (সা.)-এর বাণী হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে। উমর (রা.) হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলেন, যেই সম্পদের যাকাত দেওয়া হইয়াছে তাহা 'কান্‌য' নহে, এমন কি তাহা যদি মাটিতে পুতিয়া রাখাও হয়। পক্ষান্তরে যেই ধন-সম্পদের যাকাত দেওয়া হয় নাই, তাহাই কান্‌য, এমনকি তাহা যদি মাটির উপরেও থাকে।

ইমাম বুখারী (র.)— — — —খালিদ ইব্ন আসলাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ একদা আমরা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.)-এর সহিত কোথাও যাইতেছিলাম। পথে তিনি বলিলেন– ' وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ - ' এই আয়াতাংশ যাকাত ফরয হইবার পূর্বে কার্যকর ছিল। যাকাত ফরয করিবার পর আল্লাহ্ তা'আলা উহাকে মালের পবিত্রকারী বানাইয়াছেন। উমর ইব্ন আবদুল আযীয এবং ইরাক ইব্ন মালিকও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। তাহারা বলিয়াছেন– وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ এই আয়াতকে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা রহিত করিয়া দিয়াছেন ঃ خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ - তুমি তাহাদের মাল হইতে এইরূপ সাদকা উশুল কর–যাহা তাহাদিগকে পাক ও পবিত্র করিবে (৯ ঃ ১০৩)।

আবূ উমামা (রা.) হইতে সাঈদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন যিয়াদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ উমামা (রা.) বলিয়াছেন ঃ তরবারিতে লাগানো (স্বর্ণ বা রৌপ্যের) অলংকারও كنز হিসাবে গণ্য হইবে। তিনি বলিয়াছেন– আমি নবী করীম (সা.)-এর নিকট হইতে না শুনিয়া উহা বলিতেছি না।

ছাওরী (র.)— — — —আলী (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আলী (রা.) বলেন ঃ চারি হাযার এবং উহা হইতে কম পরিমাণ মুদ্রা হইতেছে পরিবারের ব্যয় ভার বহনের জন্যে প্রয়োজনীয় মাল। উহা অপেক্ষা অধিকতর মাল كنز হিসাবে গণ্য। উক্ত রিওয়ায়েতমাত্র একটি মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে।

বিপুল সংখ্যক হাদীছে স্বর্ণ-রৌপ্য কম রাখিবার প্রশংসা এবং উহা বেশী রাখিবার নিন্দা বর্ণিত রহিয়াছে। নিম্নে উহাদের মধ্য হইতে স্বল্পসংখ্যক হাদীছ উল্লেখিত হইতেছে ঃ

আবদুর রায্যাক (র.)— — — —আলী (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আলী (রা.) - وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ -এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন– একদা নবী করীম (সা.) বলিয়াছেন– 'স্বর্ণ ধ্বংস হউক! রৌপ্য ধ্বংস হউক!' তিনি তিনবার উহা বলিলেন। নবী করীম (সা.)-এর উক্ত বাণীর কারণে সাহাবীগণ অত্যন্ত অস্বস্তিবোধ করিলেন। তাহারা বলিলেন– তবে আমরা কোন শ্রেণীর মাল নিজেদের কাছে রাখিব ? ইহাতে উমর (রা.) বলিলেন– 'আমি নবী করীম (সা.)-এর নিকট হইতে এই প্রশ্নের উত্তর জানিয়া তোমাদিগকে জানাইব। তিনি নবী করীম (সা.)-এর নিকট গিয়া বলিলেন– হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার সাহাবীগণের উপর আপনার বাণী – 'স্বর্ণ ধ্বংস হউক! রৌপ্য ধ্বংস হউক!' অত্যন্ত ভারী ও দুর্বহ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। তাহারা বলিয়াছে– 'তবে আমরা কোন শ্রেণীর মাল নিজেদের কাছে রাখিব? নবী করীম (সা.) বলিলেন– তোমরা নিজেদের কাছে রাখিবে আল্লাহ্র যিকিরকারী একটি জিহ্বা, আল্লাহ্র শোকর আদায়কারী একটি অন্তর ও এইরূপ একটি স্ত্রী যে তাহার স্বামীকে দীনী কাজে সহায়তা করিবে।

ইমাম আহমদ (র.)— — — —আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ হুযায়েল (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন– আমার জনৈক সহচর আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা.) বলিয়াছেন– 'স্বর্ণ ও রৌপ্য ধ্বংস হউক!' উক্ত রাবী আরো বলেন– আমার জনৈক সহচার আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা রাসূল (সা.) উমর (রা.)-এর সহিত পথ চলিতেছিলেন। তখন উমর (রা.) বলিলেন– হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি বলিয়াছেন– 'স্বর্ণ ও রৌপ্য ধ্বংস হউক!' তবে আমরা কোন বস্তু সঞ্চয় করিব ? নবী করীম (সা.) বলিলেন– আল্লাহ্র যিকিরকারী একটি জিহ্বা, আল্লাহ্র শোকর আদায়কারী একটি অন্তর এবং এইরূপ একটি স্ত্রী যে আখিরাতের কার্যে সহায়তা করে।

ইমাম আহমদ (র.)— — — —ছাওবান (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখন স্বর্ণ ও রৌপ্য সম্বন্ধে স্বীয় বিধান নাযিল করিলেন, (অর্থাৎ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ- এই আয়াতাংশ নাযিল করিলেন।) তখন সাহাবীগণ বলিলেন– তবে আমরা কোন শ্রেণীর মাল সঞ্চয় করিব ? ইহাতে উমর (রা.) বলিলেন– আমি নবী করীম (সা.)-এর নিকট হইতে উহা জানিয়া লইয়া তোমাদিগকে জানাইব। এই বলিয়া তিনি একটি উটের পিঠে চড়িয়া দ্রুত গতিতে নবী করীম (সা.)-এর নিকট যাইতে লাগিলেন। আমি তাঁহার পশ্চাতে চলিলাম। নবী করীম (সা.)-এর নিকট পৌঁছাইয়া তিনি বলিলেন– হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কোন মাল সঞ্চয় করিব ? নবী করীম (সা.) বলিলেন– আল্লাহ্র শোকর আদায়কারী একটি অন্তর, আল্লাহ্র যিকিরকারী একটি জিহ্বা এবং এইরূপ স্ত্রী যে আখিরাতের কার্যে স্বীয় স্বামীকে সহায়তা করিবে।

উক্ত রিওয়ায়েতকে ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম ইব্ন মাজা রাবী সালিম ইব্ন আবুল জা'দের সূত্রে ছাওবান (রা.) হইতে একাধিক সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী মন্তব্য করিয়াছেন– 'উহার সনদ গ্রহণযোগ্য।' ইমাম বুখারী হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, 'তিনি বলিয়াছেন ঃ উক্ত রাবী সালিম ছাওবান (রা.)-এর নিকট হইতে শোনেন নাই।' আমি (গ্রন্থকার) বলিতেছি, উক্ত কারণেই কোন কোন মুহাদ্দিছ উহাকে সালিম হইতে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

ইব্ন আবূ হাতিম (র.)— — — —ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ এই আয়াত নাযিল হইবার পর উহাতে বর্ণিত বিধান মুসলমানদের নিকট অতিশয় কঠিন বিবেচিত হইল। তাহারা বলিল– 'আমাদের কেহ নিজের সন্তান-সন্ততির জন্যে কোন মাল রাখিয়া যাইতে পারিবে না।' ইহাতে উমর (রা.) বলিলেন– 'আমি নবী করীম (সা.)-এর নিকট হইতে এই সমস্যার সমাধান জানিয়া লইয়া উহা তোমাদিগকে জানাইব।' অতঃপর তিনি নবী করীম (সা.)-এর নিকট রওয়ানা হইলেন। ছাওবান (রা.) তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। নবী করীম (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া তিনি বলিলেন–'হে আল্লাহ্র রাসূল! এই আয়াত (অর্থাৎ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ -) আপনার সাহাবীদের নিকট ভারী বলিয়া বিবেচিত হইতেছে।' নবী করীম (সা.) বলিলেন– আল্লাহ্ তা'আলা শুধু এই উদ্দেশ্যে যাকাত ফরয করিয়াছেন যে, উহা দ্বারা তিনি তোমাদের অবশিষ্ট মালকে পবিত্র করিবেন। আর তিনি তোমাদিগকে নিজেদের উত্তরাধিকারীদের জন্যে মাল রাখিয়া যাইবার অধিকার দিয়াছেন। ইহা শুনিয়া উমর (রা.) আল্লাহু আকবার বলিলেন। অতঃপর নবী করীম (সা.) বলিলেন– হে উমর! মানুষ যে সকল বস্তু সঞ্চয় করে, আমি কি তোমাকে উহাদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট বস্তুটি সম্বন্ধে জ্ঞাত

করিব না ? উহা হইতেছে– নেক্‌কার স্ত্রী– যাহার দিকে চাহিলে তাহার স্বামীর মন আনন্দে ভরিয়া যায়; যাহাকে তাহার স্বামী কোন আদেশ দিলে সে উহা পালন করে এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে যে তাহাকে (অর্থাৎ তাহার গৃহে অবস্থিত সম্পত্তি ও নিজ সতীত্ব) হিফাযত করে।

উক্ত হাদীছকে ইমাম আবূ দাউদ, হাকিম এবং ইমাম ইব্ন মারদুবিয়া (র.) ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়া'লার সূত্রে অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীছ সম্বন্ধে হাকিম (র.) মন্তব্য করিয়াছেন– উহার সনদ ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ের শর্তানুযায়ী বিশুদ্ধ, তবে তাহারা উহা বর্ণনা করেন নাই।

ইমাম আহমদ (র.)– – – –হাস্সান ইব্ন আতিয়্যা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ একদা শাদ্দাদ ইব্ন আওস (রা.) সফরে ছিলেন। পথিমধ্যে একস্থানে অবতরণের পর তিনি স্বীয় গোলামকে বলিলেন– 'খেলার সরঞ্জাম আন; খেলি।' তাহার কথায় আমি অসন্তোষ প্রকাশ করিলাম। ইহাতে তিনি বলিলেন– ইসলাম গ্রহণ করিবার পর এই কথাটি ছাড়া অন্য কোন লাগামহীন কথা আমি বলি নাই। তোমরা আমার এই কথাটিকে ভুলিয়া যাও। এখন আমি যাহা বলিব, তাহা মনে রাখিও। আমি নবী করীম (সা.)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ লোকে যখন স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চয় করে, তোমরা তখন এই কথাগুলিকে সঞ্চয় করিও ঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট ইসলামের উপর দৃঢ় থাকিবার মনোবল প্রার্থনা করি, তোমার নিকট সুন্দর ভাবে তোমার ইবাদত করিবার তাওফীক প্রার্থনা করি, তোমার নিকট সত্যবাদী একটি জিহ্বা প্রার্থনা করি, তোমার নিকট তোমার জানা সমুদয় বস্তু ও বিষয়ের কল্যাণ প্রার্থনা করি, তোমার নিকট তোমার জানা সমুদয় বস্তু ও বিষয়ের অকল্যাণ হইতে আশ্রয় গ্রহণ করি, আর তুমি আমার যে সকল গোনাহের বিষয় জানো, উহাদের সমুদয় গোনাহ্ হইতে তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। নিশ্চয় তুমি অজানা বিষয়সমূহ সম্বন্ধে অবগত রহিয়াছে।

يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ - هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ -

অর্থাৎ তাহারা সেইদিনে কী ভয়াবহ অবস্থায় পতিত হইবে– যেদিন তাহাদের সঞ্চিত স্বর্ণ-রৌপ্যকে উত্তপ্ত করিয়া উহাদের দ্বারা তাহাদের কপালে, তাহাদের দেহের পার্শ্বদেশে এবং তাহাদের পিঠে দাগ দেওয়া হইবে। তাহাদিগকে বলা হইবে– এই হইতেছে সেই স্বর্ণ রৌপ্য– যাহাকে তোমরা নিজেদের জন্যে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছ। তোমরা যাহা সঞ্চয় করিতে, এখন তাহার যা ভোগ কর (৯ ঃ ৩৫)।

উক্ত কথা তাহাদিগকে বলা হইবে তাহাদিগকে ধমক দিবার এবং বিদ্রূপ করিবার উদ্দেশ্যে। অনুরূপ ধমক বাক্য ও বিদ্রূপ বাক্য যাহা দোযখে শাস্তি ভোগরত কাফিরদের

প্রতি উচ্চারিত হইবে– আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্রও উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ -

–অতঃপর তোমরা তাঁহার মাথায় গরম পানি ঢালিয়া শাস্তি দাও। তাহাকে বলা হইবে 'মজা ভোগ করো; তুমি তো সম্মানিত ও মর্যাদাবান ব্যক্তি (৪৪ ঃ ৪৮-৪৯)।'

বস্তুত দুনিয়াতে যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার বিরুদ্ধে কোন বস্তুকে ব্যবহার করে, আল্লাহ্ তা'আলা আখিরাতে তাহাকে সেই বস্তুর মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করিবেন। এইরূপ শাস্তি প্রদানের আরেকটি দৃষ্টান্ত হইতেছে– আবূ লাহাবের শাস্তি। আবূ লাহাব ছিল নবী করীম (সা.)-এর প্রতি শত্রুতাচরণে অতিশয় তৎপর। নবী করীম (সা.)-এর প্রতি তাহার শত্রুতাচরণে তাহাকে সাহায্য করিত তাহার স্ত্রী। দোযখে আল্লাহ্ তা'আলা আবূ লাহাবকে অনুরূপ পদ্ধতিতে শাস্তি প্রদান করিবেন। আবূ লাহাবের স্ত্রী নিজের গলায় দোযখের কাষ্ঠের আঁটি ঝুলাইয়া তাহার নিকট বহন করিয়া লইয়া যাইবে এবং তাহার উপর ফেলিয়া দিবে। এইরূপে আল্লাহ্ তা'আলা আখিরাতে আবূ লাহাবকে শাস্তি প্রদান করিবার কার্যে যে তাহাকে দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র নবীর বিরুদ্ধে শত্রুতাচরণে সাহায্য করিত সেই স্ত্রীকেই নিয়োজিত করিবেন। যাহারা দুনিয়াতে তাহার অত্যাচারে অতিষ্ঠ ছিল, উহাতে তাহাদের প্রাণ জুড়াইবে।

যাহা হউক– দুনিয়াতে যাহারা স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চয় করিয়াছে এবং উহা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে নাই, আখিরাতে উহা উত্তপ্ত করিয়া তাহাদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গে উহা দ্বারা দাগ দেওয়া হইবে। এইরূপে দুনিয়াতে যে বস্তু তাহাদের নিকট অধিকতম প্রিয় ছিল, আখিরাতে তাহাই তাহাদের জন্যে অধিকতম ক্ষতি ও লাঞ্ছনার কারণ হইবে।

সুফিয়ান (র.) . . . . . . আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন– যে সত্তা ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ নাই, সেই সত্তার কসম! দুনিয়াতে যে ব্যক্তি স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চয় করিবে, আখিরাতে নিশ্চয় তাহার দেহের চামড়াকে বিস্তৃত করিয়া দিয়া উহার উপর একটি একটি করিয়া উত্তপ্ত দীনার ও দিরহাম ছড়াইয়া দেওয়া হইবে।

উক্ত রিওয়ায়েতকে ইমাম ইব্ন মারদুবিয়া আবূ হুরায়রা (রা.) হইতে স্বয়ং নবী করীম (সা.)-এর বাণী হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে উহাতে স্বয়ং নবী করীম (সা.)-এর বাণী হিসাবে বর্ণনা করা সহীহ্ নহে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

আবদুর রায্যাক (র.) তাউস (র.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ আমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে যে, সঞ্চিত স্বর্ণ-রৌপ্য কিয়ামাতের দিন বিষধর সর্প হইয়া উহার মালিককে ধাওয়া করিবে। উহার মালিক উহার ভয়ে দৌড়াইয়া পলাইতে

চেষ্টা করিবে। উহা তাহাকে বলিবে– আমি তোমার সঞ্চিত স্বর্ণ-রৌপ্য। উহা তাহার দেহের যে অংশকেই নাগালে পাইবে, তাহাই গিলিয়া ফেলিবে।

ইব্‌ন জারীর (র.)– – – –ছাওবান (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ নবী করীম (সা.) বলিতেন– যে ব্যক্তি সঞ্চিত স্বর্ণ-রৌপ্য রাখিয়া মরিবে, কিয়ামাতের দিনে উহা তাহাকে শাস্তি দিবার জন্যে অতিশয় বিষধর স্বর্গের রূপ ধারণ করিবে। উহার প্রত্যেক চক্ষুর উপর একটি করিয়া কালো দাগ থাকিবে। উহা তাহাকে অনুসরণ করিবে। সে উহাকে বলিবে– তুমি ধ্বংস হও! তুমি কে ? উহা তাহাকে বলিবে– আমি হইতেছি তোমার সেই সঞ্চিত স্বর্ণ-রৌপ্য যাহা তুমি মৃত্যুকালে দুনিয়াতে রাখিয়া আসিয়াছিলে। উহা তাহাকে অনুসরণ করিতে থাকিবে। এক সময়ে উহা তাহার হাতকে মুখে পুরিয়া চিবাইয়া খাইবে। অতঃপর উহা তাহার দেহের অন্যান্য অঙ্গকেও অনুরূপভাবে মুখে পুরিয়া চিবাইয়া খাইবে।

উক্ত রিওয়ায়েতটি ইমাম ইব্‌ন হিব্বান তাহার সহীহ্‌ গ্রন্থে সাঈদ (র.)-এর সূত্রে অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। বুখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফে উপরোক্ত রিওয়ায়েতের অনুরূপ একটি রিওয়ায়েত আবূ হুরায়রা (রা.) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে।

মুসলিম (র.)– – – –আবূ হুরায়রা (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন– নবী করীম (সা.) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি স্বীয় মালের যাকাত প্রদান করে না, কিয়ামতের দিনে তাহাকে শাস্তি দিবার জন্যে আগুনের কতগুলি তক্তা সৃষ্টি হইবে। সেইগুলি দ্বারা তাহার দেহের পার্শ্বদেশে, তাহার কপালে এবং তাহার পিঠে দাগ দেওয়া হইবে। বান্দাদের প্রতি আল্লাহ্‌ তা'আলার বিচার কার্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত পঞ্চাশ হাযার বৎসর ধরিয়া উক্ত শাস্তি চলিতে থাকিবে। অতঃপর তাহাকে তাহার আমল অনুসারে জান্নাত অথবা জাহান্নামের দিকে পথ দেখাইয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর আবূ হুরায়রা (রা.) রিওয়ায়েতের অবশিষ্টাংশ উল্লেখ করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র.)– – – –যায়েদ ইব্‌ন ওয়াহাব হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ একদা আমি রাবযা নামক স্থান দিয়া যাইবার কালে আবূ যার গিফারী (রা.)-কে তথায় বসবাসরত দেখিতে পাইলাম। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম– আপনি এখানে বসবাস করিতেছেন কেন ? তিনি বলিলেন– আমি পূর্বে শাম দেশে বসবাস করিতাম। সেখানে একদা আমি মুআবিয়া (রা.)-এর সম্মুখে এই আয়াত তিলাওয়াত করিলাম ঃ

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَايُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ -

মুআবিয়া (রা.) বলিলেন– উক্ত আয়াত আমাদের সম্বন্ধে নাযিল হয় নাই; বরং উহা আহলে কিতাব জাতিসমূহের সম্বন্ধেই নাযিল হইয়াছে। আমি বলিলাম– উক্ত আয়াত আমাদের এবং তাহাদের– সকলের সম্বন্ধেই নাযিল হইয়াছে।

উক্ত রিওয়ায়েত ইমাম ইব্‌ন জারীর (র.) উবাইদ ইব্‌ন কাসিম (র.)-এর সূত্রে আবূ যার (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি অতিরিক্ত আরো বলিলেন– অতঃপর এই বিষয়ে আমাদের উভয়ের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় ঘটিল। মুআবিয়া (রা.) আমীরুল মু'মিনীন উছমান (রা.)-এর নিকট আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ লিখিয়া পাঠাইলেন। ইহাতে উছমান (রা.) আমাকে তাঁহার নিকট যাইবার জন্যে আদেশ দিয়া আমার নিকট পত্র পাঠাইলেন। আদেশ পাইয়া আমি মদীনায় চলিয়া আসিলাম। মদীনায় আমার উপস্থিতির পর আমার চারিপার্শ্বে লোকের এইরূপ ভিড় জমিতে লাগিল যে, তাহারা যেন ইতিপূর্বে কোনদিন আমাকে দেখে নাই। আমি আমীরুল মু'মিনীন উছমান (রা.)-এর নিকট এই বিষয়ে অভিযোগ করিলে তিনি আমাকে আদেশ দিলেন– 'তুমি মদীনার নিকটে কোথাও গিয়া বসবাস করো। আমি আমীরুল মু'মিনীনকে বলিলাম– আমি তাহাই করিব। কিন্তু ইতিপূর্বে যাহা বলিতাম, আল্লাহ্‌র কসম! উহা বলা ত্যাগ করিব না।

আমি (গ্রন্থকার) বলিতেছি– ধন-সম্পত্তি সঞ্চয়ের ব্যাপারে আবূ যার গিফারী (রা.)-এর মাযহাব এই ছিল যে, নিজের পরিবার পরিজনের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ-সম্পদের অতিরিক্ত অর্থসম্পদ সঞ্চয় করিয়া রাখা প্রতিটি লোকের জন্যেই হারাম। তিনি এইরূপ ফতওয়া দিতেন এবং তাহার উক্ত মাযহাব গ্রহণ করিবার জন্যে লোকদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার উক্ত মাযহাবের বিরোধী মাযহাবের বিরুদ্ধে তিনি কঠোর ছিলেন। মুআবিয়া (রা.) তাহাকে উক্ত মাযহাব প্রচার করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি উহা মানিতেন না। ইহাতে মুআবিয়া (রা.) আশংকা করিলেন– আবূ যার গিফারী (রা.)-এর দ্বারা লোকদের ক্ষতি হইবে। তাই, তিনি উছমান (রা.)-এর নিকট এই বিষয়ে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাইয়া পত্র লিখিলেন। তিনি উছমান (রা.)-এর নিকট অনুরোধ জানাইলেন– তিনি যেন আবূ যার গিফারী (রা.)-কে নিজের কাছে ডাকাইয়া নেন। উছমান (রা.) তাঁহাকে মদীনায় ডাকাইয়া লইয়া রবযা নামক স্থানে বসবাস করিবার জন্যে পাঠাইলেন। তিনি এখানেই একাকী বসবাস করিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় উছমান (রা.)-এর খিলাফাতের যুগেই তিনি এখানে ইন্তিকাল করেন।

আবূ যার গিফারী (রা.)-এর সিরিয়ার অবস্থানকালে মুআবিয়া (রা.) তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে একদা তাঁহার নিকট এক হাজার দীনার পাঠাইলেন। মুআবিয়া (রা.)-এর উদ্দেশ্য ছিল তিনি দেখিবেন, আবূ যার গিফারী (রা.) ধন-সম্পদ সঞ্চয় করিবার বিষয়ে যে ফতওয়া দিয়া থাকেন, তাহার উপর নিজে আমল করেন কি না। আবূ যার গিফারী (রা.) মুআবিয়া (রা.) কর্তৃক প্রেরিত দীনারগুলি গ্রহণ করত

সেইদিনই উহা বন্টন করিয়া ফেলিলেন। উহা এভাবে খরচ করিয়া ফেলিবার পর মুআবিয়া (রা.) দীনার সহ তাঁহার নিকট পূর্বে প্রেরিত লোকটিকে পুনরায় তাঁহার নিকট পাঠাইলেন। সে আসিয়া বলিল– ইতিপূর্বে আমি আপনাকে যে এক হাজার দীনার প্রদান করিয়াছি, মুআবিয়া (রা.) উহা আপনি ভিন্ন অন্য একটি লোককে প্রদান করিতে আমাকে আদেশ করিয়াছিলেন। আমি ভুল করিয়া উহা আপনাকে প্রদান করিয়াছিলাম। এখন আপনি উহা আমার নিকট প্রত্যর্পণ করুন। আবূ যার গিফারী (রা.) বলিলেন– আমি উহা খরচ করিয়া ফেলিয়াছি। তবে, আমার নিকট আমার মাল আসিলে আমি তোমাকে উহা হইতে সেই পরিমাণ মাল প্রদান করিব।

ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে আলী ইব্ন তালহা (র.) বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন– আলোচ্য আয়াত (وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ) মুসলিম এবং কাফির– সকলের সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে।

সুদ্দী (র.) বলেন ঃ উহা শুধু আহলে কেবলা অর্থাৎ মুসলমানদের সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে।

আহনাফ ইব্ন কায়েস (র.) বলেন ঃ আমি মদীনায় অবস্থান করিতেছিলাম। একদিন আমি তথায় একদল লোকের মধ্যে উপস্থিত ছিলাম। তাহাদের মধ্যে কুরায়েশ গোত্রের কিছু সংখ্যক লোকও ছিল। এক সময়ে তাহাদের নিকট একটি লোক আগমন করিল। লোকটির পরিধানে জীর্ণ-শীর্ণ ও ময়লা কাপড়, তাহার মুখ-মণ্ডলসহ সমগ্র দেহে দৈন্য ও দারিদ্র্যের ছাপ। সে দাঁড়াইয়া সকলের সম্মুখে বলিল– 'যাহারা স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চয় করিয়া রাখে তাহাদিগকে এই সুসংবাদ দাও যে, দোযখে তাহাদের স্তনের বোটার উপর আগুনের অঙ্গার রাখা হইবে। উহা তাহাদের দেহ ভেদ করিয়া স্কন্ধাস্থির মধ্য দিয়া বাহির হইবে। আবার উহাকে তাহাদের স্কন্ধাস্থির উপর রাখা হইবে। উহা তাহাদের দেহ ভেদ করিয়া স্তনের বোটার মধ্য দিয়া বাহির হইবে। ইহাতে তাহাদের জান বাহির হইয়া যাইতে চাহিবে; কিন্তু বাহির হইবে না। লোকেরা তাহার কথা শুনিয়া মাথা নীচু করিল। তাহারা তাহার সহিত কথা বলিল না। লোকটি তাহাদের নিকট হইতে চলিয়া গিয়া একটি খুঁটির নিকট বসিল। আমি তাহার নিকট গিয়া তাহাকে বলিলাম– ইহারা তো আপনার কথাকে পসন্দ করিল না। লোকটি বলিল– ইহারা কিছুই জানে না।

সহীহ্ হাদীছে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ একদা নবী করীম (সা.) আবূ যার গিফারী (রা.) কে বলিয়াছিলেন– আমার নিকট যদি উহুদ পর্বতের সম-পরিমাণ স্বর্ণ আসিত, তবে আমি উহার মধ্য হইতে ঋণ পরিশোধ করিবার জন্যে মাত্র একটি দীনার রাখিয়া অবশিষ্ট সমুদয় স্বর্ণ তিন দিনের মধ্যে খরচ করিয়া ফেলিতাম। তিন দিনের বেশী সময় উহা নিজের কাছে রাখা আমি পসন্দ করিতাম না। নবী করীম (সা.)-এর উক্ত

বাণীই সম্ভবত আবূ যার গিফারী (রা.)-কে উপরোক্তরূপ কথা বলিবার জন্যে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইমাম আহমদ (র.)– — — –আবদুল্লাহ্ ইব্ন সামিত (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ

একদা আমি আবূ যার গিফারী (রা.)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এই সময়ে বায়তুল মাল হইতে তাঁহার নিকট তাঁহার ভাতা আসিল। তাঁহার দাসী উহা দ্বারা তাঁহার জন্যে প্রয়োজনীয় পণ্য খরিদ করিবার পর উহা হইতে সাতটি মুদ্রা বাঁচিয়া গেল। তিনি উহা বিনিময়ে কতগুলি পয়সা আনিবার জন্যে দাসীকে আদেশ দিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম– নিজের ভবিষ্যৎ প্রয়োজন পূরণ করিবার জন্যে এবং ভবিষ্যতে কোন মেহমান আসিলে তাহাকে আপ্যায়ন করিবার জন্যে এই মুদ্রাগুলি আপনি রাখিয়া দিলে ভাল হইত। তিনি বলিলেন– আমার প্রিয়তম বন্ধু (অর্থাৎ নবী করীম সা.) আমাকে বলিয়া গিয়াছেন– কোন ব্যক্তির নিকট স্বর্ণ বা রৌপ্য সঞ্চিত থাকিলে সে উহাকে যতক্ষণ আল্লাহ্র পথে ব্যয় না করিবে, ততক্ষণ উহা তাহার পক্ষে আগুনের অঙ্গার হিসাবে রক্ষিত থাকিবে।

হাকিম ইব্ন আসাকির (র.)— — — —আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ একদা নবী করীম (সা.) বলিলেন– দরিদ্র অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার নিকট উপস্থিত হও, ধনী অবস্থায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইও না। তিনি বলিলেন– হে আল্লাহ্র রাসূল! উহা আমার দ্বারা কীরূপে সম্ভবপর হইবে ? তোমার নিকট কেহ কিছু চাহিলে উহা তাহাকে দিতে অসম্মতি জানাইও না; আর তুমি আল্লাহ্র নিকট হইতে যে সম্পত্তি লাভ করো, উহার কথা গোপন রাখিও না। তিনি বলিলেন– হে আল্লাহ্র রাসূল! উহা আমার দ্বারা কীরূপে সম্ভবপর হইবে ? নবী করীম (সা.) বলিলেন– উহা ঐরূপেই তোমার পক্ষে সম্ভবপর হইবে। যদি তাহা না করো, তবে দোযখই হইবে তোমার ঠিকানা। উক্ত রিওয়ায়েতের সনদ দুর্বল।

ইমাম আহমদ (র.)— — — —আলী (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ একদা আহলে সুফ্ফাদের জনৈক সাহাবী ইন্তিকাল করিলেন। ইন্তিকালের পর তাহার তহবন্দে একটি দীনার পাওয়া গেল। নবী করীম (সা.) বলিলেন– উহা হইতেছে দাগ লাগাইবার একটি বস্তু। আরেকদিন আরেকজন সুফ্ফা দলভুক্ত সাহাবী ইন্তিকাল করিলেন। ইন্তিকালের পর তাহার তহবন্দে দুইটি দীনার পাওয়া গেল। নবী করীম (সা.) বলিলেন– উহা হইতেছে দাগ লাগাইবার দুইটি বস্তু।

ইব্ন আবূ হাতিম (র.)— — — —নবী করীম (সা.)-এর গোলাম ছাওবান (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি স্বর্ণ বা রৌপ্য রাখিয়া মরিয়া যায়, আখিরাতে তাহার স্বর্ণ বা রৌপ্যের প্রতিটি কীরাতকে আগুনের একটি

তক্তায় পরিণত করা হইবে। উহা দ্বারা তাহার দেহের পা হইতে থুতনী পর্যন্ত সকল স্থানে দাগ দেওয়া হইবে।

হাকিম আবূ ইয়ালা (র.)— — — —আবূ হুরায়রা (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন– নবী করীম (সা.) বলিয়াছেন ঃ যাহারা দীনারের উপর দীনার রাখে অথবা দিরহামের উপর দিরহাম রাখে, অর্থাৎ উহাদিগকে সঞ্চয় করে, আখিরাতে তাহাদের দেহের চামড়াকে বিস্তৃত করিয়া দিয়া উহা দ্বারা তাহাদের ললাটে, দেহের পার্শ্বদেশে এবং পিঠে দাগ দেওয়া হইবে। তাহাদিগকে বলা হইবে ইহা হইতেছে তাহা, যাহা তোমরা নিজেদের জন্যে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলে। তোমরা যাহা সঞ্চয় করিতে, এখন তাহার স্বাদ ভোগ করো।

উক্ত রিওয়ায়েতের সনদে রাবী সায়েফ ইব্ন মুহাম্মদ ছাওরী একজন মিথ্যাবাদী ও পরিত্যক্ত রাবী।

(٣٦) إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَٰبِ
اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَٰوٰتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ
الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا
الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾

৩৬. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির দিন হইতেই আল্লাহ্র বিধানে আল্লাহ্র নিকট মাস গণনায় মাস বারটি, তন্মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস, ইহাই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান ; সুতরাং ইহার মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করিও না এবং তোমরা মুশরিকদের সহিত সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করিবে, যেমন তাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ করিয়া থাকে। এবং জানিয়া রাখ, আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সঙ্গে আছেন।

তাফসীর ঃ অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন– যে দিন আল্লাহ্ তা'আলা আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই দিন হইতে তাঁহার বিধান অনুসারে বৎসরের মাসের সংখ্যা হইতেছে বারো– যাহাদের মধ্য হইতে চারিমাস হইতেছে নিষিদ্ধ মাস। উহা হইতেছে আল্লাহ্র অপরিবর্তনীয় বিধান। হে মু'মিনগণ! নিষিদ্ধ মাসগুলিতে তোমরা অগ্রে কাফিরদিগকে আক্রমণ করিও না। বৎসরের অন্য সময়ে তোমরা সকলে মিলিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যেরূপে তাহারা সকলে মিলিয়া তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া থাকে। আর জানিয়া রাখিও, যাহারা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমানা লংঘন করে না, আল্লাহ্ তাহাদের সঙ্গে রহিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র.)— — — — . আবূ বুকরা (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন

যে, তিনি বলেন ঃ বিদায় হজ্জে নবী করীম (সা.) স্বীয় বক্তৃতায় বলিলেন– আল্লাহ্র তা'আলা যে দিন আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইদিন হইতে সময়ের যে বিধানে চলিয়া আসিতেছে, উহার হিসাব সেই বিধানের নিকট ফিরিয়া আসিল। বৎসর হইতেছে বারো মাসের সমষ্টি। উহাদের মধ্য হইতে চারিমাস হইতেছে 'নিষিদ্ধ মাস'। উহাদের মধ্য হইতে তিন মাস হইতেছে পরস্পর অব্যবহিত ও বিরতিহীন ঃ যিলকাদ, যিলহাজ্জ ও মুহাররম। উহাদের মধ্য হইতে চতুর্থ মাস হইতেছে মুযার গোত্রের রজব যাহা জামাদিউছছানি ও শা'বান এই দুই মাসের মধ্যবর্তী মাস। অতঃপর নবী করীম (সা.) প্রশ্ন করিলেন– এই দিনটি কোন দিন ? আমরা বলিলাম– আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলই এ সম্বন্ধে অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী। নবী করীম (সা.) কিছুক্ষণ নির্বাক রহিলেন। ইহাতে আমরা ভাবিলাম, তিনি উহাকে নূতন নাম দিবেন। অতঃপর বলিলেন– এই দিনটি কি কুরবানীর দিন নহে ? আমরা বলিলাম– নিশ্চয় তাহাই। অতঃপর নবী করীম (সা.) প্রশ্ন করিলেন– এই মাসটি কোন মাস ? আমরা বলিলাম– আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলই এ সম্বন্ধে অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী। নবী করীম (সা.) কিছুক্ষণ নির্বাক রহিলেন। ইহাতে আমরা ভাবিলাম– তিনি উহাকে নূতন নাম দিবেন। অতঃপর বলিলেন– এই মাসটি কি যিলহাজ্জ মাস নহে ? আমরা বলিলাম-নিশ্চয়, তাহাই। অতঃপর নবী করীম (সা.) প্রশ্ন করিলেন– এই শহরটি কোন শহর ? আমরা বলিলাম– আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলই এ সম্বন্ধে অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী। নবী করীম (সা.) কিছুক্ষণ নির্বাক রহিলেন। ইহাতে আমরা ভাবিলাম– তিনি উহাকে নূতন নাম দিবেন। অতঃপর বলিলেন– এই শহরটি কি মক্কা শহর নহে ? আমরা বলিলাম– নিশ্চয় তাহাই। নবী করীম (সা.) বলিলেন– তোমাদের একের রক্ত, মাল– রাবী বলেন– আমার মনে পড়ে, নবী করীম (সা.) উহার সহিত বলিয়াছেন– এবং ইয্যত– অপরের জন্যে হারাম। যেমন হারাম তোমাদের এই দিনটি তোমাদের এই মাসে, তোমাদের এই শহরে। তোমরা অচিরেই স্বীয় প্রতিপালক প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইবে। তিনি তখন তোমাদিগকে তোমাদের কার্যাবলী সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবেন। সাবধান! আমার তিরোধানের পর তোমরা বিপথগামী হইয়া যাইও না। যাহাতে একে অপরের গর্দান কাটিতে লাগিয়া যাও। শুনো! আমি কি (তোমাদের নিকট যাহা পৌছাইয়া দেওয়া জরুরী ছিল, তাহা) পৌছাইয়া দিয়াছি? শুনো, যাহারা এখানে উপস্থিত আছে, তাহারা যেন অনুপস্থিত লোকদের নিকট (উহা) পৌছাইয়া দেয়। এইরূপ হইতে পারে যে, যাহাদের নিকট উহা পৌছাইয়া দেওয়া হইবে, তাহারা উপস্থিত লোকদের কাহারো কাহারো অপেক্ষা অধিকতর সংরক্ষণকারী হইবে।

উক্ত হাদীছ ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম (র.) আইয়ূবের (র.) সূত্রে উক্ত সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র.) · · · · · · আবূ হুরায়রা (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন– নবী করীম (সা.) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যে দিন আকাশসমূহ

এবং পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই দিন হইতে যে বিধানে সময় চলিয়া আসিতেছে, উহার গণনা সেই বিধান অনুসারে হইবে। আল্লাহ্ তা'আলা যে দিন আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই দিনই তাঁহার বিধানে তাঁহার নিকট (বৎসরের) মাসসমূহের সংখ্যা বারো নির্ধারিত হইয়া রহিয়াছে। উহাদের মধ্য হইতে চারিটি হইতেছে নিষিদ্ধ মাস। তিনটি হইতেছে পরস্পর অব্যবহিত ও বিরতিহীন মাস ঃ যিলকাদ, যিলহাজ্জ এবং মুহাররম। চতুর্থটি হইতেছে মুযার গোত্রের রজব মাস যাহা জামাদিউছছানি এবং শা'বান এই দুই মাসের মধ্যে অবস্থিত মাস।

বায্যার (র.) উক্ত হাদীছ মুহাম্মদ ইব্ন মুআম্মার (র.) সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি মন্তব্য করিয়াছেন– উক্ত হাদীছ আবূ হুরায়রা (রা.) হইতে মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীনের মাধ্যম ছাড়া অন্য কোন মাধ্যমে বর্ণিত হয় নাই। উক্ত হাদীছ আবার ইব্ন আওন এবং কুররা ইব্ন সীরীনের (র.) সূত্রে আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বুকরা মাধমে আবূ বুকরা (রা.) হইতে বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্ন জারীর (র.)——————আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ বিদায় হজ্জে মিনায় আইয়ামে তাশরীক (১১ ই যিলহাজ্জ হইতে ১৩ ই যিলহাজ্জ)-এর মধ্যবর্তী দিনে নবী করীম (সা.) খুতবায় বলিয়াছিলেন– হে লোক সকল! সময় পূর্বের অবস্থায় ফিবিয়া আসিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা যে দিন আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইদিন উহা যেরূপে সৃষ্টি হইয়াছে, এখন উহাকে সেই রূপে গণনা করিবার বিধান প্রবর্তিত হইয়াছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মাসসমূহের সংখ্যা হইতেছে বারো মাস। উহাদের মধ্য হইতে চারিমাস হইতেছে নিষিদ্ধ মাস ঃ জামাদিউছছানি এবং শা'বান– এই দুই মাসের মধ্যবর্তী মাস মুযার গোত্রের রজব মাস, যিলকাদ, যিলহাজ্জ এবং মুহাররম।

ইমাম ইব্ন মারদুবিয়া (র.) আবদুল্লাহ্ ইব্ন দীনার ও মূসা ইব্ন উবায়দা প্রমুখের সূত্রে ইব্ন উমর (রা.) হইতে অনুরূপ একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

হাম্মাদ ইবন সালামা——————আবূ হামযা রাক্কাশীর চাচা (যিনি একজন সাহাবী ছিলেন) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে ঃ তিনি বলেন ঃ বিদায় হজ্জে আইয়ামে তাশরীক-এর মধ্যবর্তী দিনে আমি নবী করীম (সা.)-এর বাহন উটের লাগাম ধরিয়া দাঁড়াইয়া নবী করীম (সা.)-এর সম্মুখ হইতে ভিড় সরাইয়া দিলাম। এই সময় নবী করীম (সা.) জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা প্রদান করিলেন। তিনি বলিলেন– হে লোক সকল! তোমরা শুনো– আল্লাহ্ তা'আলা যে দিন আকাশসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইদিন হইতে সময় যে বিধানের অধীন হইয়া চলিয়াছে, উহার গণনা এখন হইতে সেই বিধান মুতাবিক হইবে। আল্লাহ্ তা'আলা যেদিন আকাশসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইদিন হইতে আল্লাহ্ তা'আলার বিধান মুতাবিক তাঁহার

নিকট মাসসমূহের সংখ্যা হইতেছে বারো মাস; উহাদের মধ্য হইতে চারি মাস হইতেছে নিষিদ্ধ মাস। উক্ত চারি মাসে তোমরা নিজেদের উপর অত্যাচার করিও না।

مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ অর্থাৎ উহাদের মধ্য হইতে চারি মাস হইতেছে নিষিদ্ধ মাস।

সাঈদ ইব্ন মানসূর (র.)——————ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস বলেন ঃ উক্ত আয়াতাংশে উল্লেখিত নিষিদ্ধ মাসসমূহ হইতেছে– মুহাররম, রজব, যিলকাদ; এবং যিলহাজ্জ।'

উপরে উল্লেখিত হইয়াছে যে, বিদায় হজ্জে নবী করীম (সা.) বলিয়াছিলেন–

ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والارض -

"আল্লাহ্ তা'আলা যে দিন আকাশসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই দিন সময় যে অবস্থায় ছিল, উহা এখন সেই অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে।"

উক্ত বাণীতে নবী করীম (সা.) আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক পূর্ব-নির্ধারিত একটি বিধানকে প্রকাশ করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা যেদিন আকাশসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই দিনই তিনি যিলহাজ্জ মাসকে হজ্জের মাস হিসাবে নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি নিষিদ্ধ মাস হিসাবে কতগুলি মাসকে নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। কেহ উহাকে এবং উহাদিগকে অগ্রে বা পশ্চাতে স্থানান্তরিত করিতে পারিবে না। নবী করীম (সা.) উপরোক্ত বাণীতে আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক পূর্ব-নির্ধারিত উপরোক্ত বিধানই প্রকাশ করিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত বিধানকে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক পূর্ব-নির্ধারিত কোন বিধানকে স্বীয় বাণীতে নবী করীম (সা.)-এর প্রকাশ করিবার একটি দৃষ্টান্ত হইতেছে এই যে, নবী করীম (সা.) বলিয়াছেন ঃ

ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والارض فهو حرام
بحرمة الله تعالى الى يوم القيامة -

নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা যেদিন আকাশসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি সেইদিন এই শহরকে 'সম্মানিত' বানাইয়াছেন। অতএব, উহা কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত সম্মানে সম্মানিত থাকিবে।

অবশ্য কেহ কেহ বলেন– জাহিলী যুগের লোকেরা হজ্জের সময় সম্বন্ধে যে নিয়ম বানাইয়া লইয়াছিল, তদনুসারে তাহারা যিলহাজ্জ মাস ছাড়াও বৎসরের অন্যান্য মাসে

হজ্জ করিত। তাহারা প্রতি বৎসর একই মাসে হজ্জ করিত না। তাহারা বিভিন্ন বৎসরের বিভিন্ন মাসে হজ্জ করিত। আল্লাহ্ তা'আলা যেদিন আকাশসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইদিনেই তিনি হজ্জের মাস হিসাবে যিলহাজ্জ মাসকে নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। নবী করীম (সা.) তদনুসারেই যিলহাজ্জ মাসে হজ্জ করিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে জাহিলী যুগের নিয়ম অনুসারে ও সেই বৎসর যিলহাজ্জ মাসে হজ্জ হইবার কথা ছিল। উপরোল্লেখিত হাদীছে (ان الزمان قد استدار -) নবী করীম (সা.) ইহা-ই বলিয়াছেন যে, 'আল্লাহ্ তা'আলা আকাশসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টির দিনে যে যিলহাজ্জ মাসকে হজ্জের মাস হিসাবে নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন, জাহিলী যুগের নিয়ম অনুসারেও তাঁহার হজ্জের বৎসর সেই যিলহাজ্জ মাসে হজ্জ হইবার কথা ছিল।'

উক্ত হাদীছের শেষোক্ত ব্যাখ্যার প্রবক্তাগণ ইহাও বলিয়াছেন যে, 'হিজরী নবম সনে আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) যে হজ্জ পালন করিয়াছিলেন, উহা তিনি পালন করিয়াছিলেন যিলকাদ মাসে।' উক্ত তথ্য সঠিক নহে : উক্ত তথ্য যে সঠিক নহে, তাহা আমি আলোচ্য আয়াতের অব্যবহিত পরবর্তী আয়াত- إِنَّمَا النَّسِيْئُ زِيَادَةٌ فِى الْكُفْرِ - এর ব্যাখ্যায় প্রমাণিত করিব ইন্‌শা আল্লাহ্।

ইমাম তাবারানী পূর্বযুগীয় জনৈক ইতিহাসকার হইতে উপরোল্লেখিত তথ্য অপেক্ষা অধিকতর অদ্ভুত একটি তথ্য বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তাবারানী বলেন ঃ উক্ত ইতিহাসকার বলিয়াছেন- 'বিদায় হজ্জের বৎসরে মুসলমানগণ, ইয়াহূদিগণ এবং খৃষ্টানগণ- ইহাদের সকলের হজ্জই একই দিনে অর্থাৎ দশই যিলহাজ্জ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।' আল্লাহ্ অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

চান্দ্রমাসসমূহের নাম ও উহাদের তাৎপর্য এবং সপ্তাহের দিনগুলির নাম।

শায়েখ ইলমুদ্দীন সাখাবী (المشهور فى السماء الايام والشهور) এই নামে একটি পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন। উহাতে তিনি বলেন- চান্দ্র বৎসরের প্রথম মাসের নাম হইতেছে مُحَرَّمٌ অর্থাৎ নিষিদ্ধ; সম্মানিত মাস। উক্ত মাস যেহেতু নিষিদ্ধ ও সম্মানিত, তাই উহা উক্ত নামে অভিহিত হইয়াছে।"

আমি (গ্রন্থকার) বলিতেছি- 'আরবগণ উক্ত মাসের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করিত। তাহারা উহাকে কখনো হারাম মাস এবং কখনো হালাল মাস বানাইত। তাহাদের উক্ত আচরণের প্রতিবাদে উহাকে উক্ত নামে অভিহিত করা হইয়াছে।'

শায়েখ সাখাবী বলেন- مُحَرَّمٌ শব্দের বহুবচন হইতেছে مُحَرَّمَات ; مَحَارِمُ এবং مَحَارِيم -।

চান্দ্র বৎসরের দ্বিতীয় মাসের নাম হইতেছে- صَفَرٌ অর্থাৎ শূন্য মাস। উক্ত মাসে আরবগণ যেহেতু যুদ্ধ ও সফরের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করিত এবং উহার কারণে তাহাদের গৃহ শূন্য থাকিত, তাই উহা উক্ত নামে অভিহিত হইয়াছে। صَفِرَ الْمَكَانُ অর্থাৎ ঘর খালী হইয়া গিয়াছে। صَفَرٌ শব্দের বহুবচন হইতেছে أصفار -। যেমন ঃ جَمَل শব্দের বহুবচন হইতেছে أجمال। চান্দ্র বৎসরের তৃতীয় মাসের নাম হইতেছে- رَبِيع الأوَّل অর্থাৎ বসন্ত-ঋতুর প্রথম মাস)।

চান্দ্র বৎসরের চতুর্থ মাসের নাম হইতেছে ربيع الآخر অর্থাৎ বসন্ত-ঋতুর দ্বিতীয় মাস। উক্ত দুই মাস যেহেতু আরবে বসন্তকাল ছিল, তাই উহারা উক্ত নামে অভিহিত হইয়াছে। الربيع অর্থ বসন্তকাল। اِرْتَبَعَ সে বসন্তকালীন ভবনে অবস্থান করিয়াছে। رَبِيع শব্দের বহুবচন হইতেছে أربعاء ; এবং أربِعَة। যেমন ঃ نصيب শব্দের বহুবচন হইতেছে أنصباء এবং رغيف শব্দের বহুবচন হইতেছে- أرغفة -।

চান্দ্র বৎসরের পঞ্চম মাসের নাম হইতেছে جُمَادِى الاولى অর্থাৎ বরফ জমিবার প্রথম মাস। চান্দ্র বৎসরের ষষ্ঠ মাসের নাম হইতেছে جُمادى الاخرة অর্থাৎ বরফ জমিবার দ্বিতীয় মাস। উক্ত দুই মাসে আরবে যেহেতু বরফ জমিত, তাই উহাদিগকে উক্ত নামে অভিহিত করা হইয়াছে। جُمادى অর্থ বরফ জমিবার কাল।

শায়েখ সাখাবী বলেন- আগেকার দিনে আরবদের হিসাবে বৎসরের মাসগুলি ঘুরিয়া আসিত না; বরং প্রতিটি মাস সর্বদা বৎসরের একই ঋতুতে স্থির থাকিত।

আমি (গ্রন্থকার) বলিতেছি- 'শায়েখ সাখাবীর উক্ত ধারণা সঠিক নহে; কারণ, আরবদের গণনায় বৎসরের মাসগুলি চন্দ্রের সহিত সম্পর্কিত ছিল, এমতাবস্থায়, মাসগুলি বৎসরের একই ঋতুতে স্থির থাকিতে পারে না। উহারা নিশ্চয় ঘুরিয়া আসিত। তবে মনে হয়, আরবগণ সর্বপ্রথম যে বৎসর বৎসরের মাসসমূহের নামকরণ করিয়াছিল ঘটনাচক্রে সেই বৎসর আলোচ্য দুই মাস আরবে বরফ জমিবার কাল ছিল; তাই তাহারা উহাদিগকে উক্ত নামে অভিহিত করিয়াছিল। পরবর্তীকালে উক্ত নামের অর্থের সহিত উক্ত মাসদ্বয়ের প্রাকৃতিক অবস্থার মিল না থাকিলেও প্রথম নামকরণের অনুকরণে উহারা উক্ত নামেই অভিহিত হইয়া আসিতেছে। নিম্নোক্ত কবিতাংশেও কবি বরফ জমিবার মাসকে 'جُمادى' নামে অভিহিত করিয়াছেন ঃ

وليلة من جمادى ذات اندية * لا يبصر العبد فى ظلمانها الطنبا ـ

لا ينبح الكلب فيها غير واحدة * حتى يلف على خرطومه الذنبا ـ

"বরফ জমা ' جُمَادى ' মাসের অনেক রাত্রিতে লোকে অন্ধকারে তাঁবুর রশ্মিটি পর্যন্ত দেখিতে পায় না। উক্ত রাত্রিগুলিতে কুকুর একবারের বেশী ঘেউ ঘেউ করে না। উক্ত রাত্রিতে কুকুর দেহের উপর লেজ গুটাইয়া রাখিয়া জড়োসড়ো হইয়া শুইয়া থাকে।"

শায়েখ সাখাবী বলেন– ' جُمادى ' শব্দের বহুবচন হইতেছে– ' جُمَادَيات ' যেমন ঃ ' حُبارى ' শব্দের বহুবচন হইতেছে ' حُبَارَيات ' ।- ' جُمادى ' শব্দটি কখনো পুংলিঙ্গ শব্দ হিসাবে আবার কখনো স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বলা হইয়া থাকে– ' جُمادى الاولى ' ও ' جُمادى الاوَّل ' এবং ' جُمادى ' ' جُمادى الآخِر ' ও ' الآخِرة ' ।

চান্দ্র বৎসরের সপ্তম মাসের নাম হইতেছে– ' رجب ' - ترجيب হইতে উৎপাদিত। ইহার অর্থ সম্মান করা। ' رجب ' শব্দের বহুবচন হইতেছে أرجاب ; رَجَبَات ও رِجَاب ।

চান্দ্র বৎসরের অষ্টম মাস হইতেছে شعبانُ - تشعب القبائل হইতে উৎপাদিত। উহার অর্থ ছড়াইয়া পড়া। আরবগণ এই মাসে লুট-তরাজের উদ্দেশ্যে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া বিভিন্ন এলাকায় ছড়াইয়া পড়িত বলিয়া উহাকে উক্ত নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ' شعبان ' শব্দের বহুবচন হইতেছে شعابين ও شعبانات ।

চান্দ্র বৎসরের নবম মাসের নাম হইতেছে– رَمَضَانُ অর্থাৎ গ্রীষ্মের মাস। আরবদেশে এই মাসে অতিশয় গরম পড়িত বলিয়া উহাকে উক্ত নামে অভিহিত করা হইয়াছে। رَمِضَت الفصالُ অর্থাৎ তীব্র পিপাসার কারণে গবাদি পশুর বাছুর গরম হইয়া যাওয়া। رمضان শব্দের বহুবচন হইতেছে رَمَضَانَات , رَمَاضِينُ ও أرمضة । শায়েখ সাখাবী বলেন ঃ কেহ কেহ বলিয়াছেন– رمضان হইতেছে আল্লাহ্ তা'আলার একটি নাম।' উক্ত ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও উপেক্ষণীয়।

আমি (গ্রন্থকার) বলিতেছি ঃ رمضان হইতেছে– আল্লাহ্ তা'আলার একটি নাম– এই মর্মে একটি হাদীছ বর্ণিত রহিয়াছে। কিন্তু, উহা দুর্বল হাদীছ। আমি উক্ত হাদীছকে ' كتاب الصيام ' এর প্রথম দিকে উল্লেখ করিয়াছি।

শায়েখ সাখাবী বলেন– চান্দ্র বৎসরের দশম মাসের নাম হইতেছে– شَوَّال অর্থাৎ উটের লেজ উচাইয়া সংগত হইবার মাস। এই মাসে উট লেজ উচাইয়া পরস্পর সংগত হয় বলিয়া উহাকে উক্ত নামে অভিহিত করা হইয়াছে। شالت الابل بأذنابها অর্থাৎ উট লেজ উচাইয়া সংগত হইয়াছে। شَوَّال শব্দের বহু-বচন হইতেছে شَوَاوِل , شَوَاوِيل ও شَوَّالات – ।

চান্দ্র বৎসরের একাদশ মাসের নাম হইতেছে– ذوالقعدة অর্থাৎ বসিয়া থাকিবার মাস। القعدة। অর্থাৎ বসিয়া থাকা। উহার ' ق ' বর্ণটি فتحه -এর সহিত পঠিত হইয়া থাকে। আমি (গ্রন্থকার) বলিতেছি– 'উহার ' ق ' বর্ণটি كسره -এর সহিতও পঠিত হইয়া থাকে। আরবগণ উক্ত মাসে যুদ্ধ ও সফর স্থগিত রাখিয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকিত বলিয়া উহাকে উক্ত নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ذوالقعدة শব্দের বহুবচন হইতেছে– ذوات القعدة – ।

চান্দ্র বৎসরের দ্বাদশ মাসের নাম হইতেছে– ذو الحِجَّة অর্থাৎ হজ্জের মাস। الحِجَّة হজ্জ। উহার ' ح ' বর্ণটি كسرة এর সহিত পঠিত হইয়া থাকে। আমি (গ্রন্থকার) বলিতেছি– 'উহার ' ح ' বর্ণটি فتحة -এর সহিতও পঠিত হইয়া থাকে। আরবগণ উক্ত মাসে হজ্জ পালন করিত বলিয়া উহাকে উক্ত নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ذو الحجّة শব্দের বহুবচন হইতেছে ذوات الحجّة – ।

শায়েখ সাখাবী বলেন– সপ্তাহের সাত দিনের আরবী নাম হইতেছে এই ঃ

(يوم الاحد - রবিবার; বহুবচন الاحاد , الاوحاد ও الوحو – ।

يوم الاثنين - সোমবার, الاثنان। শব্দের বহুবচন হইতেছে الاثانين – ।

يوم الثلاثاء - মঙ্গলবার, الثلاثاء। শব্দটি একটি উভয়-লিঙ্গ শব্দ। উহার বহু-বচন হইতেছে الثلاثاوات ও الاثالث – ।

يوم الاربعاء - বুধবার; الاربعاء। শব্দটির বহু-বচন হইতেছে الاربعاوات। ও الارابيع – ।

يوم الخميس -বৃহস্পতিবার, الخميس - শব্দের বহুবচন হইতেছে الا خامس ও خمسة ।

(يوم الجمعة - শুক্রবার); الجمعة। শব্দটির م বর্ণটি কখনো ضمة এর সহিত, কখনো سكون -এর সহিত এবং কখনো فتحة এর সহিত পঠিত হইয়া থাকে। উহার বহুবচন হইতেছে الجُمَعُ ও الجمعات।

يوم السبت -শনিবার। ' السبت ' শব্দটির অর্থ হইতেছে– কাটিয়া দেওয়া; সমাপ্ত করা। শনিবার সপ্তাহের সমাপ্তি দিন বলিয়া উহাকে উক্ত নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

পূর্বে আরবগণ সপ্তাহের দিনগুলিকে নিম্নোক্ত নামসমূহে অভিহিত করিত ঃ أَوَّلُ - রবিবার; أَهْوَنُ - সোমবার; جُبَار - মঙ্গলবার; دُبَار - বুধবার; مُؤْنِس - বৃহস্পতিবার; عَرُوبَة - শুক্রবার এবং شَيَّار - শনিবার। প্রাচীন আরবীয় কবি বলেন ঃ

ارجى ان اعيش وان يومى * باوّل او باهون او جبار -

او التالى دبار فان افُتهُ * فمؤنس اد عروبة او شيّار -

আমি আশা করি– আমি (দীর্ঘদিন) জীবিত থাকিব। আর আমার জন্ম-দিন হইতেছে– اوّل অথবা اهون অথবা جبار অথবা دبار অথবা مؤنس অথবা عروبة অথবা شيّار।

مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ অর্থাৎ 'বৎসরের বারো মাসের মধ্য হইতে চারি মাস হইতেছে নিষিদ্ধ মাস। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, জাহিলী যুগেও আরবের অধিকাংশ লোক বৎসরের চারি মাসকে 'নিষিদ্ধ মাস' বলিয়া গণ্য করিত। কিন্তু আরবের বাসাল (البسل) নামক একটি দল বৎসরের আট মাসকে 'নিষিদ্ধ মাস' বলিয়া গণ্য করিত। উক্ত দলের উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধ-বিগ্রহের বিরুদ্ধে মানুষের প্রতি অধিকতর কঠোরতা আরোপ করা।

উপরে 'নিষিদ্ধ চারি মাস'-এর ব্যাখ্যায় যে হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে, উহাতে আমরা দেখিয়াছি যে, নবী করীম (সা.) নিষিদ্ধ চারি মাসের অন্যতম মাস 'রজব'কে মুযার مضر গোত্রের রজব যাহা جمادى الاخرة এবং شعبان এই দুই মাসের মধ্যবর্তী মাস –এই পরিচয়ে পরিচিত করিয়াছেন। উক্ত মাসকে নবী করীম (সা.)-এর উপরোক্ত পরিচয়ে পরিচিত করিবার কারণ এই ঃ জাহিলী যুগে আরবের মুযার مضر গোত্রের লোকেরা নিষিদ্ধ রজব মাসকে جمادى الاخرة এবং شعبان এই দুই মাসের মধ্যবর্তী মাস হিসাবে গণ্য করিত। অন্যদিকে রবীআ ربيعة গোত্রের লোকেরা উক্ত মাসকে شعبان এবং شوّال এই দুই মাসের মধ্যবর্তী মাস যাহা রমাযান মাস হিসাবে পরিচিত রহিয়াছে– হিসাবে গণ্য করিত। বস্তুত রবীআ গোত্রের লোকদের ধারণা ছিল ভ্রান্ত এবং মুযার গোত্রের লোকদের ধারণা ছিল সঠিক ও অভ্রান্ত। উপরোক্ত বিষয়টি লোকদিগকে জানাইবার উদ্দেশ্যেই নবী করীম (সা.) রজব মাসকে উপরোক্ত পরিচয়ে পরিচিত করিয়াছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বৎসরের বারো মাসের মধ্য হইতে চারিটি মাসকে 'নিষিদ্ধ মাস' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন হজ্জ এবং উমরা পালনে লোকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে। দূরবর্তী এলাকার লোকেরা হজ্জ করিবার উদ্দেশ্যে যিলকাদ মাসে গৃহ ত্যাগ করিয়া থাকে। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয় বলিয়া তাহাদিগকে উক্ত মাসেই গৃহত্যাগ করিতে হয়। এমতাবস্থায় যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ না হইলে হজ্জযাত্রীদের হজ্জ যাত্রার পথ নিরাপদ থাকে না। তাই, উক্ত মাসকে আল্লাহ্ তা'আলা নিষিদ্ধ মাস বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। যিলহাজ্জ মাস হইতেছে হজ্জের কার্যাবলী সম্পাদন করিবার মাস। হাজীগণ যাহাতে নিরাপদে হজ্জের কার্যাবলী সম্পাদন করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে উক্ত মাসকে আল্লাহ্ তা'আলা নিষিদ্ধ মাস বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। মুহাররম মাস হইতেছে হজ্জ পালন করিবার পর হাজীদের গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবার মাস। তাহাদের গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্যে পথ নিরাপদ থাকা প্রয়োজন। এই হেতু উক্ত মাসকে আল্লাহ্ তা'আলা নিষিদ্ধ মাস বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। বৎসরের অন্য সময়ে লোকদিগকে আল্লাহ্র ঘর যিয়ারত করিবার তথা উমরা পালন করিবার সুযোগ দিবার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা রজব মাসকে– যাহা হজ্জ সমাপ্ত হইবার কয়েক মাস পর আসিয়া থাকে– 'নিষিদ্ধ মাস' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

ذَالِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ অর্থাৎ 'আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বেই বৎসরের যে চারিমাসকে 'নিষিদ্ধ মাস' হিসাবে নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন, উহাদিগকে 'নিষিদ্ধ মাস' হিসাবে গণ্য করিয়া উহাদের প্রতি তদনুযায়ী আচরণ করাই হইতেছে আল্লাহ্র তা'আলার প্রতি সঠিক আনুগত্য এবং উহাই হইতেছে সঠিক পথ।

فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ অর্থাৎ উক্ত নিষিদ্ধ মাসগুলিতে গুনাহ্ করিয়া তোমরা নিজেদের উপর অত্যাচার করিও না। কারণ, অন্যান্য মাসের তুলনায় উক্ত নিষিদ্ধ মাসগুলিতে গুনাহ্ করা অধিকতর ঘৃণ্য ও জঘন্য; যেমন– অধিকতর ঘৃণ্য ও জঘন্য হইতেছে হারম শরীফের মধ্যে থাকিয়া গুনাহ্ করা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم - অর্থাৎ যে ব্যক্তি উহার মধ্যে থাকিয়া কোন পাপাচার অত্যাচার করিতে চাহিবে, তাহাকে আমি অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করাইব। উপরোক্ত কারণেই ইমাম শাফিঈ (র.)সহ একদল ফকীহ বলেন– নিষিদ্ধ মাসসমূহে অথবা হারম শরীফে কেহ কাহাকেও হত্যা করিলে তজ্জন্য অধিকতর পরিমাণে 'দিয়াত دية' আদায় করিতে হইবে। তাহারা অনুরূপভাবে বলেন– কেহ নিজের মুহাররম যাহাকে বিবাহ করা হারাম, সেই নিকট আত্মীয় ব্যক্তি)-কে হত্যা করিলে তজ্জন্য তাহার নিকট হইতে অধিকতর পরিমাণে দিয়াত আদায় করিতে হইবে।

হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা (র.) বিভিন্ন রাবীর বরাতে ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ অর্থাৎ তোমরা বৎসরের বারো মাসের কোনো মাসেই পাপ কার্য করিও না।

ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে আলী ইব্‌ন আবী তালহা (র.) বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা.) فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ উহাতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন– বৎসরের বারো মাসের কোনো মাসেই তোমরা পাপ কার্য করিও না। তবে নিষিদ্ধ চারি মাসে কোনো পাপকার্য করা অন্য কোন মাসে পাপ কার্য করা অপেক্ষা অধিকতর ঘৃণ্য ও জঘন্য অপরাধ। অতএব, উহার শাস্তিও অধিকতর কঠিন ও কঠোর। এইরূপে নিষিদ্ধ তথা সম্মানিত চারি মাসে কোন নেক আমল করাও আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অধিকতর পসন্দনীয়। অতএব, উহার পুরস্কারও অধিকতর বড় ও বেশী।

আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় কাতাদা বলেন ঃ যদিও বৎসরের যে কোনো মাসে যে কোন সময়ে পাপকার্য তথা অত্যাচার করা অপরাধ তথাপি 'নিষিদ্ধ চারি মাসে' পাপকার্য ও অত্যাচার করা বৎসরের অন্য যে কোনো সময় পাপ কার্য ও অত্যাচার করা অপেক্ষা অধিকতর ঘৃণ্য ও জঘন্য অপরাধ। এইরূপে আল্লাহ্ তা'আলা যে সৃষ্টিকে, যে সময়কে বা যে কার্যকে ইচ্ছা করেন, তাহাকে অধিকতর সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করিয়া থাকেন। আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদের মধ্য হইতে কিছু সংখ্যক ফেরেশতাকে বার্তাবাহক হিসাবে মনোনীত করিয়া তাঁহাদিগকে অন্যান্য ফেরেশ্‌তা অপেক্ষা অধিকতর সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করিয়াছেন। তিনি মানুষের মধ্য হইতে কিছু সংখ্যক মানুষকে রাসূল হিসাবে মনোনীত করিয়া তাঁহাদিগকে অন্যান্য মানুষ অপেক্ষা অধিকতর সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করিয়াছেন। তিনি মানুষের কথার মধ্য হইতে আল্লাহ্‌র যিকির ও স্মরণে উচ্চারিত কথাকে তাহার অন্যান্য কথা অপেক্ষা অধিকতর সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করিয়াছেন। তিনি পৃথিবীর স্থান-সমূহের মধ্য হইতে মসজিদসমূহকে অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অধিকতর সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করিয়াছেন। তিনি বৎসরের মাসগুলির মধ্য হইতে রমাযান মাসকে এবং নিষিদ্ধ ও সম্মানিত চারিমাসকে অন্যান্য মাস অপেক্ষা অধিকতর সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করিয়াছেন। তিনি সপ্তাহের দিনসমূহের মধ্য হইতে জুমুআর দিনকে সপ্তাহের অন্যান্য দিন অপেক্ষা অধিকতর সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করিয়াছেন। তিনি বৎসরের দিনসমূহের মধ্য হইতে লায়লাতুল কদর (শবে-কদর)-কে বৎসরের অন্যান্য দিন অপেক্ষা অধিকতর সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করিয়াছেন। আমাদের সকলের কর্তব্য হইতেছে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার যে সৃষ্টিকে যতটুকু সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করিয়াছেন, তাহাকে ততটুকু সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করা। প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্‌র কোন সৃষ্টি সম্মানিত বা লাঞ্ছিত হইয়া থাকে উহাকে তাহার সম্মানিত বা লাঞ্ছিত করিবার কারণে। ইহাই জ্ঞানিগণের সুবিবেচিত প্রত্যয়।

সাওবী (র.) মুহাম্মদ ইব্‌ন হানাফিয়া (র.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ অর্থাৎ তোমরা নিষিদ্ধ মাসসমূহের সম্মান ও মর্যাদা ক্ষুন্ন করিও না। এস্থলে ' ظلم ' শব্দের তাৎপর্য হইতেছে– নিষিদ্ধ মাসসমূহের সম্মান ও মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করা।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র.) বলেন ঃ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ অর্থাৎ নিষিদ্ধ মাসসমূহে যে সকল কাজ করাকে হারাম করা হইয়াছে, তোমরা উহাদিগকে হালাল বানাইয়া লইও না এবং উক্ত মাসসমূহে যে সকল কাজ করাকে হালাল করা হইয়াছে, তোমরা উহাদিগকে হারাম বানাইও না, যেরূপ বানাইয়া লইয়াছিল মুশরিকগণ। তাহারা নিজেদের প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ মাসসমূহকে উহাদের স্থান হইতে আগাইয়া পিছাইয়া দিত। এইরূপে তাহারা নিষিদ্ধ মাসসমূহ সম্পর্কিত বিধানাবলীকে লংঘন করিত। আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইমাম ইব্‌ন জারীর মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত ব্যাখ্যাকেই সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَافَّةً ـ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ـ

অর্থাৎ– আর মুশরিকগণ যেরূপে সকলে মিলিয়া তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া থাকে, তোমরা সেইরূপে সকলে মিলিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। আর জানিয়া রাখিও, আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সহিত রহিয়াছেন।

নিষিদ্ধ মাসসমূহে কাফিরগণকে অগ্রে আক্রমণ করা নিষিদ্ধ হইবার বিধান এখনো বহাবৎ রহিয়াছে অথবা উহা রহিত منسوخ হইয়া গিয়াছে– সে সম্বন্ধে তাফসীরকারগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। একদল তাফসীরকার বলেন– নিষিদ্ধ মাসসমূহে কাফিরগণকে অগ্রে আক্রমণ করা নিষিদ্ধ হইবার বিধানকে আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতের শেষোক্ত অংশ (وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَافَّةً) দ্বারা রহিত (منسوخ) করিয়া দিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতাংশের উক্ত ব্যাখ্যাই উহার অধিকতর বিখ্যাত ব্যাখ্যা। উক্ত ব্যাখ্যার প্রবক্তাগণ বলেন– আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ অর্থাৎ তোমরা উক্ত মাসসমূহে (কাফিরদের উপর অগ্রে আক্রমণ করিয়া) নিজেদের উপর অত্যাচার করিও না। এই আয়াতাংশের অব্যবহিত পরেই তিনি বলিয়াছেন ঃ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُم كَافَّةً আর মুশরিকগণ যেরূপে সকলে মিলিয়া তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া থাকে, তোমরা সেইরূপে সকলে মিলিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। ইহাই উক্ত ব্যাখ্যার যৌক্তিকতা প্রদান করে।

বস্তুত, নিষিদ্ধ মাসসমূহে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ হইবার পূর্বোক্ত বিধানকে আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতাংশ দ্বারা রহিত করিয়া না দিলে এতদস্থলে তিনি কেন বলিলেন– 'আর মুশরিকগণ যেরূপে সকলে মিলিয়া তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া থাকে, নিষিদ্ধ মাসসমূহ শেষ হইবার পর তোমরা সেইরূপে সকলে মিলিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিও। মূলত উক্ত আয়াতাংশের স্বাভাবিক তাৎপর্য এই যে, 'আর মুশরিকগণ যেরূপে সকলে মিলিয়া তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া থাকে, তোমরা সেইরূপে সকলে মিলিয়া ইতিপূর্বে নিষিদ্ধ ঘোষিত মাসসমূহে এবং অন্যান্য মাসে-বৎসরের সকল মাসেই তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিও।'

এতদ্ব্যতীত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (সা.) নিষিদ্ধ যিলকাদ মাসে কাফিরদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। বুখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ 'মক্কা বিজয়ের পর নবী করীম (সা.) শাওয়াল মাসে হাওয়াযিন গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযানে বাহির হইলেন। (হুনায়েনের যুদ্ধে) নবী করীম (সা.) তাহাদিগকে পরাজিত করিবার পর তাহাদের একটি দল ভাগিয়া গিয়া তায়েফে আশ্রয় লইল। নবী করীম (সা.) তায়েফে গিয়া চল্লিশ দিন ধরিয়া তাহাদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। চল্লিশ দিন পর তাহাদের উপর হইতে অবরোধ তুলিয়া লইয়া তায়েফ জয় না করিয়াই নবী করীম (সা.) ফিরিয়া আসিলেন। উহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (সা.) নিষিদ্ধ মাসেও কাফিরদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন।'

আরেক দল তাফসীরকার বলেন– নিষিদ্ধ মাসসমূহে কাফিরদিগকে অগ্রে আক্রমণ করা এখানো হারাম ও নিষিদ্ধ রহিয়াছে। উহা কোন আয়াত দ্বারা রহিত (منسوخ) হয় নাই। নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা নিষিদ্ধ মাসসমূহে কাফিরদিগকে অগ্রে আক্রমণ করা হারাম ও নিষিদ্ধ বলিয়া প্রমাণিত হয় ঃ যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تُحِلُّوْا شَعَائِرَ اللّٰهِ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ -

– হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র নিদর্শন স্থানসমূহের সম্মান নষ্ট করিও না; আর নিষিদ্ধ মাসের সম্মানও নষ্ট করিও না (৫ ঃ ২)।

اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ -

– নিষিদ্ধ মাস নিষিদ্ধ মাসের পরিবর্তে, আর নিষিদ্ধ কার্যাবলীর প্রতিদান হইতেছে উহাদের সমতুল্য কার্য। যদি কেহ তোমাদের উপর অত্যাচার করে, তবে সে তোমাদের উপর যতটুকু অত্যাচার করে, তোমরা তাহার প্রতি ততটুকু পাল্টা আচরণ করিও (২ ঃ ১৯৪)।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলিতেছেন ঃ

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ -

"নিষিদ্ধ মাসসমূহ অতিক্রান্ত হইবার পর তোমরা মুশরিকগণকে যেখানে পাইবে, সেখানেই তাহাদিগকে হত্যা করিবে" (৯ ঃ ৫)।

শেষোক্ত অভিমতের প্রবক্তাগণ বলেন– আলোচ্য আয়াতাংশ (وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً) দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বোক্ত আয়াতাংশে উল্লেখিত 'নিষিদ্ধ মাসসমূহে কাফিরদিগকে অগ্রে আক্রমণ করা নিষিদ্ধ হইবার বিধানকে' রহিত করেন নাই; বরং উহাতে আল্লাহ্ তা'আলা অতিরিক্ত একটি বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে যুদ্ধ করিবার জন্যে মু'মিনদিগকে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করিয়াছেন। উক্ত যুদ্ধ তাহারা কখন করিবে ? বৎসরের যে কোন মাসে অথবা নিষিদ্ধ মাসসমূহের বাহিরে ? – সে বিষয়ে উহাতে কিছু বর্ণিত হয় নাই। সে বিষয়ে অন্যান্য একাধিক আয়াতে যে বিধান বর্ণিত হইয়াছে, তাহা স্বভাবতই সর্বক্ষেত্রে বলবৎ রহিয়াছে।

অথবা আলোচ্য আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদিগকে কাফিরদের বিরুদ্ধে নিষিদ্ধ মাসসমূহেই যুদ্ধ করিতে অনুমতি দিয়াছেন। তবে উক্ত যুদ্ধ তাহারা করিতে পারিবে একমাত্র তখন– যখন তাহারা কাফিরগণ কর্তৃক আক্রান্ত হয়। অন্য কথায় বলা যায়– মু'মিনগণ নিষিদ্ধ মাসে কাফিরগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে তাহারা নিষিদ্ধ মাসেও কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পারিবে– আলোচ্য আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদিগকে এই অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَلاَتُقَاتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقَاتِلُوْكُمْ فِيْهِ فَاِنْ قَاتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ -

অর্থাৎ আর তাহাদের সহিত মাসজিদুল হারামের আওতায় লড়াই করিও না যতক্ষণ না তাহারা সেখানে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে। অতঃপর যদি তাহারাই তোমাদিগকে আক্রমণ করে তাহা হইলে তোমরা তাহাদিগকে হত্যা কর (২ ঃ ১৯১)।

আর নিষিদ্ধ মাসে তায়েফবাসী মুশরিকদিগকে নবী করীম (সা.)-এর অবরুদ্ধ করিয়া রাখা সম্পর্কিত যে ঘটনাকে প্রথমোক্ত অভিমতের প্রবক্তাগণ নিজেদের সমর্থনে উল্লেখ করিয়াছেন, তৎ সম্বন্ধে শেষোক্ত অভিমতের প্রবক্তাগণ বলেন– উক্ত অবরোধের ঘটনাটি ছিল হুনায়েনের যুদ্ধের পরিশিষ্ট। প্রকৃতপক্ষে উহা ছিল হুনায়েনের যুদ্ধের একটি অংশ। (আর হুনায়েনের যুদ্ধেও প্রথম আক্রমণকারী ছিল মুশরিকগণ মু'মিনগণ

নহে।) আর ইহা সুবিদিত যে, হুনায়েনের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল শাওয়াল মাসে। এতদ্ব্যতীত তায়েফবাসীদের প্রতি নবী করীম (সা.)-এর অবরোধ আরম্ভ হইয়াছিল শাওয়াল মাসে। নবী করীম (সা.) মানজানিক (পাথর নিক্ষেপকারী যন্ত্র) ইত্যাদি দ্বারা তাহাদিগকে তাহাদের দুর্গে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই অভিযানে মুশরিকদের হাতে একদল মুসলমান শাহাদাতও বরণ করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক উক্ত অবরোধ প্রায় চল্লিশ দিন স্থায়ী হইয়াছিল। এস্থলে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, উক্ত অবরোধ নিষিদ্ধ মাসের আগমনের পূর্বে আরম্ভ হইয়া উহা চলিতে থাকা অবস্থায় নিষিদ্ধ মাস আসিয়া গিয়াছিল। আর নিষিদ্ধ মাসে অবরোধ আরম্ভ করা জায়েয না হইলেও পূর্ব অবরোধকে নিষিদ্ধ মাসে অব্যাহত রাখা নাজায়েয নহে। ইহা একটি প্রমাণিত বিষয়। এই বিষয়টির অনুরূপ বহু সংখ্যক দৃষ্টান্ত বর্তমান রহিয়াছে। আল্লাহ্ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী। আমি (গ্রন্থকার) এই বিষয়ের সহিত সম্পর্কিত হাদীছসমূহকে ইনশাআল্লাহ্ উল্লেখ করিব। সীরাত সম্পর্কিত পুস্তকে আমি এই বিষয়ে বিস্তারিতরূপে আলোচনা করিয়াছি।

(٣٧) إِنَّمَا النَّسِيٓءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُحِلُّوْنَهٗ عَامًا وَّيُحَرِّمُوْنَهٗ عَامًا لِّيُوَاطِـُٔوْا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فَيُحِلُّوْا مَا حَرَّمَ اللّٰهُ ۭ زُيِّنَ لَهُمْ سُوْٓءُ اَعْمَالِهِمْ ۭ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

৩৭. এই যে মাসকে পিছাইয়া দেওয়া কেবল কুফরীর বৃদ্ধি করা যাহা দ্বারা কাফিরদিগকে বিভ্রান্ত করা হয়। তাহারা কোন বৎসর উহাকে বৈধ করে এবং কোন বৎসর অবৈধ করে যাহাতে তাহারা, আল্লাহ্ যেইগুলিকে নিষিদ্ধ করিয়াছেন, সেইগুলির গণনা পূর্ণ করিতে পারে, অনন্তর আল্লাহ্ যাহা নিষিদ্ধ করিয়াছেন তাহা হালাল করিতে পারে। তাহাদের মন্দ কাজগুলি তাহাদের জন্যে শোভনীয় করা হইয়াছে ; আল্লাহ্ কাফির সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।

তাফসীর ঃ অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা হারাম মাসকে মুশরিকদের হালাল করিয়া লইবার কার্যের প্রতি নিন্দা প্রকাশ করিয়াছেন। মুহার্‌রম মাস হইতেছে অন্যতম 'হারাম' মাস। জাহিলী যুগে মুশরিকগণ মুহার্‌রম মাসেও যুদ্ধ-বিগ্রহ করিত। এইরূপে তাহারা আল্লাহ্‌র বিধানের বিরুদ্ধে উহাকে হালাল করিয়া লইত। তাহারা কোন বৎসর উহাকে হালাল বানাইত এবং কোন বৎসর উহাকে হারাম বলিয়া মান্য করিত। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তৎ কর্তৃক হারাম বলিয়া ঘোষিত মাসকে মুশরিকদের হালাল করিয়া লইবার উপরোক্ত কার্যের প্রতি নিন্দা প্রকাশ করিয়াছেন।

মুশরিকগণ ছিল বিনা কারণে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহ ও যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত একটি বর্বর ও অসভ্য জাতি। এক সঙ্গে তিন মাস ধরিয়া যুদ্ধ-বিগ্রহ হইতে বিরত থাকা

তাহাদের বর্বর প্রবৃত্তির বিরোধী ছিল। এই জন্যে তাহারা জাহিলী যুগে মুহার্‌রম মাসকে যাহা অন্যতম হারাম মাস ছিল- হালাল করিয়া লইত। জাহিলী যুগে হারাম মাসকে মুশরিকদের হালাল করিয়া লইবার বিষয়টি উল্লেখ তৎকালে রচিত কবিতায়ও দেখিতে পাওয়া যায়। কবি উমায়ের ইব্‌ন কায়েস- যে 'জাযলুত্তআন' নামে সমধিক পরিচিত ছিল- বলিতেছে ঃ

لقد علمت معدُّ بانَّ قومى * كرام الناس انَّ لهم كراما۔

السنا الناسئين على معدَّ * شهور الحل نجعلها حراما۔

فاىُّ الناس لم ندرك بوتر * واىَّ الناس لم نعلك لجاما۔

-'নিশ্চয় 'মাআদ' গোত্র জানিয়াছে যে, 'আমার গোত্র হইতেছে লোকদের মধ্যে সম্মানিত, তাহাদের মধ্যে অনেক সম্মানিত লোক রহিয়াছেন।' আমরা কি হারাম মাসকে পিছাইয়া দিয়া হারাম মাসেই মাআদ গোত্রের উপর আক্রমণ চালাই নাই ? আমরা আবার হালাল মাসকে হারাম মাস বানাইয়া থাকি। আমরা কি কোন গোত্রের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করি নাই ? আর আমরা কি কোন গোত্রের উপর আক্রমণ চালাই নাই ?'

ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে আলী ইব্‌ন তালহা (র.) বর্ণনা করিয়াছেন যে, 'আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন ঃ জাহিলী যুগে জুনাদা ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন উমাইয়া কিনানী নামক একটি লোক প্রতি বৎসরই হজ্জ করিতে আসিত। তাহার উপনাম ছিল আবূ ছুমামা। সে লোকদিগকে বলিত ঃ 'শুন হে! আবূ ছুমামার কথার বিরোধিতা করিতে পারে এমন কোন লোক নাই; আবূ ছুমামা কথায় দোষ বাহির করিতে পারে, এমন কোন লোক নাই। শুন হে! এক বৎসর মুহার্‌রম মাস 'হালাল' হইবে এবং সফর মাস 'হারাম' হইবে; অন্য বৎসর মুহার্‌রম মাস হারাম হইবে এবং সফর মাস হালাল হইবে।' লোকে তাহার কথা অনুসারে মুহার্‌রম মাসকে এক বৎসর হালাল এবং অন্য বৎসর হারাম বানাইত। মুহার্‌রম মাসের 'হুরমাত (নিষিদ্ধ হওয়া)'-কে এরূপে পিছাইয়া দিবার বিষয়কেই আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতের নিম্নোক্ত অংশে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

اِنَّمَا النَّسِيْئُ زِيَادَةٌ فِى الْكُفْرِ - অর্থাৎ নিষিদ্ধ মাসকে পিছাইয়া দেওয়া কুফ্‌রকে বৃদ্ধি করা ছাড়া অন্য কিছু নহে।)'

ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে আওফীও আলোচ্য আয়াতের উপরোক্ত ব্যাখ্যার অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

মুজাহিদ হইতে লায়েছ ইব্‌ন আবূ সুলায়েম (র.) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ বলেন ঃ জাহিলী যুগে কিনানা গোত্রের একটি লোক গাধার পিঠে সওয়ার হইয়া প্রতি বৎসর হজ্জ করিতে আসিত। সে লোকদিগকে বলিত- 'হে লোক সকল! আমার কথার বিরোধিতা করিতে পারে অথবা উহাতে দোষ

বাহির করিতে পারে, এমন কোন লোক নাই। আমি যাহা বলি, তাহা অনড় থাকে। শুন, এই বৎসরের জন্যে আমি মুহাররম মাসকে হারাম এবং সফর মাসকে হালাল করিলাম।' পরবর্তী বৎসরে সে অনুরূপ ভূমিকা প্রদান করিয়া বলিত – এই বৎসরের জন্যে মুহার্‌রম মাসকে হালাল এবং সফর মাসকে হারাম করিলাম।' মুজাহিদ বলেন– তাহারা যে বৎসরের মুহার্‌রম মাসকে হালাল করিয়া লইত, সেই বৎসরের সফর মাসকে তাহারা হারাম করিয়া লইত। এইরূপে তাহারা হারামকে হালাল করিয়া লইত এবং সমগ্র বৎসরে হারাম মাসের সংখ্যা মোট চারিটি করিবার জন্যে হালাল মাসকে হারাম মাস বানাইয়া লইত। সমগ্র বৎসরের হারাম মাসের সংখ্যা মোট চারিটি করিবার উদ্দেশ্যে হালাল মাসকে তাহাদের হারাম করিবার বিষয়টিকে আল্লাহ্ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াতাংশে উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ অর্থাৎ তাহারা আল্লাহ্ যে সকল মাসকে হারাম করিয়াছেন, তাহাদের সংখ্যা পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে হালাল মাসকে হারাম করিয়া লয়।'

আবূ ওয়ায়েল, যাহ্হাক এবং কাতাদা হইতেও আলোচ্য আয়াতের উপরোক্ত ব্যাখ্যার অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন আসলাম বলেন ঃ 'জাহিলী যুগেও লোকে নিষিদ্ধ মাসে লুটতরাজ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ করিত না। এমনকি নিষিদ্ধ মাসে কেহ স্বীয় পিতার হত্যাকারীকে দেখিতে পাইলেও তাহার প্রতি হাত বাড়াইত না। এক সময়ে উক্ত অবস্থার পরিবর্তন আসিল। একদা কিনানা গোত্রের কালাম্মাস নামক জনৈক ব্যক্তি মুহার্‌রম মাসে লোকদিগকে বলিল– 'আসো, আমরা যুদ্ধে যাই।' লোকেরা বলিল– 'ইহা যে মুহার্‌রম মাস।' সে বলিল– এই বৎসর আমরা উহাকে পিছাইয়া দিব। এই বৎসর মুহার্‌রম ও সফর – উভয় মাসই সফর মাস। আগামী বৎসর আমরা উহাকে কাযা করিব। আগামী বৎসর মুহার্‌রম ও সফর– উভয় মাসই মুহার্‌রম মাস হইবে। এইরূপে কোন বৎসরের মুহার্‌রম মাসকে পরবর্তী বৎসরের সফর মাস পর্যন্ত পিছাইয়া দেওয়াকে আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা 'النَّسِيْئُ। (পিছাইয়া দেওয়া, বিলম্বিত করা)' নামে উল্লেখ করিয়াছেন।'

আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত 'النَّسِيْئُ।' শব্দের উপরোক্ত ব্যাখ্যা সঠিক ও গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ – অর্থাৎ আল্লাহ্ বৎসরের যে কয় মাসকে 'হারাম' করিয়াছেন, তাহারা বৎসরে সেই কয় মাসের সংখ্যাটি পূর্ণ করিবার জন্যে হালাল মাসকে হারাম করিত।' উক্ত আয়াতাংশ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 'মুশরিকগণ হারাম মাসকে হালাল এবং হালাল মাসকে হারাম বানাইয়া বৎসরের হারাম মাসের সংখ্যা চারিটিই রাখিত। কিন্তু, উপরোক্ত ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে, মুশরিকগণ এক বৎসরে

তিন মাসকে এবং আরেক বৎসরে পাঁচ মাসকে হারাম বানাইত। উক্ত ব্যাখ্যা উপরোক্ত আয়াতাংশের বিরোধী।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা অপেক্ষা অধিকতর ভ্রান্ত একটি ব্যাখ্যা ইমাম আবদুর রায্‌যাক (র.)– – – –মুজাহিদ (র.) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যিলহাজ্জ মাসে হজ্জ করা ফরয করিয়াছেন। অথচ জাহিলী যুগে মুশরিকগণ যিলহাজ্জ মাসকে মুহার্‌রম মাস নাম দিয়া যথারীতি মাসগুলির নাম এইরূপ বলিত- মুহার্‌রম, সফর, রবিউল আউয়াল, যিলকাদ ও যিলহাজ্জ। এইরূপে তাহারা এক বৎসর যিলকাদ মাসকে যিলহাজ্জ মাস নাম দিয়া সেই বৎসর প্রকৃতপক্ষে যিলকাদ মাসে হজ্জ করিত। পরবর্তী বৎসর তাহারা মুহার্‌রম মাসকে বাদ দিত। উহাকে তাহারা উল্লেখ করিত না। পরবর্তী বৎসর তাহারা যিলহাজ্জ মাসকে সফর মাস নাম দিত। পরবর্তী বৎসর তাহারা রজব মাসকে 'জামাদিউল- আখিরী মাস নাম দিত। পরবর্তী বৎসর তাহারা শা'বান মাসকে রমাযান মাস নাম দিত। পরবর্তী বৎসর তাহারা শাওয়াল মাসকে রমাযান মাস নাম দিত। পরবর্তী বৎসর তাহারা যিলকাদ মাসকে শাওয়াল মাস নাম দিত। পরবর্তী বৎসর তাহারা যিলহাজ্জ মাসকে যিলকাদ মাস নাম দিত। পরবর্তী বৎসর তাহারা মুহার্‌রম মাসকে যিলহাজ্জ নাম দিত। তাহারা হজ্জ করিত মুহার্‌রম মাসে কিন্তু তাহাদের নিকট উহার নাম ছিল যিলহাজ্জ। অতঃপর তাহারা পুনরায় উপরোক্ত নিয়মে মাসসমূহের নাম পরিবর্তন করিয়া বিভিন্ন বৎসরে বিভিন্ন মাসকে যিলহাজ্জ মাস নাম দিয়া সেই মাসে হজ্জ করিত। তবে তাহারা একই মাসকে দুই বৎসর ধরিয়া যিলকাদ মাস নাম দিয়া দুই বৎসর ধরিয়া উহাতে হজ্জ করিত। হিজরী নবম সনে আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) যে হজ্জ করিয়াছিলেন, উহা প্রকৃত পক্ষে যিলকাদ মাসে পড়িয়াছিল। উপরে বলা হইয়াছে– মুশরিকগণ একই মাসে দুই বৎসরে দুইটি হজ্জ করিত। হিজরী অষ্টম ও নবম সন ছিল যিলকাদ মাসে মুশরিকদের হজ্জ করিবার দুইটি বৎসর। অতএব, দেখা যাইতেছে– হিজরী নবম সন ছিল যিলকাদ মাসে তাহাদের হজ্জ করিবার দ্বিতীয় বৎসর। হিজরী দশম সনে নবী করীম (সা.) যখন বিদায় হজ্জ করেন, তখন ঘটনাচক্রে মুশরিকদের হিসাব অনুযায়ীও যিলহাজ্জ মাসে হজ্জ পড়িয়াছিল। বিদায়-হজ্জে প্রদত্ত নিম্নোক্ত বক্তৃতায় নবী করীম (সা.) উপরোক্ত বিষয়টির প্রতিই ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। নবী করীম (সা.) বলিয়াছিলেন ঃ

ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والارض -

–আল্লাহ্ যে দিন আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই দিন যামানা যে অবস্থায় ছিল, উহা ঘুরিতে ঘুরিতে এখন সেই অবস্থায় আসিয়াছে।

মুজাহিদের উক্ত বর্ণনাও সঠিক এবং গ্রহণযোগ্য নহে। মুজাহিদ বলিয়াছেন– আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) হজ্জ করিয়াছিলেন যিলকাদ মাসে।' বস্তুতঃ আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) যিলকাদ মাসে হজ্জ করেন নাই বরং তিনি হজ্জ করিয়াছিলেন যিলহাজ্জ মাসে।

আল্লাহ্ তা'আলা আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর হজ্জের দিনকে (يوم الحج الاكبر - হজ্জের বৃহত্তম কার্যের দিন) নামে অভিহিত করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ -

– অর্থাৎ আর হজ্জের বৃহত্তম কার্যের দিন আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের পক্ষ হইতে লোকদের প্রতি ঘোষণা প্রচারিত হইতেছে যে, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল মুশরিকদের নিরাপত্তার বিষয়ে দায়িত্ব মুক্ত (৯ ঃ ৩)।

উক্ত ঘোষণা হিজরী নবম সনে আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর হজ্জের সময়ে প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহার হজ্জ যিলকাদ মাসে পালিত হইলে উহা আদৌ সহীহ্ হইত না। অথচা উপরোক্ত আয়াতে দেখা যাইতেছে– আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার হজ্জের দিনকে (يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ - হজ্জের বৃহত্তম কার্যের দিন) নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার হজ্জ যিলহাজ্জ মাসে পালিত না হইলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার হজ্জের দিনকে উপরোক্ত নামে অভিহিত করিতেন না।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা নিষিদ্ধ মাসকে পিছাইয়া দেওয়ার উল্লেখ করিয়াছেন। জাহিলী যুগে মুশরিকগণ নিষিদ্ধ মাসকে পিছাইয়া দিত, কিন্তু উহাকে পিছাইয়া দিবার জন্যে বৎসরের মাসগুলিকে ঘুরাইয়া দিবার এবং একই মাসে দুই বৎসরে দুইট হজ্জ করিবার ব্যবস্থা করিয়া বৎসরের সকল মাসকে হজ্জের মাস বানাইবার কোন প্রয়োজন মুশরিকদের ছিল না। তাহারা যিলহাজ্জ মাসকে হজ্জের মাস হিসাবে অপরিবর্তিত রাখিয়া নিষিদ্ধ মাস 'মুহার্‌রমকে' পিছাইয়া দিয়াই উহা সহজে করিতে পারিত। আর তাহারা করিয়াছিলও তাহাই। তাহারা এক বৎসর মুহার্‌রম মাসকে পিছাইয়া দিত অর্থাৎ উহাকে হালাল বানাইয়া উহার পরিবর্তে সফর মাসকে হারাম বানাইত। পরবর্তী বৎসরে তাহারা মুহার্‌রম মাসকে যথাবিধি 'হারাম মাস' হিসাবে মান্য করিত। উহাই ছিল নিষিদ্ধ মুহার্‌রম মাসকে তাহাদের হালাল করিয়া লইবার সহজ পথ আর তাহারা উক্ত সহজ পথকেই গ্রহণ করিয়াছিল।

মুজাহিদ (র.) - ان الزمان قد استدار - এই হাদীছের যে অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন, উহাও উহার সঠিক ও সহীহ্ অর্থ নহে। উহার সঠিক ও সহীহ্ অর্থ ইতিপূর্বে আমি বর্ণনা করিয়াছি। উহার সঠিক ও সহীহ্ অর্থ হইতেছে এই ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা যে দিন আকাশসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইদিন যামানা যে অবস্থায় ছিল, এখন উহা সেই অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা আকাশসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করিবার দিনেই বৎসরের মাসের সংখ্যা বারো নির্ধারিত করিয়াছেন এবং উহাদের মধ্য হইতে নির্দিষ্ট চারিমাসকে নিষিদ্ধ মাস বানাইয়াছেন।

জাহিলী যুগে মুশরিকগণ আল্লাহ্‌র উক্ত বিধানকে অমান্য করিত। ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হইবার পর আল্লাহ্‌র উক্ত বিধান প্রতিষ্ঠিত হইল। এইরূপে যামানা আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির কালে যে অবস্থায় ছিল, নবী করীম (সা.) কর্তৃক ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হইবার পর উহা সেই অবস্থায় ফিরিয়া আসিল।' আল্লাহ্ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

ইব্ন আবূ হাতিম (র.)– — — – ইব্ন উমর (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ বিদায় হজ্জে নবী করীম (সা.) আকাবায় থামিলেন। তাহার সম্মুখে একদল মুসলমান সমবেত হইল। নবী করীম (সা.) আল্লাহ্ তা'আলার যথাযোগ্য প্রশংসা বর্ণনা করিবার পর জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতায় তিনি ইহাও বলিলেন 'আর নিষিদ্ধ মাসকে পিছাইয়া দেওয়া শয়তানের কাজ। উহা কুফরকে বৃদ্ধি করে। কাফিরগণ উহা দ্বারা পথভ্রষ্ট হয়। তাহারা নিষিদ্ধ মাসকে এক বৎসর হালাল বানাইয়া লয় এবং আরেক বৎসর হারাম হিসাবে পালন করে।' ইব্ন উমর (রা.) বলেন– মুশরিকগণ এক বৎসর মুহার্‌রম মাসকে হারাম মাস হিসাবে এবং সফর মাসকে হালাল মাস হিসাবে পালন করিত। পরবর্তী বৎসর তাহারা মুহার্‌রম মাসকে 'হালাল মাস' বানাইয়াঁ লইত (এবং তৎপরিবর্তে সফর মাসকে হারাম মাস বানাইত)।'

ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক স্বীয় সীরাত পুস্তকে জাহেলী যুগে মুশরিকদের হারাম মাসকে হালাল এবং হালাল মাসকে হারাম বানাইবার বিষয়ে একটি তথ্যপূর্ণ মনোজ্ঞ বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। উক্ত পুস্তকে তিনি বলিয়াছেন ঃ 'জাহিলী যুগে সর্বপ্রথমে যে ব্যক্তি নিষিদ্ধ মাসকে পিছাইয়া দিয়াছিল তথা হারাম মাসকে হালাল এবং হালাল মাসকে হারাম বানাইয়াছিল, তাহার নাম হইতেছে কালাম্মাস। তাহার আরেক নাম হইতেছে হুযায়ফা। অর্থাৎ হুযায়ফা ইব্ন আব্দু ফকাইম ইব্ন আদী ইব্ন আমির ইব্ন ছা'লাবা ইব্ন হারিছ ইব্ন মালিক ইব্ন কিনানা ইব্ন খুযায়মা ইব্ন মুদরিকা ইব্ন ইলইয়াস ইব্ন মুযার ইব্ন নাযার ইব্ন মাঁআদ ইব্ন আদনান। কালাম্মাসের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র আব্বাদ উহাতে নেতৃত্ব দিয়াছিল। তাহার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র কলাআ ইব্ন আব্বাদ তাহার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র ইমাইয়া ইব্ন কলাআ তাহার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র আওফ ইব্ন উমাইয়া এবং তাহার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র আবূ ছুমামা জুনাদা ইব্ন আওফ উহাতে নেতৃত্ব দিয়াছিল। শেষোক্ত ব্যক্তির সময়েই ইসলাম কায়েম হইয়া জাহেলী যুগের উপরোক্ত ব্যবস্থাকে তুলিয়া দিয়া আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত ব্যবস্থাকে প্রবর্তিত করিয়াছে।

জাহিলী যুগে লোকেরা হজ্জ সম্পন্ন করিয়া উক্ত আবূ ছুমামা জানাদা ইব্ন আওফের নিকট সমবেত হইত। সে তাহাদের সম্মুখে বক্তৃতা প্রদান করিত। বক্তৃতায় সে রজব, যিলকাদ এবং যিলহজ্জ এই তিন মাসকে হারাম মাস বলিয়া ঘোষণা করিত। মুহার্‌রম মাসকে সে এক বৎসর হালাল মাস বলিয়া এবং এক বৎসর হারাম মাস বলিয়া ঘোষণা করিত। সে যে বৎসর উহাকে হালাল মাস বলিয়া ঘোষণা করিত,

সেই বৎসর সে উহার পরিবর্তে সফর মাসকে হারাম মাস বলিয়া ঘোষণা করিত– যাহাতে বৎসরে হারাম মাসের সংখ্যা চারিটিই থাকে। এইরূপে সে আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত হারাম মাসকে হালাল এবং হালাম মাসকে হারাম বানাইত। আল্লাহ্ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

(٣٨) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ ؕ اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ ﴿٣٨﴾

(٣٩) اِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ وَّيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْهُ شَيْـًٔا ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٣٩﴾

৩৮. হে মু'মিনগণ! তোমাদের হইল কী যে, যখন তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র পথে অভিযানে বাহির হইতে বলা হয় তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হইয়া ভূতলে ঝুঁকিয়া পড় ? তোমরা কি পরকালের পরিবর্তে পার্থিব জীবনে পরিতুষ্ট হইয়াছ ? পরকালের তুলনায় পার্থিব জীবনের ভোগের উপকরণ তো অকিঞ্চিৎকর।

৩৯. যদি তোমরা অভিযানে বাহির না হও, তবে তিনি তোমাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করিবেন এবং তোমরা তাঁহার কোনই ক্ষতি করিতে পারিবে না। আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

তাফসীর ঃ আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা জিহাদ বিমুখ মু'মিনদিগকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করিতেছেন। হিজরী নবম সনে নবী করীম (সা.) মদীনা ও উহার চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকার মুসলমানদিগকে তাবুকের যুদ্ধে যোগ দিবার জন্যে ডাক দিয়াছিলেন। তখন ছিল ফল পাকিবার মৌসুম এবং প্রচণ্ড গ্রীষ্মের ঋতু। এই অবস্থায় কেহ জিহাদে অংশগ্রহণ করিলে তাহাকে বিরাট আর্থিক ক্ষতি এবং দুঃসহ দৈহিক পরিশ্রম স্বীকার করিয়াই উহা করিতে হইত। এতদসত্ত্বেও পবিত্রাত্মা সাহবীগণ আল্লাহ্ ও 'তাহার রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়া জিহাদে অংশগ্রহণ করিলেন। পক্ষান্তরে উপরোল্লেখিত কারণে কিছু সংখ্যক মুসলমান জিহাদে অংশ গ্রহণ করা হইতে বিরত রহিল। আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করিয়াছেন। যাহারা জিহাদে অংশ গ্রহণ করা হইতে বিরত ছিল, আল্লাহ্ তা'আলা এই সূরার বিভিন্ন আয়াতে তাহাদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতদ্বয় উহাদের মধ্য হইতে প্রথম দুই আয়াত।

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَالَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

অর্থাৎ 'হে মু'মিনগণ তোমাদিগকে যখন আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করিতে ডাক দেওয়া হয়, তখন কেনো তোমরা ডাকে সাড়া না দিয়া গৃহের আরাম-আয়েশকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া বসিয়া থাকো ? তোমাদের কী হইল যে, তোমরা আখিরাতের সুখের পরিবর্তে দুনিয়ার সুখকে গ্রহণ করিয়াছ ? বস্তুত আখিরাতের সুখের পরিমাণের তুলনায় দুনিয়ার সুখের পরিমাণ অতি সামান্য।

ইমাম আহমদ (র.) মুস্তাওরিদ নামক ফাহ্‌র গোত্রীয় জনৈক সাহাবী (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ নবী করীম (সা.) বলিয়াছেন– আখিরাতের তুলনায় দুনিয়া হইতেছে এইরূপ যেমন কেহ সমুদ্রের পানিতে এই আঙ্গুলটি–– এই সময়ে নবী করীম (সা.) শাহাদাত আঙ্গুলের প্রতি ইশারা করিয়াছিলেন– ডুবাইয়া দিল। ডুবানো আঙ্গুলে যতটুকু পানি লাগিয়া থাকে, সুমুদ্রের সমগ্র পানির তুলনায় উহার পরিমাণ যতটুকু, আখিরাতের তুলনায় দুনিয়া ততটুকু। উক্ত হাদীছ ইমাম মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র.) আবূ উছমান হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ একদা আমি আবূ হুরায়রা (রা.)-কে বলিলাম, হে আবূ হুরায়রা। আমি বসরা শহরে অবস্থিত আমার বন্ধুদের নিকট শুনিয়াছি যে, আপনি বলিয়া থাকেন, আমি নবী করীম (সা.)-কে বলিতে শুনিয়াছি– নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা একটি নেকীর পরিবর্তে দশ লক্ষ নেকী দিয়া থাকেন। উক্ত বর্ণনা কি সত্য ? আবূ হুরায়রা (রা.) বলিলেন– আমি নবী করীম (সা.)-কে উহাতো বলিতে শুনিয়াছিই; অধিকন্তু তাঁহাকে ইহাও বলিতে শুনিয়াছি– নিশ্চয়, আল্লাহ্ তা'আলা একটি নেকীর পরিবর্তে বিশ লক্ষ নেকী দিয়া থাকেন। অতঃপর আবূ হুরায়রা (রা.) নিম্নোক্ত আয়াতাংশ তিলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন ঃ

فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ অর্থাৎ পারলৌকিক জীবনের সুখের উপকরণের তুলনায় ইহলৌকিক সুখের উপকরণ অতি সামান্য।

বস্তুত দুনিয়ার বয়সের যে অংশ পিছনে চলিয়া দিয়াছে এবং যে অংশ সামনে রহিয়া গিয়াছে– উহাদের উভয়ের সমষ্টি আল্লাহ্‌র নিকট অতি সামান্য।

আ'মাশ (র.) হইতে ছাওরী (র.) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আ'মাশ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেনঃ আখিরাতের সুখের উপকরণের পরিমাণের তুলনায় দুনিয়ার সুখের উপকরণের পরিমাণ হইতেছে ভ্রমণকারী ব্যক্তির পাথেয়র ন্যায় অতি সামান্য।

আযীয ইব্‌ন আবূ হাশিম তাহার পিতা আবূ হাযিম হইতে বর্ণনা করেন যে আবদুল আযীয ইব্‌ন মারওয়ান মৃত্যুকালে লোকদিগকে বলিলেন– যে কাফন পরাইয়া আমার লাশ দাফন করা হইবে, তোমরা সেই কাফন খানা আমার নিকট লইয়া

আসো। আমি উহা দেখিব। তাহার কাফনখানা তাহার নিকট আনা হইলে তিনি উহার প্রতি তাকাইয়া বলিলেন– দুনিয়ার বিপুল সম্পত্তির মধ্য হইতে শুধু এইটুকুই আমি সঙ্গে লইয়া যাইতেছি, অতঃপর তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন– হে দুনিয়া! তুমি কতইনা তুচ্ছ। তোমার বিপুল সম্পত্তি হইতেছে স্বল্প; আর তোমার স্বল্প সম্পত্তি হইতেছে অতি স্বল্প। আর আমরা তোমার বিষয়ে নিশ্চয় প্রতারণার মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছি।

إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۔ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা জিহাদ হইতে বিরত মু'মিনদিগকে কঠোর শাস্তির বিরুদ্ধে সতর্ক করিয়া দিতেছেন। তিনি বলিতেছেন– হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা জিহাদে না যাও, তবে আল্লাহ্ তোমাদিগকে কঠোর শাস্তি প্রদান করিবেন আর তিনি নিজের দীনের সাহায্যের জন্যে তোমাদের পরিবর্তে অন্য একদল লোক সৃষ্টি করিবেন। বস্তুত তোমরা জিহাদে না গেলে উহাতে আল্লাহ্‌র কোনো ক্ষতি হইবে না। কারণ, আল্লাহ্ সব কিছু করিতে পারেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেনঃ একদা নবী করীম (সা.) আরবের একটি গোত্রকে জিহাদে যাইবার জন্যে ডাক দিলেন; কিন্তু তাহারা উহাতে সাড়া দিল না। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে অনাবৃষ্টিজনিত আকালের মধ্যে ফেলিলেন। উহাই হইল তাহাদের জেহাদে না যাইবার শাস্তি।

وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ অর্থাৎ তিনি স্বীয় দীনের সাহায্যের জন্যে তোমাদিগকে বাদ দিয়া অন্য একদল লোক সৃষ্টি করিবেন। এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্‌র তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ

"আর যদি তোমরা বিমুখ হও, তবে তিনি তোমাদিগকে ছাড়া অন্য এক জাতিকে আনিবেন। অতঃপর তাহারা তোমাদের ন্যায় হইবে না" (৪৭ ঃ ৩৮)।

وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ অর্থাৎ আল্লাহ্ সব কিছু করিতে সমর্থ রহিয়াছেন। তিনি তোমাদের সাহায্য না লইয়া-ই তাঁহার দীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে দীনকে সাহায্য করিতে পারেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা.) ইকরামা, হাসান এবং যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র.) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহারা বলেনঃ

إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۔ -এই আয়াত, انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا
وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۔

(তোমরা ক্ষুদ্র দলে এবং বৃহৎ দলে বাহির হইয়া পড়ো এবং আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের জানমাল দিয়া জিহাদ করো।) এই আয়াত এবং مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ

وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ۔ (মদীনার অধিবাসিগণ এবং তাহাদের চতুপার্শ্বে যে সকল বেদুঈন মু'মিন রহিয়াছে, তাহাদের জন্যে আল্লাহ্‌র রাসূলের সহিত যুদ্ধে না যাইয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকিবার অনুমতি নাই) এই আয়াত– মোট এই তিনটি আয়াতকে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা রহিত (منسوخ) করিয়া দিয়াছেন ঃ

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ

– মু'মিনদের সকলেই যেনো এক সঙ্গে জিহাদে বাহির না হয়। তাহাদের প্রতিটি ঘর হইতে কতেক লোক যেনো জিহাদে বাহির হয় (৯ ঃ ১২২)।

ইমাম ইব্‌ন জারীর উপরোক্ত অভিমতকে ভ্রান্ত বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন– 'প্রথমোক্ত আয়াত তিনটি নবী করীম (সা.) যাহাদিগকে জিহাদে বাহির হইবার জন্যে ডাক দিয়াছিলেন শুধু তাহাদের সহিত সম্পৃক্ত। জিহাদে বাহির হওয়া শুধু তাহাদের প্রত্যেকের জন্যে ফরয ছিল। তাহাদের মধ্য হইতে যদি কোন ব্যক্তি জিহাদে বাহির না হইত, তবে তাহার প্রতি আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত শাস্তি প্রযোজ্য ছিল ও থাকিবে। ইমাম ইব্‌ন জারীর কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য। আল্লাহ্‌ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

(৪০) إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ج فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ط وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ط وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

৪০. যদি তোমরা তাহাকে সাহায্য না কর, তবে স্মরণ কর, আল্লাহ্ তাহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। যখন কাফিরগণ তাহাকে বহিষ্কার করিয়াছিল এবং সে ছিল দুই জনের একজন, যখন তাহারা উভয় গুহার মধ্যে ছিল ; সে তখন তাহার সংগীকে বলিয়াছিল, বিষন্ন হইও না, আল্লাহ্ আমাদের সংগে আছেন। অতঃপর আল্লাহ্ তাহার উপর নিজ প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং তাহাকে শক্তিশালী করেন এমন এক সৈন্য বাহিনী দ্বারা যাহা তোমরা দেখ নাই। বস্তুত তিনি কাফিরদের কথা হেয় করেন; আল্লাহ্‌র বাণীই সর্বোপরি এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর ঃ অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদিগকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিতেছেন যে, তোমরা আল্লাহ্‌র রাসূলকে সাহায্য না করিলে আল্লাহ্ তাহাকে অন্য

পন্থায় সাহায্য করিবেন। কারণ, আল্লাহ্ সকল ক্ষমতার অধিকারী। ইতিপূর্বেও তিনি তাঁহার রাসূলকে তোমাদের মাধ্যমে ছাড়াই সাহায্য করিয়াছেন। মুশরিকগণ যখন তাঁহার রাসূলকে দেশত্যাগী করিয়াছিল এবং তাঁহার রাসূল যখন স্বীয় সাহাবী আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-সহ গিরিগুহায় আশ্রয় লাইযাছিলেন, তখন তিনি তোমাদের সাহায্য ছাড়াই স্বীয় রাসূলকে মুশরিকদের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি তখন ফেরেশতাদের সাহায্যে স্বীয় রাসূলকে মুশরিকদের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। এইরূপেই তিনি স্বীয় কলেমাকে কাফিরের কলেমার উপর বিজয়ী করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِىَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِى الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا -

অর্থাৎ ইতিপূর্বেও আল্লাহ্ তাঁহার রাসূলকে তোমাদের মাধ্যমে ছাড়া অন্য পন্থায় সাহায্য করিয়াছেন। যখন মক্কার মুশরিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছিল যে, তাহারা আল্লাহ্‌র রাসূলকে হয় হত্যা করিবে, না হয় কারারুদ্ধ করিয়া রাখিবে আর না হয় নির্বাসিত করিবে, আর আল্লাহ্‌র রাসূল যখন স্বীয় বিশ্বস্ততম ও প্রিয়তম সহচর আবূ বকর ইব্‌ন আবূ কুহাফা (রা.)-সহ হিজরতের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করিয়া পবিত্র মক্কার নিকটবর্তী (ছাওর ছুর) পর্বতের গুহায় আশ্রয় লইয়াছিলেন। সেখানে তিনি তিন দিন অবস্থান করিয়াছিলেন এই উদ্দেশ্যে যে মুশরিকদের সন্ধানী দল তাহাদিগকে খুঁজিয়া না পাইয়া এই তিন দিনে ফিরিয়া যাইবে। অতঃপর তাহারা নিরাপদে মদীনায় পৌঁছাইতে পারিবেন। যখন রাসূল-প্রেমে নিবেদিত প্রাণ প্রিয়তম সহচর আবূ বকর এই আশংকায় উৎকণ্ঠিত ছিলেন যে, মুশরিকদের সন্ধানীদলের কেহ তাহাদের খোঁজ পাইলে মুশরিকদের হাতে আল্লাহ্‌র রাসূল কষ্ট পাইবেন। এই কারণে আল্লাহ্‌র রাসূল তাহাকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিতেছিলেন যে, চিন্তা করিও না; নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে রহিয়াছেন। সারকথা এই যে, আল্লাহ্‌র রাসূলের উপরোল্লেখিত কঠিন বিপদের সময়ে আল্লাহ্ কোন মানুষের মাধ্যমে ছাড়া স্বীয় কুদরতে অন্য মাধ্যমে তাঁহার রাসূলকে সাহায্য করিয়াছিলেন। এইরূপে তিনি যে কোন সময়ে স্বীয় কুদরতে মানুষের সাহায্য ছাড়া অন্য পন্থায় স্বীয় রাসূলকে সাহায্য করিতে পারেন।

ইমাম আহমদ (র.) — — — —আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ আমরা যখন গিরি-গুহায় লুকাইয়া রহিয়াছিলাম, তখন আমি নবী করীম (সা.)-কে বলিলাম, মুশরিকদের সন্ধানীদলের কেহ যদি নিজের পায়ের পাতার দিকে তাকায়, তবে সে নিশ্চয় তাহার পায়ের নীচে আমাদিগকে দেখিয়া ফেলিবে। নবী করীম (সা.) বলিলেন— হে আবূ বকর! যে দুইটি লোকের সহিত তৃতীয় হিসাবে আল্লাহ্ রহিয়াছেন, তাহাদের সম্বন্ধে তোমার ধারণা কী ? উক্ত রিওয়ায়েতকে ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম (র.)ও বর্ণনা করিয়াছেন।

فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ –তখন আল্লাহ্ তাহার উপর স্বীয় প্রশান্তি নাযিল করিলেন। অর্থাৎ তখন আল্লাহ্ তাহার উপর নিজের সাহায্য নাযিল করিলেন।

অধিকাংশ তাফসীরকার বলেন— উক্ত আয়াতাংশের অন্তর্গত ' عليه ' শব্দে ' ه ' সর্বনামটির পদবাচ্য হইতেছেন আল্লাহ্‌র রাসূল। তদনুসারে আয়াতাংশের অর্থ হইতেছে এই ঃ তখন আল্লাহ্ তাঁহার রাসূলের উপর প্রশান্তি নাযিল করিলেন। কেহ কেহ বলেন— উহার পদ-বাচ্য হইতেছেন আবূ-বকর সিদ্দীক (রা.)। তদনুসারে আয়াতাংশের অর্থ হইতেছে এই ঃ তখন আল্লাহ্ তাঁহার রাসূলের সঙ্গী (অর্থাৎ আবূ বকর সিদ্দীক রা.)-এর উপর প্রশান্তি নাযিল করিলেন। শেষোক্ত ব্যাখ্যা ইব্‌ন আব্বাস (রা.) প্রমুখ তাফসীরকারগণ হইতে বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা বলেন— নবী করীম (সা.)-এর অন্তরে পূর্ব হইতেই প্রশান্তি বিদ্যমান ছিল। অতএব তাঁহার অন্তরে তখন আল্লাহ্ তা'আলার প্রশান্তি নাযিল করিবার প্রয়োজন ছিল না।

আমি (গ্রন্থকার) বলিতেছি— নবী করীম (সা.)-এর অন্তরে পূর্ব হইতেই প্রশান্তি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সেই সময়ে তাঁহার অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে বিশেষ প্রশান্তি নাযিল হওয়া অসম্ভব ছিল না।

وَاَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا অর্থাৎ আর তিনি তাঁহাকে ফেরেশতা বাহিনী দ্বারা সাহায্য করিলেন।

وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا অর্থাৎ তিনি কাফিরদের কালেমাকে পরাজিত করিলেন। আর আল্লাহ্‌র কালেমা বিজয়ীই রহিয়াছে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেনঃ কাফিরদের কালেমা হইতেছে 'শিরক' এবং আল্লাহ্‌র কলেমা হইতেছে— لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নাই।

আবূ মূসা আশআরী (রা.) হইতে বুখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে যে, আবূ মূসা আশআরী (রা.) বলেনঃ একদা নবী করীম (সা.)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল— এক ব্যক্তি যুদ্ধ করে বীরত্ব দেখাইবার জন্যে; এক ব্যক্তি যুদ্ধ করে গোত্রীয় বিদ্বেষের কারণে এবং এক ব্যক্তি যুদ্ধ করে মানুষকে সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে। কোনজনের যুদ্ধ আল্লাহ্‌র পথে কৃত যুদ্ধ হইবে ? নবী করীম (সা.) বলিলেন— যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কালেমাকে বলন্দ ও বিজয়ী করিবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে, তাহার যুদ্ধই হইতেছে আল্লাহ্‌র পথে কৃত যুদ্ধ।

وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ অর্থাৎ আল্লাহ্ প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে স্বীয় নেক বান্দাদিগকে সাহায্য করিবার ক্ষমতার অধিকারী। যাহারা তাঁহার কালামকে আঁকড়াইয়া থাকে, তিনি তাহাদিগকে সাহায্য করিয়া থাকেন। তাহারা অত্যাচারিত হয় না। তিনি স্বীয় কথায় ও কাজে প্রজ্ঞাবান।

(٤١) اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّ جَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۭ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

৪১. অভিযানে বাহির হইয়া পড়, হাল্কা অবস্থায় হউক অথবা ভারী অবস্থায় এবং সংগ্রাম কর আল্লাহ্র পক্ষে তোমাদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা। উহাই তোমাদের জন্যে শ্রেয়, যদি তোমরা জানিতে।

তাফসীর ঃ সুফিয়ান ছাওরী (র.) আবুয-যোহা মুসলিম ইব্ন সবীহ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেনঃ اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا - আয়াতটি সূরা বারাআতের সর্ব প্রথম অবতীর্ণ আয়াত।

হাযরামী (রা.) হইতে সুলায়মানের সূত্রে মু'তামির (র.) বর্ণনা করিয়াছেন যে, এক দল সাহাবীর ব্যাপারে এই আশংকা ছিল যে, তাহাদের কেহ অসুস্থ এবং বৃদ্ধ হইয়া পড়িবার দরুন বলিবে– আমি জিহাদে যাইতে সমর্থ নহি। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন।

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا - উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা রোমক সাম্রাজ্যের অধিবাসী খৃস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে নবী করীম (সা.)-এর সহিত বাহির হইবার জন্যে মু'মিনদিগকে আদেশ দিয়াছেন। উহাতে আল্লাহ্ তা'আলা ধনী-নির্ধন, অভাবী-নিরভাব– সকল মু'মিনকে নবী করীম (সা.)-এর সহিত যুদ্ধে বাহির হইতে আদেশ দিয়াছেন। উক্ত যুদ্ধ (হিজরী নবম সনে সংঘটিত) তাবূকের যুদ্ধ নামে পরিচিত।

আলী ইব্ন যায়েদ (র.)- — — - আনাস (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ আবূ তালহা (রা.) বলিয়াছেন– اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا অর্থাৎ তোমরা পৌঢ় ও যুবক সকলেই জিহাদে বাহির হও। আবূ তালহা (রা.) আরো বলিয়াছেন– উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা জিহাদে যাওয়া সকলের জন্যে ফরয করিয়াছেন। তিনি কাহারো জন্যে ওযর বা অসুবিধা দেখাইয়া জিহাদে যোগদান করা হইতে বিরত থাকিবার সুযোগ রাখেন নাই। আনাস (রা.) বলেন– উক্ত আয়াতের উপরোক্ত ব্যাখ্যা বর্ণনা করিবার পর আবূ তালহা (রা.) শাম দেশে গিয়া জিহাদ করিতে করিতে শহীদ হইয়া যান।

অন্য এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ একদা আবূ তালহা (রা.) সূরা বারাআত তিলাওয়াত করিতেছিলেন। তিনি اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا - এই আয়াতে পৌঁছিয়া বলিলেন– আয়াতে দেখিতেছি, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের বৃদ্ধ ও যুবক সকলকে জিহাদে বাহির হইতে আদেশ করিয়াছেন। হে আমার পুত্রগণ! তোমরা আমার জন্যে

প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম ও দ্রব্যাদি জোগাড় করো। আমি জিহাদে যাইব। তাহার পুত্রগণ বলিল– আল্লাহ্ আপনাকে রহম করুন। আপনি নবী করীম (রা.)-এর ইন্তিকাল পর্যন্ত তাঁহার সহিত থাকিয়া জিহাদ করিয়াছেন। অতঃপর আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর ইন্তিকাল পর্যন্ত তাঁহার সহিত থাকিয়া জিহাদ করিয়াছেন। অতঃপর উমর ফারূক (রা.)-এর ইন্তিকাল পর্যন্ত তাঁহার সহিত থাকিয়া জিহাদ করিয়াছেন।

এখন আর আপনাকে জিহাদে যাইতে হইবে না। আমরা আপনার পক্ষ হইতে জিহাদে যাইব। আবূ তালহা (রা.) উহা মানিলেন না। তিনি সমুদ্র পথে জিহাদে রওয়ানা হইলেন। পথিমধ্যে তিনি ইন্তিকাল করিলেন। তাহার সঙ্গীগণ নয় দিনের মধ্যে সমুদ্রে কোন দ্বীপের সন্ধান পাইলেন না। তাই এই কয়দিন ধরিয়া তাহার লাশকে তাহারা জাহাজেই রাখিয়া দিলেন। নয় দিন পর তাহারা সমুদ্রের একটি দ্বীপের সন্ধান পাইলেন এবং তাহাকে তথায় দাফন করিলেন। এই নয় দিনে আবূ তালহা (রা.)-এর লাশ অবিকৃত রহিয়াছিল।

আবূ তালহা (রা.)-এর ন্যায় ইব্ন আব্বাস (রা.), ইকরামা, আবূ সালিহ্, হাসান বসরী, সুহায়েল ইব্ন আতিয়া, মুকাতিল ইব্ন হাইয়্যান, শা'বী, যায়েদ ইব্ন আসলাম, যাহ্হাক প্রমুখ বিপুলসংখ্যক তাফসীরকার বলেন ঃ اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا - অর্থাৎ– তোমরা পৌঢ় ও যুবক সকলে জিহাদে বাহির হও।

মুজাহিদ, আবূ সালিহ্ প্রমুখ তাফসীরকারগণ বলেন– اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا অর্থাৎ তোমরা যুবক বৃদ্ধ, ধনী-নির্ধন সকলেই জিহাদে বাহির হও।

হাকাম ইব্ন উতায়বা বলেন– اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا অর্থাৎ তোমরা কর্মলিপ্ত লোক ও কর্মহীন লোক সকলেই জিহাদে বাহির হও।

ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে আওফী (র.) বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন- اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا - অর্থাৎ তোমরা ধনী, নির্ধন সকলেই জিহাদে বাহির হও। কাতাদাও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ হইতে ইব্ন আবী নাজীহ্ বর্ণনা করিয়াছেন যে, 'মুজাহিদ বলেন– একদা কিছু সংখ্যক সাহাবী বলিলেন– আমাদের মধ্যে বৃদ্ধ লোক, দরিদ্র লোক এবং পেশাজীবী লোক রহিয়াছে। তাহারা কীরূপে জিহাদে যাইবে ? ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন– اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا - এবং এই আয়াতে আল্লাহ্ সকলের জন্যে জিহাদে যাওয়া ফরয করিয়াছেন। কাহারো জন্যে কোন ওযরের সুযোগ রাখেন নাই। হাসান ইব্ন আবুল হাসান বসরী বলেনঃ اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا অর্থাৎ তোমরা অভাবের মধ্যে থাকো অথবা ঐশ্বর্যের মধ্যে থাকো– সর্বাবস্থায় জিহাদে বাহির হও।

আলোচ্য আয়াতের যে সকল ব্যাখ্যা উপরে বর্ণিত হইয়াছে, উহার প্রত্যেকটি ব্যাখ্যার মূল কথা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে সকল মুসলমানের জন্যেই জিহাদ ফরয করিয়াছেন এবং সকল মুসলমানকেই জিহাদে বাহির হইতে আদেশ দিয়াছেন।

ইমাম ইব্‌ন জারীর (র.) ও আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় উক্ত মূল কথাকে সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ইমাম আবূ আমর আওযাঈ (র.) বলেনঃ 'রোম' শহর জয় করিবার জন্যে মুসলমানগণ যুদ্ধে যাইবে অশ্বাদির পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া (خفيف - অশ্বাদি বাহনের পৃষ্ঠে আরূঢ়।) এবং এই সকল উপকূলীয় অঞ্চল জয় করিবার জন্যে মুসলমানগণ যুদ্ধে যাইবে হাটিয়া (ثقيل পদব্রজে গমনকারী)। ইমাম আওযাঈ তাহার উক্তিতে আলোচ্য আয়াতের বিশদ ব্যাখ্যার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা.), মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব, আতা খুরাসানী (র.) প্রমুখ তাফসীরকারগণ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহারা বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতটি নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা রহিত منسوخ হইয়া দিয়াছে ঃ فلو لانفر من كل فرقة منهم طائفة - তাহাদের প্রতিটি দল হইতে যেন কতেক লোক জিহাদে বাহির হয়।

এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ চাহেন তো যথাস্থানে আলোচনা করা হইবে।

সুদ্দী (র.) বলেনঃ اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالاً অর্থাৎ তোমরা ধনী-নির্ধন, সবল দুর্বল- সকলেই জিহাদে বাহির হও। সুদ্দী (র.) আরো বলেন- সেই সময়ে (অর্থাৎ- তাবূকের যুদ্ধের প্রস্তুতির কালে) একদা জনৈক সাহাবী নবী করীম (সা.)-এর নিকট আসিয়া জিহাদে না যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। বলা হয় উক্ত সাহাবী হইতেছেন- মিকদাদ (রা.)। তিনি স্থূলকায় বিরাট বপু লোক ছিলেন। তাহার উক্ত অনুমতি প্রার্থনার ঘটনায় নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল ঃ اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالاً -

সুদ্দী (র.) বলেনঃ উক্ত আয়াতে বর্ণিত বিধান পালন করা মুসলমানদের পক্ষে কষ্টকর হইল। ইহাতে নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা উহাকে রহিত (منسوخ) করিয়া দিলেনঃ

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضٰى وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ اِذَا نَصَحُوْا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ -

"যাহারা দুর্বল, যাহারা পীড়িত এবং যাহারা (যুদ্ধে যাইবার) খরচ জোগাড় করিতে পারে না, এই সকল লোকের যুদ্ধ না যাওয়া অপরাধ হইবে না।- যদি যখন তাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের অনুকূলে কাজ করে" (৯ ঃ ৯১)।

ইব্‌ন জারীর (র.) ...... মুহাম্মদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ আবূ আইউব আনসারী (রা.) নবী করীম (সা.)-এর সহিত বদরের যুদ্ধে শরীক হইয়াছিলেন। তিনি একটি যুদ্ধ ছাড়া সকল যুদ্ধেই নবী করীম (সা.)-এর সহিত শরীক হইয়াছিলেন। তিনি বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالاً অর্থাৎ তোমরা (خفاف) ও (ثقال)- সকলেই জিহাদে বাহির হও।' আমি হয় (خفيف) আর না হয় (ثقيل)। যে কোন অবস্থায় আলোচ্য আয়াত অনুসারে জিহাদে বাহির হওয়া আমার উপর ও ফরয।

ইব্‌ন জারীর ---- আবূ রাশিদ হাররানী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ একদা আমি নবী করীম (সা.)-এর অশ্বারোহী যোদ্ধা মিকদাদ ইব্‌ন আসওয়াদ (রা.)-এর নিকট গমন করিলাম। সেই সময়ে তিনি হেম্‌স (حمص) নগরে মুদ্রা ব্যবসায়ীদের একটি কাঠের সিন্দুকের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। বার্ধক্যে তাহার গায়ের চামড়া ঢিলা হইয়া গিয়াছিল। এই অবস্থায় তিনি জিহাদে যাইবার আয়োজন করিতেছিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম- আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে মা'যূর (অক্ষম) বানাইয়াছেন। এখন তো আপনি জিহাদে না গেলে গুনাহ্‌গার হইবেন না।' তিনি বলিলেন- আমাদের নিকট আল্লাহ্ তা'আলা সূরাই বুঊছ (সেনাদলসমূহ সম্পর্কিত সূরা) নাযিল করিয়াছেন। উহাতে এই আয়াত রহিয়াছে ঃ اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالاً - হিব্বান ইব্‌ন যায়েদ শারআবী হইতে ইমাম ইব্‌ন জারীর (র.) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হিব্বান ইব্‌ন যায়েদ শারআবী বলেন- একদা আমরা জিহাদের উদ্দেশ্যে হেম্‌স নগরের শাসনকর্তা সাফওয়ান ইব্‌ন আমর এর সহিত উফ্‌সূস নামক এলাকায় অবস্থিত জারাজেমা নামক স্থানের দিকে রওয়ানা হইলাম। আমাদের বাহিনীতে আমি দামেশ্‌কবাসী অত্যন্ত বৃদ্ধ এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলাম। তাঁহার ভ্রূযুগল চক্ষুদ্বয়ের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। তিনি উটের পিঠে চড়িয়া জিহাদে যাইতেছিলেন। আমি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিলাম- পিতৃব্য! আল্লাহ্ আপনাকে অক্ষম বানাইয়াছেন। এখন আপনি জিহাদে না গেলে তো গুনাহ্‌গার হইবেন না।' তিনি ভ্রূ-যুগল উন্নীত করিয়া বলিলেন- বৎস! আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে (خفاف) ও (ثقال) - সর্বাবস্থায় জিহাদে বাহির হইতে আদেশ করিয়াছেন। শুনো! আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে ভালবাসেন, তিনি তাহাকে পুনঃপুনঃ পরীক্ষা করেন। পুনঃপুনঃ পরীক্ষা করিবার পর তিনি তাহাকে অতিপ্রিয় বান্দাদের মধ্যে স্থান দেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাদের মধ্য হইতে তাহাদিগকেই পরীক্ষা করেন ঃ যাহারা তাহার শোকর-গোযারী করে, ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ্‌কে স্মরণ রাখে এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাহাকেও ইবাদাত করে না।'

وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ -

অর্থাৎ তোমরা নিজেদের জান-মাল দিয়া আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করো; উহা তোমাদের জন্যে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে কল্যাণকর; যদি তোমরা সঠিক জ্ঞানের অধিকারী হও, তবে উহা বুঝিতে পারিবে। জান-মাল দিয়া আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা মু'মিনের জন্যে দুনিয়াতে কল্যাণকর এইরূপে যে, সে জিহাদের জন্যে ব্যয় করে সামান্য অর্থ আর লাভ করে বিপুল পরিমাণের গনীমত। পক্ষান্তরে উহা তাহার জন্যে আখিরাতে কল্যাণকর এইরূপে যে, মুজাহিদ ব্যক্তির জন্যে রহিয়াছে আল্লাহ্‌র নিকট আখিরাতের চিরস্থায়ী বিপুল নিয়ামাত।

নবী করীম (সা.) বলিয়াছেন– 'আল্লাহ্‌র পথে যে মু'মিন জিহাদ করে, আল্লাহ্ তাহার জন্যে এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন যে, সে যদি জিহাদে শহীদ হয়, তবে তিনি তাহাকে জান্নাতে দাখিল করিবেন; আর সে যদি শহীদ না হইয়া জীবিত থাকে, তবে সে গনীমতের মাল এবং আখিরাতের বিপুল নিয়ামাতের অধিকারী হইবে।

অনুরূপভাবে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ -

"যুদ্ধ করা তোমাদের নিকট অপসন্দনীয় হইলেও উহা তোমাদের উপর ফরয করা হইয়াছে। তোমরা একটি বিষয়কে অপসন্দ করিলেও উহা তোমাদের জন্যে মঙ্গলকর হইতে পারে। আবার তোমরা একটি বিষয়কে ভালবাসিলেও উহা তোমাদের জন্যে ক্ষতিকর হইতে পারে। আল্লাহ্‌ই (প্রকৃত অবস্থা) জানেন; তোমরা (উহা) জ্ঞান না" (২ ঃ ২১৬)।

বস্তুত মানুষ যাহা অপসন্দ করে, তাহার কোন কোনটি তাহার জন্যে মঙ্গলকর হইয়া থাকে। ইমাম আহমদ (র.) মুহাম্মদ ইব্ন আবূ আদী ও হুমায়েদের সূত্রে আনাস (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেনঃ একদা নবী করীম (সা.) একটি লোককে বলিলেন– 'ইসলাম গ্রহণ কর। লোকটি বলিল– 'আমার মন ইসলাম গ্রহণ করিতে চাহে না।' নবী করীম (সা.) তাহাকে বলিলেন– তোমার মন না চাহিলেও তুমি ইসলাম গ্রহণ করো।

(٤٢) لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَّسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوكَ وَلَٰكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ۚ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ۚ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٤٢﴾

৪২. আশু লাভের সম্ভাবনা থাকিলে ও সফর সহজ হইলে উহারা নিশ্চয়ই তোমার অনুসরণ করিত; কিন্তু উহাদের নিকট যাত্রাপথ সুদীর্ঘ মনে হইল। উহারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করিয়া বলিবে, 'পারিলে আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের সংগে বাহির হইতাম।' উহারা নিজদিগকেই ধ্বংস করে। উহারা যে মিথ্যাচারী ইহা তো আল্লাহ্ জানেন।

তাফসীর ঃ অত্র আয়াতে যাহারা নবী করীম (সা.)-এর নিকট মিথ্যা অজুহাত উপস্থিত করিয়া তাবূকের যুদ্ধে না যাইবার জন্যে তাঁহার নিকট হইতে অনুমতি লাভ করিয়া বাড়ীতে বসিয়া রহিয়াছিল, আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের স্বরূপ উদঘাটন করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন– 'গনীমতের মালটুকু যদি সহজলভ্য মাল হইত এবং সফরটি যদি অল্প পথের সফর হইত, তবে তাহারা নিশ্চয় তোমার সঙ্গে জিহাদে বাহির হইত। কিন্তু সফরটি ছিল সুদূর শাম দেশে যাইবার সফর (আর গনীমতের মালটুকু ছিল কষ্টলভ্য মাল তাই তাহারা তোমার সঙ্গে জিহাদে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া রহিয়াছিল। এখন তাহারা তোমাদের নিকট আসিয়া আল্লাহ্‌র কসম করিয়া বলিবে – সক্ষম থাকিলে আমরা নিশ্চয় তোমাদের সহিত জিহাদে বাহির হইতাম।' এইরূপে তাহারা আত্ম-প্রতারণার মাধ্যমে নিজদিগকেই ধ্বংস করিতেছে। আল্লাহ্ সম্যকরূপে অবগত রহিয়াছেন– নিশ্চয় তাহারা মিথ্যাবাদী।'

ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেনঃ عَرَضًا قَرِيبًا অর্থাৎ সহজলভ্য গনীমত, অল্প পথের যুদ্ধে লভ্য গনীমত। سَفَرًا قَاصِدًا অর্থাৎ অল্প পথের সফর।

وَلَٰكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ অর্থাৎ সুদূর শামদেশের সফর তাহাদের নিকট অনেক দূরের সফর মনে হইয়াছে।

سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ অর্থাৎ যখন তোমরা ফিরিয়া আসিবে তখন আল্লাহ্‌র নামে শপথ করিয়া মিথ্যা ওজর পেশ করিবে। তাহারা বলিবে ঃ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ অর্থাৎ আমরা যদি পারিতাম তবে তোমাদের সহিত যাইতাম। তাই আল্লাহ্ বলেন ঃ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ অর্থাৎ তাহারা নিজদিগকে ধ্বংস করিতেছে। আল্লাহ্ পাক জানেন, তাহারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

(٤٣) عَفَا اللَّهُ عَنكَ ۚ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ ﴿٤٣﴾

(٤٤) لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿٤٤﴾

(٤٥) اِنَّمَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ ارْتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ فَهُمْ فِيْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ ﴿٤٥﴾

৪৩. আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করিয়াছেন। কাহারা সত্যবাদী তাহা তোমার নিকট স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এবং কাহারা মিথ্যাবাদী তাহা না জানা পর্যন্ত তুমি কেন উহাদিগকে অব্যাহতি দিলে ?

৪৪. যাহারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসে ঈমান আনে তাহারা নিজ সম্পদ ও জীবন দ্বারা জিহাদ করা হইতে অব্যাহতি পাইবার প্রার্থনা তোমার নিকট করে না। আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

৪৫. তোমার নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করে কেবল তাহারাই যাহারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে না এবং তাহাদের চিত্ত সংশয়যুক্ত। উহারা তো আপন সংকল্পে দ্বিধাগ্রস্ত।

তাফসীর ঃ আয়াতত্রয়ের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা.)-কে বলিতেছেন– 'যাহারা তাবুকের যুদ্ধে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকিবার জন্যে তোমার নিকট অনুমতি চাহিয়াছিল, তুমি তাহাদিগকে কেন অনুমতি দিলে ? অনুমতি না দিলে দেখিতে কে তোমার প্রতি অনুগত হইবার দাবীর ব্যাপারে সত্যবাদী এবং কে উহাতে মিথ্যাবাদী।

তাহারা তোমার নিকট অনুমতি চাহিয়া তোমার প্রতি বাহ্য আনুগত্য দেখাইলেও তাহারা প্রকৃতপক্ষে তোমার প্রতি অনুগত ছিল না। তুমি তাহাদিগকে অনুমতি না দিলেও তাহারা জিহাদে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকিত। আয়াতের প্রথমাংশেই আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রাসূলকে সস্নেহে বলিয়াছেন– 'আল্লাহ্ তোমার ভুল ক্ষমা করিয়াছেন।' প্রিয়তম বান্দা ও রাসূলকে তাঁহার ভুলের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার রাগ করিবার কি উৎকৃষ্ট পন্থা!

আয়াতত্রয়ের দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রাসূলকে বলিতেছেন– যাহারা প্রকৃত মু'মিন, তাহারা বিনা কারণে মিথ্যা ওযর দেখাইয়া জিহাদে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকিবার জন্যে তোমার নিকট অনুমতি চাহে না। ঐরূপে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তোমার নিকট অনুমতি চাহে শুধু তাহারা যাহারা আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে না। বস্তুত এই সকল লোকের মন সন্দেহের দোলায় দোদুল্যমান। ইহারা সেই সন্দেহ লইয়া হয়রান পেরেশান অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়ায়।

ইব্ন আবূ হাতিম (র.) — — ——আওন (র.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় প্রিয়তম বান্দা ও রাসূলকে তাহার ভুলের জন্যে মৃদু রাগ করিবার পূর্বেই তাঁহার ভুল মার্জনা করিয়া দিবার কথা বলিয়া লইয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেনঃ

عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ -

আল্লাহ্ তোমাকে মাফ করিয়া দিয়াছেন। তুমি কেন তাহাদিগকে অনুমতি দিলে ?' ....।) আওন (র.) বলেন– ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর রাগ করা কি তোমরা শুনিয়াছ ? মুওর্রাক আজালী প্রমুখ ব্যক্তিগণও অনুরূপ কথা ব্যক্ত করিয়াছেন।

কাতাদা (র.) বলেন ঃ عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ - আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা লোকদিগকে জিহাদে না যাইবার জন্যে অনুমতি দিবার কারণে নবী করীম (সা.)-কে মৃদু রাগ করিয়াছেন। পরবর্তীকালে আল্লাহ্ তা'আলা সূরা নূরের নিম্নোক্ত আয়াতে অনুমতি প্রার্থীকে অনুমতি দিবার জন্যে নবী করীম (সা.)-কে অনুমতি দিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

فَاِذَا اسْتَأْذَنُوْكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ -

"যখন তাহারা তাহাদের কোন কাজের কারণে তোমার নিকট অনুমতি চাহে, তখন তুমি তাহাদের যাহাকে চাহ, তাহাকে অনুমতি দিও।" .... (২৪ ঃ ৬২)।

আতা খুরাসানী (র.)-এর ও কাতাদা উপরোক্ত ব্যাখ্যার ন্যায় ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

মুজাহিদ (র.) বলেন– একদল লোক জিহাদে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকিবার জন্যে নবী করীম (সা.)-এর নিকট অনুমতি চাহিবার পূর্বেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল– নবী করীম (সা.) তাহাদিগকে অনুমতি দেন বা না দেন– সর্বাবস্থায় তাহারা বাড়ীতে বসিয়া থাকিবে। তাহাদের সম্বন্ধেই আল্লাহ্ তা'আলা ('عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ -) আয়াতটি নাযিল করিয়াছেন।

لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِيْنَ - অর্থাৎ হে রাসূল! তুমি তাহাদিগকে জিহাদে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকিতে কেন অনুমতি দিলে ? তাহাদিগকে অনুমতি না দিলে দেখিতে পাইতে, তোমার প্রতি আনুগত্যের দাবীতে তাহাদের কে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যাবাদী। তাহারা অনুমতি চাহিয়া তোমার প্রতি কপট আনুগত্য দেখাইয়াছে। তাহারা অন্তরে তোমার প্রতি অনুগত্য ছিল না। তুমি অনুমতি না দিলেও তাহারা বাড়ীতে বসিয়া থাকিত।

لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ - অর্থাৎ যাহারা প্রকৃত মু'মিন, তাহারা যুদ্ধ বাদ দিয়া ঘরে বসিয়া থাকার জন্য তোমার নিকট অনুমতি চাইবে না। কারণ, তাহারা জানে জিহাদে গমন করা আল্লাহ্র নিকট হইতে বিপুল পুরস্কার লাভ করিবার একটি উপায়।

لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ - অর্থাৎ যাহারা মু'মিন নহে– তাহারাই মিথ্যা ওযর দেখাইয়া তোমার নিকট অনুমতি চাহে। বস্তুত এই সকল লোক আখিরাতের নেকী, সওয়াব ও পুরস্কারকে বিশ্বাস করে না। আল্লাহ্র রাসূল আল্লাহ্র নিকট হইতে তাহাদের নিকট যে সত্য লইয়া আসিয়াছে, উহার সত্যতা সম্বন্ধে ইহাদের মনে রহিয়াছে সন্দেহ। সন্দেহের কারণে ইহাদের অন্তর ঈমানের দিকে এক পা অগ্রসর হইয়া পুনরায় পিছনে ফিরিয়া যায়। এইরূপে তাহারা সন্দেহের দোলায় দোদুল্যমান থাকিয়া ঈমান ও কুফরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহারা না এদিক আর না ওদিক। মূলত আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি তাহার জন্যে কখনো কোন পথ খুঁজিয়া পাইবে না।

(٤٦) وَلَوْ اَرَادُوا الْخُرُوْجَ لَاَعَدُّوْا لَهٗ عُدَّةً وَّلٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ انْۢبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيْلَ اقْعُدُوْا مَعَ الْقٰعِدِيْنَ ﴿٤٦﴾

(٤٧) لَوْ خَرَجُوْا فِيْكُمْ مَّا زَادُوْكُمْ اِلَّا خَبَالًا وَّلَاْاَوْضَعُوْا خِلٰلَكُمْ يَبْغُوْنَكُمُ الْفِتْنَةَ ۚ وَفِيْكُمْ سَمّٰعُوْنَ لَهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٧﴾

৪৬. উহারা বাহির হইতে চাইলে নিশ্চয়ই উহার জন্যে তাহারা প্রস্তুতির ব্যবস্থা করিত, কিন্তু উহাদের অভিযাত্রা আল্লাহ্র মনঃপূত ছিল না, সুতরাং তিনি উহাদিগকে বিরত রাখেন এবং উহাদিগকে বলা হয়, যাহারা বসিয়া আছে তাহাদের সহিত বসিয়া থাক।

৪৭. উহারা তোমাদের সহিত বাহির হইলে তোমাদের বিভ্রান্তিই বৃদ্ধি করিত এবং তোমাদের ভিতরে ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদের মধ্যে ছুটাছুটি করিত। তোমাদের মধ্যে উহাদের কথা শুনিবার লোক আছে। আল্লাহ্ জালিমদের সম্পর্কে সবিশেষ অবগত।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন– যাহারা তাবূকের যুদ্ধে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকিবার জন্যে আল্লাহ্র রাসূলের নিকট অনুমতি চাহিয়াছিল, তাহারা যুদ্ধে যাওয়ায় যে ওযর ও অসুবিধা দেখাইয়াছিল, তাহা ছিল মিথ্যা ওযর ও মিথ্যা বাহানা। প্রকৃত পক্ষে তাহাদের অন্তরে জিহাদে যাইবার কোন ইচ্ছাই ছিল না। তাহাদের অন্তরে সেরূপ কোন ইচ্ছা থাকিলে আল্লাহ্র রাসূলের পক্ষ

হইতে জিহাদে যাইবার ঘোষণা প্রচারিত হইবার পর তাহারা তজ্জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিত। বস্তুত আল্লাহ্ই চাহিয়াছিলেন তাহারা জিহাদে না যাক। তাই তিনি স্বীয় পূর্ব ব্যবস্থায় তাহাদিগকে জিহাদ হইতে বিরত বলিয়া নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাহাদের জিহাদে যাওয়া মু'মিনদের জন্যে ক্ষতিকর ছিল। তাহারা জিহাদে গেলে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ ও অন্তর্বিরোধ সৃষ্টি করিতে সচেষ্ট থাকিত। আর মুসলমানদের মধ্যে এইরূপ কিছু লোক রহিয়াছে যাহারা উক্ত মুনাফিকদের কথায় বিশ্বাস আনিয়া তদনুসারে নিজেদের পক্ষে ক্ষতিকর কার্যে লিপ্ত হইত। উক্ত কারণে আল্লাহ্ মুনাফিকদিগকে মুসলমানদের সহিত জিহাদে যাওয়া হইতে বিরত বলিয়া তাকদীরে স্থির করিয়া রাখিয়াছেন।

وَلَوْ اَرَادُوا الْخُرُوْجَ لَاَعَدُّوْا لَهٗ عُدَّةً وَّلٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيْلَ اقْعُدُوْا مَعَ الْقَاعِدِيْنَ -

অর্থাৎ যদি তাহাদের অন্তরে জিহাদে বাহির হইবার ইচ্ছা থাকিত, তবে আল্লাহ্র রাসূল জিহাদে যাইবার ঘোষণা প্রচার করিবার পর তাহারা উহার জন্যে নিশ্চয় প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ জোগাড় করিত। আর আল্লাহ্ও চাহিয়াছিলেন– তাহারা জিহাদে না যাক। তাই তিনি তাহাদের জন্যে বাড়ীতে বসিয়া থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং স্বীয় তাকদীরে তাহাদিগকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন– তোমরা জিহাদে না গিয়া বাড়ীতে থাক।

لَوْ خَرَجُوْا فِيْكُمْ مَّا زَادُوْكُمْ اِلَّا خَبَالًا وَّلَا اَوْضَعُوْا خِلَالَكُمْ يَبْغُوْنَكُمُ الْفِتْنَةَ -

অর্থাৎ তাহারা যদি তোমাদের সহিত জিহাদে বাহির হইত, তবে শুধু তোমাদের ক্ষতিই করিত। কারণ, তাহারা কাপুরুষ। আর তাহারা তোমাদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ সৃষ্টি করিতে তৎপর হইত। তাহারা চোগলখুরীর মাধ্যমে তোমাদের একজনকে আরেকজনের বিরুদ্ধে লাগাইয়া দিত।

وَفِيْكُمْ سَمَّاعُوْنَ لَهُمْ অর্থাৎ আর তোমাদের মধ্যে এইরূপ কতগুলি মুসলমান রহিয়াছে– যাহারা নিজেদের অজ্ঞতার দরুন তাহাদিগকে আপন মনে করিয়া তাহাদের কথা মানে, তাহাদের নিকট পরামর্শ প্রার্থনা করে এবং তদনুসারে কাজ করে। তাহারা তোমাদের সহিত জিহাদে গেলে তোমাদের মধ্যকার সেই সকল অজ্ঞ লোকের মাধ্যমে তাহারা তোমাদের মধ্যে বিরোধ ছড়াইত এবং উহার ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে।

মুজাহিদ, যায়েদ ইব্ন আসলাম এবং ইমাম ইব্ন জারীর (র.) বলেন– وَفِيْكُمْ سَمَّاعُوْنَ لَهُمْ অর্থাৎ আর তোমাদের মধ্যে সেই সকল মুনাফিকের নিজস্ব গোয়েন্দা নিযুক্ত রহিয়াছে। তাহারা তোমাদের গোপন তথ্য সংগ্রহ করিয়া সেই সকল মুনাফিকের নিকট পাচার করিয়া থাকে।

আলোচ্য وَفِيْكُمْ سَمّٰعُوْنَ لَهُمْ - আয়াতাংশের দুইটি অর্থ বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম অর্থ হইতেছে ঃ মুসলমানদের মধ্যে এইরূপ কিছু সংখ্যক লোক রহিয়াছে, যাহারা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের অজ্ঞতা ও নিবুর্দ্ধিতার কারণে সেই সেই সকল মুনাফিকের কথা মানিয়া থাকে, তাহাদের নিকট পরামর্শ প্রার্থনা করে এবং তাহাদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করে। উক্ত অর্থকে সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিলে স্বভাবতই বলা যায় যে, উক্ত আয়াতাংশে বর্ণিত বিষয়টিকে আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের জিহাদে যাওয়াকে তাঁহার অপসন্দ করিবার কারণ হিসাবে এখানে উল্লেখ করিয়াছেন। মুনাফিকগণ জিহাদে গেলে সেই সকল অজ্ঞ ও নির্বোধ মুসলমানদের সাহায্যে তাহারা মু'মিনদের ক্ষতি করিতে চেষ্টা করিত। তাই, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের জিহাদে যাওয়াকে অপসন্দ করিয়াছেন। উক্ত আয়াংশের দ্বিতীয় অর্থ হইতেছে ঃ তোমাদের মধ্যে সেই সকল মুনাফিককের নিজস্ব গুপ্তচর নিযুক্ত রহিয়াছে। তাহারা তোমাদের গোপন তথ্য সংগ্রহ করিয়া সেই সকল মুনাফিকের নিকট পাচার করিয়া থাকে। উক্ত অর্থকে সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিলে বলা যায় যে, উক্ত আয়াতাংশে বর্ণিত বিষয়টিকে আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের জিহাদে যাওয়াকে অপসন্দ করিবার কারণ হিসাবে এখানে উল্লেখ করেন নাই। উহাকে তিনি মুসলমানদের পক্ষে ক্ষতিকর মুনাফিকদের একটি ষড়যন্ত্র হিসাবে এখানে উল্লেখ করিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতাংশের উপরোল্লেখিত দুইটি অর্থের প্রথমোক্ত অর্থটিই অধিকতর সঠিক বলিয়া মনে হয়। কাতাদা প্রমুখ তাফসীরকারগণ উহার প্রথমোক্ত অর্থটিই বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ আমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে যে, তাবূকের যুদ্ধে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকিবার জন্যে যে সকল মুনাফিক নবী করীম (সা.)-এর নিকট অনুমতি চাহিয়াছিল, তাহাদের মধ্য হইতে নেতৃস্থানীয় দুইজন মুনাফিকের নাম হইতেছে— আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালূল এবং জাদ্দ ইব্‌ন কায়েস। মুসলমানদের মধ্যে এইরূপ কতগুলি লোক ছিল যাহারা নিজেদের অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার দরুন মুনাফিক নেতৃবৃন্দ এবং তাহাদের কথাকে মূল্য দিত। আল্লাহ্ তা'আলা জানিতেন— মুনাফিকগণ মুসলমানদের সহিত জিহাদে গেলে তাহারা উক্ত অজ্ঞ মুসলমানদিগকে কুমন্ত্রণা দ্বারা বিভ্রান্ত করিয়া মুসলমানদের ক্ষতি সাধন করিবে। এই কারণে তিনি স্বীয় তাকদীরে উক্ত মুনাফিকদের জিহাদে না যাওয়া নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। নিম্নোক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের মধ্যে মুনাফিকদের প্রতি অনুগত কতগুলি লোকের বিদ্যমান থাকিবার বিষয়টি বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

وَفِيْكُمْ سَمّٰعُوْنَ لَهُمْ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে এইরূপ কতগুলি লোক রহিয়াছে যাহারা তাহাদের (মুনাফিকদের) কথা মানে।

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ, অর্থাৎ 'জালিমগণ ভবিষ্যতে কখন কোথায় কী করিবে, আল্লাহ্ তা'আলা সে সম্বন্ধে সম্যকরূপে অবগত রহিয়াছেন। আর অবগত রহিয়াছেন বলিয়াই তিনি স্বীয় তাকদীরে মুনাফিকদের জিহাদে না যাওয়া নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন এবং তদনুসারে তাহাদিগকে জিহাদে যাওয়া হইতে বিরত রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ – এই তিন যামানার ঘটনা সম্বন্ধে সমানভাবে এবং সম্যকরূপে অবগত রহিয়াছেন। তিনি অতীতে সংঘটিত প্রতিটি ঘটনা সম্বন্ধে যেরূপে অবগত রহিয়াছেন, সেইরূপে অবগত রহিয়াছেন অতীতে সংঘটিত কোন ঘটনা যেরূপে ঘটিয়াছে, উহা সেইরূপে না ঘটিলে কীরূপে ঘটিত সে সম্বন্ধেও। বর্তমান কালের ঘটনা এবং ভবিষ্যৎ কালের ঘটনা সম্বন্ধেও তিনি অনুরূপ ভাবে সম্যকরূপে অবগত রহিয়াছেন। ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলার উপরোক্তরূপ সম্যক জ্ঞান থাকিবার কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

لَوْ خَرَجُوْا فِيْكُمْ مَّا زَادُوْكُمْ اِلاَّ خَبَالاً وَّلاَ اَوْضَعُوْا خِلاَلَكُمْ يَبْغُوْنَكُمُ الْفِتْنَةَ -

অর্থাৎ তাহারা তোমাদের সহিত জিহাদে বাহির হইলে শুধু তোমাদের ক্ষতিই করিত এবং তোমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে চোগলখুরিতে তৎপর থাকিত।

উপরোক্তরূপ ব্যাপক ও সম্যক জ্ঞানের কারণেই অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ অর্থাৎ যদি তাহাদিগকে পুনরায় দুনিয়াতে পাঠানোও হইত, তবে তাহাদিগকে যাহা করিতে নিষেধ করা হইত, তাহারা নিশ্চয় পুনরায় তাহাই করিত। বস্তুত তাহারা হইতেছে মিথ্যাবাদী (৬ ঃ ২৮)।

তিনি আরো বলিতেছেন ঃ

وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَاَسْمَعَهُمْ وَلَوْ اَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ -

অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে কোন সদ্‌গুণ আছে বলিয়া আল্লাহ্ যদি জানিতেন, তবে তিনি নিশ্চয় তাহাদিগকে শুনাইতেন। আর যদি তিনি তাহাদিগকে শুনাইতেন, তবে তাহারা নিশ্চয় মুখ ফিরাইয়া লইত। বস্তুত তাহারা হইতেছে সত্য বিমুখ (৮ ঃ ২৩)।

তিনি অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِ اقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اَوِ اخْرُجُوْا مِنْ دِيَارِكُمْ مَّا فَعَلُوْهُ اِلاَّ قَلِيْلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُوْنَ بِهٖ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَشَدَّ تَثْبِيْتًا ، وَّاِذًا لَّاٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ لَّدُنَّا اَجْرًا عَظِيْمًا ، وَّلَهَدَيْنٰهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا -

অর্থাৎ যদি আমি তাহাদিগকে আদেশ করিতাম– তোমরা হত্যা করো অথবা তোমরা নিজেদের ঘরবাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাও (অর্থাৎ তোমরা হিজরত করো), তবে তাহাদের মধ্য হইতে স্বল্পসংখ্যক লোক ছাড়া অধিকাংশ উহা করিত না। আর তাহাদিগকে যাহা করিতে উপদেশ দেওয়া হয়, যদি তাহারা তাহা করিত, তবে উহা তাহাদের জন্যে অধিকতর মঙ্গলকর ও অধিকতর যুক্তিযুক্ত হইত। এমতাবস্থায় আমি নিজের নিকট হইতে নিশ্চয় তাহাদিগকে বিপুল পুরস্কার প্রদান করিতাম এবং তাহাদিগকে সঠিক পথ প্রদর্শন করিতাম (৪ ঃ ৬৬-৬৮)।

কুরআন মাজীদে অনুরূপ মর্মের বিপুল সংখ্যক আয়াত বিদ্যমান রহিযাছে।

(٤٨) لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ⦿

৪৮. পূর্বেও উহারা ফিতনা সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিল। এবং উহারা তোমার কর্ম পণ্ড করিবার জন্যে গণ্ডগোল সৃষ্টি করিয়াছিল, যতক্ষণ না উহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সত্য আসিল এবং আল্লাহর আদেশ ব্যক্ত হইল।

তাফসীর ঃ অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা.)-এর বিরুদ্ধে সংঘটিত মুনাফিকদের অতীত ঘৃণ্য কার্যকলাপের বিষয় নবী করীম (সা.)-কে স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁহাকে তাহাদের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকিতে বলিতেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন– আজ যাহারা মুনাফিক হিসাবে আল্লাহ্র রাসূল তথা মুসলমানদের ক্ষতি করিতে সর্বদা তৎপর রহিয়াছে, তাহারা ইতিপূর্বেও তাহাদের ক্ষতি করিতে সর্বদা তৎপর ছিল। নবী করীম (সা.)-এর মদীনায় আগমনের পর ইসলাম জয়ী না হওয়া পর্যন্ত মদীনার ইয়াহূদিগণ আরবের অন্যান্য ইসলাম বিরোধী গোত্রের সহযোগিতায় নবী করীম (সা.) তথা মুসলমানদিগকে উড়াইয়া দিবার জন্যে কম চেষ্টা করে নাই। বস্তুত মদীনার ইয়াহূদী গোত্রসমূহের ইতিহাস নবী করীম (সা.) তথা মুসলমানদিগকে ধ্বংস করিয়া দিবার ঘৃণ্য চেষ্টা ও তৎপরতারই ইতিহাস। বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের বিস্ময়কর বিজয় দর্শনে এই সব সত্যদ্বেষী ইয়াহূদিগণ নবী করীম (সা.) তথা মুসলমানদের প্রতি শত্রুতাচরণ করিবার জন্যে ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছিল। ইতিপূর্বে তাহারা অন্তরে ও বাহিরে উভয় দিকে ইসলামের শত্রু ছিল। ইসলামের বিজয় দর্শনে তাহারা বাহিরে ইসলামের প্রতি অনুগত সাজিল। অতঃপর বাহিরে ইসলামের প্রতি অনুগত এবং ভিতরে ইসলাম বিদ্বেষী এই সকল মুনাফিক মুনাফিকীর পথে ইসলামের বিরুদ্ধে তৎপরতা চালাইয়া যাইতে লাগিল।

ইসলামের বিজয় যতই ব্যাপকতর হইতে লাগিল, তাহাদের অন্তর-জ্বালা তথা শত্রুতাচরণ ততই বাড়িতে লাগিল। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের ইসলামবিরোধী তৎপরতাসমূহের প্রথমাংশের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ অর্থাৎ যতক্ষণ না সত্য আসিল এবং তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আল্লাহ্র আদেশ প্রকাশ পাইল।

(٤٩) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي ۚ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ۗ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ⦿

৪৯. এবং উহাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যে বলে, আমাকে অব্যাহতি দাও এবং আমাকে ফিতনায় ফেলিও না। সাবধান! উহারাই ফিতনাতে পড়িয়া আছে। জাহান্নাম তো কাফিরদিগকে বেষ্টন করিয়াই আছে।

তাফসীর ঃ মুনাফিকদের অন্যতম নেতা জুদ্দ ইব্ন কায়েস (جد ابن قيس) তাবূকের যুদ্ধে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকিবার জন্যে নবী করীম (সা.)-এর নিকট অনুমতি চাহিতে গিয়া বলিয়াছিল– হে মুহাম্মদ! আমাকে যুদ্ধে না যাইবার অনুমতি দিন। আমি যুদ্ধে গিয়া খৃষ্টান রমনীদিগকে দেখিলে তাহাদের বিষয়ে নিজেকে সংযত রাখিতে পারিব না। আমাকে যুদ্ধে নিয়া বিপদে ফেলিবেন না। আয়াতে তাহার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي - অর্থাৎ মুনাফিকদের মধ্যে এইরূপ লোকও রহিয়াছে– যে বলে, হে মুহাম্মাদ! আমাকে যুদ্ধে না গিয়া বাড়ীতে থাকিতে অনুমতি দিন। আপনি আমাকে অনুমতি না দিলে আমি যুদ্ধে গিয়া রোমীয় রমনীদের প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িব। তাহাদের ব্যাপারে আমি নিজেকে সংযত রাখিতে পারিব না। আপনি আমাকে নিজের সঙ্গে যুদ্ধে নিয়া বিপদে ফেলিবেন না। (আল্লাহ্ বলেন) শুনো! তাহারা ঐরূপ কথা বলিয়াই বিপদে পড়িয়াছে। তাহারা নিজেদের কার্যের কারণে দোযখে যাইবে। আর দোযখের আগুন নিশ্চয় কাফিরদিগকে ঘিরিয়া রাখিবে।

যুহরী, ইয়াযীদ ইব্ন রূমান, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর, আসিম ইব্ন কাতাদা প্রমুখ তাফসীরকারগণ হইতে ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন যে, উক্ত তাফসীরকারগণ বলেনঃ তাবূকের যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করিবার কালে একদা নবী করীম (সা.) সালিমা গোত্রের জুদ্দ্ বিন কায়েসকে বলিলেন– হে জুদ্দ! এই বৎসর তুমি কি রোমক সাম্রাজ্যের খৃষ্টানদিগকে নির্বাসনে দিবার জন্যে (আমাদের সঙ্গে) যুদ্ধে যাইবে ? সে বলিল– হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে যুদ্ধে না নিয়া বাড়ীতে থাকিতে অনুমতি দিন। আমাকে বিপদে ফেলিবেন না। আল্লাহ্র কসম! আমার গোত্রের লোকে জানে যে, আমার অপেক্ষা অধিকতম নারী প্রেমিক লোক নাই। আমার আশংকা হইতেছে– যুদ্ধে গেলে আমি রোমক সাম্রাজের খৃষ্টান রমনীদিগকে দেখিয়া আত্ম-সংবরণ করিতে পারিব না। ইহাতে নবী করীম (সা.) তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া তাহাকে বলিলেন– তোমাকে অনুমতি দিলাম। উক্ত জুদ্দ

ইব্ন কায়েস ও তাহার ঘটনা সম্বন্ধে নিম্নোক্ত আয়াতে কারীমা নাযিল হইয়াছে ঃ
وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ -

اَلَا فِى الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا অর্থাৎ জুদ্দ ইব্ন কায়েস আশংকা করে যে, সে রোমক সাম্রাজ্যের নারীদের ব্যাপারে বিপদে জড়াইয়া পড়িতে পারে। উক্ত বিপদের আশংকার কথা একটি মিথ্যা বাহানা মাত্র। অথচ আল্লাহ্র রাসূলের সহিত জিহাদে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকিয়া সে যে প্রকৃত বিপদে জড়াইয়া পড়িয়াছে, উহা কতই না বড় বিপদ!

ইব্ন আব্বাস (রা.) এবং মুজাহিদ প্রমুখ তাফসীরকারগণ হইতেও বর্ণিত রহিয়াছে যে, আলোচ্য আয়াতটি জুদ্দ ইব্ন কায়েস সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। উক্ত জুদ্দ ইব্ন কায়েস ছিল সালিমা গোত্রের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। সহীহ্ হাদীছে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ একদা নবী করীম (সা.) সালিমা গোত্রের লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন- হে বনূ সালিমা! তোমাদের নেতা কে ? তাহারা বলিল- আমাদের নেতা জুদ্দ ইব্ন কায়েস; তবে তাহার দোষ এই যে, সে কৃপণ। নবী করীম (সা.) বলিলেন- কৃপণতা অপেক্ষা অধিকতর বড় রোগ আছে কি ? তোমাদের নেতা হইবে- সুদর্শন যুবক বিশ্র ইব্ন বারাআ ইব্ন মা'রূর।

وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ بِالْكَافِرِيْنَ অর্থাৎ জাহান্নামের আগুন কাফিরদিগকে ঘিরিয়া রাখিবে। তাহাদের জন্যে উহা হইতে পালাইবার কোন পথ থাকিবে না।

(৫০) اِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۚ وَاِنْ تُصِبْكَ مُصِيْبَةٌ
يَّقُوْلُوْا قَدْ اَخَذْنَآ اَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَّهُمْ فَرِحُوْنَ ۝٥٠

(৫১) قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوْلٰىنَا ۚ
وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝٥١

৫০. তোমার মংগল হইলে তাহা উহাদিগকে পীড়া দেয় এবং তোমার বিপদ ঘটিল উহারা বলে, আমরা তো পূর্বাহ্নেই আমাদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলাম, এবং উহারা উৎফুল্ল চিত্তে সরিয়া পড়ে।

৫১. বল, আমাদের জন্যে আল্লাহ্ যাহা নির্দিষ্ট করিয়াছেন তাহা ব্যতীত আমাদের অন্য কিছু হইবে না। তিনি আমাদের কর্মবিধায়ক এবং আল্লাহ্র উপরই মু'মিনদের নির্ভর করা উচিত।

তাফসীর ঃ অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা.) এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে মুনাফিকদের একটি আচরণের বিষয় সম্বন্ধে নবী করীম (সা.)-কে অবহিত

করিয়া তাঁহাকে উহার প্রত্যুত্তর শিক্ষা দিতেছেন। নবী করীম (সা.) কোন যুদ্ধে জয়লাভ করিলে মুনাফিকগণ উহাতে তীব্র মর্ম জ্বালা অনুভব করিত। পক্ষান্তরে, তিনি কোন যুদ্ধে পরাজিত হইলে তাহারা আনন্দোল্লাস প্রকাশ করিয়া গর্বের সহিত বলিত- আমরা এই বিপদের বিষয় পূর্বেই আন্দায করিয়াছিলাম এবং তদানুসারে আমাদের জন্যে যাহা করণীয় ছিল, তাহা করিয়াছিলাম আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা.)-কে বলিতেছেন ঃ তুমি তাহাদিগকে বলো- আমাদের বিপদে তোমাদের আনন্দিত হওয়াই সার। আল্লাহ্ আমাদের মাওলা ও অভিভাবক। তিনি আমাদের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে আমাদের ভাগ্যে যে বিপদ নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন, উহার অতিরিক্ত কোন বিপদ তোমরা কামনা করিলেও আমাদের উপর আসিবে না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদিগকে একমাত্র তাহাকেই অভিভাবক বানাইতে আদেশ করিতেছেন। তিনি মু'মিনদিগকে আদেশ করিতেছেন- তাহারা যেন নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা করিয়া কার্য সিদ্ধির জন্যে প্রয়োজনীয় অবশিষ্ট ব্যবস্থার ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহ্র উপর নির্ভর করে।

(৫২) قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَآ اِلَّآ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ۗ وَنَحْنُ
نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اَنْ يُّصِيْبَكُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهٖٓ اَوْ بِاَيْدِيْنَا ۖ
فَتَرَبَّصُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُوْنَ ۝٥٢

(৫৩) قُلْ اَنْفِقُوْا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا لَّنْ يُّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ ۗ اِنَّكُمْ
كُنْتُمْ قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ۝٥٣

(৫৪) وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ اِلَّآ اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ
وَبِرَسُوْلِهٖ وَلَا يَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ
اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ ۝٥٤

৫২. বল, তোমরা কি আমাদের দুইটি মংগলের একটির জন্যে প্রতীক্ষা করিতেছ ? পক্ষান্তরে আমরা প্রতীক্ষা করিতেছি যে, আল্লাহ্ তোমাদিগকে শাস্তি দিবেন সরাসরি নিজ পক্ষ হইতে অথবা আমাদের হস্ত দ্বারা। অতএব তোমরা অপেক্ষা কর, আমরাও তোমাদের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছি।

৫৩. বল, তোমাদের অর্থ সাহায্য ইচ্ছাকৃত হউক অথবা অনিচ্ছাকৃত হউক, তোমাদের নিকট হইতে গৃহীত হইবে না; তোমরা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।

৫৪. উহাদের অর্থ-সাহায্য গ্রহণ করা নিষেধ করা হইয়াছে, এইজন্য যে, উহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলকে অস্বীকার করে, সালাতে শৈথিল্যের সহিত উপস্থিত হয় এবং অনিচ্ছাকৃত ভাবে অর্থ সাহায্য করে।

তাফসীর ঃ ইব্ন আব্বাস (রা.), মুজাহিদ, কাতাদা (র.) প্রমুখ বলেনঃ আয়াতত্রয়ের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছে ঃ হে মুহাম্মাদ! তুমি মুনাফিকদিগকে বলো– প্রকৃত অবস্থা যাহা তাহাতে তোমরা আমাদের ব্যাপারে দুইটি বিষয়রে মধ্য হইতে যে কোন একটি বিষয় ঘটিবার অপেক্ষায় থাকিতে পারি ঃ যুদ্ধে আমাদের শহীদ হইয়া যাওয়া অথবা তোমাদের বিরুদ্ধে আমাদের জয় লাভ করা। আমাদের ব্যাপারে উক্ত দুইটি বিষয় ভিন্ন অন্য কোন বিষয় ঘটিবে না। অতএব তাহার জন্যে অপেক্ষায় থাকা তোমাদের লাভ নাই। বস্তুত উক্ত দুইটি বিষয়ের প্রত্যেকটি বিষয়ই আমাদের জন্যে মঙ্গলকর। পক্ষান্তরে, আমরা তোমাদের ব্যাপারে দুইটি বিষয়ের যে কোন একটি বিষয় ঘটিবার অপেক্ষায় থাকিতে পারি।

আল্লাহ্ তা'আলা হয় সরাসরি নিজের পক্ষ হইতে, না হয় আমাদের হাতে তোমাদিগকে শাস্তি প্রদান করিবেন। আমাদের হাতে তিনি তোমাদিগকে শাস্তি দিবেন আমাদের হাতে তোমাদিগকে বন্দী করাইয়া অথবা আমাদের হাতে তোমাদিগকে হত্যা করাইয়া। বস্তুত, উহার কোনটিই তোমাদের জন্যে সুখকর নহে; বরং উহার প্রত্যেকটিই তোমাদের জন্যে (মহা) শাস্তি। তোমরাও অপেক্ষা করিতে থাকো আর আমরাও অপেক্ষা করিতে থাকি। দেখা যাইবে কাহারা সফল মনোরথ হয় এবং কাহারা বিফল মনোরথ হয়।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন– মুনাফিকগণ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যে ভাবেই সৎ কাজে অর্থ ব্যয় করুক না কেন, আল্লাহ্র নিকট উহা কোনক্রমে কবূল হইবে না ; কারণ, তাহারা পাপাসক্ত জাতি। তাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি কুফরী করিয়াছে। আর মুনাফিকদের অবস্থা এই যে, তাহারা নামাযে উপস্থিত হইলে অলস ও অনাগ্রহী অবস্থায়ই উহাতে উপস্থিত হইয়া থাকে। আর যদি তাহারা নেক কাজে অর্থ ব্যয় করে, তবে অনিচ্ছায়ই উহা করিয়া থাকে।

হাদীছ শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ নবী করীম (সা.) বলিয়াছেন– তোমরা অনিচ্ছুক না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্ অনিচ্ছুক হন না। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ পবিত্র। তিনি পবিত্র বস্তু ছাড়া অন্য কিছু কবূল করেন না। বস্তুত মুনাফিকরা কোন নেক কাজ করিলেও অনিচ্ছুক অবস্থায় উহা করিয়া থাকে আর তাহারা যাহা করে, তাহা কাফির থাকা অবস্থায় করে। তাই, মুনাফিকদের কোন আমল এবং কোন অর্থ ব্যয়ই আল্লাহ্র নিকট কোনক্রমে কবূল হয় না। আল্লাহ্ তা'আলা শুধু মুত্তাকীদের নিকট হইতেই নেক আমল কবূল করিয়া থাকেন।

(৫৫) فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ۝٥٥

৫৫. সুতরাং উহাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাকে যেন বিমুগ্ধ না করে, আল্লাহ্ তো উহার দ্বারাই উহাদিগকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চাহেন। উহারা কাফির থাকা অবস্থায় উহাদের আত্মা দেহ- ত্যাগ করিবে।

তাফসীর ঃ অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা.) তথা মু'মিনদিগকে বলিতেছেন– তোমরা মুনাফিকদের ধন-দৌলত এবং সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য দেখিয়া বিস্মিত হইও না। উহা আমার নিকট তাহাদের প্রিয় হইবার লক্ষণ নহে। বস্তুত উহা দ্বারা আল্লাহ্ তাহাদিগকে ঢিল দিতেছেন মাত্র। তাহাদের সত্য-বিদ্বেষ এবং পাপাচারের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা এই চাহেন যে, তিনি তাহাদিগকে তাহাদের সম্পত্তি দ্বারা যাকাত ইত্যাদি ব্যয়ের মাধ্যমে দুনিয়াতে শাস্তি প্রদান করিবেন এবং তাহারা কাফির থাকা অবস্থায় মরিবে।

فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ অর্থাৎ মুনাফিকদের ধন-সম্পত্তি এবং সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য দেখিয়া তুমি বিস্মিত হইও না। এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তাআলা বলিতেছেন ঃ

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى -

অর্থাৎ আমি তাহাদের বিভিন্ন দলকে পার্থিব জীবনের যে চাকচিক্য ও জৌলুস প্রদান করিয়াছি, উহার দিকে তুমি লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাইও না। আমি উহা তাহাদিগকে প্রদান করিয়াছি উহা দ্বারা তাহাদিগকে পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে। তোমার প্রতিপালক প্রভুর রিযিক অধিকতর শ্রেয় ও অধিকতর স্থায়ী (২০ ঃ ১৩১)।

তিনি আরো বলিতেছেন ঃ

اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهٖ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِيْنَ ، نُسَارِعُ لَهُمْ فِى الْخَيْرَاتِ بَلْ لَّا يَشْعُرُوْنَ -

অর্থাৎ তাহারা কি মনে করে যে, আমি তাহাদিগকে যে ধন-সম্পত্তি ও পুত্রগণ দিয়া সাহায্য করিয়া থাকি, উহা দ্বারা তাহাদিগকে কল্যাণরাযীর দিকে অগ্রসর করিয়া থাকি ? না তাহা নহে, প্রকৃত অবস্থা তাহারা উপলব্ধিই করে না (২৩ ঃ ৫৫)।

হাসান বসরী (র.) বলেনঃ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا অর্থাৎ আল্লাহ্ শুধু ইহাই চাহেন যে, তিনি তাহাদিগকে তাহাদের ধন-সম্পত্তি দ্বারা দুনিয়াতেই শাস্তি প্রদান করিবেন। তাহারা তাহাদের ধন-সম্পত্তি হইতে যাকাত ইত্যাদি দান-খয়রাত প্রদান করিবে– ইহাই তাহাদের শাস্তি। কারণ, উহা তাহাদের অন্তরকে ব্যথা দিয়া থাকে।

কাতাদা বলেনঃ আলোচ্য আয়াতাংশের অর্থ এইরূপ হইবে ঃ

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ أَنْ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

অর্থাৎ তুমি তাহাদের পার্থিব জীবনে ধন-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য দেখিয়া বিস্মিত হইও না। আল্লাহ্ শুধু এই চাহেন যে, তিনি তাহাদের ধন-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্যের মাধ্যমে আখিরাতে তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিবেন (৯ ঃ ৫৫)।

কাতাদা বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতাংশে যথাক্রমিকতার নিয়ম অনুসারে فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا -এই শব্দগুচ্ছটিকে উহার পূর্বে উল্লেখিত দুইটি বাক্যের প্রথম বাক্য فَلَا تُعْجِبْكَ -এর অংশ বলিয়া ধরিতে হইবে এবং فِى الْاٰخِرَةِ -এই উহ্য শব্দ গুচ্ছটিকে দ্বিতীয় বাক্য إِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ -এর অংশ বলিয়া ধরিত হইবে।

ইমাম ইব্‌ন জারীর, হাসান বসরীর ব্যাখ্যাকেই সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুত হাসান বসরীর ব্যাখ্যাই সঠিক ও সহীহ্ ব্যাখ্যা।

تَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক কুফরী অবস্থায় তাহাদের মৃত্যু দানের ইচ্ছা পোষণ করেন যেন পরকালে তাহাদিগকে কঠিন শাস্তি দান করিতে পারেন। আল্লাহ্ পাকের কাছে অনুরূপ অবস্থা হইতে পানাহ চাহিতেছি। ইহা তাহাদিগকে যথাবস্থায় বহাল রাখা ও উহাতে স্থায়িত্বদানের ব্যাপার নহে।

(٥٦) وَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ ۚ وَمَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَّفْرَقُوْنَ ﴿٥٦﴾

(٥٧) لَوْ يَجِدُوْنَ مَلْجَاً أَوْ مَغٰرٰتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৬. উহারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে যে, উহারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু উহারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নহে; বস্তুত উহারা এমন এক সম্প্রদায় যাহারা ভয় পাইয়া থাকে।

৫৭. উহারা কোন আশ্রয়স্থল, কোন গিরিগুহা অথবা কোন আশ্রয় স্থান পাইলে উহার দিকে ক্ষিপ্রগতিতে পলায়ন করিবে।

তাফসীর ঃ অত্র আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নবীর কাছে মুনাফিকদের প্রকৃত স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِّنْكُمْ - وَلٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَّفْرَقُوْنَ -

অর্থাৎ মুনাফিকগণ তোমাদের প্রতি তাহাদের অন্তরে বিরাজমান ভয়ের কারণে তোমাদের নিকট আসিয়া আল্লাহ্‌র শপথ করিয়া নিশ্চয়তা প্রকাশ করত দাবী করিয়া থাকে– তাহারা নিশ্চয় তোমাদের দলের লোক। অথচ প্রকৃতপক্ষে তাহারা তোমাদের দলের লোক নহে; বরং তাহারা হইতেছে একটি ভীরু জাতি। আর এই ভীরুতার কারণেই তাহারা তোমাদের নিকট আসিয়া মিথ্যা শপথ করিয়া নিশ্চয়তা প্রকাশ করত দাবী করিয়া থাকে যে, তাহারা তোমাদের দলের লোক।

لَوْ يَجِدُوْنَ مَلْجَاً أَوْ مَغٰرٰتٍ أَوْ مُدَّخَلًا - অর্থাৎ তাহারা তোমাদের বিজয় ও ক্রমবর্ধমান শক্তিতে এতই ঈর্ষান্বিত যে, তোমাদের দর্শনও তাহাদের নিকট অসহনীয়। তাহারা পারিলে তোমাদের নিকট হইতে দূরে যেখানে তোমাদের মুখ দেখা না লাগিত চলিয়া যাইত। তাহারা যদি কোন দুর্গ অথবা পর্বতগুহা অথবা ভূ-নিম্নস্থ আশ্রয়স্থানের সন্ধান পাইত, তবে সেখানে চলিয়া গিয়া সান্ত্বনা খুঁজিত।

ইব্‌ন আব্বাস (রা.), মুজাহিদ এবং কাতাদা (র.) বলেন ঃ ملجأ অর্থাৎ – দুর্গ। مغارات অর্থাৎ- গিরিগুহাসমূহ। مُدَّخَل অর্থাৎ ভূ-গর্ভস্থ ভবন, সুড়ঙ্গ।

لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُوْنَ অর্থাৎ তাহারা সেই দিকে দ্রুত পালাইয়া যাইত। কারণ, তাহারা অগত্যা তোমাদের সহিত থাকিতেছে ও তাহাদের অপসন্দনীয় বিধি ব্যবস্থা মানিয়া চলিতেছে। ফলে তাহাদের দুশ্চিন্তা ও দুর্গতির শেষ নাই। মুসলমানদের মর্যাদা, বিজয় ও উন্নতি তাহাদের জন্যে ভয়াবহ পীড়াদায়ক। তাই তাহারা পালাইয়া বাঁচিতে চায়।

(٥٨) وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّلْمِزُكَ فِى الصَّدَقٰتِ ۚ فَإِنْ أُعْطُوْا مِنْهَا رَضُوْا وَإِنْ لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخَطُوْنَ ﴿٥٨﴾

(٥٩) وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوْا مَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ۙ وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ سَيُؤْتِيْنَا اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَرَسُوْلُهٗٓ ۙ إِنَّآ إِلَى اللّٰهِ رٰغِبُوْنَ ﴿٥٩﴾

৫৮. উহাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যে সাদকা বণ্টন সম্পর্কে তোমাকে দোষারোপ করে। অতঃপর ইহার কিছু তাহাদিগকে দেওয়া হইলে তাহারা পরিতুষ্ট হয় এবং ইহার কিছু তাহাদেরকে না দেওয়া হইলে তাহারা বিক্ষুব্ধ হয়।

৫৯. ভাল হইত যদি উহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল উহাদিগকে যাহা দিয়াছেন তাহাতে পরিতুষ্ট হইত এবং বলিত, আল্লাহ্‌ই আমাদের জন্যে যথেষ্ট। আল্লাহ্ আমাদিগকে দিবেন নিজ করুণায় এবং তাহার রাসূলও ; আমরা আল্লাহ্‌রই প্রতি আসক্ত।

তাফসীর ঃ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّلْمِزُكَ فِى الصَّدَقَاتِ - অর্থাৎ মুনাফিদের মধ্যে এইরূপ লোকও রহিয়াছে, যাহারা তোমার সাদকার মাল বণ্টন করিবার ব্যাপারে তোমার প্রতি দোষারোপ করে। তাহারা দীন হইতে নিজদিগকে বঞ্চিত রাখিয়াছে– তজ্জন্য তাহাদের অন্তরে কোন দুঃখ আসে না। তাহাদের অন্তরে দুঃখ আসে শুধু সাদকার মাল না পাইলে। তাহারা সাদকার মাল হইতে একটি অংশ পাইলে তোমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে; কিন্তু উহা না পাইলে তাহারা তোমার প্রতি রুষ্ট হইয়া যায়।

ইব্‌ন জুরাইজ দাউদ ইব্‌ন আবূ আসিম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেনঃ একদা নবী করীম (সা.)-এর নিকট কিছু সাদকার মাল আসিলে তিনি তৎক্ষণাৎ উহা লোকদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন। নবী করীম (সা.)-এর পশ্চাতে দণ্ডায়মান আনসার গোত্রীয় জনৈক ব্যক্তি বলিল– ইহা ইনসাফ নহে। ইহাতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল ঃ

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّلْمِزُكَ فِى الصَّدَقَاتِ -

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদা (র.) বলেন ঃ আমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা নবী করীম (সা.) লোকদের মধ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্য বিতরণ করিতেছিলেন। এই সময়ে তাঁহার নিকট জনৈক বেদুঈন লোক আগমন করিয়া বলিল– হে মুহাম্মদ! আল্লাহ্‌র কসম! নিশ্চয় তিনি তোমাকে ইনসাফ ও ন্যায়-পরায়ণতার সহিত কাজ করিতে আদেশ দিয়াছেন। এই স্বর্ণ-রৌপ্য বণ্টনে তুমি ইনসাফ ও ন্যায়-নীতিকে মানিয়া চল নাই। নবী করীম (সা.) বলিলেন– তুমি ধ্বংস হইয়াগিয়াছ। আমি তোমার প্রতি ইনসাফ না করিয়া থাকিলে কে তোমার প্রতি ইনসাফ করিবে ? অতঃপর নবী করীম (সা.) বলিলেন– এই লোকটি এবং এই লোকটির ন্যায় লোকসমূহ হইতে তোমরা সাবধান থাকিও। আমার উম্মতের মধ্যে ইহার ন্যায় লোকদের আবির্ভাব ঘটিবে। তাহারা কুরআন মাজীদ পড়িবে; কিন্তু উহা তাহাদের গলার নীচে যাইবে না। তাহারা আবির্ভূত হইলে তোমরা তাহাদিগকে হত্যা করিও। অতঃপর তাহারা আবির্ভূত হইলে তোমরা তাহাদিগকে হত্যা করিও। অতঃপর তাহারা আবির্ভূত হইলে তোমরা তাহাদিগকে হত্যা করিও। কাতাদা বলেন ঃ আমার নিকট আরো বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (সা.) বলিয়াছেন ঃ যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, তাঁহার কসম! আমি না তোমাদিগকে ধন দান করিয়া থাকি আর না উহা আটকাইয়া রাখি। আমি তো রক্ষণাবেক্ষণকারী ছাড়া অন্য কিছু নহি।

কাতাদা (র.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ একটি হাদীছ বুখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফে যুহরী (র.) ও আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন ঃ হুনায়েনের যুদ্ধে অধিকৃত গনীমতের মাল বণ্টন করিবার বিষয়ে যুল খুআইসরা (যাহার অপর নাম হুরকূছ) নামক একটি লোক নবী করীম (সা.)-এর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করিয়া তাঁহাকে বলিল–(গনীমতের মাল বণ্টন

করিবার ব্যাপারে) আপনি আদল ও ইনসাফের নীতি মানিয়া চলুন। কারণ আপনি আদল ও ইনসাফের নীতি মানিয়া চলেন নাই। নবী করীম (সা.) বলিলেন– আমি আদল ও ইনসাফের নীতি মানিয়া চলি নাই– ইহা বলিয়া তুমি নিজের জন্যে ধ্বংস ডাকিয়া আনিয়াছ। অতঃপর লোকটি চলিয়া যাইবার পর নবী করীম (সা.) সাহাবীগণকে বলিলেন–এই লোকটির বংশ হইতে এইরূপ একদল লোক আবির্ভূত হইবে– যাহাদের নামাযের তুলনায় তোমাদের কেহ নিজের নামাযকে তুচ্ছ মনে করিবে এবং যাহাদের রোযার তুলনায় তোমাদের কেহ নিজের রোযাকে তুচ্ছ মনে করিবে। তাহারা দীন হইতে এইরূপ বাহির হইবে, যেরূপ বাহির হয় তীর উহার শিকারকে ভেদ করিয়া শিকারের কোন চিহ্ন সঙ্গে না লইয়া। তোমরা তাহাদিগকে যেখানেই পাইবে, সেখানেই হত্যা করিবে। তাহারা হইবে আকাশের নিম্নে নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি। অতঃপর আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) উক্ত হাদীছের অবশিষ্টাংশ বর্ণনা করিয়াছেন।

وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوْا مَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ -

অর্থাৎ আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রাসূল তাহাদিগকে যাহা দিয়াছিল, তাহাতেই যদি তাহারা সন্তুষ্ট থাকিত এবং বলিত– আল্লাহ্‌ আমাদের জন্যে যথেষ্ট; আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রাসূল অচিরেই আমাদিগকে তাঁহাদের ফযল দান করিবেন; নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্‌র দিকে মনোনিবেশ করিতেছি তবে উহা তাহাদের জন্যে কতই না মঙ্গলকর হইত।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা মানুষকে আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি যথাযোগ্য আচরণ এবং আদব শিক্ষা দিয়াছেন। উহাতে তিনি আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রাসূলের দানে সন্তুষ্ট থাকা, আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল তথা ভরসা করা এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রাসূলের আদেশ-নিষেধ পালন করিবার জন্যে একমাত্র আল্লাহ্‌র দিকে মনোনিবেশ করিয়া তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা– এই তিনটি বিষয়কে মানুষের জন্যে মহা কল্যাণকর কার্য নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

(٦٠) اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝٦٠

৬০. সাদকা তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাহাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় উহাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণ ভারাক্রান্তদের জন্য, আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রামকারী ও পথিকের জন্যে। ইহা আল্লাহ্‌র বিধান; আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর ঃ অত্র পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা নবী করীম (সা.)-এর সাদকা বণ্টন করিবার ব্যাপারে তাহার প্রতি মুনাফিকদের দোষারোপ করিবার বিষয়ে বর্ণনা

করিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সাদকাপ্রাপক শ্রেণীসমূহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়– কোন শ্রেণীর লোক সাদকা পাইবার যোগ্য এবং কোন শ্রেণীর লোক উহা পাইবার যোগ্য নহে, উহা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলই নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন; আল্লাহ্র রাসূল উহা নির্ধারিত করেন নাই।

আবূ দাউদ বিভিন্ন রাবীর সনদে যিয়াদ ইব্ন হারিছ সুদাঈ (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন– আমি নবী করীম (সা.)-এর নিকট আসিয়া তাঁহার হাতে বায়আত করিলাম। এই সময়ে একটি লোক নবী করীম (সা.)-এর নিকট আসিয়া বলিল– হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে কিছু সাদকার মাল দিন। নবী করীম (সা.) তাহাকে বলিলেন– সাদকার মাল বন্টন করিবার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা কোন নবী বা অন্য কাহাকেও বিধান রচনা করিবার ক্ষমতা না দিয়া এ সম্বন্ধে তিনি নিজেই বিধান দিয়াছেন। তিনি আট শ্রেণীর লোককে সাদকার মালের প্রাপক হিসাবে নির্ধারিত করিয়াছেন। তুমি সেই আট শ্রেণীর কোন এক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইলে আমি তোমাকে সাদকার মাল দিব। উক্ত সনদের রাবী আবদুর রহমান ইব্ন যিয়াদ ইব্ন আনআম একজন দুর্বল রাবী।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা যে আট শ্রেণীর লোককে সাদকার মালের প্রাপক হিসাবে নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন, উহাদের সকল শ্রেণীর লোককেই সাদকা দান করা ওয়াজিব অথবা উহাদের মধ্য হইতে এক শ্রেণীর লোককে সাদকা দান করিলেই চলিবে– সে সম্বন্ধে ফকীহ্গণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। ইমাম শাফিঈ (র.) সহ একদল ফকীহ্ বলেন– আয়াতে উল্লেখিত আট শ্রেণীর সকল শ্রেণীর লোককেই সাদকা দান করা ওয়াজিব। উমর (রা.), হুযায়ফা (রা.) ও ইব্ন আব্বাস (রা.), ইমাম মালিক, আবুল আলিয়া, সাঈদ ইব্ন যুবায়ের এবং মায়মূন ইব্ন মিহ্রান (র.)সহ পূর্ব ও পরবর্তী একদল ফকীহ্ বলেন ঃ আয়াতে উল্লেখিত আট শ্রেণীর সকল শ্রেণীর লোককে সাদকা দান করা ওয়াজিব নহে ; বরং উহাদের মধ্য হইতে যে কোন এক শ্রেণীর লোককে সাদকা দান করিলেই চলিবে। তাহারা বলেন– আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আটটি শ্রেণীকে উল্লেখ করিয়াছেন সকল শ্রেণীকে সাদকা দান করা ওয়াজিব বানাইবার উদ্দেশ্যে নহে ; বরং সাদকার মাল প্রদানের পাত্রসমূহ বর্ণনা করিবার উদ্দেশ্যে। ইমাম ইব্ন জারীর (র.) বলেন– শেষোক্ত মাযহাব হইতেছে অধিকাংশ ফকীহ্র মাযহাব। উভয় মাযহাবের দলীল প্রমাণ উল্লেখ করিবার স্থান ইহা নহে ; তাই এখানে উহা অনুল্লেখিত রহিল। আল্লাহ্ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত সাদকা প্রাপক আট শ্রেণীর লোক হইতেছে এই ঃ (ফকীরগণ-অভাবী লোকগণ); মিসকীনগণ নিঃস্বলোকগণ, সাদকা সংগ্রহকারী কর্মচারীগণ ; এইরূপ লোকগণ যাহাদিগকে সাদকার মাল দান করিলে তাহাদের অন্তর ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হইবে; মুক্তিকামী দাসগণ; দেনা-পরিশোধকামী দেনাদারগণ; আল্লাহ্র পথে জিহাদকারীগণ, এবং পথিকগণ।

ফকীর এবং মিসকীন এই উভয় শ্রেণীই হইতেছে অভাবী শ্রেণী। উহারা উভয়েই অভাবী শ্রেণী হইলেও উহাদের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। উহাদের মধ্যে কী পার্থক্য রহিয়াছে সে সম্বন্ধে তাফসীরকারগণ এবং ফকীহ্গণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। অধিকাংশ তাফসীরকার ও ফকীহ্ বলেন– ফকীর শ্রেণী হইতেছে– মিসকীন শ্রেণী অপেক্ষা অধিকতর অভাবী শ্রেণী। তাহারা বলেন– উক্ত কারণেই আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা মিসকীন শ্রেণীর পূর্বে ফকীর শ্রেণীকে উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং ইমাম আহমদ (র.) বলেন– তুলনামূলকভাবে কম অভাবে পতিত লোক হইতেছে ফকীর এবং তুলনামূলকভাবে বেশী অভাবে পতিত লোক হইতেছে মিসকীন।

ইব্ন জারীর (র.) বিভিন্ন রাবীর সনদে উমর (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন– যাহার কোন অর্থ-সম্পত্তি নাই, সে ফকীর নহে; বরং ফকীর হইতেছে উপার্জনক্ষম অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি। উক্ত রিওয়ায়েতের অন্যতম রাবী ইব্ন আলিয়া বলেন– উক্ত রিওয়ায়েতে উল্লেখিত الاخلق। শব্দটির অর্থ হইতেছে– অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি।

ইব্ন আলিয়া বলেন ঃ 'উহা হইতেছে আমাদের অভিমত। তবে অধিকাংশ ফকীহ্ উক্ত অভিমতের বিরোধী অভিমত পোষণ করেন। ইব্ন আব্বাস (রা.), মুজাহিদ, হাসান বসরী এবং ইব্ন যায়দ (র.) হইতেও ফকীর শব্দের উপরোক্তরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম ইব্ন জারীর (র.) সহ একদল ব্যাখ্যাকার বলেনঃ ফকীর হইতেছে সেই অভাবী ব্যক্তি যে, মানুষের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করে না। পক্ষান্তরে, মিসকীন হইতেছে সেই অভাবী ব্যক্তি, যে, দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ভিক্ষা চাহিয়া বেড়ায়। কাতাদা (র.) বলেন– ফকীর হইতেছে সেই অভাবী ব্যক্তি– যাহার দেহের কোন অঙ্গে খঞ্জত্ব বা বৈকল্য রহিয়াছে। পক্ষান্তরে, মিসকীন হইতেছে সেই অভাবী ব্যক্তি যাহার দেহের কোন অঙ্গে খঞ্জত্ব বা বৈকল্য নাই। ছাওরী (র.) ইবরাহীম নাখঈ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন – আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা যে ফকীরগণকে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারা হইতেছে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত মুহাজিরগণ। সুফইয়ান ছাওরী বলেন– ইবরাহীম নাখঈ-এর উপরোক্ত ব্যাখ্যার তাৎপর্য হইতেছে এই যে, বেদুঈন লোকদিগকে (الاعراب) সাদকার মাল দান করা যাইবে না। সাঈদ ইব্ন যুবায়ের এবং সাঈদ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আবযা হইতেও ফকীর শব্দের উপরোক্তরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। ইকরামা বলেন ঃ মুসলিম দরিদ্র ও অভাবী লোককে তোমরা মিসকীন নামে অভিহিত করিও না। মিসকীন হইতেছে আহলে কিতাব (ইয়াহূদ ও নাসারা) সম্প্রদায়ের লোক।

এখন আমি (গ্রন্থকার) আয়াতে উল্লেখিত সাদকা প্রাপক আট শ্রেণীর সহিত সম্পর্কিত হাদীছসমূহ পৃথক পৃথক ভাবে বর্ণনা করিতেছি।

ফকীর সম্পর্কিত হাদীছ ঃ

ইব্‌ন উমর (রা.) হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ তিনি বলেন যে, নবী করীম (সা.) বলিয়াছেন– সাদকার মাল ধনী ব্যক্তির জন্যেও হালাল নহে আর সুস্থ সবল মানুষের জন্যেও হালাল নহে। উক্ত হাদীছ ইমাম আহমদ, ইমাম আবূ দাঊদ এবং ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ হুরায়রা (রা.) হইতেও ইমাম আহমদ, ইমাম নাসাঈ এবং ইমাম ইব্‌ন মাজা (র.) উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আদী ইব্‌ন খিয়ার হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, তিনি বলেন ঃ আমার নিকট দুইজন সাহাবী বর্ণনা করিয়াছেন– একদা তাহারা নবী করীম (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট সাদকার মাল চাহিলেন। নবী করীম (সা.) তাহাদের সমগ্র দেহের উপর চোখ বুলাইলেন। দেখিলেন– তাহারা শক্ত সমর্থ দেহের অধিকারী মানুষ। তিনি বলিলেন– তোমরা চাহিলে আমি তোমাদিগকে সাদকার মাল দিব; ধনী ব্যক্তির জন্যে এবং শক্তি-সামর্থ উপার্জনক্ষম ব্যক্তির জন্যে সাদকার মাল হালাল নহে। উক্ত হাদীছ ইমাম আহমদ, ইমাম আবূ দাঊদ এবং ইমাম নাসাঈ উত্তম ও শক্তিশালী সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম জারাহ ও তাদীল কিতাবে বলেন ঃ

আবূ বকর আবসী (র.) বর্ণনা করিয়াছেন– একদা হযরত উমর (রা.) إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ - এই আয়াত তিলাওয়াত করিয়া বলিলেন– এই আয়াতে উল্লেখিত ফকীরগণ হইতেছে– আহলে কিতাব (ইয়াহূদী ও নাসারা) সম্প্রদায়ের লোক। আমি (গ্রন্থকার) বলিতেছি– উক্ত রিওয়ায়েতের অন্যতম রাবী আবূ বকর আবসীর অজ্ঞাত পরিচয় হইবার বিষয়টি ইব্‌ন আবূ হাতিম (র.) পরিষ্কার উল্লেখ না করিলেও উক্ত রাবী একজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি হিসাবে গণ্য। এতদসত্ত্বেও উক্ত সনদকে সহীহ্ বলিয়া ধরিয়া লইলেও ঐ বক্তব্য অসমর্থিত হওয়ার ফলে মোটেই গ্রহণযোগ্য নহে।

মিসকীন সম্পর্কিত হাদীছ ঃ

আবূ হুরায়রা (রা.) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, তিনি বলেন ঃ একদা নবী করীম (সা.) বলিলেন– মিসকীন সে নহে - যে ভিক্ষার জন্যে দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং লোকে তাহাকে এক লোকমা দুই লোকমা খাদ্য এবং একটি দুইটি খেজুর দান করে। সাহাবীগণ আরয করিলেন– হে আল্লাহর রাসূল! তবে মিসকীন কে ? নবী করীম (সা.) বলিলেন– মিসকীন হইতেছে সেই ব্যক্তি– যাহার নিকট প্রয়োজনীয় মাল বা খ্যাদ্য নাই ; কিন্তু তাহার হাবভাব দ্বারা কেহ তাহার অভাবের বিষয় টের পায় না যে, তাহাকে কিছু দান করিবে ; সে কাহারো নিকট কিছু চাহে না। উক্ত রিওয়ায়েত ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন।

সাদকা সংগ্রহকারী কর্মচারিগণ যাহারা লোকদের নিকট হইতে সাদকা সংগ্রহ করে, তাহারা তাহাদের কার্যের পারিশ্রমিক হিসাবে উহা হইতে একটি অংশ পাইবে। তবে নবী করীম (সা.)-এর নিকটাত্মীয়গণ যাহাদের জন্যে সাদকার মাল খাওয়া হালাল নহে– এর মধ্য হইতে কাহাকেও উক্ত কার্যে নিযুক্ত করা যাইবে না।

আবদুল-মুত্তালিব ইব্‌ন রাবীআ ইব্‌ন হারিছ হইতে মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে যে আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন রাবীআ ইব্‌ন হারিছ বলেনঃ একদা ফযল ইব্‌ন আব্বাস এবং আমি নবী করীম (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে সাদকার মাল সংগ্রহকারী কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত করিবার জন্যে আবেদন জানাইলাম। নবী করীম (সা.) বলিলেন– সাদকার মাল মুহাম্মদের জন্যে এবং তাঁহার নিকটাত্মীয় লোকদের জন্যে হালাল নহে। এই সব তো মানুষের ময়লাযুক্ত মাল।

এইরূপ লোকগণ– যাহাদিগকে সাদকার মাল দান করিলে তাহাদের অন্তর মুসলমানদের প্রতি বিনীত হইবে অথবা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হইবে (الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ) তাহারা কয়েক প্রকারে বিভক্ত। তাহাদের এক প্রকার হইতেছে এই সকল লোক– যাহাদিগকে মাল দান করিলে তাহাদের মন ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

যেমন নবী করীম (সা.) সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়কে হুনায়েনের যুদ্ধে প্রাপ্ত গনীমতের মালের একটি অংশ দান করিয়াছিলেন। উক্ত সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া মুশরিক থাকা অবস্থায় মুসলমানদের পক্ষে হুনায়েনের যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া বলেন– এক সময়ে নবী করীম (সা.) আমার নিকট অধিকতম বিদ্বিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। এই অবস্থায় তিনি আমাকে পুনঃপুনঃ অর্থ দান করিতে থাকিলেন। উহার ফলে এক সময়ে তিনি আমার নিকট অধিকতম প্রিয় ব্যক্তি হইয়া গেলেন।

ইমাম আহমদ (র.) সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ নবী করীম (সা.) আমাকে হুনায়েনের যুদ্ধে প্রাপ্ত গনীমতের মালের একটি অংশ দান করিয়াছিলেন। তিনি যে সময়ে আমাকে উক্ত মাল দান করিয়াছিলেন, সে সময়ে আমার নিকট তিনি ছিলেন বিদ্বিষ্টতম ব্যক্তি। নবী করীম (সা.) আমাকে পুনঃপুনঃ অর্থ দান করিতে লাগিলেন। উহার ফলে এক সময়ে তিনি আমার নিকট প্রিয়তম ব্যক্তি হইয়া গেলেন।

উক্ত রিওয়ায়েত ইমাম মুসলিম এবং ইমাম তিরমিযী রাবী ইউনুসের সূত্রে যুহরী হইতে অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

আরেক প্রকার হইতেছে এইরূপ দুর্বল ঈমানের মুসলমান– যাহাদিগকে মাল দান করিলে তাহাদের ইসলামের উৎকৃষ্ট হইবে এবং তাহাদের ঈমান মযবুত হইবে বলিয়া

আশা করা যায়। নবী করীম (সা.) মক্কার দুর্বল ঈমানের নও-মুসলিমগণ যাহাদিগকে তিনি মক্কা বিজয়ের পর হত্যা না করিয়া এবং অন্য কোনরূপ শাস্তি না দিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন তাহাদের নেতৃবৃন্দকে হুনায়েনের যুদ্ধে প্রাপ্ত গনীমতের মালের একটি বিরাট অংশ দান করিয়াছিলেন। তিনি তাহাদের একেকজনকে একেকশত করিয়া উট দান করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন– আমি কখনো কখনো এইরূপ লোককে যে আমার নিকট অধিকতর প্রিয়, অর্থ দান না করিয়া এইরূপ লোককে অর্থ দান করি– যে আমার নিকট অল্পতর প্রিয়। আমি উহা এই আশংকায় করিয়া থাকি যে, সে ব্যক্তি অর্থ না পাইলে ইসলাম ত্যাগ করিবে ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে উলটামুখী করিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবেন।

আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হইতে বুখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ একদা আলী (রা.) ইয়ামান হইতে নবী করীম (সা.)-এর নিকট একখণ্ড স্বর্ণ– যাহার সহিত উহার খনির মাটি মিশ্রিত ছিল– পাঠাইলেন। নবী করীম (সা.) উহাকে চারিজন লোকের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন ঃ আকরা ইব্‌ন হাবিস, উইয়াইনা ইব্‌ন বদর, আলকামা ইব্‌ন আলাছাহ্ এবং যায়েদ আল-খায়ের। নবী করীম (সা.) বলিলেন– 'আমি তাহাদিগকে সাদকার মাল দান করিয়া তাহাদের অন্তরে ইসলামের প্রতি অধিকতর মহব্বত সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিতেছি।

কখনো কখনো কোন ব্যক্তিকে অথবা কোন জন-সমষ্টিকে এই উদ্দেশ্যে সাদকার মাল দান করা হয় যে, উহার ফলে সেই ব্যক্তি অথবা সেই জনসমষ্টি মুসলমানদিগকে অমুসলিমদের অত্যাচার বা আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবে। কখনো কখনো কোন ব্যক্তিকে এই উদ্দেশ্যে সাদকার মাল দান করা হয় যে, উহার ফলে সে তাহার এলাকার লোকদের নিকট হইতে সাদকা সংগ্রহ করিয়া দিবে। আবার কখনো কখনো কোন ব্যক্তিকে এই উদ্দেশ্যে সাদকার মাল দান করা হয় যে, উহার ফলে তাহার ন্যায় অপরাপর ব্যক্তি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া মুসলমান হইবে। উপরোক্ত প্রকারের লোকগণও (الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ) - যাহাদিগকে মুসলমানদের প্রতি বিনীত অথবা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে -এর অন্তর্ভুক্ত। ফিকাহ্ শাস্ত্রের বড় বড় গ্রন্থে এতদ্সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

নবী করীম (সা.)-এর ইন্তিকালের পর (المؤلفة قلوبهم) শ্রেণীর লোকদিগকে সাদকার মাল দান করা যাইবে কিনা– সে সম্বন্ধে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। উমর (রা.) ও আমের শা'বী সহ একদল ফকীহ্ বলেন ঃ নবী করীম (সা.)-এর ইন্তিকালের পর (المؤلفة قلوبهم) শ্রেণীর লোকদিগকে সাদকার মাল দান করা যাইবে না। কারণ, মুসলমানগণ পূর্বের ন্যায় দুর্বল ও অক্ষম নাই; আল্লাহ্ তা'আলা এখন ইসলাম ও মুসলমানদিগকে সবল ও শক্তিশালী বানাইয়াছেন। মুসলমানগণ এখন পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় শক্তি ও পরাক্রম লাভ করিয়াছেন।

এমতাবস্থায় কাহারো মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে তাহাকে সাদকার মাল দান করিবার প্রয়োজন নাই।

আরেক দল ফকীহ্ বলেন– নবী করীম (সা.)-এর ইন্তিকালের পরও (المؤلفة قلوبهم) শ্রেণীর লোকদিগকে সাদকার মাল দান করা যাইবে। কারণ, ইসলাম ও মুসলমানদের বিজয়ের পরও উক্ত শ্রেণীর লোকদিগকে সাদকার মাল দান করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। নবী করীম (সা.)-এর জীবদ্দশায় ইসলাম ও মুসলমানদের বিজয়ের পরও তিনি উক্ত শ্রেণীর লোকদিগকে সাদকার মাল দান করিয়াছিলেন। মক্কা বিজয় এবং হুনায়েনের যুদ্ধে হাওয়াযিন গোত্রের পরাজয়ের পর নবী করীম (সা.), উক্ত শ্রেণীর লোকদিগকে সাদকার মাল দান করিয়াছিলেন। সকলে জানেন– এই সময়ে মুসলমানগণ শত্রুদের বিরুদ্ধে সবল ও শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হইয়াছিলেন।

মুক্তিকামী দাসগণ সম্পর্কিত হাদীছ ঃ

হাসান বসরী, মুকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয, সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের, ইবরাহীম নাখঈ, যুহরী এবং ইব্‌ন যায়েদ (র.) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহারা বলেনঃ আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত (الرقاب) হইতেছে– 'মুকাতাব' দাসগণ। (المكاتب) ঃ অর্থাৎ যে দাস তাহার মালিককে নির্দিষ্ট পরিমাণের অর্থ প্রদান করিতে পারিলে মুক্তি পাইবে বলিয়া মালিকের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি পত্র লাভ করিয়াছে, তাহাকে 'মুকাতাব' বলা হয়। অর্থাৎ 'মুকাতাব' শ্রেণীর দাসকে সাদকার মাল হইতে তাহার মুক্তিপণের অর্থ প্রদান করা যাইবে। অন্য কোন প্রকারের দাসকে সাদকার মাল দ্বারা মুক্ত করা যাইবে না। আবূ মূসা আশআরী (রা.) হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম শাফিঈ (র.) এবং লায়েছ ও উপরোক্ত ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, ইব্‌ন আব্বাস (রা.) এবং হাসান বসরী (র.) বলেন– 'মুকাতাব এবং গায়ের মুকাতাব' যে কোন প্রকারের দাসকেই সাদকার মাল দ্বারা মুক্ত করা যায়। ইমাম আহমদ (র.), ইমাম মালিক (র.) এবং ইসহাক (র.)ও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

বিপুল সংখ্যক হাদীছে দাসকে মুক্ত করিয়া দিবার ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে। হাদীছ শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ যে ব্যক্তি কোন দাসকে মুক্ত করিয়া দিবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা দাসের একেকটি অঙ্গের পরিবর্তে তাহার একেকটি অঙ্গকে দোযখের আগুন হইতে মুক্তি দিবেন। এমনকি দাসের যৌনাঙ্গের পরিবর্তে আল্লাহ্ তা'আলা মুক্তিদাতা ব্যক্তির যৌনাঙ্গকে দোযখ হইতে মুক্তি দিবেন। ইহার কারণ হইল এই যে, মানুষের আমল যে শ্রেণীর হইবে, উহার ফল সেই শ্রেণীর বস্তু বা বিষয় হইবে– তাহা নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ وَمَا تُجْزَوْنَ اِلاَّ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ-আর তোমরা যে আমল করিবে, উহার অনুরূপ ফলই তোমাদিগকে প্রদান করা হইবে (৩৭ ঃ ৩৯)।

আবূ হুরায়রা (রা.) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, নবী করীম (সা.) বলিয়াছেনঃ তিন শ্রেণীর লোককে সাহায্য করা আল্লাহ্ তা'আলা নিজের প্রতি ওয়াজিব করিয়া লইয়াছেন ঃ আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারী লোক; যে মুকাতাব (المكاتب) দাস স্বীয় মালিকের প্রতি তাহার মুক্তিপণের অর্থ প্রদান করিতে চাহে, সে এবং যে ব্যক্তি যৌন পবিত্রতা রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক অথবা বিবাহ করিয়াছে, সে। ইমাম আবূ দাঊদ ছাড়া 'সুনান' শ্রেণীর হাদীছ গ্রন্থের সকল সংকলকই উক্ত রিওয়ায়েতকে বর্ণনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ইমাম আহমদও উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

(ইমাম আহমদ কর্তৃক সংকলিত) 'মুসনাদ' সংকলনে বারা ইব্‌ন আযিব (রা.) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে বারা ইব্‌ন আযিব (রা.) বলেন– একদা একটি লোক নবী করীম (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া আরয করিল– 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে এইরূপ একটি আমল শিক্ষা দিন যাহা আমাকে দোযখ হইতে দূরে সরাইয়া আনিবে এবং জান্নাতের নিকটে লইয়া আসিবে। নবী করীম (সা.) বলিলেন– اعتق النسمة। وفك الرقبة - তুমি কোন গোলামকে আযাদ করিয়া দাও এবং কোন গোলামের মূল্যের অংশবিশেষ পরিশোধ করিয়া তাহাকে আযাদ করিবার কাজে শরীক হও। লোকটি বলিল– হে আল্লাহ্‌র রাসূল! উভয় কি একই কাজ নহে ? নবী করীম (সা.) বলিলেন– 'না; عتق النسمة হইতেছে– একাই সম্পূর্ণ একটি গোলামকে আযাদ করিয়া দেওয়া ; আর فك الرقبة হইতেছে– একটি গোলামের মূল্যের অংশবিশেষ পরিশোধ করিয়া তাহাকে আযাদ করিবার কাজে শরীক হওয়া।

দেনা পরিশোধকামী অভাবগ্রস্ত দেনাদার ব্যক্তিকে সাদকার মাল হইতে তাহার দেনা পরিশোধের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ দান করা যায়। অভাবগ্রস্ত দেনাদারগণ কয়েক প্রকারের হইতে পারে।

এক প্রকারের দেনাদারগণ হইতেছে তাহারা যাহারা অপরের দেনার জন্যে যামীন হইবার পর তাহাদের মাল বিনষ্ট হইয়া যায়; ফলে তাহারা উহা পরিশোধ করিতে অসমর্থ হইয়া পড়ে। আরেক প্রকারের অভাবগ্রস্ত দেনাদারগণ হইতেছে তাহারা– যাহারা নিজেরা হালাল কাজে লাগাইবার জন্যে অপরের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিবার পর উহা পরিশোধ করিতে অসমর্থ হইয়া পড়ে। আরেক প্রকারের অভাবগ্রস্ত দেনাদারগণ হইতেছে তাহারা – যাহারা কোন গুনাহের কাজের জন্যে অপরের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিবার পর গুনাহ্ হইতে তওবা করে ; কিন্তু ঋণ পরিশোধ করিতে অসমর্থ হইয়া পড়ে। উপরোক্ত সকল প্রকারের অভাবগ্রস্ত দেনাদারদিগকেই তাহাদের দেনা পরিশোধ করিবার জন্যে সাদকার মাল হইতে অর্থ দান করা যায়। কুবায়সা ইব্‌ন মাখারিক হিলালী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীছই হইতেছে এতদ্‌সম্পর্কিত বিধানের উৎস ঃ

কুবায়সা ইব্‌ন মাখারিক হিলালী (রা.) বলেন– একদা আমি অপরের একটি দেনার জন্যে যামীন হইয়া নবী করীম (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া উহা পরিশোধ করিবার জন্যে তাঁহার নিকট আর্থিক সাহায্য চাহিলাম। নবী করীম (সা.) আমাকে বলিলেনঃ তুমি অপেক্ষা করো। আমার নিকট সাদকার মাল আসিলে উহা হইতে তোমাকে প্রয়োজনীয় পরিমাণের অর্থ প্রদান করিতে আদেশ করিব। অতঃপর নবী করীম (সা.) বলিলেন হে কুবায়সা! অপরের কাছে হাত পাতা তিন শ্রেণীর লোক ছাড়া অন্য কাহারো জন্যে হালাল নহে। এক ব্যক্তি হইল যে অপরের দেনার জন্যে যামীন হইয়াছে। উক্ত যামানতের অর্থ পরিশোধ করিবার উদ্দেশ্যে অপরের কাছে হাত পাতা তাহার জন্যে হালাল হইবে। যামানতের অর্থ পরিশোধ করিবার জন্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণের অর্থ পাইবার পর অপরের কাছে হাত পাতা তাহার জন্যে হালাল থাকিবে না। অপর এক ব্যক্তি কোন বিপত্তি বা দুর্ঘটনার কারণে যাহার অর্থ সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। জীবনধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণের অর্থ সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে অপরের কাছে হাত পাতা তাহার জন্যে হালাল হইবে। উহার অতিরিক্ত অর্থের জন্যে অপরের কাছে হাত পাতা তাহার জন্যে হালাল হইবে না। আরেক প্রকার লোক যে অভাবের কারণে অনাহারে পতিত হইয়াছে। যাহার তিনজন নিকটাত্মীয় ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদান করিবে যে, সে প্রকৃতই অনাহারে পতিত হইয়াছে। এমতাবস্থায় জীবন ধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণের অর্থ সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে অপরের কাছে হাত পাতা তাহার জন্যে হালাল হইবে। উহার অতিরিক্ত অর্থের জন্যে অপরের কাছে হাত পাতা তাহার জন্যে হালাল হইবে না। উপরোক্ত তিন শ্রেণীর লোক ছাড়া অন্য কেহ অপরের কাছে হাত পাতিয়া অর্থ সংগ্রহ করিলে উক্ত অর্থ তাহার জন্যে হারাম মাল হইবে। উক্ত হাদীছ ইমাম মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ নবী করীম (সা.)-এর যুগে একদা একটি লোক ফলের বাগান কিনিবার পর কোন দুর্যোগের কারণে উহা নষ্ট হইয়া গেল। ইহাতে লোকটি বিপুল পরিমাণের দেনায় ডুবিয়া গেল। নবী করীম (সা.) সাহাবীদিগকে বলিলেন ঃ তোমরা তাহাকে সাদকা দান করো। সাহাবীগণ তাহাকে সাদকা দান করিলেন। ইহাতেও তাহার দেনা পরিশোধ হইবার জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান হইল না। নবী করীম (সা.) লোকটির পাওনাদারদিগকে বলিলেন– তোমরা যে অর্থ তাহার নিকট সংগৃহীত পাইয়াছে, তাহা গ্রহণ করো। উহার অতিরিক্ত যে অর্থ তাহার নিকট তোমাদের পাওনা রহিয়াছে, তাহা তোমরা পাইবে না। উক্ত হাদীছও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র.) ––– –– – আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ নবী করীম (সা.) বলিয়াছেন– কিয়ামতের দিনে আল্লাহ্ তা'আলা অপরের নিকট দেনাদার ব্যক্তিকে ডাকিয়া নিজের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন হে আদম সন্তান! তুমি এই ঋণ কোন পথে ব্যয়

করিয়া মানুষের হক নষ্ট করিয়াছ ? সে বলিবে– হে পরওয়ারদিগার! তুমি নিশ্চয় জানো যে, উক্ত ঋণ আনিয়া আমি উহাকে আমার পানাহারেও ব্যয় করি নাই আর উহাকে অপচয়ও করি নাই। উক্ত ঋণের অর্থ আমার হাতে আসিবার পর আগুনে পড়িয়া গিয়াছে অথবা চুরি হইয়া গিয়াছে অথবা অন্য কোন দুর্যোগে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন– আমার বান্দা সত্য কথা বলিয়াছে। (হে বান্দা!) আজ তোমার তরফ হইতে উহা পরিশোধ করিয়া দিবার বিষয়ে আমার উপরই অধিকতম দায়িত্ব বর্তায়তেছে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা একটি বস্তু আনাইয়া উহা তাহার নেক আমলের পাল্লায় রাখিয়া দিবেন। ইহাতে তাহার নেক আমলের পাল্লা বদ আমলের পাল্লা অপেক্ষা অধিকতর ভারী হইয়া যাইবে। এইরূপে সে আল্লাহ্ তা'আলার ফযল ও মেহেরবানীতে জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

আল্লাহ্র পথে জিহাদকারী যে সকল ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় তহবিল হইতে বেতন বা ভাতা লাভ করেন না, তাহাদিগকে সাদকার মাল দান করা হইবে। ইমাম আহমদ, হাসান বসরী এবং ইসহাক বলেন– দরিদ্র ও অভাবী হজ্জযাত্রিগণ ও আল্লাহ্র পথে জিহাদকারিগণ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তাহারা বলেন– দরিদ্র ও অভাবী হজ্জযাত্রীদিগকেও সাদকার মাল দান করা হইবে। তাহারা নিজেদের অভিমতের সমর্থনে বলেন– হাদীছ শরীফে নবী করীম (সা.) হজ্জযাত্রী ব্যক্তিকেও আল্লাহ্র পথে জিহাদকারী নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

অভাবগ্রস্ত পথিকগণ যে নিজ গৃহ হইতে দূরে রহিয়াছে– সফরের মধ্যে আর্থিক অভাবে পতিত হইলে গৃহে সে অর্থের মালিক থাকিলেও তাহাকে এই পরিমাণের সাদকার মাল দান করা যাইবে– যাদ্দ্বারা সে গৃহে পৌছিতে পারে। এইরূপে কোন অভাবগ্রস্ত লোক নিজ গৃহ হইতে কোন স্থানে সফর করিতে বাধ্য হইলে তাহাকে সাদকার মাল হইতে যাতায়াতের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ দান করা যাইবে। উক্ত বিষয়ের প্রমাণ হইতেছে আলোচ্য আয়াত। এতদ্ব্যতীত নিম্নোক্ত হাদীছ দ্বারাও উক্ত বিষয় প্রমাণিত হয় ঃ

ইমাম আবূ দাঊদ ও ইব্ন মাজা (র.)—— ——আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ নবী করীম (সা.) বলিয়াছেন– পাঁচ প্রকারের ধনী লোক ছাড়া অন্য কোন প্রকারের ধনী লোকের জন্যে সাদকার মাল হালাল নহে ঃ সাদকা সংগ্রহকারী ধনী কর্মচারী ; হইতে বেতন দেওয়া যাইবে। এইরূপ ধনী ব্যক্তি– যে সাদকার মাল খরিদ করিয়া লইয়াছে। এইরূপ ব্যক্তি ধনী হইলেও সে ক্রীত সাদকার মাল খাইতে পারিবে। ধনী দেনাদার ব্যক্তি– এইরূপ দেনাদার ব্যক্তি ধনী হইলেও সে সাদকার মাল খাইতে পারে। আল্লাহ্র পথে জিহাদকারী ধনী ব্যক্তি এইরূপ ব্যক্তি ধনী হইলেও সে সাদকার মাল গ্রহণ করিতে পারিবে। এইরূপ ধনী ব্যক্তি যাহাকে দরিদ্র ব্যক্তি তৎকর্তৃক প্রাপ্ত সাদকার মাল হাদিয়া হিসাবে প্রদান করিয়াছে। এইরূপ ব্যক্তি ধনী হইলেও হাদিয়া হিসাবে প্রাপ্ত উক্ত সাদকার মাল খাইতে পারে।

সুফিয়ান ইব্ন উইয়াইনা এবং সুফিয়ান ছাওরী, আতা ইব্ন ইয়াসার হইতে যায়েদ ইব্ন আসলামের সূত্রে উহা مرسل সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ দাঊদ (র.)—— —— আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি নবী করীম (সা.) বলিয়াছেন– ধনী ব্যক্তির জন্যে সাদকার মাল হালাল নহে; তবে সে যদি আল্লাহ্র পথে জিহাদকারী হয় অথবা পথিক হয় অথবা কোন প্রতিবেশী দরিদ্র ব্যক্তি যদি তাহাকে সাদকার মাল হাদিয়া হিসাবে প্রদান করে কিংবা তাহাকে দাওয়াত করিয়া উহা খাওয়ায় তখন খাওয়া হালাল হইবে।

আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ - وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ অর্থাৎ উহা আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত ও তৎকর্তৃক প্রদত্ত অবশ্য পালনীয় বিধান। আর আল্লাহ্ প্রতিটি বস্তু ও বিষয়ের প্রকাশ্য অবস্থা এবং অপ্রকাশ্য অবস্থা– সবই ভালরূপে জানেন। তিনি বান্দার কল্যাণ-অকল্যাণ সম্বন্ধে ভালরূপে অবগত রহিয়াছেন। তিনি মহাপ্রজ্ঞাবান। তাহার কথা, কার্য ও বিধান প্রজ্ঞাপূর্ণ হইয়া থাকে। তিনি ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ বা রব নাই।

(٦١) وَمِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ النَّبِيَّ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ اُذُنٌ ؕ قُلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ؕ وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٦١﴾

৬১. আর উহাদের মধ্যে এমন লোক আছে যাহারা নবীকে ক্লেশ দেয় এবং বলে, ' সে তো কান কথা শুনার লোক বল, তাহার কান তোমাদের জন্য যাহা মংগল তাহাই শুনে। সে আল্লাহে ঈমান রাখে এবং মু'মিনদিগকে বিশ্বাস করে; তোমাদের মধ্যে যাহারা মু'মিন সে তাহাদের জন্য রহমত এবং যাহারা আল্লাহ্র রাসূলকে কষ্ট দেয়, তাহাদের জন্যে আছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

তাফসীর ঃ অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা, মুনাফিকগণ কর্তৃক নবী করীম (সা.)-এর প্রতি উচ্চারিত মিথ্যা উক্তি উল্লেখ করিয়া তাহাদের আচরণের কারণে তাহাদের জন্যে নির্ধারিত কঠিন শাস্তির বিরুদ্ধে তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। মুনাফিকগণ বলিত– মুহাম্মদ কান কথা শুনার মানুষ। যে যাহা বলে, তাহাই সে বিশ্বাস করিয়া থাকে। কেহ আমাদের বিরুদ্ধে তাহার কানে কোন কথা লাগাইলে সে সহজেই উহা বিশ্বাস করিয়া ফেলে। আবার আমরা যখন তাহার নিকট গিয়া আল্লাহ্র শপথ করিয়া উহার প্রতিবাদ করি, তখন সে সহজেই আমাদের কথা বিশ্বাস করে। এইরূপে মুনাফিকগণ আল্লাহ্র রাসূলের অন্তরে আঘাত দিত।

ইব্ন আব্বাস (রা.), মুজাহিদ এবং কাতাদা উপরোক্ত আয়াতাংশের উপরোক্তরূপ অর্থই বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ - يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রাসূল সকলের কথাই সহজে বিশ্বাস করে– তাহা ঠিক নহে; বরং তোমাদের সকলের জন্যে যাহা মঙ্গলকর, আল্লাহ্‌র রাসূল শুধু তাহাই সহজে বিশ্বাস করে। আল্লাহ্‌র রাসূল আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনিয়াছে। সে প্রকৃত মু'মিনদের কথা সহজেই বিশ্বাস করে আল্লাহ্‌র রাসূল হইতেছে মু'মিনদের জন্যে রহমতস্বরূপ। এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ।

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ অর্থাৎ হে মুনাফিকগণ! যাহারা আল্লাহ্‌র রাসূলের অন্তরে আঘাত দেয় তাহাদের জন্যে আল্লাহ্ কঠিন শাস্তি নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন।

(٦٢) يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ ۚ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٦٢﴾

(٦٣) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ﴿٦٣﴾

৬২. উহারা তোমাদিগকে খুশী করার জন্য তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র শপথ করে। **আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল ইহারই অধিক হকদার যে, উহারা তাহাদিগকেই সন্তুষ্ট করে যদি উহারা মু'মিন হয়।**

৬৩. উহারা কি জানে না যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের বিরোধিতা করে তাহার জন্য আছে জাহান্নামের অগ্নি, যেখানে সে স্থায়ী হইবে ? উহাই চরম লাঞ্ছনা।

তাফসীর ঃ কাতাদা (র.) বলেন যে, আমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে ঃ একদা জনৈক মুনাফিক বলিল– 'আল্লাহ্‌র কসম! আমাদের এইসব নেতা হইতেছে ঃ আমাদের মধ্যকার উৎকৃষ্টতম ও অধিকতম ভদ্র লোক। মুহাম্মদ যাহা বলিয়া থাকে, তাহা সত্য হইলে আমাদের এই সকল নেতা উহাকে সত্য বলিয়া মানিত। নিশ্চয় মুসলমানগণ গাধা অপেক্ষা অধিকতর নির্বোধ। জনৈক সাহাবী উহা শুনিয়া তাহাকে বলিলেন– আল্লাহ্‌র কসম! মুহাম্মদ যাহা বলিয়া থাকেন, তাহা নিশ্চয় সত্য আর তুমি গাধা অপেক্ষা অধিকতর নির্বোধ। লোকেরা উক্ত ঘটনার সংবাদ নবী করীম (সা.)-এর কানে পৌছাইল। অতঃপর উক্ত সাহাবী নবী করীম (সা.)-এর নিকট উক্ত ঘটনা বিবৃত

করিলেন। নবী করীম (সা.) উক্ত মুনাফিককে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন– তুমি কেন ঐরূপ কথা বলিলে ? মুনাফিকটি কসম করিয়া বলিল যে, সে ঐরূপ কথা বলে নাই। মু'মিন লোকটি বলিতে লাগিলেন– 'হে আল্লাহ্! তুমি সত্যবাদী ব্যক্তির সত্যবাদী হওয়া প্রমাণিত করো এবং মিথ্যাবাদী ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়া প্রমাণিত করো।' ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ -

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন– মুনাফিকগণ মুসলমানদিগকে সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের নিকট আসিয়া মিথ্যা শপথ করিয়া দাবী করে যে, তাহারা ঈমান আনিয়াছে আর তাহারা মুসলমানদের জন্যে কল্যাণ কামনা করে। তাহারা সত্যই মু'মিন হইলে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলকেই তাহারা সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিত। কারণ, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলকে সন্তুষ্ট করাই মু'মিনের কাজ। এই সকল মুনাফিক কি জানে না যে, যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের বিরোধিতা করিবে, আল্লাহ্ তাহাদের জন্যে দোযখের কঠিন শাস্তি নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। যেখানে তাহারা চিরদিন থাকিবে। বস্তুত দোযখের শাস্তি হইতেছে জঘন্য শাস্তি ও জঘন্য লাঞ্ছনা।

(٦٤) يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ۚ قُلِ اسْتَهْزِئُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ﴿٦٤﴾

৬৪. মুনাফিকেরা ভয় করে, এমন এক সূরা অবতীর্ণ না হয়, যাহা উহাদের অন্তরের কথা ব্যক্ত করিবে। বল, 'বিদ্রূপ করিতে থাক ; তোমরা যাহা ভয় কর আল্লাহ্ তাহা প্রকাশ করিয়া দিবেন।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র.) বলেনঃ মুনাফিকগণ আল্লাহ্, রাসূল ও মু'মিনদের বিরুদ্ধে নিজেদের মধ্যে গোপনে কোন কথা বলিয়া আশংকা করিত– আল্লাহ্ হয়ত কোন সূরা নাযিল করিয়া আমাদের গোপন কথা প্রকাশ করিয়া দিবেন।

আলোচ্য আয়াতের ন্যায় অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا - فَبِئْسَ الْمَصِيرُ -

অর্থাৎ যখন তাহারা তোমার নিকট আগমন করে, তখন তাহারা তোমার প্রতি এইরূপ দু'আসূচক বাক্য উচ্চারণ করে, যাহা আল্লাহ্ তোমার প্রতি প্রয়োগ করেন নাই। আর তাহারা নিজেদের অন্তরে বলে– আমরা যাহা বলি, তাহার কারণে আল্লাহ্

যদি আমাদিগকে শাস্তি না দিতেন, তবে কত ভালো হইত! তাহাদের যোগ্য বাসস্থান হইতেছে জাহান্নাম। তাহারা উহাতে প্রবেশ করিবে। উহা বড়ই নিকৃষ্ট স্থান(৫৮ ঃ ৮)।

قُلِ اسْتَهْزِئُوْا اِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَّاتَحْذَرُوْنَ অর্থাৎ হে মুনাফিকগণ! তোমরা আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল এবং মু'মিনদের প্রতি উপহাস-বিদ্রূপ করিতে থাক। ভাবিও না আল্লাহ্ উহা প্রকাশ করিয়া দিবেন না। নিশ্চয় তোমাদের গোপন কথা আল্লাহ্ ওয়াহীর মাধ্যমে স্বীয় রাসূল ও মু'মিনদের নিকট প্রকাশ করিয়া দিবেন।

এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَنْ لَّنْ يُّخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ ، وَلَوْ نَشَاءُ لَاَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمَاهُمْ - وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِيْ لَحْنِ الْقَوْلِ - وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَعْمَالَكُمْ -

অর্থাৎ যাহাদের অন্তরে রোগ রহিয়াছে, তাহারা কি মনে করিয়াছে যে, আল্লাহ্ কখনো তাহাদের অন্তরের বিদ্বেষকে প্রকাশ করিয়া দিবেন না ? যদি আমি চাহিতাম, তবে নিশ্চয় তোমার নিকট তাহাদের পরিচয় স্পষ্ট করিয়া দিতাম– ফলে তুমি তাহাদের চিহ্ন দ্বারা তাহাদিগকে চিনিতে পারিতে। তুমি তাহাদের কথার সুর ভঙ্গিমায় তাহাদিগকে নিশ্চয় চিনিতে পারিবে। আর আল্লাহ্ তাহাদের আমলসমূহ সম্বন্ধে অবগত রহিয়াছেন (৪৭ ঃ ২৯)।

কাতাদা (র.) বলেন– 'সূরা বারাআত' -এ যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের ঘৃণ্য আচরণসমূহ এবং তাহাদের অন্তরের কপটতা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন, তাই উহার আরেক নাম হইতেছে। 'আল ফাযেহা' (লজ্জাদানকারিণী) অর্থাৎ মুনাফিকদের গোপনীয়তা প্রকাশ করিয়া উহা লজ্জাদান করে।

(٦٥) وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ ؕ قُلْ اَبِاللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٦٥﴾

(٦٦) لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ ؕ اِنْ نَّعْفُ عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةًۢ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿٦٦﴾

৬৫. এবং তুমি উহাদিগকে প্রশ্ন করিলে উহারা নিশ্চয় বলিবে, আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও ক্রীড়া-কৌতুক করিতেছিলাম। বল, তোমরা কি আল্লাহ্, তাঁহার নিদর্শন ও তাঁহার রাসূলকে বিদ্রূপ করিতেছিলে?

৬৬. দোষ স্খালনের চেষ্টা করিও না; তোমরা ঈমান আনার পর কুফরী করিয়াছ। তোমাদের মধ্যকার কোন দলকে ক্ষমা করিলেও অন্য দলকে শাস্তি দিব– কারণ তাহারা অপরাধী।

তাফসীর ঃ আবূ মা'শার মাদীনী (র.) মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব আল-কারযী প্রমুখ একাধিক ব্যক্তি হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহারা বলেন ঃ একদা জনৈক মুনাফিক বলিল– এইসব পুস্তক পাঠকারী মুসলমান আমাদের মধ্যে অধিকতম পেটুক, অধিকতম মিথ্যাবাদী এবং অধিকতম ভীরু। তাহার উক্ত উক্তি নবী করীম (সা.)-এর কানে পৌঁছিলে মুনাফিক লোকটি নবী করীম (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হইল। এই সময়ে নবী করীম (সা.) উটের পিঠে চড়িয়া পথ চলিতেছিলেন।

বলিল– হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা শুধু আমোদ-ফূর্তি করিবার উদ্দেশ্যে ঐরূপ কথা বলিয়াছিলাম। নবী করীম (সা.) তাহাকে বলিলেনঃ

ابا للّٰه واياته ورسوله كنتم تستهزئون - لا تعتذروا - قد كفر تم بعد ايمانكم - ان نعفُ عن طائفة منكم نعذب طائفة بانهم كانوا مجرمين -

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্, তাঁহার আয়াতসমূহ এবং তাঁহার রাসূলকে লইয়া উপহাস করো ? তোমরা বাহানা পেশ করিও না। তোমরা মুখে ঈমানের কথা প্রকাশ করিবার পর কুফরের কথা প্রকাশ করিয়াছ। যদি আমরা তোমাদের এক দলকে ক্ষমা করিয়া দেই, তবে অন্য একদলকে শাস্তি প্রদান করিব। কারণ, তাহারা জঘন্যরূপে অপরাধী হইয়াছে।

এই সময়ে মুনাফিক লোকটি– নবী করীম (সা.)-এর তরবারি ধরিয়া তাঁহার উটের সঙ্গে দ্রুতবেগে চলিতেছিল। তাহার পা দুইটি রাস্তার পাথরের সহিত লাগিয়া আঘাত খাইতেছিল। নবী করীম (সা.) তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিতেছিলেন না।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন ওয়াহাব বিভিন্ন বর্ণনাকারীর পর্যায়ক্রমিক বর্ণনা সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেনঃ একদা তাবূকের যুদ্ধে জনৈক মুনাফিক একটি মজলিসে বলিল– এইসব পুস্তক পাঠক মুসলমানগণ অপেক্ষা অধিকতর পেটুক, অধিকতর মিথ্যাবাদী এবং যুদ্ধের ময়দানে অধিকতর ভীরু লোক আমি দেখি নাই। ইহাতে মজলিসে উপস্থিত একজন মু'মিন ব্যক্তি বলিলেন– তুমি মিথ্যা কথা বলিয়াছ। তুমি একজন মুনাফিক। আমি উহা নবী করীম (সা.)-কে জানাইব। অতঃপর উক্ত সংবাদ নবী করীম (সা.)-এর নিকট পৌঁছিল এবং এই সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত নাযিল করিলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) বলেন– আমি সেই মুনাফিক লোকটিকে দেখিয়াছি যে, সে নবী করীম (সা.)-এর উটের পিঠের গদী ধরিয়া উহার সঙ্গে দ্রুতবেগে চলিতেছিল এবং তাহার পা দুইটি রাস্তার পাথরের সহিত ধাক্কা খাইয়া যখম হইয়া যাইতেছিল। এই অবস্থায় সে বলিতেছিল– 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা শুধু আনন্দ-ফূর্তি করিবার উদ্দেশ্যে উহা বলিতেছিলাম। নবী করীম (সা.) বলিতেছিলেন– اَبِاللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُوْنَ -

হিশাম ইব্ন সা'দ হইতে লায়িছ (র.) উপরোক্ত রিওয়ায়েতের প্রায় অনুরূপ একটি রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ নবী করীম (সা.) যখন তাবূকের যুদ্ধে যাইতেছিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গে একদল মুনাফিকও যুদ্ধে যাইতেছিল। তাহাদের মধ্য হইতে দুইজনের নাম ছিল– ওয়াদীআ ইব্ন সাবিত এবং মাখশী ইব্ন হামীর প্রথমজন ছিল বনূ উমাইয়া ইব্ন যায়েদ ইব্ন আমর ইব্ন আওফ গোত্রের লোক। দ্বিতীয়জন ছিল 'আশজা' গোত্রের লোক। আশ্জা গোত্র ছিল সালিমা গোত্রের মিত্র। পথিমধ্যে তাহাদের কয়েকজনকে অন্য কতেককে বলিল– রোমক বীরদের যুদ্ধ আরবদের যুদ্ধের ন্যায় সাধারণ যুদ্ধ নহে। আল্লাহ্র কসম! আগামীকাল আমরা মুসলমানদিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদের সবগুলিকে এক দড়িতে বাঁধিব। ইহাতে মাখ্শী ইব্ন হামীর বলিল– আমি আশংকা করিতেছি, তোমাদের এই কথোপকথনের বিষয়টি প্রকাশ করিয়া দিবার জন্যে কুরআনের কোন আয়াত নাযিল হইবে। আল্লাহ্র কসম! উক্ত লাঞ্ছনা আমাদের প্রত্যেকের একশত করিয়া দোররা খাওয়া অপেক্ষা আমার নিকট অধিকতর অপমানকর।

ইব্ন ইসহাক (র.) বলেন ঃ আমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে যে, এদিকে নবী করীম (সা.) আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা.)-কে বলিলেন– তুমি এই সব মুনাফিকের নিকট যাও। তাহারা জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতেছে। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করো– তাহারা কি কথা বলিয়াছে ? যদি তাহারা স্বীকার না করে, তবে তুমি তাহাদিগকে বলো– তোমরা এই এই কথা বলিয়াছ। আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা.) তাহাদের নিকট গিয়া নবী করীম (সা.) তাহাকে যাহা তাহাদিগকে বলিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহা বলিলেন। ইহাতে তাহারা নবী করীম (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া নিজেদের পক্ষে ওযর পেশ করিতে লাগিল। নবী করীম (সা.) উটের পিঠে উপবিষ্ট ছিলেন। এই অবস্থায় ওয়াদীআ ইব্ন ছাবিত নবী করীম (সা.)-এর উটের পিঠের গদি ধরিয়া বলিতে লাগিল– হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা শুধু আনন্দ-ফূর্তি করিবার উদ্দেশ্যে উহা বলিতেছিলাম। মাখশী ইব্ন হামীর বলিল– হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার পিতার নামের অর্থের দোষটি এবং আমার নিজের নামের অর্থের দোষটি আমার স্বভাবের মধ্যে আসিয়াছে। ইব্ন ইসহাক (র.) বলেন,– আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা যাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, উক্ত 'মাখ্শী ইব্ন হামীর' তাহাদের অন্যতম ছিল। পরবর্তীকালে সে নিজের নাম আবদুর রহমান রাখিয়াছিল। সে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দু'আ করিয়াছিল– তিনি যেন তাহাকে শাহাদাতের মৃত্যু দান করেন। সে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এই দু'আ করিয়াছিল– তিনি যেন কাহাকেও তাহার লাশের সন্ধান পাইতে না দেন। উক্ত আবদুর রহমান ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হইয়াছিল। যুদ্ধের পর তাহার লাশের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

কাতাদা (র.) বলেন ঃ নবী করীম (সা.) যখন তাবূকের যুদ্ধে যাইতেছিলেন, তখন তাহার সঙ্গে একদল মুনাফিকও উটের পিঠে চড়িয়া যুদ্ধে যাইতেছিল। তাহারা নবী করীম (সা.)-এর সম্মুখে ছিল। একদা তাহারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিল– এই লোকটি (নবী করীম সা.-কে ইংগিত করিয়া) আশা করিতেছে যে, সে রোমক সাম্রাজ্যের প্রাসাদসমূহ এবং দুর্গসমূহ জয় করিবে। তাহা কখনো হইবে না। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নবীকে তাহাদের উক্ত কথা বলিবার সংবাদ জানাইয়া দিলেন। নবী করীম (সা.) সাহাবীদিগকে বলিলেন– এই সকল লোককে আমার নিকট লইয়া আসো। তাহারা নবী করীম (সা.)-এর নিকট নীত হইলে তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন– তোমরা কি এই এই কথা বলিয়াছ ? তাহারা আল্লাহ্র কসম করিয়া বলিল– আমরা শুধু আনন্দ-ফূর্তি করিবার জন্যে উহা বলিতেছিলাম। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা - وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ এই আয়াত নাযিল করিলেন।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইকরামা বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা যাহাদিগকে ক্ষমা করিবার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের একজন বলিত, হে আল্লাহ্! যে আয়াতে আমাকে মাফ করিয়া দিবার বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে, উহা যখন আমি শুনি, তখন আমার দেহের লোম শিহরিত হইয়া উঠে এবং আমার হৃদযন্ত্র দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠে। হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে শাহাদাতের মৃত্যু দান করো। কেহ যেন আমার সম্বন্ধে বলিতে না পারে– আমি তাহাকে গোসল দিয়াছি, আমি তাহাকে কাফন পরাইয়াছি এবং আমি তাহাকে দাফন করিয়াছি। ইকরামা বলেন– সেই লোকটি ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হইয়া গিয়াছিল। কোন মুসলমানই তাহার লাশের সন্ধান পাইল না।

لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ - অর্থাৎ তোমরা ওযর পেশ করিও না। ইতিপূর্বে তোমরা মুখে ঈমানের কথা বলিবার পর এখন এই উপহাসপূর্ণ কথা উচ্চারণ করিয়া কুফরী করিয়াছ। তোমাদের সকলকে ক্ষমা করা যাইবে না ; বরং তোমাদের মধ্য হইতে একদল লোককে আমরা শাস্তি প্রদান করিব। কারণ, তাহারা উপহাসপূর্ণ কথা বলিয়া অপরাধী হইয়াছে।

(٦٧) اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ م يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ ط نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ ط اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٦٧﴾

(٦٨) وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط هِيَ حَسْبُهُمْ ج وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ ج وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿٦٨﴾

৬৭. মুনাফিক নর ও নারী একে অপরের অনুরূপ, উহারা অসৎকর্মের নির্দেশ দেয় এবং সৎকর্ম নিষেধ করে, উহারা হাতবদ্ধ করিয়া রাখে। উহারা আল্লাহ্‌কে বিস্মৃত হইয়াছে, ফলে তিনিও উহাদিগকে বিস্মৃত হইয়াছেন; মুনাফিকগণ তো পাপাচারী।

৬৮. মুনাফিক নর ও নারী এবং কাফিরগণকে আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন জাহান্নামের অগ্নির, সেখানে উহারা চিরকাল থাকিবে, ইহাই উহাদের জন্য যথেষ্ট এবং আল্লাহ্ উহাদিগকে লানত করিয়াছেন এবং উহাদের জন্য রহিয়াছে স্থায়ী শাস্তি।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের চরিত্র এবং উহার কুপরিণতির বিষয় বর্ণনা করিতেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন- মুনাফিকগণ নিজেদের চরিত্র ও কার্যকলাপে পরস্পর ঘনিষ্টভাবে সম্পৃক্ত। তাহাদের চরিত্র ও কার্যকলাপ মু'মিনদের চরিত্র ও কার্যকলাপের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহারা অন্যায় কাজ করিবার জন্যে মানুষকে উপদেশ দেয় এবং ন্যায় কাজ হইতে বিরত থাকিতে বলে। তেমনি তাহারা আল্লাহ্‌র পথে অর্থ ব্যয় করে না।

نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ অর্থাৎ তাহারা আল্লাহ্‌র উপদেশকে ভুলিয়া রহিয়াছে ; ফলে আল্লাহ্ তাহাদের সহিত এইরূপ আচরণ করিবেন, যেরূপ আচরণ করা হয় যাহাকে ভুলিয়া যাওয়া হয়, তাহার প্রতি।

এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

اَلْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا অর্থাৎ আজ আমি তোমাদের সহিত বিস্মৃত লোকের সহিত যেরূপ আচরণ করা হয়, সেইরূপ আচরণ করিব- যেরূপে তোমরা তোমাদের এই দিনের সম্মুখীন হইবার বিষয়কে বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছিলে।

اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ অর্থাৎ মুনাফিকগণ নিশ্চয় সত্যের পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া মিথ্যার পথে প্রবেশ করিয়াছে।

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ অর্থাৎ পূর্ববর্ণিত অপরাধের অপরাধী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বিধায় তাহাদের প্রতিশ্রুত শাস্তি হইল জাহান্নামের আগুন।

خَالِدِيْنَ فِيْهَا অর্থাৎ মুনাফিক ও কাফিররা সেখানে অনন্তকাল কাটাইবে।

هِيَ حَسْبُهُمْ অর্থাৎ তাহারা পর্যাপ্ত শাস্তি ভোগ করিবে।

وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ অর্থাৎ আল্লাহ্ তাহাদিগকে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছেন।

وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ অর্থাৎ তাহাদের জন্য রহিয়াছে স্থায়ী শাস্তি।

(٦٩) كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَّاَكْثَرَ اَمْوَالًا وَّ اَوْلَادًا ؕ فَاسْتَمْتَعُوْا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَ خُضْتُمْ كَالَّذِيْ خَاضُوْا ؕ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ۚ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯. তোমরাও তোমাদের পূর্ববর্তিগণের মত যাহারা শক্তিতে তোমাদের অপেক্ষা প্রবল ছিল এবং যাহাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ছিল তোমাদের অপেক্ষা অধিক এবং উহারা উহাদের ভাগ্যে যাহা ছিল তাহা ভোগ করিয়াছে। তোমাদের ভাগ্যে যাহা ছিল তোমরাও তাহা ভোগ করিলে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তিগণ উহাদের ভাগ্যে যাহা ছিল তাহা ভোগ করিয়াছে ; উহারা যেরূপ অনর্থক আলাপ আলোচনায় লিপ্ত ছিল তোমরাও তদ্রূপ অনর্থক আলাপ-আলোচনায় লিপ্ত রহিয়াছ ; উহারাই তাহারা যাহাদের কর্ম ইহলোকে ও পরলোকে ব্যর্থ এবং উহারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী যুগের কাফিরদের সহিত নবী করীম (সা.)-এর যুগের কাফিরদের সাদৃশ্য বর্ণনা করিতেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন- পূর্ববর্তী জাতিসমূহ যেরূপে দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র শাস্তি ভোগ করিয়াছে এবং আখিরাতেও তাঁহার শাস্তি ভোগ করিবে, সেইরূপে তোমরাও দুনিয়া এবং আখিরাতে আল্লাহ্‌র শাস্তি ভোগ করিবে। তাহারা ধনবল ও জনবলে তোমাদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ছিল।

হাসান বসরী বলেন ঃ فَاسْتَمْتَعُوْا بِخَلَاقِهِمْ অর্থাৎ তাহারা তাহাদের দীনকে অনুসরণ করিয়া পার্থিব সুখ-শান্তি এবং আনন্দ-ফূর্তি উপভোগ করিয়াছে।

وَخُضْتُمْ كَالَّذِيْ خَاضُوْا অর্থাৎ পূর্ববর্তী যুগে যাহারা মিথ্যা ও বাতিলের মধ্যে নিমজ্জিত রহিয়াছিলে, তোমরাও তাহাদের ন্যায় মিথ্যা ও বাতিলের মধ্যে নিমজ্জিত রহিয়াছ।

اُولٰئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ অর্থাৎ তাহাদের আমলসমূহ দুনিয়া ও আখিরাত কোন কালেই তাহাদের কাজে আসে নাই আসিবে না, কারণ। তাহাদের আমলসমূহ হইতেছে ভ্রান্ত ও মিথ্যাভিত্তিক। বস্তুত, তাহারা হইতেছে শোচনীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। কারণ, তাহাদের আমলের কোন সাওয়াব বা পুরস্কার তাহারা পাইবে না।

ইব্ন জারীর— — — — ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ - আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন ঃ অদ্যকার রাত্রিটি গতকল্যকার রাত্রিটির সহিত যেরূপ সাদৃশ্য-বিশিষ্ট, মুহাম্মাদী উম্মত পূর্ববর্তী উম্মাতের সহিত সেইরূপ সাদৃশ্য-বিশিষ্ট হইবে। পূর্ববর্তী উম্মত কাহারা ? তাহারা হইতেছে– বনী ইসরাঈল জাতি।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে তাহাদের সদৃশ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন যে, নবী করীম (সা.) বলিয়াছেন ঃ যে সত্তার হাতে আমার জান রহিয়াছে, তাঁহার কসম! নিশ্চয় তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের রীতি-নীতি ও কার্য-কলাপকে সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করিবে। এমনকি তাহাদের মধ্য হইতে কেহ গুই সাপের গর্তে প্রবেশ করিয়া থাকিলে তোমরাও উহার গর্তে প্রবেশ করিবে।

ইব্ন জুরাইজ — — — — (র.) আবূ হুরায়রা (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ একদা নবী করীম (সা.) বলিলেন– যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, তাঁহার কসম! নিশ্চয় তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের রীতি-নীতি ও কার্য-কলাপকে এইরূপে অনুসরণ করিবে যে, তাহারা কোন কার্যের দিকে অর্ধহাত অগ্রসর হইয়া থাকিলে তোমরাও উহার দিকে অর্ধ হাত অগ্রসর হইবে, তাহারা কোন কার্যের দিকে এক হাত অগ্রসর হইয়া থাকিলে তোমরাও উহার দিকে এক হাত অগ্রসর হইবে এবং তাহারা কোন কার্যের দিকে দুই হাত অগ্রসর হইয়া থাকিলে তোমরাও উহার দিকে দুই হাত অগ্রসর হইবে। এমন কি তাহারা গুই সাপের গর্তে প্রবেশ করিয়া থাকিলে তোমরাও উহাতে প্রবেশ করিবে। সাহাবীগণ আরয করিলেন– হে আল্লাহ্র রাসূল! সেই পূর্ববর্তী লোকগণ কাহারা ? তাহারা কি কিতাবধারী জাতিসমূহ ? নবী করীম (সা.) বলিলেন– তাহারা কিতাবধারী জাতিসমূহ ছাড়া অন্য কাহারা ?

উক্ত রিওয়ায়েতটি আবূ মা'শার (র.)— — — — আবূ হুরায়রা (রা.)-এর সূত্রে নবী (সা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে নিম্নোক্ত কথাটিও উল্লেখিত হইয়াছে ঃ

অতঃপর আবূ হুরায়রা (রা.) বলিলেন– এই প্রসঙ্গে তোমরা ইচ্ছা করিলে এই আয়াত তিলাওয়াত করিতে পারো ঃ كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ -

আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন– الخلاق। অর্থাৎ দীন। তিনি আরো বলেন ঃ সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন– হে আল্লাহ্র রাসূল! وَخُضْتُمْ كَالَّذِى خَاضُوْا -এই আয়াতাংশে যাহাদের অনুসরণের কথা উল্লেখিত হইয়াছে, তাহারা পারস্যবাসী কাফিরগণ এবং রোমক সাম্রাজ্যের অধিবাসী কাফিরগণ নহে কি ? নবী করীম (সা.) বলিলেন– তাহারা ছাড়া আর কাহারা ? উক্ত রিওয়ায়েতে বর্ণিত বিষয়ের অনুরূপ বিষয়ে সহীহ্ হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে।

(٧٠) اَلَمْ يَاْتِهِمْ نَبَاُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ ۵ وَقَوْمِ اِبْرٰهِيْمَ وَاَصْحٰبِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكٰتِ ؕ اَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝

৭০. উহাদের পূর্ববর্তী নূহ, 'আদ ও ছামূদের সম্প্রদায়, ইবরাহীমের সম্প্রদায় এবং মাদয়ান ও বিধ্বস্ত নগরের অধিবাসিগণের সংবাদ কি উহাদের নিকট আসে নাই ? উহাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসহ উহাদের রাসূলগণ আসিয়াছিল। আল্লাহ্ এমন নহেন যে, তাহাদের উপর জুলুম করেন, কিন্তু উহারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করে।

তাফসীর ঃ অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদিগের মধ্যে যাহারা রাসূলগণকে অস্বীকার করিয়াছিল, উপদেশ দিতেছেন এবং স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। মুনাফিকগণ কি অতীত যুগের বিভিন্ন জাতির কুফরের করুন পরিণতির কথা শুনে নাই? অতীত যুগে নূহের জাতি, 'আদ, ছামূদ, ইবরাহীমের জাতি, মাদ্য়ানবাসিগণ এবং মু'তাফিকাত নামীয় এলাকার অধিবাসিগণ– স্ব-স্ব রাসূলকে অমান্য করিয়াছে এবং তাহার প্রতি কুফরী করিয়াছে। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহ্ তাহাদিগকে শাস্তি দিয়া এবং ধ্বংস করিয়া তাহাদের প্রতি কোন অবিচার করেন নাই ; বরং তাহারা-ই নিজেদের কুফরীর কারণে নিজেদের প্রতি অবিচার করিয়াছে।

হযরত নূহ্ (আ.)-এর জাতি তাঁহাকে আল্লাহ্র রাসূল বলিয়া গ্রহণ না করিবার ফলে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনগণ ভিন্ন তাঁহার জাতির সকল লোককেই মহাপ্লাবনে ডুবাইয়া মারিয়াছিলেন। হযরত হূদ (আ.)-এর জাতি তাঁহাকে আল্লাহ্র রাসূল বলিয়া গ্রহণ না করিবার ফলে আল্লাহ্ তা'আলা প্রচণ্ড ঝড়ের মাধ্যমে তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলেন। হযরত সালিহ (আ.)-এর জাতি তাঁহাকে আল্লাহ্র রাসূল বলিয়া না মানিবার এবং আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত উটকে হত্যা করিবার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা বজ্র দ্বারা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জাতির বিরুদ্ধে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। আর তিনি তাহাদের বাদশা' নমরূদ ইব্ন কিনআন ইব্ন কূশ কিনআনীকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলেন। হযরত শুআয়ব (আ.)-এর জাতি মাদয়ানবাসিগণ তাঁহাকে আল্লাহ্র রাসূল বলিয়া গ্রহণ না করিবার ফলে আল্লাহ্ তা'আলা ভূমিকম্প ও চাঁদোয়ার দিনের শাস্তি দ্বারা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলেন।

المؤتفكات। হইতেছে হযরত লূত (আ.)-এর জাতি। ইহারা মাদয়ান অঞ্চলে

وَالْمُؤْتَفِكَةِ অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ
বসবাস করিত। ইহাদের সম্বন্ধে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ
অর্থাৎ আল্লাহ্ মু'তাফিকাত জাতিকে ধ্বংস করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন— اهوى।
المؤتفكة। হইতেছে— হযরত লূত (আ.)-এর জাতির আবাসভূমির প্রধান জনপদের
নাম। উক্ত প্রধান জনপদ 'সাদূম' নামেও পরিচিত। ইহারা আল্লাহ্র রাসূল হযরত লূত
(আ.)-কে তাহার রাসূল হিসাবে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিল। ইহারা
সমকামের পাপে এইরূপ লিপ্ত ছিল যে, উক্ত পাপে ইহারা পৃথিবীর সকল পাপী
জাতিকে ছাড়াইয়া গিয়াছিল। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া
দিয়াছিলেন।

أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ। অর্থাৎ তাহাদের রাসূলগণ স্পষ্ট ও সুদৃঢ় দলীল-প্রমাণ
এবং নিদর্শনাবলী লইয়া তাহাদের নিকট আগমন করিয়াছিল।

فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ - অর্থাৎ তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া আল্লাহ্ তাহাদের
প্রতি কোনরূপ অবিচার করেন নাই; বরং তাহারা কুফরী করিয়া নিজেরাই নিজেদের
প্রতি অবিচার করিয়াছে আর উহার ফলে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

(٧١) وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ م يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ط اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ط اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٧١﴾

৭১. মু'মিন নর-নারী একে অপরের বন্ধু, ইহারা সৎকার্যের নির্দেশ দেয় এবং অসৎকার্যের নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করে ; ইহাদিগকেই আল্লাহ্ কৃপা করিবেন এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর ঃ ইতিপূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের পরিচয় বর্ণনা করিয়াছেন।
আলোচ্য আয়াতে তিনি মু'মিনদের পরিচয় বর্ণনা করিতেছেন।

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْض অর্থাৎ মু'মিনগণ একে
অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল। তাহারা একে অপরের দুঃখে দুঃখিত হয় এবং একে
অপরকে তাহার দুঃখে ও বিপদে সাহায্য করে। এইরূপে সহীহ্ হাদীছে বর্ণিত
রহিয়াছে ঃ নবী করীম (সা.) বলিয়াছেন একজন মু'মিনের সহিত আরেকজন মু'মিনের
সম্পর্ক হইতেছে— অট্টালিকার একটি ইটের সহিত আরেকটি ইটের সম্পর্কের ন্যায়।
এই বলিয়া তিনি তাঁহার এক হাতের আঙ্গুলগুলিকে অন্যহাতের আঙ্গুলগুলির মধ্যে
প্রবিষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন।

সহীহ্ হাদীছে আরো বর্ণিত রহিয়াছে ঃ নবী করীম (সা.) বলিয়াছেন— মু'মিনগণ পারস্পরিক স্নেহ-মমতা ও মায়া-মহব্বতের দিক দিয়া একটি দেহের সমতুল্য। একটি দেহের কোন অঙ্গ অসুস্থ হইয়া পড়িলে যেরূপে সমগ্র দেহটি উহাতে সাড়া দিয়া অসুস্থ হইয়া পড়ে, এবং রাত্রিতে না ঘুমাইয়া জাগিয়া থাকে, সেইরূপে একজন মু'মিন বিপদে পতিত হইলে সকল মু'মিনই উহাতে সাড়া দিয়া নিজদিগকে বিপদগ্রস্ত মনে করে এবং তাহাকে বিপদমুক্ত করিবার জন্যে চেষ্টা করে।

يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ অর্থাৎ মু'মিনগণ মানুষকে ভালো কাজ করিতে এবং মন্দ কাজ হইতে বিরত থাকিতে উপদেশ দেয়।

এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ -

"তোমাদের মধ্যে যেন এইরূপ একদল লোক তৈয়ার হয়, যাহারা মানুষকে মঙ্গল ও কল্যাণের দিকে আহ্বান জানাইবে এবং তাহাদিগকে সৎকাজ করিতে ও অসৎ কাজ হইতে বিরত থাকিতে উপদেশ দিবে (৩ ঃ ১০৪)।"

وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ অর্থাৎ তাহারা আল্লাহ্র হক 'সালাত' কায়েম করে এবং মানুষের হক 'যাকাত' প্রদান করে।

وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ অর্থাৎ তাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আদেশ নিষেধসমূহ মানিয়া চলে।

اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ। অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা মহা পরাক্রমশালী। তিনি মু'মিনদিগকে ইয্যাত দান করিবেন। তিনি প্রজ্ঞার অধিকারী ও তাহার কার্যাবলী প্রজ্ঞাপূর্ণ। স্বীয় প্রজ্ঞার কারণে তিনি মু'মিনদিগকে উপরোক্ত সদগুণাবলীতে বিভূষিত করেন এবং মুনাফিকদিগকে ইতিপূর্বে উল্লেখিত ঘৃণ্য অসদগুণাবলী দ্বারা অপবিত্র করেন। তিনি স্বীয় প্রজ্ঞার কারণে মু'মিনদিগকে রহমত দ্বারা পুরস্কৃত করিবেন।

(٧٢) وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ط وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ط ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٧٢﴾

৭২. আল্লাহ্ মু'মিন নর ও নারীকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন জান্নাতের— যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত যেখানে তাহারা চিরকাল থাকিবে এবং আদন জান্নাতে উত্তম বাসগৃহে থাকিবে। পরন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং উহাই মহাসাফল্য।

তাফসীর ঃ আর আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদিগকে জান্নাতের সুসংবাদ দিতেছেন। তিনি বলিতেছেন মু'মিনদিগকে আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিতেছেন যে, তিনি তাহাদিগকে এইরূপ জান্নাতে দাখিল করিবেন– যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবহমান রহিয়াছে। আর সেখানে তাহারা চিরকাল থাকিবে।

وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً অর্থাৎ মহামূল্যবান চিত্তাকর্ষক প্রিয়দর্শন উপকরণে নির্মিত স্থায়ী বাসভবনসমূহ।

বুখারী ও মুসলিমে— — — —আবূ মূসা আবদুল্লাহ্ ইব্ন কায়েস আশআরী (রা.) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, নবী করীম (সা.) বলিয়াছেন ঃ এইরূপ দুইটি স্বর্ণনির্মিত জান্নাত রহিয়াছে– যাহাদের পাত্রসমূহ সহ উহাদের মধ্যে অবস্থিত সমুদয় বস্তু হইতেছে স্বর্ণনির্মিত। এইরূপ দুইটি রৌপ্যনির্মিত জান্নাত রহিয়াছে– যাহাদের পাত্রসমূহ সহ উহাদের মধ্যে অবস্থিত সমুদয় বস্তু হইতেছে রৌপ্যনির্মিত। আর 'আদন' নামক জান্নাতে আল্লাহ্কে বান্দাগণের দেখিবার বিষয়ে অন্তরায় থাকিবে শুধু আল্লাহ্র মাহাত্ম্যের পর্দা।

উপরোল্লেখিত সনদে বুখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফে আরো বর্ণিত রহিয়াছে যে, নবী করীম (সা.) বলিয়াছেন ঃ প্রত্যেক মু'মিনের জন্যে জান্নাতে একটি করিয়া শূন্যগর্ভ আস্ত মুক্তায় নির্মিত তাঁবু থাকিবে। উর্ধ্বে উহার দৈর্ঘ্য হইবে ষাট মাইল। উহার মধ্যে তাহার স্ত্রীগণ বসবাস করিবে।

সে তাহাদের একের পর একের নিকট গমন করিবে। তাহাদের কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইবে না।

আবূ হুরায়রা (রা.) হইতে বুখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফে আরো বর্ণিত রহিয়াছে যে, একদা নবী করীম (সা.) বলিলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনিয়াছে, সালাত কায়েম করিয়াছে এবং রমাযান মাসে রোযা রাখিয়াছে, তাহার বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা নিজের উপর ইহা জরুরী করিয়া লইয়াছেন যে, সে ব্যক্তি হিজরত করুক অথবা না করুক– তিনি তাহাকে জান্নাতে দাখিল করিবেন। সাহাবীগণ বলিলেন– হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কি এই কথা লোকদিগকে জানাইয়া দিব না ? নবী করীম (সা.) বলিলেন– জান্নাতের মধ্যে এইরূপ একশতটি স্তর রহিয়াছে যাহাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার পথে জিহাদকারী মু'মিনদের জন্যে নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। উহার একটি স্তর হইতে আরেকটি স্তরের দূরত্ব হইতেছে আকাশ ও পৃথিবীর দূরত্বের সমান। তোমরা যখন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট (জান্নাত) প্রার্থনা করো, তখন তাঁহার নিকট 'জান্নাতুল ফিরদাউস' প্রার্থনা করিও। কারণ, উহা হইতেছে জান্নাতের কেন্দ্র ও সর্বোচ্চ স্তর। উক্ত জান্নাতেই সকল জান্নাতের নদীসমূহের উৎস অবস্থিত। উহারই উপর অবস্থিত রহিয়াছে মহান আল্লাহ্র আরশ।

তাবারানী, তিরমিযী ও ইব্ন মাজা যায়েদ ইব্ন আসলাম (র.) . . . . . .– মুআয ইব্ন জাবাল (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ অতঃপর তিনি উপরে উল্লেখিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিলেন।

ইমাম তিরমিযী আবার উবাদা ইব্ন সামিত (রা.) হইতেও উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

বুখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফে আবূ হাযিম (র.) সাহল ইব্ন সা'দ (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ নবী করীম (সা.) বলিয়াছেন– জান্নাতবাসিগণ তাহাদের (সুবিন্যস্ত এবং পৃথক পৃথক ভাবে অবস্থিত) কক্ষসমূহ এইরূপে দেখিবে– যেরূপে তোমরা আকাশে নক্ষত্রকে দেখিয়া থাকো।

অতঃপর ইহা জানা দরকার যে, জান্নাতের সর্বোচ্চ প্রাসাদটির নাম হইতেছে– 'ওয়াসীলা'। উহা উক্ত নামে আখ্যায়িত হইবার কারণ এই যে, উহা আল্লাহ্ তা'আলার আরশের অধিকতম নিকটবর্তী স্থান। উক্ত প্রাসাদটি হইতেছে– নবী করীম (সা.)-এর জন্যে নির্ধারিত জান্নাতের প্রাসাদ।

ইমাম আহমদ (র.)— — — —আবূ হুরায়রা (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন একদা নবী করীম (সা.) বলিলেন– তোমরা যখন আমার জন্যে দু'আ করো, তখন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আমার জন্যে ওয়াসীলা প্রার্থনা করিও। নবী করীম (সা.)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল– হে আল্লাহ্র রাসূল! ওয়াসীলা কী ? নবী করীম (সা.) বলিলেন– উহা হইতেছে জান্নাতের সর্বোচ্চ মানযিল। মাত্র একটি ব্যক্তিই উহা লাভ করিবে। আশা করি আমিই হইব সেই ব্যক্তি।

মুসলিম (র.) — — — —আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রা.) হইতে বর্ণনা করে যে, নবী করীম (সা.) বলিয়াছেন ঃ তোমরা যখন মুআয্যিনকে আযান দিতে শুনো, তখন সে যাহা বলে, তোমরাও তাহা বলিও। যে ব্যক্তি একবার আমার জন্যে দু'আ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার প্রতি উহার পরিবর্তে দশটি রহমত নাযিল করেন। অতঃপর তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আমার জন্যে 'ওয়াসীলা' প্রার্থনা করিও। 'ওয়াসীলা' হইতেছে জান্নাতের এইরূপ একটি মানযিলের নাম যেখানে আল্লাহ্ তা'আলার মাত্র একজন বান্দাই বসবাস করিবে। আশা করি আমিই হইব সেই বান্দা। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আমার জন্যে 'ওয়াসীলা' প্রার্থনা করিবে, কিয়ামাতের দিনে আমি তাহার জন্যে শাফাআত করিব।

আবুল কাসিম তাবারানী (র.)— — — —ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন – নবী করীম (সা.) বলিয়াছেন– তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আমার জন্যে 'ওয়াসীলা' প্রার্থনা করো। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আমার জন্যে উহা প্রার্থনা করিবে, আমি নিশ্চয় আখিরাতে তাহার

পক্ষে 'সাক্ষী' হইব অথবা 'শাফাআতকারী' হইব। (নবী করীম (সা.) এই দুইটি শব্দের কোনটি বলিয়াছেন– সে বিষয়ে রাবীর সন্দেহ রহিয়াছে।

ইমাম আহমদ (র.)– – – –আবূ হুরায়রা (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন– একদা আমরা নবী করীম (সা.)-এর খিদমতে আরয করিলাম– হে আল্লাহ্র রাসূল! জান্নাত কোন বস্তুর দ্বারা নির্মিত তাহা আমাদের নিকট বর্ণনা করুন। নবী করীম (সা.) বলিলেন– জান্নাতের প্রাসাদের প্রতি দুইটি ইটের একটি হইতেছে স্বর্ণ-নির্মিত এবং অপরটি হইতেছে রৌপ্য-নির্মিত। উহার গাঁথুনিতে সুরকির স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে মিশ্ক কস্তুরি। উহার পাথর হইতেছে– মুক্তা ও ইয়াকূত। উহার মাটি হইতেছে– যাফরান। যে ব্যক্তি উহাতে প্রবেশ করিবে, সে সুখী হইবে, কষ্ট ভোগ করিবে না। সে চিরকাল থাকিবে কোন দিন মরিবে না। তাহার পোশাক কোনদিন পুরাতন হইবে না। তাহার যৌবন কোনদিন ফুরাইবে না।

ইব্ন উমর (রা.) হইতেও অনুরূপ একটি 'মারফূ' হাদীছ বর্ণিত রহিয়াছে।

ইমাম তিরমিযী (র.)– – – –আলী (রা.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ একদা নবী করীম (সা.) বলিলেন– নিশ্চয় জান্নাতের এইরূপ কতগুলি কক্ষ রহিয়াছে যাহার ভিতর হইতে উহার বাহিরের বস্তু এবং বাহির হইতে উহার ভিতরের বস্তু দেখা যাইবে। ইহাতে জনৈক বেদুঈন লোক দাঁড়াইয়া আরয করিল– হে আল্লাহ্র রাসূল! সেই কক্ষগুলি কাহাদের জন্যে নির্ধারিত রহিয়াছে ? নবী করীম (সা.) বলিলেন– সেই কক্ষগুলি নির্ধারিত রহিয়াছে তাহাদের জন্যে– যাহারা নেক ও মিষ্ট কথা বলে, অভাবগ্রস্ত লোকদিগকে অন্নদান করে, সর্বদা রোযা রাখে এবং গভীর রাতে লোকে যখন ঘুমাইয়া থাকে, তখন নামাযে মশগুল থাকে। ইমাম তিরমিযী উক্ত হাদীছ বর্ণনা করিবার পর উহা সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন– উক্ত হাদীছ আলী (রা.) হইতে মাত্র উপরোক্ত একজন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম তাবারানীও অনুরূপ একটি রিওয়ায়েতকে সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা.) এবং সাহাবী আবূ মালিক আশআরী (রা.) সূত্রে প্রত্যেক নবী করীম (সা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম তাবারানী– উভয়ের বর্ণিত হাদীছের সনদই উত্তম ও গ্রহণযোগ্য। ইমাম তাবারানী কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়েতে উল্লেখিত হইয়াছে যে, উক্ত প্রশ্নকারী বেদুঈন সাহাবী হইতেছেন–আবূ মালিক আশআরী (রা.)। আল্লাহ্ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

উসামা ইব্ন যায়েদ (রা.) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, একদা নবী করীম (সা.) বলিলেন ঃ ওহে! জান্নাতে যাইবার জন্যে কেহ আগ্রহী রহিয়াছে কি? জান্নাতে কোন কিছুর বাঁধা নাই। কা'বার রবের কসম! উহা হইতেছে দ্যুতিমান জ্যোতি, দোদুল্যমান পুষ্পগুচ্ছ, সুউচ্চ সুবৃহৎ অট্টালিকা, প্রবহমান নদী, পরিপক্ক ফল, সুচরিত্রবতী সুদর্শনা স্ত্রী, নানারূপ নূতন বস্ত্রের সমাহার, শান্তির স্থায়ী আবাসস্থল, ফল-ফলাদি, সবুজ

শ্যামলিমা, সুখ ও নিয়ামত। উক্ত সুখ ও নিয়ামত রহিয়াছে মহান, সুউচ্চ ও সুবিস্তৃত প্রাসাদে। সাহাবীগণ বলিলেন– হে আল্লাহ্র রাসূল! হ্যাঁ, আমরা জান্নাতে যাইবার জন্যে আগ্রহী রহিয়াছি। নবী করীম (সা.) বলিলেন– তোমরা বলো– ইন্শাআল্লাহ্। সাহাবীগণ বলিলেন– ইন্শাআল্লাহ্।

উক্ত রিওয়ায়েত ইমাম ইব্ন মাজা (র.) বর্ণনা করিয়াছেন।

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ অর্থাৎ তাহারা জান্নাতে যে সকল নিয়ামাতের মধ্যে থাকিবে, তাহাদের প্রতি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হইতেছে উহা অপেক্ষা অধিকতর বৃহৎ নিয়ামাত।

ইমাম মালিক (র.)– – – –আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ নবী করীম (সা.) বলিয়াছেন– আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতবাসীদিগকে বলিবেন– হে জান্নাতবাসিগণ! তাহারা বলিবে– হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমরা তোমার বাণী শুনিবার জন্যে উপস্থিত ও প্রস্তুত রহিয়াছি। সকল কল্যাণ তোমার হাতে রহিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন– তোমরা কি সন্তুষ্ট হইয়াছ ? তাহারা বলিবে– হে আমাদের পরওয়ারদিগার! তুমি আমাদিগকে এইরূপ নিয়ামাত দান করিয়াছ– যাহা তোমার অন্য কোন সৃষ্টিকে দান করো নাই। এমতাবস্থায় আমরা কেন সন্তুষ্ট হইব না ? আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন– আমি কি তোমাদিগকে উহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর নিয়ামাত দান করিব ? তাহারা বলিবে– হে আমাদের পরওয়ারদিগার! উহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর নিয়ামাত কী হইতে পারে ? আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন– আমি কি তোমাদিগকে উহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর নিয়ামাত দান করিব ? তাহারা বলিবে– হে আমাদের পরওয়ারদিগার! উহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর নিয়ামাত কি হইতে পারে ? আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন– আমি তোমাদের উপর আমার সন্তুষ্টি নাযিল করিলাম। অতঃপর আমি কোনদিন তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইব না।

উক্ত হাদীছ ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম ইমাম মালিক হইতে উপরোক্ত ঊর্ধ্বতন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ আবদুল্লাহ্ হুসাইন ইব্ন ইসমাঈল মাহামিলী (র.)– – – –জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ নবী করীম (সা.) বলিয়াছেন– জান্নাতিগণ জান্নাতে প্রবেশ করিবার পর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে বলিবেন– তোমরা কি আরো কোন নিয়ামাত পাইতে চাও ? যদি চাও, তবে আমি তোমাদিগকে তাহাও দিব। তাহারা বলিবে– হে আমাদের পরওয়ারদিগার! তুমি আমাদিগকে যে নিয়ামাত দান করিয়াছ, উহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর নিয়ামাত কী আছে ? আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন– আমার সন্তুষ্টি উহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।

উক্ত রিওয়ায়েত ইমাম বায্যার স্বীয় 'মুসনাদ' সংকলনে সুফিয়ান ছাওরীর (র.) সূত্রে অভিন্ন উর্দ্ধতন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। হাফিজ যিয়া মাকদেসী 'জান্নাতের পরিচয়' নামক পুস্তকে উপরোক্ত রিওয়ায়েত সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন– আমার মতে উক্ত রিওয়ায়েতটি 'সহীহ্'। আল্লাহ্ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

(٧٣) يَآيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۭ وَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۭ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ⦿

(٧٤) يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا ۭ وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا ۚ وَمَا نَقَمُوْٓا اِلَّآ اَنْ اَغْنٰىهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَاِنْ يَّتُوْبُوْا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَاِنْ يَّتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِي الْاَرْضِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ⦿

৭৩. হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর ও উহাদের প্রতি কঠোর হও ; উহাদের আবাসস্থল জাহান্নাম, উহা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল!

৭৪. উহারা আল্লাহ্র শপথ করে যে, উহারা কিছু বলে নাই ; কিন্তু উহারা তো কুফরীর কথা বলিয়াছে এবং ইসলাম গ্রহণের পর উহারা কাফির হইয়াছে। উহারা যাহা সংকল্প করিয়াছিল তাহা পায় নাই। আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল নিজ কৃপায় উহাদিগকে অভাবমুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়াই উহারা বিরোধিতা করিয়াছিল। উহারা তওবা করিলে উহাদের জন্যে ভাল হইবে, কিন্তু উহারা মুখ ফিরাইয়া লইলে আল্লাহ্ ইহলোক ও পরলোকে উহাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন। পৃথিবীতে উহাদের কোন অভিভাবক অথবা সাহায্যকারী নাই।

তাফসীর ঃ আলোচ্য প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কাফির এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আদেশ করিয়াছেন এবং ঘোষণা করিয়াছেন যে, কাফির ও মুনাফিকদের ঠিকানা হইতেছে জাহান্নাম। কুরআন মাজীদের অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা.)-কে আদেশ দিয়াছেন মু'মিনদের প্রতি নরম, নমনীয় ও বিগলিতপ্রাণ হইতে এবং আলোচ্য আয়াতে তিনি তাঁহাকে আদেশ দিয়াছেন কাফির ও মুনাফিকদের প্রতি শক্ত ও অনমনীয় হইতে। ইতিপূর্বে আলী (রা.) হইতে বর্ণিত রিওয়ায়েতটি এস্থলে উল্লেখযোগ্য। আলী (রা.) বলেন– নবী করীম (সা.) চারিখানা তরবারি সহ প্রেরিত হইয়াছেন ঃ একখানা তরবারি হইতেছে মুশরিকদের বিরুদ্ধে ব্যবহার্য। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ ـ

অর্থাৎ নিষিদ্ধ মাসসমূহ অতিবাহিত হইবার পর তোমরা মুশরিকদিগকে যেখানে পাইবে, সেখানেই তাহাদিগকে হত্যা করিবে ... (৯ ঃ ৫)।

আরেকখানা তরবারি হইতেছে কিতাবধারী কাফিরদের (ইয়াহূদী ও নাসারা) বিরুদ্ধে ব্যবহার্য। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صَاغِرُوْنَ ـ

অর্থাৎ যে সকল কিতাবধারী ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতিও ঈমান আনে না, আখিরাতের প্রতিও ঈমান আনে না, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল যাহা হারাম করিয়াছেন, তাহা হারাম করে না এবং সত্য ধর্মকে গ্রহণ করে না, তাহাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ কর– যতক্ষণ না তাহারা তোমাদের বিজয়ী অবস্থায় এবং তাহাদের অপমানিত অবস্থায় স্বহস্তে জিযিয়া প্রদান করে (৯ ঃ ২৯)।

আরেক খানা তরবারি হইতেছে মুনাফিকদের বিরুদ্ধে ব্যবহার্য। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ ـ অর্থাৎ হে নবী! তুমি কাফিরগণ এবং মুনাফিকগণের বিরুদ্ধে জিহাদ করো ...।

আরেক খানা তরবারি হইতেছে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার্য। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ অর্থাৎ তবে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না তাহারা আল্লাহ্র ফায়সালার নিকট আত্মসমার্পণ করে (৪৯ ঃ ৯)।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা.) তথা মু'মিনদিগকে মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করিতে আদেশ দিয়াছেন। উক্ত আদেশের ব্যাখ্যা এই যে, মুনাফিকদের নিফাকের বিষয় মু'মিনদের গোচরে আসিলে তাহাদের বিরুদ্ধে মু'মিনদিগকে সশস্ত্র যুদ্ধ করিতে হইবে। ইমাম ইব্‌ন জারীর আলোচ্য আদেশের উপরোক্ত ব্যাখ্যাকেই সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

ইব্‌ন মাসঊদ (রা.) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন– মুনাফিকদের বিরুদ্ধে মু'মিনদিগকে হাতের সাহায্যে জিহাদ করিতে হইবে। তাহাদের বিরুদ্ধে হাতের সাহায্যে জিহাদ করিবার ক্ষমতা না থাকিলে মুখে তাহাদিগকে ধমক দিতে এবং ভর্ৎসনা করিতে হইবে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা.) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন– আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের বিরুদ্ধে তলোয়ারের সাহায্যে এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে মুখের সাহায্যে জিহাদ করিবার জন্যে নবী করীম (সা.)-কে আদেশ দিয়াছেন। আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা– কাফির ও মুনাফিকদের প্রতি কোনরূপ নমনীয়তা দেখাইতে নিষেধ করিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় যাহ্হাক (র.) বলেন– جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ অর্থাৎ তুমি কাফিরদের বিরুদ্ধে অস্ত্রের সাহায্যে এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে মৌখিক ধমক, তিরস্কার ও ভর্ৎসনার সাহায্যে জিহাদ করো। তিনি বলেন– মুনাফিকদিগকে মৌখিক ধমক দেওয়া এবং তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করাই হইতেছে তাহাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা। মুকাতিল এবং রবী (র.) (ইব্‌ন আনাস) হইতেও উপরোক্ত ব্যাখ্যার অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।

হাসান, কাতাদা এবং মুজাহিদ বলেন– মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করিবার তাৎপর্য হইতেছে তাহারা কোন অপরাধ করিলে তজ্জন্য তাহাদিগকে শারীআত সম্মত বিধান মুতাবিক শাস্তি প্রদান করা।

কেহ কেহ বলেন– আলোচ্য আয়াতের উপরোল্লেখিত বিভিন্ন ব্যাখ্যার মধ্যে কোনরূপ পরস্পর-বিরোধিতা নাই। বস্তুত মুনাফিকদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অবস্থায় উপরোল্লেখিত বিভিন্ন পন্থায় জিহাদ করাই বিধেয়। আল্লাহ্ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا -

অর্থাৎ তাহারা আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলে– তাহারা বলে নাই; অথচ তাহারা কুফরী কথা বলিয়াছে, ইসলাম গ্রহণ করিবার পর কুফরী বাক্য উচ্চারণ করিয়াছে এরূপ কিছু করতে চাহিয়াছিল যাহা করিতে পারে না।

শানে নুযূল ঃ কাতাদা (র.) বলেন– উক্ত আয়াত মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাইর এর একটি ঘটনা উপলক্ষে নাযিল হইয়াছে। তাহার ঘটনাটি এই ঃ একদা জনৈক জুহান গোত্রীয় লোক এবং জনৈক আনসার গোত্রীয় লোক পরস্পরের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইল। উক্ত সংঘর্ষে জুহান গোত্রীয় লোকটি আনসার গোত্রীয় লোকটির উপর বিজয়ী হইল। ইহাতে মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই 'আনসার' গোত্রীয় লোকদিগকে বলিল– তোমরা নিজেদের ভাইকে সাহায্য করিতেছ না কেন ? সে বলিল– আল্লাহ্র কসম! আমাদের অবস্থা ও মুহাম্মদের অবস্থা হইতেছে এইরূপ যাহা এই প্রবাদ বাক্যটিতে ব্যক্ত হইয়াছে ঃ নিজের কুকুরকে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া মোটা বানাও; একদিন উহা তোমাকেই কামড়াইবে। সে আরো বলিল ঃ

لَئِنْ رَّجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ -

অর্থাৎ যদি আমরা মদীনায় ফিরিয়া যাইতে পারি, তবে অধিকতর সম্মানিত দল (মুনাফিকগণ) অধিকতর লাঞ্ছিত দলকে (মু'মিনদিগকে) নিশ্চয় উহা হইতে বহিষ্কার করিয়া দিবে। ৬৩ ঃ ৮

জনৈক মুসলমান আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাইর উপরোক্ত কথা নবী করীম (সা.)-এর কানে পৌঁছাইয়া দিলেন। নবী করীম (সা.) তাহাকে ডাকাইয়া সে উহা বলিয়াছেন কিনা তাহা তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই আল্লাহ্র কসম করিয়া বলিল যে, সে উহা বলে নাই। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিলেন।

ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম (র.)– – – –হযরত আনাস (রা.) হইতে উর্ধ্বতন রাবী আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ফযল বলেন ঃ একদা 'হাররা' নামক স্থানে সংঘটিত যুদ্ধে আমার গোত্রের যে সকল লোক শহীদ হইয়া গিয়াছিল, তাহাদের শোকে আমি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমার শোকাতুর হইবার সংবাদ যায়েদ ইব্‌ন আরকাম (রা.)-এর নিকট পৌঁছিলে তিনি আমাকে সান্ত্বনা দিবার উদ্দেশ্যে এই কথাগুলি আমার নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন ঃ আমি নবী করীম (সা.)-কে বলিতে শুনিয়াছি – হে আল্লাহ্! তুমি আনসার এবং তাহাদের সন্তানগণকে ক্ষমা করিয়া দাও। রাবী আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ফযল বলেন– আমার স্মরণে আসিতেছে যে, আমার শায়েখ আনাস (রা.), উক্ত হাদীছে আনসারদের সন্তানগণের পর তাহাদের পৌত্রগণের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। তবে উহা নিশ্চতরূপে আমার স্মরণে নাই। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ফযল বলেন– অতঃপর হযরত আনাস (রা.) তাঁহার নিকট উপস্থিত লোকদের মধ্য হইতে একটি লোককে যায়েদ ইব্‌ন আরকাম (রা.)-এর মরতবা ও মর্যাদা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে সে বলিল– যায়েদ ইব্‌ন আরকাম (রা.) হইতেছেন সেই ব্যক্তি যাহার সম্বন্ধে নবী করীম (সা.) বলিয়াছেন– আল্লাহ্ তা'আলা তাহার কথার সত্যতার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। নিম্নোক্ত ঘটনায় নবী করীম (সা.) যায়েদ ইব্‌ন আরকাম (রা.) সম্বন্ধে উপরোল্লেখিত কথা বলিয়াছিলেন ঃ একদা নবী করীম (সা.) খুতবা প্রদান করিতেছিলেন। এই সময়ে যায়েদ ইব্‌ন আরকাম (রা.) জনৈক মুনাফিককে বলিতে শুনিলেন– 'এই ব্যক্তি সত্যবাদী হইলে আমরা নিশ্চয় গর্দভ অপেক্ষা নিকৃষ্টতর। ইহাতে যায়েদ ইব্‌ন আরকাম (রা.) বলিলেন– আল্লাহ্র কসম! তিনি সত্যবাদী আর তুমি নিশ্চয় গর্দভ অপেক্ষা নিকৃষ্টতর। অতঃপর তিনি উক্ত ঘটনা নবী করীম (সা.)-কে জানাইলেন। নবী করীম (সা.)-এর নিকট আসিয়া উক্ত মুনফিক উহা অস্বীকার করিল। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন ঃ يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا - এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা যায়েদ ইব্‌ন আরকাম (রা.)-এর কথার সত্যতার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী রাবী ইসমাঈল ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন উকবা (র.) হইতে অভিন্ন উর্দ্ধতন উপরোক্ত রিওয়ায়েতের আল্লাহ্ তা'আলা তাহার কথার সত্যতার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন– এই বাক্য পর্যন্ত অংশকে বর্ণনা করিয়াছেন। উহার পরবর্তী অংশকে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন নাই। উহার পরবর্তী অংশ সম্ভবত রিওয়ায়েতের অন্যতম রাবী মূসা ইব্ন উকবার নিজস্ব বর্ণনা।

উক্ত রিওয়ায়েতের উপরোল্লেখিত প্রথমাংশ মুহাম্মদ ইব্ন যুলাইহ মূসা ইব্ন উকবার সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি উহা বর্ণনা করিবার পর বলিয়াছেন ঃ ইব্ন শিহাব হইতে মূসা ইব্ন উকবা বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন শিহাব বলেন– এইস্থলে মুহাম্মদ ইব্ন যুলাইহ উপরোক্ত রিওয়ায়েতের শেযোক্ত অংশ –যাহা ইতিপূর্বে মূসা ইব্ন উক্বার নিজস্ব বর্ণনা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে উল্লেখ করিয়াছেন।

উপরোল্লেখিত রিওয়ায়েতে যে ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে বিখ্যাত এই যে, উহা বনূ মুসালীকা বিরুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধের সময়ে ঘটিয়াছিল।

এই পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয় উপরোল্লেখিত রিওয়ায়েত বর্ণনা করিতে গিয়া উহার কোন রাবী ভুলক্রমে আলোচ্য আয়াতকে (يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا) উল্লেখ করিয়াছেন। রাবী উপরোক্ত ঘটনার সহিত সম্পর্কিত আয়াতকে উল্লেখ করিতে চাহিয়া ভুলক্রমে তদস্থলে আলোচ্য আয়াতকে উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লাহ্ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

উমবী (র.) তাহার মাগাযী গ্রন্থে– — ——কা'ব ইব্ন মালিক (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ নবী করীম (সা.) তাবূকের যুদ্ধ শেষ করিয়া মদীনায় ফিরিয়া আসিলে আমার গোত্রের লোকগণ আমাকে বলিল– তুমি একজন কবি। ইচ্ছা করিলে তুমি আল্লাহ্র রাসূলের নিকট গিয়া যুদ্ধে তোমার অংশ গ্রহণ না করিবার পক্ষে কোন মিথ্যা ওযর পেশ করত তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে পার। ইহাতে যে গোনাহ্ হইবে, তজ্জন্য পরে তুমি আল্লাহ্র নিকট মাফ চাহিয়া লইবে। অতঃপর কা'ব ইব্ন মালিক (রা.) দীর্ঘ হাদীছের অবশিষ্টাংশ উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত অবশিষ্টাংশের শেষাংশ হইতেছে এই ঃ কা'ব ইব্ন মালিক (রা.) বলেন– যে সকল মুনাফিক নবী করীম (সা.)-এর সহিত তাবূকের যুদ্ধে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া ছিল, জাল্লাস ইব্ন সুআয়েদ ইব্ন সামিত ছিল তাহাদের অন্যতম। কিছু সংখ্যক মুনাফিক অবশ্য নবী করীম (সা.)-এর সহিত যুদ্ধেও গিয়াছিল। উক্ত জাল্লাস ইব্ন সুআয়েদ ইব্ন সামিতের স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর পক্ষের পুত্র উমায়ের ইব্ন সা'দ (রা.) তাহার মাতার সহিত জাল্লাসের গৃহে থাকিতেন। যাহা হউক, কুরআন মাজীদে আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের আচার-আচরণ ও কার্য-কলাপের নিন্দা বর্ণনা করিয়া আয়াত নাযিল করিলে উক্ত জাল্লাস বলিল– 'আল্লাহ্র কসম! এই ব্যক্তি যাহা বলে, তাহা সত্য হইলে আমরা নিশ্চয় গর্দভ অপেক্ষা নিকৃষ্টতর। উমায়ের ইব্ন সা'দ (রা.) উহা শুনিয়া

বলিলেন– হে জাল্লাস! আল্লাহ্র কসম! নিশ্চয় তুমি আমার নিকট প্রিয়তম ব্যক্তি; অন্য যে কোন লোকের উপর বিপদ আসিলে আমি মনে যতটুকু ব্যথিত হই, তোমার উপর বিপদ আসিলে তদপেক্ষা অধিকতর ব্যথিত হই। আজ তুমি এইরূপ কথা বলিয়াছ যাহা আমি প্রকাশ করিলে নিশ্চয় তুমি আমাকে মন্দ বলিবে; আবার প্রকাশ না করিলে আমি ধ্বংস হইয়া যাইব। তোমার মন্দ শোনা ধ্বংস হইয়া যাওয়া অপেক্ষা আমার নিকট অধিকতর সহজ। তাই, আমি উহা প্রকাশ করিয়া দিব। এই বলিয়া উমায়ের ইব্ন সা'দ (রা.) নবী করীম (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে উক্ত ঘটনা সম্বন্ধে অবহিত করিলেন। জাল্লাস উহা জানিতে পারিয়া নবী করীম (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হইল। সে আল্লাহ্র কসম করিয়া বলিল যে, উমায়ের যে কথা বলিয়াছে তাহা সে বলে নাই। উমায়ের ইব্ন সা'দ তাহার নামে মিথ্যা কথা লাগাইয়া গিয়াছে। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا -

নবী করীম (সা.) জাল্লাসকে উক্ত আয়াত সম্বন্ধে অবহিত করিলেন। কথিত আছে–

অতঃপর জাল্লাস তওবা করিয়া মুসলমান হইয়া গিয়াছিল। এমন কি তওবার পর সে নেক্কার মুসলমান হইয়াছিল।

আমি (গ্রন্থকার) বলিতেছি– জাল্লাসের তওবা করিয়া মুসলমান হইয়া যাইবার বর্ণনাটি এইরূপেই কা'ব ইব্ন মালিক (রা.) কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়েতের অব্যবহিত পর উল্লেখিত রহিয়াছে। উহা সম্ভবত কা'ব ইব্ন মালিক (রা.)-এর উক্তি নহে; বরং উহা উক্ত রিওয়ায়েতের অন্যতম রাবী মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাকের নিজস্ব উক্তি। আল্লাহ্ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

উরওয়া ইব্ন যুবায়ের বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতটি জাল্লাস ইব্ন সুআয়েদ ইব্ন সামিত সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। একদা সে এবং তাহার স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর পক্ষের পুত্র মুসআব (রা.) কুবা নামক স্থান হইতে মদীনার দিকে আসিতেছিল। পথিমধ্যে জাল্লাস বলিল– মুহাম্মদ যাহা লইয়া আগমন করিয়াছে, তাহা যদি সত্য হয়, তবে আমরা আমাদের বাহন এই গাধাটি অপেক্ষা নিকৃষ্টতর। ইহাতে মুসআব (রা.) বলিলেন– হে আল্লাহ্র শত্রু! তুমি যাহা বলিলে, আল্লাহ্র কসম! আমি উহা নিশ্চয় নবী করীম (সা.)-কে জানাইব। মুসআব (রা.) বলেন– আমার ভয় হইল, যদি আমি উহা নবী করীম (সা.)-কে না জানাই, তবে আমার নিন্দায় কোন আয়াত নাযিল হইতে পারে অথবা আমার উপর ভয়াবহ কোন বিপদ আপতিত হইতে পারে অথবা আমি জাল্লাসের পাপের ভাগী হইয়া যাইতে পারি। তাই আমি নবী করীম (সা.)-এর নিকট আসিয়া বলিলাম– হে আল্লাহ্র রাসূল! জাল্লাস এবং আমি কুবা হইতে মদীনার দিকে আসিতেছিলাম। পথিমধ্যে জাল্লাস বলিয়াছে– মুহাম্মদ যাহা লইয়া আগমন করিয়াছে, তাহা সত্য হইলে আমরা আমাদের এই বাহন গাধাটি

অপেক্ষা নিকৃষ্টতর। আমার মনে এই ভয় আসিয়াছে যে, যদি আমি উহা আপনাকে না জানাই, তবে আমি উক্ত পাপের ভাগী হইয়া যাইতে পারি অথবা আমার উপর ভয়াবহ কোন বিপদ নাযিল হইতে পারে। তাই উহা আপনাকে জানাইলাম। নবী করীম (সা.) জাল্‌লাসকে ডাকাইয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন- ওহে জাল্‌লাস! তুমি যাহা বলিয়াছ বলিয়া মুসআব আমাকে জানাইয়াছে, তাহা কি তুমি বলিয়াছ ? জাল্‌লাস আল্লাহ্‌র কসম করিয়া বলিল যে, সে উহা বলে নাই। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন ঃ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا -

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র.) বলেন ঃ আমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে ঃ যে লোকটি আল্লাহ্‌র কালাম ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধে উপরোল্লেখিত বিদ্বেষপূর্ণ বাক্যটি উচ্চারণ করিয়াছিল, তাহার নাম হইতেছে- জাল্‌লাস ইব্‌ন সুআয়েদ ইব্‌ন সামিত। তাহার বিদ্বেষপূর্ণ উক্তিটি সম্বন্ধে যে, সাহাবী নবী করীম (সা.)-কে অবহিত করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম হইতেছে উমায়ের ইব্‌ন সা'দ (রা.)। তিনি ছিলেন জাল্‌লাসের স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর পক্ষের পুত্র এবং তিনি সেই সময়ে জাল্‌লাসের গৃহেই প্রতিপালিত হইতেছিলেন। নবী করীম (সা.)-এর নিকট আসিয়া জাল্‌লাস তাহার উক্তির কথা অস্বীকার করিয়াছিল। সে আল্লাহ্‌র কসম করিয়া বলিয়াছিল যে, সে উহা বলে নাই। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার সম্বন্ধে আয়াত নাযিল করিয়াছিলেন। আয়াত নাযিল হইবার পর জাল্‌লাস তওবা করিয়া মুসলমান হইয়া গিয়াছিল। তওবার পর দেখা গিয়াছিল সে একজন নেক্‌কার মুসলমানে পরিণত হইয়াছে।

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্‌ন জারীর (র.) ------ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আব্বাস (রা.) বলেন- একদা নবী করীম (সা.) একটি বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম গ্রহণরত ছিলেন। এই অবস্থায় এক সময়ে তিনি বলিলেন- কিছুক্ষণ পর তোমাদের নিকট একটি লোক আসিয়া শয়তানের দৃষ্টিতে তোমাদের দিকে তাকাইবে। তোমরা তাহার সহিত কথা বলিও না। কিছুক্ষণ পর নীল চক্ষু বিশিষ্ট একটি লোক তথায় আগমন করিল। নবী করীম (সা.) তাহাকে ডাকিয়া নিকটে আনিয়া বলিলেন- তুমি এবং তোমার সঙ্গীগণ কেন আমাকে গালি দাও ? লোকটি কোন উত্তর না দিয়া চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পর সে স্বীয় সঙ্গীগণসহ পুনরায় নবী করীম (সা.)-এর নিকট আগমন করিল। তাহারা সকলে আল্লাহ্‌র কসম করিয়া বলিল যে, তাহারা উহা বলে নাই। ইহাতে নবী করীম (সা.) তাহাদিগকে আর কিছু বলিলেন না। এই ঘটনার পর আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا ...... وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا

উক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের কোন্ ব্যর্থ আকাংক্ষা বা পরিকল্পনার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে তাফসীরকারগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। একদল তাফসীরকার বলেন- উক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা জাল্‌লাস

ইব্‌ন সুআয়েদের এর একটি ব্যর্থ আকাংক্ষার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। কুরআন মাজীদ এবং নবী করীম (সা.)-এর শানে জাল্‌লাস বিদ্বেষমূলক উক্তি করিলে তাহার স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর পক্ষের পুত্র উমায়ের ইব্‌ন সা'দ (রা.) (মতান্তরে-মুসআব (রা.) তাহাকে যখন বলিয়াছিল- আমি নিশ্চয় তোমার এই উক্তি সম্বন্ধে নবী করীম (সা.)-কে অবহিত করিব, তখন জাল্‌লাস তাঁহাকে হত্যা করিতে চাহিয়াছিল ; কিন্তু তাহার সে ইচ্ছা ও আকাংক্ষা পূর্ণ হয় নাই। উক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা জাল্‌লাসের সেই অপূর্ণ আকাংক্ষার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। আরেক দল তাফসীরকার বলেন- উক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাইর একটি ব্যর্থ পরিকল্পনার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। সে নবী করীম (সা.)-কে হত্যা করিবার পরিকল্পনা করিয়াছিল; কিন্তু উহা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল। উক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার সেই ব্যর্থ পকিল্পনার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। সুদ্দী (র.) বলেন- একদল লোক নবী করীম (সা.)-এর অনিচ্ছা সত্ত্বেও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাইকে নেতা বানাইবার জন্যে প্রচেষ্টা চালাইয়াছিল ; কিন্তু তাহাদের সে প্রচেষ্টা ফলবতী হয় নাই। উক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের সেই ব্যর্থ প্রচেষ্টার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন।

এইরূপ একটি রিওয়ায়েত বর্ণিত রহিয়াছে যে, তাবূকের যুদ্ধ হইতে নবী করীম (সা.)-এর প্রত্যাবর্তন করিবার কালে একদা রাত্রিতে দশজনের অধিক মুনাফিকের একটি দল প্রতারণামূলক পন্থায় নবী করীম (সা.)-কে হত্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। যাহ্‌হাক (র.) বলেন- উক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের উক্ত ব্যর্থ চেষ্টার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন।

নবী করীম (সা.)-কে মুনাফিকদের প্রতারণামূলক পন্থায় হত্যা করিবার জন্যে চেষ্টা করিবার ঘটনাটি এই ঃ

ইমাম বায়হাকী (র.) ------ হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামান (রা.) হইতে 'দালায়িলুন্‌নবীওয়াহ' নামক পুস্তকে বর্ণনা করিয়াছেন যে, 'তিনি বলেন ঃ (তাবূকের যুদ্ধ হইতে ফিরিবার কালে) আমি নবী করীম (সা.)-এর উটের লাগাম ধরিয়া উহাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিলাম আর আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা.) উটের পিছনে থাকিয়া উহাকে হাঁকাইতেছিলেন। কখনও আমি উহার পিছনে থাকিয়া উহাকে হাঁকাইতেছিলাম এবং তিনি উহার লাগাম ধরিয়া উহাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিলেন। আমরা গিরিপর্বতের পৌঁছিলে আমি বারো জন উষ্ট্রারোহী লোকের একটি দল দেখিতে পাইলাম। তাহারা সেখানে নবী করীম (সা.)-এর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। নবী করীম (সা.) ধমকের সহিত হাঁকদিয়া তাহাদের নিকট তাহাদের পরিচয় জানিতে চাহিলে তাহারা পালাইয়া গেল। নবী করীম (সা.) আমাদিগকে বলিলেন- এই লোকগুলিকে তোমরা চিনিতে পারিয়াছ কি ? আমরা আরয করিলাম- 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তাহারা মুখোশ পরিহিত থাকিবার কারণে আমরা তাহাদিগকে চিনিতে পারি নাই ; কিন্তু, তাহাদের বাহনগুলিকে চিনিতে পারিয়াছি। নবী করীম (সা.) বলিলেন-

ইহারা হইতেছে মুনাফিক। কিয়ামত পর্যন্ত ইহারা মুনাফিক থাকিবে। তাহাদের উদ্দেশ্য কী ছিল তাহা কি জানো ? আমরা আরয করিলাম– হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তাহাদের উদ্দেশ্য কি ছিল তাহা আমরা জানি না। নবী করীম (সা.) বলিলেন– তাহারা গিরিপর্বতের মধ্যে আল্লাহ্‌র রাসূলের গতিকে বিঘ্নিত করিয়া তাঁহাকে উহা হইতে নিম্নে ফেলিয়া দিতে চাহিয়াছিল। আমরা আরয করিলাম– হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা কি এই সকল লোকের স্বগোত্রীয় লোকদের নিকট এই আদেশ পাঠাইব যে, প্রত্যেক গোত্র উহার অপরাধী ব্যক্তির খণ্ডিত মস্তক আপনার নিকট পাঠাইবে ? নবী করীম (সা.) বলিলেন– না ; আমি ইহা চাহি না যে, আরবের লোকেরা পরস্পর বলাবলি করিবে যে, মুহাম্মদ একদল লোককে সঙ্গে লইয়া যুদ্ধ করিয়াছে। যুদ্ধে জয়লাভ করিবার পর সে নিজ সঙ্গীদিগকে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে। অতঃপর নবী করীম (সা.) বলিলেন– হে আল্লাহ্! তুমি ইহাদের প্রতি ' الدُّبَيْلَةُ ' নিক্ষেপ করো। আমরা আরয করিলাম– হে আল্লাহ্‌র রসূল! ' الدُّبَيْلَةُ ' কী? নবী করীম (সা.) বলিলেন– উহা হইতেছে আগুনের এইরূপ অঙ্গার যাহা তাহাদের হৃৎপিণ্ডের কেন্দ্রস্থলে পতিত হইয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিবে।

ইমাম আহমদ (র.)– — — আবূ তুফায়েল (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ নবী করীম (সা.) তাবূকের যুদ্ধ হইতে ফিরিবার পথে ঘোষক দ্বারা এই ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, তিনি স্বয়ং গিরিপথ দিয়া যখন যাইবেন ; তখন অন্য কেহ যেন সেই পথ দিয়া না যায়। নবী করীম (সা.) গিরিপথ দিয়া যাইবার কালে হুযায়ফা (রা.) তাঁহার উটের লাগাম ধরিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন এবং আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা.) পিছনে থাকিয়া উহাকে হাঁকাইতেছিলেন। এই সময়ে মুখোশ-পরিহিত একদল উষ্ট্রারোহী লোক তথায় উপস্থিত হইয়া আম্মার (রা.)-কে ঘিরিয়া ফেলিল। আম্মার (রা.) তাহাদের উটের মুখে আঘাত করিতে লাগিলেন। নবী করীম (সা.) হুযায়ফা (রা.)-কে বলিলেন– গিরিপথ অতিক্রম করো ; গিরিপথ অতিক্রম করো। গিরিপথ অতিক্রম করিবার পর নবী করীম (সা.) উট হইতে নামিয়া পড়িলেন। ইতিমধ্যে আম্মার (রা.) নবী করীম (সা.)-এর নিকট ফিরিয়া আসিলেন। তাহার ফিরিয়া আসিবার পর নবী করীম (সা.) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন– তুমি কি লোকগুলিকে চিনিতে পারিয়াছি ? আম্মার (রা.) বলিলেন– লোকগুলি মুখোশ পরিহিত থাকিবার কারণে তাহাদিগকে চিনিতে পারি নাই; তবে, তাহাদের সব উটকে চিনিতে পারিয়াছি। নবী করীম (সা.) বলিলেন– তাহাদের উদ্দেশ্য কী ছিল তাহা কি জানো? আম্মার (রা.) বলিলেন– আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলই এসম্বন্ধে অধিকতম জ্ঞান রাখেন। নবী করীম (সা.) বলিলেন– তাহারা আল্লাহ্‌র রাসূলের উটকে ভীত-সন্ত্রস্ত করিয়া উহার পিঠ হইতে তাঁহাকে (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রাসূলকে) নীচে ফেলিয়া দিতে চাহিয়াছিল। রাবী বলেন– একদা আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা.) জনৈক সাহাবীকে

বলিলেন– তোমাকে আল্লাহ্‌র কসম দিয়া বলিতেছি– গিরিপথে নবী করীম (সা.)-কে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে কতজন লোক সেখানে গিয়াছিল– বলো তো? উক্ত সাহাবী বলিলেন– সেখানে বারো জন লোক গিয়াছিল। আম্মার (র.) বলিলেন– তুমি তাহাদের সহিত থাকিয়া থাকিলে তো সংখ্যায় তাহারা পনের জন্য ছিল। উক্ত সাহাবী বলিলেন– নবী করীম (সা.) তাহাদের মধ্য হইতে তিনজনের নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি যাহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহারা নবী করীম (সা.)-এর নিকট আসিয়া বলিল– আল্লাহ্‌র কসম! আমরা নবী করীম (সা.)-এর পক্ষ হইতে প্রচারিত ঘোষণা শুনিয়াছিলাম না আর আমরা সেই লোকগুলির কুমতলব সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল ছিলাম না। আম্মার (রা.) বলিলেন– আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, অবশিষ্ট বারোজন লোক দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের শত্রু।

ইব্ন লাহীআ (র.)–.— — —উরওয়া ইব্ন যুবায়ের হইতে উপরোক্ত রিওয়ায়েতের প্রায় অনুরূপ একটি রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত রিওয়ায়েতে আরো উল্লেখিত হইয়াছে ঃ নবী করীম (সা.) লোকদিগকে উপত্যকার নিম্নভূমি দিয়া অগ্রসর হইতে আদেশ করিয়া নিজে হুযায়ফা (রা.) এবং আম্মার (রা.)-কে সঙ্গে লইয়া গিরিপথ দিয়া অগ্রসর হইলেন। গিরিপথে নবী করীম (সা.)-এর নিকট পৌছিবার কুমতলব লইয়া পামরগুলি মুখোশ পরিহিত অবস্থায় তাঁহাকে অনুসরণ করিল। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রাসূলকে তাহাদের কুমতলব সম্বন্ধে অবহিত করিলেন। নবী করীম (সা.) হুযায়ফা (রা.)-কে তাহাদের উপর চড়াও হইতে আদেশ দিলেন। তিনি তাহাদের নিকট গিয়া তাহাদের উটের মুখে আঘাত করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাহারা ভীত হইয়া ব্যর্থ মনোরথ অবস্থায় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। নবী করীম (সা.) হুযায়ফা (রা.) এবং আম্মার (রা.)-এর নিকট তাহাদের নাম এবং তাহাদের আগমনের উদ্দেশ্য প্রকাশ করিয়া দিলে নবী করীম (সা.) উক্ত সাহাবীদ্বয়ের নিকট প্রকাশ করিয়া দিলেন যে, তাহারা প্রতারণামূলক পন্থায় আল্লাহ্‌র রাসূলকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে সেখানে আগমন করিয়াছিল। তিনি সাহাবীদ্বয়কে তাহাদের নাম গোপন রাখিতে আদেশ করিলেন।

ইব্ন ইসহাক হইতে ইউনুস ইব্ন বুকায়েরও উপরোক্ত রিওয়ায়েতের অনুরূপ একটি রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন। তবে, তিনি তাঁহার রিওয়ায়েতে উপরোক্ত ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট একদল মুনাফিকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লাহ্ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

ইমাম বায়হাকী উল্লেখ করিয়াছেন ঃ ইমাম তাবারানীর 'মু'জাম' নামক পুস্তকেও উপরোক্ত রিওয়ায়েতের অনুরূপ একটি রিওয়ায়েত বর্ণিত রহিয়াছে।

ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত রিওয়ায়েতটিও উপরোল্লেখিত ঘটনার সত্যতা প্রমাণিত করিতেছে ঃ

ইমাম মুসলিম (র.) – — — – আবূ তুফায়েল হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ সংশ্লিষ্ট গিরিপথ এলাকার জনৈক অধিবাসীর সঙ্গে হুযায়ফা (রা.)-এর বন্ধুত্ব ছিল। একদা হুযায়ফা (রা.) তাহাকে বলিলেন– তোমাকে আল্লাহ্‌র কসম দিয়া বলি– বলো তো গিরিপথের ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট লোকগুলি সংখ্যায় কতজন ছিল ? উপস্থিত লোকেরা উক্ত লোকটিকে বলিল– হুযায়ফা যখন তোমার নিকট বিষয়টি জানিতে চাহিতেছে, তখন তাহাকে উহা জানাইয়াই দাও। লোকটি বলিল– আমাদের নিকট কথিত হইত যে, তাহারা সংখ্যায় চৌদ্দজন ছিল। তবে আমি তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া থাকিলে সংখ্যায় তাহারা পনের জন ছিল। আল্লাহ্‌র কসম করিয়া সাক্ষ্য দিতেছি যে, তাহাদের মধ্য হইতে বারোজন দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের শত্রু। অবশিষ্ট তিনজন (আল্লাহ্‌র রাসূলের নিকট) ওযর পেশ করিয়াছিল। তাহারা বলিয়াছিল– আমরা নবী করীম (সা.)-এর পক্ষ হইতে প্রচারিত ঘোষণা শুনিয়াছিলাম না এবং মুনাফিকদের কুমতলব সম্বন্ধেও আমরা অবগত ছিলাম না। নবী করীম (সা.) প্রচণ্ড গরমের মধ্যে পথ চলিতেছিলেন। (গিরিপথের নিকট আসিয়া) তিনি বলিলেন– পানির পরিমাণ কম; অতএব, সেখানে যেন আমার পূর্বে কেহ না পৌছে। কিন্তু নবী করীম (সা.) তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন– একদল লোক তাঁহার সেখানে পৌছিবার পূর্বেই পৌছিয়া গিয়াছে। ইহাতে তিনি তাঁহাদের প্রতি বদ-দু'আ করিলেন।

ইমাম মুসলিম (র.) – — — – আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ হুযায়ফা (রা.) আমাকে বলিয়াছেন যে, নবী করীম (সা.) বলিয়াছেন – আমার অনুসারীদের মধ্যে বারোজন মুনাফিক রহিয়াছে। তাহারা জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। তাহারা জান্নাতের ঘ্রাণও পাইবে না। সূঁচের ছিদ্র দিয়া যদি উট যাইতে পারে, তবে তাহারা জান্নাতে যাইতে অথবা উহার ঘ্রাণ পাইতে পারে। তাহাদের মধ্য হইতে আটজনের স্কন্ধে আগুনের অঙ্গার রাখা হইবে। উহা তাহাদের হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত গিয়া পৌছিবে।

নবী করীম (সা.) হুযায়ফা (রা.)-এর নিকট উপরোক্ত মুনাফিকদের নাম প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি অন্য কাহারো নিকট উহা প্রকাশ করেন নাই। এই কারণেই হুযায়ফা (রা.)-কে নবী করীম (সা.)-এর গোপন কথার ধারক নামে অভিহিত করা হইয়াছে। আল্লাহ্‌ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

ইমাম তাবারানী 'মুসনাদই হুযায়ফা' নামক হাদীছ সংকলনে গিরিপথের ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নাম– এই নামে একটি পর্ব স্থাপন করিয়াছেন। উহাতে তিনি বর্ণনা করিয়াছেন ঃ যুবায়ের ইব্‌ন বাক্কার হইতে আলী ইব্‌ন আবদুল আযীয বর্ণনা করিয়াছেন যে, যুবায়ের ইব্‌ন বাক্কার বলেন ঃ গিরিপথের ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের নাম হইতেছে এই ঃ মুআত্তাব ইব্‌ন কুশায়ের; ওয়াদীআ ইব্‌ন ছাবিত; জাদ্দ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নাব্‌তাল ইব্‌ন হারিছ (এই ব্যক্তি আমর ইব্‌ন আওফ

গোত্রের লোক ছিল) হারিছ ইব্‌ন ইয়াযীদ তাঈ, আওস ইব্‌ন কায়যী; হারিছ ইব্‌ন সুআয়েদ; সা'দ ইব্‌ন যারারাহ্; কায়েস ইব্‌ন ফাহ্‌দ; সুআয়েদ দায়ীস বনূ হুবী; কায়েস ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সাহ্‌ল; যায়েদ ইব্‌ন লাছী এবং সোলালাহ্ ইব্‌ন হুমাম; শেষোক্ত দুই ব্যক্তি কায়নুকা গোত্রের লোক এই সকল লোক। মুনাফিক ছিল বাহ্যত ইসলাম প্রকাশ করিয়া বলিত ঃ

وَمَا نَقَمُوْا اِلاَّ اَنْ اَغْنَاهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ -

অর্থাৎ 'তাহারা আল্লাহ্‌র রাসূলের মধ্যে এই দোষ ছাড়া অন্য কোন দোষ খুঁজিয়া পায় নাই যে, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল আল্লাহ্‌র নিয়ামাত দ্বারা তাহাদিগকে সৌভাগ্যবান বানাইয়াছেন। অবশ্য তাহাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নিয়ামাত ও দান পরিপূর্ণ হইলে তিনি তাহাদিগকে হিদায়েত দান করিতেন।

এইরূপে নবী করীম (সা.) একদা আনসার গোত্রের লোকদিগকে বলিয়াছিলেন– হে আনসারগণ! আমি কি আসিয়া তোমাদিগকে গুমরাহ্ দেখি নাই? অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আমার দ্বারা তোমাদিগকে হিদায়াত দান করিয়াছেন। তোমরা পরস্পরের প্রতি ছিলে শত্রুভাবাপন্ন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আমার দ্বারা তোমাদিগকে পরস্পরের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন করিয়াছেন। আর আমি আসিয়া তোমাদিগকে দরিদ্র দেখিয়াছি। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আমার দ্বারা তোমাদিগকে অর্থ-সম্পদের অধিকারী করিয়াছেন। নবী করীম (সা.)-এর প্রতিটি কথার উত্তরে আনসার সাহাবীগণ বলিয়াছিলেন– আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল শ্রেষ্ঠতম দয়ালু।

আলোচ্য আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের প্রতি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের দান ও কৃপাকে আল্লাহ্‌র রাসূলের দোষ নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। ইহা এক প্রকারের আলংকারিক আখ্যায়িত করণ মাত্র। কোন ব্যক্তি যখন কোন নির্দোষ ও নিরপরাধ ব্যক্তির প্রতি এইরূপ আচরণ করে, যাহা শুধু দোষী ও অপরাধী ব্যক্তির প্রতি করা যায়, তখন অত্যাচারী ব্যক্তির আচরণের জঘন্যতা প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে এইরূপ বাক্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ওয়াহার তাৎপর্য এই হইয়া থাকে যে, অত্যাচারী ব্যক্তি যেহেতু অত্যাচারিত ব্যক্তির মধ্যে কোন দোষ বা অপরাধ দেখিতে পাইয়াছে; তাই সে তাহার প্রতি ঐরূপ আচরণ করিয়াছে তাহা নহে; বরং সে যেহেতু অত্যাচারী ও অসদাচারী– তাই তাহার প্রতি ঐরূপ অত্যাচারমূলক আচরণ করিয়াছে। বস্তুত অত্যাচারিত ব্যক্তি হইতেছে নির্দোষ ও নিরপরাধ। এতদসত্ত্বেও যদি কেহ তাহাকে দোষী ও অপরাধী বলিয়া প্রমাণিত করিতে চাহে, তবে সে তাহার অমুক অমুক গুণকে দোষ হিসাবে দেখাইয়াই উহা করিতে পারে। যেহেতু অত্যাচারিত ব্যক্তির মধ্যে কোন দোষ নাই, তাই অত্যাচারীর নিকট স্বীয় আচরণের পক্ষে কোন ন্যায়সংগত যুক্তি নাই। বস্তুত উপরোক্ত প্রকারের বাগধারা অন্যায় বাদী ব্যক্তির আচরণের জঘন্যতা প্রকাশ করিবার একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম।

এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ -

– আর তাহারা (কাফিরগণ) তাহাদের (মু'মিনদের) মধ্যে এই দোষ ছাড়া অন্য কোন দোষ পায় নাই যে, তাহারা মহাপরাক্রমশালী সর্ব প্রশংসিত আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনিয়াছে (৮৫ ঃ ৮)।

এইরূপে নবী করীম (সা.) বলিয়াছেন ঃ ইব্ন জামীল ধন-সম্পদের মালিক হইয়া আল্লাহ্ তা'আলার মধ্যে এই দোষ ছাড়া অন্য কোন দোষ খুঁজিয়া পায় না যে, পূর্বে এক সময়ে সে দরিদ্র ছিল, এখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে ধন-সম্পদের মালিক বানাইয়াছেন।

فَاِنْ يَّتُوْبُوْا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ - অর্থাৎ তাহারা যেন নিফাক ও কুফরী পরিত্যাগ করিয়া আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্যের দিকে ফিরিয়া আসে। যদি তাহারা তওবা করে, তবে উহা তাহাদের জন্যে মঙ্গলকর হইবে। আর যদি তাহারা সত্য ও ঈমান হইতে মুখ ফিরাইয়া রাখে এবং কুফরী ও নিফাককে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে, তবে আল্লাহ্ তাহাদিগকে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানে কঠিন শাস্তি প্রদান করিবেন। তিনি দুনিয়াতে তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিবেন মু'মিনদের হাতে তাহাদিগকে হত্যা করিয়া এবং বিপদ ও মানসিক অশান্তির মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া। তিনি আখিরাতে তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিবেন তাহাদিগকে দোযখে নিক্ষেপ করিয়া। আল্লাহ্র শাস্তি হইতে তাহাদিগকে কেহই না দুনিয়াতে মুক্তি দিতে পারিবে আর না আখিরাতে মুক্তি দিতে পরিবে।

وَمَا لَهُمْ فِى الْاَرْضِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ অর্থাৎ তাহারা দুনিয়াতেও এমন কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী পাইবে না যে লোক তাহার কোন কল্যাণ সাধন করিবে কিংবা কোন অকল্যাণ হইতে তাহাকে রক্ষা করিবে।

(৭৫) وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهٖ
لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٧٥﴾

(৭৬) فَلَمَّآ اٰتٰىهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ
مُّعْرِضُوْنَ ﴿٧٦﴾

(৭৭) فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ
بِمَآ اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ﴿٧٧﴾

(৭৮) اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ وَاَنَّ
اللّٰهَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿٧٨﴾

৭৫. উহাদের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহ্র নিকট অংগীকার করিয়াছিল, আল্লাহ্ নিজ কৃপায় আমাদিগকে দান করিলে আমরা নিশ্চয়ই সাদকা দিব এবং সৎ হইব।

৭৬. অত:পর যখন তিনি নিজ কৃপায় উহাদিগকে দান করিলেন, তখন উহারা এই বিষয়ে কার্পণ্য করিল এবং বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইয়া মুখ ফিরাইল।

৭৭. পরিণামে উহাদের অন্তরে কপটতা স্থিত করিলেন আল্লাহ্র সহিত উহাদের সাক্ষাৎ দিবস পর্যন্ত, কারণ উহারা আল্লাহ্র নিকট যে অংগীকার করিয়াছিল উহা ভংগ করিয়াছিল ও উহারা ছিল মিথ্যাচারী।

৭৮. উহারা কি জানিত না যে, উহাদের অন্তরের গোপন কথা ও উহাদের গোপন পরামর্শ আল্লাহ্ জানেন এবং যাহা অদৃশ্য তাহা তিনি বিশেষভাবে জানেন।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াত চতুষ্টয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন– মুনাফিকদের মধ্যে এইরূপ লোকও রহিয়াছে যাহারা আল্লাহ্র নিকট ওয়াদা করিয়াছে, যদি আল্লাহ্ আমাদিগকে ধন-সম্পদের মালিক বানান, তবে নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্র পথে সাদকা প্রদান করিব এবং নিশ্চয় আমরা সৎকর্মশীল লোকদের দলভুক্ত হইব। কিন্তু, আল্লাহ্ যখন তাহাদিগকে ধন-সম্পদের মালিক বানাইয়াছেন তখন তাহারা কৃপণতা করিয়াছে এবং টাল-বাহানা করিয়া ওয়াদা পালন করা হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের ওয়াদা খেলাফীর এবং মিথ্যা বলিবার কারণে তাহাদের অন্তরে নিফাককে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করিয়া দিয়াছেন। তাহারা কি জানে না যে, আল্লাহ্ তাহাদের অন্তরের সংবাদ এবং পারস্পরিক গোপন পরামর্শ সবই জানেন ? তেমনি তাহারা কি জানে না যে, আল্লাহ্ তা'আলা অদৃশ্য বিষয়সমূহ সম্বন্ধেও সম্পূর্ণরূপে অবগত রহিয়াছেন ?

শানে নুযূল ঃ ইব্ন আব্বাস (রা.) এবং হাসান বসরীসহ বিপুল সংখ্যক তাফসীরকার বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহ 'ছা'লাবা ইব্ন হাতিব আনসারী সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে।

ইমাম ইব্ন জারীর এবং ইমাম ইব্ন আবী হাতিম (র.) ছা'লাবা ইব্ন হাতিব আনসারী সম্বন্ধে একটি রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন। রিওয়ায়েতটি এই ঃ আবূ উমামা বাহেলী হইতে বিভিন্ন রাবীর সনদে ইমাম ইব্ন জারীর এবং ইমাম ইব্ন আবী হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ উমামা বাহেলী বলেন ঃ একদা ছা'লাবা ইব্ন হাতিব আনসারী নবী করীম (সা.)-কে বলিল– আল্লাহ্র নিকট আমার জন্যে এই দু'আ করেন যে, তিনি যেন আমাকে মাল দান করেন। নবী করীম (সা.) বলিলেন– হে ছা'লাবা! আল্লাহ্ তোমাকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করুন। এইরূপ অল্প মাল তুমি যাহার শোকর আদায় করিবে, এইরূপ অনেক মাল অপেক্ষা অধিকতর শ্রেয় তুমি

যাহার শোকর আদায় করিতে পারিবা না। নবী করীম (সা.)-এর উপদেশ না মানিয়া ছা'লাবা পুনরায় তাঁহার নিকট উক্ত বিষয়ের জন্যে অনুরোধ জানাইল। নবী করীম (সা.) বলিলেন– হে ছা'লাবা! তুমি আল্লাহ্‌র নবীর ন্যায় থাকিতে রাযী নও ? যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে– তাঁহার শপথ! আমি যদি চাহিতাম যে, পর্বতসমূহ স্বর্ণ ও রৌপ্য হইয়া আমার পশ্চাতে থাকিয়া আমার সহিত চলাফেরা করুক, তবে তাহাই হইত। ছা'লাবা বলিল– যে সত্তা আপনাকে সত্য সহ পাঠাইয়াছেন, তাঁহার কসম! যদি আপনি আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করেন এবং আল্লাহ্ আমাকে মাল দান করেন, তবে আমি নিশ্চয় হকদার প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার প্রাপ্য হক প্রদান করিব। ইহাতে নবী করীম (সা.) বলিলেন– হে আল্লাহ্! তুমি ছা'লাবাকে ধন-দৌলত দান করো। অতঃপর ছা'লাবা কয়েকটি বকরী পালন করিতে লাগিল। উহারা কীট-পতঙ্গের ন্যায় অধিক সংখ্যায় বাচ্চা দিতে লাগিল। কিছু দিনের মধ্যেই তাহার বকরীর সংখ্যা এত অধিক হইয়া গেল যে, উহাদিগকে মদীনায় রাখিয়া পালন করা তাহার পক্ষে সম্ভবপর রহিল না। সে উহাদিগকে মদীনার বাহিরে একটি উপত্যকায় লইয়া গেল। এই সময়ে সে শুধু যুহরের নামায এবং আসরের নামায জামাআতে আদায় করিত। অন্যান্য ওয়াক্তের নামায আদায় করা সে ছাড়িয়া দিয়াছিল। কিছুদিন পর তাহার বকরীর সংখ্যা আরো বাড়িয়া যাওয়ায় সে উহাদিগকে লইয়া আরো দূরে চরিয়া গেল। এই সময়ে সে জুমুআর নামায ছাড়া অন্য কোন নামায আদায় করিত না। কিছু দিন পর তাহার বকরীর সংখ্যা আরো বাড়িয়া গেল। এই সময় সে জুমআর নামায আদায় করাও ত্যাগ করিল। সে জুমুআর দিন লোকজনের চলাচলের পথে দাঁড়াইয়া মদীনায় গমনাগমনকারী উষ্ট্রারোহী ও অশ্বারোহী লোকদের নিকট নানারূপ সংবাদ জিজ্ঞাসা করিত। একদা নবী করীম (সা.) লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন– ছা'লাবার সংবাদ কী ? তাহাকে দেখা যায় না কেন ? লোকেরা বলিল– হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে কতগুলি বকরী পালন করা আরম্ভ করিয়াছিল। উহারা বাচ্চা দিবার পর তাহার বকরীর সংখ্যা বাড়িয়া যাওয়ায় মদীনায় থাকিয়া উহাদিগকে পালন করা তাহার পক্ষে সম্ভবপর না হইবার কারণে সে মদীনার বাহিরে একটি উপত্যকায় চলিয়া গিয়াছিল। এইরূপে লোকেরা ছা'লাবার সকল সংবাদ নবী করীম (সা.)-কে জানাইল। নবী করীম (সা.) বলিলেন– হায়! ছা'লাবা ধ্বংস হইয়া গেল? হায়! ছা'লাবা ধ্বংস হইয়া গেল?? ছা'লাবা ধ্বংস হইয়া গেল ??? ছা'লাবার উক্ত ঘটনার পর আল্লাহ্‌র তা'আলা যাকাত ফরয করিয়া নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ -

অর্থাৎ তুমি তাহাদের মাল হইতে এইরূপ সাদকা তুলিয়া আনো যাহা তাহাদিগকে পূত-পবিত্র করিবে (৯ ঃ ১০৩)।

আবার উক্ত ঘটনার পর আল্লাহ্ তা'আলা সাদকার মালের প্রাপক অভাবগ্রস্ত শ্রেণীসমূহের বর্ণনা প্রদান করিয়া আয়াত নাযিল করিলেন।

একদা নবী করীম (সা.) দুইজন সাহাবীকে লোকদের নিকট হইতে সাদকার মাল সংগ্রহ করিয়া আনিবার জন্যে তাহাদের নিকট পাঠাইলেন। উক্ত দুইজন সাহাবীর একজন ছিলেন যুহায়না গোত্রের লোক এবং অন্যজন ছিলেন সুলায়েম গোত্রের লোক। তাহারা কোন নিয়মে লোকদের নিকট হইতে সাদকা সংগ্রহ করিবেন– নবী করীম (সা.) তাহা তাহাদিগকে লিখিয়া দিলেন। নবী করীম (সা.) তাহাদিগকে আরো বলিয়া দিলেন– তোমরা ছা'লাবা এবং সুলায়েম গোত্রের অমুক ব্যক্তি নিকট গিয়া তাহাদের নিকট হইতে সাদকা সংগ্রহ করিবা। তাহারা 'ছা'লাবার নিকট আসিয়া তাহাকে নবী করীম (সা.)-এর বিধানপত্র দেখাইয়া তাহার নিকট তাহার মালের সাদকা চাহিলেন। ইহাতে সে বলিল– 'ইহা জিয্‌য়া কর অথবা তৎতুল্য কর ছাড়া আর কিছু নহে। ইহা কী তাহা আমি জানি না। তোমরা অন্য লোকদের নিকট গিয়া তাহাদের মালের সাদকা সংগ্রহ করত আমার নিকট আসিও। তাহারা সুলায়েম গোত্রের লোকটির নিকট গিয়া তাহার মালের সাদকা চাহিলেন। লোকটি নিজের উত্তম উটগুলিকে বাছিয়া আনিয়া উহাদিগকে উটের সাদকা হিসাবে তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। তাহারা উহা দেখিয়া বলিলেন– এত উত্তম উট সাদকা হিসাবে দান করা আপনার উপর ফরয নহে। আমরা এত উত্তম উট লইতে চাহি না। লোকটি বলিলেন– আপনারা উহা লউন। আমি সন্তুষ্ট হইয়াই উহা সাদকা হিসাবে দান করিতেছি। উহা শুধু সাদকা হিসাবে দান করিবার উদ্দেশ্যে রাখিয়া দিয়াছি। ইহা শুনিয়া তাহারা উক্ত উটগুলিকে গ্রহণ করিলেন। অতঃপর তাহারা লোকদের নিকট হইতে সাদকা সংগ্রহ করিয়া পুনরায় 'ছা'লাবার নিকট গমন করিলেন। ছা'লাবা তাহাদিগকে বলিল– তোমাদের সঙ্গের বিধানপত্রটি আমাকে দেখাও। তাহারা উহা তাহার নিকট প্রদান করিলে সে উহা পাঠ করিয়া বলিল– ইহা জিয্‌য়া কর অথবা তৎতুল্য কোন কর ছাড়া আর কিছু নহে। তোমরা চলিয়া যাও। আমি চিন্তা করিয়া দেখি– কী করা যায়। তাহারা নবী করীম (সা.)-এর নিকট ফিরিয়া গেলেন। নবী করীম (সা.)-এর নিকট তাহারা কিছু বলিবার পূর্বেই তিনি বলিলেন– হায়! ছা'লাবা ধ্বংস হইয়া গেল ? অতঃপর নবী করীম (সা.) সুলায়েম গোত্রের সেই যাকাত প্রদানকারী লোকটির জন্যে বরকতের দু'আ করিলেন। ইহার পর সাদকা সংগ্রহকারী সাহাবীদ্বয়– ছা'লাবা যাহা করিয়াছে এবং সুলায়েম গোত্রের লোকটি যাহা করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে নবী করীম (সা.)-কে অবহিত করিলেন। এই ঘটনার পর আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتَانَا مِنْ فَضْلِهٖ -

এই সময়ে ছা'লাবার জনৈক নিকটাত্মীয় ব্যক্তি নবী করীম (সা.)-এর নিকট উপস্থিত ছিল। সে ছা'লাবারর নিকট গিয়া বলিল– হে ছা'লাবা! তুমি ধ্বংস হইয়া গিয়াছ। আল্লাহ্ তা'আলা তোমার সম্বন্ধে এই এই কথা (আয়াত) নাযিল করিয়াছেন। শুনিয়া ছা'লাবা নবী করীম (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার মালের যাকাত

গ্রহণ করিবার জন্যে নবী করীম (সা.)-এর নিকট আবেদন জানাইল। নবী করীম (সা.) বলিলেন– আল্লাহ্ তা'আলা তোমার নিকট হইতে যাকাত গ্রহণ করিতে আমাকে নিষেধ করিয়াছেন। শুনিয়া ছা'লাবা নিজের মাথায় ধূলা মাটি ফেলিতে লাগিল। নবী করীম (সা.) তাহাকে বলিলেন– ইহা হইতেছে তোমার কর্মফল। আমি তোমাকে মালের যাকাত দিতে আদেশ করিয়াছিলাম। তুমি আমার আদেশ পালন করো নাই। অত:পর ছা'লাবা গৃহে ফিরিয়া গেল। নবী করীম (সা.) ইন্তিকাল পর্যন্ত তাহার নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করেন নাই। আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর খিলাফাতের যুগে ছা'লাবা তাহার নিকট আসিয়া বলিল– আল্লাহ্‌র রাসূলের নিকটও আনসারীদের নিকট আমার কী মর্যাদা ছিল– তাহা আপনি জানেন। আপনি আমার মালের যাকাত গ্রহণ করুন। আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বলিলেন– আল্লাহ্‌র রাসূল তোমার নিকট হইতে যাকাত গ্রহণ করেন নাই। অতএব, আমি তোমার নিকট হইতে উহা গ্রহণ করিব না। আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) ইন্তিকাল পর্যন্ত তাহার নিকট হইতে যাকাত গ্রহণ করেন নাই। উমর (রা.)-এর খিলাফাতের যুগে ছা'লাবা তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল– হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার মালের যাকাত গ্রহণ করুন। উমর (রা.) বলিলেন– আল্লাহ্‌র রাসূল এবং আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) তোমার নিকট হইতে যাকাত গ্রহণ করেন নাই; আর আমি তোমার নিকট হইতে উহা গ্রহণ করিব? উমর (রা.) ইন্তিকাল পর্যন্ত তাহার নিকট হইতে যাকাত গ্রহণ করেন নাই। উছমান (রা.)-এর খিলাফাতের যুগে ছা'লাবা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিল– আমার মালের যাকত গ্রহণ করুন। উছমান বলিলেন– আল্লাহ্‌র রাসূল, আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এবং উমর (রা.) তোমার নিকট হইতে যাকাত গ্রহণ করেন নাই; আর আমি তোমার নিকট হইতে উহা গ্রহণ করিব ? এইরূপে উছমান (রা.)ও তাহার নিকট হইতে যাকাত গ্রহণ করিলেন না। এই অবস্থায় ছা'লাবা উছমান (রা.)-এর খিলাফাতের যুগে মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِىْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ ـ অর্থাৎ তাহাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিবার এবং মিথ্যা কথা বলিবার কারণে আল্লাহ্ তাহাদের অন্তরে নিফাককে কিয়ামাত পর্যন্ত স্থায়ী করিয়া দিয়াছেন।

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা এবং মিথ্যা কথা বলা মুনাফিকের দুইটি চিহ্ন ও বৈশিষ্ট্য। বুখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে যে, নবী করীম (সা.) বলিয়াছেন ঃ মুনাফিকের তিনটি চিহ্ন রহিয়াছে– সে যখন কথা বলে, তখন মিথ্যা কথা বলে, সে যখন কাহাকেও কোন প্রতিশ্রুতি প্রদান করে, উহা ভঙ্গ করে এবং কেহ তাহার নিকট কিছু আমানত রাখিলে সে উহাতে খিয়ানত করে। একাধিক হাদীছে উপরোক্ত কথার অনুরূপ কথা বর্ণিত রহিয়াছে। আল্লাহ্‌ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ ـ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের মনের গোপন কথা এবং তাহাদের পারস্পরিক গোপন পরামর্শ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত রহিয়াছেন। তিনি অদৃশ্য বিষয়সমূহ সম্বন্ধে পরিপূর্ণরূপে অবগত রহিয়াছেন। তাহারা ধন-দৌলতের মালিক হইলে উহার একাংশ সাদকা হিসাবে দান করিবে– আল্লাহ্ ও. তাঁহার রাসূলের নিকট তাহারা এইরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করিবার কালে তাহাদের অন্তরে উক্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিবার যে ইচ্ছা লুক্কায়িত ছিল, তিনি তৎসম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। বস্তুত তিনি যেরূপে প্রকাশ্য বিষয়সমূহ সম্বন্ধে অবগত রহিয়াছেন, অপ্রকাশ্য বিষয়সমূহ সম্বন্ধেও সেইরূপে অবগত রহিয়াছেন। তিনি বান্দাদের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল বিশ্বাস ও আমলের জন্যে তাহাদিগকে প্রতিফল দান করিবেন।

(٧٩) اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الصَّدَقٰتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ ؕ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ ؗ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٧٩﴾

৭৯. মু'মিনগণের মধ্যে যাহারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাদকা দেয় এবং যাহারা নিজ শ্রম ব্যতিরেকে কিছুই পায় না, তাহাদিগকে যাহারা দোষারোপ করে ও বিদ্রূপ করে, আল্লাহ্ উহাদিগকে বিদ্রূপ করেন, উহাদের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের আরেকটি দোষ বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্‌র কোন নেক বান্দা বিপুল পরিমাণ মাল আল্লাহ্‌র পথে সাদকা হিসাবে দান করিলে মুনাফিকগণ তাহার প্রতি দোষারোপ করিতে ছাড়িত না তেমনি আল্লাহ্‌র কোন দরিদ্র নেক বান্দা দিন-মজুরীর মাধ্যমে উপার্জিত সামান্য অর্থের একাংশকে আল্লাহ্‌র পথে সাদকা হিসাবে দান করিলে তাহারা তাহার প্রতি দোষারোপ করিতেও ছাড়িত না। কোন মু'মিন ব্যক্তি যদি বিপুল পরিমাণ মাল আল্লাহ্‌র পথে সাদকা হিসাবে দান করিত তবে তাহারা এই বলিয়া তাহার প্রতি দোষারোপ করিত যে, এই ব্যক্তি মানুষের নিকট হইতে প্রশংসা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে এত বিপুল ধন দান করিতেছে। তেমনি কোন দরিদ্র মু'মিন ব্যক্তি যদি দিন-মজুরীর দ্বারা উপার্জিত সামান্য অর্থের একটি অংশকে আল্লাহ্‌র পথে দান করিত, তবে তাহারা এই বলিয়া তাহার প্রতি উপহাস করিত যে, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল এই ব্যক্তির এই সামান্য অর্থের জন্যে মুখাপেক্ষী নহে। আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের উপরোক্ত চরিত্র-দোষের বিষয় বর্ণনা করিয়া তাহাদের উক্ত কার্যের কুপরিণতি সম্বন্ধে তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।

শানে নুযূল ঃ ইমাম বুখারী (র.) উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ, আবূ নু'মান বসরী, শু'বা, সুলায়মান ও আবূ ওয়ায়েলের সূত্রে আবূ মাসঊদ (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন

যে, তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা যখন যাকাত ফরয করিয়া আয়াত নাযিল করেন, তখন আমরা মুসলমানগণ এইরূপ দরিদ্র ছিলাম যে, জীবন ধারণের জন্যে আমাদিগকে মাথায় বোঝা বহন করিবার মত কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত। আল্লাহ্‌ তা'আলা যাকাত ফরয করিয়া আয়াত নাযিল করিবার পর একদা জনৈক সাহাবী নবী করীম (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বিপুল পরিমাণ মাল যাকাত হিসাবে দান করিলেন। ইহাতে মুনাফিকগণ বলিল- এই ব্যক্তি মানুষের প্রশংসা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে এই বিপুল পরিমাণ মাল দান করিয়াছে। আরেকজন সাহাবী আসিয়া মাত্র এক'ছা' অর্থাৎ সাড়ে তিন সের পরিমিত খাদ্য সাদকা হিসাবে দান করিলেন। ইহাতে মুনাফিকগণ বলিল- আল্লাহ্‌ এই ব্যক্তির সাদকার জন্যে মুখাপেক্ষী নহেন। এই ঘটনায় আল্লাহ্‌ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الصَّدَقَاتِ -

উক্ত রিওয়ায়েতকে ইমাম মুসলিমও রাবী শু'বার (র.) সূত্রে অভিন্ন উর্দ্ধতন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র.)------আবূ সালীল হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ একদা আমরা কিছু সংখ্যক লোক জান্নাতুল বাকী'তে উপবিষ্ট ছিলাম। এই অবস্থায় এক সময়ে সেখানে জনৈক ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া বলিল- আমার পিতা অথবা পিতৃব্য আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদা নবী করীম (সা.) জান্নাতুল বাকী'তে বসিয়া বলিলেন- কিয়ামাতের দিনে আমি সাদকা প্রদানকারিগণের সাদকা প্রদানের বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিব। নবী করীম (সা.)-এর বাণী শুনিয়া আমি আমার পাগড়ীর একটি বা দুইটি পেঁচ খুলিয়া ফেলিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল- পাগড়ীর উক্ত অংশকে সাদকা হিসাবে দান করিব। অতঃপর আমার অন্তরে অনিচ্ছা আসিয়া পড়িল। ফলে আমি উহা দান না করিয়া পুনরায় উহাকে মাথায় পেঁচাইলাম। কিছুক্ষণ পর তথায় একটি লোক আগমন করিল। মজলিসে তাহার অপেক্ষা অধিকতর কৃষ্ণকায় কোন ব্যক্তি অথবা তাহার অপেক্ষা অধিকতর খর্বকায় কোন ব্যক্তি আমার নযরে পড়িল না। তবে লোকটি যে উটটিকে হাঁকাইয়া লইয়া আসিয়াছিল, উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর উট আমি তথায় দেখি নাই। লোকটি নবী করীম (সা.)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিল- হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সাদকা সংগ্রহ করিতেছেন ? নবী করীম (সা.) বলিলেন- হ্যাঁ; সাদকা সংগ্রহ করিতেছি। লোকটি বলিল- এই উটটিকে সাদকার মালের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লউন। ইহাতে জনৈক ব্যক্তি লোকটির প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া বলিল- এই লোক এইরূপ মাল সাদকা হিসাবে দান করিল ? আল্লাহ্‌র কসম! তাহার উটটি তাহার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর।

নবী করীম (সা.) তাহার কথা শুনিয়া ফেলিলেন। তিনি তাহাকে বলিলেন- তুমি মিথ্যা বলিয়াছ। এই ব্যক্তি তোমার অপেক্ষা এবং এই উটটি অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। নবী

করীম (সা.) উহা তিনবার বলিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন- যাহারা শত শত উটের মালিক, তাহারা ধ্বংসে পতিত হইবে। তিনি উহা তিনবার বলিলেন। সাহাবিগণ আরয করিলেন- হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তবে কাহারা ধ্বংসে পতিত হইবে না ? নবী করীম (সা.) বলিলেন- তবে তাহারা ধ্বংসে পতিত হইবে না যাহারা মালকে এইরূপ করিবে। এই বলিয়া নবী করীম (সা.) ডাইনে ও বামে অঞ্জলি দেখাইয়া দান করিবার প্রতি ইঙ্গিত করিলেন। অতঃপর তিনবার বলিলেন- যাহারা আয়েশ-আরাম কম ভোগ করে এবং আল্লাহ্‌র ইবাদাতে কঠোর পরিশ্রম করে, তাহারাই আখিরাতে কামিয়াব হইবে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র.) বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন ঃ একদা হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা.) চল্লিশ উকিয়া (ন্যূনাধিক তিন তোলা) স্বর্ণ লইয়া নবী করীম (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হইলেন। আরেকজন আনসার সাহাবী এক সা' (ন্যূন্যাধিক সাড়ে তিন সের) খাদ্য লইয়া তাঁহার খিদমতে উপস্থিত হইলেন। ইহাতে জনৈক মুনাফিক বলিল- আল্লাহ্‌র কসম! আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ শুধু লোকদের নিকট হইতে প্রশংসা পাইবার জন্যেই এইরূপ বিপুল পরিমাণ মাল দান করিয়াছে। তারপর আনসার সাহাবীর উক্ত দান সম্বন্ধে মুনাফিকগণ বলিল- আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রাসূল এই তুচ্ছ পরিমাণের জিনিষ- এক সা' খাদ্যের এর মুখাপেক্ষী নহেন। ইহাতে আল্লাহ্‌ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الصَّدَقَاتِ -

ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে আওফী (র.) বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন ঃ একদা নবী করীম (সা.) লোকদের মধ্যে ঘোষণা প্রচার করিলেন- তোমরা নিজের মালের সাদকা একত্রিত করো। সাহাবিগণ তাহাদের মালের সাদকা নবী করীম (সা.)-এর নিকট উপস্থাপিত করিলেন। শেষ দিকে একজন সাহাবী এক সা' খেজুর লইয়া নবী করীম (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া আরয করিলেন- হে আল্লাহ্‌র রাসূল! গতরাত্রিতে আমি পানি বহন করিবার কাজ করিয়া দুই সা' খেজুর উপার্জন করিয়াছি। উহা হইতে এক সা' খেজুর পরিবারের লোকজনের খাদ্য হিসাবে গৃহে রাখিয়া অবশিষ্ট এক সা' খেজুর সাদকা হিসাবে লইয়া আসিয়াছি। নবী করীম (সা.) তাঁহাকে উহা সাদকার অন্যান্য মালের মধ্যে ছড়াইয়া দিতে বলিলেন। উক্ত সাদকার পরিমাণের স্বল্পতা দেখিয়া কতগুলি লোক সাদকাদাতা সাহাবীর প্রতি উপহাস করিয়া তাঁহাকে বলিল- আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রাসূল এই সামান্য দানের প্রতি মুখাপেক্ষী নহেন। তোমার এই এক সা' খেজুরে লোকদের কী কাজ হইবে ? অতঃপর আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা.) নবী করীম (সা.)-এর খিদমতে আরয করিলেন-

হে আল্লাহ্র রাসূল! আর কোন সাদকাদাতা সাদকা দিতে বাকী রহিয়াছেন কি ? নবী করীম (সা.) বলিলেন– তুমি ছাড়া আর কেহ বাকী নাই। আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা.) আরয করিলেন– হে আল্লাহ্র রাসূল! সাদকা হিসাবে দান করিবার জন্যে আমি একশত উকিয়া স্বর্ণ আনিয়াছি। ইহা শুনিয়া উমর (রা.) তাঁহাকে বলিলেন– আপনি পাগল হইয়াছেন নাকি ? তিনি বলিলেন– না ; আমি পাগল হই নাই। উমর (রা.) বলিলেন– তবে কি যাহা বলিয়াছেন- তাহাই সত্য ? তিনি বলিলেন– হ্যাঁ, তাহাই সত্য। আমার নিকট মোট আট হাজার (স্বর্ণমুদ্রা) আছে। উহাদের মধ্য হইতে চারি হাজার (স্বর্ণমুদ্রা) আমি আল্লাহ্ তা'আলাকে ঋণ দিব এবং অবশিষ্ট চারি হাজার (স্বর্ণমুদ্রা) আমি পরিবারের লোকজনের জন্যে প্রয়োজনীয় খাদ্য ইত্যাদি কিনিবার উদ্দেশ্যে রাখিয়া দিব। নবী করীম (সা.) তাঁহাকে বলিলেন– তুমি যাহা রাখিয়া দিলে এবং তুমি যাহা দান করিলে– উহাদের উভয় শ্রেণীর মালে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে বরকত দান করুন।

মুনাফিকগণ আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা.)-এর প্রতি নিন্দা প্রকাশ করিয়া বলিল– আবদুর রহমান ইব্ন আওফ শুধু লোকের নিকট হইতে প্রশংসা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে এই সাদকা দান করিয়াছে। বস্তুতঃ মুনাফিকগণ মিথ্যা বলিয়াছিল। আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা.) উক্ত সাদকা দান করিয়াছিলেন একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করিবার উদ্দেশ্যে। এই ঘটনার পর আল্লাহ্ তা'আলা মাত্র এক সা' খেজুর সাদকা হিসাবে দানকারী সাহাবী এবং বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ সাদকা হিসাবে দানকারী আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা.) এই উভয় নেক্কার বান্দার সমর্থনে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الصَّدَقَاتِ -

মুজাহিদ (র.) প্রমুখ একাধিক ব্যক্তি হইতেও উপরোক্ত রিওয়ায়েতের অনুরূপ রিওয়ায়েত বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র.) বলেন ঃ যে সকল সাহাবী বিপুল পরিমাণ মাল সাদকা হিসাবে দান করিয়াছিলেন– তাহাদের মধ্য হইতে দুইজন হইতেছেন– আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা.) এবং আসিম ইব্ন আদী (রা.)।

একদা নবী করীম (সা.) সাদকা প্রদানে সাহাবীদিগকে উৎসাহ প্রদান করিলেন। ইহাতে আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা.) চারি হাজার দিরহাম এবং আসিম ইব্ন আদী (রা.) একশত ওসাক (আশি তোলার সেরের ন্যূনাধিক দুইশত দশ সের)' খেজুর সাদকা হিসাবে দান করিলেন। আসিম ইব্ন আদী ছিলেন আজলান গোত্রের লোক। মুনাফিকগণ উক্ত সাহাবীদ্বয়ের প্রতি নিন্দা প্রকাশ করিয়া বলিল– ইহারা সাদকা দান করিয়াছে শুধু মানুষের নিকট হইতে প্রশংসা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে।

তেমনি যে সকল সাহাবী নবী করীম (সা.)-এর উপরোক্ত উৎসাহ প্রদানে সাড়া দিয়া দিন-মজুরী দ্বারা উপার্জিত অল্প পরিমাণ মাল সাদকা হিসাবে দান করিয়াছিলেন– তাহাদের মধ্য হইতে একজন হইতেছেন আবূ উকায়েল (রা.)। তিনি আমর ইব্ন আওফ গোত্রের মিত্র গোত্র আনীফ আরাশী গোত্রের লোক ছিলেন। তিনি এক সা' খেজুর আনিয়া অন্যান্য সাদকার মালের মধ্যে ঢালিয়া দিলেন। মুনাফিকগণ উপহাসের সহিত বলিল– আল্লাহ্ আবূ উকায়েল এর এক সা' খেজুরের মুখাপেক্ষী নহেন।

আবূ বকর বায্যার (র.)— — — —আবূ হুরায়রা (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ একদা নবী করীম (সা.) সাহাবিগণকে বলিলেন– তোমরা সাদকা দান করো। আমি একদল মুজাহিদকে জিহাদে পাঠাইতে চাহিতেছি। নবী করীম (সা.)-এর আদেশ শুনিয়া আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা.) তাঁহার নিকট আরয করিলেন– হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার নিকট চারি হাজার মুদ্রা রহিয়াছে। আমি উহার অর্ধেক আল্লাহ্ তা'আলাকে ধার দিব এবং অর্ধেক আমার পরিজনের খরচ হিসাবে রাখিয়া দিব। নবী করীম (সা.) বলিলেন– তুমি যাহা দান করিতেছ এবং যাহা রাখিয়া দিতেছ এই উভয় শ্রেণীর মালে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে বরকত দান করুন! নবী করীম (সা.)-এর ঘোষণা প্রদান করিবার এক রাত পর জনৈক আনসার সাহাবী দুই সা' খেজুর উপার্জন করিয়া নবী করীম (সা.)-এর খিদমতে উপস্থিত হইয়া আরয করিলেন– হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি দুই সা' খেজুর উপার্জন করিয়াছি। উহাদের মধ্য হইতে এক সা' খেজুর আমি আল্লাহ্ তা'আলাকে করয দিব এবং অবশিষ্ট এক সা' খেজুর আমি নিজ পরিজনের জন্যে রাখিয়া দিব। মুনাফিকগণ আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা.)-এর প্রতি নিন্দা প্রকাশ করিয়া বলিল– আবদুর রহমান ইব্ন আওফ শুধু লোকের নিকট হইতে প্রশংসা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে সাদকা দান করিয়াছে। পক্ষান্তরে তাহারা উক্ত আনসার সাহাবীকে উপহাস করিয়া বলিল– এই লোকটির এক সা' খেজুরের আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল মুখাপেক্ষী ছিলেন না। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الصَّدَقَاتِ -

অতঃপর হাফিজ আবূ বকর আল-বাযযার আবূ সালিমা হইতে উপরোক্ত রিওয়ায়েতকে মুরসালরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত রিওয়ায়েতটি তালূত ইব্ন আব্বাদ ছাড়া অন্য কোন রাবীর মাধ্যমে 'মুসনাদ' হাদীছ হিসাবে বর্ণিত হয় নাই।

ইব্ন জারীর (র.) — — — —আবূ উকায়েল (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ একদা আমি রাত্রিতে পানি বহন করিবার কাজ করিয়া দুই সা' (ন্যূনাধিক সাড়ে তিনসের) খেজুর উপার্জন করত উহার মধ্য হইতে এক সা' খেজুর স্বীয় পরিবারের লোকদের জন্যে রাখিয়া অবশিষ্ট এক সা' খেজুর লইয়া নবী করীম (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হইলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল উহাকে সাদকা হিসাবে দান

করিয়া আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের সন্তুষ্টি হাসিল করিব। নবী করীম (সা.)-এর নিকট আমি স্বীয় উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলে তিনি আমাকে আদেশ করিলেন– উহাকে সাদকার মালসমূহের মধ্যে ছড়াইয়া দাও। আমি তাহাই করিলাম। ইহাতে একদল লোক উপহাস করিয়া বলিল– আল্লাহ্ এই মিসকীনের সাদকার মুখাপেক্ষী নহেন। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় নাযিল করিলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الصَّدَقَاتِ -

এ উক্ত রিওয়ায়েত ইমাম তাবারানীও রাবী যায়েদ ইব্ন হুবাব (র.)-এর সূত্রে অভিন্ন উর্দ্ধতন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন– আবূ উকায়েল (রা.)-এর নাম হইতেছে– হুবাব। আবার কেহ কেহ বলেন– তাঁহার নাম হইতেছে আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন ছা'লাবা।

سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ - فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ অর্থাৎ মুনাফিকগণ মু'মিনদের প্রতি উপহাস করে। উহার ফলে আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের প্রতি এইরূপ আচরণ করিবেন যেরূপ আচরণ করা হইয়া থাকে উপহাসিত ব্যক্তির প্রতি। মুনাফিকগণ মু'মিনদের প্রতি যেরূপ আচরণ করিয়া থাকে, আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের সমর্থনে দুনিয়াতে ও আখিরাতে মুনাফিকদের প্রতি সেইরূপ আচরণ করিবেন। কারণ, কর্মটি যে শ্রেণীর হইবে, উহার ফলটি সেই শ্রেণীরই হইবে। দুনিয়াতে তিনি মুনাফিকদিগকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিবেন এবং আখিরাতে তিনি তাহাদিগকে কঠিন শাস্তি প্রদান করিবেন।

(٨٠) اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۚ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ۚ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٨٠﴾

৮০. তুমি উহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা উহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না কর একই কথা। তুমি সত্তর বার উহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেও আল্লাহ্ উহাদিগকে কখনই ক্ষমা করিবেন না। ইহা এই জন্য যে, উহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলকে অস্বীকার করিয়াছে। আল্লাহ্ পাপাচারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন– মুনাফিকগণ মাগফিরাতের দু'আ পাইবার যোগ্য নহে। তাই, হে রাসূল! তুমি তাহাদের জন্যে মাগফিরাতের দু'আ করিও না। তাহাদের জন্যে তোমার মাগফিরাতের দু'আ করা আর না করা সমান। আল্লাহ্ তা'আলা কোনক্রমে মুনাফিকদিগকে ক্ষমা করিবেন না। হে রাসূল! যদি তুমি তাহাদের জন্যে সত্তর বারও মাগফিরাতের দু'আ কর তথাপি তিনি

তাহাদিগকে কোনক্রমে ক্ষমা করিবেন না। উহার কারণ এই যে, তাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি কুফর করিয়াছে। বস্তুত আল্লাহ্ পাপ-পরায়ন জাতিকে সৎ পথে আনেন না।

اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ - তাহাদের জন্যে তুমি সত্তর বার ক্ষমা প্রার্থনা করিলেও আল্লাহ্ কোনদিন তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন না।

উক্ত আয়াতাংশের তাৎপর্য সম্বন্ধে তাফসীরকারদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। একদল তাফসীরকার বলেন– উক্ত আয়াতাংশের তাৎপর্য হইতেছে এই যে, মুনাফিকদের জন্যে আল্লাহ্‌র রাসূল যতবারই ক্ষমা প্রার্থনা করুন না কেন– আল্লাহ্ কোন অবস্থায়ই তাহাদিগকে কোন দিন ক্ষমা করিবেন না। তাহারা বলেন– এখানে আল্লাহ্ তা'আলা 'সত্তর বার' সংখ্যাটিকে উল্লেখ করিয়াছেন মুনাফিকদিগকে তাঁহার ক্ষমা না করিবার বিষয়টিকে জোরদার ও শক্তিশালী করিবার উদ্দেশ্যে।

আরেকদল তাফসীরকার বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতাংশের তাৎপর্য হইতেছে এই যে, 'মুনাফিকদের জন্যে আল্লাহ্‌র রাসূল সত্তর বার ক্ষমা প্রার্থনা করিলেও আল্লাহ্ তাহাদিগকে কখনো ক্ষমা করিবেন না; কিন্তু তিনি তাহাদের জন্যে সত্তর বার অপেক্ষা অধিকতর সংখ্যক বার ক্ষমা প্রার্থনা করিলে আল্লাহ্ তাহাদিগকে ক্ষমা করিতেও পারেন।

ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে আওফী (র.) বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন ঃ

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْلَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ - اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ -

-এই আয়াত নাযিল হইবার পর নবী করীম (সা.) বলিলেন– আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে মুনাফিকদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। আমি মুনাফিকদের জন্যে নিশ্চয় সত্তর বার অপেক্ষা অধিকতর সংখ্যক বার ক্ষমা প্রার্থনা করিব। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ -

তাহাদের জন্যে আপনার ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করা ও না করা সমান। আল্লাহ্ কখনো তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন না ------(৬৩ ঃ ৬)।)

উক্ত আয়াতে মুনাফিকদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশিত হইয়াছে।

শা'বী (র.) বলেন ঃ মুনাফিকদের সর্দার আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই যখন মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হইল, তখন তাহার পুত্র নবী করীম (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল– আমার পিতা মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। আমার আকাংক্ষা আপনি তাহাকে দেখিতে যাইবেন এবং তাহার জানাযা নামায পড়িবেন। নবী করীম (সা.) বলিলেন– তোমার নাম কী ? সে বলিল– আল-হুবাব (মহব্বত; ভালবাসা; সাপ)। নবী করীম (সা.) বলিলেন– 'না; তোমার নাম 'আল-হুবাব' নহে; বরং তোমার নাম হইতেছে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্। আল-হুবাব হইতেছে এক শ্রেণীর 'শয়তানের' নাম। অতঃপর নবী করীম (সা.) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাইকে দেখিতে গেলেন। নবী করীম (সা.) নিজের ঘাম-মাখা জামা তাহার লাশকে পরিধান করাইলেন এবং তাহার জানাযা নামায পড়িলেন। নবী করীম (সা.)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল– আপনি এই মুনাফিকের জানাযা নামায পড়িতেছেন ? নবী করীম (সা.) বলিলেন– আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ (তুমি তাহাদের জন্যে সত্তর বার ইস্তিগফার করিলেও আল্লাহ্ কখনো তাহাদিগকে মাফ করিবেন না) আমি তাহাদের জন্যে সত্তর বার, সত্তর বার এবং সত্তর বার (দুইশত দশবার) ইস্তিগফার করিব।

উরওয়া ইব্‌ন যুবায়ের, মুজাহিদ এবং কাতাদা ইব্‌ন দুআমাও উপরোক্ত রিওয়ায়েতের অনুরূপ রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্‌ন জারীরও উহাকে একাধিক সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

(٨١) فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَكَرِهُوْٓا اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِي الْحَرِّ ؕ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا ؕ لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ ۝٨١

(٨٢) فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَّلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝٨٢

৮১. যাহারা পশ্চাতে রহিয়া গেল তাহারা রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বসিয়া থাকাতেই আনন্দ লাভ করিল এবং তাহাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা অপসন্দ করিল এবং তাহারা বলিল, গরমের মধ্যে অভিযানে বাহির হইও না। বল, উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচণ্ডতম। যদি তাহারা বুঝিত!

৮২. অতএব তাহারা কিঞ্চিৎ হাসিয়া লউক, তাহারা প্রচুর কাঁদিবে, তাহাদের কৃতকর্মের ফল স্বরূপ।

তাফসীর ঃ যে সকল মুনাফিক নবী করীম (সা.)-এর সহিত তাবুকের যুদ্ধে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়াছিল, আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের প্রতি নিন্দা প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে জাহান্নামের কঠোর শাস্তির বিষয় সতর্ক করিয়া দিতেছেন।

আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ যে সকল মুনাফিক তাবূকের যুদ্ধে যায় নাই, তাহারা আল্লাহ্‌র রাসূলের ইচ্ছা ও আদেশের বিরুদ্ধে বাড়ীতে বসিয়া থাকিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছে। আল্লাহ্‌র পথে জান-মাল দিয়া জিহাদ করাকে তাহারা অপসন্দ করিয়াছে। তাহারা একে অপরকে বলিয়াছে– তোমরা এই প্রচণ্ড গরমের মধ্যে যুদ্ধ করিতে যাইও না। হে রাসূল! তুমি তাহাদিগকে বলো– তোমরা যে গরম হইতে বাঁচিবার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র রাসূলের সহিত যুদ্ধে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া রহিয়াছ, তদপেক্ষা অধিকতর উত্তপ্ত জাহান্নামের আগুন। আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের বিরোধিতা করিয়া তোমরা সেই আগুনে প্রবেশ করিবার যোগ্য হইয়াছ। এইসব মুনাফিক যদি প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে চেষ্টা করিত, তবে উহা তাহাদের জন্যে কতই না মঙ্গলকর হইত! তাহারা দুনিয়াতে অল্প দিন আনন্দ-ফূর্তি করিবার পর আখিরাতে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করিয়া চিরদিন কাঁদিবে। ইহাই তাহাদের কর্ম ফল।

উল্লেখ্য যে, নবী করীম (সা.) যখন তাবূকের যুদ্ধে গিয়াছিলেন, তখন ছিল প্রচণ্ড গরমের সময়। প্রচণ্ড গরমের মধ্যে সফরে না গিয়া গৃহের ছায়ায় অবস্থান করা তখন ছিল অত্যন্ত আরামদায়ক। তদুপরি এই সময়টি ছিল ফল পাকিবার মওসুম। সুতরাং এই সময়ে কেহ যুদ্ধে গেলে তাহাকে বিপুল আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়া উহাতে যাইতে হইত। অধিকন্তু সফরটি ছিল দূরের সফর ; তাই উহা আরো বেশী কষ্টকর সফর ছিল। উপরোক্ত কারণে মুনাফিকগণ তাবূকের যুদ্ধে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া ছিল।

قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا অর্থাৎ হে রাসূল! তুমি তাহাদিগকে বল যে, গরম হইতে বাঁচিবার জন্যে তোমরা যুদ্ধে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া রহিয়াছ, অথচ দোযখের আগুন উহা অপেক্ষা অধিকতর গরম। এখানে আল্লাহ্‌র রাসূলের সহিত যুদ্ধে না গিয়া তোমরা সেই দোযখে প্রবেশ করিবার যোগ্য হইয়া গিয়াছে। শুধু দুনিয়ার গ্রীষ্মের তাপ অপেক্ষা নহে; বরং দুনিয়ার আগুন অপেক্ষাও আখিরাতের আগুন অধিকতর উত্তপ্ত।

ইমাম মালিক (র.)– — — –আবূ হুরায়রা (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ একদা নবী করীম (সা.) বলিলেন– যে আগুন তোমরা জ্বালাও উহার তাপ জাহান্নামের আগুনের তাপের সত্তর ভাগের এক ভাগ। সাহাবিগণ আরয করিলেন– হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এই আগুনই তো যথেষ্ট। নবী করীম (সা.) বলিলেন– উহার তাপের সহিত উহার ঊনসত্তরগুণ তাপ যোগ করা হইয়াছে। উক্ত রিওয়ায়েত ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদে ইমাম মালিক হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র.)—— — –আবূ হুরায়রা (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ নবী করীম (সা.) বলিয়াছেন– তোমাদের এই আগুনের তাপ জাহান্নামের আগুনের তাপের সত্তর ভাগের এক ভাগ। উহাকে আবার দুইবার সমুদ্রের

মধ্যে ডুবানো হইয়াছে। তাহা না হইলে উহা মানুষের কোন উপকারে আসিত না। প্রথমোক্ত রিওয়ায়েতের সনদের ন্যায় শেষোক্ত রিওয়ায়েতের সনদও সহীহ্।

ইমাম তিরমিযী ও ইব্ন মাজা (র.)------আবূ হুরায়রা (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ নবী করীম (সা.) বলিয়াছেন– আল্লাহ্ তা'আলা দোযখের আগুনকে এক হাজার বৎসর ধরিয়া উত্তপ্ত করিয়াছেন। উহার ফলে উক্ত আগুন লাল হইয়া গিয়াছে। অতঃপর তিনি উহাকে এক হাজার বৎসর ধরিয়া উত্তপ্ত করিয়াছেন। উহার ফলে উক্ত আগুন সাদা হইয়া গিয়াছে। অতঃপর তিনি উহাকে এক হাজার বৎসর ধরিয়া উত্তপ্ত করিয়াছেন। উহার ফলে উক্ত আগুন কালো হইয়া গিয়াছে। এখন উহা অন্ধকারময় রাত্রির ন্যায় কালো।

ইমাম তিরমিযী মন্তব্য করিয়াছেন ঃ উক্ত রিওয়ায়েত রাবী ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ বুকাইর ভিন্ন অন্য কোন রাবীর মাধ্যমে স্বয়ং নবী করীম (সা.)-এর বাণী حديث (مرفوع) হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। তবে উক্ত রিওয়ায়েত রাবী ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ বুকাইর ভিন্ন অন্য রাবীর মাধ্যমেও স্বয়ং নবী করীম (সা.)-এর বাণী হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে। হাফিজ আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ শরীক ইব্ন আবদুল্লাহ্ নাখঈ সূত্রে উর্ধ্বতন সনদে উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইহা ছাড়া ইব্ন মারদুবিয়া (র.)------রাবীর সনদে হযরত আনাস (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ একদা নবী করীম –

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ -

(হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজদিগকে এবং নিজেদের পরিজনদিগকে এইরূপ আগুন হইতে বাঁচাও– যাহার ইন্ধন হইবে মানুষ ও পাথর .... (৬৬ ঃ ৬)।)-এই আয়াত তিলাওয়াত করিয়া বলিলেন– দোযখের আগুনকে এক হাজার বৎসর ধরিয়া উত্তপ্ত করা হইয়াছে। উহার ফলে উক্ত আগুন সাদা হইয়া গিয়াছে। অতঃপর উহাকে এক হাজার বৎসর ধরিয়া উত্তপ্ত করা হইয়াছে। উহার ফলে উক্ত আগুন লাল হইয়া গিয়াছে। অতঃপর উহাকে এক হাজার বৎসর ধরিয়া উত্তপ্ত করা হইয়াছে। উহার ফলে উক্ত আগুন কালো হইয়া গিয়াছে। এখন উহা রাত্রির ন্যায় কালো। উহার শিখা হইতে আলো বাহির হয় না।

ইমাম তাবারানী (র.)------আনাস (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ নবী করীম (সা.) বলিয়াছেন– দোযখের আগুনের একটি স্ফুলিঙ্গকে যদি পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তে রাখিয়া দেওয়া হইত, তবে নিশ্চয় উহার তাপ পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে অনুভূত হইত।

আবূ ইয়ালা (র.)------আবূ হুরায়রা (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ নবী করীম (সা.) বলিয়াছেন– যদি এই মসজিদে এক লক্ষ বা ততোধিক লোক থাকে এবং উহাদের মধ্যে একজন দোযখী লোক থাকে, তবে তাহার নিঃশ্বাসের তাপে মসজিদ এবং উহার মধ্যে অবস্থানরত লোকগণ পড়িয়া যাইবে। উক্ত রিওয়ায়েতটি আবূ হুরায়রা (রা.) হইতে মাত্র একজন রাবীর মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে। উহা একটি غريب রিওয়ায়েত।

আ'মাশ (র.)------নু'মান ইব্ন বাশীর (রা.) হইতে করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ নবী করীম (সা.) বলিয়াছেন– কিয়ামাতের দিন যে দোযখবাসী ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা কম আযাব ভোগ করিবে তাহার পায়ে আগুনের ফিতাসহ এক জোড়া আগুনের জুতা পরাইয়া দেওয়া হইবে। উহার তাপে তাহার মাথার মগজ আগুনে রাখা ডেগে অবস্থিত ফুটন্ত পানির ন্যায় টগবগ করিতে থাকিবে। সে মনে করিবে– দোযখবাসীদের মধ্যে সে-ই সর্বাপেক্ষা অধিক আযাব ভোগ করিতেছে। প্রকৃতপক্ষে তাহাদের মধ্যে সেই সর্বাপেক্ষা কম আযাব ভোগকারী ব্যক্তি হইবে। উক্ত রিওয়ায়েত ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম উপরোক্ত রাবী আ'মাশ হইতে বিভিন্ন রাবীর মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম মুসলিম বিভিন্ন রাবীর সূত্রে আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ নবী করীম (সা.) বলিয়াছেন– কিয়ামাতের দিনে যে দোযখী লোকটি সর্বাপেক্ষা কম আযাব ভোগ করিবে তাহার পায়ে আগুনের এক জোড়া জুতা থাকিবে। উহার তাপে তাহার মাথার মগজ টগবগ করিতে থাকিবে।

ইমাম আহমদ (র.)------আবূ হুরায়রা (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ নবী করীম (সা.) বলিয়াছেন– দোযখবাসিগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কম শাস্তি ভোগকারী হইবে সেই ব্যক্তি যাহার পায়ে একজোড়া আগুনের জুতা পরাইয়া দেওয়া হইবে। উহার তাপে তাহার মাথার মগজ টগবগ করিতে থাকিবে।

উক্ত রিওয়ায়েতের সনদ শক্তিশালী। উহার সনদের রাবীগণ ইমাম মুসলিম কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে গ্রহণযোগ্য। আল্লাহ্ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

উপরোক্ত হাদীছসমূহ ছাড়া বিপুল সংখ্যক হাদীছে দোযখের আযাবের কঠোরতা ও ভয়াবহতা বর্ণিত হইয়াছে।

দোযখের আগুনের তীব্রতা ও ভয়াবহতা সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ كَلَّا اِنَّهَا لَظٰى ، نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى অর্থাৎ সতর্ক হও! নিশ্চয় উহা (জাহান্নাম) লেলিহান শিখা বিশিষ্ট আগুন। উহা দেহের চামড়াকে অপসারিত করিয়া দেয় (৭০ ঃ ১৫-১৬)।

তিনি আরো বলিতেছেন ঃ

يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ ، يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِىْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ ، وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ ، كُلَّمَا اَرَادُوْا اَنْ يَّخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا ، وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ -

অর্থাৎ তাহাদের মাথার উপর গরম পানি ঢালা হইবে। তাহাদের উদরে অবস্থিত সকল বস্তু এবং তাহাদের চামড়া গলাইয়া ফেলা হইবে। আর তাহাদের জন্যে থাকিবে লোহার লাঠি। তাহারা যখন উহা ও উহার অশান্তি হইতে বাহির হইতে চাহিবে, তখন তাহাদিগকে উহার মধ্যে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে। আর তাহাদিগকে বলা হইবে- তোমরা দোযখের আযাবের স্বাদ গ্রহণ করিতে থাকো (২২ ঃ ১৯-২২)।

তিনি আরো বলিতেছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا ، كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ -

অর্থাৎ যাহারা আমার নিদর্শনসমূহকে অবিশ্বাস করিয়াছে, আমি নিশ্চয় তাহাদিগকে আগুনে প্রবিষ্ট করাইব। যখনই তাহাদের চামড়া সম্পূর্ণরূপে পুড়িয়া যাইবে, তখনই আমি উহাদের স্থলে অন্য চামড়া সৃষ্টি করিব- যাহাতে তাহারা আযাবকে যথাযথ ভাবে ভোগ করিতে পারে (৪ ঃ ৫৬)।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا - لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ অর্থাৎ তুমি তাহাদিগকে বল- তাহারা যে গরম হইতে বাঁচিবার উদ্দেশ্যে জিহাদে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া রহিয়াছে, জাহান্নামের আগুন উহা অপেক্ষা অধিকতর তীব্র। তাহারা উহা বুঝিলে বহুগুণ বেশী তীব্র দোযখের আযাব হইতে বাঁচিবার জন্যে নিশ্চয় গরমের মধ্যে আল্লাহ্‌র রাসূলের সহিত জিহাদে বাহির হইত।

বস্তুত, মুনাফিকগণ গ্রীষ্মের প্রচণ্ডতা হইতে পালাইয়া প্রচণ্ড আগুনের মধ্যে লাফাইয়া পড়িয়াছে। কবি বলেন-

عمرك بالحمية افنيته * خوفًا من البارد والحارّ -

وكان اولى لك ان تتقىَ * من المعاصى حذر النار -

فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوا مَعِىَ اَبَدًا وَّلَنْ تُقَاتِلُوْا مَعِىَ عَدُوًّا অর্থাৎ মুনাফিকগণ একবার নবী করীম (সা.)-এর সহিত যুদ্ধে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া রহিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে উক্ত কার্যের জন্যে এই শাস্তি প্রদান করিয়াছেন যে, তাহারা আল্লাহ্‌র রাসূলের সহিত আর কোন যুদ্ধে যাইতে পারিবে না। উহার কারণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাকে তাহার পাপের জন্যে শাস্তি এবং পুণ্যের জন্যে পুরস্কার দিয়া থাকেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার উপরোক্ত বিধান বর্ণনা করিতে গিয়া এইরূপে অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

وَنُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّنَذَرُهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ -

অর্থাৎ তাহারা যেরূপে প্রথমেই উহার প্রতি (কুরআন মাজীদের প্রতি) ঈমান আনে নাই, সেইরূপে আমি তাহাদের অন্তরসমূহ এবং চক্ষুসমূহ উল্টাইয়া দিব (তাহাদের অন্তরসমূহ এবং চক্ষুসমূহকে সত্য-দর্শনের অযোগ্য করিয়া দিব) আর আমি তাহাদিগকে এই অবস্থায় ছাড়িয়া রাখিব যে, তাহারা নিজেদের পাপাচারের মধ্যে থাকিয়া হয়রান পেরেশান অবস্থায় ঘুরিয়া মরিবে (৬ ঃ ১১০)। কারণ, খারাপ কাজের পরিণামে খারাপ ফল পাইবে ও ভাল কাজের পরিণামে ভাল ফল পাইবে। যেমন ঃ হুদায়বিয়ার উমরার সময়ে তিনি বলিয়াছেন ঃ

سَيَقُوْلُ الْمُخَلَّفُوْنَ اِذَا انْطَلَقْتُمْ اِلٰى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوْهَا ذَرُوْنَا نَتَّبِعْكُمْ - يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّبَدِّلُوْا كَلٰمَ اللّٰهِ قُلْ لَّنْ تَتَّبِعُوْنَا كَذٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُ -

অর্থাৎ তোমরা যখন গনীমতের মালসমূহ আনিবার জন্য উহাদের দিকে রওয়ানা হইবে, তখন ইতিপূর্বে যাহারা যুদ্ধে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া রহিয়াছে, তাহারা অচিরেই বলিবে- আমাদিগকে অনুমতি দাও- তোমাদের সঙ্গে যাই। তাহারা চাহিবে আল্লাহ্‌র বাণীকে পরিবর্তিত করিয়া দিতে। তুমি তাহাদিগকে বলিবে- তোমরা কখনো আমাদের সঙ্গে যাইতে পারিবে না। আল্লাহ্ ইতিপূর্বেই এইরূপ বিধান দিয়াছেন (৪৮ ঃ ১৫)।

فَاقْعُدُوْا مَعَ الْخَالِفِيْنَ - অতএব, যাহারা যুদ্ধে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া রহিয়াছে, তোমরা তাহাদের সহিত (বাড়ীতে) বসিয়া থাকো।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন ঃ فَاقْعُدُوْا مَعَ الْخَالِفِيْنَ অর্থাৎ অতএব যে সকল পুরুষ লোক যুদ্ধে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকে, তোমরা তাহাদের সহিত বাড়ীতে বসিয়া থাকো।

পর অবিরতভাবে ক্রন্দন করিতে থাকিবে। এক সময়ে তাহাদের চক্ষুর অশ্রু ফুরাইয়া যাইবে। অতঃপর উহা হইতে পূঁজ প্রবাহিত হইতে থাকিবে। এই অবস্থায় যুগ যুগ অতিবাহিত হইবার পর একদিন দোযখের দারোগাগণ তাহাদিগকে বলিবেন– হে হতভাগারা! যে দুনিয়াতে দুনিয়াবাসিগণ আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে রহমত লাভ করিত, সেই দুনিয়াতে থাকিয়া তোমরা ক্রন্দন করো নাই। এখন তোমরা এমন কোন ব্যক্তি পাইবা কি যাহার নিকট সাহায্য চাহিতে পারো ? তাহারা চীৎকার করিয়া জান্নাতবাসীদিগকে বলিবে– হে জান্নাতবাসিগণ! হে আমাদের মাতা-পিতা ও সন্তান-সন্ততিগণ! আমরা কবর হইতে উঠিয়াছি তৃষ্ণার্ত অবস্থায়; আমরা (হাশরের ময়দানে) দীর্ঘকাল ধরিয়া অবস্থান করিয়াছি তৃষ্ণার্ত অবস্থায়; আর আজ এখানে আমরা যুগ যুগ ধরিয়া রহিয়াছি তৃষ্ণার্ত অবস্থায়। তোমরা আমাদিগকে কিছু পানি অথবা আল্লাহ্ যাহা তোমাদিগকে রিযিক হিসাবে দান করিয়াছেন, তাহা হইতে কিছু পরিমাণ নিয়ামাত আমাদিগকে দান করো। এইরূপে তাহারা জান্নাতবাসীদিগকে চল্লিশ বৎসর ধরিয়া ডাকিতে থাকিবে; কিন্তু, কেহ তাহাদিগকে কোন উত্তর দিবে না। অতঃপর এক সময়ে (দোযখের প্রধান দারোগা) মালিক বলিবেন– তোমরা এই অবস্থায় চিরদিন অবস্থান করিবে। ইহাতে তাহারা সর্বপ্রকারের কল্যাণ ও মঙ্গল হইতে নিরাশ হইয়া পড়িবে।

(٨٣) فَإِنْ رَّجَعَكَ اللّٰهُ إِلٰى طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوْكَ لِلْخُرُوْجِ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوْا مَعِيَ أَبَدًا وَّلَنْ تُقَاتِلُوْا مَعِيَ عَدُوًّا ۖ إِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُوْدِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوْا مَعَ الْخٰلِفِيْنَ ﴿٨٣﴾

৮৩. আল্লাহ্ যদি তোমাকে উহাদের কোন দলের নিকট ফেরত আনেন এবং উহারা অভিযানে বাহির হইবার জন্যে তোমার অনুমতি প্রার্থনা করে, তখন তুমি বলিবে, তোমরা তো আমার সহিত কখনও বাহির হইবে না এবং তোমরা আমার সংগী হইয়া কখনও শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিবে না। তোমরা তো প্রত্যেক বার বসিয়া থাকাই পসন্দ কয়িছিলে; সুতরাং যাহারা পিছনে থাকে তাহাদের সহিত বসিয়াই থাক।

তাফসীর ঃ فَاِنْ رَّجَعَكَ اللّٰهُ اِلٰى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ অর্থাৎ আল্লাহ্ যদি তোমাকে তাবূকের যুদ্ধের পর একদল মুনাফিকের নিকট ফিরাইয়া লন, ...।

কাতাদা বলেন ঃ আমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে যে, উক্ত আয়াতাংশে যে এক দল মুনাফিকের বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে, তাহারা সংখ্যায় বারো জন ছিল।

فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوْا مَعِيَ اَبَدًا وَّلَنْ تُقَاتِلُوْا مَعِيَ عَدُوًّا অর্থাৎ মুনাফিকগণ একবার নবী করীম (সা.)-এর সহিত যুদ্ধে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া রহিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে উক্ত কার্যের জন্যে এই শাস্তি প্রদান করিয়াছেন যে, তাহারা আল্লাহ্‌র রাসূলের সহিত আর কোন যুদ্ধে যাইতে পারিবে না। উহার কারণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাকে তাহার পাপের জন্যে শাস্তি এবং পুণ্যের জন্যে পুরস্কার দিয়া থাকেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার উপরোক্ত বিধান বর্ণনা করিতে গিয়া এইরূপে অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

وَنُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّنَذَرُهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ -

অর্থাৎ তাহারা যেরূপে প্রথমেই উহার প্রতি (কুরআন মাজীদের প্রতি) ঈমান আনে নাই, সেইরূপে আমি তাহাদের অন্তরসমূহ এবং চক্ষুসমূহ উল্টাইয়া দিব (তাহাদের অন্তরসমূহ এবং চক্ষুসমূহকে সত্য-দর্শনের অযোগ্য করিয়া দিব) আর আমি তাহাদিগকে এই অবস্থায় ছাড়িয়া রাখিব যে, তাহারা নিজেদের পাপাচারের মধ্যে থাকিয়া হয়রান পেরেশান অবস্থায় ঘুরিয়া মরিবে (৬ ঃ ১১০)। কারণ, খারাপ কাজের পরিণামে খারাপ ফল পাইবে ও ভাল কাজের পরিণামে ভাল ফল পাইবে। যেমন ঃ হুদায়বিয়ার উমরার সময়ে তিনি বলিয়াছেন ঃ

سَيَقُوْلُ الْمُخَلَّفُوْنَ اِذَا انْطَلَقْتُمْ اِلٰى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوْهَا ذَرُوْنَا نَتَّبِعْكُمْ - يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّبَدِّلُوْا كَلَامَ اللّٰهِ قُلْ لَّنْ تَتَّبِعُوْنَا كَذَالِكَ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُ -

অর্থাৎ তোমরা যখন গনীমতের মালসমূহ আনিবার জন্য উহাদের দিকে রওয়ানা হইবে, তখন ইতিপূর্বে যাহারা যুদ্ধে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া রহিয়াছে, তাহারা অচিরেই বলিবে– আমাদিগকে অনুমতি দাও– তোমাদের সঙ্গে যাই। তাহারা চাহিবে আল্লাহ্‌র বাণীকে পরিবর্তিত করিয়া দিতে। তুমি তাহাদিগকে বলিবে– তোমরা কখনো আমাদের সঙ্গে যাইতে পারিবে না। আল্লাহ্ ইতিপূর্বেই এইরূপ বিধান দিয়াছেন (৪৮ ঃ ১৫)।

فَاقْعُدُوْا مَعَ الْخَالِفِيْنَ – অতএব, যাহারা যুদ্ধে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া রহিয়াছে, তোমরা তাহাদের সহিত (বাড়ীতে) বসিয়া থাকো।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন ঃ فَاقْعُدُوْا مَعَ الْخَالِفِيْنَ অর্থাৎ অতএব যে সকল পুরুষ লোক যুদ্ধে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকে, তোমরা তাহাদের সহিত বাড়ীতে বসিয়া থাকো।

কাতাদা (র.) বলেন ঃ فَاقْعُدُوْا مَعَ الْخَالِفِيْنَ অর্থাৎ অতএব তোমরা মহিলাদের সহিত যাহারা যুদ্ধে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকে, তাহাদের মত বাড়ীতে বসিয়া থাকো।

ইমাম ইব্ন জারীর বলেন– কাতাদা কর্তৃক বর্ণিত উক্ত তাফসীর সঠিক নহে। কারণ, এখানে الخالفين শব্দটি ين (ইয়া ও নূন) - এই বর্ণদ্বয়ের সংযোগে গঠিত বহুবচন শব্দ। উক্ত বর্ণদ্বয় উহার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে উহাকে বহুবচন করিবার জন্যে। যে শব্দের সহিত বহুবচন চিহ্ন হিসাবে ين - সংযুক্ত হয়, উহা স্ত্রী-লিঙ্গবাচক শব্দ হয় না; বরং উহা পুং-লিঙ্গবাচক শব্দ হইয়া থাকে। অতএব, الخالفين শব্দটি স্ত্রী-লিঙ্গবাচক শব্দ হইতে পারে না। এখানে বাড়ীতে বসা স্ত্রীলোকদিগকে বুঝাইতে চাহিলে আল্লাহ্ তা'আলা الخالفين শব্দটি ব্যবহার না করিয়া الخوالف শব্দটি অথবা الخالفات শব্দটি ব্যবহার করিতেন।

উপরোক্ত পরিপ্রেক্ষিতে ইব্ন আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত তাফসীরই সঠিক ও শুদ্ধ বলিয়া প্রমাণিত হয়।

(٨٤) وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ ۭ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا وَهُمْ فٰسِقُوْنَ ○

৮৪. উহাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে তুমি কখনও উহার জন্য জানাযার নামায পড়িবে না এবং উহার কবর- পার্শ্বে দাঁড়াইবে না। উহারা তো আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলকে অস্বীকার করিয়াছিল এবং পাপাচারী অবস্থায় উহাদের মৃত্যু হইয়াছে।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ হে রাসূল! কোন মুনাফিক মরিয়া গেলে তুমি কখনো তাহার নামাযই জানাযাও পড়িবে না এবং তাহার জন্যে দু'আ করিবার উদ্দেশ্যে তাহার কবরের পার্শ্বেও দাঁড়াইবে না। কারণ, এইরূপ ব্যক্তিগণ আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি কুফরী করিয়াছে এবং কাফির অবস্থায়ই মরিয়াছে।

আলোচ্য আয়াত নাযিল হইবার উপলক্ষ যদিও মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূল, তথাপি উহাতে বর্ণিত বিধান সকল মুনাফিকের (যাহাদের মুনাফিক হইবার বিষয় জানা যায়) প্রতি প্রযোজ্য হইবে।

ইমাম বুখারী (র.)— — — —ইব্ন উমর (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাইর মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ নবী করীম (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া আবেদন জানাইল, তিনি যেন নিজের জামাটি তাহাকে প্রদান করেন, যাহাতে সে উহাকে তাহার পিতার কাফন বানাইতে পারে। নবী করীম (সা.) তাহাকে উহা প্রদান করিলেন। অতঃপর সে আবেদন জানাইল– তিনি যেন তাহার পিতার জানাযা নামায পড়েন। ইহাতে নবী করীম (সা.) তাহার জানাযা নামায পড়িতে যাইবার জন্যে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ইহা দেখিয়া উমর (রা.) উঠিয়া নবী করীম (সা.)-এর গায়ের চাদর টানিয়া ধরিয়া বলিলেন– হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্ আপনাকে তাহার জানাযা নামায পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন; তথাপি আপনি তাহার জানাযা নামায পড়িবেন ? নবী করীম (সা.) বলিলেন– আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তাহার নামাযে জানাযা পড়িতে নিষেধ করেন নাই; বরং তিনি আমাকে উহা পড়া ও না পড়া– উভয়ের যে কোনটি করিবার জন্যে অনুমতি দিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ، اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ -

(তাহাদের জন্যে তোমার ইস্তিগফার করা ও না করা সমান। যদি তুমি তাহাদের জন্যে সত্তর বারও ইস্তিগফার কর, তথাপি আল্লাহ্ তাহাদিগকে কখনো ক্ষমা করিবেন না। আমি তাহাদের জন্যে সত্তর বার অপেক্ষা অধিকতর সংখ্যক বার ইস্তিগফার করিব (৯ ঃ ৮০)। ইহাতে উমর (রা.) বলিলেন– সে তো নিশ্চয় মুনাফিক। অতঃপর নবী করীম (সা.) আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাইর নামায-ই জানাযা পড়িলেন। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

وَلَا تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا -

ইমাম মুসলিমও উক্ত রিওয়ায়েত আবূ উসামা হাম্মাদ ইব্ন উসামা হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। তেমনি ইমাম বুখারী (র.) উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমর আমরী হইতে ঊর্ধ্বতন সনদে উহা বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে উল্লেখ আছে– অতঃপর নবী করীম (সা.) আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাইর নামাযে জানাযা পড়িলেন এবং আমরা ও নবী করীম (সা.)-এর সহিত তাহার নামাযে জানাযা পড়িলাম।

ইমাম আহ্মদ (র.) উক্ত রিওয়ায়েত উপরোক্ত ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ আল-কাত্তানের সূত্রে উবায়দুল্লাহ্ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

স্বয়ং উমর (রা.) হইতে উপরোক্ত রিওয়ায়েতের প্রায় অনুরূপ একটি রিওয়ায়েত বর্ণিত রহিয়াছে। ইমাম আহমদ (র.) — — — — উমর (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাইর মৃত্যু হইলে নবী করীম (সা.)-কে তাহার নামাযে জানাযা পড়িবার জন্যে অনুরোধ করা হইল। ইহাতে তিনি তাহার নামাযে জানাযা পড়িবার জন্যে তাহার লাশের নিকট গমন করিলেন। নবী করীম (সা.) তাহার লাশ সম্মুখে রাখিয়া নামাযে জানাযা পড়িবার জন্যে প্রস্তুত হইলে আমি নবী করীম (সা.)-এর সম্মুখে গিয়া বলিলাম– হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র যে শত্রু আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই অমুক অমুক দিন অমুক অমুক কথা বলিয়াছে, আপনি তাহার নামাযে জানাযা পড়িবেন ? নবী করীম (সা.) আমার কথা শুনিয়া মুচকি হাসি হাসিতেছিলেন। উক্ত কথাটি কয়েক বার আমার বলিবার পর তিনি বলিলেন– হে উমর! সরিয়া যাও। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তাহার নামাযে জানাযা পড়া ও না পড়া– এই উভয়ের অনুমতি দিয়াছেন। আমি তাহার নামাযে জানাযা পড়াকে বাছিয়া লইয়াছি। আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَاتَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ـ

যদি আমি জানিতে পারি যে, আমি তাহার জন্যে সত্তর বারের বেশী বার ইস্তিগফার করিলে আল্লাহ্ তাহাকে ক্ষমা করিবেন, তবে নিশ্চয় তাহার জন্যে সত্তর বারের বেশী বার ইস্তিগফার করিব। অতঃপর নবী করীম (সা.) তাহার নামাযে জানাযা পড়িলেন এবং তাহার লাশের পশ্চাতে চলিয়া তাহার কবর পর্যন্ত গেলেন। সেখানে তিনি তাহার লাশ দাফন করিবার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অবস্থান করিলেন। পরে আমি আল্লাহ্র রাসূলের উপর আমার দুঃসাহস দেখাইবার কার্যে বিস্মিত হইলাম। আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলই তো অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী। এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরই আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় নাযিল করিলেন ঃ

وَلَاتُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا ـ

অতঃপর নবী করীম (সা.) কোন দিন কোন মুনাফিকের নামাযে জানাযাও পড়েন নাই এবং (তাহার জন্যে দু'আ করিবার উদ্দেশ্যে) তাহার কবরের পার্শ্বেও দাঁড়ান নাই।

উক্ত রিওয়ায়েত ইমাম তিরমিযীও 'তাফসীর' অধ্যায়ে মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাকের সূত্রে যুহরী (র.) হইতে অভিন্ন উর্দ্ধতন বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি মন্তব্য করিয়াছেন– উহার সনদ সহীহ্ ও গ্রহণযোগ্য (حسن صحيح)। ইমাম বুখারী অনুরূপ একটি হাদীছ যুহরী (র.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী উহার শেষাংশকে এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ উমর (রা.) বলেন যে, নবী করীম (সা.) বলিলেন– হে

উমর! সরিয়া যাও। উক্ত কথাটি কয়েক বার আমার বলিবার পর নবী করীম (সা.) বলিলেন– আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তাহার নামাযে জানাযা পড়া ও না পড়া – এই উভয়ের অনুমতি দিয়াছেন। আমি তাহার নামাযে জানাযা পড়াকে বাছিয়া লইয়াছি। যদি আমি জানিতে পারি যে, আমি তাহার জন্যে সত্তর বারের বেশী বার ইস্তিগফার করিলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে ক্ষমা করিবেন, তবে নিশ্চয় তাহার জন্যে সত্তর বারের বেশী বার ইস্তিগফার করিব।

অতঃপর নবী করীম (সা.) তাহার নামাযে জানাযা পড়িলেন। নামাযে জানাযা পড়িয়া তাঁহার ফিরিয়া আসিবার অল্পক্ষণ পর আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় নাযিল করিলেন ঃ

وَلَاتُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا ـ

পরে আমি আল্লাহ্র রাসূলের প্রতি আমার দুঃসাহস দেখাইবার কার্যে বিস্মিত হইলাম। আল্লাহ্র রাসূলই তো অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

ইমাম আহমদ (র.)– — — — জাবির (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাইর মৃত্যুর পর তাহার পুত্র নবী করীম (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল– হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি আমার পিতার নিকট না গেলে লোকে ইহার জন্যে আমাদিগকে সর্বদা লজ্জা দিবে। ইহাতে নবী করীম (সা.) তাহার নিকট আগমন করিলেন। নবী করীম (সা.) দেখিলেন– তাহার পৌঁছিবার পূর্বেই আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাইর লাশ কবরস্থ করা হইয়া গিয়াছে। নবী করীম (সা.) লোকদিগকে বলিলেন– তোমরা তাহাকে কবরস্থ করিবার পূর্বেই আমাকে এখানে আনিলে না কেন ? ইহাতে লোকেরা তাহার লাশ কবর হইতে বাহির করিল। নবী করীম (সা.) তাহার আপাদমস্তক সর্ব শরীরে স্বীয় পবিত্র মুখের লালা লাগাইলেন এবং নিজের জামাটি তাহাকে পরাইলেন।

ইমাম নাসাঈ (র.) উক্ত রিওয়ায়েত আবদুল মালিক ইব্ন আবূ সুলায়মানের সূত্রে অভিন্ন উর্দ্ধতন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী– — — — জাবের ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই, লাশের দাফন কার্য শেষ হইবার পর নবী করীম (সা.) তাহার কবরের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার লাশ কবর হইতে বাহির করাইয়া নিজের দুই হাঁটুর উপর উহাকে রাখিলেন এবং পবিত্র মুখের থু থু উহাতে লাগাইয়া উহাকে নিজের জামাটি পরাইলেন। আল্লাহ্ই অধিকতম জ্ঞানের

অধিকারী। উক্ত রিওয়ায়েত ইমাম মুসলিম এবং ইমাম নাসাঈও উপরোক্ত রাবী সুফিয়ান ইব্ন উইয়াইনার মাধ্যমে একাধিক সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ বকর বায্যার (র.)— — — —জাবির (রা.) হইতে স্বীয় 'মুস্নাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন যে, জাবির (রা.) বলেন ঃ মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই মদীনাতে মরিবার পূর্বে ওসীয়াত করিয়া গেল যে, নবী করীম (সা.) যেন তাহার নামাযে জানাযা পড়েন। তাহার মৃত্যুর পর নবী করীম (সা.) নিজের জামাটি তাহাকে পরাইলেন এবং তাহার নামাযে জানাযা পড়িলেন। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

وَلَا تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا -

আবূ বকর বায্যার (র.)— — — —জাবির (রা.) হইতে স্বীয় 'মুসনাদ' সংকলনে বর্ণনা করিয়াছেন যে, জাবির (রা.) বলেন ঃ মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই মৃত্যুর পূর্বে ওসীয়াত করিয়া গেল যে, নবী করীম (সা.) যেন তাহার নামাযে জানাযা পড়েন। তাহার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র নবী করীম (সা.)-এর নিকট আসিয়া বলিল– আমার পিতা মৃত্যুর পূর্বে ওসীয়াত করিয়া গিয়াছে যে, তাহাকে যেন আপনার জামা পরিধান করাইয়া দাফন করা হয়। নবী করীম (সা.) নিজের জামা খুলিয়া আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবার পুত্রের হাতে দিলেন। অতঃপর তিনি তাহার লাশের নিকট গিয়া তাহার নামাযে জানাযা পড়িলেন এবং তাহার কবরের কাছে দাঁড়াইয়া তাহার জন্যে দু'আ করিলেন। এই ঘটনার পর জিবরাঈল (আ.) নবী করীম (সা.)-এর নিকট নিম্নোক্ত আয়াত লইয়া উপস্থিত হইলেন ঃ

وَلَا تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا -

উক্ত রিওয়ায়েত দুইটির সনদে কোন দুর্বলতা নাই। ইতিপূর্বে উল্লেখিত রিওয়ায়েত উক্ত রিওয়ায়েত দুইটিতে বর্ণিত বিষয়ের অনুরূপ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম তাবারী (র.)— — — — আনাস (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাইর মৃত্যুর পর নবী করীম (সা.) তাহার নামাযে জানাযা পড়িতে গেলে জিবরাঈল (আ.) নবী করীম (সা.)-এর কাপড় টানিয়া ধরিয়া বলিলেন ঃ

وَلَا تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا -

উক্ত রিওয়ায়েত হাফিজ আবূ ইয়া'লা স্বীয় 'মুসনাদ' সংকলনে ইয়াযীদ রক্কাশীর মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত ইয়াযীদ রক্কাশী একজন দুর্বল রাবী।

কাতাদা (র.) বলেন– মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই মুমূর্ষু অবস্থায় নবী করীম (সা.)-কে তাহার নিকট যাইবার জন্যে অনুরোধ জানাইয়া সংবাদ পাঠাইল। নবী করীম (সা.) তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিলেন– ইয়াহূদী জাতির প্রতি তোমার ভালবাসা তোমাকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। সে বলিল– হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আপনাকে এই জন্যে সংবাদ দিয়া আনাই নাই যে, আপনি আমাকে তিরস্কার করিবেন; বরং আমি আপনাকে শুধু এই জন্যে সংবাদ দিয়া আনাইয়াছি যে, আপনি আমার জন্যে ইস্তিগফার করিবেন। অতঃপর সে নবী করীম (সা.)-এর নিকট আবেদন জানাইল– তিনি যেন তাহাকে তাঁহার জামাটি প্রদান করেন– যাহাতে উহা তাহাকে কাফন হিসাবে পরিধান করানো হয়। নবী করীম (সা.) তাহাকে উহা প্রদান করিলেন এবং তিনি তাহার নামাযে-জানাযা পড়িলেন ও তাহার কবরের কাছে দাঁড়াইয়া তাহার জন্যে দু'আ করিলেন। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

وَلَا تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا -

জনৈক পূর্বসূরী আলিম উল্লেখ করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা.) এই কারণে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাইকে নিজের জামা কাফন হিসাবে প্রদান করিয়াছিলেন যে, নবী করীম (সা.)-এর চাচা আব্বাস (রা.)-এর মদীনায় আসিবার পর তাঁহার জন্যে একটি জামার ব্যবস্থা করিবার জন্যে চেষ্টা করা হইতেছিল; দেখা গেল আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাইর জামা ছাড়া অন্য কাহারো জামা আব্বাস (রা.)-এর গায়ে লাগিতেছে না। উল্লেখযোগ্য যে আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ছিল (আব্বাস (রা.)-এর ন্যায়) একজন দীর্ঘকায় ও স্থূলাবয়ব ব্যক্তি। আব্বাস (রা.)-এর জন্যে তাহার নিকট হইতে একটি জামা গ্রহণ করা হইয়াছিল। নবী করীম (সা.) তাহার সেই জামাটির পরিবর্তে নিজের জামাটি কাফন হিসাবে তাহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। আল্লাহ্ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

আলোচ্য আয়াত নাযিল হইবার পর নবী করীম (সা.) কোন মুনাফিকের জানাযা নামায পড়েন নাই এবং কোন মুনাফিকের কবরের কাছে দাঁড়াইয়া তাহার জন্যে দু'আও করেন নাই।

ইমাম আহমদ (র.)— — — —আবূ কাতাদা (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'তিনি বলেন যে– নবী করীম (সা.)-কে কোন লোকের জানাযা নামায পড়িবার জন্যে অনুরোধ জানানো হইলে তিনি লোকদের নিকট তাহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেন। লোকে তাহার সম্বন্ধে প্রশংসামূলক উক্তি করিলে তিনি তাহার জানাযা পড়িতেন। লোকে

তাহার সম্বন্ধে ভিন্নরূপ উক্তি করিলে নবী করীম (সা.) মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনকে বলিতেন 'উহার বিষয়ে তোমরা যাহা করিবা তাহা কর।' তিনি এইরূপ ব্যক্তির জানাযা পড়িতেন না। উমর (রা.) ততক্ষণ কোন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির জানাযা পড়িতেন না– যতক্ষণ না হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামান (রা.) তাহার জানাযা নামায পড়িতেন। হুযায়ফা (রা.)-এর উপর তাঁহার এইরূপ আস্থাবান হইবার কারণ এই যে, তিনি মুনাফিকদিগকে চিনিতেন। নবী করীম (সা.) তাঁহার নিকট প্রত্যেক মুনাফিককে স্বতন্ত্রভাবে পরিচিত ও পরিজ্ঞাত করিয়া দিয়াছিলেন। এই কারণেই তাঁহাকে 'নবী করীম (সা.)-এর গোপন কথার – আমানতদার নামে অভিহিত করা হইত।'

আবূ উবায়েদ 'কিতাবুল- গরীব' নামক গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেনঃ 'একদা উমর (রা.) এক ব্যক্তির জানাযা পড়িবার জন্যে প্রস্তুত হইলে হুযায়ফা (রা.) তাঁহাকে মৃদু চিমটি কাটিয়া উহা হইতে নিবৃত্ত থাকিতে ইঙ্গিত করিলেন।'

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের জানাযা নামায পড়িতে এবং তাহাদের কবরের কাছে দাঁড়াইয়া তাহাদের জন্যে ইসতিগফার করিতে নবী করীম (সা.) তথা মু'মিনদিগকে নিষেধ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মু'মিন ব্যক্তির জানাযা নামায পড়া এবং তাহার কবরের কাছে দাঁড়াইয়া তাহার জন্যে ইসতিগফার করা অত্যন্ত নেকী ও সাওয়াবের কাজ। আবূ হুরায়রা (রা.) হইতে সিহাহ্ সিত্তাহ্‌সহ বিভিন্ন হাদীছগ্রন্থে বর্ণিত রহিয়াছে যে, আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন ঃ একদা নবী করীম (সা.) বলিলেন– 'যে ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তির জানাযা নামায পড়ে, সে ব্যক্তি এক কীরাত পরিমাণে নেকী লাভ করে আর যে ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তির জানাযা পড়ে এবং তাহার দাফন কার্যে শরীক হয়, সে ব্যক্তি দুই কীরাত পরিমাণে নেকী লাভ করে।' জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করিল– দুই কীরাত কী ? নবী করীম (সা.) বলিলেন– দুই কীরাত-এর ক্ষুদ্রতর কীরাত উহুদ পাহাড়ের সমান।'

আবূ দাউদ (র.) — — — —উছমান রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, 'তিনি বলেন ঃ নবী করীম (সা.) যখন কোন মৃত ব্যক্তির দাফন-কার্য শেষ করিতেন, তখন তাহার কবরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সাহাবীদিগকে বলিতেন– তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্যে ইসতিগফার কর এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দু'আ কর তিনি যেন তাহাকে ঈমানের উপর দৃঢ় ও অবিচল রাখেন। এখনই তাহার নিকট প্রশ্ন করা হইবে।'

উক্ত রিওয়ায়েত শুধু ইমাম আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন।

(٨٥) وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم
بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ○

৮৫. সুতরাং উহাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাকে যেন বিমুগ্ধ না করে, আল্লাহ্ তো উহার দ্বারাই উহাদিগকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চাহেন ; উহারা কাফির থাকা অবস্থায় উহাদের আত্মা দেহ-ত্যাগ করিবে।

তাফসীর ঃ এই আয়াতের অনুরূপ একটি আয়াতের তাফসীর ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার প্রাপ্য এবং সকল দয়া ও কৃপা তাঁহারই নিকট হইতে আগত।

(٨٦) وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ
اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ ○
(٨٧) رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ
فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ○

৮৬. আল্লাহে ঈমান আন এবং রাসূলের সংগী হইয়া জিহাদ কর এই মর্মে যখন কোন সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন উহাদের মধ্যে যাহাদের শক্তিসামর্থ্য আছে তাহারা তোমার নিকট অব্যাহতি চাহে এবং বলে, 'আমাদিগকে রেহাই দাও, যাহারা বসিয়া থাকে আমরা তাহাদের সংগেই থাকিব।

৮৭. উহারা অন্তঃপুরবাসিনীদের সংগে অবস্থান করাই পসন্দ করিয়াছে এবং উহাদের অন্তর মোহর করা হইয়াছে ; ফলে উহারা বুঝিতে পারে না।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা যাহারা জিহাদে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকে, তাহাদের প্রতি নিন্দা প্রকাশ করিতেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন– 'আল্লাহ্ তা'আলা যখন এই আদেশ দিয়া কোন সূরা নাযিল করেন যে, তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনো এবং তাঁহার রাসূলের সহিত থাকিয়া জিহাদ কর, তখন মুনাফিকদের মধ্য হইতে সামর্থ্যবান লোকগণও বাড়ীতে বসিয়া থাকিবার জন্যে তোমার নিকট অনুমতি চায় এবং বলে– 'আমাদিগকে যুদ্ধে না গিয়া বাড়ীতে থাকিতে অনুমতি দিন।' তাহারা স্ত্রীলোকদের সহিত বাড়ীতে বসিয়া থাকাই পসন্দ করে। বস্তুত তাহাদের কার্যের ফলে তাহাদের অন্তরে মোহর মারিয়া দেওয়া হইয়াছে। অতএব, কিসে তাহাদের কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে এবং কিসে তাহাদের অকল্যাণ নিহিত রহিয়াছে, তাহা তাহারা বুঝিবে না।'

মুনাফিকগণ হইতেছে বাক-সর্বস্ব ভীরু জাতি। যখন যুদ্ধে যাইবার প্রয়োজন থাকেন না, তখন মৌখিক বীরত্ব প্রদর্শনে ইহাদের জুড়ী থাকে না। আবার যখন যুদ্ধে যাইবার প্রয়োজন আসিয়া পড়ে, তখন ভীরুতা ও কাপুরুষতায়ও ইহাদের জুড়ী থাকে না। ইহাদের উক্ত চরিত্রের বর্ণনা দিতে গিয়া আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

فَاذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ تَدُوْرُ اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِىْ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَاذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ –

"যখন (যুদ্ধ ইত্যাদি) ভীতিকর অবস্থা উপস্থিত হয়, তখন তুমি তাহাদিগকে দেখিবে যে, তাহারা তোমার দিকে মুমূর্ষ ব্যক্তির ন্যায় চোখ উল্টাইয়া তাকাইতেছে। ভীতিকর অবস্থার অবসান ঘটিবার পর তাহারা তীক্ষ্ম ভাষায় তোমাদিগকে আক্রমণ করে (৩৩ ঃ ১৯)।

কবি বলেন–

افى اسلم اعيار جفاءً وغلظةً × وفى الحرب اشباه النساء الفوارك

অর্থাৎ শান্তির সময়ে অত্যাচার ও রুক্ষতায় অগ্রগামী আর যুদ্ধের সময়ে স্বামী-বিদ্বেষী স্ত্রীলোকের ন্যায় (যুদ্ধ-বিমুখ)?

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলিতেছেন ঃ

وَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْلاَ نُزِّلَتْ سُوْرَةٌ ، فَاذَا اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَّذُكِرَ فِيْهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يَّنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِىِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَاَوْلٰى لَهُمْ، طَاعَةٌ وَّ قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ فَاِذَا عَزَمَ الْاَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ –

"যাহারা ঈমান আনিয়াছে, তাহারা বলে– কেন (যুদ্ধাদেশ পূর্ণ) কোন সূরা নাযিল হয় না ? অতঃপর যখন কোন সূরা নাযিল হয় এবং উহাতে যুদ্ধের উল্লেখ থাকে তখন যাহাদের অন্তরে ব্যাধি রহিয়াছে তাহাদিগকে তুমি দেখিয়া থাকো যে, তাহারা মুমূর্ষু ব্যক্তির ন্যায় (চোখ ঘুরাইয়া) তোমার প্রতি তাকায়। তাহারা ধ্বংসে নিপতিত হইয়াছে। আনুগত্য ও ন্যায় কথা হইতেছে তাহাদের জন্যে মঙ্গলজনক। যখন বিষয়টি (অর্থাৎ জিহাদ) ফরয হইয়াছে, তখন যদি তাহারা আল্লাহ্‌র সহিত সততাপূর্ণ আচরণ করিত, তবে উহা তাহাদের জন্যে মঙ্গল-জনক হইত (৪৭ ঃ ২০-২১)।"

আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ وَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ অর্থাৎ আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়া আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের অভিযানে অংশগ্রহণ না করার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের অন্তরে মোহর লাগাইয়া দিয়াছেন।

فَهُمْ لاَ يَفْقَهُوْنَ অর্থাৎ তাহারা কিসে ভাল হইবে আর কিসে মন্দ হইবে সেই বুঝ হারাইয়া ফেলিয়াছে। ফলে তাহারা কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে ও অকল্যাণের পথ হতে বিরত থাকিতে পারিতেছে না।

(৮৮) لٰكِنِ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ط وَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْخَيْرٰتُ ز وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○

(৮৯) اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

৮৮. কিন্তু রাসূল এবং তাহার সংগে যাহারা ঈমান আনিয়াছিল, তাহারা নিজ সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করিয়াছে ; উহাদের জন্যই কল্যাণ আছে এবং উহারাই সফলকাম।

৮৯. আল্লাহ্ উহাদের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন জান্নাত, যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে। ইহাই মহাসাফল্য।

তাফসীর ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুনাফিকদের কার্যাবলী বর্ণনা, তাহাদের প্রতি নিন্দা প্রকাশ ও তাহাদের কার্যাবলীর কুফল বর্ণনা করিবার পর আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূল ও অন্যান্য মু'মিনের কার্যকে প্রশংসা সহকারে উল্লেখ করত তাহাদিগকে তাহাদের জন্যে নির্ধারিত আখিরাতের মহা পুরস্কারের সুসংবাদ দিতেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন– কিন্তু, আল্লাহ্ রাসূল এবং তাঁহার সহিত যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা নিজেদের জান-মাল দিয়া আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করিয়াছে। আর তাহাদের জন্যে আখিরাতে রহিয়াছে নানাবিধ পুরস্কার। আর তাহারাই হইতেছে কামিয়াব ও সফল মনোরথ। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের জন্যে এইরূপ জান্নাতসমূহ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, যাহার নিম্নদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। তাহারা সেখানে চিরদিন বাস করিবে। বস্তুত উহা হইতেছে বিরাট কৃতকার্যতা।

(৯০) وَجَآءَ الْمُعَذِّرُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِيْنَ كَذَبُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ط سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

৯০. বেদুঈনদের মধ্যে কিছু লোক অজুহাত পেশ করিয়া অব্যাহতি প্রার্থনার জন্য আসিল এবং তাহারা আল্লাহকে ও তাঁহার রাসূলকে মিথ্যা কথা বলিয়া বসিয়া রহিল। উহাদের মধ্যে যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহাদের মর্মন্তুদ শাস্তি হইবে।

তাফসীর ঃ অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এইরূপ কতগুলি বেদুঈন লোকের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন যাহারা সত্যই জিহাদে যাইতে সমর্থ ছিল না। তাহারা আল্লাহ্র রাসূলের নিকট উপস্থিত হইয়া নিজেদের অসামর্থ্যের বিষয় তাঁহার নিকট পেশ করিয়া জিহাদে না যাইবার জন্যে অনুমতি লইয়াছিল। তাহারা ছিল মদীনার চতুর্পার্শ্বস্থ এলাকার গ্রামের অধিবাসী। আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের বিষয় উল্লেখ করিবার পর এইরূপ একদল বেদুঈন লোকের বিষয়ও উল্লেখ করিয়াছেন যাহারা কোন ওযর না থাকা সত্ত্বেও জিহাদে যায় নাই এবং জিহাদে না যাইবার বিষয়ে আল্লাহ্র রাসূলের নিকট অনুমতি লইতেও আসে নাই। আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে দোযখের কঠিন শাস্তি সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।

وَجَاءَ الْمُعَذِّرُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ - অর্থাৎ গ্রাম্য লোকদের মধ্য হইতে কিছুসংখক অসামর্থ্য প্রকাশক লোক অনুমতি লাভ করিবার উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছে।

ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে যাহ্হাক (র.) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) উপরোক্ত আয়াতাংশের অন্তর্গত المعذرون শব্দটিকে المعذرون রূপে অর্থাৎ যা... বর্ণটিকে তাশদীদ না দিয়া পড়িতেন। উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলিতেন– উহাতে যাহাদের বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে, তাহারা সত্যই জিহাদে যাইতে অসমর্থ ছিল। ইব্ন উয়াইনা — — — —মুজাহিদ (র.) হইতে উক্ত আয়াতাংশের উপরোক্ত ব্যাখ্যার অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন ইসহাক (র.) বলেন আমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে যে, উক্ত আয়াতাংশে যাহাদের বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে তাহারা ছিল বনূ গিফার অর্থাৎ খিফাফ ইব্ন ঈমা ইব্ন রাহযার গোত্রের একদল লোক।

তেমনি মুজাহিদ (র.) হইতে ইব্ন জবাহা বর্ণনা করিয়াছেন যে মুজাহিদ (র.) বলেন ঃ উপরোক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা যাহাদের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন, তাহারা ছিল গিফার গোত্রের একদল মিথ্যা অজুহাত প্রদর্শক লোক। তাহারা নবী করীম (সা.)-এর নিকট আসিয়া মিথ্যা ওযর দেখাইয়া জিহাদে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকিবার জন্যে অনুমতি চাহিয়াছিল। উক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের প্রতি নিন্দা প্রকাশ করিয়াছেন। হাসান, কাতাদা এবং মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র.)ও উক্ত আয়াতাংশের উপরোক্ত ব্যাখ্যার অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

আমি (গ্রন্থকার) বলিতেছি আলোচ্য আয়াতাংশের প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাই সঠিক ও গ্রহণযোগ্য। কারণ, যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি অবাধ্য ছিল তাহাদের বিষয় আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতাংশের অব্যবহিত পর উল্লেখ করিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতাংশের অব্যবহিত পর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَقَعَدَ الَّذِيْنَ كَذَبُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ অর্থাৎ আরেক দল গ্রাম্য লোক যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান বিরোধী কাজ করিয়াছে ও ওযর প্রদর্শন করিতে না আসিয়া বাড়ীতে বসিয়া রহিয়াছে।

(৯১) لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاۤءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضٰى وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ اِذَا نَصَحُوْا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ؕ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۙ

(৯২) وَّلَا عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَاۤ اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَاۤ اَجِدُ مَاۤ اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ۪ تَوَلَّوْا وَّاَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ ؕ

(৯৩) اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ وَهُمْ اَغْنِيَاۤءُ ۚ رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ ۙ وَطَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

৯১. যাহারা দুর্বল, যাহারা পীড়িত এবং যাহারা অর্থ সাহায্যে অসমর্থ, তাহাদের কোন অপরাধ নাই, যদি আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি তাহাদের অবিমিশ্র অনুরাগ থাকে। যাহারা সৎকর্ম-পরায়ণ তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন হেতু নাই; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৯২. উহাদিগেরও কোন অপরাধ নাই যাহারা তোমার নিকট বাহনের জন্যে আসিলে তুমি বলিয়াছিলে, তোমাদের জন্য কোন বাহন আমি পাইতেছি না; উহারা অর্থব্যয়ে অসামর্থ্যজনিত দুঃখে অশ্রুবিগলিত নেত্রে ফিরিয়া গেল।

৯৩. যাহারা অভাবমুক্ত থাকিয়াও অব্যাহতি প্রার্থনা করিয়াছে, অবশ্যই উহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের হেতু আছে। উহারা অন্তঃপুরবাসিনীদিগের সহিত থাকাই পসন্দ করিয়াছিল ; আল্লাহ্ উহাদের অন্তর মোহর করিয়া দিয়াছেন, ফলে উহারা বুঝিতে পারে না।

৯০. বেদুঈনদের মধ্যে কিছু লোক অজুহাত পেশ করিয়া অব্যাহতি প্রার্থনার জন্য আসিল এবং তাহারা আল্লাহকে ও তাঁহার রাসূলকে মিথ্যা কথা বলিয়া বসিয়া রহিল। উহাদের মধ্যে যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহাদের মর্মন্তুদ শাস্তি হইবে।

তাফসীর ঃ অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এইরূপ কতগুলি বেদুঈন লোকের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন যাহারা সত্যই জিহাদে যাইতে সমর্থ ছিল না। তাহারা আল্লাহ্র রাসূলের নিকট উপস্থিত হইয়া নিজেদের অসামর্থ্যের বিষয় তাঁহার নিকট পেশ করিয়া জিহাদে না যাইবার জন্যে অনুমতি লইয়াছিল। তাহারা ছিল মদীনার চতুর্স্পার্শ্বস্থ এলাকার গ্রামের অধিবাসী। আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের বিষয় উল্লেখ করিবার পর এইরূপ একদল বেদুঈন লোকের বিষয়ও উল্লেখ করিয়াছেন যাহারা কোন ওযর না থাকা সত্ত্বেও জিহাদে যায় নাই এবং জিহাদে না যাইবার বিষয়ে আল্লাহ্র রাসূলের নিকট অনুমতি লইতেও আসে নাই। আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে দোযখের কঠিন শাস্তি সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।

وَجَاءَ الْمُعَذِّرُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ - অর্থাৎ গ্রাম্য লোকদের মধ্য হইতে কিছুসংখক অসামর্থ্য প্রকাশক লোক অনুমতি লাভ করিবার উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছে।

ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে যাহ্হাক (র.) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) উপরোক্ত আয়াতাংশের অন্তর্গত المعذرون শব্দটিকে المعذرون রূপে অর্থাৎ যা্ বর্ণটিকে তাশদীদ না দিয়া পড়িতেন। উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলিতেন– উহাতে যাহাদের বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে, তাহারা সত্যই জিহাদে যাইতে অসমর্থ ছিল। ইব্ন উয়াইনা — — — —মুজাহিদ (র.) হইতে উক্ত আয়াতাংশের উপরোক্ত ব্যাখ্যার অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন ইসহাক (র.) বলেন আমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে যে, উক্ত আয়াতাংশে যাহাদের বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে তাহারা ছিল বনূ গিফার অর্থাৎ খিফাফ ইব্ন ঈমা ইব্ন রাহযার গোত্রের একদল লোক।

তেমনি মুজাহিদ (র.) হইতে ইব্ন জবাহ্য বর্ণনা করিয়াছেন যে মুজাহিদ (র.) বলেন ঃ উপরোক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা যাহাদের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন, তাহারা ছিল গিফার গোত্রের একদল মিথ্যা অজুহাত প্রদর্শক লোক। তাহারা নবী করীম (সা.)-এর নিকট আসিয়া মিথ্যা ওযর দেখাইয়া জিহাদে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকিবার জন্যে অনুমতি চাহিয়াছিল। উক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের প্রতি নিন্দা প্রকাশ করিয়াছেন। হাসান, কাতাদা এবং মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র.)ও উক্ত আয়াতাংশের উপরোক্ত ব্যাখ্যার অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

স্ত্রীলোকদের ন্যায় বাড়ীতে বসিয়া থাকিয়া তাহাদের দলভুক্ত হওয়াই পসন্দ করে। তাহাদের কার্যের ফলে আল্লাহ্ তাহাদের অন্তরে মোহর মারিয়া দিয়াছেন। ফলে কিসে তাহাদের কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে এবং কিসে তাহাদের অকল্যাণ নিহিত রহিয়াছে– তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না।

সুফিয়ান ছাওরী (র.)— — — আবূ ছুমামা (রা.) হইত বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ একদা ঈসা (আ.)-এর শিষ্য হাওয়ারিগণ তাঁহাকে বলিলেন– হে রূহুল্লাহ্! আল্লাহ্র প্রতি নিষ্ঠাবান কে তাহা আমাদিগকে বলুন। হযরত ঈসা (আ.) বলিলেন– যে ব্যক্তি মানুষের হকের উপর আল্লাহ্র হককে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করে এবং যাহার সম্মুখে দুনিয়ার একটি কাজও আখিরাতের একটি কাজ একই সঙ্গে প্রয়োজনীয় হইয়া দেখা দিলে সে প্রথমে আখিরাতের কাজটি সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হয়; উহা সম্পন্ন হইবার পর সে দুনিয়ার কাজটি সম্পাদন করে– এইরূপ ব্যক্তিই হইতেছে আল্লাহ্র প্রতি নিষ্ঠাবান।

ইমাম আওযাঈ (র.) বলেন ঃ একদা লোকেরা ইস্তিসকার নামায আদায় করিবার উদ্দেশ্যে ময়দানে সমবেত হইল। তাহাদের সহিত বিলাল ইব্ন সা'দও ময়দানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি সমবেত জনতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা বর্ণনা করিয়া জনতাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন– উপস্থিত লোক সকল! আমরা কি নিজেদের গুনাহের বিষয় স্বীকার করি না? তাহারা বলিল– হ্যাঁ; আমরা আমাদের গুনাহের কথা স্বীকার করি। তিনি বলিলেন– হে আল্লাহ্! তুমি বলিয়াছ ঃ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ নেক্কারদিগকে শাস্তি দিবার কোন পথ নাই। হে আল্লাহ্! আমরা নিজেদের গুনাহের বিষয় স্বীকার করিতেছি। অতএব, তুমি আমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দাও, আমাদের প্রতি রহমাত নাযিল করো এবং আমাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণ করো। এই বলিয়া তিনি আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে হাত তুলিলেন। লোকেরাও তাঁহার সহিত হাত তুলিল। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণ করিলেন।

কাতাদা (র.) বলেন ঃ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ - এই আয়াত আয়িয ইব্ন আমর মাযনী (রা.) সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র.) — — — —যায়েদ ইব্ন ছাবিত (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি নবী করীম (সা.)-এর ওয়াহী লেখক ছিলাম। যে সময়ে সূরাই বারাআত (সূরা তাওবা) নাযিল হইতেছিল, তখন একদা আমি কলম কানে গুঁজিয়া বসিয়া রহিয়াছি, এমন সময়ে নবী করীম (সা.)-এর উপর জিহাদের

আদেশ সম্বলিত আয়াত নাযিল হইল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে কোন আয়াত নাযিল হয় ; তাহা জানিবার জন্যে নবী করীম (সা.) অপেক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময়ে জনৈক অন্ধ সাহাবী আসিয়া নবী করীম (সা.)-এর নিকট আরয করিলেন– হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি তো অন্ধ। আমি কীরূপে জিহাদে যাইব ? ইহাতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল ঃ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضٰى ـ

ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতে আওফী (র.) বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন ঃ নবী করীম (সা.) তাঁহার সহিত (তাবূকের) যুদ্ধে যাইবার জন্যে সাহাবীদের মধ্যে আদেশ প্রচার করিবার পর একদল সাহাবী (যাহাদের মধ্য হইতে একজন হইতেছেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুগাফ্ফাল ইব্ন মুকরিন আল-মাযনী) তাঁহার নিকট আসিয়া আরয করিল– হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদিগকে জিহাদে যাইবার জন্যে প্রয়োজনীয় বাহন জোগাড় করিয়া দিন। নবী করীম (সা.) বলিলেন– আল্লাহ্র কসম! তোমাদিগকে দিবার মতো বাহন আমি জোগাড় করিতে পারিতেছি না। ইহাতে উক্ত সাহাবিগণ কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া গেলেন। এই চিন্তা তাহাদের অন্তরকে অত্যন্ত পীড়া দিল যে, তাহারা জিহাদে যাইবার জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ জোগাড় করিতে না পারায় তাহাদিগকে বাড়ীতে বসিয়া থাকিতে হইবে। আল্লাহ্ তা'আলা, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি তাহাদের অন্তরের তীব্র ভালবাসা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাদিগকে জিহাদে যাইবার বাধ্য-বাধকতা হইতে মুক্ত ঘোষণা করত নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করিলেন ঃ

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضٰى ..... فَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ـ

মুজাহিদ বলেন ঃ

وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَا اَتَوْكَ ـ

এই আয়াত মুযায়না গোত্রের বনূ মুকরিন শাখার লোকদের সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে।

মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব (র.) বলেন ঃ যাহারা জিহাদে যাইবার জন্যে প্রয়োজনীয় বাহন পাইবার উদ্দেশ্যে নবী করীম (সা.)-এর নিকট আসিয়াছিলেন, নবী করীম (সা.) যাহাদিগকে প্রয়োজনীয় বাহন জোগাড় করিয়া দিতে পারিয়াছিলেন না এবং প্রয়োজনীয় বাহনের অভাবে জিহাদে যাইতে না পারিবার দরুন যাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে নবী করীম (সা.)-এর নিকট হইতে ফিরিয়া গিয়াছিলেন– তাহারা সংখ্যায় সাতজন

ছিলেন। তাহাদের নাম হইতেছে এই ঃ বনূ আমর ইব্ন আওফ গোত্রের সালেম ইব্ন আওফ; বনূ ওয়াকেফ গোত্রের হারমী ইব্ন আমর, বনূ মাযেন ইব্ন নাজ্জার গোত্রের আবদুর রহমান ইব্ন কা'ব, তাহার উপনাম ছিল আবূ লায়লা, বনূ মুআল্লা গোত্রের ফাযলুল্লাহ্, বনূ সালেমা গোত্রের আমর ইব্ন উতবা, এবং উক্ত গোত্রের আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর মাযনী।

তাবূকের যুদ্ধের বিবরণের এক স্থানে ইতিহাসকার মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র.) বলেন ঃ অতঃপর কিছু সংখ্যক সাহাবী কাঁদিতে কাঁদিতে নবী করীম (সা.)-এর নিকট আসিয়া তাঁহার নিকট জিহাদে যাইবার জন্যে প্রয়োজনীয় বাহন চাহিলেন। তাহারা ছিলেন আনসার ও গায়ের আনসার দরিদ্র সাহাবী। নবী করীম (সা.) তাঁহাদিগকে বলিলেন– তোমাদিগকে দিবার মতো বাহন জোগাড় করিতে পারিতেছি না। ইহাতে তাহারা এই দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেলেন যে, তাহারা আল্লাহ্র পথে খরচ করিবার মতো অর্থ জোগাড় করিতে পারিতেছিলেন না। তাহারা সংখ্যায় ছিলেন সাতজন। তাহাদের নাম হইতেছে এই ঃ বনূ আমর ইব্ন আওফ গোত্রের সালিম ইব্ন উমায়ের, বনূ হারিছা গোত্রের উলিয়াহ্ ইব্ন যায়েদ, বনূ মাযিন ইব্ন নাজ্জার গোত্রের আবূ লায়লা আবদুর রহমান ইব্ন কা'ব, বনূ সালেমা গোত্রের আমর ইব্ন হুমাম ইব্ন জামূহ, উক্ত গোত্রের আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফ্ফাল মাযানী, কেহ বলেন– তাহার নাম আবদুল্লাহ ইব্ন আমর মাযানী, বনূ ওয়াকেফ গোত্রের হারমী ইব্ন আবদুল্লাহ্ এবং উক্ত গোত্রের ইয়ায ইব্ন সারিয়া ফাযারী।

ইব্ন আবূ হাতিম (র.) হাসান বসরী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ জিহাদে থাকা অবস্থায় একদা নবী করীম (সা.) সাহাবীদিগকে বলিলেন– তোমরা মদীনাতে যাহাদিগকে রাখিয়া আসিয়াছ তাহাদের মধ্যে এইরূপ একদল লোক রহিয়াছে তাহারা বাড়ীতে থাকিয়াও তোমাদের সহিত জিহাদের সাওয়াবের অংশীদার। জিহাদে তোমাদের কোন অর্থ ব্যয় করা, জিহাদে থাকিয়া তোমাদের কোন ময়দান অতিক্রম করা এবং জিহাদে শত্রুর বিরুদ্ধে তোমাদের কোন বিজয় লাভ করা, উহার প্রতিটি কার্যের সাওয়াবে তাহারা তোমাদের সহিত অংশীদার থাকে। অতঃপর নবী করীম (সা.) নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করিলেন ঃ

وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَا اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ ـ

উক্ত হাদীছের মূল বক্তব্য বিষয় আনাস (রা.) হইতে বুখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে। আনাস (রা.) বলেন ঃ জিহাদে থাকা অবস্থায় একদা নবী

করীম (সা.) সাহাবীদিগকে বলিলেন- মদীনাতে এইরূপ কতগুলি লোক রহিয়াছে যাহারা বাড়ীতে থাকিয়াও তোমাদের সহিত জিহাদের সাওয়াবের অংশীদার থাকে। আল্লাহর পথে জিহাদে থাকিয়া তোমাদের কোন ময়দান অতিক্রম করা এবং কোন পথ অতিক্রম করা ইত্যাদি প্রতিটি কার্যের সাওয়াবে তাহারা তোমাদের সহিত অংশীদার থাকে। সাহাবিগণ আরয করিলেন- হে আল্লাহর রাসূল! তাহারা মদীনায় থাকিয়াই এইরূপে জিহাদের সাওয়াবের অংশীদার থাকে? নবী করীম (সা.) বলিলেন- হ্যাঁ, তাহারা জিহাদে যাইতে পারে না অক্ষমতা ও অসামর্থ্যের দরুন।

ইমাম আহমদ (র.) ...... জাবির (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ একদা নবী করীম (সা.) জিহাদে গিয়া সঙ্গী সাহাবিগণকে বলিলেন- তোমরা মদীনাতে এইরূপ কতগুলি লোক রাখিয়া আসিয়াছ যাহারা তোমাদের প্রতিটি ময়দান অতিক্রম করিবার কার্যে এবং প্রতিটি পথ অতিক্রম করিবার কার্যে তোমাদের সহিত সাওয়াবের অংশীদার রহিয়াছে। তাহাদিগকে জিহাদে অংশগ্রহণ করা হইতে বিরত রাখিয়াছে তাহাদের রোগ ব্যাধি।

ইমাম মুসলিম এবং ইমাম ইব্‌ন মাজাহ উক্ত হাদীছ উপরোক্ত রাবী আ'মাশ হইতে অভিন্ন উর্দ্ধতন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত

ইফাবা (উ.) ১৯৯৮-৯৯ / অঃ সঃ ৪৩৮৭-৫২৫০